শ্রীমদ্ভাগবতম্

ষষ্ঠ স্কন্ধঃ

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ- শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

ষষ্ঠস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া
তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্
৫১২ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া

১৮ মধুসূদন, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
১৫ বৈশাখ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
২৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

–প্রাপ্তিস্থান–

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধও শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া
১৮ মধুসূদন, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ
১৫ বৈশাখ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
২৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারি বেদ--'দধি', ভাগবত--'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত--শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় যথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

ষষ্ঠ-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

ষষ্ঠ-স্কন্ধের কথাসার

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তরকথা, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্কন্ধে 'সর্গ', 'বিসর্গ' ও 'স্থান' বর্ণিত হইয়াছে ; এই স্কন্ধে 'পোষণ' বর্ণিত হইতেছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ—কি উপায়ে জীবের নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব বলিলেন—ইহকালে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পাপাচরণ করিয়া জীবগণ যদি ইহজন্মেই তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে তাহারা মৃত্যুর পরে ঐ সকল পাপকর্ম্মের ফলস্বরূপে নরকসমূহে যাইয়া যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপসমূহ বিনষ্ট হইলেও পাপমূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না বলিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি জন্মে। বাসুদেবে ভক্তিযোগপ্রভাবেই উহা সমূলে ধ্বংস হয়। যিনি একবারমাত্রও কৃষ্ণে চিত্ত অর্পণ করিতে পারেন তাঁহাকে আর যম অথবা যমদূতগণের দর্শন করিতে হয় না। এই সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ অজামিল বেদনিষ্ঠ ও সদাচারসম্পন্ন হইয়াও প্রাক্তন কর্ম্মফলে কোন শূদ্রাতে আসক্ত হইয়া সদাচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে অজামিল যমদূত দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার ঐ শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত দশটী পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রকে 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করায় তাঁহার যে সাঙ্কেত্য নামাভাস হইয়াছিল, তাহার ফলে বিষ্ণুদূতগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে যমদূতগণের পাশ হইতে মুক্ত করিলেন। যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণকে অজামিলের যমদণ্ড্য না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা (বিষ্ণুদূতগণ) উত্তর করিলেন—ব্রাহ্মণের 'নারায়ণ'-নামাভাসে কোটী জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের শান্তি হইলেও তাহাতে পাপীর পাপপ্রবৃত্তি দূর হয় না ; কিন্তু হরিনামাভাসে পাপমূল উৎপাটিত হইয়া হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। অজামিল ঐ দূতগণের পরস্পর কথোপকথন-শ্রবণে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মকৃত পূর্ব্বপাপের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে হরিদ্বার-তীর্থে গমনপূর্ব্বক ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন ; তখন পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণ তথায় আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বর্ণবিমানে আরোহণ করাইয়া বিষ্ণুলোকে লইয়া গেলেন।

যমদূতগণ যমকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া 'কে যমদণ্ড্য' এবং 'কে অদণ্ড্য' তাহা সবিশেষ অবগতির জন্য প্রার্থনা করিলে যম বলিতে লাগিলেন—"সনাতন ধর্ম্ম অত্যন্ত নিগূঢ়, তাহা ভগবান্ এবং তদ্ভক্তগণ ব্যতীত কেহই অবগত নহেন। যম প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজন ভগবানের কৃপায়ই সেই তত্ত্ব কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছেন। নিরপরাধে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হরিভক্তগণ কখনই যমদণ্ড্য নহেন। যাহারা একবারও নিষ্কপটে ভগবানের নামাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বা শ্রীহরিকে বন্দনা করে নাই এবং অত্যন্ত গৃহাসক্ত তাহারাই যম-দণ্ড্য। নিরপরাধে শ্রীহরির নামাদির অসম্যক্ উচ্চারণেও এতদূর পাপহরণাদি কার্য্য করিয়া থাকে, যাহা বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মাদিতে হয় না। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।"

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিতের প্রার্থনানুসারে পুনরায় জীবসৃষ্টির কথা বর্ণন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"প্রজাপতি দক্ষ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত 'হংসগুহ্য'-স্তোত্রদ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি প্রজাপতিকে অসিক্নী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ অযুতসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে পুত্রগণ 'নারায়ণসর'-নামক তীর্থে তপস্যার্থে গমন করিলেন। তথায় দেবর্ষি নারদের উপদেশে তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি-চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া পারমহংস্য ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। দক্ষ পুত্রগণের অদর্শনে শোকপ্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার সহস্র পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পন্থানুবর্ত্তনে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তৎসংবাদে দক্ষ দেবর্ষিকে তিরস্কার করিয়া অভিশাপ দিলেন যে, তিনি (শ্রীনারদ) লোকমধ্যে কোথাও স্থান পাইবেন না।

দক্ষ ষষ্টিসংখ্যক কন্যা সৃষ্টি করিয়া তাঁহা-

দিগকে চন্দ্র, কশ্যপ, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে সম্প্রদান করিলেন। সেই কন্যাগণ হইতেই দেব, দানব, মনুষ্য, নাগ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অসংখ্য জীব উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহাদের দ্বারা বিশ্ব পূর্ণ হইয়াছে।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র শচীসহ সুর-সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এমন সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদান্বিত ইন্দ্র তাঁহাকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন না করায় বৃহস্পতি সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গুর্ব্বমাননা ফলে ইন্দ্র অচিরেই দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন, অবশেষে ত্বষ্টৃ-তনয় বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে নারায়ণ-কবচ লাভ করিয়া পুনরায় সুর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

পুরোহিত বিশ্বরূপ গোপনে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন জানিতে পারিয়া ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন এবং এই ব্রহ্মহত্যা-পাপ ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রবধ-কামনায় যজ্ঞ করিলেন, কিন্তু স্বরক্রমাদির ব্যতিক্রম হওয়ায় ফল বিপরীত হইল। তিনি ইন্দ্রের শত্রুবর্দ্ধন কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যাহার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইল। বৃত্রাসুরের প্রভাবে নিস্তেজ হইয়া দেবগণ ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাদিগকে দধীচি মুনির সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার দেহ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সেই দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত বজ্রে বৃত্রাসুর নিহত হইল।

বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-পাপে সুখী হইতে না পারিয়া তাহা হইতে নির্ম্মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে মানস-সরোবরে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সংরক্ষিত হইলেন এবং সহস্র বৎসর তথায় অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়ে নহুষ রাজা ইন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু শচীদেবীর প্রতি ভোগ-বুদ্ধি-অপরাধে তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৃত্রাসুর পূর্ব্বজন্মে শূরসেনরাজ চিত্রকেতু নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, পরে মহর্ষি অঙ্গিরার বরে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার অন্য স্ত্রীগণ অনাদৃত হইয়া প্রতিহিংসাবশে বিষপ্রয়োগে বালকের প্রাণ নাশ করিলে পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন মহর্ষি অঙ্গিরার সহিত দেবর্ষি নারদ তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক মৃতবালককে পুনর্জীবিত করিয়া চিত্রকেতুর জ্ঞানোৎপত্তির জন্য সেই বালকের মুখে জীবতত্ত্ব এইরূপ প্রকাশ করিলেন— "জীবাত্মা নিজকর্ম্ম-বশে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে; দেহাদিতেই মাতা-পিতৃ-সম্বন্ধ জীবাত্মার দেহত্যাগে আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং তজ্জন্য শোক নিরর্থক।" এইরূপে স্বীয় মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া চিত্রকেতু এবং তৎপত্নীগণের শোক দূর হইল। দেবর্ষি নারদের কৃপায় মহারাজ চিত্রকেতু ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া সপ্তদিবসের মধ্যে শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের দর্শনলাভ করিলেন।

মহারাজ চিত্রকেতু কোন সময়ে মুনিগণের সভায় মহাদেবপার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া উপবিষ্ট দর্শনে হাস্য করিয়াছিলেন। পরমহংস মহাদেবের প্রতি চিত্রকেতুর এইরূপ অবজ্ঞা দেখিয়া পার্ব্বতীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া অভিশাপ করিলেন,—"চিত্রকেতো! তোর অসুরকুলে জন্ম হইবে।" চিত্রকেতু পার্ব্বতীর অভিশাপে বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া ধীর স্থির চিত্তে বলিলেন,—'জীব প্রাক্তন কর্ম্মফলেই উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কাহারও সুখ-দুঃখের হেতু নহে।' তিনিই পরে বৃত্রাসুররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া মহাভাগবত মহাদেব ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে ভগবদ্ভক্তগণের নির্ভীকতা, শুদ্ধভক্তের স্বর্গ ও নরকে তুল্যবোধ, ঈশ্বরাভিমানী দেবতাগণের ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধির অভাব, এবং চিত্রকেতুর সহিত নিজের অপ্রাকৃত বন্ধুত্ব ও তজ্জন্য তাঁহার (চিত্রকেতুর) পরিহাসের গূঢ়রহস্য প্রভৃতি বিষয় পার্ব্বতী ও অন্যান্য সভাসদ্গণের নিকটে কীর্ত্তন করিলেন। পরমভক্ত চিত্রকেতু দেবীকে অভিশাপ-প্রদানে সমর্থ হইয়াও অভিশাপ না দিয়া তৎপ্রদত্ত শাপ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধুদিগের লক্ষণই এইরূপ।

পুনর্ব্বার সৃষ্টি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব অদিতি ও দিতির বংশ-বিস্তার বর্ণন করিলেন। অদিতির পুত্র হইতে বহু সন্তান উৎপন্ন হয়। দিতির দুই পুত্র —হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপু হইতে প্রহলাদাদির আবির্ভাব। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইলে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য দিতি কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং ইন্দ্রকেই এই হত্যার মূল কারণজ্ঞানে ইন্দ্রবিনাশক পুত্রলাভার্থে কশ্যপের সেবা করিতে লাগিলেন। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কশ্যপ তাঁহাকে কয়েকটী নিয়মের সহিত সম্বৎসর ব্রত ধারণ করিতে উপদেশ করিলেন, এবং বলিলেন,—বৈগুণ্য ঘটিলে বিপরীত ফল হইবে। দিতি ব্রত-ধারণ করিলে ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র দৈবাৎ তাঁহার ব্রতবৈগুণ্য লক্ষ্য করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করেন। ভগবদিচ্ছায় তাহাতেও তাঁহারা জীবিত ছিলেন এবং তাঁহারা ইন্দ্রের শত্রু হইবার পরিবর্ত্তে তদীয় মিত্ররূপ ঊনপঞ্চাশৎ-মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন।
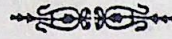
ষষ্ঠ স্কন্ধের অধ্যায় সমূহের সূচীপত্র

ষষ্ঠ-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

ম

ষষ্ঠ-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

আ

ই

ষষ্ঠ-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

ষষ্ঠ-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

ষষ্ঠস্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

নিবৃত্তিমার্গঃ কথিত আদৌ ভগবতা যথা।
ক্রমযোগোপলব্ধেন ব্রহ্মণা যদসংসৃতিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ ও বিসর্গাদি দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্ধে সর্গ, বিসর্গ ও স্থান বর্ণন করিয়া এই স্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে 'পোষণ' বর্ণন করিতেছেন; তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে মহাপাপী অজামিলের পাপমোচনার্থ বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়ের আগমন এবং যমদূতগণের নিকট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও অজামিলের পাপ-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় লোকেই পাপ—যন্ত্রণাদায়ক। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূল-স্বরূপ পাপের বিনাশ-জন্য কর্ম্মমার্গে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপমূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। এইজন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াও পুরুষের আবার পাপাদিতে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 'দ্বাদশবার্ষিক ব্রত' প্রভৃতিকে 'মুখ্য-প্রায়শ্চিত্ত' বলা যায় না। জ্ঞান-মার্গে জ্ঞানই মুখ্য-প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়। কর্ম্মিগণের মতে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, দান, সত্য, যম ও নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা পাপবীজ ভস্মীভূত হয়। জ্ঞানে পাপবীজ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহাকে 'মুখ্য-প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে, সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা পাপমূল অবিদ্যার উচ্ছেদ হয় না। কেবলমাত্র বাসুদেবে ভক্তিযোগ-প্রভাবেই পাপমূল অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে হয় না। অতএব শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। ভক্তিপথই পরম-মঙ্গলদায়ক; এই মার্গে কোনপ্রকার বিঘ্নাদির আশঙ্কা নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল-প্রদানে সমর্থ নহে; কিন্তু ভক্তি—নিরপেক্ষা, অত্যল্প-পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও জীবকে পবিত্র করিতে সমর্থ হন। যিনি একবারমাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর স্বপ্নেও যম বা যমদূতদিগকে দর্শন করিতে হয় না। এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ অজামিলের উপাখ্যান শোনা যায়। কান্যকুব্জ-দেশবাসী অজামিল বেদনিষ্ঠ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাক্তন-কর্ম্মফলে কোন এক শূদ্রাতে আসক্ত হইয়া সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সে ঐ শূদ্রার গর্ভজাত দশটী পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ-পুত্রের "নারায়ণ" নাম রাখেন। মৃত্যুকালে যমদূতগণকে দেখিয়া ভয়ে প্রিয়তম পুত্র 'নারায়ণ'কে ডাকিতে ডাকিতে বিষ্ণুস্মৃতি-দ্বারা তাহার সাঙ্কেত্যরূপ 'নামাভাস' হইল। নামোচ্চারণশ্রবণমাত্রেই বিষ্ণুদূতগণ তথায় আগমন করিয়া অজামিলকে বলপূর্ব্বক যমদূতগণের হস্ত হইতে মোচন করিলেন। যমদূত ও বিষ্ণুদূতের পরস্পর কথোপকথন-ফলে অজামিল ভাগবতধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মমার্গের নিকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ,—আদৌ (দ্বিতীয়-স্কন্ধে বৈশ্বানরং যাতীত্যাদিনা) ভগবতা (ত্বয়া) যথা (যথাবৎ) নিবৃত্তিমার্গঃ কথিতঃ। যৎ (যেন মার্গেণ)

ক্রমযোগোপলব্ধেন (ক্রমেণ যোগাঃ অর্চ্চিরাদি-প্রাপ্তিঃ তেন উপলব্ধেন প্রাপ্তেন) ব্রহ্মণা (সহ) অসংসৃতিঃ (মোক্ষঃ ভবতি ;—"ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" ইতি বচনাৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্, (শুকদেব), আপনি পূর্ব্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) যথাবৎ নিবৃত্তিমার্গ বর্ণন করিয়াছেন। সেই নিবৃত্তিমার্গদ্বারা ক্রমপন্থায় অর্চ্চিরাদি লোক লাভ হইয়া ব্রহ্মার সহিত মিলন ও মুক্তি হয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেতি প্রভূষ্ণবে।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥
স্বমর্য্যাদাস্থিতানাং যদ্ভূপাতালদিবৌকসাম্।
পালনং স্থানশব্দোক্তং পঞ্চমে তদুদীরিতম্ ॥
ভক্তানাং ধর্ম্মমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনামপি পালনম্।
যদ্ভবেত্তত্তু বিদ্বদ্ভিঃ পোষণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
পাপিনোঽজামিলস্যাপি নামাভাষেণ ভক্ততা।
গুরুদ্রোহোঽপি শক্রস্য প্রোক্তাধিকৃতভক্ততা ॥
তয়োশ্চ পোষণাচ্চিত্রকেত্বাদীনাঞ্চ কিং পুনঃ।
অধ্যায়ৈকোনবিংশত্যা ভক্তবাৎসল্যমুচ্যতে ॥
তত্র তু ত্রিভিরধ্যায়ৈঃ কথাজামিলসংশ্রয়া।
বিশ্বরূপাশ্রয়া ষড়্ভির্বৃত্রাখ্যানমথাষ্টভিঃ ॥
মরুদাখ্যানমধ্যায়দ্বয়েন পরিকীর্ত্তিতম্।
যত্রানুবৃত্তিরিন্দ্রেণ দিত্যাং পুংসবনব্রতে ॥
তত্রেহপ্রথমেঽধ্যায়ে বিষ্ণুদূতৈরজামিলে।
মোচ্যমানে তদীয়াদ্‌যানুচ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥০॥

নরাণাং নরকপাতযাতনা-শ্রবণেন দয়ার্দ্রহৃদয়-স্তন্নিস্তারোপায়স্য প্রষ্টব্যস্য প্রত্যুত্তরবচনযোগ্যতায়া-মুৎসাহমুপপাদয়িতুং পূর্ব্বোক্তানুবাদেনোপদিষ্টার্থাব-ধারণযোগ্যতাং স্বস্যাভিব্যঞ্জয়তি—নিবৃত্তীতি। যথা যথাবৎ; আদৌ দ্বিতীয়স্কন্ধে "বৈশ্বানরং যাতি" ইত্যাদিনা, তথা তৃতীয়ে চ "যে স্বধর্ম্মান্ন দুহ্যন্তি" ইত্যাদিনা যৎ যেন মার্গেণ ক্রমযোগেন প্রাপ্তো যো ব্রহ্মা তেন সহ অসংসৃতির্মোক্ষো ভবতি।

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।"
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক করুণাসিন্ধু, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই শ্রীশুকদেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়-জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥

স্বমর্য্যাদার দ্বারা স্থিত ভূলোক, পাতাল ও দ্যুলোক-বাসিগণের যে পালন, তাহা 'স্থান' শব্দের দ্বারা পঞ্চম স্কন্ধে বলা হইয়াছে ॥

ভক্তগণের এবং ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারি-গণেরও পালন যেভাবে হয়, তাহাকে বিদ্বদ্‌গণ 'পোষণ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥

পাপী অজামিলেরও নামাভাসে ভক্তরূপ এবং গুরুদ্রোহী হইলেও ইন্দ্রের অধিকৃত ভক্ততা উক্ত হই-য়াছে ॥

তাহাদের (অজামিল ও ইন্দ্রের) এবং চিত্রকেতু প্রভৃতিরও পালনহেতু (এই ষষ্ঠ স্কন্ধে) ঊনবিংশতি অধ্যায়ের দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যই উক্ত হই-য়াছে ॥

তন্মধ্যে তিনটি অধ্যায়ে অজামিলের উপাখ্যান, ছয়টি অধ্যায়ে বিশ্বরূপের বিবরণ, আটটি অধ্যায়ে বৃত্রাসুরের আখ্যান, এবং দুইটি অধ্যায়ে মরুদ্‌গণের জন্মবৃত্তান্ত, যেখানে দিতির পুংসবন-ব্রতে ইন্দ্রের অনু-বৃত্তি (পরিচর্য্যা) পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ॥

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণ অজা-মিলকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, যমকিঙ্করগণ যাহা বলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্বে (পঞ্চম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে) নরকগত জীবের যাতনাশ্রবণে দয়ার্দ্রান্তঃকরণ মহারাজ পরী-ক্ষিৎ তাহা হইতে নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর প্রদানে উৎসাহ সম্পাদনের নিমিত্ত, পূর্ব্বকথিত বিষ-য়ের অনুবাদপূর্ব্বক নিজের উপদিষ্টার্থ অবধারণের যোগ্যতা প্রকাশ করিতেছেন—'নিবৃত্তিমার্গঃ' ইত্যাদি,

অর্থাৎ যথাযথরূপে নিবৃত্তিমার্গের বর্ণনা আপনি করিয়াছেন। প্রথমতঃ দ্বিতীয় স্কন্ধে—'বৈশ্বানরং যাতি' (২।২।২৪), অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মী যাগ-যজ্ঞাদি করেন, তাঁহারা দেহান্তে আকাশপথে গমন করতঃ প্রথমে ব্রহ্মলোকপথ-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না-নাড়ীযোগে 'বৈশ্বানর' অর্থাৎ অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট যান, তথায় তাঁহাদের পাপসকল ক্ষালিত হইলে, পরে উপরিস্থিত হরি-সম্বন্ধীয় শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্রে, যাহা তারকারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান-স্থান, তাহা প্রাপ্ত হন, ইত্যাদির দ্বারা, এবং সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে—"যে চ স্বধর্ম্মান্ন দুহ্যন্তি', অর্থাৎ যাঁহারা স্বধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা যে পথে 'ক্রমযোগোপলব্ধেন'—ক্রমযোগের দ্বারা প্রাপ্ত যে ব্রহ্মা, অর্থাৎ উক্ত নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনকারী পুরুষ ক্রমশঃ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি লোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাকালে তাহার সহিত মুক্তি লাভ করেন। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রতিকল্পে ক্রম-যোগের দ্বারা তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে অবস্থানপূর্ব্বক দ্বিপরার্দ্ধ অবসানকালে ব্রহ্মার মুক্তির সময়ে তাঁহার সহিতই পরম পদ (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

———

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ত্রৈগুণ্যবিষয়ো মুনে।
যোঽসাবলীন প্রকৃতেগুর্ণসর্গঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনে, (শুকদেব,) অলীন-প্রকৃতেঃ (ন লীনা ন নিবৃত্তা প্রকৃতিঃ মায়া যস্য প্রাণিনঃ তস্য) পুনঃ পুনঃ (ভোগার্থং) গুণসর্গঃ (গুণানাং সর্গঃ কার্য্যং দেহারম্ভঃ যস্মিন্ সঃ) ত্রৈগুণ্য-বিষয়ঃ (ত্রৈগুণ্যং স্বর্গাদি-সুখং তদেব বিষয়ঃ প্রাপ্যং ফলং যস্য সঃ) যঃ অসৌ (এবম্ভূতঃ) প্রবৃত্তিলক্ষণঃ (মার্গঃ সঃ অপি ত্বয়া—"দক্ষিণেন পথার্য্যম্ণঃ পিতৃ-লোকং ব্রজন্তি তে" ইত্যাদিনা তৃতীয়ে কথিতঃ) ॥২॥

অনুবাদ—হে শুকদেব, প্রকৃতির (মায়ার) নিবৃত্তি না হওয়ায় পুরুষের ভোগার্থ যে বারম্বার দেহপ্রাপ্তি হয়, তাহাই প্রবৃত্তিমার্গের স্বরূপ; তদ্দ্বারা স্বর্গাদি-সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি এই প্রবৃত্তিমার্গ তৃতীয়-স্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

———

বিশ্বনাথ—প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চ কথিতস্তৃতীয় এব "যে ত্বিহাসক্তমনস" ইত্যাদিনা ত্রৈগুণ্যং স্বর্গাদিসুখং, তদেব বিষয়প্রাপ্যং যস্য; লীনা প্রকৃতির্যস্য তস্য সংসারিণঃ গুণৈরেব সর্গঃ পুনঃ পুনর্জ্জন্ম যতঃ সঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবৃত্তিলক্ষণঃ'—প্রবৃত্তিরূপ যে মার্গ, তাহাও আপনি তৃতীয় স্কন্ধে—'যে ত্বিহাসক্ত মনসঃ' (৩।৩২।১৬), (অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মে আসক্ত-চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাম্য ও নিত্য কর্ম্মসকল সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অথচ কামাত্মতা ও অজিতেন্দ্রিয়তা-প্রযুক্ত রজোগুণ-প্রভাবে কুণ্ঠিত-মনা এবং নিরন্তর গৃহাদিতে অনুরক্ত হইয়া পিতৃবর্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন) ইত্যাদির দ্বারা বলিয়াছেন। 'ত্রৈগুণ্য-বিষয়ঃ'—ত্রৈগুণ্য বলিতে স্বর্গাদি সুখ, তাহাই বিষয় অর্থাৎ প্রাপ্য ফল যাহার। 'অলীনপ্রকৃতিঃ'—(শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত) যাহার প্রকৃতি (মায়া) লীন হয় নাই, সেই সংসারী জীবেরই 'গুণসর্গঃ'—গুণের দ্বারাই সর্গ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যে জন্ম, তাহা (অর্থাৎ যে পুরুষের প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে ত্রিগুণময় স্বর্গাদি সুখলাভের উপযোগী প্রবৃত্তিমার্গের কথা আপনি বলিয়াছেন) ॥ ২ ॥

অধর্ম্মলক্ষণা নানা নরকাশ্চানুবর্ণিতাঃ।
মন্বন্তরশ্চ ব্যাখ্যাত আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবো যতঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—অধর্ম্মলক্ষণাঃ (অধর্ম্ম লক্ষয়ন্তি স্বকারণতয়া জ্ঞাপয়ন্তি ইতি অধর্ম্মলক্ষণাঃ) নানা (নানা-প্রকারাঃ) নরকা চ অনুবর্ণিতাঃ (পঞ্চমস্কন্ধান্তে অস্য নিরন্তরাধ্যায়ে ত্বয়া অনুবর্ণিতাঃ)। যতঃ (যস্মিন্) স্বায়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মপুত্রঃ মনুঃ সঃ) আদ্যঃ (প্রথমঃ) মন্বন্তরঃ চ ব্যাখ্যাতঃ (চতুর্থস্য আদৌ কথিতঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—অধর্ম্মস্বরূপ যে নানাবিধ নরক আছে, আপনি তাহাও পশ্চাতে (পঞ্চম-স্কন্ধান্তে) বর্ণন করিয়াছেন। যে মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হন, সেই আদ্য-মন্বন্তরের কথাও-চতুর্থ-স্কন্ধের প্রথমভাগে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যতো যস্মিন্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যাহাতে (অর্থাৎ মন্বন্তরের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রথম) ॥ ৩ ॥

———

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোর্বংশস্তচ্চরিতানি চ ।
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদ্রি-নদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥
ধরামণ্ডলসংস্থানং ভাগলক্ষণমানতঃ ।
জ্যোতিষাং বিবরাণাঞ্চ যথেদমসৃজদ্বিভুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ (প্রিয়ব্রতোত্তান-পাদয়োঃ) বংশঃ তৎ-চরিতানি চ (তয়োঃ চরিতানি ত্বয়া ব্যাখ্যাতানি চ)। বিভুঃ (হরিঃ) দ্বীপবর্ষ-সমুদ্রাদ্রি-নদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ যথা ভাগলক্ষণ-মানতঃ (ভাগতঃ লক্ষণতঃ মানতঃ) অসৃজৎ (তথা ত্বয়া ব্যাখ্যাতম্ এবং) ধরামণ্ডলসংস্থানং (তথা) জ্যোতি-ষাং (সূর্য্যাদীনাং) বিবরাণাঞ্চ (পাতালাদীনাঞ্চ) ইদং (সংস্থানং যথা অসৃজৎ তথা ত্বয়া ব্যাখ্যাতম্) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—আপনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ এবং চরিত্রও কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিভু শ্রীহরি যেরূপ বিভাগ, লক্ষণ ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দ্বীপ, বর্ষ সমুদ্র, নদী, উদ্যান, বনস্পতি প্রভৃতি সৃষ্টি এবং যেরূপে ভূমণ্ডল, জ্যোতিশ্চক্র ও পাতালাদি লোকের সংস্থান করিয়াছেন, আপনি তাহাও বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বীপাদীন্ যথা অসৃজৎ, তথা ব্যাখ্যাত-মিত্যন্বয়ঃ। ভাগতো লক্ষণতো মানতশ্চ ধরামণ্ডলস্য জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং ইদং সংস্থানং যথা অসৃজৎ তথা ব্যাখ্যাতমিত্যর্থঃ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বীপ-বর্ষ'—ইত্যাদি, ভগবান্ দ্বীপ, বর্ষ প্রভৃতি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আপনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ভাগ-লক্ষণ-মানতঃ'—বিভাগ, লক্ষণ ও পরিমাণানুসারে ধরা-মণ্ডল, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-সমূহের এই সংস্থান যে প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই অর্থ ॥ ৪-৫ ॥

———

অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ ।
নানোগ্রযাতনান্ নেয়াৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, ইহ (সংসারে) নরঃ (পাপিজনঃ অপি) যথা (যেন উপায়েন) নানোগ্র-যাতনান্ (নানা অনেকবিধাঃ উগ্রাঃ তীব্রাঃ যাতনাঃ বেদনাঃ যেষু তান্) নরকান্ (ন এব) ঈয়াৎ (নৈব গচ্ছেৎ) অধুনা মে (মহ্যং) তৎ (উপায়রূপম্) ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ ! এই সংসারে যে উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্য নানাবিধ অসহ্য যাতনাময় নরকসমূহে পতিত না হয়, আপনি এক্ষণে আমার নিকট সেই উপায় কৃপাপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করুন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নানা উগ্রা যাতনা যেষু তান্ নরকান্ যথা ন ঈয়াৎ ন গচ্ছেৎ, তৎ লোকানামিষ্টানিষ্ট-সাধনে দ্বে যথা জ্ঞাতে তথানিষ্টপরিহারসাধনমপি জ্ঞাতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানোগ্র-যাতনান্'—নানা, বিবিধ প্রকার, উগ্র বলিতে তীব্র, যাতনাসকল যেখানে, তাদৃশ নরকসকলে যাহাতে গমন করিতে না হয়, তাহা (আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন)। লোকসকলের ইষ্ট ও অনিষ্ট সাধন—এই দুইটি যেরূপ জ্ঞাতব্য, তদ্রূপ অনিষ্ট পরিহার—সাধনও জানিতে হইবে—এই ভাব ॥ ৬ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ
কৃতস্য কুর্য্যান্মন-উক্তপাণিভিঃ ।
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি
যে কীর্ত্তিতা মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইহ (জন্মনি) মন-উক্তিপাণিভিঃ (মনোবাক্কায়ৈঃ ব্যস্তৈঃ সমস্তৈঃ বা) কৃতস্য অংহসঃ (পাপস্য) যথা (যথাবৎ মন্বাদ্যুক্ত-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ প্রাণী) চেৎ (যদি) অপচিতিং (প্রায়শ্চিত্তং) ন কুর্য্যাৎ (তদা) সঃ (পাপী) প্রেত্য (মৃত্বা পরলোকে) মে (ময়া) ভবতঃ কীর্ত্তিতাঃ তিগ্মযাতনাঃ (তিগ্মাঃ দারুণাঃ যাতনাঃ যেষু তে) যে (নরকান্ তান্) নরকান্ উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥৭॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, এই জন্মে মনুষ্যগণ মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা পাপ আচরণ করিয়া যদি ইহজন্মেই সেই মন, বাক্য ও শরীর দ্বারাই যথাবিধি (মন্বাদি-উক্ত ধর্ম্মবিধি-অনুসারে) তত্তৎপাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যুর পর, আমি যে সকল অসহ্য যাতনাপূর্ণ নরকের কথা বলিয়াছি, তাহারা নিশ্চয়ই সেইসকল নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র স্বশিষ্যস্য পরীক্ষিতঃ স্বমতে ব্যুৎপত্তিং পরীক্ষমাণঃ, কর্ম্মিণাং মতে—নরকপ্রতীকারমাহ—ন চেদিতি দ্বাভ্যাম্। ইহৈব জন্মনি মনোবাক্কায়ৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্বা কৃতস্যাংহসঃ অপচিতিং প্রায়শ্চিত্তম্ ইহৈব জন্মনি ন কুর্য্যাচ্চেত্তদা তীগ্মা দারুণাঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্বশিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতের স্বমতে কতটুকু ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মিগণের মতে নরকের প্রতীকার বলিতেছেন—'ন চেৎ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ইহৈব'—এই জন্মেই মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা, অথবা উহাদের মধ্যে একটি বা সমস্তের দ্বারাই যে সকল পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার 'অপচিতিং'—প্রায়শ্চিত্ত যদি এই জন্মেই (মৃত্যুর পূর্ব্বেই) না করে, তাহা হইলে 'তিগ্মযাতনাঃ'—তীব্র যাতনাময় নরকসমূহে (যাহা আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই গমন করিতে হয়।) ॥ ৭ ॥

———

তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপনিষ্কৃতৌ
যতেত মৃত্যোরবিপদ্যতাত্মনা।
দোষস্য দৃষ্ট্বা গুরুলাঘবং যথা
ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ এবং) তস্মাৎ (উক্তহেতোঃ) মৃত্যোঃ পুরা এব অবিপদ্যতা (জরারোগাদিনা অক্ষীয়মাণেন) আত্মনা ইহ (দেহেন ব্রতাচরণেষু যাবৎ অসমর্থঃ ন স্যাৎ তাবৎ এব ইহলোকে) পাপনিষ্কৃতৌ (পাপস্য নিষ্কৃতৌ প্রায়শ্চিত্তে) আশু (শীঘ্র পাপকরণানন্তরম্ এব) যতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ ; অন্যথা কালাতীতে তু দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তম্ অর্হতীতি বৈগুণ্যাপত্তেঃ) যথা রুজাং (রোগাণাং) নিদানবিৎ (নিদানং কারণং বেত্তি যঃ সঃ) ভিষক্ (বৈদ্যঃ) দোষস্য (বাতপিত্তকফাত্মকস্য) গুরু-লাঘবং (মহত্ত্বম্ অল্পত্বং বা) দৃষ্ট্বা (বিজ্ঞায় তদনুরূপং) চিকিৎসেত (প্রতীকারং কুর্য্যাৎ, তথা পাপস্য অপি মহত্ত্বম্ অল্পত্বঞ্চ অবেক্ষ্য তদনুরূপে প্রায়শ্চিত্তে যতেত ইতি ভাবঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বেই দেহ পটু থাকিতে থাকিতেই শীঘ্র শীঘ্র পাপের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে যত্ন করা উচিত (নতুবা কালাতিপাত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়)। নিদানবিৎ চিকিৎসক যেরূপ রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাপেরও মহত্ত্ব ও অল্পত্ব বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্তার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মান্মৃত্যোঃ পুরৈব তত্রাপ্যাশু ; অন্যথা অতীতচিরকালে তু দ্বিগুণং ব্রতমর্হতীতি বৈগুণ্যাপত্তেঃ। অবিপদ্যতাত্মনেতি—যাবজ্জরারোগাদিভির্ব্রতাদ্যসামর্থ্যং ন স্যাদিত্যর্থঃ। অত্র ব্যবস্থাপকো বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিজ্ঞো মৃগ্য ইত্যাহ—দোষস্যেতি। গুরুলাঘবং গৌরবং লাঘবঞ্চ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকার, 'তস্মাৎ'—অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বেই, তাহাতে অতি সত্বরই (কৃত পাপের নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান্ হইবে)। অন্যথা বহুকাল পরে কিন্তু দ্বিগুন (চন্দ্রায়ণাদি কঠোর) ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কারণ বৈগুণ্য দোষ হইবার সম্ভাবনা। 'অবিপদ্যতাত্মনা'—শরীর যাহাতে ক্ষয় না হয়, দেহ সুস্থ থাকিতে থাকিতেই, অর্থাৎ জরা ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ব্রতাদির অনুষ্ঠানে অসামর্থ্য যতদিন না হয়—এই অর্থ। এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক—বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—'দোষস্য' ইত্যাদি—রোগের মূল কারণবিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুচিকিৎসক যেরূপ রোগসমূহের মূলীভূত দোষসমুদয়ের, 'গুরু-লাঘবং'—গুরুত্ব ও লঘুত্ব (বিবেচনাপূর্ব্বক যথোচিত চিকিৎসা করেন, তদ্রূপ পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনু-

সারে, কৃতপাপের নিষ্কৃতির জন্য সুস্থ দেহেই যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে।) ॥ ৮ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং (দৃষ্টং রাজদণ্ডলোকনিন্দাদি-শ্রুতং-নরকপাতাদি তাভ্যাম্) আত্মনঃ পাপম্ অহিতং জানন্ অপি যৎ (যস্মাৎ) বিবশঃ (তদ্বাসনাধীনঃ সন্ প্রায়শ্চিত্তানন্তরম্ অপি) ভূয়ঃ (পুনঃ জনঃ) পাপং করোতি ; অথো (অস্মাৎ কারণাৎ দ্বাদশাব্দিকং দ্বাদশবর্ষসাধ্যং) প্রায়শ্চিত্তং (পাপনাশকং কর্ম্ম) কথম্ ? (তেন সমূলদোষস্য অনিবৃত্তেঃ ; নিবৃত্তৌ চ পুনঃ পাপপ্ররোহাযোগাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—পাপ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরক-পাতাদি ঘটিয়া থাকে ; ইহা দেখিয়া শুনিয়া পুরুষ পাপকে নিজের অহিতকর বলিয়া জানিতে পারে ; কিন্তু ইহা জানিয়াও বিবশ হইয়া প্রায়শ্চিত্তের পরও পুরুষ পুনঃ পুনঃ আবার সেই পাপ-কর্ম্মই করিয়া থাকে। অতএব দ্বাদশ-বার্ষিক-ব্রতাদিকে কিরূপেই বা 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে ? ঐ (সকলের দ্বারা যখন প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ পাপ-প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে, তখন উহারা প্রকৃত 'প্রায়শ্চিত্ত'-শব্দ-বাচ্য নহে) ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মতমিদমাক্ষিপন্নসম্মন্যমান আহ—দৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। দৃষ্টং রাজদণ্ডাদি শ্রুতং নরকপাতাদি তাভ্যামাত্মনোঽহিতং পাপং প্রায়শ্চিত্তানন্তরমপি করোতি লোকে তথা দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। অথো অতঃ প্রায়শ্চিত্তং কথং পাপনাশকমিত্যর্থঃ। তস্য পাপনাশকত্বে পুনঃ পাপপ্ররোহাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রায়শ্চিত্তের মতকে আক্ষেপপূর্ব্বক অসৎ, অর্থাৎ উত্তম বিবেচনা না করিয়া বলিতেছেন—'দৃষ্ট-শ্রুত' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'দৃষ্টং'—রাজদণ্ডাদি, শ্রুতং—নরকপাতাদি, অর্থাৎ পাপ করিলে রাজদণ্ড এবং নরকপ্রাপ্তি ঘটে—এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রদ্বারা পাপকে নিজের অহিতকর জানিতে পারিলেও, মানুষ প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনরায় যেন পাপের বশীভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠান করে, এইরূপ লোকে দেখা যায়। 'অথো'—অতএব প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকারে পাপনাশক ?—এই অর্থ। পাপ নাশপ্রাপ্ত হইলে, পুনরায় পাপের উৎপত্তি হইত না—এই ভাব ॥ ৯ ॥

———

ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অভদ্রাৎ (পাপাৎ) নিবর্ত্ততে ; ক্বচিৎ (কালান্তরে বার্দ্ধক্যাদৌ) পুনঃ তৎ (তৎসদৃশম্ এব পাপং) চরতি (আচরতি); অথ (তস্মাৎ কারণাৎ) কুঞ্জরশৌচবৎ (হস্তিস্নানমিব) প্রায়শ্চিত্তম্ অপার্থং (ব্যর্থং) মন্যে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কখনও পুরুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার কালান্তরে পুনরায় সেইপ্রকার পাপই আচরণ করিয়া থাকে। এইজন্যই মনে হয়, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) প্রায়শ্চিত্ত হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্বচিদ্‌যৌবনাদৌ অভদ্রাৎ পাপান্নিবর্ত্ততে পুনস্তদেব পাপং ক্বচিদ্বার্দ্ধক্যে চরতি ; অথো অতএব অপার্থং ব্যর্থং কুঞ্জরশৌচবদিতি কুঞ্জরো হি স্নাত্বাপি পুনরাত্মানং রজোভির্মলিনীকরোতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্বচিৎ'—কখনও যৌবনকালে 'অভদ্রাৎ'—পাপ হইতে নিবর্ত্তিত হইলেও, পুনরায় সেই পাপই কখন বার্দ্ধক্যকালে লোকে অনুষ্ঠান করে, অতএব উহা 'অপার্থং'—ব্যর্থ, অর্থাৎ উক্ত প্রায়শ্চিত্তকে আমি হস্তীর স্নানের ন্যায় নিরর্থকই মনে করি, হস্তী যেমন স্নান করিয়াও পুনরায় নিজেকে ধূলার দ্বারা মলিন করে, তদ্রূপ ॥ ১০ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ (অবিদ্যা-বদ্ধঃ জীবঃ এবাধিকারী যস্য তস্য

ভাবঃ তত্ত্বং তস্মাৎ হেতোঃ) কর্ম্মণা (কৃচ্ছ্রাদি-প্রায়শ্চিত্তেন) কর্ম্মনির্হারঃ (কর্ম্মণঃ পাপস্য নির্হারঃ বিনাশঃ) আত্যন্তিকঃ (সমূলঃ) ন হি ইষ্যতে ; (যতঃ অবিদ্যা এব পাপপ্রবৃত্তেঃ মূলং সৈব চ প্রায়শ্চিত্তস্য মূলম্ অতঃ তাদৃশস্য পাপস্য তাদৃশেন এব প্রায়শ্চিত্তেন সমূলং নাশঃ ন ভবতি অতঃ অবিদ্যা-নাশাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তেন নষ্টে অপি তস্মিন্ পাপে তৎসংস্কারেণ পাপান্তরস্য পুনঃ পুনঃ প্ররোহঃ ভবত্যেব ; কিং তর্হি মুখ্যং প্রায়শ্চিত্তম্ ? অতঃ আহ—) বিমর্শনম্ (আত্ম-সাক্ষাৎকারলক্ষণং ভগবজ্জ্ঞানমেব সম্যক্) প্রায়শ্চিত্তং (তস্যৈব অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্বাৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, পাপাচরণসমূহ—কর্ম্ম ; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও—কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ আশা করা যায় না ; কারণ, ঐসকল প্রায়শ্চিত্তাদি-কর্ম্মের অধিকারিগণ, সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাঁহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তদ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার-বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে ; (হে রাজন্, আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত' কি ? তবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্ব-হেতু) ভগবজ্জ্ঞানই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—পরীক্ষয়োত্তীর্ণং পরীক্ষিতং পুনরপি পরীক্ষিষ্যমাণঃ সিদ্ধান্তং জ্ঞাপয়তি কর্ম্মণা কৃচ্ছ্রাদি-প্রায়শ্চিত্তেন কর্ম্মনঃ পাপস্য নাশো নাত্যন্তিকঃ, কিন্ত্বাপাতত উপশম ইত্যর্থঃ। অবিদ্বান্ অবিদ্যা-বদ্ধো জীব এবাধিকারী যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদ্ধেতোরিত্যবিদ্যায়াঃ পাপমূলস্য বিদ্যমানত্বাৎ পুনঃ পুনরপি পাপপ্ররোহাদিতি ভাবঃ। কিং তর্হি মুখ্যং প্রায়শ্চিত্তমিত্যতঃ পুনরপি পরীক্ষমাণো জ্ঞানিনাং মতেনাহ—বিমর্শনং জ্ঞানং তস্যৈবাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরীক্ষার দ্বারা উত্তীর্ণ মহারাজ পরীক্ষিৎকে পুনরায় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন—'কর্ম্মণা' কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের আত্যন্তিক বিনাশ, অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্মের সমূলে বিনাশ কখনই হয় না, কিন্তু আপাততঃ উপশম হয় মাত্র—এই অর্থ। 'অবিদ্বদ্-অধিকারিত্বাৎ'—অবিদ্বান্ অর্থাৎ অবিদ্যাবদ্ধ জীবই অধিকারী যাহার, তাহার ভাব, অবিদ্যত্ব, তাহার হেতুই, পাপের মূল যে অবিদ্যা, তাহা বিদ্যমান থাকায় পুনঃ পুনঃ পাপের উদ্ভব হইয়া থাকে—এই ভাব (অর্থাৎ অবিদ্যাবদ্ধ পুরুষগণই কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী বলিয়া তাহাদের অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তৎকালে পাপ নষ্ট হইলেও, অবিদ্যামূলক সংস্কারবশতঃ পুনরায় পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।) যদি বলেন—তাহা হইলে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি ? তাহার উত্তরে পুনরায় পরীক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানিগণের মতে বলিতেছেন—'বিমর্শনং', জ্ঞানই পাপের মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ হইলে পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, এই ভাব ॥ ১১ ॥

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) পথ্যম্ এব অন্নম্ অশ্নতঃ (পুরুষান্ যথা) ব্যাধয়ঃ ন অভিভবন্তি (ন বাধন্তে, কিন্তু শনৈঃ নিবর্ত্তন্তে), এবং নিয়মকৃৎ (নিয়মাদি-কর্ত্তা) শনৈঃ (শনৈঃ) ক্ষেমায় (তত্ত্ব-জ্ঞানায় কল্পতে (সমর্থঃ ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যে-পথ্যে অর্থাৎ খাদ্যে রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ খাদ্য যে-ব্যক্তি আহার করেন, তাঁহাকে যেমন ব্যাধিসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ব্যাধিরও নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ যিনি নিয়ম পালন করিয়া চলেন, তিনিও ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি পাপবত্ত্বে অন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবস্তস্মিংশ্চ সতি কুতো জ্ঞানপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? সত্যম্ ; জ্ঞানসাধনেনাপি পাপোপশম ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—পথ্যমেবান্নমশ্নতঃ পুরুষান্ যথা ব্যাধয়ো ন বাধন্তে, তথা নিয়মাদিকর্ত্তা ক্ষেমায় পাপনাশনায় শনৈঃ শনৈরেব সমর্থো ভবতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পাপ থাকিতে অন্তঃকরণের শুদ্ধির অভাব, সেই অবস্থায় কি প্রকারে জ্ঞানসাধন করা যাইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), জ্ঞানসাধনের দ্বারাও পাপের উপশম হয় (কিন্তু আত্যন্তিক বিনাশ হয় না), ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'পথ্যম্' ইত্যাদি, যে ব্যক্তি হিতকর অন্ন ভোজন করে, তাহাকে যেরূপ রোগসমূহ, 'ন বাধন্তে'—অভিভূত করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি নিয়মাদির কর্ত্তা (নিয়মপরায়ণ), তিনি 'ক্ষেমায়'—পাপনাশের নিমিত্ত ক্রমশঃ সমর্থ হন ॥ ১২ ॥

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥ ১৩ ॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তপসা (ঐকাগ্রেণ) ব্রহ্মচর্য্যেণ (অষ্টাঙ্গেন স্ত্র্যাদিত্যাগেন) শমেন (মনসঃ নিয়মেন) দমেন (বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহেণ) ত্যাগেন (দানেন) সত্যশৌচাভ্যাং (সত্যেন যথার্থভাষণেন শৌচেন স্নানাদিনা) যমেন (অহিংসাদিনা) নিয়মেন (জপাদিনা) বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ (জ্ঞাতধর্ম্মরহস্যাঃ) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শাস্ত্রগুর্ব্বাদিশ্রদ্ধানিষ্ঠাঃ) ধীরাঃ (সর্ব্বতঃ বিরক্তাঃ লব্ধজ্ঞানাশ্চ সন্তঃ) দেহবাগ্ বুদ্ধিজং মহৎ অপি অঘং (পাপং) যথা অনলঃ (অগ্নিঃ) বেণুগুল্মং (বেণুং গুল্মং চ নাশয়তি দহতি তদ্বৎ) ক্ষিপন্তি (নাশয়ন্তি) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—চিত্তৈকাগ্র্য, অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-রহিত ব্রহ্মচর্য্য, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দান, যথার্থভাষণ, শৌচ, অহিংসাদি যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে ধর্ম্মরহস্যবিৎ শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানিগণ কায়-বাক্য-বুদ্ধি-কৃত সুমহৎ পাপকেও, অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম (বাঁশের ঝাড়) বিনাশের ন্যায় দূরীকৃত করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেব বিশদয়তি দ্বাভ্যাম্। 'তপসা' ভোগরাহিত্যেন, 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' স্ত্রীপ্রেক্ষণাদিত্যাগেন, 'শমেন' যথাশক্তি মনো-নিয়মেন, 'দমেন' বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ, 'ত্যাগেন' দানেন, 'যমেন' অহিংসাদিনা, 'নিয়মেন' জপাদিনা ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিশদভাবে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'তপসা' ইত্যাদি। তপস্যা বলিতে ভোগরাহিত্য, ব্রহ্মচর্য্য স্ত্রীদর্শনাদি ত্যাগ, শম অর্থাৎ যথাশক্তি মনের সংযম, দম বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, ত্যাগ বলিতে অন্নাদি দান, অহিংসা প্রভৃতি যম এবং জপ প্রভৃতি নিয়ম দ্বারা, (অর্থাৎ দেহ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা অর্জ্জিত মহৎপাপকেও শ্রদ্ধাযুক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিনষ্ট করেন, যেমন অগ্নি বৃহৎ বেণুগুল্ম অর্থাৎ বাঁশবনকেও দগ্ধ করে) ॥ ১৩-১৪॥

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তিং কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(অত্রাপি বেণুগুল্মানল-দৃষ্টান্তেন পুনরপি পাপপ্ররোহসূচনাদপ্রসন্নমনসং রাজানং ভক্তানাং মতেনাহ—) কেচিৎ (এবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি) বাসুদেব-পরায়ণাঃ কেবলয়া (তপআদিকম্ অনপেক্ষমাণয়া) ভক্ত্যা (ভগবতি প্রেম্না) কার্ৎস্ন্যেন অঘং (সমূলং অবিদ্যা-সহিতং পাপং) ভাস্করঃ নীহারম্ ইব (সূর্য্যঃ যথা হিমরাশিং নাশয়তি তথা) ধুন্বন্তি (বিনাশয়ন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম-বিনাশের ন্যায় যে তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদির বলে পাপনাশের কথা কথিত হইল, তাহাতেও পুনরায় পাপাঙ্কুরোদ্‌গমের আশঙ্কা আছে, কারণ, অগ্নি হয় ত' বেণুগুল্মের মূলদেশকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে না করিতেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে; সুতরাং এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ-মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না দেখিয়া শ্রীশুকদেব তাঁহার নিকট ভক্তগণের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন)—কতিপয় মাত্র (কেননা, এইরূপ ভক্তিপ্রধান পুরুষ—বড়ই দুর্ল্লভ) বাসুদেব-পরায়ণ পুরুষই তপস্যাদি-নিরপেক্ষা কেবলা-ভক্তিদ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করেন। প্রভাকর যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে (আনুষঙ্গিকভাবে) পাপকে

সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। (যেমন, আলোক-দানই সূর্য্যের মুখ্য কার্য্য এবং হিমাদ্রি-বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য-সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপাদি-বিনাশ আনুষঙ্গিক; সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথায়ও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা-ভক্তি উদিত হইলে জীবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না)॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—অত্রাপি বেণুগুল্মানলদৃষ্টান্তেন পুনরপি পাপপ্ররোহসূচনাদপ্রসন্নমনসং রাজানং ভক্তানাং মতেনাহ—কেচিদিত্যেতে পুনর্বিরলপ্রচারা ইতি ভাবঃ। কেবলয়া কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতয়া সতোঽপি গুণীভূতান্ কর্ম্মজ্ঞানাদীন্ অনপেক্ষমানয়া চ। অত্র কার্ৎস্ন্যেন ইতি প্রয়োগাৎ নীহারভাস্করদৃষ্টান্তেন চ পাপনির্ম্মূলং ভক্ত্যৈব নান্যথেতি সূচিতম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানেও অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্মের দগ্ধের দৃষ্টান্তে পুনরায় পাপোৎপত্তির সূচনায়, (অর্থাৎ অগ্নি বাঁশবন দগ্ধ করিলেও তাহার মূল মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকে বলিয়া বর্ষার বারিপাতে আবার উহাকে প্ররূঢ় হইতে দেখা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও, তাহার মূল অবিদ্যার বিনাশ না হওয়ায় পুনরায় পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাতে) অপ্রসন্নচিত্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভক্তগণের মতে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'কেচিৎ' ইত্যাদি, কেহ কেহ, ইহা বলায় তাঁহারা অতি বিরল-প্রচার, অর্থাৎ তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম, কতিপয় ভক্তজন—এই ভাব। 'কেবলয়া ভক্ত্যা'—কেবলা ভক্তির দ্বারাই (পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেন)। কেবলা বলিতে জ্ঞান ও কর্ম্মাদি-রহিত এবং গৌণভাবে স্থিত কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির কোন অপেক্ষা না করিয়া—এইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা। এখানে 'কার্ৎস্ন্যেন'—সম্পূর্ণরূপে, এবং নীহার ও ভাস্করের দৃষ্টান্ত দ্বারা পাপের নিঃশেষরূপে সমূলে বিনাশ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই হয়, অন্য কোন প্রকারে নহে—ইহা সূচিত হইল। (অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ নীহাররাশিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরির একান্ত শরণাগত কোন কোন ব্যক্তিগণ তপস্যাদি নিরপেক্ষ কেবল ভক্তিদ্বারাই পাপরাশিকে সমূলে বিনাশ করেন।) ॥ ১৫ ॥

তথ্য—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব-বিঃ ১লঃ ১২ সংখ্যায় শুদ্ধভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্য-বর্ণনমুখে সর্ব্বপ্রথমেই উত্তমাভক্তিকে 'ক্লেশঘ্নী' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ক্লেশ তিন প্রকার—'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসলকই 'পাপ'। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ—দ্বিবিধ। যাহা অদৃষ্টরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই 'অপ্রারব্ধ' পাপ, উহা অনাদি ও অনন্ত; আর যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাকে 'প্রারব্ধ' পাপ বলে। এই প্রারব্ধ-পাপ প্রভাবেই নীচকুলে জন্মপরিগ্রহ প্রভৃতি হয়। ভক্তি এই 'অপ্রারব্ধ' এবং 'প্রারব্ধ' উভয়বিধ পাপই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। ভা ১১।১৪।১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"হে উদ্ধব, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধিনী ভক্তি নিখিল-পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" ভক্তির প্রারব্ধ-পাপ-হারিত্ব-সম্বন্ধে ভা ৩।৩৩।৬ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের প্রতি দেবহূতিবাক্যে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"হে ভগবন্, কুক্কুর-ভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?" পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, যাঁহাদের চিত্ত—বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের 'ফলোন্মুখ', 'বীজ', 'কূট', এবং 'অপ্রারব্ধ ফল'—এই পাপচতুষ্টয় ক্রমে-ক্রমেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। 'ফলোন্মুখ'-অর্থে প্রারব্ধ, 'বীজ'-অর্থে বাসনাময় বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতা-কারণ, 'কূট' অর্থে বীজত্বের উন্মুখতা-কারণ, 'অপ্রারব্ধ ফল' অর্থে যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই। কূট অপ্রারব্ধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

পাপ করিবার বাসনাসকল—'পাপবীজ', ভক্তি-পূতহৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা স্থান লাভ করে না। ভক্তির পাপবীজহরত্ব-সম্বন্ধে ভা ৬।২।১৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেব-বাক্য দ্রষ্টব্য।

জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম—'অবিদ্যা'। শুদ্ধ-ভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়, অতএব 'স্বরূপভ্রম'রূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব সম্বন্ধে ভা ৪।২।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও দুর্গমসঙ্গমনীর তাৎপর্য্য)।

ভক্তি আবার দ্বিবিধা—(১) সন্ততা (সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও (২) কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে, কখনও কখনও উদিত হয়)। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি আবার দ্বিবিধা—(১) আসক্তিমাত্রযুক্তা এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা—(১) রাগাভাসময়ী, (২) রাগাভাসশূন্য-স্বরূপভূতা ও (৩) আভাসরূপা। তন্মধ্যে আভাস-রূপা-ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়; —ইহা দেখাইবার জন্যই রাগময়ী ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন অর্থাৎ কাদাচিৎকী-ভক্তির মধ্যে সর্ব্বনিম্না আভাসরূপা ভক্তিই যখন পাপাদি সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থা, তখন সন্ততা-ভক্তির অন্তর্গত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিমাত্রযুক্তা ঐকান্তিকী ভক্তির ত' কথাই নাই। 'কার্ৎস্নেন' শব্দের অর্থ—পাপবাসনার সহিত অর্থাৎ 'সমূলে'। ভাস্কর অর্থাৎ সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা দীপ্তিমাত্র-স্থানীয়া অর্থাৎ আভাসরূপা-ভক্তির দ্বারা নীহার-স্থানীয় আগন্তুক পাপরাশির আনুষঙ্গিক-ভাবেই তৎক্ষণাৎ বিধ্বংস জ্ঞাপিত হইয়াছে। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ হিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভাস সঙ্গে সঙ্গেই হিমরাশি নিঃশেষিতরূপে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপবিনাশ করিবার জন্য 'আভাসরূপা' ভক্তিই যথেষ্ট (শ্রীজীব)॥ ১৫॥

———

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তৎপুরুষনিষেবয়া (তৎ-পুরুষাঃ কৃষ্ণভক্তাঃ তেষাং নিষেবয়া সেবয়া) কৃষ্ণা-র্পিতপ্রাণঃ (কৃষ্ণে অর্পিতাঃ তত্তদ্বিষয়েভ্যঃ পর্য্যাবর্ত্য তদ্ভজনোন্মুখীকৃতাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ) যথা অঘবান্ (পাপী) পূয়েত (পবিত্রঃ ভবেৎ), তথা হি (নিশ্চিতং) তপঃ আদিভিঃ ন (তপস্যাদিভিঃ ন তথা পূয়েত ইতি ভাবঃ)॥ ১৬॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পাপী পুরুষ ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর সঙ্গ (সেবা)-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক (শরণাগত ও সেবোন্মুখ হইয়া) যেমন পবিত্র হইতে পারেন, তপস্যাদি দ্বারা নিশ্চয়ই তিনি সেই-রূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—অত্রাপি পাপপ্রশমনে তুচ্ছ এব বস্তুনি ভক্তি-মহাদেব্যা বিনিয়োগোঽনুচিত ইতি ভক্তিশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিজ্ঞানাং মতেন স্বাভিমতেনান্যমতাক্ষেপ-পূর্ব্বকমাহ—নেতি। কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ ইতি পাপকর্ম্মাণং মাং সমুচিতশিক্ষাদণ্ডার্থং নরকে পাতয়তু, ন পাতয়তু বা, স এব মে গতিস্তস্যৈবাহমিত্যাত্মন এব সমর্পণেন নরকপ্রতীকারমপ্যকুর্ব্বন্ শুদ্ধভক্তিমান্ ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণার্পিতপ্রাণত্বং কথং স্যাদিত্যত আহ—তৎপুরু-ষেতি॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানেও পাপ-প্রশমনরূপ তুচ্ছ বস্তুতে শ্রীভক্তিমহাদেবীর বিনিয়োগ অনুচিত—এই ভক্তিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিজ্ঞগণের মতাবলম্বনে স্বাভিমতানুসারে, অন্য মতের আক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে-ছেন—'ন তথা' ইত্যাদি (অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি তপস্যা-দির দ্বারা সেরূপ পবিত্র হইতে পারে না, যেরূপ কৃষ্ণে সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তি পবিত্র হন)। 'কৃষ্ণার্পিত-প্রাণঃ' —শ্রীকৃষ্ণে যিনি প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আমাকে সমুচিত শিক্ষাদানের নিমিত্ত নরকেই নিপাতিত করুন, কিম্বা না করুন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র গতি, তাঁহারই আমি—এইরূপভাবে নিজেকে সমর্পণের দ্বারা নরকের প্রতী-কারও (প্রায়শ্চিত্তাদি বা তপস্যাদিও) না করিয়া, যিনি কেবল শুদ্ধা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করেন, (সেই শুদ্ধভক্তিমান্ ব্যক্তিই কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ)—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, পাপী ব্যক্তি কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করিবেন? তাহার অপেক্ষায় বলি-তেছেন—'তৎপুরুষ-নিষেবয়া', তাঁহার ভক্তজনের সেবার দ্বারাই (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সেবাতে ভক্তি লাভ হয়, এবং ভক্তিদেবীর অনুকম্পায় মহাপাপী

জনও ভগবানে মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন) ॥ ১৬ ॥

———

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) লোকে ক্ষেমঃ (আনন্দো মোক্ষাত্মকঃ) অকুতোভয়ঃ (নাস্তি কুতঃ অপি বিঘ্নাদেঃ ভয়ঃ যস্মিন্ তথাবিধঃ) অয়ং (শাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ) পন্থাঃ (ভক্তিমার্গঃ এব) সধ্রীচীনঃ (সমীচীনঃ); যত্র (ভক্তিমার্গে) সুশীলাঃ সাধবঃ নারায়ণপরায়ণাঃ (জনাঃ সাধকাঃ নিষ্কামাঃ ভবন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে মঙ্গলময়, বিঘ্নাদি ভয়-বিহীন, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভক্তিমার্গই একমাত্র সমীচীন পথ। এই ভক্তিমার্গেই নারায়ণ-পরায়ণ নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ জ্ঞানযোগব্রতাদ্যসমর্থানামেব ভক্তিযোগ ইতি বাচ্যম্ ইত্যাহ—সধ্রীচীনঃ হি নিশ্চিতম্—অয়মেব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ ন কুতোঽপি বিঘ্নাদের্ভয়ং যত্র সঃ। সুশীলাঃ সাধব ইতি জ্ঞানমার্গ ইব অসহায়তা-নিমিত্তং ভয়ং ন, নাপি কর্ম্মমার্গবন্মৎসরতাদি-হেতুকং ভয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞান, যোগ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষেই এই ভক্তিযোগ—এইরূপ কখনই বলিতে পারেন না. ইহা বলিতেছেন—'সধ্রীচীনঃ' ইত্যাদি, এই ভক্তিমার্গই একমাত্র মঙ্গলময় সমীচীন পথ। 'হি'—নিশ্চিত, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ, যেহেতু কোথা হইতেও কোন বিঘ্নাদির অনুমাত্র ভয় যেখানে নাই (অকুতোভয়ঃ)। 'সুশীলাঃ সাধবঃ'—সুশীল, দয়ালু, নিষ্কাম সাধুগণ এই বর্ত্মে নিত্য বর্ত্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই ভক্তিমার্গে সহায়তায় অভাব নিমিত্ত কোন ভয় নাই, অথবা কর্ম্মমার্গের মত মৎসরান্বিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই—এই ভাব॥১৭॥

———

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, আপগাঃ সুরাকুম্ভম্ ইব (নদ্যঃ সুরাভাণ্ডং যথা ন নিষ্পুনন্তি, তথা) চীর্ণানি (অনুষ্ঠিতানি বহূনি অপি কর্ম্মময়ানি) প্রায়শ্চিত্তানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্ (একম্ এব জনং) ন নিষ্পুনন্তি (নিঃশেষেণ ন পুনন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র. যেরূপ সমস্ত নদী মিলিয়াও সুরাভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা-মহা প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং ভক্তিরেব পাপপ্রশমনী দৃষ্টা, ন জ্ঞানকর্ম্মাদীত্যাহ—প্রায়শ্চিত্তানীতি। বহুবচনেন কর্ম্মজ্ঞানময়ানি সর্ব্বাণীত্যর্থঃ। নারায়ণপরাঙ্মুখং ভক্তিভক্তোৎকর্ষয়োঃ শ্রুতয়োরপি তত্র শ্রদ্ধাহীনং ন পুনন্তি ভক্তিস্তু জ্ঞানকর্ম্মাদিহীনমপি পুনাতি, কেবলয়া ভক্ত্যেতি পূর্ব্বোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে ভক্তিই পাপ-প্রশমনী দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদি নহে, ইহা বলিতেছেন—'প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি', অর্থাৎ অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তসমূহ ভগবদ্বিমুখ অভক্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ করে না। এখানে 'প্রায়শ্চিত্তানি'—এই বহুবচন প্রয়োগের দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানময় সকল প্রায়শ্চিত্তই বুঝিতে হইবে। 'নারায়ণ-পরাঙ্মুখং'—শ্রীনারায়ণে পরাঙ্মুখ, অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তজনের উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধাহীন যে জন, তাহাকে পবিত্র করে না, ভক্তিদেবী কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদির অননুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকেও শুদ্ধ করেন, যেহেতু পূর্ব্বে (১৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—'কেবলয়া ভক্ত্যা', অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদিহীন কেবলা ভক্তির দ্বারাই নিখিল পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

———

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ ইহ (সংসারে) মনঃ সকৃৎ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ নিবেশিতং (স্যাৎ), তদ্গুণানুরাগি

(তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণেষু রাগমাত্রমস্তি ন তু জ্ঞানং যস্য তন্মনঃ তাবতৈব) চীর্ণনিষ্কৃতাঃ (চীর্ণ কৃতং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যৈঃ তৈঃ নিষ্পাপাঃ) তে স্বপ্নে অপি যমং পাশভৃতশ্চ (পাশধারিণঃ) তদ্ভটান্ (যমদূতান্ চ) ন হি পশ্যন্তি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে-সকল পুরুষ এই সংসারে একবার মাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, (যাথার্থ্যানুভব ত' দূরের কথা,) যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের রত্যাভাস-মাত্রও উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের উহাতেই (রত্যাভাসমাত্রেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে ; তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নাত্র ভক্তিভূমাপ্যপেক্ষণীয় ইত্যাহ—সকৃদপি, কিং পুনরসকৃৎ ? মনোঽপি, কিং পুনঃ শ্রোত্রাদি ? তচ্চ মনো গুণরাগি বিষয়াসক্তং কিং পুনর্গুণরাগরহিতম্ ? স্বপ্নেঽপি কিং পুনঃ সাক্ষাত্তাবন্মাত্র-ধ্যানেনৈব চীর্ণং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যৈস্তে। অত্র সকৃদিত্যাদি-পদৈঃ কস্যচিচ্ছুদ্ধভক্তস্য দৈবাৎ পাপানাং পৌনঃপুন্যেঽপ্যুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশনামিব তেষামকিঞ্চিৎকরত্বাৎ কুঞ্জরশৌচবদাক্ষেপবিষয়ীভাবোঽনুচিত এব,—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে ভক্তিভূমিকারও (অর্থাৎ সাধুকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি চতুর্দ্দশ ভক্তি-ভূমিকারও) কোন অপেক্ষা নাই, ইহা বলিতেছেন—'সকৃন্মনঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে (তদীয় গুণানুরাগী নিজ চিত্তকে একবারমাত্রও নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যমরাজ বা তাঁহার অনুচরগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না)। এখানে 'সকৃৎ'—একবারও যাঁহারা মনঃ নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্বদাই মনঃনিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি বক্তব্য ? কেবল মনঃই, তাহাতে আবার যাঁহারা শ্রোত্রাদিও নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? এবং সেই মনঃ 'গুণরাগি'—(ভগবদ্‌গুণের কথা দূরে থাকুক,) যদি বিষয়াক্তও হয়, তাহাতে আবার যদি বিষয়াসক্তি-রহিত হয়, তাহার সম্বন্ধে অধিক কি ? 'স্বপ্নেঽপি'—যমানুচরগণের দর্শন পান না, তাহাতে আবার সাক্ষাতে দর্শনের প্রশ্ন কি ? তাবন্মাত্র ধ্যানেই (অর্থাৎ অতটুকু ধ্যানমাত্রেই) 'চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ'—চীর্ণ অর্থাৎ কৃত হইয়াছে নিষ্কৃত বলিতে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাঁহাদের দ্বারা, তাঁহারা। এখানে 'সকৃৎ'—একবারও ইত্যাদি পদের উল্লেখবশতঃ কোনও শুদ্ধভক্তের যদি দৈবাৎ পাপসমূহের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানও হয়, তাহা হইলেও উৎখাত-দন্ত সর্পের দংশনের ন্যায় তাহা অকিঞ্চিৎকরই হইয়া থাকে (অর্থাৎ সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে, তাহার দংশনে যেমন কোন ক্রিয়া হয় না, সেইরূপ শুদ্ধভক্ত যদি দৈববশতঃ কদাচিৎ পাপাচরণও করেন, তাহাতে তাঁহাকে পাপের ফলভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না)। অতএব এখানে হস্তীস্নানের ন্যায় আক্ষেপের বিষয়ীভাব অনুচিতই। যেমন শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—'অপি চেৎ সুদুরাচারো' (৯।৩০) ইত্যাদি, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, কেননা তাহার যত্ন অতি সাধু (অর্থাৎ একান্ত ভগবদ্ভক্তি সর্ব্ব-পাপবিনাশের ও পরমসুখের কারণ।) ॥ ১৯ ॥

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
দূতানাং বিষ্ণুযময়োঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে ॥২০॥

অন্বয়ঃ—অত্র চ (অস্মিন্ বিষয়ে ভক্তে সমূল-পাপনাশকত্বে) পুরাতনম্ ইমং (বক্ষ্যমাণম্) ইতিহাসং চ (পুরা বিদঃ) উদাহরন্তি (দৃষ্টান্তেন বর্ণয়ন্তি ; যত্র) বিষ্ণু-যময়োঃ দূতানাং সংবাদঃ (অভূৎ) ; তং (সংবাদং) মে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ শৃণু ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ একটী পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদ-সম্বলিত সেই ইতিহাসটী আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রার্থ এবেতিহাসমুপক্ষিপতি। অত্রেতি যঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে মত্তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতগণ একটি পুরাতন উদাহরণ দিয়া থাকেন—ইহা বলিতেছেন—'অত্র' ইত্যাদি। বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের যে সম্বাদ (কথোপকথন), তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

———

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ।
নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কান্যকুব্জে (পুরে) নাম্না অজামিলঃ (অজামিল-নামা) দাসীপতিঃ দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ (দাসী-সংসর্গেণ দাসী-সহবাসেন ভ্রষ্টঃ) নষ্ট-সদাচারঃ (নষ্টঃ সদাচারঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিঃ যস্য সঃ) কশ্চিৎ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) আসীৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—কান্যকুব্জদেশে অজামিল-নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত ; সে এক শূদ্রাকে বিবাহ করে। সেই শূদ্রার সংসর্গে তাহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

———

বন্দ্যক্ষৈঃ কৈতবৈশ্চৌর্য্যৈর্গর্হিতাং বৃত্তিমাস্থিতঃ।
বিভ্রৎ কুটুম্বমশুচির্যাতয়ামাস দেহিনঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ অজামিলঃ) বন্দ্যক্ষৈঃ প্রাণিনিগ্রহক্রিয়া তয়া অক্ষৈঃ দ্যূতৈঃ) কৈতবৈঃ (বন্দনাদিভিঃ) চৌর্যৈঃ (পরস্বাপহরণৈঃ) গর্হিতাং (নিন্দিতাং) বৃত্তিং (জীবিকাম্) আস্থিতঃ ; (অতএব) অশুচিঃ (সন্) কুটুম্বং বিভ্রৎ (পুষ্যন্) দেহিনঃ (প্রাণিনঃ) যাতয়ামাস (পীড়য়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই অজামিলপণ-পূর্ব্ব ক পাশাক্রীড়া, বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদি সর্ব্বনিন্দিত জীবিকা অবলম্বন করিয়া অপবিত্রভাবে কুটুম্ব-ভরণ-দ্বারা প্রাণিদিগকে পীড়ন করিত ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বন্দী শৃঙ্খলিত-জনতা তয়া তদা কর্ষণেনেত্যর্থঃ। অক্ষৈশ্চ দ্যূতেন কৈতবৈর্বঞ্চনাদিভিশ্চ বৃত্তিং জীবিকাম্। যাতয়ামাস পীড়য়ামাস ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বন্দ্যক্ষৈঃ'—বন্দী বলিতে শৃঙ্খলিত জনতা, তাহাদের দ্বারা তৎকালে কর্ষণ (টানিয়া আনা) এবং অক্ষ বলিতে পণ রাখিয়া দ্যূত্যক্রীড়ার আচরণের দ্বারা, 'কৈতবৈঃ'—অপরকে বঞ্চনাদির দ্বারা, 'বৃত্তিং'—জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। 'যাতয়ামাস'—পীড়া প্রদান করিত (অর্থাৎ সেই অজামিল নামক কদাচার ব্রাহ্মণ প্রাণিদিগের উৎপীড়ন করিত।) ॥ ২২ ॥

———

এবং নিবসতস্তস্য লালয়ানস্য তৎসুতান্।
কালোঽত্যগান্মহান্ রাজন্নষ্টাশীত্যায়ুষঃ সমাঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, এবং (দুরাচারেণ) নিবসতঃ (বর্ত্তমানস্য) তৎসুতান্ (তস্যাঃ দাস্যাঃ সুতান্ পুত্রান্) লালয়ানস্য (প্রমত্তস্য) তস্য (অজামিলস্য) অষ্টাশীত্যা (সংখ্যয়া যুক্তাঃ) সমাঃ (সম্বৎসরাঃ) মহান্ (এতাবৎবর্ষপ্রমাণঃ) আয়ুষঃ (সম্বন্ধী) কালঃ অত্যগাৎ (অতিচক্রমে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপ দুরাচারে অবস্থিত হইয়া কতকগুলি পুত্রের লালন-পালন করিতে করিতে তাহার অষ্টাশীতি-বৎসরাত্মক সুদীর্ঘ পরমায়ুকাল অতিক্রান্ত হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—আয়ুষঃ সম্বন্ধী মহান্ কালোঽত্যগাৎ। স কিয়ানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অষ্টাশীত্যা সংখ্যয়া যুক্তাঃ সমাঃ সংবৎসরাঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালঃ'—ঐ ব্রাহ্মণের পরমায়ুর সুমহৎ কাল গত হইল। তাহা কত বৎসর ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অষ্টাশীত্যা', অষ্টাশীতি (৮৮) বৎসররূপ দীর্ঘ আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

———

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষান্তু যোঽবমঃ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িতো ভৃশম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ—তস্য প্রবয়সঃ (বৃদ্ধস্য অপি অজামিলস্য) দশ পুত্রাঃ (জাতাঃ)। তেষাং (মধ্যে তু) যঃ অবমঃ (কনিষ্ঠঃ, অতএব) নাম্না বালঃ নারায়ণঃ, (সঃ) পিত্রোঃ (মাতাপিত্রোঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ চ আসীৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই বৃদ্ধ অজামিলের দশটী পুত্র

জন্মিয়াছিল ; তন্মধ্যে যেটি—সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, সেটি—অতিশয় বালক এবং তাহার নাম 'নারায়ণ' ছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতাপিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধস্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবয়সঃ'—সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের (দশটি পুত্র হইয়াছিল) ॥ ২৪ ॥

———

স বদ্ধহৃদয়স্তস্মিন্নর্ভকে কলভাষিণি।
নিরীক্ষমাণস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ কলভাষিণি (মধুরভাষিণি) অর্ভকে (বালে) বদ্ধহৃদয়ঃ (বদ্ধং হৃদয় যেন সঃ) জরঠঃ (বৃদ্ধঃ) সঃ (অজামিলঃ) তল্লীলাং (তস্য নারায়ণনামধারিণঃ, পুত্রস্য লীলাং বালচেষ্টাং) নিরীক্ষমাণঃ ভৃশং মুমুদে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুতেই আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা উহারই বালচেষ্টাসমূহ দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষযুক্ত হইত ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—জরঠো বৃদ্ধঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জরঠঃ'—বৃদ্ধ (অজামিল সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুপুত্রের প্রতি একান্ত আসক্ত ছিল।) ॥ ২৫ ॥

———

ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ বালকং স্নেহযন্ত্রিতঃ।
ভোজয়ন্ পায়য়ন্ মূঢ়ো ন বেদাগতমন্তকম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়ঃ (সঃ অজামিলঃ) ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ (চর্ব্বয়ন্) বালকং (নিজপুত্রং নারায়ণং প্রতি) স্নেহযন্ত্রিতঃ (বালকে নারায়ণে স্নেহেন যন্ত্রিতঃ পুত্রপ্রেমাসক্তঃ সন্) ভোজয়ন্ পায়য়ন্ আগতম্ অন্তকং (মৃত্যুং) ন বেদ (নৈব জ্ঞাতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—মূঢ় অজামিল স্নেহবদ্ধ হইয়া নিজে ভোজন, পান ও চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই বালককেও পান-ভোজন করাইত ; কিন্তু সে এইসকল কার্য্যেই অভিনিবিষ্ট হইয়া, মৃত্যু যে ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা জানিতে পারে নাই ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—খাদন্ চর্ব্বয়ন্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খাদন্'—চর্ব্বণ করিতে করিতে (অর্থাৎ স্নেহাবদ্ধ অজামিল ভোজনকালে স্বয়ং পান ভোজনে রত হইয়া নারায়ণ নামক সেই শিশু-পুত্রকেও পান ভোজন করাইত, এইরূপে কালক্রমে অন্তক (মৃত্যু) যে তাহার অন্তিকে, তাহাও জানিতে পারে নাই।) ॥ ২৬ ॥

———

স এবং বর্ত্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বর্ত্তমানঃ অজ্ঞঃ (বালকস্নেহ-বশীভূতঃ) স (অজামিলঃ) মৃত্যুকালে উপস্থিতে (প্রাপ্তে সতি) বালে নারায়ণাহ্বয়ে (নারায়ণসংজ্ঞকে) তনয়ে মতিং চকার (তস্য স্মরণং চকার) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে কালাতিপাত করিতে করিতে বালকের স্নেহে মুগ্ধ অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে তাহার 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের বিষয়ই ভাবিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—"এতচ্চ তদুপলালনাদি শ্রীনারায়ণ-নামোচ্চারণমাহাত্ম্যেন তদ্ভক্তিরেবাভূদিতি সিদ্ধান্তোপযোগিত্বেন দ্রষ্টব্যম্" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতচ্চ তদুপলালনাদি'—শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—এই প্রকার নারায়ণ নামক স্বীয় বালকের লালন-পালনাদিতে, (ভগবান্) শ্রীনারায়ণ নামের পরম মাহাত্ম্যের দ্বারা তাহার ভক্তিই হইয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্ত উপযোগী বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

———

স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্।
বক্রতুণ্ডানূর্দ্ধরোম্ন আত্মানং নেতুমাগতান্ ॥ ২৮ ॥
দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অজামিলঃ) পাশহস্তান্ অতি-দারুণান্ বক্রতুণ্ডান্ (বক্রাণি তুণ্ডানি মুখানি যেষাং তান্) ঊর্দ্ধরোম্নঃ (ঊর্দ্ধানি রোমাণি যেষাং তান্) আত্মানং (জীবাত্মানং) নেতুম্ আগতান্ ত্রীন্ পুরুষান্

দৃষ্ট্বা আকুলেন্দ্রিয়ঃ (বিহ্বলচিত্তঃ সন্) দূরে ক্রীড়নকাসক্তং (ক্রীড়নকেষু আসক্তং) নারায়ণাহ্বয়ং পুত্রং প্লাবিতেন (প্লুতত্বং নীতেন উচ্চৈঃস্বরেণ ('হে নারায়ণ' ইতি সম্বোধনেন) আজুহাব (আহ্বয়ামাস) ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—অজামিল সেই সময়ে দেখিতে পাইল তিনজন পাশহস্ত, বক্রমুখ, উর্দ্ধরোমা, অতি-ভীষণাকৃতি পুরুষ তাহার জীবাত্মাকে লইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। দেখিবামাত্রই অজামিল বিহ্বল-চিত্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে তাহার বালক-পুত্রটী দূরে ক্রীড়নক লইয়া ব্যস্ত ছিল। অজামিল সেই 'নারায়ণ'-নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রীনিতি অজামিলেন কৃতানামনন্তানামপি পাপানাং কায়িক-বাচিক-মানসত্বেন ত্রৈবিধ্যাৎত্রয় এব যাম্যা আগতাঃ, নারায়ণনাম্নশ্চতুরক্ষরত্বাচ্চত্বারো বিষ্ণুপার্ষদা আগতা ইতি জ্ঞেয়ম্। প্লাবিতেন প্লুতত্বং নীতেন ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রীন্'—তিনটি পুরুষকে (অর্থাৎ অজামিল মৃত্যুকালে নিজেকে লইয়া যাইবার জন্য অতিভয়ঙ্কর পাশহস্ত তিনটি পুরুষকে দর্শন করিয়া কাতরচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণ নামক সেই কনিষ্ঠ পুত্রকেই আহ্বান করিয়াছিল)। এখানে অজামিল অনন্ত পাপাচরণ করিলেও, পাপসমূহের কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধত্ব-হেতু তিনজন যমদূত আসিয়াছিল, এবং 'নারায়ণ'—নামের চারিটি অক্ষর বলিয়া চারিজন বিষ্ণুদূত আগত হইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে। 'প্লাবিতেন'—প্লুতস্বরে (উচ্চরূপে নারায়ণ নামক সেই কনিষ্ঠ পুত্রকেই তখন অজামিল ডাকিতে লাগিল।) ॥২৮-২৯

———

নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্ত্তনম্।
ভর্ত্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, (তদা তস্য) ম্রিয়মাণস্য (ব্রুবতঃ অজামিলস্য) মুখতঃ ভর্ত্তুঃ নাম (স্বভর্ত্তুঃ নারায়ণস্য সদৃশং নাম) নিশম্য (শ্রুত্বা তস্য) হরিকীর্ত্তনম্ (এব মত্বা) সহসা (ঝটিত্যেব) পার্ষদাঃ (ভগবৎপার্ষদাঃ) আপতন্ (আযযুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, ম্রিয়মাণ (আসন্নমৃত্যু) অজামিলের মুখে নিজপ্রভুর নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং উহাকে হরিকীর্ত্তনই (অপরাধশূন্য সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসই) বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে বিষ্ণুপার্ষদগণ তথায় আসিয়া পড়িলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হরিকীর্ত্তনং নিশম্যাপতন্, কথম্ভূতস্য ভর্ত্তুর্নাম ব্রুবতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিকীর্ত্তনং'—মুমূর্ষু অজামিলের মুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণ সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'কথম্ভূতস্য' ?—কিরূপ অজামিলের নিকট ? তাহাতে বলিতেছেন —'ভর্ত্তুঃ নাম', নিজেদের প্রভু শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণকারী অজামিলের নিকট ॥ ৩০ ॥

———

বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্ ॥
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তর্হৃদয়াৎ দাসীপতিম্ অজামিলং বিকর্ষতঃ (নিঃসারয়তঃ) যমপ্রেষ্যান্ (যমস্য প্রেষ্যান্ দূতান্) বিষ্ণুদূতাঃ ওজসা (বলাৎকারেণ) বারয়ামাসুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যমদূতগণ দাসীপতি অজামিলের হৃদয়মধ্য হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহা নিবারিত করিলেন ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—অজামিলমিমং বৈষ্ণবং মা বিকর্ষথ, রে মা বিকর্ষথ, যদি জীবিতুমিচ্ছথেতি বারয়ামাসুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজামিলং'—এই বৈষ্ণব অজামিলকে আকর্ষণ করিও না, অরে যমপ্রেষ্যগণ ? ইহাকে (অর্থাৎ ইহার সূক্ষ্ম শরীরকে) আকর্ষণ করিও না, যদি তোমাদের বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে—এইরূপে বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বারণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

———

উচুর্নিষেধিতাস্তাংস্তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ।
কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্ম্মরাজস্য শাসনম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ (বৈবস্বতস্য যমস্য পুরঃসরাঃ ভৃত্যাঃ এবং) নিষেধিতাঃ (নিবারিতাঃ) (সন্তঃ) ধর্ম্মরাজস্য ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণেতুঃ যমরাজস্য) শাসনম্ (আজ্ঞাং) প্রতিষেদ্ধারঃ (নিবারকাঃ) যূয়ং কে (ইতি) তান্ (ভগবৎ-পার্ষদান্) ঊচুঃ (পপ্রচ্ছুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—(তখন) বৈবস্বতপ্রমুখ যমদূতগণ এইরূপে নিবারিত হইয়া সেইসকল বিষ্ণুদূতকে কহিল, 'তোমরা কে' ধর্ম্মরাজার আজ্ঞার প্রতিষেধ করিতেছ ?' ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরঃসরা ভৃত্যাঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈবস্বত-পুরঃসরাঃ'—সূর্য্যতনয় যমরাজের ভৃত্যগণ (বলিলেন) ॥ ৩২ ॥

কস্য বা কুত আয়াতাঃ কস্মাদস্য নিষেধথ ।
কিং দেবা উপদেবা যা যূয়ং কিং সিদ্ধসত্তমাঃ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—যূয়ং কস্য (ভৃত্যাঃ), কুতঃ বা (কস্মাৎ দেশাৎ) আয়াতাঃ (আগতাঃ), কস্মাৎ (হেতোঃ) অস্য (পাপিষ্ঠস্য মৃতস্য অজামিলস্য নয়নং) নিষেধথ ? যূয়ং কিং দেবাঃ উপদেবাঃ (যক্ষগন্ধর্ব্বাদয়ঃ বা) কিং (বা) সিদ্ধসত্তমাঃ (সিদ্ধেষু সত্তমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কচ্চিৎ ইতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তোমরা—কাহার অনুচর ? কোথা হইতেই বা আগমন করিলে ? আর কি জন্যই বা ইহাকে (পাপিষ্ঠ অজামিলকে) লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছ ? তোমরা কি দেবতা, উপদেবতা, না সিদ্ধশ্রেষ্ঠ ? ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য নয়নং নিষেধথ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য নিষেধথঃ'—কিজন্য এই পাপীকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন ?॥৩৩

সর্ব্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্ব্বে চারুচতুর্ভুজাঃ ।
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদা-শঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্ব্বন্তঃ স্বেন তেজসা ।
কিমর্থং ধর্ম্মপালস্য কিঙ্করান্ নো নিষেধথ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে (যূয়ং) পদ্মপলাশাক্ষাঃ (পদ্মপলাশলোচনাঃ) পীতকৌশেয়বাসসঃ (পীতপট্টবসনাঃ) কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ লসৎপুষ্করমালিনঃ (লসন্ত্যঃ পুষ্করমালাঃ সন্তি যেষাং তে প্রস্ফুটিতপদ্মমালাধারিণঃ) সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ (নূত্নং নবং বয়ঃ যেষাং তে নবযৌবন সম্পন্নাঃ) সর্ব্বে চারুচতুর্ভুজাঃ (আজানুলম্বিত-বাহুচতুষ্টয়যুক্তাঃ) ধনুর্নিষঙ্গাসি-গদা-শঙ্খ-চক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ (নিষঙ্গঃ ইষুধিঃ ধনুর্নিষঙ্গাদিভিঃ শ্রীঃ শোভা যেষাং তে তথাভূতাঃ) স্বেন তেজসা বিতিমিরালোকাঃ (বিগতং তিমিরম্ আলোকশ্চ অন্যস্য প্রকাশঃ বাসু তথাভূতাঃ) (দিশঃ কুর্ব্বন্তঃ কিমর্থং ধর্ম্মপালস্য (যমস্য) কিঙ্করান্ নঃ (অস্মান্) নিষেধথ ॥৩৪-৩৬॥

অনুবাদ—(দেখিতেছি,) তোমাদের সকলেরই নয়ন—পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্ফারিত, সকলেই পীত-কৌশেয় বসনধারী, সকলের মস্তকেই কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে পদ্মমালা শোভা পাইতেছে ; তোমরা সকলেই নবযৌবন-সম্পন্ন, সকলেই মনোহর আজানুলম্বিত বাহুচতুষ্টয়বিশিষ্ট,—ধনু, তূণ, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মদ্বারা সকলেই শোভাযুক্ত। তোমরা স্ব-স্ব-তেজোদ্বারা দিকসমূহের অন্ধকার বিনাশ ও অপর বস্তুকে প্রকাশ করিতেছ ! আমরা—ধর্ম্ম-রাজের কিঙ্কর। তোমরা আমাদিগকে কি কারণেই বা নিবারণ করিতেছ ? ৩৪-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—আকৃত্যা চ যূয়ং পরম-শিষ্টা এব লক্ষ্যধ্বে ইত্যাহুঃ—সর্ব্বে ইতি। বিগতং তিমিরম্ আলোকশ্চান্যদীয়ো যাসু তাঃ কর্ম্মণা তু কথমশিষ্টা ইত্যাহুঃ—কিমর্থমিতি ॥ ৩৪-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকৃতিতে আপনারা পরম শিষ্ট বলিয়াই লক্ষিত হইতেছেন, ইহা বলিতেছেন —'সর্ব্বে', আপনাদের সকলেরই নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ইত্যাদি। 'বিতিমিরালোকাঃ'--আপনারা নিজ তেজঃপ্রভাবে দিক্‌মণ্ডলের অন্ধকার দূর করিয়া, অপর তেজোময় পদার্থের আলোক অভিভূত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মে কেন অশিষ্টের মত আচরণ করিলেন ? ইহা বলিতেছেন—'কিমর্থং' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিতেছেন কেন ?) ॥ ৩৪-৩৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তে যমদূতৈস্তে বাসুদেবোক্তকারিণঃ ।
তান্ প্রত্যূচুঃ প্রহস্যেদং মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (এবংপ্রকারেণ) যমদূতৈঃ উক্তে (পৃষ্টে সতি) বাসুদেবোক্তকারিণঃ (ভগবদাজ্ঞানুসারিণঃ তৎপার্ষদাঃ বিষ্ণুদূতাঃ) প্রহস্য (অহো দণ্ড্যাদণ্ডজ্ঞানশূন্যাঃ এতে চৌরাঃ এব অস্মদ্ভিয়া ধর্ম্মরাজস্য কিঙ্করা ইতি অনৃতং বদন্তি ইতি বিস্ময়েন প্রহস্য) মেঘনির্হ্রাদয়া (মেঘস্যেব নির্হ্রাদঃ ধ্বনিঃ যস্যাঃ তয়াঃ মেঘগর্জিতবদ্-গম্ভীরয়া) গিরা তান ইদং প্রত্যূচুঃ (কথয়ামাসু) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যমদূতগণ এইরূপ বলিলে, বাসুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে (যমদূতগণকে) ইহা বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেত্যরে ধর্ম্মমেব ন জানীথ কিমিত্যস্মদ্ভয়েন ধর্ম্মরাজস্য কিঙ্করা ইতি ব্রূথ কিন্তু যূয়ং প্রেতবিশেষা এবাস্মদ্ধস্তপতিতাঃ কথমদ্য জীবিষ্যথেতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—অরে ! তোমরা ধর্ম্মই জান না, আর আমাদের ভয়ে ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর বলিয়া বলিতেছ ? কিন্তু তোমরা প্রেতবিশেষ, আমাদের হস্তে নিপতিত হইয়াছ, এক্ষণে কোথায় যাইয়া জীবিত থাকিবে ?—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ—

যূয়ং বৈ ধর্ম্মরাজস্য যদি নির্দ্দেশকারিণঃ ।
ব্রূত ধর্ম্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চাধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ,—যদি বৈ যূয়ং ধর্ম্মরাজস্য নির্দ্দেশকারিণ, (তর্হি) যৎ ধর্ম্মস্য তত্ত্বং (স্বরূপং) যচ্চ অধর্ম্মস্য লক্ষণং (প্রমাণং, তৎ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) ব্রূত (কথয়ত) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকিঙ্করগণ বলিলেন,—যদি তোমরা ধর্ম্মরাজেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ ও অধর্ম্মের লক্ষণ বল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বয়ং ধর্ম্মরাজস্য দূতা ভবামেব কে তাবদস্মান্ন পরিচিন্বন্তীত্যত আহর্যূয়মিতি । নির্দ্দেশো নির্দ্দেশঃ নোঽস্মান্ প্রতি তত্ত্বং স্বরূপং লক্ষণং প্রমাণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমরা ধর্ম্মরাজের দূতই, এমন কে আছে যে আমাদের পরিচয় জানে না ? ইহাতে বলিতেছেন—'যূয়ম্' ইত্যাদি, তোমরা যদি ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাপালকই হও, তাহা হইলে আমাদের নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি, তাহা বল ॥ ৩৮ ॥

কথং স্বিদ্ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতম্ ।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্ব্বে আহোস্বিৎকতিচিন্নৃণাম্ ॥

অন্বয়ঃ—(যুষ্মাভিঃ) কথং স্বিৎ (কেন প্রকারেণ) দণ্ডঃ ধ্রিয়তে ? অস্য (দণ্ডস্য) ঈপ্সিতং (যোগ্যং) স্থানং (বিষয়ঃ কারণং) বা কিম্ (অস্তি) নৃণাং (মধ্যে) কারিণঃ (কর্ম্মিণঃ) সর্ব্বে (এব) কিং দণ্ড্যাঃ (দণ্ডার্হাঃ ভবন্তি) আহোস্বিৎ কতিচিৎ (এব ইতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—কি প্রকারেই বা দণ্ড ধারণ করিতে হয়, দণ্ডের যোগ্যপাত্রই বা কে, কর্ম্মিগণের মধ্যে সকলেই কি দণ্ডনীয়, অথবা তন্মধ্যে কতকগুলিমাত্র দণ্ড্য ? ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কথমিতি দণ্ডস্য প্রকারপ্রশ্নঃ, তিষ্ঠত্যস্মাদিতি স্থানমিতি দণ্ডস্য কারণ-প্রশ্নঃ । কারিণঃ কর্ম্মিণঃ ইতি বিষয়-প্রশ্নঃ । সর্ব্বে ইতি কিং পশ্বাদয়োঽপি কিং বা নৃণাং মধ্যে কতিচিদিতি তত্র ব্যবস্থা-প্রশ্নঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কথং স্বিদ্'—কিপ্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয় ?—ইহা প্রকার-বিষয়ক প্রশ্ন । 'কিং বাস্য স্থানং ?'—যাহাতে অবস্থান করে, তাহা স্থান, অর্থাৎ দণ্ডের ঈপ্সিত স্থানই বা কি ?—ইহা দণ্ডের কারণ-বিষয়ক প্রশ্ন (অর্থাৎ কি কারণে দণ্ড প্রদান করা হইতেছে ?) । 'কারিণঃ'—বলিতে কর্ম্মিগণ, অর্থাৎ কর্ম্ম আচরণ করিলে, সকলেই কি দণ্ডলাভের যোগ্য হয় ?—ইহা বিষয়-প্রশ্ন । 'সর্ব্বে'—সকলেই, অর্থাৎ পশুগণও কি দণ্ডনীয়, অথবা

মনুষ্যগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হয়—ইহা ব্যবস্থা-বিষয়ক প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥

———

যমদূতা ঊচুঃ—

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—যমদূতাঃ উচুঃ, হি (নিশ্চিতং) বেদ-প্রণিহিতঃ (বেদেন প্রণিহিতঃ কর্ত্তব্যত্বেন অভিপ্রেতঃ বিহিতঃ যঃ সঃ এব) ধর্ম্মঃ (ইতি বেদপ্রমাণকঃ ধর্ম্ম বিহিতঃ অনেন যঃ বেদপ্রমাণকঃ সঃ এব ধর্ম্ম, যঃ ধর্ম্ম, স এব বেদপ্রমাণকঃ ইতি ধর্ম্মস্য স্বরূপং প্রমাণঞ্চ উক্তম্) ; তদ্বিপর্য্যয়ঃ (তস্য ধর্ম্ম-লক্ষণস্য বিপর্য্যয়লক্ষণঃ অধর্ম্মঃ বেদেন নিষিদ্ধত্বেন অভিপ্রেতঃ যঃ সঃ এব অধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ) ; বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণঃ এব (নারায়ণাৎ উদ্ভূতত্বাৎ বেদস্য সাক্ষাৎ নারায়ণত্বম্ ইতি)। বেদশ্চ স্বয়ম্ভুঃ ইতি শুশ্রুম (ভগবতঃ নিঃশ্বাসমাত্রেণ স্বয়ম্ অনায়াসেন এব ভবতি অনেন সাক্ষাৎ নারায়ণত্বম্ অস্য স্ফুটিতম্ ইতি "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যমদূতগণ বলিল,—বেদে যাহা 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই 'ধর্ম্ম' ; তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বতঃসম্ভূত ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—বেদেন প্রণিহিতো বিহিতঃ। বেদ-বিহিতত্বং ধর্ম্মত্বমিতি ধর্ম্মস্বরূপং তত্র বেদবিধিরেব প্রমাণমিতি প্রমাণঞ্চোক্তম্। দণ্ডকারণ-প্রশ্নেনাধর্ম্মস্যাপি পৃষ্টত্বাৎ অধর্ম্মস্য স্বরূপং প্রমাণঞ্চাহুঃ। তদ্বিপর্য্যয়ো যো বেদনিষিদ্ধঃ সোঽধর্ম্মঃ বেদনিষেধ এব তস্মিন্ প্রমাণমিত্যর্থঃ। স্বয়ম্ভূরিতি নারায়নস্য নিঃশ্বাসমাত্রেণ স্বয়মেব ভবতীতি ; তথা চ শ্রুতিঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ ইতি" ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ-প্রণিহিতঃ ধর্ম্মঃ'—বেদের দ্বারা যাহা বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ-বিহিতত্বই ধর্ম্মত্ব—ইহা ধর্ম্মের স্বরূপ। তাহাতে বেদ-বিধিই (বেদ যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই) প্রমাণ, ইহার দ্বারা প্রমাণ বলা হইল (অর্থাৎ বিধি-নিষেধরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণও বেদই)। দণ্ডের কারণ, অর্থাৎ স্থান-বিষয়ে প্রশ্নের দ্বারা অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে, এইজন্য অধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রমাণ বলিতেছেন—'অধর্ম্মঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ', যাহা বেদ-নিষিদ্ধ, উহাই অধর্ম্ম এবং ইহার প্রমাণও বেদই। (বেদের প্রামাণ্য আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ)। 'স্বয়ম্ভূঃ'—শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসেই স্বয়ংই বেদ আবির্ভূত হইয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিও বলেন—'অস্য মহতো ভূতস্য' (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০) ইত্যাদি, অর্থাৎ এই মহান্ পুরুষ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসমাত্রে ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিটিবেদ আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

মধ্ব—

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।
বেদানাং প্রথমোবক্তা হরিরেব যতো বিভুঃ।
অতো বিষ্ণ্বাত্মকা বেদা ইত্যাহুর্ব্বেদবাদিনঃ ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৪০ ॥

———

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ।
গুণনামক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথম্ ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—যেন স্বধাম্নি (বৈকুণ্ঠে স্থিত্বৈব) অমী (দৃশ্যমানাঃ) রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ (রজঃআদিগুণ-কার্য্যভূতাঃ) ভাবাঃ (প্রাণিনঃ) (সঙ্কল্পমাত্রেণৈব) গুণনামক্রিয়ারূপৈঃ (গুণাঃ শান্তত্বাদয়ঃ, নামানি ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদীনি, ক্রিয়াঃ অধ্যয়নাদ্যা, রূপাণি বর্ণাশ্রমাদীনি তৈঃ) যথাতথং (যথার্থং) বিভাব্যন্তে (বিবিচ্যন্তে সঃ নারায়ণঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বীয়ধামে থাকিয়াই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় প্রাণীকে (সঙ্কল্পমাত্রেই) শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা যথাযথ প্রকাশিত করেন, তিনিই 'নারায়ণ' ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কোঽসৌ নারায়ণস্তত্রাহুঃ—যেন স্বধাম্নি বৈকুণ্ঠে স্থিত্বৈব অমী ভাবাঃ প্রাণিনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণৈব গুণাঃ শান্তত্বাদয়ঃ নামানি ব্রাহ্মণ ইত্যাদীন্ ক্রিয়া

অধ্যয়নাদ্যাঃ রূপাণি বর্ণাশ্রমাদীনি তৈর্বিভাব্যন্তে বিবিধতয়া সৃজ্যন্তে যথাযথং যথাবৎ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নারায়ণ কে ? তাহাতে বলিতেছেন—যিনি নিজধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়াই, সঙ্কল্পমাত্রেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস 'অমী ভাবাঃ'—এই প্রাণিসকলকে গুণ, নাম ইত্যাদিরূপে প্রকাশ করেন। গুণ বলিতে শান্তত্ব প্রভৃতি, নাম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি, ক্রিয়া—অধ্যয়ন, শৌর্য্য প্রভৃতি, রূপ বলিতে বর্ণ, আশ্রমাদি, তাহাদের দ্বারা 'বিভাব্যন্তে'—বিবিধরূপে যথাযথ সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় প্রাণীসমুদয়কে শান্তত্ব প্রভৃতি গুণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সংজ্ঞা, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম বা লক্ষণ অনুসারে নিজস্বরূপে যথাযথ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করেন, তিনিই নারায়ণ।) ॥ ৪১ ॥

———

সূর্য্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনীদিশঃ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম্ম ইতি হ্যেতে দৈহ্যস্য সাক্ষিণঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ—সূর্য্যঃ অগ্নিঃ খম্ (আকাশং) মরুৎ (বায়ুঃ) দেবঃ সোমঃ (চন্দ্রঃ) সন্ধ্যা অহনী (অহঃ চ রাত্রিঃ চ) দিশঃ কম্ (উদকং) কুঃ (পৃথিবী) স্বয়ং ধর্ম্মঃ ইতি হি এতে দৈহ্যস্য (জীবস্য) সাক্ষিণঃ (সর্ব্বকর্ম্মদ্রষ্টারঃ ভবন্তি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম,—এই সকল জীবের সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—কোঽপি ন জানাত্বিতি পাপং পুংভির্বিবিক্তে ক্রিয়তে অত্র সূর্য্যাদয়ো দৈহ্যস্য জীবস্য সাক্ষিণো যেনৈব বিভাব্যন্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ কম্ উদকং কুঃ পৃথিবী ; যথাহুঃ—"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্" ইতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেহই আমার পাপকর্ম্ম না জানুক—এইভাবে জীবগণ পাপকার্য্য করিলেও, এই বিষয়ে সূর্য্যাদিই 'দৈহ্যস্য'—জীবের সাক্ষী, যাহার দ্বারাই বিবিধরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। 'অহনী'—দিন ও রাত্রি, 'কং'—জল, 'কুঃ'—পৃথিবী ইত্যাদি। যেমন উক্ত হইয়াছে—"আদিত্য-চন্দ্রৌ" ইত্যাদি, অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, (প্রাতঃ ও সায়ং) উভয় সন্ধ্যা, এবং ধর্ম্মও নরসকলের বৃত্ত (কর্ম্মসকল) জানেন ॥ ৪২ ॥

———

এতৈরধর্ম্মো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে।
সর্ব্বে কর্ম্মানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—এতৈঃ (সূর্য্যাদিসাক্ষিভিঃ) বিজ্ঞাতঃ অধর্ম্মঃ দণ্ডস্য স্থানং যুজ্যতে (কারণং সম্পদ্যতে সর্ব্বস্য একদা পাপাসম্ভবাৎ একদা দণ্ডানর্হত্বে অপি ক্রমেণ পাপ-সম্ভবাৎ) সর্ব্বে কারিণঃ (পাপকারিণঃ মানবাঃ) কর্ম্মানুরোধেন (কৃতকর্ম্মানুসারেণ) দণ্ডম্ অর্হন্তি (দণ্ডং লভন্তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এই সমস্ত সাক্ষিদ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মই দণ্ডের পাত্র ; সকল কর্ম্মীই কৃতকর্ম্মানুসারে দণ্ডের যোগ্য হয়।

বিশ্বনাথ—স্থানমাহঃ—এতৈরিতি। দণ্ড্যানাহঃ—সর্ব্বে এব প্রাণিনঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থান বলিতেছেন—'এতৈঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ উল্লিখিত সূর্য্যাদি হইতে যেমন ধর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্রূপ অধর্ম্মও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, আর এই অধর্ম্মই দণ্ডের বিষয়)। 'দণ্ড্যান্ আহঃ'—কাহারা দণ্ডের যোগ্য, তাহা বলিতেছেন—সকল প্রাণীই দণ্ডের যোগ্য (অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে সকল অধর্ম্মকারীই যথাযোগ্য দণ্ডলাভের যোগ্য হয়।) ॥ ৪৩ ॥

———

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ।
কারিণাং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবান্ ন হ্যকর্ম্মকৃৎ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘাঃ, (হে নিষ্পাপাঃ,) কারিণাং (কর্ম্মিণাং) ভদ্রাণি (পুণ্যানি) বিপরীতানি (পাপানি চ) সম্ভবন্তি হি (ভবন্তি হি ; কুতঃ হি যস্মাৎ তেষাং) গুণসঙ্গঃ (গুণসংযোগঃ সত্ত্বাদি-গুণসম্বন্ধ) অস্তি (অতএব কশ্চিদপি) দেহবান্

(ক্ষণম্ অপি) ন অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মশূন্যঃ অস্তি, অতঃ কর্ম্মিণাঞ্চ পাপস্য অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তে সর্ব্বে দণ্ডম্ অর্হন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ পুরুষগণ, কর্ম্মিগণের পুণ্য ও পাপ, উভয়ই সম্ভব, কারণ, তাহাদের সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ আছে। দেহধারি-ব্যক্তি (ক্ষণ-কালও) কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব কর্ম্মিগণের পাপ অবশ্যম্ভাবী ; তজ্জন্য তাহারা সকলেই দণ্ডের যোগ্য) ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং দণ্ড্যত্বে হেতুঃ---সম্ভবন্তীতি। বিপরীতান্যভদ্রাণি পাপানি ; যতঃ কারিণাং কর্ম্মিণাং গুণসঙ্গোঽস্ত্যেব। গুণাশ্চ সত্ত্বাদ্যাঃ পুণ্যপাপহেতব এব ; যাবজ্জীবময়ং ধার্ম্মিকোঽধার্ম্মিকো বেতি তু ভূম্নৈব ব্যপদেশঃ। ননু কারিণামেব গুণসঙ্গ ইত্যুচ্যতে যদি কশ্চিদকারী স্যাৎ, স ত্বদণ্ড্য এবেতি তত্রাহঃ---দেহবানিতি, দেহধারী নরঃ ; অথচ কর্ম্ম-রহিত ইতি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলেরই দণ্ডলাভের হেতু বলিতেছেন—'সম্ভবন্তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ম্মি-পুরুষ-মাত্রেরই গুণানুসারে শুভ ও অশুভ (পাপ)—উভয়েরই সংঘটন হয়, যেহেতু 'কারিণাং'—কর্ম্মি-মাত্রেরই গুণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ আছেই। 'গুণ'—বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, উহা পাপ ও পুণ্যের হেতুই। 'যাবজ্জীবম্'—যতদিন জীবিত থাকে, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক, ইহা তাহার কার্য্যের বহুত্বেই বলা হইয়া থাকে (অর্থাৎ সারাজীবন কেহই একেবারে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের আচরণ করে না, কারণ পাপ ও পুণ্য উভয় কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই এই মর্ত্ত্য-জীবন)। যদি বলেন—দেখুন, কর্ম্মিজনেরই গুণের সহিত সঙ্গ—ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন দেহী সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডের অযোগ্যই, ইহাতে বলিতেছেন—'দেহবান্' ইত্যাদি, দেহধারী মানুষ, অথচ কর্ম্মরহিত, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ (অর্থাৎ দেহধারী কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবমাত্রেই কর্ম্মী এবং কর্ম্মিমাত্রেই যথোচিত দণ্ডের যোগ্য।) ॥ ৪৪ ॥

যেন যাবান্ যথাধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ।
স এব তৎফলং ভুঙ্ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যেন যাবান্ (যৎপ্রমাণকঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ বা ইহ সমীহিতঃ (কৃতঃ) সঃ এব নান্যঃ) তাবৎ (প্রমাণকঃ) ; তথা (তত্তদ-বান্তরভেদভিন্নেন প্রকারেণ তাবৎপ্রমাণকং) তৎফলং (সুখদুঃখাদিকম্) অমুত্র (স্বর্গনরকাদৌ) ভুঙ্ক্তে। (ধর্ম্মঃ বা ইতি দৃষ্টান্তঃ ধর্ম্মানুসারেণ সুখম্ ইব অধর্ম্মানুসারেণ দণ্ডঃ ইতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে প্রকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করে, পরলোকে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কথং দণ্ড ইত্যস্যোত্তরমাহঃ---যাবান্ যৎপ্রমাণকঃ যথা যেন প্রকারেণ অধর্ম্মো ধর্ম্মো বা কৃতঃ। তৎফলং দুঃখং সুখং বা তাবত্তৎ-প্রমাণকং শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈবেতি শেষঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে দণ্ডবিধান করা হয়, তাহার উত্তর বলিতেছেন—'যাবান্'—যে পরিমাণ, 'যেন'—যে প্রকারে অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম কৃত হয়, 'তৎ-ফলং'—তাহার ফল সুখ বা দুঃখ, সেই প্রকার এবং সেই পরিমাণে শাস্ত্র-দৃষ্টি অনুসারেই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে।
ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাৎ তথান্যত্রানুমীয়তে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবপ্রবরাঃ, যথা ইহ (জন্মনি) গুণবৈচিত্র্যাৎ (গুণবৈচিত্র্যেণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিষু প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ) ভূতেষু (প্রাণিষু) ত্রৈবিধ্যং (শান্তঘোর-মূঢ়ত্বেন বা সুখদুঃখমিশ্রত্বেন বা ধার্ম্মিকত্বাদিনা বা ত্রৈবিধ্যম্) উপলভ্যতে ; তথা অন্যত্র (জন্মান্তরে অপি সুখদুঃখাদিকম্) অনুমীয়ন্তে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ, যেরূপ এইস্থানে গুণ-বৈচিত্র্য (গুণের ত্রৈবিধ্য)-নিবন্ধন প্রাণিগণকে (শান্ত, ঘোর, মূঢ়, সুখী, দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তী অথবা ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক ও তন্মধ্যবর্ত্তী) ত্রিবিধ দশাগ্রস্ত দেখিতে

পাওয়া যায়, তদ্রূপ পরকালেও তাহাদের ত্রিবিধত্ব অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বাদিগুণসঙ্গঃ প্রত্যক্ষমেবোপলভ্যতা-মিত্যাহুঃ—ইহ লোকে ত্রৈবিধ্যং পুণ্যপাপমিশ্রকর্ম্মত্বেন নৃণাং ত্রৈবিধ্যং যথা তথৈবান্যত্র পরলোকেঽন্যজন্মনি বা সুখিত্ব-মিশ্রত্ব-দুঃখিত্বেন ত্রৈবিধ্যম্ অনুমীয়তে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈবেতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের সত্ত্বাদি গুণসঙ্গ প্রত্যক্ষই উপলব্ধি করুন, ইহা বলিতেছেন—'যথেহ' ইত্যাদি, ইহলোকে যেরূপ পুণ্য, পাপ ও উভয়মিশ্র কর্ম্মহেতু প্রাণিগণের মধ্যে ত্রৈবিধ্য দেখা যায়, তদ্রূপ অন্যত্র পরলোকে বা অন্য জন্মে সুখিত্ব, মিশ্রত্ব ও দুঃখিত্ব অনুমান করিতে হইবে, অবশ্য শাস্ত্রদৃষ্টিতেই —এই ভাব। (অর্থাৎ ইহলোকে প্রাণিগণের মধ্যে গুণগত বৈচিত্র্যহেতু যেরূপ শান্ত, ঘোর ও মূঢ়, অথবা সুখী, দুঃখী ও সুখ-দুঃখী, কিংবা ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক ও উভয় স্বরূপ—এ জাতীয় তিন প্রকার ভাব লক্ষিত হয়, সেইরূপ পরলোকেও ত্রিবিধ ভাবের অনুমান করা যায়।) ॥ ৪৬ ॥

বর্ত্তমানোঽন্যয়োঃ কালো গুণাভিজ্ঞাপকো যথা।
এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্ম্মাধর্ম্মনিদর্শনম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা বর্ত্তমানঃ কালঃ (বসন্তাদিকালঃ স্বগুণৈঃ পুষ্পফলাদিভিঃ) অন্যয়োঃ (ভূতভবিষ্য-মাণয়োঃ বসন্তয়োঃ) গুণাভিজ্ঞাপকঃ (গুণানাং পুষ্প-ফলাদীনাম্ অভিজ্ঞাপকঃ অনুমাপকঃ ভবতি) এবম্ এতৎ জন্ম (অপি) অন্যয়োঃ (ভূতভাবি-জন্মনোঃ) ধর্ম্মাধর্ম্মনিদর্শনং (ধর্ম্মাধর্ম্মো-নিদর্শয়তীতি তথা ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যেরূপ বর্ত্তমান বসন্তাদিকাল অতীত ও অনাগত বসন্তাদি ঋতু-গুণাদির অনুমাপক হয়, তদ্রূপ এই জন্ম অতীত ও ভবিষ্যৎজন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের নিদর্শনস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ত্তমানজন্মনৈব পূর্ব্বাপরজন্ম-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানং ভবতীতি সদৃষ্টান্তমাহুঃ—বর্ত্তমানো বসন্তাদি-কালঃ অন্যয়োর্ভূতভবিষ্যতোর্বসন্তয়োর্যে গুণাঃ পুষ্পফলাদয়স্তেষামভিজ্ঞাপকো যথা, এবমেতজ্জন্মৈব অন্যয়োর্ভূতভাবিনোর্জন্মনো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নিদর্শয়তীতি তথা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ত্তমান জন্মের দ্বারাই পূর্ব্ব ও অপর জন্মের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'বর্ত্তমানঃ' ইত্যাদি, বর্ত্তমান বসন্তাদি কাল যেরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ বসন্তাদি কালের যে গুণ, অর্থাৎ পুষ্প-ফলাদি, তাহার অভিজ্ঞাপক হয়, সেরূপ এই বর্ত্তমান জন্মও অন্য অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্দ্দেশ করে। (অর্থাৎ মানুষের বর্ত্তমান জন্মে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় আচরণ দেখিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মেও তাহার উভয়প্রকার কর্ম্মেরই সং-ঘটন অনুমান করা হয়।) ॥ ৪৭ ॥

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্ব্বরূপং বিপশ্যতি।
অনুমীমাংসতেঽপূর্ব্বং মনসা ভগবানজঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (সর্ব্বজ্ঞঃ) অজশ্চ (ব্রহ্ম-তুল্যঃ) দেবঃ (ঈশ্বরঃ যমঃ) পুরে (প্রাণ্যন্ত-র্হৃদয়ে সংযমন্যাং বা স্থিতঃ অন্তর্য্যামী) মনসা এব পূর্ব্বরূপং (জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিযুক্তং পূর্ব্বরূপং) বিপশ্যতি (জানাতি)। (অনু অনন্তরম্ অপি) অপূর্ব্বম্ (অয়ম্ ঈদৃক্ ধর্ম্মাধর্ম্মাভিমানী ভবিষ্যতি ইতি ভাবিরূপং চ) মনসা (এব) মীমাংসতে (বিচারয়তি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মতুল্য যমদেব স্বীয় পুরীতে অবস্থিত থাকিয়া (অথবা প্রাণিগণের হৃদয়া-ভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া) মনোদ্বারাই জীবের পূর্ব্বকৃত আচরণ দেখিতে পান এবং তাহা হইতে মনোদ্বারাই তদনুরূপ ভবিষ্য আচরণ অনুমান (বিচার) করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানপ্রকারস্ত্বন্যেষাং প্রায়িকঃ ধর্ম্মরাজস্তু মনসৈব নিশ্চিতমেব সর্ব্বং পশ্যতীত্যাহুঃ—পুরে সংযমন্যাং স্থিত এব দেবো যমঃ পূর্ব্বরূপং পূর্ব্বজন্ম-স্বরূপং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিযুক্তং পশ্যতি। অনু অনন্তরমপূর্ব্বং বর্ত্তমানং ভাবিরূপং মীমাংসতে। যদ্যস্যানুরূপং তৎ বিচারয়তি—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ অজো ব্রহ্মতুল্যঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকার অন্যান্য প্রাণিগণের সম্বন্ধে প্রায়িক (অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে সাধারণের ইহাই বিচার-প্রণালী), কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ মনের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে সমস্ত কিছুই দেখিয়া থাকেন। 'পুরে'—নিজের সংযমনী পুরীতে থাকিয়াই যমরাজ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-যুক্ত পূর্ব্বজন্মের স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে পারেন। অনন্তর 'অপূর্ব্বং'—তাহার অপূর্ব্বরূপে, অর্থাৎ বর্ত্তমান-দৃষ্টে ভবিষ্যতে যাহার যাহা যোগ্য হইবে, তাহা বিচার করেন। যেহেতু তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং অজ বলিতে ব্রহ্মার তুল্য ॥ ৪৮ ॥

———

যথাজ্ঞস্তমসা উপাস্তে ব্যক্তমেব হি।
ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা তমসা (নিদ্রয়া) যুক্তঃ (জনঃ স্বপ্নে অপি) ব্যক্তম্ এব (দেহাদিকম্) উপাস্তে ('অহং মম' ইতি ভাবেন যথেষ্টাহারাদিনা সেবতে, ন তু জাগ্রদ্দেহাপূর্ব্বস্বপ্নাদিগতং বা) তথা (তদ্বৎ) নষ্ট-জন্মস্মৃতিঃ (নষ্টা জন্মনাং স্মৃতিঃ যস্য সঃ) অজ্ঞঃ (অবিদ্যোপাধিঃ জীবঃ) ব্যক্তম্ এব (প্রাচীনকর্ম্মা-ভিব্যক্তং বর্ত্তমানম্ এব দেহাদিকম্) উপাস্তে (অহম্ ইতি মন্যতে)। পূর্ব্বম্ অপরং বা (ভূতং ভাবিনং চ) ন বেদ (জানাতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যেমন নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহের ভজনা করে অর্থাৎ তাহাতেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ নষ্টজন্মস্মৃতি অবিদ্যোপাধিগ্রস্ত জীবও পূর্ব্বকর্ম্মাভিব্যক্ত বর্ত্তমান দেহাদিকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতেই 'আমি, আমার' বুদ্ধি করে; পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্য তু পূর্ব্বাপরজ্ঞানাভাবাৎ পাপাদৌ প্রবৃত্তির্ন চিত্রমিত্যাহঃ—যথা তমসা যুক্তঃ পশ্বাদির্ব্যক্তং বর্ত্তমানদেহমেব উপাস্তে যথেষ্টা-হারাদ্যৈঃ সুখয়তি তথৈব নরোঽপি, নষ্টা জন্মনৈব স্মৃতির্যস্যেতি পূর্ব্বাপরজ্ঞানাভাবে হেতুঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বা পরজন্মের জ্ঞান না থাকায়, তাহার পাপাদিতে প্রবৃত্তি, কিছুই বিচিত্র নহে—ইহা বলিতেছেন, 'যথা'—যেমন তমোগুণে যুক্ত পশু প্রভৃতি, 'ব্যক্তং'—বর্ত্তমান দেহকেই 'উপাস্তে'—যথেষ্ট আহারাদির দ্বারা সুখী করে, তদ্রূপ মনুষ্যও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা লব্ধ বর্ত্তমান দেহাদিকেই অহং-জ্ঞানে উপাসনা করে, পূর্ব্ব দেহাদির সন্ধান করে না। 'নষ্টজন্মস্মৃতিঃ'—জন্ম হইতেই যাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়াছে—ইহাই পূর্ব্ব ও পরজন্মের জ্ঞানের অভাবের হেতু ॥ ৪৯ ॥

———

পঞ্চভিঃ কুরুতে স্বার্থান্ পঞ্চ বেদাথ পঞ্চভিঃ।
একস্তু ষোড়শেন ত্রীন্ স্বয়ং সপ্তদশোঽশ্নুতে ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—ষোড়শেন (মনসা সহ) সপ্তদশঃ (ষোড়শোপাধ্যর্গতঃ অপি) স্বয়ং তু একঃ (একঃ এব জীবঃ) পঞ্চভিঃ (বাগাদিভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ) স্বার্থান্ (স্বাভিলষিতান্ বচন-শিল্পগতিবিসর্গানন্দাখ্যান্) কুরুতে। অথ (তথা) পঞ্চভিঃ (শ্রোত্রাদিভিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ) পঞ্চ (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্) বেদ (জানাতি; এবং স্বয়ম্ একঃ এবঃ) ত্রীন্ (জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-মনোবিষয়ান্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥৫০॥

অনুবাদ—মন—ষোড়শ, জীব তদতিরিক্ত সপ্তদশ; সুতরাং একমাত্র। ষোড়শ-পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং সপ্তদশ জীব একাকী রাগাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা স্বাভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করে ও শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ-বিষয়ের বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে স্বয়ং এক হইয়াও জীব কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পঞ্চভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্যথেষ্টং স্বার্থান্ কুরুতে। পঞ্চভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চশব্দাদি বিষয়-ভোগান্ অনুভবতি। ষোড়শেন মনসা ইন্দ্রিয়েন তু ত্রীন্ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়-মনো-বিষয়ান্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। স্বয়ং সপ্তদশো জীবঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চভিঃ'—তারপর ঐ জীব হস্ত, পদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যথেষ্টরূপে 'স্বার্থান্'—গ্রহণ, গমনাদি পাঁচটি বিষয় অবগত হয়। আর চক্ষুঃ, কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ, শব্দাদি পাঁচটি বিষয় অনুভব করে। (পঞ্চ

কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, ইহাদের অতিরিক্ত মন ষোড়শ স্থানীয় এবং জীব সপ্তদশ স্থানীয়)। ষোড়শেন—ষোড়শ পদার্থ যে মন, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, সপ্তদশ স্থানীয় জীব স্বয়ং একাকীই 'ত্রীন্'—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়-সমূহ উপভোগ করে ॥ ৫০ ॥

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ৎ মহৎ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষশোকভয়ার্ত্তিদাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—তদেতৎ মহৎ (দুর্নিবারং) শক্তিত্রয়ং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়কার্য্যং) ষোড়শকলং (দশেন্দ্রিয়াণি, একং মনঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চ ইত্যেবং ষোড়শ কলাঃ অংশাঃ যস্মিন্ তৎ) লিঙ্গং (সূক্ষ্মশরীরং ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা) পুংসি (জীবে) হর্ষশোকভয়ার্ত্তিদাম্ অনুসংসৃতিম্ (অনু ভূয়ঃ ভূয়ঃ সংসৃতিং দেব-মনুষ্যাদি যোনিং) ধত্তে (বিধত্তে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—দশ ইন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র ও মন—এই ষোড়শ কলা বিশিষ্ট, গুণত্রয়ের কার্য্যভূত, দুর্নিবার বাসনাময় লিঙ্গদেহ, পুনঃ পুনঃ জীবের হর্ষ-শোক-ভয়-পীড়াপ্রদ সংসার উৎপাদন করে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তদশস্য তস্য তদেতল্লিঙ্গং শরীরং কর্ত্তৃ শক্তিত্রয়ং গুণত্রয়কার্য্যং পুংসি জীবে অনুসংসৃতিং ধত্তে। মহদ্দুর্নিবারম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সপ্তদশ স্থানীয় সেই জীবের এই লিঙ্গ শরীর (কর্ত্তা), যাহা 'শক্তিত্রয়ং'—গুণত্রয়ের কার্য্য, তাহাই জীবে 'অনুসৃতি' বলিতে দেব-মনুষ্যাদি যোনি প্রাপ্ত করায়। মহৎ বলিতে দুর্নিবার। (অর্থাৎ সত্ত্বাদি ত্রিগুণের কার্য্যস্বরূপ এই ষোড়শ অবয়ব-বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর জীবের হর্ষ, শোক, ভয় ও পীড়াজনক দুর্নিবার সংসারচক্রের বিধান করে।)॥ ৫১ ॥

দেহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্‌বর্গো নেচ্ছন্ কর্ম্মাণি কার্য্যতে।
কোশকার ইবাত্মানং কর্ম্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ (অবিদ্যোপহতঃ) অজিতষড়্‌বর্গঃ (ন জিতঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি একঃ মনশ্চ এবং ষড়্‌বর্গঃ যেন সঃ) দেহী (জীবঃ) নেচ্ছন্ (অনিচ্ছন্ কর্ম্মানুষ্ঠান-রহিতঃ অপি অনেন সংঘাতেন এব বলাৎ) কর্ম্মাণি কার্য্যতে। (অতএব তেন কারিতেন) কর্ম্মণা আত্মানম্ আচ্ছাদ্য (প্রতিরুধ্য) কোশকারঃ ইব (যথা কোশকারঃ কীটবিশেষঃ স্বমুখনিঃসারিতৈঃ তন্তুভিঃ কোশং নির্ম্মায় স্বপিতি স্বনির্গমায় দ্বারম্ অপি নাব-শেষয়তি তদা তস্মিন্ কোশে সংনিরুধ্য মুহ্যতি ম্রিয়তে চ, তথা জীবঃ অপি) মুহ্যতি (মোহম্ আসাদ্য কর্ম্মভ্যঃ নির্গমোপায়ং ন জানাতি, তৎফলং চ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় জীব, ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। কোশকার কীট যেমন নিজমুখনিঃসৃত তন্তু হইতে কোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, বহির্গমন-পথ দেখিতে পায় না, জীবও সেইরূপ আপনাকে নিজকৃত কর্ম্ম-জালে আবদ্ধ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মমুক্তির উপায় জানিতে পারে না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অনেন লিঙ্গেনৈব কদাচিৎ কর্ম্ম কর্ত্তুম-নিচ্ছন্নপি বলাৎ কর্ম্মাণি কার্য্যতে ততশ্চ কোশকারঃ কীট ইব মুহ্যতি—নির্গমোপায়ং ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই লিঙ্গ শরীরের প্রেরণায় অজ্ঞ জীব কোন সময়ে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না থাকি-লেও বলপূর্ব্বক কর্ম্মরত হইয়া থাকে। তারপর কোশ-কার কীটের মত মোহিত হইয়া নির্গমের উপায় জানিতে পারে না ॥ ৫২ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্বলাৎ ॥৫৩

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) কশ্চিৎ (অপি প্রাণী) ক্ষণম্ অপি জাতু (কদাচিৎ অপি) অকর্ম্মকৃৎ (ক্রিয়া-রহিতঃ সন্) ন তিষ্ঠতি। (অতঃ) হি (নিশ্চিতম্ এতৎ) স্বাভাবিকৈঃ (পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারোদ্ভূতৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদীনাং গুণকার্য্যরাগাদিভিঃ এব অয়ম্) অবশঃ (পরাধীনঃ সন্) বলাৎ কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—কোন জীবই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণ-কালও থাকিতে পারে না। প্রাক্তন-সংস্কার-জনিত

রাগাদি তাহাকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ— স্বাভাবিকৈঃ পূর্ব্বসংস্কারোদ্ভূতৈঃ ॥৫৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বাভাবিকৈঃ'—পূর্ব্ব সংস্কার হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুরূপ সংস্কার হইতে উৎপন্ন অনুরাগাদি সকলকেই অবশ অবস্থায় কর্ম্ম করাইয়া থাকে।) ॥ ৫৩ ॥

———

লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তম্ (অদৃষ্টং পুণ্যপাপাত্মকং) নিমিত্তং (জন্মনঃ কারণং) লব্ধ্বা উত (এব কুচিৎ) যথাযোনি (মাতৃসদৃশং) যথাবীজঃ (পিতৃসদৃশং কুচিৎ উভয়-সদৃশং চ স্ত্রীরূপং পুরুষরূপং বা) ব্যক্তাব্যক্তং (স্থূলং সূক্ষ্মং বা) বলীয়সা (প্রবলেন) স্বভাবেন (কর্ম্মবাসনয়া মাতাপিতৃসদৃশঃ দেহঃ) ভবতি ॥৫৪॥

অনুবাদ—জীব-কৃত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মসমূহ ফলোন্মুখ হইলে উহাকে অদৃষ্ট বলা যায়। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। তাহাকে (অদৃষ্টকে) লইয়া জীব প্রবল-কর্ম্মবাসনারূপ পিতৃ-সদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ লাভ করে ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ নিমিত্তমদৃষ্টং লব্ধ্বা তৎকর্ম্মানু-সারেণ ব্যক্তাব্যক্তং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং ভবতি যথাযোনি কুচিন্মাতৃসদৃশং যথাবীজং কুচিৎ পিতৃ-সদৃশং কুচিদুভয়সদৃশং স্বভাবেন হিংস্রত্বসৌম্যত্বেন চ যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে 'নিমিত্তং লব্ধ্বা'— নিমিত্ত বলিতে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মরূপ অদৃষ্ট (কারণ) আশ্রয় করিয়া, সেই কর্ম্মানুসারে জীবের ব্যক্ত ও অব্যক্ত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইয়া থাকে। 'যথাযোনি'—কখনও মাতৃসদৃশ, 'যথাবীজং'—কখন পিতৃসদৃশ, এবং কখনও উভয়-সদৃশ, 'স্বভাবেন'— হিংস্রত্ব, সৌম্যত্বরূপ স্বভাবের দ্বারা যুক্ত (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর লাভ হইয়া থাকে।) ॥ ৫৪ ॥

———

এষ প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য বিপর্য্যয়ঃ।
আসীৎ স এব ন চিরাদীশসঙ্গাদ্বিলীয়তে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য (জীবস্য) প্রকৃতিসঙ্গেন (মায়য়া স্বরূপাবরণেন) এষঃ বিপর্য্যয়ঃ (সংসারঃ) আসীৎ। সঃ এব ঈশসঙ্গাৎ (পরমেশ্বর-ভজনাৎ ভগবদ্ভক্ত্যাদি-সঙ্গাৎ বা মায়ানিবৃত্ত্যা) ন চিরাৎ (শীঘ্রম্ এব) বিলীয়তে (ন অন্যথা) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতির সঙ্গ-বশতঃই পুরুষের এই-রূপ বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপভ্রম-জনিত সংসার-লাভ হইয়া থাকে, ভগবদ্ভজনপ্রভাবে সেই সংসার অচিরে বিলীন হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—এষ ইতি প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সঙ্গাভ্যা-মেব বন্ধমোক্ষৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষঃ'—প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গ-বশতঃই জীবের এইরূপ বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে বদ্ধ এবং পরমেশ্ব-রের ভজনহেতু জীবের মুক্তি হইয়া থাকে।) ॥৫৫॥

———

অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ।
ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥৫৬॥
গুর্ব্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ (অজামিলঃ) হি (নিশ্চিতম্ এব পূর্ব্বং) শ্রুতসম্পন্নঃ (অধীতবেদঃ) শীলবৃত্ত-গুণালয়ঃ (শীলং শুদ্ধভাবঃ, বৃত্তং সদাচারঃ, গুণাঃ ক্ষমাদয়ঃ তেষাম্ আলয়ঃ) ধৃতব্রতঃ (কৃত-জপপূজাদি-নিয়মঃ) মৃদুঃ (কোমলচিত্তঃ) দান্তঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) সত্যবাক্ মন্ত্রবিৎ শুচিঃ (শুদ্ধদেহঃ এবং) গুর্ব্বগ্ন্য-তিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুঃ (সেবকঃ) অনহঙ্কৃতঃ (নিরহঙ্কারঃ) সর্ব্বভূতসুহৃৎ (কৃপয়া এব সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী) সাধুঃ (পরলোক-সাধনতৎপরঃ) মিত-বাক্ (অল্পভাষী, বৃথালাপরহিতঃ) অনসূয়কঃ (পরেষু দোষারোপঃ অসূয়া তদ্রহিতঃ চ আসীৎ) ॥৫৬-৫৭॥

অনুবাদ—ঐ ব্রাহ্মণ (অজামিল) প্রথমে শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন, সৎস্বভাব, সদাচার ও ক্ষমাদি সদ্গুণের আলয়, ব্রতনিষ্ঠ, কোমলচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধদিগের

সেবায় রত, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতের হিতকারী সুহৃৎ, সাধু, মিতভাষী এবং অসূয়াশূন্য ছিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিস্বরূপমুক্ত্বা প্রস্তুতস্যাজামিলস্য দণ্ড্যত্বজ্ঞাপনায়াধর্ম্মং প্রপঞ্চয়তি—অয়ং হীত্যাদিনা তত্রাপ্যতিশয়ানৌচিত্যং জ্ঞাপয়িতুং দ্বাভ্যাম্ ধার্ম্মিকত্বমাহুঃ—শীলং সুস্বভাবঃ, বৃত্তং সদাচারঃ, গুণাঃ ক্ষমাদয়ঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদির স্বরূপ বলিয়া প্রকরণগত অজামিলের দণ্ডযোগ্যত্ব জ্ঞাপনের জন্য তাহার অধর্ম্মাচরণ বলিতেছেন—'অয়ং হি' ইত্যাদির দ্বারা। তন্মধ্যে অতিশয় অনৌচিত্য, অর্থাৎ তাদৃশ অধর্ম্মাচরণ অজামিলের পক্ষে অনুচিত—ইহা জানাইবার জন্য দুইটি শ্লোকে তাহার ধর্ম্মাচরণের কথা বলিতেছেন। 'শীল'—বলিতে সুস্বভাব, 'বৃত্ত'—সদাচার, 'গুণাঃ'—ক্ষমাদি গুণসকল ॥ ৫৬-৫৭ ॥

একদাসৌ বনং যাতঃ পিতৃসন্দেশকৃদ্দ্বিজঃ।
আদায় তত আবৃত্তঃ ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ ॥ ৫৮ ॥
দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া।
পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া ॥ ৫৯ ॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপম্।
ক্রীড়ন্তমনুগায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—একদা অসৌ (অজামিলঃ) দ্বিজ পিতৃসন্দেশকৃৎ (পিত্রাজ্ঞয়া) ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ (ফলাদ্যাহরণার্থং) বনং যাতঃ। ততঃ (বনাৎ ফলানি) আদায় (গৃহীত্বা) আবৃত্তঃ (পরাবৃত্তঃ সন্) (সঃ চ অজামিলঃ মার্গে) মৈরেয়ং মধু (পৈষ্টীং সুরাং) পীত্বা মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া (তন্মদেন আঘূর্ণিতে ভ্রান্তে নেত্রে যস্যাঃ তয়া) মত্তয়া (যথাবদনুসন্ধানরহিতয়া) বিশ্লথন্নীব্যা (বিশেষেণ শ্লথন্তী নীবি কটিবস্ত্রং যস্যাঃ তয়া) ভুজিষ্যয়া (সাধারণ-ভোগ্যস্ত্রিয়া দাস্যা) সহ ক্রীড়ন্তং ব্যপেতং (স্বাচারাৎ ভ্রষ্টং) নিরপত্রপং (নিতরাম্ নির্ল্লজ্জম্) অন্তিকে (অস্যাঃ সমীপে) অনয়া সহ অনুগায়ন্তং হসন্তং চ কঞ্চিৎ চ কামিনং শূদ্রং দদর্শ ॥ ৫৮-৬০ ॥

অনুবাদ—একদা ঐ ব্রাহ্মণ (অজামিল) পিতার আদেশে ফল, পুষ্প, সমিৎ ও কুশ-আহরণের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। ফলপুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্র লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণ-ভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত হাস্য, গান ও বিহার করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। মদ্যপান-জন্য সেই শূদ্রাণীর নেত্র ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতেছে এবং মদোন্মত্ততা-হেতু তাহার কটিদেশ হইতে নীবি (বস্ত্রবন্ধন) শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৮-৬০ ॥

বিশ্বনাথ—ভুজিষ্যয়া দাস্যা সংভুজ্যমানয়া মৈরেয়ং পৈষ্টীং মধু মদ্যং ব্যপেতং লোকভয়রহিতম্, অনয়া সহ ॥ ৫৮-৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুজিষ্যয়া'—কোন ভোগ্যা দাসীর সহিত (মিলিত অবস্থায় এক কামুক শূদ্রকে অজামিল পথিমধ্যে দেখিয়াছিল)। 'মৈরয়ং মধু'—পিষ্টক হইতে নির্ম্মিত মৈরয় নামক মদ্য-বিশেষ (পান করিয়া তৎকালে ঐ দাসী মত্তা ছিল)। 'ব্যপেতং'—লোকলজ্জারহিত (সেই ভ্রষ্টাচার কামুক শূদ্রকে), 'অনয়া'—সেই দাসীর সহিত (হাস্য পরিহাসাদি করিতে দেখিল।) ॥ ৫৮-৬০ ॥

দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাম্।
জগাম হৃচ্ছয়বশং সহসৈব বিমোহিতঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—কামলিপ্তেন (কামেন কামোদ্দীপকেন তদঙ্গরাগেণ হরিদ্রাদিনা লিপ্তেন) বাহুনা (শূদ্রস্য বাহুনা) পরিরম্ভিতাম্ (আশ্লিষ্টাং) তাং দৃষ্ট্বা সহসা এব (প্রারব্ধবশাৎ অয়ং) বিমোহিতঃ (সন্) হৃচ্ছয়বশং (হৃচ্ছয়স্য কামস্য বশং) জগাম্ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—শূদ্র স্বীয় কামোদ্দীপক অঙ্গরাগযুক্ত বাহুদ্বারা সেই শূদ্রাণীকে আলিঙ্গন করিতেছিল;—ইহা দেখিয়া ঐ দ্বিজ হঠাৎ বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—কামলিপ্তেন কামোদ্দীপক-হারিদ্র-রস-লিপ্তেন ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামলিপ্তেন'—কামোদ্দীপক হরিদ্রালিপ্ত (বাহুর দ্বারা আলিঙ্গনবদ্ধা সেই দাসীকে দেখিয়া) ॥ ৬১ ॥

স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্ ।
ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ - যাবৎ সত্ত্বং (যাবৎ ধৈর্য্যং) যথাশ্রুতং (যাবৎ শাস্ত্রজ্ঞানং, তাবৎ তদ্বলেন) আত্মানং (মনঃ) আত্মনা (স্ববুদ্ধ্যা) স্তম্ভয়ন্ (অপি) মদনবেপিতং (মদনেন কামেন বেপিতং কম্পিতং) মনঃ সমাধাতুং ন শশাক (ন শক্তঃ অভূৎ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—তাঁহার যতটুকু ধের্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহার সাহায্যে ও নিজবুদ্ধি-বলে তিনি আপনার চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মদন-বেগকম্পিত মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং মনঃ সত্ত্বং ধৈর্য্যং শ্রুতং জ্ঞানম্ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—নিজের মনকে, 'সত্ত্বং'—বলিতে ধৈর্য্য এবং 'শ্রুতং'— জ্ঞান (অর্থাৎ নিজের যতটা ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তদনুসারে অজামিল নিজেকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও কামচঞ্চল চিত্তকে কোনরূপেই সংযত করিতে সমর্থ হইল না।) ॥ ৬২ ॥

———

তন্নিমিত্তস্মরব্যাজ-গ্রহগ্রস্তো বিচেতনঃ ।
তামেব মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্ম্মাদ্বিররাম হ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—তন্নিমিত্তস্মরব্যাজগ্রহগ্রস্তঃ (তৎ তস্যাঃ দর্শনম্ এব নিমিত্তং যস্য তস্য স্মরব্যাজস্য বস্তুতস্ত প্রারব্ধরূপস্য গ্রহস্য তেন গ্রস্তঃ অতএব) বিচেতনঃ (গতস্মৃতিঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানুসন্ধানশূন্যঃ বা কেবলং) তাম্ এব (স্ত্রিয়ং) মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্ম্মাৎ বিররাম (বিচ্যুতঃ অভবৎ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—সেই শূদ্রাণীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রারব্ধ-কর্ম্মরূপ গ্রহ কন্দর্পবেশে সেই ব্রাহ্মণ অজা-মিলকে গ্রাস করিল, তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল ; তিনি সেই শূদ্রাণীকে চিত্তমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিররাম হেতি। তাদৃশ-স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া জ্ঞানেন চ স তথা পতনাদ্রক্ষিতুং শক্যো নাভূৎ কিন্তু নাম্ন আভাসেনাপি তাদৃশাধঃপাতাদপি রক্ষিত্বা বৈকুণ্ঠং প্রস্থাপয়ামাস ইতি প্রকরণার্থেন ধর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং প্রাতিস্বিকং বলং দর্শিতম্ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিররাম হ'—স্বধর্ম্ম হইতে বিরত (ভ্রষ্ট) হইল। তাদৃশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা অজামিল সেরূপ পতন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের নামের আভাসই তাদৃশ অধঃপাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন—এই-রূপ প্রকরণগত অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বাভাবিক বলই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

———

তামেব তোষয়ামাস পিত্র্যেণার্থেন যাবতা ।
গ্রাম্যৈর্মনোরমৈঃ কামৈঃ প্রসীদেত যথা তথা ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—যাবতা (সমগ্রেণ) পিত্র্যেণ (পিত্রা-র্জ্জিতেন) অর্থেন তাম্ এব (দাসীং) তোষয়ামাস ; যথা গ্রাম্যৈঃ মনোরমৈঃ কামৈঃ (বিষয়ৈঃ সা) প্রসীদেত, তথা (আচষ্ট ইতি শেষঃ) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—তিনি পিতার উপার্জ্জিত সমুদায় অর্থের দ্বারা সেই শূদ্রাণীর সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগি-লেন। যে-সকল গ্রাম্য মনোহর বস্তুর দ্বারা তাহার চিত্তবিনোদন হইতে পারে, তজ্জন্যই তিনি সতত সচেষ্ট হইলেন ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—যাবতা অর্থেন স্থিতং তাবতৈব ইতি শেষঃ। সা যথা প্রসীদেত, তথা আচষ্টতেতি শেষঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবতা'—পৈত্রিক যে ধন-সম্পত্তি ছিল, তাহার সমস্ত কিছুর দ্বারাই, যাহাতে সেই দাসী প্রসন্ন হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

———

বিপ্রাং স্বভার্য্যামপ্রৌঢ়াং কুলে মহতি লম্ভিতাম্ ।
বিসসর্জাচিরাৎ পাপঃ স্বৈরিণ্যাপাঙ্গবিদ্ধধীঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বৈরিণ্যা (বারাঙ্গনয়া তয়া) অপাঙ্গ-বিদ্ধধীঃ (অপাঙ্গৈঃ বিদ্ধা ধীঃ যস্যঃ সঃ) পাপঃ অপ্রৌঢ়াং (নবযৌবনাং) মহতি কুলে লম্ভিতাং

(পরিণীতাং) বিপ্রাং স্বভার্য্যাম্ অচিরাৎ (দাসীসম্বন্ধ-সমকালে এব) বিসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—সেই (বারাঙ্গনার) কটাক্ষ-বাণে তাঁহার (ঐ ব্রাহ্মণ অজামিলের) চিত্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পাপে প্রবৃত্ত হইয়া নবযৌবনা, সৎ-কুলোদ্ভবা বিবাহিতা ব্রাহ্মণী-পত্নীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—লম্ভিতাং তস্যাঃ পিত্রা বিচার্য্যৈব দত্তামিত্যর্থঃ। স্বৈরিণ্যাপাঙ্গেতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লম্ভিতাং'—কন্যার পিতা কর্ত্তৃক সৎপাত্র বলিয়া প্রদত্তা (পরিণীতা নিজ ভার্য্যাকেও অজামিল পরিত্যাগ করিয়াছিল)। 'স্বৈরিণ্যাপাঙ্গ-বিদ্ধধীঃ'—সেই কুলটার কটাক্ষে বিমুগ্ধচিত্ত অজামিল। 'স্বৈরিণ্যাপাঙ্গ'—এখানে সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

———

যতস্ততশ্চোপনিন্যে ন্যায়তোঽন্যায়তো ধনম্।
বভারাস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং মন্দধীরয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—মন্দধীঃ অয়ং যতঃ ততঃ ন্যায়তঃ প্রতিগ্রহাদেঃ) অন্যায়তঃ (চৌর্য্যাদিনা অপি) ধনম্ উপনিন্যে (উপার্জ্জয়ামাস, তেন চ) অস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং বভার (পুপোষ) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—ঐ মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ন্যায্য বা অন্যায্য-উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই শূদ্রাণীর পরিবার পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

———

যদাসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্য্যতিগর্হিতঃ
অবর্ত্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্মলাৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (অজামিলঃ) শাস্ত্রম্ উল্লঙ্ঘ্য স্বৈরাচারী (স্বেচ্ছাবিহারী) অতিগর্হিতঃ (আর্য্যৈঃ বৃদ্ধৈঃ গর্হিতঃ নিন্দিতঃ) অঘায়ুঃ (অঘায়ুঃ অঘং পাপং তদর্থম্ এব আয়ুর্জীবনং যস্য সঃ) মলাৎ (রাগাদিদোষাৎ) অশুচিঃ চ (সন্) চিরং কালম্ অবর্ত্তত ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বিজ এইপ্রকারে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সেই শূদ্রাণীর অমেধ্যান্নগ্রহণ প্রভৃতি অশুদ্ধাচারে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। অতীব গর্হিত কর্ম্মে তাঁহার জীবন পাপময় হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—অঘরূপমঘার্থং বা আয়ু র্যস্য সঃ। মলং বেশ্যোচ্ছিষ্টমেবাত্তীতি সঃ ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঘায়ুঃ'—অঘ বলিতে পাপ, পাপরূপ অথবা পাপের নিমিত্তই আয়ুঃ (জীবন) যাহার, সেই পাপজীবন অজামিল। 'মলাৎ অশুচিঃ'—সেই বেশ্যার উচ্ছিষ্টই মল, তাহা যে ভোজন করিয়াছে, অর্থাৎ শূদ্রা নারীর অন্নরূপ অশুচিদ্রব্য-ভোজী এই অজামিল অশুচি হইয়া দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করিয়াছে ॥ ৬৭ ॥

———

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্।
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে শ্রীবিষ্ণুযমপুরুষ-সংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ) কৃতকিল্বিষং (কৃত-পাপম্) অকৃতনির্ব্বেশং (ন কৃতঃ নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন তম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তম্) এনং দণ্ডপাণেঃ (দণ্ডধারিণঃ যমস্য) সকাশং নেষ্যামঃ যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি (যত্র পাপানুরূপং ফলম্ অনুভূয় শুদ্ধঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—তিনি পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। সেই স্থানে তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ যত্র শুদ্ধ্যতীত্যস্যোপকার এব প্রবর্ত্তমানানস্মান্ কথং বারয়থেতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠস্য প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-
ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকৃত-নির্ব্বেশং'—নির্ব্বেশ বলিতে প্রায়শ্চিত্ত, জীবদ্দশায় কৃত পাপের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত এই অজামিল করে নাই। 'যত্র শুদ্ধ্যতি' যেখানে পাপী জীব যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করিয়া শুদ্ধ হয়, সেই ধর্ম্মরাজের নিকট ইহাকে লইয়া যাইতেছি, ইহাতে ইহার উপকারে প্রবর্ত্তমান আমাদিগকে কিজন্য বারণ করিতেছেন—এই ভাব ॥ ৬৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১ ॥

ইতি, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।
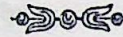
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

এবং তে ভগবদ্দূতা যমদূতাভিভাষিতম্ ।
উপধার্য্যাথ তান্ রাজন্ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণের দ্বারা যমদূতগণের প্রতি অদ্ভুত হরিনাম-মাহাত্ম্য-কথন এবং দ্বিজ অজামিলের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যমদূতদিগের কথা শুনিয়া, ন্যায়পর বিষ্ণুদূতগণ, "অধুনা সাধুদিগের সভাতেও অধর্ম্মের প্রবেশ ঘটিয়াছে, অদণ্ড্যজনের প্রতিও দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে, পশুর মত অবোধ ও অবল যে প্রজাগণ তাঁহাদের উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত, সেই প্রজাদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার না করা যে কত অন্যায়, এবং এরূপ হইলে ঐ প্রজাগণ আর কাহার শরণ লইবে" ইত্যাদিরূপ আক্ষেপ করিয়া, দ্বিজ অজামিল যে কেন যমদণ্ড্য নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন,—"এই ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে 'নারায়ণ-নামাভাস উচ্চারণ করিয়া একজন্মের নয়, কোটিজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত করিয়াছেন। শ্রীহরির নামাভাস-গ্রহণই সর্ব্ববিধ পাপের উত্তম প্রায়শ্চিত। শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের শান্তি হইলেও তাহাতে পাপীর পাপপ্রবৃত্তি দূর হয় না; আবার সে পাপরত হয়। কিন্তু হরিনামাভাসে পাপের মূল উৎপাটিত হয়; হৃদয় পাপপ্রবৃত্তিশূন্য বিশুদ্ধ হয়। যে-কোন-প্রকারে যেকোন-অবস্থায় হরিনাম উচ্চারিত হইলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। তাহা হইতেও পরম-মঙ্গল-লাভ ও মহা-অমঙ্গল দূর হয়। তপস্যা-ব্রত দানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মও এই নামাভাসের মত হৃদয়-মালিন্য-নাশে সমর্থ নহে। প্রজ্জ্বলিত বহ্নি ও বীর্য্যবান্ ঔষধের ন্যায়, এই নামাভাস অজ্ঞানে গৃহীত হইলেও স্বপ্রভাব প্রকাশ করেন। সুতরাং অজামিল অন্যলক্ষ্যে সাঙ্কেত্য-রূপ নামাভাস করিয়াও পাপমুক্ত হইয়াছেন। আর তিনি যমদণ্ড্য নহেন।" এইরূপ বলিয়া বিষ্ণু-দূতগণ ব্রাহ্মণকে যমপাশমুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন এবং এইরূপ দর্শন ও মৃত্যু-সময়ে হরিনামাভাসোচ্চারণ যে তাঁহার পূর্ব্ব-সুকৃতির ফল তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি উভয়পক্ষীয় দূতগণের বাক্যে সগুণ ও নির্গুণ ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া শ্রীভগবানে ভক্তিমান হইলেন; পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তাঁহার

হৃদয়ে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া কত পরিতাপ করিলেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এইরূপ সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায়, অবিলম্বে তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার-তীর্থে প্রস্থান করিলেন। তথায় একান্তভাবে হরিভজনায় নিবিষ্ট হইয়া অচিরেই শ্রীভগবানে সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। অমনি সেই বিষ্ণুদূতগণ পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গেলেন। পুত্রের নামগ্রহণ-ছলেও হরিনাম-কীর্ত্তনে (নামাভাসে) এমন মহাপাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধ হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হইলেন। অতএব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরমপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই নাম গ্রহণ করিলে, তাহা যে কিরূপ ফলদ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—(হে) রাজন্, নয়কোবিদাঃ (নয়ে নীতিশাস্ত্রে কোবিদাঃ পণ্ডিতাঃ ন্যায়নিপুণাঃ) তে ভগবদ্দূতাঃ (বিষ্ণুদূতাঃ) এবম্ (এবম্প্রকারং) যমদূতাভিভাষিতং (যমদূতানাং যমকিঙ্করাণাম্ অভিভাষিতং কথিতম্) উপধার্য্য (তাৎপর্য্যপূর্ব্বকং শ্রুত্বা) অর্থ (অনন্তরম্ এব) তান্ (যমকিঙ্করান্) প্রত্যাহুঃ (প্রত্যুত্তরম্ আহুঃ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, নীতিশাস্ত্র-কুশল বিষ্ণুদূতগণ, যমদূতগণের মুখে ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতি-উত্তরে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে নামমাহাত্ম্যাদ্‌যমদূতাঃ পরাহতাঃ।
অজামিলস্য নির্ব্বেদো বৈকুণ্ঠারোহ উচ্যতে ॥০॥
নয়কোবিদা নীতিশাস্ত্রজ্ঞা যথা বদন্তি ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম-মাহাত্ম্যহেতু যমদূতগণের পরাভব, অজামিলের নির্ব্বেদ এবং বৈকুণ্ঠে আরোহণ—ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

'নয়কোবিদাঃ'—নীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন, সেইরূপ (ন্যায়নিপুণ বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন।) ॥ ১॥

শ্রীবিষ্ণুদূতা ঊচুঃ—

অহো কষ্টং ধর্ম্মদৃশামধর্ম্মঃ স্পৃশতে সভাম্।
যত্রাদণ্ড্যেষ্বপাপেষু দণ্ডো যৈর্ধ্রিয়তে বৃথা॥ ২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ,—অহো কষ্টং (মহাকষ্টং প্রাপ্তং যস্মাৎ) ধর্ম্মদৃশাং (ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকিনামপি) সভাম্ অধর্ম্মঃ স্পৃশতে; যত্র (সভায়াঃ) যৈঃ (ধর্ম্মধৃগ্‌ভিরেব যমাদিভিঃ) অপাপেষু অদণ্ড্যেষু (দণ্ডানর্হেষু) বৃথা নিরর্থকং দণ্ডঃ ধ্রিয়তে ॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিলেন,—অহো, কি কষ্ট! ধর্ম্মজ্ঞদিগের সভাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিল! তথায় ঐ ধর্ম্মদর্শিগণ নিষ্পাপ, অদণ্ড্যগণের প্রতি অযথা দণ্ডবিধান করিতেছেন॥ ২॥

বিশ্বনাথ—অরে জ্ঞাতাঃ স্থ জ্ঞাতাঃ স্থ ধর্ম্মরাজস্যৈব কিঙ্করাঃ যূয়মলং প্রলাপৈঃ কিন্তু ধর্ম্মরাজস্যৈব ধর্ম্মরাজতা বিপরীতলক্ষণয়ৈবেতি জানীম ইত্যাহুঃ—অহো ইত্যস্মৎকর্ণপথমদ্যাবধি বার্ত্তেয়ং নাপতদিতি ভাবঃ। কষ্টমিত্যেতাবতা অন্যায়েন লোকানাং কা গতির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ননু কে কিমেবমাক্ষিপ্যন্তে তত্র কিং ব্রূমঃ শৃণুত রে শৃণুতেত্যাহুঃ। ধর্ম্মদৃশাং ধর্ম্মদর্শিনামপি সভামধর্ম্ম এব স্পৃশতি। ধর্ম্মেঽপ্যধর্ম্ম-মেব পশ্যন্তীতি ভাবঃ। যত্র সভায়াম্ অ-পাপেষ্বপি জনেষু অপাপত্বাদদণ্ড্যেষু দণ্ডো ধ্রিয়তে ইত্যেৈবাধর্ম্ম দর্শিতেতি ভাবঃ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরে! জানি, জানি যে তোমরা ধর্ম্মরাজেরই কিঙ্কর, তবে আর বৃথা প্রলা-পের প্রয়োজন কি? কিন্তু ধর্ম্মরাজেরই এরূপ ধর্ম্মরাজ্য—ইহা আমরা বিপরীত লক্ষণার দ্বারা (অর্থাৎ অধর্ম্মরাজ্য) বুঝিলাম, ইহা বলিতেছেন—'অহো'! কি আশ্চর্য্য! আজ পর্য্যন্ত এই কথা আমা-দের কর্ণপথেও উপনীত হয় নাই—এই ভাব। 'কষ্টং'—হায়! কি কষ্টের কথা, এরূপ অন্যা-য়ের দ্বারা লোকদের কি গতি হইবে?—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, আপনারা কে? কিজন্যই বা এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—কি বলিব, অরে শ্রবণ কর (শোন রে শোন), 'ধর্ম্মদৃশাং'—ধর্ম্মদর্শী (ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেকী) সাধু-দিগের সভায় অধর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা ধর্ম্মেও অধর্ম্মই দেখিতেছেন—এই ভাব। যে সভায় নিষ্পাপ জনের প্রতিও, যাহারা পাপশূন্য বলিয়া দণ্ডের অযোগ্য, তাহাদের প্রতিও দণ্ডের ব্যবস্থা করা

হইতেছে—ইহাই অধর্ম্ম-দর্শিতা (অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের অবিবেচনা)—এই ভাব ॥ ২ ॥

প্রজানাং পিতরো যে চ শাস্তারঃ সাধবঃ সমাঃ ।
যদি স্যাত্তেষু বৈষম্যং কং যান্তি শরণং প্রজাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—যে চ সাধবঃ প্রজানাং পিতরঃ (পিতৃবৎ বাৎসল্যেন পালকাঃ) শাস্তারঃ (গুরুবৎসন্মার্গানুশিক্ষকাঃ) সমাঃ (সর্ব্বত্রস্বসুখদুঃখসাম্যদর্শিনঃ এবম্প্রকারেণ শাস্ত্রতঃ প্রসিদ্ধাঃ অপি যমাদয়ঃ) তেষু যদি বৈষম্যম্ (অদণ্ড্যদণ্ডনং) স্যাৎ (তদা) প্রজাঃ কং শরণম্ (আশ্রয়ং) যান্তি (প্রাপ্নুয়ুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল সাধুগণ পিতৃবৎ বাৎসল্যের সহিত প্রজাদিগকে পালন এবং গুরুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহারা-সর্ব্বত্র সমদর্শী, যমাদির মত সেই সাধুগণের মধ্যেও যদি অদণ্ড্যজনে দণ্ডপ্রদানাদিরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তবে প্রজাগণ আর কাহার শরণ গ্রহণ করিবে ? ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শৃণুত রে প্রজানাং পিতৃত্বং শাস্তৃত্বং সাধুত্বং সাম্যঞ্চ যুষ্মৎস্বামিনাং যৎ শ্রূয়তে তৎ খলু কিং সম্প্রত্যনৃতমেবাভূদিত্যাহঃ—প্রজানামিতি বাৎসল্যাৎ পিতরঃ ধর্ম্মশিক্ষণাৎ শাস্তারঃ হিতকারিত্বাৎ সাধবঃ সর্ব্বত্র স্ব-সুখদুঃখ-সাম্যদর্শনাৎ সমাঃ। তেষু বৈষম্যমিতি পিতরোঽপি প্রজাপীড়কাঃ শাস্তারোঽপি স্ব-কিঙ্করানপি ধর্ম্মং ন শিক্ষয়ন্তি সাধবোঽপ্যহিতকারিণঃ সমা অপি পরদুঃখানভিজ্ঞাঃ কং যান্তীতি প্রজানাং কষ্টদর্শনমেতদস্মাভিস্তু দুঃসহমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরে ! শ্রবণ কর (শোন), তোমাদের প্রভুর যে প্রজাগণের পালকত্ব, শাস্তৃত্ব সাধুত্ব ও সমদর্শিত্বের কথা শোনা যায়, তাহা কি সম্প্রতি মিথ্যাত্বেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ? ইহা বলিতেছেন—'প্রজানাম্' ইত্যাদি। বাৎসল্যহেতুই পালক, ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের জন্যই শাসনকর্ত্তা, হিতকারক বলিয়া সাধু এবং সর্ব্বত্র নিজের সুখ-দুঃখের ন্যায় সুখ-দুঃখ দর্শনে সমদর্শী। 'তেষু বৈষম্যং'—তাঁহাদের মধ্যে বৈষম্যভাব দৃষ্ট হইতেছে, পালকও প্রজাগণের পীড়ক, যিনি শাসনকর্ত্তা, তিনি নিজ কিঙ্করগণকেও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন না, সাধুগণও অহিতকারী, আর সমদর্শিগণও পরের দুঃখ অনভিজ্ঞ ; 'কং যান্তি' ইত্যাদি—তাহা হইলে সাধারণ প্রজাগণ কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? প্রজাগণের এই প্রকার কষ্টদর্শন আমাদের পক্ষে অতীব দুঃসহ—এই ভাব ॥ ৩ ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রেয়ান্ (ধর্ম্মজ্ঞতয়া শ্রেষ্ঠত্বেন অভিমতঃ জনঃ) যৎ যৎ আচরতি (অনুষ্ঠানং করোতি) ইতরঃ (অজ্ঞঃ অপি তদাচারং দৃষ্ট্বা) তৎ তৎ (এব) ঈহতে (অনুকরোতি)। সঃ (শ্রেষ্ঠঃ জনঃ) যৎ (শাস্ত্রং) প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ (জনঃ) তৎ (শাস্ত্রম্) অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি প্রমাণীকরোতি চ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইতর জনগণ তাহারই অনুকরণ করে। তাঁহারা যাহাকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুগামী হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমচিরেণ ধর্ম্মমার্গ এষোচ্ছিন্ন ভবিষ্যতীত্যাহঃ—যদ্যদিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ হইলে অতি সত্বরই এই ধর্ম্মমার্গ উচ্ছন্ন হইবে, ইহা বলিতেছেন—'যদ্ যদ্ আচরতি' ইত্যাদি (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তদনুরূপ আচরণেরই চেষ্টা করে, এবং মহাজন যাহা প্রমাণরূপে স্থাপন করেন, অপর লোকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।) ॥ ৪ ॥

যস্যাঙ্কে শির আধায় লোকঃ স্বপিতি নির্বৃতঃ ।
স্বয়ং ধর্ম্মমধর্ম্মং বা ন হি বেদ যথা পশুঃ ॥ ৫ ॥
স কথং ন্যর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্ ।
বিস্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দোগ্ধুমর্হতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (শ্রেষ্ঠত্বেন অভিমতস্য) অঙ্কে (উৎসঙ্গে) শিরঃ আধায় (নিহিত্বা) লোকঃ (প্রাণী) নির্বৃতঃ

(নিশ্চিন্তঃ) স্বপিতি (শেতে) পশুঃ যথা (স্ব-স্বামিনি কৃতবিশ্বাসঃ স্বপিতি সঃ পালনং করিষ্যতি হননং বা করিষ্যতি তন্ন জানাতি, তথা সঃ অপি কৃতবিশ্বাসঃ জনঃ) ধর্ম্মমধর্ম্মং বা স্বয়ং ন বেদ (জানাতি), সঃ ভূতানাং বিশ্রম্ভণীয়ঃ (বিশ্বসনীয়ঃ) সঘৃণঃ (পর-ক্লেশদর্শনে দ্রবীভূতচিত্তঃ চেৎ তদা) কৃতমৈত্রং (কৃতবিশ্বাসং) ন্যর্পিতাত্মানং (বিশ্বাসেন নিতরাম্ অর্পিতঃ আত্মা যেন তম্ আত্মসমর্পণকারিণম্) অচেতনম্ (অজ্ঞং) কথং দোগ্ধুম্ অর্হতি (যমঃ কথং পীড়য়িতুম্ অর্হতি, সদয়শ্চেৎ নার্হতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—অবোধ পশুর ন্যায় প্রাণিগণ আপনারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছুই জানে না। তাহারা পরবশ পশুর মতই পালনকর্তা স্বামীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়। কিন্তু, ঐ স্বামী কিরূপে দয়ার্দ্রচিত্ত ও বিশ্বাসপাত্র হইয়া, সেই সকল বিশ্বস্ত-চিত্ত, সমর্পিতাত্ম ও অবোধ প্রাণিদিগকে পীড়ন করিতে পারেন ? অর্থাৎ তাহা কখনই সম্ভব নহে ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ বিশ্বস্তঘাতাদধিকং কমধর্ম্মং ব্রূম ইত্যাহুঃ—যস্যেতি দ্বাভ্যাম্। বিশ্বাসেন নিতরামর্পিত আত্মা যেন তম্। কথং বিশ্বসিতেত্যত আহুঃ—ভূতানাং বিশ্বসনীয়ঃ সদয়শ্চ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কাহাকে অধর্ম্ম বলিব ? ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ন্যর্পিতাত্মানং'—বিশ্বাসের সহিত সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে আত্মা যাহা কর্ত্তৃক, তাহাকে (অর্থাৎ বিশ্বাসহেতু যে ব্যক্তি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তাহার কি প্রকারে অপকার করিতে পারেন ?) কি প্রকারে বিশ্বাসের যোগ্যতা ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতানাম্', যিনি প্রাণিগণের বিশ্বসনীয় এবং সদয় ব্যক্তি ॥ ৫-৬ ॥

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং হি (অজামিলঃ ন কেবলম্ এত-জন্মপাপানাম্ অপি তু) জন্মকোট্যংহসাং (জন্মকোটীনাং যানি অংহাংসি পাপানি তেষাম্) অপি কৃত-নির্ব্বেশঃ (কৃতঃ নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন তাদৃশঃ অস্তি) ; যৎ (যস্মাৎ) বিবশঃ (আর্ত্তঃ সন্ অপি অয়ং) স্বস্ত্যয়নং (মোক্ষস্যাপি সাধনং ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং) হরেঃ নাম ব্যাজহার (উচ্চারিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটীজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ; যেহেতু বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্তমাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তিরও উপায়স্বরূপ পরম-মঙ্গলময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরসহস্র-মহাপাপাকৃতপ্রায়শ্চিত্তম্ অজামিলং শোধয়িতুমেব নরকং নিনীষুভিরস্মাভির-স্মৎস্বামিভির্বা কিমপরাদ্ধং যদেবমাক্ষিপথেতি তত্রাহুঃ—অয়ং হি নিশ্চিতমেব কৃতপ্রায়শ্চিত্ত এব ন কেবলমেকজন্মকৃতপাপানাম্ অপি তু জন্মকোটীতি। যদ্‌যস্মাদ্বিবশোঽপি হরের্নাম ব্যাজহার। "নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥" ইতি। "অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥" ইতি স্মৃতেঃ। ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং হরের্নাম, অপি তু স্বস্ত্যয়নং মোক্ষসাধনমপি—"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষ-রদ্বয়ম্। বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সহস্র সহস্র মহাপাপের অনুষ্ঠানকারী ও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত এই অজামিলকে সংশোধনের নিমিত্তই নরকে লইয়া যাই-বার ইচ্ছুক আমরা বা আমাদের প্রভু এমন কি অপরাধ করিয়াছেন, যাহাতে এই প্রকার তিরস্কার করিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অয়ং হি', এই অজামিল নিশ্চিতই কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, কেবল এক জন্মের পাপাচরণের নহে, পরন্তু কোটি কোটি জন্মের অনুষ্ঠিত পাপেরও (প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে)। 'যদ্'—যেহেতু বিবশ হইয়াও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে, (ইহার দ্বারাই কোটি-জন্মকৃত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করা

হইয়াছে)। যেমন (বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—'নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ', ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীহরির নামের পাপবিনাশনে যে প্রকার শক্তি আছে, পাতকী ব্যক্তি সে পরিমাণ পাপ করিতেও সমর্থ নহে। আরও উক্ত আছে—'অবশেনাপি যন্নাম্নি' ইত্যাদি, অর্থাৎ অবশ অবস্থাতেও যদি শ্রীনাম কীর্ত্তিত হন, তাহা হইলে সিংহের ভয়ে পশুপালের ন্যায় পাপসমূহ সেই পাতকীকে সদ্যই পরিত্যাগ করে। (শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে যাহার নিকট হইতে পাপই পলায়ন করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন কি ?) শ্রীহরির নাম কেবল প্রায়শ্চিত্তমাত্রই নহে, অধিকন্তু ইহা 'স্বস্ত্যয়ন', অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়, মোক্ষপদেরও সাধন। যেমন (স্কন্দপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—'সকৃদুচ্চারিতং যেন' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'হরি'—এই দুইটি অক্ষরমাত্র যাহার দ্বারা একবারমাত্র উচ্চারিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য বদ্ধপরিকর (নির্ণীত) হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

———

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (পূর্ব্বম্ অসৌ অজামিলঃ ভোজনাদিকালে) নারায়ণায়েতি (হে নারায়ণ, আয় আগচ্ছেতি এবং বিক্রোশরূপেণ পুত্রাহ্বানেন) চতুরক্ষরং (নাম) জগাদ (উচ্চারিতবান্)। এতেন এব (কেবলেন নারায়ণ ইত্যনেন এব) অস্য অঘোনঃ (অঘবতঃ অজামিলস্য) অঘনিষ্কৃতম্ (অনেকজন্মসঞ্চিতস্য অঘস্য নিষ্কৃতিং প্রায়শ্চিত্তং) হি (নিশ্চিতং) কৃতং স্যাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদিসময়ে " বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস" এই প্রকার পুত্রোপচারে চতুরক্ষর 'নারায়ণ'-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহাতেই এই পাপীর অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু হরের্নামেতি বুদ্ধ্যা প্রায়শ্চিত্তত্বেন নাম ন গৃহীতং কিন্ত্বস্মদ্দর্শনোত্থভয়েন স্বপুত্রাহ্বানমেব কৃতমিতি চেৎ, ন জানীথ রে তত্ত্বং বহির্ম্মুখা ন জানীথেত্যাহঃ—এতেনৈব হি নিশ্চিতমেব অঘোনঃ অঘবতঃ মঘবচ্ছব্দবদ্রূপং, পুত্রাহ্বানেনৈব অঘনিষ্কৃতানুসন্ধানাভাবেঽপীত্যর্থঃ। যদেতি ইদানীন্তনেন পুত্রাহ্বানেন অঘনিষ্কৃতং স্যাদিতি কিয়দেতৎ কিন্তু যদা পূর্ব্বং নামকরণাদিসময়েঽপি—হে নারায়ণ, আয়, স্বমাতুরঙ্কাৎ মমাঙ্কমাগচ্ছেত্যপভ্রংশভাষয়াপি জগাদ তদৈবাঘনিষ্কৃতং কৃতমভূদিত্যর্থঃ। চতুরক্ষরমিতি নারায়ণনাম্ন একদ্ব্যক্ষরেণাপি সর্ব্বপাতকনাশো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'শ্রীহরির নাম'—এই বুদ্ধিতে প্রায়শ্চিত্তরূপে (প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য) নাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আমাদের দর্শনে ভীত হইয়া নিজের পুত্রকেই আহ্বান করিয়াছে। তাহার উত্তরে, তোমরা জান না, রে বহির্ম্মুখগণ ! তোমরা তত্ত্ব জান না, ইহা বলিতেছেন—'এতেনৈব', এই নাম উচ্চারণের ফলেই, নিশ্চিতই, 'অঘোনঃ'—এই পাপীর (পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে)। 'অঘোনঃ'—শব্দের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন, ইহা 'মঘবৎ' শব্দের ন্যায় রূপ, ষষ্ঠীর একবচনে 'অঘোনঃ' এবং 'অঘবতঃ'—দুইটি রূপ হয়। পুত্রের উদ্দেশ্যে আহ্বানের দ্বারাই, পাপনিষ্কৃতির অনুসন্ধানের অভাবেও (শ্রীহরির নাম উচ্চারণের ফলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে)। 'যদা' ইত্যাদি, এতৎকালীন পুত্রের আহ্বানের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহা অধিক কি ? কিন্তু যখন পূর্ব্বে পুত্রের নামকরণাদির সময়েও, 'হে নারায়ণ আয়, মায়ের কোল হইতে আমার কোলে আয়'—এরূপ অপভ্রংশ ভাষাতেও যখন 'নারায়ণ'—এই শব্দ বলিয়াছিল, তৎকালেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে—এই অর্থ। 'চতুরক্ষরম্'—চারিটি অক্ষরযুক্ত 'নারায়ণ' নামের একটি বা দুইটি অক্ষরেও সকল পাতকের নাশ হইয়া থাকে—এই ভাব ॥ ৮ ॥

———

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্তেনঃ (স্বর্ণাদি-স্তেয়ী) সুরাপঃ (সুরাপায়ী) মিত্রধ্রুক্ (মিত্রদ্রোহী) ব্রহ্মহা (ব্রহ্ম-ঘাতী) গুরুতল্পগঃ (গুরুপত্নীগামী) স্ত্রীরাজপিতৃ-গোহন্তা (স্ত্র্যাদীনাং বধকারী) যে চ অপরে (অন্যে) পাতকিনঃ (তেষাং) সর্ব্বেষামেব অঘবতাম্ ইদং বিষ্ণোঃ নামব্যাহরণং (নামোচ্চারণম্) এব সুনিষ্কৃতং (শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তম্); যতঃ (নামব্যাহরণাৎ) তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষ-বিষয়া) মতিঃ ভবতি (মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোঃ মতির্ভবতি) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—স্বর্ণস্তেয়ী (সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যাপ-হরণকারী) মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরু-পত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পিতৃহত্যা-কারী, রাজহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল মহা-পাতকী আছে—শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর "এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্তব্য"—এইরূপ মতি হইয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভবতু নাম পাতকানাং নাশঃ কিন্তু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তি-তানাং দ্বাদশাব্দকোটিভিরপ্যনিবর্ত্ত্যানাং কথমেকেনৈব নামাভাসেন প্রায়শ্চিত্তং স্যাদিত্যত আহুঃ—'স্তেনঃ' স্বর্ণস্তেয়ী ইদমেব 'সুনিষ্কৃতং' পাপনির্ম্মূলীকরণাৎ শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তম্ ; ন তু দ্বাদশাব্দাদিকম্, পাপ-নাশকত্বেঽপি পাপনির্ম্মূলনাসামর্থ্যাৎ। নাপ্যেতন্মাত্রফল-কং যতো নাম ব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বথা রক্ষণীয়ঃ ইতি বিষ্ণোর্ম্মতির্ভবতীতি স্বামিচরণাঃ। স্বনাম শ্রুত্বৈব তদুচ্চারকমজামিলং স্মৃত্বৈব তমানেতুমস্মানাদিষ্টে-বানিতি কিমুত সেব্যত্বেন বিষ্ণুবিষয়া মতিস্তস্য পুরু-ষস্য স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ যমদূতান্ সাক্ষাদ্দর্শয়ি-তুমেবাজামিলস্য তদানীন্তনং নামব্যাহরণং সর্ব্বপাপ-প্রায়শ্চিত্তেন বিষ্ণুদূতা উচুঃ। বস্তুতস্তু পুত্রনামকরণ-সময়মারভ্যৈব পুত্রাহ্বানাদিষু বহুশো ব্যাহৃতানাং নাম্নাং মধ্যে যৎ প্রথমং তদেব সর্ব্বপাপপ্রশমকম-ভূদন্যানি তু ভক্তিসাধকানীতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বাজহা-রেতি পরোক্ষ-নির্দ্দেশাৎ প্রথমং নামোদ্দিশ্যৈবোক্তম্। বিবশ ইতি পুত্র-স্নেহবিবশ ইতি ব্যাখ্যেয়ং। ন চ পুনঃ পুনর্নাম ব্যাহরণানন্তরমপি পুনঃ পুনরুৎপন্নানাং বেশ্যাভিগমসুরাপানাদীনাং সর্ব্বেষাং পাপানাং প্রশম-নার্থমন্তিমসময়োত্থমেব নাম-ব্যাহরণমপেক্ষিতং যদ-নন্তরং পুনঃ পাপানুৎপত্তিরিতি বাচ্যং বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুরিত্যত্রাশেষপদোপাদানাৎ। "বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দনামকীর্ত্তনাৎ॥" ইতি। "যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥" ইতি। "চিত্রং বিদুর-বিগতঃ সকৃদাদ-দীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্" ইত্যাদিষু সংসারবন্ধাদি-প্রয়োগাচ্চ। তত্র তত্র সময়বিশেষ-নিয়মানভিধানাচ্চ প্রথম-নাম-গ্রহণেনৈব সর্ব্বপাপা-নাং তদ্বাসনায়াস্তন্মূল-ভূতাঽবিদ্যায়া অপি নাশাবগতেঃ পুনঃ পাপপ্ররোহাসম্ভবাৎ। ননু তর্হি প্রথম-নাম-গ্রহণানন্তরমেবাজামিলেন নির্ব্বিদ্য ততঃ কথং নাপ-সৃতং. পাপপ্ররোহাভাবেঽপি তস্যামেব দাস্যামাসজ্য তত্তদেব পাপং তাবৎকালপর্য্যন্তং প্রত্যুত কৃতম্। উচ্যতে—সংস্কারবশাৎ জীবন্মুক্তানাং কর্ম্মেব তস্যাপি তাবৎকালপর্যন্তং তত্তদেব পাপং পুনঃ পুনরুৎপাদ্য-মানমপ্যুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবন্ন ফলজনকম্। কিংবা, মতান্তরোৎখাতাভাবার্থং ভগবতৈব পাপবীজাভাবেঽপি পুনঃ পাপে প্রবর্ত্তনং ভবেদিত্যেব ব্যাখ্যেয়মন্যথা স্তুত্যর্থবাদে কল্পনান্তরে বা ব্যাখ্যায়মানে "তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্" ইতি পাদ্মোক্ত-নামাপরাধপ্রসক্তৌ "নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ" ইতি ; "অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥" ইতি। "যন্নাম কীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্। যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসার-ঘোরবিবিধার্ত্তি-নিপীড়িতাঙ্গম্ ॥" ইতি ; "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নাম-মাহাত্ম্যবাদিষু। যেঽর্থ-বাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥" ইতি পাদ্ম-কাত্যায়ন-সংহিতাদি-পরস্-সহস্রবচনাদধঃপাত এব স্যাৎ। অতএব শ্রীবিষ্ণুরাতেন—"কৃচিন্নিবর্ত্ততেঽ-ভদ্রাৎ কৃ চাচরতি তৎ পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তমথোপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥" ইতি পুনঃ পাপপ্রবৃত্তি-দর্শনে প্রায়শ্চিত্তমাক্ষিপতাপি ভক্তিপ্রসঙ্গে ভক্তানামপি কস্য

কস্যচিৎ পুনঃ পুনঃ পাপপ্রবৃত্তি-দর্শনেঽপি নৈবাক্ষেপঃ কৃতঃ ; অপি চ যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্ত ইত্যতো নাম-মাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গোঽপি নাশঙ্ক্যঃ। তদেবং ভগবন্নাম সকৃৎ প্রবৃত্তমপি সদ্য এব সমূলং পাপং সংহরদপি "ফলন্নপি বৃক্ষঃ কালে এব ফলতি" ইতি ন্যায়েন প্রায়ঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বত এব স্বীয়-ফললিঙ্গং লোকে দর্শয়িত্বা বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতোচ্ছেদাভাবার্থং কুচিন্ন দর্শয়িত্বা চ স্বব্যাহর্ত্তৃ-জনান্ স্বাপরাধরহিতান্ ভগবদ্ধাম নয়তীতি সিদ্ধান্তো বেদিতঃ। নন্বর্থবাদাদি-নামাপরাধবতাং নামাপরাধহেতুকোঽধঃপাতো ভবতু নাম, তত্র ন বিবদামহে ; নামগ্রহণহেতুকঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয়ো ভবতি ন বা ? আদ্যে কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ভক্তানাং তদ্ভিন্নানামপি নৃণাং মধ্যে পারদারিকপর-হিংসাদি-গম্যেষু নরকেষু কেনাপি ন গন্তব্যম্ ; দ্বিতীয়ে কর্ম্মিপ্রভৃতিভিরিব ভক্তৈরপি পাপভোগার্থং নরকেষু গন্তব্যমেব। অত্রোচ্যতে—যথা মহাজনঃ স্বাশ্রিতানামাশ্রয়ণ-তারতম্যেন পালনতারতম্যং কুর্ব্বন্নপি তানেব পালয়তি, যদি তে তদপরাধিনঃ স্যুরিতি তস্যাপ্রসাদ এব স্বাশ্রিতাপালনে কারণং, ন তু পালনা-সামর্থ্যং কল্পনীয়ম্। তেষামেবাপরাধক্ষয়-তারতম্যেন তেষু তস্য প্রসাদ-তারতম্যঞ্চ। সর্ব্বাপরাধ-ক্ষয়ে প্রসাদ এব। এবমেব নামোপলক্ষিতাং ভক্তি-দেবীং যে গুণীভাবেনাশ্রয়ন্তে কর্ম্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থং, তেষু গুণীভূতায়া ভক্তের্বর্ত্তমানত্বেঽপি "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন তে কর্ম্মিজ্ঞান্যাদি-শব্দেনাভিধীয়ন্তে। ন তু 'বৈষ্ণব'-শব্দেন, তে চ স্বরূপত এবৈক-নামাপরাধবন্তঃ। যদুক্তং "ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ" ইতি নাম্নো ধর্ম্মাদিভিঃ সাম্যমপ্যপরাধঃ, কিমুত ধর্ম্মাদ্যঙ্গত্বেন গুণীভূতত্বমিত্যর্থঃ। তদপি তাদৃশ-স্বাশ্রয়ণ-গুণলেশগ্রহণেনৈবৈষাং কর্ম্মযোগাদয়ো মা বিফলা ভবন্ত্বিতি স্বীয়-দাক্ষিণ্যেন স্বাপকর্ষং স্বীকৃত্যাপি ভক্তিদেবী তেষাং কর্ম্মাদ্যঙ্গভূতৈব কর্ম্মাদিফলং নিষ্প্রত্যূহমুৎপাদয়তি যথা তথৈব তেষাং পাপমপি প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূতৈব নাশয়তি ; নান্যথেত্যত স্তৈরেবাকৃত-প্রায়শ্চিত্তৈস্তত্তৎ পাপফলভোগার্থং তেষু তেষু নরকেষু গন্তব্যমেব ন তু বৈষ্ণবৈঃ। যদি চ তে পুনরন্যানর্থবাদ-সাধুনিন্দাদীন্ নামাপরাধান্ কুর্ব্বাণা এব ধর্ম্মাদিকমনু-তিষ্ঠন্তি তদা ধর্ম্মাদ্যঙ্গভূতাপি ন তত্তৎ ফলমুৎপাদয়তি। "কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যম্" ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ। কিঞ্চ, তেষামপি তত্তদপরাধেভ্যো নিবৃত্ত্য তদুপশমক-নাম-কীর্ত্তনাদিপরাণাং নামাপরাধক্ষয়-তারতম্যেন কর্ম্ম-ফলপ্রাপ্তিতারতম্যম্। সাধুসঙ্গবশাৎ সর্ব্বনামাপ-রাধক্ষয়ে তু ভক্তিদেবী-সম্যক্ প্রসাদেন নাম-ফল-প্রাপ্তিরেব নির্ব্বিবাদা। নন্বজামিলস্যাপি "অয়ং হি শ্রুত-সম্পন্ন" ইত্যাদি-যমদূতবাক্যৈঃ প্রাক্তনং কর্ম্মিত্ব-মবগম্যতে। সত্যং, মদিরাপানাদ্ব্রাহ্মণ্যমপ্যস্য নষ্ট-মেব ; কিমুত কর্ম্মিত্বম্, যদুচ্যতে —"এবং স বিপ্লা-বিত-সর্ব্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা" ইতি। কর্ম্মাপগমক্ষণ এব ভক্তের্গুণীভাবোঽপ্যপ-গতঃ। পুনশ্চ স্বপুত্রাহ্বানাদৌ নারায়ণ-নামোচ্চা-রণনিবন্ধনা কেবলানন্যৈব ভক্তিরস্যাভূদিতি। ননু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যঙ্গত্বে ভক্তিং কুর্ব্বীতেতি যদি বিধিবাক্য-মেবাস্তি তর্হি কুতস্তেষাং নামাপরাধঃ ? উচ্যতে—ভক্ত্যৈব সর্ব্বেঽপি ধর্ম্মাঃ সম্যগেব সিদ্ধ্যন্তি ভক্তি-লেশেনাপি মহাপাতকান্যপি নশ্যন্তীত্যাদি-পরশ্শত-শাস্ত্রবাক্যেষ্বপ্যবিশ্বসতাং কর্ম্মজ্ঞানয়োরেব শ্রদ্ধালূনাং ভক্তিবহির্ম্মুখানামশুদ্ধকুটিলচিত্তানামপ্যনেনৈব প্রকা-রেণ ভক্তির্ভবত্বিতি দয়াময়মেব বেদশাস্ত্রং ধর্ম্মজ্ঞানা-দ্যঙ্গত্বেন ভক্তিং বিধত্ত ইত্যতো ন শাস্ত্রবাক্যমুপালম্ভ-নীয়মিতি। ততশ্চ বৈধপশুহিংসাকৃতো বিধিবলাৎ স্বর্গপ্রাপ্তাবপি যথা তদ্ধিংসা-দোষানপগম-স্তথৈব ভক্তি-গুণীভাবকরণরূপাপরাধবতো বিধিবলাৎ কর্ম্মফল-প্রাপ্তাবপি তদপরাধানপগম এব জ্ঞেয় ইতি। অথ যে নামাপরাধিনো বৈষ্ণব্যা দীক্ষয়া বৈষ্ণবমেব গুরুং কৃত্বা ভক্তিদেবীং কৈবল্যেন প্রাধান্যেন বাশ্রয়মাণাঃ নাম-কীর্ত্তনাদিভির্ভগবন্তং ভজন্তে, তেষামপি 'বৈষ্ণব'-শব্দেনাভিধীয়মানানাং ভক্তিতারতম্যেনৈবাপরাধক্ষয়-তারতম্যং ভক্তেন্মুখ্যফলোদয়-তারতম্যঞ্চ ভক্তি-দেব্যাঃ প্রসাদ-তারতম্যেনৈব। যদুক্তং ভগবতৈব— "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্য-গাথা-শ্রবণা-ভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈ-

বাঙ্মনসংপ্রযুক্তম্ ॥" ইতি ; "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি" ইত্যাদি চ। "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্" ইত্যাদি-বচন-ব্যজ্যমান-শ্চতুর্দ্দশ-ভূমিকারোহশ্চ ক্রমেণৈব তেষাং জ্ঞেয়ঃ। এতদর্থমেব তত্র তত্র শ্রদ্ধাবৃত্ত্যাদি-বিধানম্। অত্রাপি প্রকরণে "গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ" ইতি। অতস্তেষাং ক্ষীণসর্ব্বাপরাধত্বে সত্যেব ভগবন্তং প্রাপ্তানাং ন পুনর্ভবঃ। নিরপরাধানান্তু ভগবৎপ্রাপ্তৌ নাস্তি বিলম্ব-স্তেষাং হি ভগবন্নামগ্রহণং বৈকুণ্ঠারোহণঞ্চেতি দ্বে এব ভূমিকে যথা অজামিলাদীনাম্ ; যদুক্তং—"ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয়ং বাপ্যুজায়তে ॥" ইতি ; "স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃপরং হি মাম্। অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥" ইতি নিরপরাধানামপি কেষাঞ্চিৎ প্রেমবিশেষ-সিষাধয়িষূণাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ কিঞ্চিদ্বিলম্বোহপি,—যথৈবাদিভরতস্য জন্মত্রয়মভূৎ। কিঞ্চ, সাপরাধানাং মধ্যে যদি কেচিদ্-ভজনাভ্যাসা-ভাবাদক্ষীণপ্রাচীনপাপাঃ ক্রিয়মাণ-পাপ-নামাপরা-ধাশ্চ স্যুস্তদপি তৈর্দেহত্যাগানন্তরং নরকেষু ন গন্ত-ব্যম্। "স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে। পরিহর মধুসূদন-প্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥" ইতি ; "নৈষাং বয়ো ন চ বয়ং প্রভবাম দণ্ড" ইত্যাদি যমবচনেভ্যঃ। "প্রাহাস্মান্ যমুনা-ভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ। ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ ॥" ইতি পাদ্মমাঘমাহাত্ম্যীয়দেবদূতবচনাচ্চ। কিঞ্চ, "নহ্যঙ্গো-পক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি" ইতি ভগবদ্বা-ক্যাদ্যৎ কিঞ্চিদ্ভক্ত্যঙ্কুরস্যাপ্যনশ্বরস্বভাবাৎ পাপাদিভি-র্দুরতিক্রমত্বাদমোঘত্বাচ্চাবশ্যমেব জনিষ্যমাণ-পত্র-পুষ্পাদ্যর্থমেব যেষাং জন্ম ভবেন্ন তু নশ্যদবস্থ-পাপ-পুণ্য-নিবন্ধনম্ ; যদুক্তং—"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে" ইতি। অতো জন্মান্তরে তেষাং প্রাচীন-ভক্তি-সংস্কারোত্থৈ-র্নামকীর্ত্তনাদ্যৈঃ পাপাপ-রাধক্ষয়ান্তে ভক্তিদেব্যাঃ প্রসাদেন ভগবৎপ্রাপ্তিঃ। যদু-ক্তং—"ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্য-ন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্। স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বি-হাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥" ইতি। অত্রান্য-বদিতি কর্ম্মিজনাদিবৎ সংসৃতিং পুণ্যপাপফলভোগ-ময়ীং নাপ্নোতি কিন্তু ভগবদ্দত্তাং সুখদুঃখময়ীং সং-সৃতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুত্যা—"ত্বদবগমী ন বেত্তি ভগবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণ-বিগুণান্বয়ান্" ইতি ; তেষাং যাবন্নামাপরাধক্ষয়াভাবস্তাবদনন্তানি পাপানি ভুক্ত-ফলান্যেব তিষ্ঠন্তি ভক্তিবৃদ্ধ্যা তদভ্যাসেন নামাপরাধক্ষয়ে সতি সদ্য এবং সমূলপাপক্ষয়াৎ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীত্যতো ভক্তিবৃদ্ধ্যর্থমেকদ্বিত্রিজন্মানি বৈষ্ণবা অপি প্রাপ্নুবন্তি। তেষাং দৃশ্যমানানি বৈষয়িক-সুখানি ভক্তিধর্ম্মোত্থানি। যদুক্তং—"ধর্ম্মস্য হ্যাপ-বর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতি-র্লাভো জীবেত যাবতা।" ইতি ; দুঃখানি তু কানিচিৎ স্বভক্তভক্তি-বর্দ্ধন-চতুরেণ ভগবতা লঙ্ঘনকটুকৌষধ-পায়নাদিভিঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি-প্রতিপাদকেন ভিষজেব দত্তানি—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" ইতি তদুক্তেঃ। কানি তু প্রবল-নামাপরাধ-ফলানি যতো দশসু নামাপরাধেষু মধ্যে অর্থবাদার্থান্তরকল্পন-শুভকর্ম্মসাম্যমিতি ত্রয়ং সাক্ষাদ্বৈষ্ণবতায়া এব ব্যাঘাতকাঃ। তেভ্যোঽন্যেষু তু মধ্যে দ্বাবতিপ্রবলৌ মহদপরাধ-নামবল-হেতুক-পাপপ্রবৃত্তী—"যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্" ইতি ; "নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ" ইতি বিশেষ-বিভীষিকোক্তেরতস্তৌ সমুচিতদুঃখভোগ-সহিত-সন্তত-নামকীর্ত্তনৈনৈবোপশাম্যতৌ নান্যথা। অন্যে নামাপরাধাস্তু সন্তত-নামকীর্ত্তনাদিভিরেব শাম্য-ন্তীতি। যে চ নামাপরাধিনঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিমন্তঃ কিন্ত্বনাশ্রিতগুরুচরণত্বাদ-দীক্ষিতাস্তেঽপি 'বৈষ্ণব'-শব্দেনৈবাভিধীয়ন্তে। তথা হি 'বৈষ্ণব' ইতি 'সাস্য দেবতা' ইতি সূত্রে নানা-ভক্তিরিতি সূত্রে নানা চ সিদ্ধ্যত্যতো যে দীক্ষয়া দেবতী-কৃতবিষ্ণবো, যে চ ভজনেন ভজনীয়ীকৃতবিষ্ণবস্তে উভে অপি ব্যপদেশান্তর-রাহিত্যাদ্বৈষ্ণবা এবেতি তেষামপি ন স্যান্নরকপাতাদি পূর্ব্ববদিতি কেচি-দাহুঃ। নৈতৎ সুসঙ্গতম্—যতো "নৃদেহমাদ্যম্" ইত্যাদৌ গুরুকর্ণধারমিত্যুক্তেগুরুং বিনা ন ভগবন্তং সুখেন প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তেষাং ভজনপ্রভাবেনৈব জন্মা-

ন্তরে প্রাপ্তগুরুচরণাশ্রয়ণানামেব সতাং ভক্ত্যা ভগবৎ-প্রাপ্তির্নান্যথেত্যাচক্ষতে। অথচানাশ্রিতগুরোরপ্যজামিলস্য সুখেনৈব ভগবৎপ্রাপ্তির্দৃশ্যত এব তস্মাদিয়মত্র ব্যবস্থা—যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্, কা ভক্তিঃ, কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদি-রীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব, ভজনং তৎপ্রাপকমেব, তদুপদেষ্টা গুরুরেব, গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেক-বিশেষবত্ত্বেঽপি "নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥" ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নাম-কীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি ; কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদ-পরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি। দেবতান্তরভক্তানাং পাপাপরাধয়োঃ কর্ম্মিণামিব ব্যবস্থেত্যেকে। ভক্তিদেব্যা আশ্রয়ণ-সামান্যাভাবাত্ত-তোঽপি তে ন্যূনকক্ষায়াং নিবিষ্টা ইত্যপরে ; যদুক্তং—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" ইতি। যে তু কেবলমপরাধিন এব তেষাং নৈবোদ্ধারঃ। যদুক্তং—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥" ইতি। যে তু তেষামপি মধ্যে কংসাদয়স্তেষাং "কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥" ইত্যাদিবচনবলাৎ ভগবদাবেশেনৈব নামাপরাধক্ষয়ান্মুক্তিরিতি কেচিৎ। "নামান্যেব হরন্ত্যঘম্" ইত্যুপলক্ষণং ধ্যানাদীনামপ্যতো ধ্যানপৌনঃপুন্যমেবাবেশ ইত্যন্যে। কৃষ্ণাবতারত্বে তদ-নৈকান্তিকং যতঃ কেচিদাবেশরহিতা অপি নরক-বাণাদি-কৌরবাদি-সৈন্যগতাস্তদ্ধস্তমরণপ্রভাবাৎ কেচিদ্দর্শনমাত্রস্যাপি প্রভাবাত্তং প্রাপুরিতি পূর্ব্বত্রৈবোক্তমিত্যপরে ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পাতকের নাশ হয় হউক, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত সহস্রবার অনুষ্ঠিত বহু মহাপাতকের, যাহা কোটি কোটি দ্বাদশবার্ষিক ব্রতেও বিনাশ পায় না, কিপ্রকারে সেই সমুদয়ের একটিমাত্র নামাভাসেই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্তেনঃ' ইত্যাদি, 'স্তেন' বলিতে সুবর্ণচৌর। 'ইদমেব সুনিষ্কৃতম্'—ইহাই, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম একবারমাত্র উচ্চারণই পাপসমূহের সমূলে বিনাশ করিতে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদি নহে, যেহেতু তাহারা পাপ নাশ করিলেও পাপের নির্ম্মূল করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ইহাই নামোচ্চারণের একমাত্র ফল নহে, যেহেতু 'নামব্যাহরণাৎ'—এই নাম উচ্চারণ-হেতুই সেই পাপীর প্রতি ভগবানের মতি হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'তদ্বিষয়া' বলিতে নাম উচ্চারণকারী পুরুষের বিষয়ে, অর্থাৎ আমার এই জন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর মতির উদয় হইয়া থাকে। নিজের নাম শ্রবণ করিয়াই, তাহার উচ্চারক অজামিলকে স্মরণ করতঃই, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, আর সেব্যত্বরূপে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদের যে বিষ্ণুবিষয়া মতি হইবে, ইহাতে অধিক কথা কি ? —এই ভাব। অতএব যমদূতগণকে সাক্ষাৎ দেখাইবার জন্যই অজামিলের তৎকালীন নামোচ্চারণ সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু পুত্রের নামকরণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই, পুত্রের আহ্বানাদি কালে বহুবার উচ্চারিত নামের মধ্যে যাহা প্রথম, তাহাই পাপসমুদয়ের প্রশমক হইয়াছিল, অন্যান্য নামোচ্চারণ কিন্তু ভক্তির সাধকই—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'যদ্ ব্যাজহার' (৭ম শ্লোক)—অর্থাৎ বিবশ হইয়াও যে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, এখানে 'ব্যাজহার'—এই পরোক্ষ অতীত কালের নির্দ্দেশ প্রথম নাম উদ্দেশ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। 'বিবশ'

—বলিতে পুত্রের স্নেহে বিবশ (বশীভূত), এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

দেখুন, পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বেশ্যাভিগমন, সুরাপানাদি সকল পাপের প্রশমনের নিমিত্তই অন্তিম কালোৎপন্ন নামোচ্চারণের অপেক্ষা রহিয়াছে, যাহার পর আর পাপোৎপত্তি হয় নাই ?—এইরূপ কখনই বলিতে পারেন না, যেহেতু 'বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণম্' (১৪ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীহরির নামগ্রহণ করিলে উহা অশেষ পাপ বিনষ্ট করে—ইত্যাদি স্থলে, 'অশেষ'—পদ গ্রহণ করায় সমস্ত পাপের সমূলে বিনাশই উক্ত হইয়াছে। আরও, "বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং"—ইত্যাদি, অর্থাৎ বর্তমান কালের যে পাপ, যাহা অতীতের এবং যাহা ভবিষ্যতের, সেই সমস্ত পাপই শ্রীগোবিন্দের নাম-কীর্তনের ফলে শীঘ্রই নিঃশেষে দগ্ধীভূত হয়। এবং 'যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ" (৬।১৬।৪৪), অর্থাৎ চিত্রকেতু মহারাজ বলিলেন—হে ভগবন্ ! আপনি ঐরূপ ভাগবত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আপনার দর্শনে মনুষ্যগণের যে অখিল কলুষনাশ হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। আপনার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও (নীচ জাতি চণ্ডালও) সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়। আরও, "চিত্রং বিদুর-বিগতঃ সকৃদাদদীত" (৫।১। ৩৫), ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রিয়ব্রত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিলেন—হে মহারাজ ! প্রিয়ব্রতের এইরূপ প্রভাব কোন বিচিত্র নহে, বিচিত্র ইহাই যে অন্ত্যজ জাতিও যদি একবার মাত্র শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করে, সে তৎক্ষণাৎ সেই নামোচ্চারণের ক্ষণেই সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ইত্যাদি স্থলে সংসার বন্ধন (অবিদ্যা) প্রভৃতি হইতে মুক্ত হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই সকল স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম অভিহিত না হওয়ায়, প্রথম নাম-গ্রহণ দ্বারাই সমস্ত পাপ, তাহার বাসনা এবং তাহার মূলীভূত অবিদ্যারও নাশ অবগত হওয়ায় পুনরায় পাপের উদ্ভবই অসম্ভব।

যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরই অজামিল নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া কিজন্য সেই পাপ হইতে বিরত হয় নাই, অধিকন্তু পাপোৎপত্তি না হইলেও সেই দাসীতেই আসক্ত হইয়া সেই সেই পাপের আচরণ তাবৎকাল পর্য্যন্তই করিয়াছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সংস্কারবশতঃ জীবন্মুক্তগণের কর্ম্মের ন্যায় (অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণের কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইলেও তাঁহারা যেরূপ কর্ম্মাদি করিলেও তাহার ফলভাগী হন না, তদ্রূপ), সেই অজামিলেরও তাবৎকাল (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইলেও বিষদন্তহীন সর্পের দংশনের ন্যায় উহা ফলজনক হয় নাই। কিম্বা—মতান্তরের উৎখাতের অভাবের নিমিত্ত (অর্থাৎ বহির্ম্মুখ শাস্ত্রের মতও একেবারে উৎখাত না হয়, এইজন্য) শ্রীভগবানই পাপবীজের অভাবেও পুনরায় পাপে প্রবর্ত্তিত করেন— এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যথা প্রশংসামূলক অর্থবাদ বা কল্পনামূলক ব্যাখ্যা করিলে, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীহরিনামে অর্থবাদ এবং যুক্তিতর্কের অবতারণের দ্বারা চিন্তনরূপ নামাপরাধের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যেমন—'নাম্নোঽপি', অর্থাৎ সকলের সুহৃদ্ শ্রীহরিনামের নিকট অপরাধের ফলে জীব অধঃপতিত হয়। "অর্থবাদং"—অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীহরির নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই পাপিষ্ঠ নর নিশ্চিতই নরকে পতিত হয়। "যন্নাম-কীর্ত্তনফলং"—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে মনুষ্য বিবিধ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের ফল শ্রবণ করতঃ তাহাতে শ্রদ্ধা করে না, অধিকন্তু অর্থবাদ মনে করে, তাহাকে ইহলোকে ঘোর সংসারে বিবিধ আর্ত্তির দ্বারা নিপীড়িতাঙ্গ (ক্লিষ্টদেহ) করিয়া অনন্ত দুঃখনিবহে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু"—অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহে নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইলেও, যাহারা অর্থবাদ (প্রশংসাবাক্য) বলিয়া বলেন, তাহাদের কখনও নিরয়ক্ষয় (নরকভোগের ক্ষয়) হয় না—ইত্যাদি পদ্ম-পুরাণ, কাত্যায়ন-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সহস্র সহস্র বচনের প্রমাণের দ্বারা শ্রীনামে অর্থবাদ কল্পনাকারীর অধঃপতনই হয়। অতএব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও বলিয়াছেন—"কৃচিন্নিবর্ত্ততে" (৬।১।১০) অর্থাৎ প্রায়-শ্চিত্তের পর মানুষ কখনও পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা পুনরায় উক্ত পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অতএব উক্ত প্রায়শ্চিত্তকে আমি হস্তীর স্নানের ন্যায় নিরর্থকই মনে করি, ইত্যাদির দ্বারা মহারাজ পুন-

রায় পাপে প্রবৃত্তি-দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল বলিয়া আক্ষেপ করিলেও, ভক্তিপ্রসঙ্গে ভক্তগণের মধ্যে (সাধনকালে) কাহার কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপ-প্রবৃত্তি দর্শন করিলেও, কখনই আক্ষেপ করেন নাই। আরও, যেরূপ নামাভাসের বলে অজামিল দুরাচার হইয়াও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপই স্মার্ত্ত প্রভৃতি সদাচারসম্পন্ন ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও বহুবার নামগ্রহণ করিলেও, অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধের ফলেই ঘোর সংসারই (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ সংসার-প্রবাহই) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া সকলেরই যে মুক্তি হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, (কারণ নিরপরাধে নাম-গ্রহণ করিলেই শ্রীনাম করুণা করেন এবং তাহাতেই ভগবৎসেবার অধিকার-রূপ মুক্তি প্রাপ্তি হয়)। অতএব শ্রীভগবন্নাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেও এবং সদ্যই নিখিল পাপ সমূলে বিনাশ করিলেও, 'ফলন্নপি বৃক্ষঃ কালে এব ফলতি'—অর্থাৎ ফলবান্ বৃক্ষও যথাকালেই ফলদান করে, এই ন্যায় অনুসারে, শ্রীনাম সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ বিলম্বেই নিজের ফল-চিহ্ন (শ্রীনামগ্রহণের প্রভাব) জগতে দর্শন করাইয়া, এবং বহির্ম্মুখ শাস্ত্র-মতের উচ্ছেদের অভাবের নিমিত্ত কখনও নামের ফল প্রদর্শন না করিয়া, 'স্বাপরাধ-রহিতান্'—অর্থাৎ শ্রীনামাপরাধ-রহিত নিজ নাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদিগকে ভগবদ্ধামে আনয়ন করিয়া থাকেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে।

যদি বলেন—দেখুন, অর্থবাদাদি নামাপরাধকারীর শ্রীনামের প্রতি অপরাধহেতু অধঃপাত হয়, হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বিবাদ নাই, কিন্তু নামগ্রহণের ফলে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, বা হয় না? 'আদ্যে'—অর্থাৎ নামগ্রহণের ফলে যদি সর্ব্বপাপের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন অপর জনের মধ্যে কেহই পরদারগমন ও পরহিংসাদির ফলে নরকাদিতে গমন করিবে না। 'দ্বিতীয়ে'—অর্থাৎ আর যদি নামগ্রহণে পাপক্ষয় না হয়, তবে কর্ম্মিপ্রভৃতির ন্যায় ভক্তজনকেও পাপভোগের নিমিত্ত অবশ্যই নরকে গমন করিতে হইবেই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন কোন মহাজন (বণিক) নিজ আশ্রিত জনের আশ্রয়গত তারতম্যে পালনের তারতম্য করিয়াও তাহাদিগকে পালন করেন, যদি তাহারা তাহার প্রতি অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাহার অপ্রসন্নতাই স্বাশ্রিত জনের অপালনে কারণ, কিন্তু তাহাতে তাহার পালনের অক্ষমতা কল্পনা করা যায় না। আবার তাহাদের অপরাধের ক্ষয়ের তারতম্যে, তাহাদের প্রতি তাহার প্রসন্নতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সমস্ত অপরাধ ক্ষয় হইলে প্রসন্নতাই হয়। এই প্রকারই নামোপলক্ষিতা শ্রীভক্তিদেবীকে যাহারা কর্ম্মাদি ফলের সিদ্ধির জন্য গৌণভাবে আশ্রয় করেন, সেইরূপ স্থলে গুণীভূতা ভক্তির বিদ্যমানত্ব হইলেও, 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি'—অর্থাৎ পদার্থ দ্বারাই কোন ব্যাপারের ব্যপদেশ (নামোল্লেখ) হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে তাহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি শব্দে কথিত হন, কিন্তু বৈষ্ণব-শব্দে উক্ত হন না, তাহারা কিন্তু স্বরূপতঃ একপ্রকার নামাপরাধীই। যেমন পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্ব-শুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ', অর্থাৎ সাধারণ পুণ্যকার্য্য, ব্রত, নিয়ম, দান ও হোমাদির সহিত শ্রীনামের সমতা বোধ করাও প্রমাদ, অর্থাৎ শ্রীনামগ্রহণকেও সাধারণ পুণ্যকর্ম্মের সহিত তুল্যবোধ করা নামাপরাধ। এই স্থলে ধর্ম্মাদির সহিত শ্রীনামের সাম্যবোধ করাই অপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাতে আবার ধর্ম্মাদির অঙ্গরূপে গৌণভাবে ভক্তিদেবীকে গ্রহণ করা যে অপরাধ, সে বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে? তথাপি তাদৃশ নিজ আশ্রয়গত গুণলেশ গ্রহণের দ্বারাই 'এই সকল ব্যক্তির কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি নিষ্ফল না হউক'—এইজন্য স্বীয় দাক্ষিণ্য-(কারুণ্য) বশতঃ স্বীয় অপকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াও শ্রীভক্তিদেবী তাহাদের কর্ম্মাদির অঙ্গীভূতরূপেই কর্ম্মাদির ফল যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে উৎপাদন করেন, তদ্রূপ তাহাদের পাপও প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গরূপেই বিনাশ করিয়া থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। অতএব অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত সেই সকল কর্ম্মি প্রভৃতিকেই সেই সেই পাপ-ফলের ভোগের নিমিত্ত অবশ্যই সেই সেই নরকে গমন করিতে হইবে, কিন্তু বৈষ্ণবগণকে কখন নরকে গমন করিতে হয় না। আর, যদি তাহারা পুনরায় অন্য অর্থবাদ, সাধু-নিন্দাদি

নামাপরাধ করিতে করিতেই ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাদির অঙ্গীভূতা হইলেও ভক্তি-দেবী সেই সেই ফল উৎপন্ন করেন না। যেমন 'কে তেহপরাধাঃ', অর্থাৎ হে বিপেন্দ্র ! শ্রীভগবন্নামের সেই সকল অপরাধ কি, যাহা মনুষ্যের ধর্ম্মাদি কৃত্যও বিনষ্ট করে ?—ইত্যাদি বচনানুসারে তাহা জানা যায়। আরও, তাহারা যদি সেই সেই অপ-রাধ হইতে নিরস্ত হইয়া তদুপশমক নাম-কীর্ত্তনাদি-পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাদের নামাপরাধের ক্ষয়ের তারতম্যবশতঃ কর্ম্মফল প্রাপ্তিরও তারতম্য ঘটিবে। আর সাধুসঙ্গ-বশতঃ সকল নামাপরাধ ক্ষয় হইলে, শ্রীভক্তিদেবীর সম্যক্ প্রসন্নতায় নাম-ফলের প্রাপ্তিও নির্ব্বিবাদেই হইবে।

যদি বলেন—দেখুন, 'অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ' (৬।১।৫২), অর্থাৎ এই ব্যক্তি পূর্ব্বে শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সুস্বভাব, ইত্যাদি যমদূতগণের বাক্যানুসারে এই অজামিলেরও প্রাক্তন কর্ম্মিত্বই অবগত হওয়া যায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), মদ্যপানহেতু ইহার ব্রাহ্মণত্বও নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আবার কর্ম্মিত্ব কি প্রকার ? যেরূপ পরে বলা হইবে—"এবং স বিপ্লাবিত-সর্ব্বধর্ম্মা" (৬।২।৪৫ শ্লোক), অর্থাৎ এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধ্বংসকারী, সদ্-ব্রতত্যাগী ও পাপকর্ম্মহেতু পতিত দাসীপতি অজা-মিল, ইত্যাদি। কর্ম্ম অপগত হওয়ামাত্রই ভক্তির গৌণভাবও চলিয়া গিয়াছিল, পুনরায় নিজপুত্রের আহ্বানাদিতে 'নারায়ণ' নামের উচ্চারণহেতু কেবলা অনন্যা ভক্তিই অজামিলের হইয়াছিল। দেখুন—'কর্ম্ম, জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তি করিবে'—এইপ্রকার যদি বিধিবাক্য থাকে, তবে কিপ্রকারে তাহাদের নামাপরাধ হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভক্তির দ্বারাই সমস্ত ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়, ভক্তিলেশেও মহাপাতকসমূহও বিনষ্ট হয়'—ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবাক্যসমূহেও অবিশ্বস্ত, কর্ম্ম ও জ্ঞানেই শ্রদ্ধালু, অশুদ্ধ কুটিলচিত্ত ভক্তি-বহির্ম্মুখগণের এই প্রকারেই ভক্তি হউক—এই বিবেচনায় দয়াময় বেদ-শাস্ত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অঙ্গত্বরূপে ভক্তি কর, এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ইহার দ্বারা শাস্ত্রবাক্য কখন অনুযোগের বিষয় হয় না। আরও, বৈধ পশুহিংসা-কারীর বিধিবাক্যবলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও, যেমন পশু-বধ-জনিত দোষের ক্ষালন হয় না, সেইরূপ ভক্তির গৌণভাবে আচরণরূপ অপরাধকারীর বিধিবাক্যবলে কর্ম্মফলের প্রাপ্তি হইলেও, সেই অপরাধের ক্ষালন কখনই হয় না—ইহা জানিতে হইবে।

আরও, যে সকল নামাপরাধী বৈষ্ণবীয় দীক্ষার দ্বারা বৈষ্ণবকেই গুরুত্বে বরণ করিয়া, শ্রী-ভক্তিদেবীকে প্রাধান্যরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তনা-দির দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করিতেছেন, বৈষ্ণব-শব্দে অভিধীয়মান তাঁহাদেরও ভক্তির তারতম্যেই অপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্য, এবং শ্রীভক্তিদেবীর প্রসন্ন-তার তারতম্যবশতঃই ভক্তির মুখ্য ফলোদয়েরও তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন শ্রীভগবানই বলিয়া-ছেন—"যথা যথাত্মা" (১১।১৪।২৬), অর্থাৎ আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা আত্মা যেমন যেমন পরিশুদ্ধ হয়, তেমন তেমন সেই জীব, অঞ্জন-লিপ্ত নয়ন যেরূপ দোষশূন্য হইয়া সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মবস্তু (আত্মতত্ত্ব) দেখিয়া থাকে। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" (১১।২।৪২), অর্থাৎ শ্রীকবি নামক যোগীন্দ্র বলিলেন—প্রপদ্যমান, অর্থাৎ শ্রীহরির ভজনকারী ভক্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তি হইলে, পরেশের অনুভব বলিতে প্রেমাস্পদের স্ফূর্ত্তি হইবে এবং তাহার দ্বারা নির্বৃত (আনন্দ-প্রাপ্ত) ভক্তের, তদতিরিক্ত গৃহাদিতে বিরক্তি হইবে, এই তিনটি ভজন-সমকালেই হইয়া থাকে, যেমন অন্নাদি ভোজনকারীর তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইত্যাদি। "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ" (১।২।১৭), অর্থাৎ হরিকথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূরী-ভূত হইয়া যায়, কারণ সাধুগণের হিতকারী পুণ্য-শ্রবণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথা শ্রবণকারী পুরু-ষের হৃদয়স্থ হইয়া, তাঁহার হৃদ্‌গত সমস্ত অশুভ কামাদি বাসনা বিনষ্ট করেন—ইত্যাদি বচনের দ্বারা প্রকাশমান (সাধুকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি) ভক্তির চতুর্দ্দশ ভূমিকায় আরোহণ সেই সকল ভক্তের ক্রমশঃই হইয়া থাকে, ইহা জানিতে হইবে। ইহার নিমিত্তই সেই সকল স্থানে শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে। এই প্রকরণেও বলিবেন—"গুণানু-বাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ" (১২ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীহরির

গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ তাহা চিরকালের জন্য চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। অতএব সকল অপরাধ ক্ষীণ হইলে শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু নিরপরাধী জনের ভগবৎ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না, তাঁহাদের ভগবানের নামগ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠে আরোহণ—এই দুইটি ভূমিকা, যেমন অজামিল প্রভৃতির। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ন বাসুদেব-ভক্তানাম্", ইত্যাদি, অর্থাৎ বাসুদেবের ভক্তগণের কখন অশুভ থাকিতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয়ও তাঁহাদের উৎপন্ন হয় না। এবং "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ (৪।২৪।২৯), অর্থাৎ শ্রীরুদ্রদেব বলিলেন—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ বহুজন্মের পর ব্রহ্মপদ লাভ করে, তাহার পর আমাকে পায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ পাইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাদি দেবগণ ও আমি 'কলাত্যয়ে', অর্থাৎ আমাদের অধিকার-কাল গত হইলে ঐ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইব, ইত্যাদি। নিরপরাধ জনের মধ্যেও প্রেমবিশেষ সাধনেচ্ছুক কোন কোন ভক্তের ভগবৎ-প্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্বও দৃষ্ট হয়, যেমন আদি ভরতের জন্মত্রয় হইয়াছিল।

আরও, অপরাধকারিগণের মধ্যে যদি কোন কোন ব্যক্তির ভজনের অভ্যাসের অভাবে, পূর্ব্বজন্মের কৃতপাপের ক্ষয় না হইয়া থাকে এবং পাপ ও নামাপরাধ হইতেই থাকে, তথাপি দেহত্যাগের পর তাহাকে নরকে গমন করিতে হইবে না। যেমন উক্ত হইয়াছে—'স্বপুরুষম্ অভিবীক্ষ্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ পাশহস্ত নিজ অনুচরকে দেখিয়া, যমরাজ তাহার কর্ণমূলে বলেন—মধুসূদনের শরণাগত জনকে পরিত্যাগ করিও। আমি অন্য মনুষ্যগণের প্রভু (শাস্তা), কিন্তু বৈষ্ণবগণের নহে। "নৈষাং বয়ং" (৬।৩।২৭), অর্থাৎ যে সকল সমদর্শী সাধুপুরুষ ভগবানের শরণাগত হইয়াছেন, আমরা, এমন কি স্বয়ং কালও তাঁহাদের দণ্ডবিধানে অসমর্থ, ইত্যাদি যমরাজের বাক্য। "প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা", অর্থাৎ যমুনাভ্রাতা যমরাজ আমাদিগকে (তদীয় দূতগণকে) পুনঃ পুনঃ সাদরে বলিয়াছেন—তোমরা বৈষ্ণবগণকে গ্রহণ করিবে না, যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুকে ভজন করে —ইত্যাদি পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতগণের বাক্যানুসারে বিষ্ণুভক্তের নরক লাভ হয় না, ইহা জানা যায়। আরও, 'ন হ্যঙ্গোপক্রমে' (১১।২৯।২০), অর্থাৎ হে প্রিয় উদ্ধব! আমার নিষ্কাম ভক্তিধর্ম্মের উপক্রম হইলে অণুমাত্রও বৈগুণ্যাদির দ্বারা নাশ কখনই হয় না, যেহেতু আমিই নির্গুণত্বরূপে এই ভগবদ্ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে নিশ্চিত করিয়াছি—ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্যানুসারে, কিছুমাত্র ভক্তির অঙ্কুরেরও অনশ্বরত্ব স্বভাবহেতু, পাপাদির দ্বারা দুরতিক্রমণীয় ও অমোঘ বলিয়া, অবশ্যই ভবিষ্যৎ জন্মে পত্র, পুষ্পাদির (আহরণের) নিমিত্তই তাহাদের জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু উহা নশ্বর পাপ-পুণ্যের ফলজনক নহে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ন কর্ম্মবন্ধং" ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের জন্ম হয় না।

অতএব জন্মান্তরে প্রাচীন ভক্তি-সংস্কার-জনিত নাম-কীর্ত্তনাদির দ্বারা পাপ ও অপরাধ ক্ষয় হইলে শ্রীভক্তিদেবীর অনুকম্পায় তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—"ন বৈ জনো জাতু" (১।৫।১৯), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন, মুকুন্দসেবী জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কুযোনিগত হইলেও, কর্ম্মীর ন্যায় কদাপি সংসারপ্রাপ্ত হন না। কারণ রসগ্রহ হওয়াতে মুকুন্দচরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে 'অন্যবৎ'—বলিতে কর্ম্মী ও জ্ঞানিজনের ন্যায়, 'সংসৃতি' অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ ফলের ভোগরূপ সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না, কিন্তু ভগবদ্দত্ত সুখ-দুঃখময় সংসারই ভোগ করেন—এই অর্থ। যেমন শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"ত্বদবগমী ন বেত্তি" (১০।৮৭।৪০), অর্থাৎ যিনি তোমাকে জানিয়াছেন, তিনি জ্ঞানের প্রভাবে প্রারব্ধ-নিবন্ধন উপনীত সুখ-দুঃখাদি দৈব ফলে কখন অভিভূত হন না, ইত্যাদি। তাঁহাদের যতক্ষণ নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, ততকাল পাপসমূহ নষ্ট না হওয়ায় ফলভোগোপযোগী থাকে, কিন্তু ভক্তিবৃদ্ধিতে তাহার অভ্যাসের ফলে নামাপরাধ ক্ষয় হইলে, সদ্যই সমূলে পাপক্ষয়হেতু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন, অতএব ভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণও দুই বা তিন জন্ম লাভ করেন। তাঁহাদের দৃশ্যমান বৈষয়িক সুখসমূহ ভক্তিধর্ম্মোত্থই

বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে —'ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য' (১।২।৯), অর্থাৎ অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল অর্থ হইতে পারে না, এবং ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফল কাম নহে। তদ্রূপ, কামেরও ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিমাত্র নহে, কিন্তু যে পরিমাণে জীবনধারণ হইতে পারে, তাবন্মাত্রই কামের ফল। এইরূপ জীবেরও ইহলোক-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গাদি প্রসিদ্ধি আছে, তাবন্মাত্রই উহার ফল নহে, কিন্তু তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই তাহার ফল, ইত্যাদি। কিন্তু ভক্তের যে কিছু দুঃখাদি দৃষ্ট হয়, উহা নিজ ভক্তের ভক্তি-বিবর্দ্ধক শ্রীভগবানের দ্বারাই প্রদত্ত, যেমন সুচিকিৎসক ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য লঙ্ঘন ও কটু-তিক্ত ঔষধাদি পান করান। শ্রীভগবান্ নিজেই তদ্রূপ বলিয়াছেন—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি" (১০।৮৮।৮), অর্থাৎ আমি যাঁহাকে অনুগ্রহ করি, ধীরে ধীরে তাঁহার ভক্তির বাধক বিষয়-সমূহ অপহরণ করিয়া থাকি, ইত্যাদি।

কোন কোন দুঃখ আবার প্রবল নামাপরাধের ফলস্বরূপ। যেহেতু দশটি নামাপরাধের মধ্যে 'অর্থবাদ', 'অর্থান্তর কল্পনা' এবং 'অন্যান্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের সাম্যবোধ'—এই তিনটি সাক্ষাদ্রূপে বৈষ্ণবতার ব্যাঘাতক (অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তির বিনাশক)। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাপরাধের মধ্যে দুইটি অত্যন্ত প্রবল—'মহদপরাধ' ও 'নামবলে পাপে প্রবৃত্তি'। যেমন পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—'যতঃ খ্যাতিং যাতং", অর্থাৎ যে সাধুপরম্পরায় জগতে শ্রীনামের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সাধুমহাপুরুষদিগের গর্হা (নিন্দা) শ্রীনাম কি প্রকারে সহ্য করিবেন? এবং "নাম্নো বলাদ্" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে সমস্ত পাপ নাশ হয় —এই শাস্ত্রবাক্য শ্রবণে আমি পাপ করিব, তারপর একবার নামোচ্চারণ করিলেই ত পাপ নাশ পাইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মে অগ্রসর হয়, তাহার অনন্ত যমযাতনা ভোগেও শুদ্ধি হয় না, এইরূপ বিশেষ বিভীষিকাময় কথনের দ্বারা, ঐ দুইটিও সমুচিত দুঃখভোগের সহিত নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারাই উপশম প্রাপ্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে নহে। অন্যান্য নামাপরাধগুলি কিন্তু নিরবধি নামকীর্ত্তনের দ্বারাই বিনষ্ট হয়।

যে সকল নামাপরাধী কর্ম্ম-জ্ঞানাদিশূন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানকারী, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় অদীক্ষিত, তাহারাও 'বৈষ্ণব'—শব্দের দ্বারা কথিত হন। যেমন ব্যাকরণে 'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হইয়াছে—'সাঽস্য দেবতা', ইত্যাদি সূত্রে, অর্থাৎ বিষ্ণুই যাঁহার দেবতা, তিনি বৈষ্ণব। অতএব যাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা ভজনের দ্বারা বিষ্ণুকে ভজনের বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই নামান্তর-রহিত বলিয়া (অর্থাৎ অন্য সংজ্ঞার অভাবহেতু), 'বৈষ্ণব' শব্দেই কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদেরও পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণের ন্যায় নরকপাতাদি হয় না—ইহা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু উহা সুসঙ্গত নহে। যেহেতু "নৃদেহমাদ্যম্" (১১।২০।১৭), অর্থাৎ যাহা সুদুর্লভ, অথচ অনায়াসলভ্য, সর্ব্বফলের মূল (আদ্য), সর্ব্বসাধনসমর্থ, শ্রীগুরুদেব যাহার কর্ণধার, এবং আমা কর্তৃক অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রেরিত নৌকা-সদৃশ নর-কলেবর প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে না, সেই আত্মঘাতী—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিবশতঃ, শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতিরেকে শ্রীভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করা যায় না। অতএব ভজনপ্রভাবেই জন্মান্তরে যাঁহারা শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাদৃশ সাধুজনের ভক্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে নহে—এইরূপ বলিতে হইবে।

দেখুন—এখানে গুরুচরণ আশ্রয় না করিয়াও অজামিলের অনায়াসেই ভগবৎপ্রাপ্তি দেখা যাইতেছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সেই স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা, যাহারা গো-গর্দ্দভের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলকে নিরন্তর বিষয়েই বিচরণ করায়, অর্থাৎ কেবল বিষয়ভোগই করে, 'কে ভগবান্, কি ভক্তি, কে গুরু'—ইত্যাদি স্বপ্নেও চিন্তা করে না, তাহাদিগেরই নামাভাস প্রভৃতি রীতি অনুসারে নিরপরাধ (নামাপরাধ-রহিত) অজামিলাদির মত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে শ্রীগুরুদেব ব্যতীতও উদ্ধার হইবেই। কিন্তু 'শ্রীহরি ভজনীয়ই,

তাঁহার প্রাপক ভক্তি, শ্রীগুরুদেবই উপদেষ্টা এবং শ্রীগুরুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ভক্তগণই পূর্ব্বে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ বিবেক-বিশেষ থাকিলেও, 'নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং'—অর্থাৎ কোন দীক্ষা, সদাচার, কিম্বা পুরশ্চর্য্যাদির বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক এই মহামন্ত্র জিহ্বাস্পৃষ্ট হইলেই ফলদান করেন—এইরূপ প্রমাণ-বলে, এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসারে, 'আমার গুরুকরণের প্রয়োজন কি ? নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে'—এইপ্রকার যে ব্যক্তি বিবেচনা করে, তিনি শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞারূপ মহা-পরাধেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সেই জন্মেই হউক, অথবা জন্মান্তরে সেই (গুর্ব্বজ্ঞারূপ) অপরাধ ক্ষয় হইলে, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন—যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত, পাপ ও অপরাধ-বিষয়ে কর্ম্মিগণের ন্যায় তাহাদের ব্যবস্থা। অপরে বলেন—শ্রীভক্তিদেবীর যৎসামান্য আশ্রয়ের অভাবে পূর্ব্বাপেক্ষাও তাহারা নিম্নভূমিতে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। যেরূপ শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে —"যেহপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" (৯।২৩-২৪), অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! অন্য দেবতার যে সকল ভক্তও শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার প্রাপকবিধি না জানিয়া আমারই পূজা করিয়া থাকে। যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা, কিন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, এইজন্য জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা কেবল অপরাধীই, তাহাদের উদ্ধার নাই। যেমন শ্রীভগবান্ বলিলেন—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্" (১৬।১৯-২০), অর্থাৎ সেই সাধু-বিদ্বেষী, ক্রূর, অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানশীল নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যে আসুরী, অর্থাৎ অতিক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয় ! অসুরযোনি-প্রাপ্ত সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া, তাহা হইতে আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কংস প্রভৃতির কিরূপ গতি ? তাহাতে বলিতেছেন—"কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ" (৭।১।২৯), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন—বহু বহু ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম, দ্বেষ, ভয়, অথবা স্নেহ-বশতঃ ভগবান্ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়া-ছেন, ইত্যাদি বচনানুসারে ভগবদাবেশের দ্বারাই নামাপরাধ ক্ষয়হেতু তাহাদের মুক্তি হইয়াছিল, ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—"নামান্যেব হরন্ত্যঘম্", অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামসমূহই পাপরাশি বিনাশ করে—ইহা উপলক্ষণ, শ্রীভগবানের ধ্যানা-দিরও এইরূপ ফল, অতএব পুনঃ পুনঃ ধ্যানহেতুই আবেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, যেহেতু আবেশরহিত হইয়াও কেহ কেহ, যেমন নরকাসুর, বাণ প্রভৃতি এবং কৌরবাদি সেনানীগণ তাঁহার শ্রীহস্তে মরণ-প্রভাবেই, আবার কেহ কেহ তাঁহার দর্শনমাত্র-প্রভাবেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৯-১০ ॥

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা উদাহৃতৈঃ (মনোনিবেশ-রাহিত্যেন অপি উচ্চারিতমাত্রৈঃ) হরেঃ নামপদৈঃ (নমামীত্যাদি-ক্রিয়া-নিরপেক্ষৈঃ এব) অঘবান্ (পাপী) বিশুধ্যতি, তথা ব্রহ্মবাদিভিঃ (মন্বাদিভিঃ) উদিতৈঃ (বিহিতৈঃ) ব্রতাদিভিঃ নিষ্কৃতৈঃ (প্রায়শ্চিত্তৈঃ ন বিশুধ্যতি ; যতঃ তন্নামপদোচ্চারণম্) উত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ (উত্তমঃশ্লোকস্য মহাযশস্বিনো ভগবতঃ যে গুণাঃ ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ তেষাম্ উপলম্ভকং প্রকাশকং ভবতি, ন তু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রোপক্ষীণম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পাপিগণ শ্রীহরির নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া যেরূপ নির্ম্মল হয়, মন্বাদিবিহিত ব্রতাদি বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ নির্ম্মলতা লাভ হয় না। উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি-গুণজ্ঞাপক নামোচ্চারণ

কৃচ্ছ্র_চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কেবল পাপক্ষয় করিয়াই নিবৃত্ত হন না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বমহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তত্বেঽপি নাম্নঃ পরম-বৈশিষ্ট্যমাহঃ - নেতি দ্বাভ্যাম্। ব্রহ্মবাদিভির্ম-ন্বাদিভির্নামপদৈঃ সাঙ্কেত্যাদিনা নাম্নশ্চিহ্নমাত্রৈঃ; যদ্বা, নারায়ণাদিনাম্নঃ একেনাপি পদেন সুবন্তশব্দ-মাত্রেণাপি, বহুত্বং গৌরবেণ; অর্থাপেক্ষাপি নাপেক্ষিত-ব্যেতি ভাবঃ। উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈরিতি মনোনিবে-শেনাপি নাপেক্ষিতব্য ইতি ভাবঃ। অঘবান্ কর্ম্মি-প্রভৃতি ভিন্ন এব পাপীত্যুক্তযুক্ত্যা ব্যাখ্যেয়ম্; ন চ নাম সমূলপাপনিবৃত্তিমাত্র এবোপক্ষীণমিত্যাহুস্তন্নাম উত্তমঃশ্লোকস্য গুণান্ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যাদীনপ্যুপ-লম্ভয়তি প্রেম্না অনুভাবয়তীতি তৎ; যদ্বা, ননু তপোব্রতাদিমহাকৃচ্ছ্রৈর্যদ্‌যৎ মহাপাতকং নিবর্ত্ত্যতে তন্নাম্নঃ সুখোচ্চারণমাত্রেণৈব কথং নিবর্ত্ত্যতামিত্যত আহঃ—তদিতি। উত্তমঃশ্লোকস্য মহাযশস্বিনো হরে-স্তদেব গুণস্য প্রভাবস্য জ্ঞাপকং পরমেশ্বরস্যেয়মপ্যেকা পরমেশ্বরতেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বমহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তত্ব-রূপেও শ্রীনামের পরম বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—'ন নিষ্কৃতৈঃ', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ব্রহ্মবাদিভিঃ'—মনু প্রভৃতি বেদবাদী ঋষিগণ কর্ত্তৃক (নির্দ্ধারিত চান্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপী ব্যক্তি সেরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না)। 'নামপদৈঃ'—সাঙ্কেত্য প্রভৃতি নামের চিহ্নমাত্রের দ্বারাই, অথবা—শ্রীনারায়ণাদি নামের একটি মাত্র পদ বলিতে সুবন্ত শব্দমাত্রেরও দ্বারা। এখানে গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাতে কোন অর্থবোধের অপেক্ষাও করিতে হইবে না—এই ভাব। 'উদাহৃতৈঃ'—উচ্চারণ-মাত্রেই, ইহা বলায়, ইহাতে মনোনিবেশেরও কোন অপেক্ষা নাই—এই ভাবার্থ। 'অঘবান্'—কর্ম্মী প্রভৃতি ভিন্ন পাপী ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীভগবানের নাম-সমূহের সম্যক্‌ভাবে যে কীর্ত্তন, কেবলমাত্র পাপহর-ণেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার করা যাইতে পারে না—ইহা বলিতেছেন—'তদুত্তমঃশ্লোক'—ইত্যাদি, সেই নাম উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণসমূহ বলিতে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতিরও প্রকাশ করে, অর্থাৎ শ্রীনাম প্রেমের সহিতই প্রকটিত হইয়া থাকেন। অথবা—যদি বলেন, দেখুন, তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি বহু মহাকৃচ্ছ্র_সাধনের দ্বারা যে সকল মহাপাতক বিনষ্ট হয়, তাহা নামের সুখে (অনায়াসে) উচ্চারণমাত্রেই কি প্রকারে নিবর্ত্তিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তৎ', উত্তমঃশ্লোক অর্থাৎ মহাযশস্বী শ্রীহরির তাহাই 'গুণোপলম্ভকম্'—গুণ বলিতে প্রভাব, তাহার জ্ঞাপক, অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইহাও একপ্রকার পরমেশ্বরতা, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎ কর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (প্রায়শ্চিত্তানন্তরং মনঃ) নৈকান্তি-কম্ (অত্যন্তশোধকং ন ভবতি); হি যস্মাৎ নিষ্কৃতে (প্রায়শ্চিত্তে) কৃতেঽপি পুনঃ (মনসঃ অত্যন্তশুদ্ধ্যা-ভাবাৎ) অসৎপথে (পাপমার্গে) মনঃ ধাবতি চেৎ (যদ্যেবং) তৎ (তদা) কর্ম্মনির্হারং (কর্ম্মণাং পাপানাং নির্হারম্ আত্যন্তিকং নাশম্) অভীপ্সতাম্ (ইচ্ছতাং) হরেঃ গুণানুবাদঃ (এব) খলু (নিশ্চয়েন প্রায়শ্চিত্তং যতঃ অসৌ ভগবদ্-গুণানুবাদ এব) সত্ত্ব-ভাবনঃ (পাপমূলাবিদ্যা-নাশকত্বাদত্যন্তান্তঃকরণ-শোধকঃ ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয় না; যেহেতু, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অতএব যাঁহারা পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। উহাই পাপ-মূল-অবিদ্যা বিনাশ করিয়া চিত্ত-সংশোধন করিতে সমর্থ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বাদশাব্দাদি-প্রায়শ্চিত্তানাং ততো নি-কৃষ্টত্বমাহঃ—নৈকান্তিকং নাত্যন্তশোধকং তৎ প্রায়-শ্চিত্তং, যস্মিন্ কৃতেঽপি অসৎপথে পাপমার্গে মনো ধাবতি চেৎ তস্মাৎ কর্ম্মণাং নির্হারমাত্যন্তিকং নাশ-মভীপ্সতাং হরের্গুণানুবাদঃ নাম্নামিব গুণানামপ্যনু-বাদোঽনুকথনং কস্যচিন্মুখাৎ শ্রুতানাং তেষাং পশ্চাৎ-

কথনং "পশ্চাৎসাদৃশ্যয়োরনু" ইত্যমরঃ। সত্ত্বভাবনঃ বাসনায়া অপি নাশকত্বাৎ সত্ত্বশোধকঃ। ননু মনঃ পুনর্ধাবতীতি প্রায়শ্চিত্তানন্তরং পুনঃ পাপকরণং কথং নিন্দ্যতে তস্যাপি সংস্কারাধীনত্বাদুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশসদৃশত্বমস্মাভির্ব্যাখ্যেয়মিতি চেৎ, ভ্রান্তাঃ স্থঃ তথা ব্যাখ্যানমস্মাকং নাম্নঃ সবাসনপাপনাশকত্ব-প্রতিপাদকবচনানুরোধাদেব ন তু স্বকপোলকল্পিতম্। ভবতাস্তু প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রে তাদৃশবচনাভাবাৎ কর্ম্মমার্গে হ্যর্থবাদজন্যপ্রত্যবায়স্যাপ্যশ্রবণাৎ কথং তথা ব্যাখ্যাতুং শক্তিরিতি প্রাগেবোক্তম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহের তাহা হইতে নিকৃষ্টত্ব বলিতেছেন—"নৈকান্তিকং" অত্যন্ত শোধক নহে, অর্থাৎ ঐ প্রায়শ্চিত্ত একেবারে পাপের বিনাশক হইতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের পরও যদি 'অসৎপথে'—পাপপথে মন ধাবিত হয় (তবে উহা ঐকান্তিক পাপশোধক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না)। 'তৎ কর্ম্ম-নির্হারম্'—সুতরাং কর্ম্মের আত্যন্তিক নাশ যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে 'হরেগু'ণানুবাদঃ'—শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। 'গুণানুবাদ'—বলিতে শ্রীনামের ন্যায় শ্রীহরির গুণসকলেরও অনুবাদ, অর্থাৎ কোন সাধু ব্যক্তির শ্রীমুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক পশ্চাৎ কথন। অমরকোষে 'পশ্চাৎ ও সাদৃশ্য' অর্থে 'অনু'-শব্দের নিরুক্তি দৃষ্ট হয়। 'সত্ত্বভাবনঃ'—বাসনারও নাশকত্বহেতু সত্ত্ব-শোধক (অর্থাৎ শ্রীহরির গুণানুবাদ চিরকালের জন্য চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে)। যদি বলেন—দেখুন, 'মনঃ পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়'—এইরূপ বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনন্তর পাপানুষ্ঠানের কিজন্য নিন্দা করিতেছেন? তাহারও সংস্কারের অধীনত্বহেতু উৎখাত-দন্ত সর্পের দংশনের তুল্যত্বই আমরা ব্যাখ্যা করিব। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আপনারা ভ্রান্ত হইয়াছেন, আমাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা শ্রীনামের বাসনার সহিত পাপ-নাশকত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ অনুসারেই করা হইয়াছে, কিন্তু উহা স্বকপোল-কল্পিত নহে। আর আপনাদের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে তাদৃশ একটি বচনেরও উল্লেখ নাই, অধিকন্তু কর্ম্মমার্গে (শ্রীনামে) অর্থবাদ-জনিত কোন প্রত্যবায়ও শ্রবণ করা যায় না, অতএব আপনাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিবার শক্তি কোথায়?—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

———

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (অজামিলঃ) ম্রিয়মাণঃ (সন্) ভগবন্নাম সমগ্রহীৎ (সম্পূর্ণমুচ্চারিতবান্ নামৈকদেশেনাপ্যলমিতি ভাবঃ); অথ (তস্মাৎ) কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতং (কৃতম্ অশেষাণাম্ অঘানাং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যেন তম্) এনং মা অপনয়ত (অপমার্গেণ নরকাদৌ মা নয়ত) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই ব্যক্তি মৃত্যু-পাশে ম্রিয়মাণ হইয়া শ্রীভগবানের নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ইহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা ইহাকে নরকাদি পাপমার্গে লইয়া যাইও না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথ যস্মাদেবং তস্মাদেনং মা অপনয়ত। কৃতাশেষেতি পুত্রনামকরণসময়ে প্রথমমেবৈব নাম্নেত্যর্থঃ। এতেনাজামিলস্য প্রাচীনার্ব্বাচীন-নামাপরাধরাহিত্যমবগম্যতে। যদ্যতো নিষ্পাপত্বাদেব ম্রিয়মাণঃ সন্ নাম সম্যগগ্রহীৎ। পাপসত্ত্বে ম্রিয়মাণস্য জিহ্বায়াং কথং নাম প্রাদুর্ভবেদিতি ভাবঃ; যদুক্তং গীতাসু—"যেষাং ত্বন্তগতং পাপম্" ইত্যুপক্রম্য "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥" ইতি। তেন মৃত্যু-কাল এব নামাভাবপ্রাদুর্ভাবাভ্যাং নামাপরাধ-সত্ত্বাসত্ত্বে অনুমেয়ে ইতি ব্যাচক্ষতে ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—যেহেতু এই প্রকার, অতএব ইহাকে নরকের পথে লইয়া যাইও না। 'কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্'—পুত্রের নামকরণ সময়ে প্রথম (নারায়ণ) নাম উচ্চারণের দ্বারাই এই ব্যক্তির সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে—এই অর্থ। ইহার দ্বারা অজামিলের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সমস্ত নামাপরাধের রাহিত্যই অবগত হওয়া যায়। 'যদ্'—যেহেতু এই ব্যক্তি নিষ্পাপ বলিয়াই, ম্রিয়মাণ অবস্থাতেও ভগবানের নাম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। পাপ থাকিলে ম্রিয়মাণ জীবের জিহ্বায় কি প্রকারে

ভগবন্নামের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে ?—এই ভাব। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—'যেষাম্ ত্বন্তগতং পাপং' (৭।২৮), অর্থাৎ যে সকল পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, দ্বন্দ্বমোহশূন্য সেই দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে—এইরূপ উপক্রম করিয়া, 'অন্তকালে চ' (৮।৫), অর্থাৎ মৃত্যুকালেও আমাকেই চিন্তা করিয়া, দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি প্রয়াণ করেন, তিনি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইহার দ্বারা মৃত্যুকালেই শ্রীভগবন্নামের অভাব (অপ্রকাশ, অনুচ্চারণ) এবং প্রাদুর্ভাবের দ্বারা নামাপরাধের সত্ত্বা ও অসত্ত্বার অনুমান করা যায় (অর্থাৎ নামাপরাধ থাকিলে মৃত্যুকালে, শ্রীনাম জীবের মুখে উচ্চারিত হন না, আর নামাপরাধী না হইলে শ্রীনাম উচ্চারিত হন)—এইরূপ বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

———

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাঙ্কেত্যং (পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতং) পারিহাস্যং (পরিহাসেন কৃতং) স্তোভং (গীতালাপ-পূরাণার্থং কৃতং) বা (অথবা) হেলনমেব (কিং বিষ্ণুনা ইত্যনেন অপি) বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ নাম্নাং গ্রহণম্ উচ্চারণম্) অশেষাঘহরম্ (অশেষাণি বাসনা-পর্য্যন্তানি সমূলানি অঘানি পাপানি হরতীতি তথা) বিদুঃ (শাস্ত্ররহস্যজ্ঞাঃ জানন্তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক্, গীতালাপপূরণের জন্যই হউক্, অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক্, বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই, অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়,—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাজনগণ জ্ঞাত আছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কীদৃশং নাম সর্ব্বপাপহরং স্যাদিত্যপেক্ষায়াং কৈমুত্যেনাহঃ—সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সঙ্কেতং—স্বার্থে য্যঞ্, সর্ব্বত্র তৃতীয়ার্থে প্রথমা—সঙ্কেতাদিভিরপীত্যর্থঃ। পারিহাস্যমিতি প্রীতিগর্ভমেব, ন তু নিন্দাগর্ভম্; যথা ভো বিখ্যাতকীর্ত্তে কৃষ্ণনাম দৃষ্টা তব কীর্ত্তির্যতো মাং নোদ্ধর্ত্তুমশক্যস্ত্বমিতি। স্তোভং কথা-গীতালাপাদি-পূরণার্থং কৃতম্; হেলনমত্র হেলয়া গিরিরুদ্ধৃত ইতিবদ্‌যত্নরাহিত্যমেবোচ্যতে যথা আহার-বিহার-নিদ্রাদাবপ্যবহেলয়া এব যাবন্তি কৃষ্ণনামান্যয়ং গৃহ্ণাতি ন তাবন্ত্যন্যঃ প্রযত্নেনাপি গ্রহীতং শক্নুবন্তীতি; ন তু নিন্দাবজ্ঞাদিকম্; তথা সতি "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্" ইত্যাদের্ভগবতো নিন্দকে কিংবা বিষ্ণুনেতি তদবমন্তরি বেণাদাবপি দোষাবহত্বং তস্মাদশেষাঘহরং বাসনাপর্য্যন্ত-সর্ব্বপাপনাশকম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকার নাম সর্ব্বপাপের নাশক হয় ? ইহার অপেক্ষায় কৈমুত্যিকভাবে বলিতেছেন—'সাঙ্কেত্যং' ইত্যাদি, পুত্রাদির উদ্দেশ্যে সাঙ্কেতের দ্বারা যাহা করা হয়, এখানে 'স্বার্থে য্যঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে, সঙ্কেত, পরিহাস প্রভৃতি সর্ব্বত্র তৃতীয়ার অর্থে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কেত প্রভৃতির দ্বারাও—এইরূপ অর্থ। 'পারিহাস্যং'—পরিহাস বলিতে প্রীতিগর্ভই বুঝিতে হইবে, কিন্তু নিন্দাজনক নহে। যেমন—হে বিখ্যাতকীর্ত্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণনাম! তোমার কত বড় কীর্ত্তি তাহা দেখিলাম, যেহেতু আমাকে উদ্ধার করিতে তুমি অসমর্থ। 'স্তোভং'—স্তোভ বলিতে কথা, গীতালাপাদির পাদপূরণের জন্য যাহা ব্যবহার করা হয় (যেমন—'হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ' ইত্যাদি)। 'হেলনং'—হেলায় (অনায়াসে) গিরিরাজ ধারণ করিলেন, ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় যত্নরাহিত্যই বুঝিতে হইবে। যথা—আহার, বিহার, নিদ্রাদিতেও 'অবহেলায়' (অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে, অনায়াসে) যত কৃষ্ণনাম এই ব্যক্তি গ্রহণ করিতেছেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তি প্রযত্নেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। এখানে হেলা বলিতে নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নহে। 'তথা সতি'—সেইরূপ নিন্দা বা অবজ্ঞা বুঝাইলে, 'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্' (১০।৭৪।৪০) অর্থাৎ ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিলে, সেই স্থান হইতে যে ব্যক্তি চলিয়া না যায়, তিনি নিজ সুকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন, ইত্যাদি প্রমাণানুসারে, ভগবানের নিন্দাকারীতে, অথবা 'বিষ্ণুর কি প্রয়োজন ?'—এইরূপ অবজ্ঞাকারী বেণ প্রভৃতিতেও দোষাবহ উহা। অতএব যে কোনরূপেই শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিলে

উহা অশেষ পাপ বিনষ্ট করে। এখানে 'অশেষ' বলিতে বাসনা পর্য্যন্ত সর্ব্বপাপের নাশক শ্রীনাম—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—

নারায়ণোঽয়মিত্যন্যহেলনবিষয়ত্বেনোক্তমঘহরম্।
সর্ব্বথাঘহরং বিষ্ণোর্নাম তদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।
অভক্ত্যোদাহৃতং নৈব ফলদাতৃ ভবিষ্যতি ॥
নাম স্বামিতয়া তস্য স্মরণং জায়তে যতঃ।
ভক্তস্যাতো নামকীর্ত্তিঃ সঙ্কেতাদাবপীরিতা।
অজামিলোঽপি স্মরণাদ্ভক্ত্যা মৃত্যোরমুচ্যতে ॥

ইতি নারদীয়ে ॥ ১৪ ॥

———

পতিতং স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—পতিতঃ (প্রাসাদাদিভ্যঃ নিপতিতঃ) স্খলিতঃ (মার্গে স্খলিতঃ) ভগ্নঃ (ভগ্নগাত্রঃ) সন্দষ্টঃ (সর্পাদিভিঃ আক্রান্তঃ) তপ্তঃ (জ্বরাদিনা আক্রান্তঃ) আহতঃ (দণ্ডাদিনা আহতঃ সন্) অবশেন (অপি যঃ) পুমান্ হরিঃ ইতি আহ, (সঃ) যাতনাঃ ন.র্হতি (বিঘ্নসমূহান্ ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—উচ্চগৃহ হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি রোগে পীড়িত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে ব্যক্তি "হরি"—এই শব্দটী উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাঙ্কেত্যাদিভ্যোঽন্যস্য পঞ্চমস্য বৈবশ্য-প্রভেদানাহ—পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যঃ, স্খলিতো মার্গেণ। ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ, সন্দষ্টঃ সর্পাদিভিঃ। তপ্তো জ্বরাদিনা। আহতো দণ্ডাদিনা। পুমান্ কর্ম্মিপ্রভৃতি-ভ্যোঽন্য ইতি ব্যাখ্যাতযুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাঙ্কেত্য প্রভৃতি হইতে পৃথক্ পাঁচটি বৈবশ্যের প্রভেদ বলিতেছেন—'পতিতঃ' ইত্যাদি, অট্টালিকা প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত, পথগমনকালে স্খলিত, যে কোনরূপে ভগ্নগাত্র, সর্পাদির দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি পীড়ায় সন্তপ্ত এবং আহত বলিতে দণ্ডাদির দ্বারা আহত হইয়া, 'পুমান্'—যে পুরুষ, (অবশেও 'হরি'—এই শব্দটি উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি নরকাদি যাতনা প্রাপ্ত হয় না)। এখানে পুরুষ বলিতে কর্ম্মী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, এই-রূপ অর্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানের যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

———

গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ—গুরূণাং পাপানাং গুরূণি প্রায়শ্চিত্তানি লঘূনাঞ্চ পাপানাং লঘূনি প্রায়শ্চিত্তানি মহর্ষিভিঃ জ্ঞাত্বা (বিচার্য্য) উক্তানি; (অতস্তত্র তথৈব ব্যবস্থা কর্ত্তব্যা, —হরিনাম্নস্তু নেয়ং ব্যবস্থা ভবিতুম্ অর্হতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণ বিশেষ বিচার করিয়া গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাই বটে। কিন্তু, হরিনামে ঐ প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না; যেহেতু, ঐ নাম স্মরণমাত্রেই পাপিগণ সর্ব্ব-পাপ মুক্ত হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পাপতারতম্যেন কৃচ্ছ্রাদি-তার-তম্যং শাস্ত্রে দৃশ্যতে কথমেক এব নামাভাসঃ সর্ব্ব-মহাপাতকানি বিনাশয়েদিত্যত আহঃ—গুরূণামিতি। তেষাং পরিমিত-শক্তিত্বাত্তথা তথৈব ব্যবস্থা নাম্নস্ত্ব-বিচিন্ত্য-মহাশক্তেরেকস্যৈব মহাপাতকপুঞ্জসংহর্ত্তৃত্বমে-কাংশেনৈব। যথা সাম্বমোচনে প্রবৃত্তস্য বলভদ্রস্যৈ-কস্যৈব দুর্য্যোধনাদিসর্ব্বকৌরব-সংহারক্ষমত্বমনায়া-সেনৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—পাপের তারতম্য অনুসারে কৃচ্ছ্রাদি সাধনের তারতম্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু একমাত্র নামাভাসই কি প্রকারে সর্ব্ব মহা-পাতকের বিনাশ করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —'গুরূণাম্' ইত্যাদি (মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিচার-পূর্ব্বক গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা করিয়াছেন)। সেই প্রায়শ্চিত্ত-সমূহের পরিমিত শক্তি বলিয়া ঐরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে, কিন্তু অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবিশিষ্ট শ্রীনামের একটি মাত্রের এক অংশের দ্বারাই রাশি রাশি মহা-পাতক বিনাশ করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। যেরূপ

সাঙ্গের অবরোধ মোচনে (শ্রীদশমের ৬৮ অধ্যায়ে বর্ণিত), প্রবৃত্ত শ্রীবলদেবেরই একাকী সমস্ত কৌরবগণের সংহারের ক্ষমতা অনায়াসেই প্রকটিত হইয়াছিল—এই ভাব। [এখানে নাম ও নামী অভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীবলরামের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।]॥ ১৬ ॥

———

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) তৈঃ তপোদানব্রতাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ) তানি (এব) অঘানি (পাপানি) পূয়ন্তে (নশ্যন্তি)। অধর্ম্মজম্ (অধর্ম্মানুষ্ঠানাজ্জাতং) তদ্ধৃদয়ং (তেষাম্ অঘানাং হৃদয়ং সূক্ষ্মরূপং সংস্কারাখ্যং, যদ্বা, তস্য পাপকর্ত্তুর্হৃদয়ং) ন (নশ্যতি) ঈশাঙ্ঘ্রিসেবয়া (শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ-ভগবদ্‌ভক্ত্যা তু) তদপি (নশ্যতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু, তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়-মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তৈস্তথাবিধৈরপি পূয়ন্তে নশ্যন্তি পুংবিনাশে, অধর্ম্মাজ্জাতম্ অঘানাং হৃদয়ং মূলং সূক্ষ্মং রূপন্তু ন পূয়ন্তে ন নশ্যতি, তদপি ঈশাঙ্ঘ্রিসেবয়া হরিচরণয়োর্ভক্ত্যা নবানাং ভক্তীনাং মধ্যে একয়া প্রাকরণিক্যা কীর্ত্তনরূপয়াপি বাসনা-পর্য্যন্তপাপক্ষয়াত্তদপি শুদ্ধ্যতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে'—ঐ সকল বিভিন্ন তপস্যাদির দ্বারা কেবলমাত্র পৃথক্ পৃথক্ পাপেরই বিনাশ হয়। 'পূয়ন্তে'—ইহা বিনাশ অর্থে 'পুঙ্'-ধাতুর রূপ। 'নাধর্ম্মজং'—কিন্তু অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন 'হৃদয়' বলিতে মূল যে সূক্ষ্মরূপ (অর্থাৎ কৃতপাপের সূক্ষ্মরূপ সংস্কার), উহা বিনাশ করিতে পারে না। তাহাও 'ঈশাঙ্ঘ্রি-সেবয়া'—শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের ভক্তির দ্বারাই, তাহাতে আবার নববিধা ভক্তির মধ্যে একটিমাত্রের প্রকরণগত কেবলমাত্র কীর্ত্তনরূপ ভক্তির দ্বারাই, বাসনা পর্য্যন্ত পাপক্ষয় হয় বলিয়া সেই চিত্তও (সূক্ষ্মরূপ সংস্কারও) বিশুদ্ধ হয় ॥ ১৭ ॥

———

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বপাপানর্থনাশকমিদমিতি) অজ্ঞানাৎ অথবা জ্ঞানাৎ (অপি) যৎ উত্তমঃ শ্লোক-নাম (উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ বিষ্ণোর্নাম) সঙ্কীর্ত্তিতং পুংসঃ (তন্নাম-কীর্ত্তয়তঃ প্রাণিনঃ) অঘং (পাপং) যথা (বালেন অজ্ঞানাৎ অপি প্রক্ষিপ্তঃ) অনলঃ (অগ্নিঃ) এধঃ (তৃণরাশিং) দহেৎ (তদ্বৎ দহেদেব ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তথাপি প্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিতমিতি চেত্তত্রাহঃ—অজ্ঞানাদিতি। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলেও, অর্থাৎ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত ইহা জানিয়া, ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় নাই ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অজ্ঞানাৎ' ইত্যাদি। যেমন বালকের দ্বারা অজ্ঞানবশতঃই প্রক্ষিপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধীভূত করে, তদ্রূপ (জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কোনরূপেই হউক, শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, উহা মানবমাত্রেরই পাপরাশি নিঃশেষভাবে দগ্ধ করিয়া থাকে।) ॥ ১৮ ॥

———

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥১৯॥

অন্বয়—যথা বীর্য্যতমং (বীর্য্যবত্তমম্) অগদম্ (ঔষধং) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাদেব তৎপ্রভাবজ্ঞানাভাবাৎ শ্রদ্ধাহীনেন অপি) উপযুক্তং (ভক্ষিতং সৎ তস্য প্রাণিনঃ) অজানতঃ অপি আত্মগুণম্ (আরোগ্যং

বলপুষ্ট্যাদিকং চ) কুর্য্যাৎ (এব, তথা) মন্ত্রঃ (নামাত্মকঃ মন্ত্রঃ) অপি উদাহৃতঃ (উচ্চারিতঃ এব আত্মগুণং পাপনিবৃত্তিং কুর্য্যাদেব ; ন হি বস্তুশক্তিঃ শ্রদ্ধাদিকম্ অপেক্ষতে, ন চ নামমাহাত্ম্যবাদাঃ অর্থ-বাদত্বান্ন স্বার্থে প্রমাণানি ইতি বাচ্যম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীর্য্যবান্ ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজগুণ দেখাইয়া থাকেন। কারণ বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না ; তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমঘদহনমেব করোতি নাম কিন্তু ভগবৎপ্রেমসান্নিধ্যাদিকঞ্চেত্যতো দৃষ্টান্তান্তর-মাহঃ—যথা অগদমৌষধং বীর্য্যবত্তমমিতি বক্তব্যে বীর্য্যতমমিত্যুক্তম্ — মতুপ্‌লোপাৎ বীর্য্যশব্দোঽর্শ আদ্যজন্তো বা। যদৃচ্ছয়া অকস্মাদজ্ঞানেনাপি ইত্যর্থঃ। উপযুক্তং ভক্ষিতং সৎ আত্মগুণং নৈরুজ্যং বলপুষ্ট্যা-দিকঞ্চ করোতি মন্ত্রোঽপি জাগদ্রূপস্তথৈব নামেত্যর্থঃ ; যদ্বা, নামাত্মকোঽয়ং মন্ত্রস্তথা স্বকার্য্যং কুর্য্যাদেব, ন হি বস্তুশক্তির্জ্ঞানাদিকমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরিনাম কেবল যে পাপ-রাশিকেই দগ্ধ করেন, তাহা নহে, কিন্তু ভগবৎপ্রেম ও তাঁহার সান্নিধ্য প্রভৃতিও লাভ করাইয়া থাকেন, ইহাতে অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'যথা অগদম্', ইত্যাদি (অর্থাৎ যেমন কোন অতিশক্তিশালী ঔষধ সেবন করিলে, উহা নিজগুণ অবশ্যই প্রকাশ করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের নামরূপ মন্ত্র যেভাবেই গ্রহণ করা হউক না কেন, উহা নিজ কার্য্য অবশ্যই করিবে)। এখানে 'বীর্য্যবত্তমং'—এইরূপ বলিতে 'বীর্য্যতমং'—ইহা উক্ত হইয়াছে, অথবা—মতুপ্ প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় 'বীর্য্য'—শব্দ অর্শাদি অকারান্ত হইয়াছে। 'যদৃচ্ছয়া' —যদৃচ্ছায় বলিতে অকস্মাৎ অজ্ঞানের দ্বারাও, এই-রূপ অর্থ। 'উপযুক্ত' বলিতে ভক্ষিত হইয়া, 'আত্ম-গুণং'—নিজ গুণ, অর্থাৎ নীরোগ, বল ও পুষ্ট্যাদি বর্দ্ধন করে। 'মন্ত্রোঽপি'—সেইরূপ জাগ্রত মন্ত্র বলিতে শ্রীনাম, অথবা—নামাত্মক এই মন্ত্রও সেইরূপ নিজ-কার্য্য অবশ্যই করিবে, কারণ বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি কাহারও জ্ঞানাদির অপেক্ষা করে না, এই অর্থ ॥১৯॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ত এবং সুবিনির্ণীয় ধর্ম্মং ভাগবতং নৃপ।
তং যাম্যপাশান্নির্ম্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, তে (ভগবৎপার্ষদাঃ) ভাগবতং ধর্ম্মম্ (এবম্প্রকারেণ) সুবিনির্ণীয় (সুষ্ঠু যুক্তিপূর্ব্বকং নির্ণীয় বলাৎকারেণ) তম্ (অজামিলং) বিপ্রং যাম্যপাশাৎ নির্ম্মুচ্য মৃত্যোঃ (দেহবিয়োগলক্ষণাৎ অপি) অমূমুচন্ (মোচয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ সেই ভগবৎ-পার্যদগণ এই প্রকারে ভাগবত-ধর্ম্ম সুষ্ঠু-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ বিপ্রকে যমপাশ হইতে মুক্ত এবং মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিলেন ॥ ২০ ॥

———

ইতি প্রত্যুদিতা যাম্যা দূতা যাত্বা যমান্তিকম্।
যমরাজ্ঞে যথা সর্ব্বমাচচক্ষুররিন্দম ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, ইতি (ইত্যেবং-প্রকারেণ) প্রত্যুদিতাঃ (নিরাকৃতাঃ সন্তঃ) যাম্যাঃ (যমসম্বন্ধিনঃ) দূতাঃ (অনুচরাঃ) যমান্তিকং (যমস্য সমীপং) যাত্বা (গত্বা) যমরাজ্ঞে (তস্মৈ যমরাজায়) সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং বৃত্তান্তং) যথা (যথাবৎ) আচচক্ষুঃ(কথয়ামাসুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে অরি-নিসূদন, যমদূতেরা এই প্রকারে নিরাকৃত হইয়া যমরাজ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুদিতাঃ প্রত্যাখ্যাতা যমরাজ্ঞে যমরাজায় ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যুদিতাঃ'—এই স্থলে 'প্রমুদিতাঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে, অর্থাৎ যম-দূতগণ বিষ্ণুদূতগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত (নিরাকৃত) হইয়া, যমরাজের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। 'যমরাজ্ঞে'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ, কারণ

রাজন্ শব্দ 'রাজাহঃসখিভ্যঃ টচ্'—এই সূত্রে সমাসান্ত অকারান্ত হইলে 'যমরাজায়'—এইরূপ হইবে ॥ ২১ ॥

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্ম্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজঃ (অজামিলঃ) পাশাৎ (যমপাশাৎ) বিনির্ম্মুক্তঃ (অতএব) গতভীঃ (নির্ভয়ঃ) প্রকৃতিং গতঃ (স্বস্থচিত্ততাং গতঃ সন্) দর্শনোৎসবঃ (তেষাং বিষ্ণুদূতানাং দর্শনেন উৎসবো যস্য সঃ) বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ (তান্ বিষ্ণুদূতান্) শিরসা ববন্দে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অজামিল মৃত্যুপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত, নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া মস্তক দ্বারা বিষ্ণুদূতদিগকে বন্দনা করিল এবং তাঁহাদের দর্শনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ২২

তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ।
সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দধিরেঽনঘ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, নিষ্পাপ,) মহাপুরুষকিঙ্করাঃ (মহাপুরুষস্য ভগবতঃ কিঙ্করাঃ) তম্ (অজামিলং) বিবক্ষুং (কিঞ্চিদ্বক্তুমিচ্ছন্তম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) তস্য (অজামিলস্য) পশ্যতঃ (এব তে) সহসা (অকস্মাৎ) অন্তর্দধিরে (তত্রৈবান্তর্দ্ধানং যযুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ, মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অনুচরবর্গ সেই ব্যক্তিকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক বুঝিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্দধিরে ইতি তস্যায়ুঃশেষসত্ত্বেঽপি পাপৈরেব যথাশাস্ত্রমায়ুঃক্ষয়ং জ্ঞাত্বা যমদূতৈরাকর্ষণোপক্রমঃ কৃত ইতি স এব সময়ো মরণকালত্বেনোপচরিতঃ, বস্তুতঃ পাপক্ষয়াদায়ুর্ভঙ্গাভাবাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্দধিরে'—অজামিল কিছু বলিতে ইচ্ছুক—ইহা বুঝিয়া বিষ্ণুদূতগণ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। অজামিলের পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিতেই, পাপহেতু যথাশাস্ত্র আয়ুঃ ক্ষয় হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া যমদূতগণ তাহার সূক্ষ্ম শরীরকে আকর্ষণ করিতে উপক্রম করিয়াছিল, সেই সময়কেই মরণকালরূপে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ কিন্তু পাপক্ষয় হওয়ায় তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয় নাই, (ইহা বুঝিয়া তাহাকে ভজনের সুযোগ দিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণ তখন অন্তর্দ্ধান করিলেন)—এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ।
ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ।
তনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অজামিলঃ অপি যমকৃষ্ণয়োঃ দূতানাং ত্রৈবেদ্যং (বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং) গুণাশ্রয়ম্ (অশুদ্ধং) ধর্ম্মং (প্রায়শ্চিত্তাদ্যাত্মকং, কৃষ্ণদূতানাঞ্চ) ভগবতং (ভগবৎ-প্রণীতং) শুদ্ধং (নির্গুণং ধর্ম্মম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অথ হরেঃ মাহাত্ম্যশ্রবণাৎ (হেতোঃ) আশু (শীঘ্রং) ভগবতি (বাসুদেবে) ভক্তিমান্ আসীৎ ; আত্মনঃ অশুভং স্মরতঃ (তস্য) মহান্ অনুতাপঃ (চ) আসীৎ ॥ ২৪-২৫ ॥ ॥

অনুবাদ—অজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম্ম এবং ভগবৎ প্রণীত গুণাতীত শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীহরিতে আশু ভক্তিমান্ হইল। তখন সে স্বীয় পূর্ব্বকৃত অশুভকর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যমদূতানাং কৃষ্ণদূতানাঞ্চ ধর্ম্মমাকর্ণ্য কৃষ্ণদূতানাং ধর্ম্মং শুদ্ধং গুণাতীতং ভাগবতং ভগবৎপ্রণীতং, যম-দূতানাম্ভু ত্রৈবেদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়মশুদ্ধম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দূতানাং যম-কৃষ্ণয়োঃ'—যমদূত ও কৃষ্ণদূতগণের কথিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া। কৃষ্ণদূতগণের বর্ণিত ধর্ম্ম শুদ্ধ বলিতে গুণাতীত এবং

ভগবৎ প্রণীত, কিন্তু যমদূতগণের কথিত ধর্ম্ম বেদ-ত্রয়-প্রতিপাদ্য এবং গুণাশ্রয় অর্থাৎ অশুদ্ধ ॥২৪-২৫॥

অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ।
যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাত্মনা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! যেন আত্মনা (ময়া) বৃষল্যাং শূদ্রায়াং) জায়তা (জায়মানেন) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ) বিপ্লাবিতং (নাশিতং তস্য) অবিজিতাত্মনঃ (অবশী-কৃতচিত্তস্য) মে (মম) পরমং কষ্টম্ অভূৎ (মহতী হানিঃ জাতা) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সে বলিল,—অহো! ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমার কি কষ্ট হইয়াছে ! আমি শূদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ-জাতি নষ্ট করিয়াছি ! ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনা ময়া বৃষল্যাং জায়তা পুত্রতয়া জায়মানেন ব্রহ্ম ব্রাহ্মণত্বং বিপ্লাবিতং নাশিতম্ ॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জায়তাত্মনা' —আমি শূদ্রার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, 'বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম'—আমার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট করিয়াছি ॥ ২৬ ॥

ধিঙমাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুষ্কৃতং কুলকজ্জলম্।
হিত্বা বালাং সতীং যোহহং সুরাপীমসতীমগাম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—(অতঃ) সদ্ভিঃ (সাধুভিঃ) বিগর্হিতং (নিন্দিতং) দুষ্কৃতং (পাপকর্ত্তারং) কুলকজ্জলং (কুলস্যকজ্জলং কলঙ্কভূতং) মাং ধিক্, (যতঃ) অহং সতীং বালাং হিত্বা অসতীং সুরাপীম্ অগাম্ (গতবানস্মি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অহো, সজ্জননিন্দিত দুষ্কর্ম্মকারী কুল-কলঙ্কস্বরূপ আমাকে ধিক্ ! আমি তরুণী সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সুরাপায়িনী অসতীর সঙ্গে রত হইয়াছি ! ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্কৃতং পাপরূপং দোষকর্ত্তারং বা ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুষ্কৃতং'—পাপস্বরূপ, অথবা দোষকর্ত্তা (অর্থাৎ পাপ আচরণকারী সজ্জন-বিগর্হিত পাপী আমাকে ধিক্ ।) ॥ ২৭ ॥

বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ।
অহো ময়াধুনা ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহো অকৃতজ্ঞেন (পালনাদ্যুপকারং বিস্মৃতবতা) ময়া অধুনা (তৎক্ষণমেব দাসীসম্বন্ধ-সময় এব) বৃদ্ধৌ অনাথৌ (রক্ষকহীনৌ) নান্যবন্ধূ (নাস্তি অন্যঃ বন্ধুঃ পুত্রাদিঃ যয়োঃ তৌ) তপস্বিনৌ (সন্তপ্তৌ) পিতরৌ (মাতাপিতরৌ) নীচবৎ (শূদ্রান্ত্যজাদিবৎ) ত্যক্তৌ (অনাদৃতৌ) ॥ ২৮॥

অনুবাদ—আমার পিতা ও মাতা-উভয়েই বৃদ্ধ ও অনাথ ; আমি ভিন্ন তাঁহাদের অন্য পুত্রাদি বান্ধব কেহ নাই ! সুতরাং তাঁহারা অতিশয় কষ্টে অবস্থান করিতেছেন । হায়, আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছি ! ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অধুনা অত্র জন্মনি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধুনা'—এই জন্মে (অর্থাৎ পরলোকগত হইলে তো সকলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু আমি এই জন্মেই মাতা-পিতা জীবিত থাকিতেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি, অতএব অকৃতজ্ঞ নীচ আমাকে ধিক্ ।) ॥ ২৮ ॥

সোহহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে।
ধর্ম্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পাপিষ্ঠঃ) অহং ভৃশদারুণে নরকে ব্যক্তং (স্ফুটং) পতিষ্যামি ; যত্র (নরকে) ধর্ম্মঘ্নাঃ (ধর্ম্মবিনাশিনঃ) কামিনঃ যমযাতনাঃ বিন্দন্তি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে,—আমার মত এইরূপ মহাপাপীকে সেই অতিভীষণ নরকে নিপতিত হইতে হইবে,—যে নরকে ধর্ম্মঘাতী কামী ব্যক্তিগণ যম-যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ২৯ ॥

কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্।
ক্ব যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ—ইদম্ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যং ময়া) কিং স্বপ্নে দৃষ্টম্। আহোস্বিৎ (অথবা) ইহ (জাগ্রদ-বস্থায়াং) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষমেব দৃষ্টম্) ? যে পাশ-

পাণয়ঃ (বিকৃতবেষাঃ) মাং ব্যকর্ষন্ তে অদ্য ক্ব (কুত্র) যাতাঃ ? ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—এই অদ্ভুত দৃশ্য আমি কি স্বপ্নে দেখিলাম, না জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম ! সেই পাশহস্ত পুরুষগণ—যাহারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারা এখন কোথায় গেল ! ॥ ৩০ ॥

———

অথ তে ক্ব গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ ।
ব্যামোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধা পাশৈরধো ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(যে চ) পাশৈঃ বদ্ধা ভুবঃ অধঃ (নরকং প্রতি) নীয়মানং (মাং) ব্যামোচয়ন্ চারুদর্শনাঃ (চারুদর্শনং যেষাং) তে চত্বারঃ সিদ্ধাঃ অথ (অপি) ক্ব (কুত্র) গতাঃ ? ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আর সেই সুদর্শন সিদ্ধপুরুষচতুষ্টয়,—যাঁহারা পৃথিবীর অধোদেশে নীয়মান পাশবদ্ধ আমাকে মুক্ত করিলেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায় গেলেন ! ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ভুবোঽধঃ নরকং প্রতি নীয়মানম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুবঃ অধঃ'—ভূমির অধোভাগে নরকে, পাশে বদ্ধ হইয়া আমি নীত হইতেছিলাম, (সেই সময়ে আমাকে যাঁহারা মুক্ত করিলেন, সেই সিদ্ধ পুরুষগণই বা এখন কোথায় গেলেন ?) ॥ ৩১ ॥

———

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে ।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অথাপি (যদ্যপি অহম্ অস্মিন্ জন্মনি পাপীয়ান্ তথাপি) দুর্ভগস্য মে (মম জন্মান্তরীয়েণ মঙ্গলেন কল্যাণকর্ম্মণা) ভবিতব্যম্ ; যেন মঙ্গলেন (হেতুনা) বিবুধোত্তমদর্শনে (বিবুধোত্তমানাং দর্শনে জাতে সতি) মে (মম) আত্মা (মনঃ) প্রসীদতি ; (তথা চ কার্য্যদ্বারা কারণমনুমেয়ং তদ্বিনা ভক্তিজীববপনাসম্ভবাৎ অতএব স্বপুত্রস্য নারায়ণ ইতি নাম চকার) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—দুর্ভাগা আমি,—অধুনা অশেষ-পাপে কলুষিত ; তথাপি পূর্ব্বসুকৃতি-ফলে আমার ভাগ্যে ঐ সুরোত্তম পুরুষ-চতুষ্টয়ের দর্শন-লাভ ঘটিল । তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হইল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিবুধোত্তমানাং দর্শনে বিষয়ে কারণত্বেন কেনাপি মঙ্গলেন তচ্চ কস্যাচিদ্ভক্তস্য কারুণ্যমেবানুমেয়ং তেন বিনা তত্র ভক্তিবীজবপনাসম্ভবাৎ । যত এব স্বপুত্রস্য নারায়ণ ইতি নাম চকার ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবুধোত্তম-দর্শনে'—দেবশ্রেষ্ঠগণের দর্শন-বিষয়ে কারণত্বরূপে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল থাকিবে, এবং সেই মঙ্গল কোন ভক্তজনের করুণাই, ইহা অনুমান করিতে হইবে, তাহা না হইলে সেখানে ভক্তি-বীজের বপন অসম্ভব হইত । যে কারণবশতঃ নিজ পুত্রের 'নারায়ণ'—এই নামকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

———

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা (পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যং বিনা) ম্রিয়মাণস্য ইহ (বিবশাবস্থায়াম্) অশুচেঃ বৃষলীপতেঃ (মম) জিহ্বা বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ নামগ্রহণং গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে চিত্তমনেনেতি গ্রহণং নামোচ্চারণং) বক্তুং (কর্ত্তুং) ন অর্হতি (ন সমর্থা ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিলে, এমন দুঃসময়ে আমার মত শূদ্রাণীপতি অশুচি অবসন্নজনের জিহ্বা কি সেই 'বৈকুণ্ঠ'-নামের উচ্চারণে সমর্থ হইত ? ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বক্তুং কর্ত্তুং ; যদ্বা, বৈকুণ্ঠনাম কীদৃশং গৃহ্যতে প্রাপ্যতে অনেনেতি তদ্বৈকুণ্ঠপ্রাপকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বক্তুং'—বলিতে বা উচ্চারণ করিতে (অর্থাৎ ভক্তজনের যদি আমাতে করুণা না থাকিত, তাহা হইলে আমার জিহ্বা বৈকুণ্ঠের, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারিত না) । 'বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণম্'—বৈকুণ্ঠনাম কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'গ্রহণং', যাহার দ্বারা গ্রহণ

করা যায়, অর্থাৎ পাওয়া যায়, তাহা, বৈকুণ্ঠপ্রাপক—এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নামমঙ্গলম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কিতবঃ (বঞ্চকঃ) পাপঃ (পাপীয়ান্) ব্রহ্মঘ্নঃ (বিপ্রত্বনাশকঃ) নিরপত্রপঃ (নির্লজ্জঃ) অহং ক্ব (কুত্র) ? নারায়ণ ইত্যেতৎ মঙ্গলং (মঙ্গলকরং) ভগবন্নাম চ (কুত্র) ? ৩৪ ॥

অনুবাদ—কোথায় আমি—বঞ্চক, পাপী ব্রাহ্মণত্ব-নাশক, নির্লজ্জ, আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের 'নারায়ণ'-নাম ! ৩৪ ॥

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহম্ (অজামিলঃ) যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ (যতাঃ বশীকৃতাঃ চিত্তেন্দ্রিয়ানিলাঃ যেন তথাভূতঃ সন্) ভূয়ঃ অন্ধে তমসি (মহামোহব্যাপ্তে সংসারে) আত্মানং যথা ন মজ্জয়ে তথা যতিষ্যামি ॥৩৫॥

অনুবাদ—সেই মহাপাপী আমি, এইবার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, যাহাতে আর এই মহামোহান্ধকার-সংসারে মগ্ন হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিব ॥ ৩৫ ॥

বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্ম্মজম্ ।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৩৬ ॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া ।
বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবিদ্যা-কামকর্ম্মজম্ (অবিদ্যা দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ ততঃ কামঃ বিষয়ভোগাভিলাষঃ ততঃ কর্ম্ম লৌকিকালৌকিকব্যাপারঃ তস্মাৎ জাতং যৎ গৃহপুত্র-কলত্রাদ্যাত্মকং বিবিধং) বন্ধং তম্ ইমম্ বিমুচ্য (ত্যক্ত্বা) শান্তঃ (বিষয়ভোগাভিলাষশূন্যঃ) সর্ব্বভূত-সুহৃৎ (সর্ব্বভূতেষু সুহৃৎ সুখাদিসমদর্শী তেষু) করুণঃ (দয়াবান্) মৈত্রঃ (হিতকারী) আত্মবান্ (সমাহিত-চিত্তঃ সন্) যোষিন্ময্যা (স্ত্রীরূপয়া) আত্মমায়য়া (আত্মনঃ হরেঃ মায়য়া মোহিন্যা শক্ত্যা) গ্রস্তম্ আত্মানং মোচয়ে ; ক্রীড়ামৃগঃ (বশীভূতঃ পশুঃ) ইব অধমঃ (অজ্ঞঃ) অহং যয়া এব (স্ত্রিয়ৈব) বিক্রীড়িতঃ (যথেচ্ছয়া পরিচালিতঃ আসম্) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়-ভোগ-বাসনা, আর ঐ ভোগবাসনা হইতেই মায়িক শুভাশুভ-কর্ম্মে আসক্তি ;—ইহাই জীবের বন্ধন ; এ বন্ধন আমি মোচন করিব ; শ্রীহরির মায়াই রমণী-রূপে আমাকে বশীভূত করিয়াছে ; নরাধম আমি তাহারই হাতে যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া বশীভূত পশুর ন্যায় নৃত্য করিতেছি ! এই মায়ার কবল হইতেও আমি মুক্ত হইব ; সকল ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিব ; সর্ব্বজীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হইব ; আর সতত ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিব ॥৩৬-৩৭

বিশ্বনাথ—যথৈব ক্রীড়ামৃগ ইবাধমো লোকো ভবতি তথৈবাহমুত্তমো বিপ্রোঽপ্যনয়া বিক্রীড়িতঃ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রীড়ামৃগঃ ইবঃ'—ক্রীড়ামৃগ বলিতে বানর, অধম লোক যেমন নারীর বশীভূত হইয়া তাহার ক্রীড়ামৃগের ন্যায় হয়, সেরূপ আমি উত্তম বিপ্র হইয়াও, যোষিন্ময়ী মায়ার দ্বারা বিক্রীড়িত হইয়াছি, (অর্থাৎ এতকাল যে মায়া আমাকে ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় যথেচ্ছভাবে খেলা করাইয়াছে, নারীরূপা সেই নিজ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নিজেকে এখন মুক্ত করিব ।) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বাঽমিথ্যার্থধীর্মতিম্ ।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—অমিথ্যার্থধীঃ (অমিথ্যাভূতে অর্থে ধীর্যস্য তথাভূত সন্ সঃ অহং) দেহাদৌ মমাহমিতি মতিং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ (তস্য ভাগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিভিঃ) শুদ্ধং মনঃ (তস্মিন্) ভগবতি ধাস্যে (ধারয়িষ্যামি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে ও তদীয়-জন সঙ্গে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে ; আর আমি মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ নহি ; সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধি স্থির

হইয়াছে। এইবার আমি দেহাদিতে 'আমি'—'আমার' বোধ-ত্যাগ করিয়া তাঁহারই চরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিব ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেহাদৌ মিথ্যাভূতা এবামী অর্থা ইতি ধীর্য্যস্য তথাভূতশ্চ সন্ মমাহমিতি মতিং হিত্বা ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথ্যার্থ-ধীঃ—দেহাদিতে মিথ্যাভূতা, অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপা ঐ সকল অর্থ বলিতে পরমার্থ, এইরূপ বুদ্ধি যাহার, তথাভূত হইয়া, 'মমাহং'—আমি আমার এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ অসত্য পদার্থে আসক্তচিত্ত আমি এখন হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি এবং দেহসম্বন্ধী পদার্থে আত্মীয়তা বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত চিত্তকে ভগবানেই ধারণ করিব, অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিব।) ॥ ৩৮ ॥

ইতি জাতসুনির্ব্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং) সাধুষু (ভগবৎপার্ষদেষু যঃ অজামিলঃ) ক্ষণসঙ্গেন (ক্ষণমাত্রসঙ্গঃ তেন) জাতসুনির্ব্বেদঃ (উৎপন্নবৈরাগ্যঃ) মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ (মুক্তং সর্ব্বম্ অনুবন্ধনং পুত্রাদিস্নেহঃ যেন সঃ) গঙ্গাদ্বারং (হরিদ্বারম্) উপেয়ায় (জগাম)॥৩৯॥

অনুবাদ—ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গপ্রভাবে অজামিলের এইরূপ সুদৃঢ় বৈরাগ্য উদয় হইল। তিনি সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ ত্যক্তস্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্ত-সর্ব্বানুবন্ধঃ'—যিনি স্ত্রী, পুত্রাদির আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন (সেই অজামিল) ॥ ৩৯ ॥

স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাস্থিতঃ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ দেবসদনে আসীনঃ যোগম্ আস্থিতঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামঃ (প্রত্যাহৃতঃ বিষয়েভ্য নিবর্ত্তিতঃ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ যেন) সঃ (অজামিলঃ) আত্মনি (ভগবতি) মনঃ যুযোজ (যুযুজে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তিনি (অজামিল) তথায় একটি দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইল। তিনি শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যোগং ভক্তিযোগমাত্মনি হরৌ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগং'—যোগ বলিতে ভক্তিযোগ, অবলম্বনপূর্ব্বক নিজের মনকে, 'আত্মনি'—শ্রীহরিতে (যুক্ত করিলেন।) ॥ ৪০ ॥

ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং ভগবতঃ করপাদমুখোদরাদিতত্তদয়বান্ ধ্যায়ন্) গুণেভ্যঃ (দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ) আত্মানং (মনঃ) বিযুজ্য (বিশোধ্য) আত্মসমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) ব্রহ্মণি (ব্যাপকে) অনুভবাত্মনি (জ্ঞানস্বরূপে সচ্চিদানন্দাত্মকে) ভগবদ্ধাম্নি (ভগবৎস্বরূপে) যুযুজে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তিনি আত্মসমাধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া, তাহা সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দময় ভগবৎস্বরূপে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—গুণেভ্যো বিষয়েভ্যঃ বিযুজ্য বিযুক্তীকৃত্য আত্মসমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ ভগবদ্ধাম্নি ভগবৎস্বরূপে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণেভ্যঃ'—বিষয় হইতে মনকে বিযুক্ত করিয়া, 'আত্ম-সমাধিনা'—চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা, 'ভগবদ্ধাম্নি'—ভগবৎস্বরূপে (সেই মনকে যুক্ত করিলেন।) ॥ ৪১ ॥

যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা তস্মিন্ ভগবদ্ধাম্নি) উপারতধীঃ (উপারতা নিশ্চলা ধীঃ যস্য সঃ তথা

স্থিতঃ) তস্মিন্ (কালে এব) পুরঃ (স্বপুরতঃ) প্রাক্ উপলব্ধান্ (দৃষ্টান্ এব) পুরুষান্ অদ্রাক্ষীৎ ; উপলভ্য চ (অথ সঃ) দ্বিজঃ (উত্থায়) তান্ শিরসা ববন্দে (দণ্ডবৎপ্রণনাম) ॥ ৪২ ।

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীভগবানের বুদ্ধি নিশ্চল হইলে, একদা সেই দ্বিজ তাঁহার সম্মুখে কয়টি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহাদিগকে পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষচতুষ্টয় বলিয়া চিনিয়া, তিনি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ ভগবদ্ধাম্নি উপরতধীর্নিশ্চল-বুদ্ধিঃ, পুরোঽগ্র এব পূর্ব্বপরিচিতান্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্'—সেই ভগবৎ-স্বরূপে, যে সময়ে তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল হইল 'পুরঃ'—সম্মুখভাগে তিনি পূর্ব্বপরিচিত সেই চারিজন বিষ্ণু-দূতকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪২ ॥

———

হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু ।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্তিনাম্ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং) দর্শনাৎ অনু (অনন্তরং) সদ্যঃ (এব) গঙ্গায়াং তীর্থে (হরিদ্বারসংজ্ঞকে তীর্থে) কলেবরং (দেহং) হিত্বা ভগবৎপার্শ্ববর্তিনাং (পার্ষদনাং) স্বরূপং (শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং চতুর্ভুজাদি-বিশিষ্টং ভগবৎসেবোপযোগিরূপং) জগৃহে (সারূপ্য-মুক্তিং প্রাপ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তাঁহাদের দর্শনের পরেই অজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার তীর্থে জড়-দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

———

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) বিপ্রঃ (অজামিলঃ) মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ (ভগবৎপার্ষদৈঃ) সাকং (সার্দ্ধং) হৈমং (সৌবর্ণং) বিমানম্ আরুহ্য (অবলম্ব্য) যত্র শ্রিয়ঃপতি (ভগবান্ বিষ্ণুঃ বিরাজতে তত্র) বিহায়সা (আকাশমার্গেন) যযৌ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তিনি সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত হৈম-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে শ্রীপতি শ্রীহরির সমীপে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

———

এবং স বিপ্লাবিতসর্ব্বধর্ম্মা
দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা ।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্ণন্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—সঃ (অজামিলঃ) এবং (বর্ণিত-প্রকারেণ) বিপ্লাবিত-সর্ব্বধর্ম্মা (বিপ্লাবিতাঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ যেন সঃ) হতব্রতঃ (হতং ব্রতং স্বদারনিয়মাদিকং যস্য সঃ) গর্হ্যকর্ম্মণা (গর্হ্যেণ নিন্দিতকর্ম্মণা চৌর্য্যা-দিনা) পতিতঃ (ব্রাহ্মণ্যাৎ ভ্রষ্টঃ সন্ সর্ব্বত্র) দাস্যাঃ পতিঃ (ইতি খ্যাতঃ অতএব) নিরয়ে (যম-দূতৈঃ নরকে) নিপাত্যমানঃ (অপি) ভগবন্নাম গৃহ্ন্ সদ্য (তৎক্ষণমেব) বিমুক্তঃ (যমপাশাৎ মুক্তঃ বভুব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—এই অজামিল সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তাঁহার স্বদার-নিয়মাদি যাবতীয় ব্রত নষ্ট হইয়াছিল । তিনি চৌর্য্যাদি নিন্দিত-কর্ম্ম দ্বারা পতিত এবং ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রার পতি হইয়া-ছিলেন । যমদূতগণ তাঁহাকে নরকে লইয়া যাইতে-ছিল, কিন্তু ভগবন্নামাভাসোচ্চারণপ্রভাবে (নামাভাসে) তিনি তৎক্ষণাৎ যম-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

———

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (কারণাৎ) তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ (তীর্থানি পদে যস্য তস্য হরেঃ অনুকীর্ত্তনাৎ নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদেঃ সকাশাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠং) মুমুক্ষতাং মুক্তি কামানাং কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তনং (কর্ম্মনিবন্ধনস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকং পাপমূলোচ্ছেদকং ন অস্তি) যৎ (যস্মাৎ ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনাদিতঃ) পুনঃ মনঃ কর্ম্মসু (দুষ্টাচারেষু) ন সজ্জতে । ততঃ (নাম-

সংকীর্ত্তনাদেঃ) অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ তু মনঃ পুনঃ) রজস্তমোভ্যাং কলিলং দুরাচার প্রবৃত্তিদর্শনাৎ মলিনং ভবত্যেব ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অতএব, বিমুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পাপমূলনাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই ; কারণ, নাম-সংকীর্ত্তনাদি হইতে চিত্ত আর কর্ম্মে লিপ্ত হয় না ; কিন্তু, তাহা প্রায়শ্চিত্তাদির পরেও পুনরায় রজঃ ও তমোগুণে মলিন হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যতোঽনুকীর্ত্তনাৎ কর্ম্মসু মন এব ন সজ্জতে অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈস্তু কলিলং মলিনমেব ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যেহেতু শ্রীহরিনাম অনুকীর্ত্তনের ফলে, পুরুষের চিত্তই আর কর্ম্মে আসক্ত হয় না। 'অন্যথা'—অন্যথা অপর প্রায়শ্চিত্তসমূহের পরও মন (রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা) মলিনই হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

———

য এতং পরমং গুহ্যমিতিহাসমঘাপহম্
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো যশ্চ ভক্ত্যানুকীর্ত্তয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষিতো যমকিঙ্করৈঃ।
যদ্যপ্যমঙ্গলো মর্ত্ত্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতং (বর্ণিতপ্রকারম্) অঘাপহং পরমং গুহ্যং (শাস্ত্ররহস্যম্) ইতিহাসং শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাসেন) ভক্ত্যা চ যুক্তঃ যঃ (মানবঃ) শৃণুয়াৎ, যশ্চ অনুকীর্ত্তয়েৎ, স যদ্যপি অমঙ্গলঃ (পাপীয়ান্ তথাপি) নরকং ন (নৈব) বৈ (নিশ্চিতং) যাতি ; যমকিঙ্করৈঃ (অপি) চ ঈক্ষিতঃ ন (ভবতি কিন্তু) বিষ্ণুলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—যিনি এই পরম-গুহ্য সর্ব্বপাপ-নাশক ইতিহাস বিশ্বাস করিয়া ভক্তির সহিত শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি কৃতপাপ ও কালবশ্য হইলেও তাঁহাকে আর নরকগামী হইতে হয় না ; যমদূতগণ তাঁহার দর্শনই পান না। তিনি বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

———

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(যদি) ম্রিয়মাণঃ (অবশত্বেন শ্রদ্ধা ভক্তিবিহীনঃ অপি) অজামিলঃ (অতিপাতকী অপি) পুত্রোপচারিতং) পুত্রনাম্নাপিসম্বন্ধং) হরের্নাম গৃণন্ (ভগবতঃ) ধাম (বৈকুণ্ঠম্) (অগাৎ প্রাপ্তবান্, তদা সাবধানতায়াং শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তঃ নিরপরাধঃ সাক্ষাৎ তন্নাম গৃণন্ তদ্ধাম যাতীতি) কিমুত (কিং পুনঃ বক্তব্যম্) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অহো, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রের আহ্বান-উপলক্ষেও যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত সতত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—প্রকরণমুপসংহৃত্যাপি পুনঃ সর্ব্বথা প্রতীত্যর্থমেকেনৈব বাক্যেন নামমাহাত্ম্যসিদ্ধান্তমাহ—ম্রিয়মাণ ইতি। ম্রিয়মাণত্বাদেব অশ্রদ্ধয়াপি গৃণন্ কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়েতি। ম্রিয়মাণোঽপি কিং পুনর্জ্জীবন্নিতি পুত্রোপচারিতমপি কিং পুনঃ সাক্ষাদেব অজামিলো মহাপাতক্যপি কিং পুনর্নিষ্পাপ ইত্যবধারণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকরণের উপসংহার করিয়াও পুনরায় সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত একটিমাত্র বাক্যে নাম-মাহাত্ম্যের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'ম্রিয়মাণঃ' ইত্যাদি। ম্রিয়মাণহেতুই অশ্রদ্ধাতেও

শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিয়া অজামিল ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন, আর যদি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করেন, তাহার কথা কি বক্তব্য ? ম্রিয়মাণ অবস্থাতেও, আর জীবিত থাকাকালীন নাম গ্রহণকারীর কথা অধিক কি বলিব ? 'পুত্রোপচারিতম্'—নিজ পুত্রেরই নাম গ্রহণের ছলে গৌণভাবে হরিনাম গ্রহণের ফলে যদি বৈকুণ্ঠধামে গমন হয়, তাহাতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীহরির নাম গ্রহণের ফল কি বক্তব্য ? 'অজামিলোঽপি'—মহাপাতকী অজামিলও বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিলেন, তাহাতে নিষ্পাপ ব্যক্তি যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠলাভ করিবেন—এই বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে ?—এখানে এই চারিটি অবধারণ (নিশ্চয় সিদ্ধান্তমূলক) বাক্য উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্ব সমাপ্ত।

অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-তথ্য—

"আচ্ছা, (নামাভাসে) পাতকের নাশ হউক, (আপত্তি নাই অর্থাৎ পাপনাশ না হয় হইল,) কিন্তু ইচ্ছাকৃত যে সকল অসংখ্য মহাপাতক সহস্র-সহস্রবার আচরিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহা কোটি কোটি দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদিপ্রায়শ্চিত্তেও বিনষ্ট করিতে পারা যাইতেছে না, একটিমাত্র নামাভাসেই সেই মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইতে পারে ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোকটীর অবতারণা।

'স্তেন'-শব্দে স্বর্ণস্তেয়ী অর্থাৎ সুবর্ণচোর। পাপ-রাশি নির্ম্মূল করে বলিয়া ইহাই (অর্থাৎ এই নামো-চ্চারণরূপ নামাভাসই) 'সুনিষ্কৃত' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রায়-শ্চিত, দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদি নহে। এইসকল ব্রতাদির পাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু পাপ নির্ম্মূল করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং ইহা ততদূর ফলজনক নহে। 'যতঃ' অর্থাৎ যে নামোচ্চারণ-হেতু, 'তদ্বিষয়া' অর্থাৎ নামোচ্চারক পুরুষবিষয়ে "(এই ব্যক্তি—আমারই নিজজন, সর্ব্বপ্রকারেই ইহাকে আমার রক্ষা করাকর্ত্তব্য,)—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এতাদৃশী মতি হয়",—শ্রীস্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ নিজনাম শুনিয়াই এবং নামোচ্চারক অজামিলকে স্মরণ করিয়াই যখন তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তখন সেই নামোচ্চারক পুরুষের নিজ সেব্য বলিয়া যে বিষ্ণুবিষয়িণী মতি হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব যমদূতগণের নিকট অজামিলের তাৎকালিক নামোচ্চারণকে সর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন।

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে, পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদি-ব্যাপারে শত-শতবার যে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব্ব-পাপনাশ হইয়াছিল, আর তৎপর অন্যান্য যে সব 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণ হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধকই হইয়াছিল,—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। পূর্ব্ব শ্লোকে "যদ্ব্যাজহার" এই অতীত-কালের নির্দ্দেশ থাকায় প্রথমবারে উচ্চারিত নামকে উদ্দেশ করিয়াই তাহা উক্ত হইয়াছে। 'বিবশ'-শব্দে 'পুত্রস্নেহবিবশ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যদি বল,—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেশ্যাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিম-সময়েই নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে,—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ? তাহাও বলিতে পার না ; কেননা, "সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাসগ্রহণকেই অশেষপাপনাশক বলিয়া জানেন"—এই শ্লোকে 'অশেষ'-পদের উল্লেখ আছে ; আরও, "বর্ত্তমানকালে যে পাপ করা হই-তেছে, অতীতকালে যে পাপ করা হইয়াছে ও ভবিষ্যৎকালে যে পাপ করা হইবে,—সমস্ত পাপই গোবিন্দের নামকীর্ত্তন রূপ অনলপ্রভাবে আশু দগ্ধ হইয়া যায়।" "যে নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়",—এস্থলে 'সংসার'-শব্দের প্রয়োগ বর্ত্তমান, এবং "হে বিদুর, ইহা অতীব

আশ্চার্য্য যে, যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবে, সে এখনই ভব-বন্ধন পরিত্যাগ করিবে (মুক্ত হইবে)" ইত্যাদিস্থলে 'বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই ; সেই সেই স্থলে সময়বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নাম-গ্রহণেই সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপাপবাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিদ্যারও নাশ হয়,—বুঝিতে হইবে, সুতরাং আর পাপাঙ্কুরোদগমের পুনঃ সম্ভাবনা নাই। যদি বল, 'তাহা হইলে প্রথম নামগ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন না, প্রত্যুত, পাপাঙ্কুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই সকল পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ?' তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাক্তনসংস্কার-বশতঃ তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকর্ম্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও উৎপাটিত-দন্ত ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই। অথবা, মতান্তরেরও (বহির্ম্মুখশাস্ত্রের মতও) একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্য 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য ; অন্যথা, নামে স্তুত্যর্থবাদ বা অন্যরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয় ; যথা "হরিনামে সেইরূপ অর্থবাদ ও কল্পনা-মহাপরাধ"—পদ্মপুরাণে উল্লিখিত এই নামাপরাধ প্রসঙ্গে "সর্ব্বসুহৃৎ নামের নিকট অপরাধহেতু জীব অধঃপতিত হয়", এবং "যে ব্যক্তি হরিনামের অর্থবাদ কল্পনা করে, সকলমনুষ্যের মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হয়।" এবং "যে মানব আমার নামকীর্ত্তনের বিবিধফল শুনিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হয় না, অথচ তাহাকে সামান্য অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, সংসারের নানাবিধ ঘোরতর দুঃখে ক্লিষ্ট-দেহ সেই ব্যক্তিকে আমি এই জগতে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করি।" ইত্যাদি নাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শ্রুতি স্মৃতিপুরাণাদিতেও বহু বচন দৃষ্ট হয়। যাহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে 'অর্থবাদ' বলে, তাহাদের নরকভোগের আর ক্ষয় হয় না। পদ্মপুরাণ ও কাত্যায়ন-সংহিতাদিতে এইরূপ সহস্র-সহস্র-বচনে নামাপরাধীর অধঃপাতই ঘটে, জানা যায়। অতএব বিষ্ণুরাত (পরীক্ষিৎ) বলিয়াছেন,—"(প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) লোক কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার কদাচিৎ পাপ আচরণও করে, অতএব হস্তিস্নানসদৃশ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকে 'ব্যর্থ' বলিয়াই মনে করি।" এস্থলে পরমভাগবত পরীক্ষিৎ (প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া) প্রায়শ্চিত্তকে নিন্দা বা গর্হণ করিলেও, (তিনি) ভক্তিপ্রসঙ্গে (সাধনকালে) ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও তাহাতে কোনই নিন্দা করেন নাই ; আরও, অজামিল যেরূপ দুরাচার হইলেও নামাভাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরূপ স্মার্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহুবার নামগ্রহণ করিলেও শ্রীনামপ্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-প্রভাবে ঘোরতর সংসার (ক্লেশই) লাভ করেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে অর্থবাদ বা অর্থকল্পনা করিলেও নামাপরাধী প্রভৃতি) সকলেরই যে মুক্তি হইবে,—এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। অতএব ভগবানের নাম একবার উচ্চারিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ পাপ সংহার করিলেও "বৃক্ষ ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে শ্রীনাম সাধারণতঃ কিছু বিলম্বেই স্বীয় ফল-চিহ্ন জগতে দেখাইয়া, বহির্ম্মুখশাস্ত্রমতেরও একেবারে উচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য কোন কোন স্থলে ফলচিহ্ন না দেখাইয়াই (নামে) অপরাধ-রহিত স্বীয় উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণকে নিজ বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান,—এই সিদ্ধান্তটী জানাইলেন। 'আচ্ছা, অর্থবাদাদি নামাপরাধিগণের নামাপরাধ-ফলে অধঃপাত হউক, তাহাতে কোন বিবাদ করিনা, কিন্তু নামগ্রহণ-ফলে তাহাদের সর্ব্বপাপ-ক্ষয় হয়, না হয় না ?' যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন কর অর্থাৎ নামে পাপ-ক্ষয় হয়, তবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন অন্যনামগ্রহণকারি-জনগণের মধ্যে কেহই পরদার ও পরহিংসাদি অধর্ম্ম-প্রাপ্য নরকাদিতে যাইতে পারে না ; আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ

অবলম্বন কর অর্থাৎ যদি নামে সর্ব্বপাপ-ক্ষয় না হয়, তবে কর্ম্মিগণের ন্যায় ভক্তগণেরও পাপভোগার্থ নরকে যাইতেই হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—কোন মহাজন স্বীয়-আশ্রিত জনগণের আশ্রয়-গ্রহণের তারতম্যানুসারে পালনের তারতম্য করিলেও তাহাদিগকেই যেমন পালন করেন, আর, যদি তাহারা অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপ্রসাদই যেমন আশ্রিতগণের অপালনের কারণ, পালনের অসামর্থ্যকে তাহার কারণ মনে করিতে হয় না, তদ্রূপ নামাপরাধিগণের অপরাধক্ষয়ের তারতম্যানুসারেই তাহাদের প্রতি শ্রীনামের অনুগ্রহ তারতম্য ঘটে। সর্ব্বাপরাধক্ষয় হইলেই নামের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ হইয়া থাকে। নামকীর্ত্তনোপলক্ষণে উপলক্ষিত ভক্তিদেবীকে যাঁহারা এইভাবেই কর্ম্ম-ফলসিদ্ধির জন্য গৌণভাবে আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্তি গৌণভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও "প্রধান পদার্থ দ্বারাই কোন ব্যাপারের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে তাঁহারা (বৈষ্ণব-আখ্যায় অভিহিত না হইয়া) 'কর্ম্মী ও জ্ঞানী' এই আখ্যায় অভিহিত হন। তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবেই নামাপরাধী ; যথা (পাদ্মে) 'ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হুতাদি সর্ব্বশুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সাম্যজ্ঞানও 'প্রমাদ'-নামক নামাপরাধ ; ধর্ম্মাদির সহিত নামের সমতা-জ্ঞানই অপরাধ হয়, আর ধর্ম্মাদির 'অঙ্গ' বলিয়া শ্রীনামকে ত্রিগুণীভূত জ্ঞান করিলে যে অপরাধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু ভক্তিদেবীর আশ্রয়-ফলে গুণলেশগ্রহণপ্রভাবেই ঐ জ্ঞানী ও যোগিগণের "কর্ম্ম-যোগাদি যেন বিফল না হয়"—কৃপাতিশয্যক্রমে ভক্তিদেবী এইরূপ স্বীয় অপকর্ষ স্বীকার করিয়াও কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সহিত মিশিয়া যেমন তাহাদের কর্ম্মফল নির্ব্বিঘ্নে উৎপাদন করেন, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তের সহিত মিশিয়া ভক্তিদেবী তাহাদের পাপসকলও নাশ করেন। ইহার অন্যথা হয় না। অতএব প্রায়শ্চিত্ত না করায় সেই সেই পাপ ফলভোগের জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই সেই সেই নরকে গমন করিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবগণকে কখনও নরকে গমন করিতে হয় না। যদি সেই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ অর্থবাদ ও সাধু-নিন্দাদি নামাপরাধসমূহ করিতে করিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ভক্তিদেবী তাহাদের ধর্ম্মাদির সহিত মিশিলেও পাপনাশাদি-ফল উৎপাদন করেন না, যেহেতু "হে বিপ্রেন্দ্র, ভগবানের নামোচ্চারণ-ব্যাপারে যে অপরাধসমূহ মানবগণের সমস্ত কার্য্য পণ্ড করে,—এমন কোন্ অপরাধ তাহারা করিয়াছিল ?" ইত্যাদি বচনসমূহ হইতে তাহা জানা যায়। আর তাহারা সেই সেই নামপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অপরাধ-নাশক নামকীর্ত্তনাদিপরায়ণ হইলে তাহাদের নামাপরাধক্ষয়ের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফলপ্রাপ্তিরও তারতম্য হয়, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে সর্ব্বনামাপরাধ ক্ষয় হইলে ভক্তিদেবীর সম্যক্প্রসাদ-বলে নির্ব্বিবাদেই নামফলপ্রাপ্তি ঘটে। যদি বল, এই "অজামিল পূর্ব্বে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নপর ছিল"—ইত্যাদি (১।৫৬ শ্লোকে) যমদূতের বাক্য হইতে অজামিলেরও প্রাক্তন-কর্ম্মস্বভাব অবগত হওয়া যায় ? তদুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে ; মদিরা-পান-হেতু তাহার ব্রহ্মণ্য পর্য্যন্ত যখন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার সৎকর্ম্মিত্ব যে নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আর কথা কি ? যেহেতু পরেও (৪৫ শ্লোকে বলা যাইতেছে) —"তিনি সর্ব্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর পতি হইয়া গর্হিত-কর্ম্মাচরণ-প্রভাবে পতিত হইয়াছিলেন"—ইত্যাদি কর্ম্মের অপগমমুহূর্ত্তেই ভক্তির গুণীভূত-ভাবও অপগত হয়। অতঃপর পুনরায় স্বপুত্রের আহ্বানকালে অজামিলের নারায়ণ-নামোচ্চারণজনিত কেবল অনন্যা-ভক্তিই উদিত হইয়াছিল। যদি বল, "কর্ম্মজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে" এইরূপ বিধিবাক্যই যখন শাস্ত্রে আছে, তখন কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নামাপরাধ কোথায় ?" তদুত্তরে বলিতেছেন,—"সকল ধর্ম্মই ভক্তিদ্বারাই সম্যক্রূপে সিদ্ধ হয়" আর "ভক্তিলেশ প্রভাবেই মহাপাতকাদিও বিনষ্ট হয়" ইত্যাদি তাৎপর্য্যযুক্ত শত-শত-শাস্ত্রবাক্য থাকিলেও তাহাতে অবিশ্বাসী, কর্ম্ম ও জ্ঞানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্তিবহির্ম্মুখ, এবং অশুদ্ধ ও কুটিলচিত্ত ব্যক্তিগণেরও ঐরূপ কর্ম্ম-মিশ্রা-সাধনায় ভক্তিসিদ্ধি হউক,—এই ভাবিয়াই দয়াময় বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তির বিধান করিয়াছেন ; অতএব কখনও ঐ শাস্ত্রীয়-বিধি-

বাক্য নিন্দনীয় হইতে পারে না। আরও দেখা যায় যে, বৈধ-পশুহিংসাকারীর (যজ্ঞাদিতে পশুবধ-কারীর) শাস্ত্রীয়-বিধিবলে ('স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবে'—এই বিধিবলে) স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিলেও যেমন তাহার জীবহিংসা-জনিত পাপ নষ্ট হয় না, তেমনই নির্গুণা ভক্তিকে কর্ম্মাদ্যঙ্গরূপে গুণীভূত করার অপরাধে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির বিধিবলে (গুণমিশ্রা-ভক্তির সাহায্যে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও কখনও তাহার অপরাধের অপগম হইবে না জানিবে। পক্ষান্তরে, যে নামাপরাধিগণ বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবকেই 'গুরু' করিয়া ভক্তিদেবীকে কেবল-ভাবে বা প্রধানভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা 'বৈষ্ণব'-শব্দে অভিহিত হইলেও ভক্তি-তারতম্যেই তাঁহাদের অপরাধক্ষয়ের তারতম্য; আর ভক্তিদেবীর অনুগ্রহ-তারতম্যেই ভক্তির মুখ্যফল প্রেমার তারতম্য বুঝিতে হইবে; যেহেতু, ভগবান্ই একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন, যথা—"অঞ্জন প্রয়োগে চক্ষু যেমন সূক্ষ্ম-বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার লোকপাবনী কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে পরিমার্জ্জিতচিত্ত হইয়া অতিসূক্ষ্মবস্তু (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আমার চিদ্বিলাস) দেখিতে পায়।" এবং "শ্রীহরির শরণা-গত-ব্যক্তির এককালেই ভক্তি ও তদনুষঙ্গে যুগপৎ পরেশানুভব (সম্বন্ধজ্ঞান) ও কৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্যত্র বিরাগ উৎপন্ন হয়।" ইত্যাদি বচনও দেখা যায়। যাঁহার নামের শ্রবণ ও কীর্ত্তন—পরমপাবন, সাধু-গণের হিতকারী সেই শ্রীহরি স্বীয় কথার বা নামের শ্রবণকারিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সকল অমঙ্গল-রাশিকে বিনাশ করেন। ইত্যাদি বচনদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের "(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপাদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভজন, (৭) অনর্থাপগম, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) ভাবভক্তি বা রতি, (১২) প্রেমভক্তি, (১৩) কৃষ্ণদর্শন, (১৪) কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভব"—এই চতুর্দশটি ভক্তি ভূমিকায় আরোহণ পরিব্যক্ত হইতেছে, জানিবে। এ-জন্য তথায় শ্রদ্ধাচরণাদি বিহিত হইয়াছে।

এই প্রকরণেও "যাঁহারা পাপের মূল নিঃশেষে উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হরির গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত; যেহেতু, শ্রীহরিই এক-মাত্র চিত্তশোধক" এইরূপ বাক্য আছে; অতএব সর্ব্বাপরাধ-ক্ষয়াবস্থাতেই ভগবানকে পাইবার পর আর তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না, আবার নিরপরাধ-গণেরও ভগবৎপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে না; কেননা, তাহাদের নামগ্রহণেই বৈকুণ্ঠারোহণ;—অজামিল প্রভৃতির ন্যায় কচিৎ কাহারও এই দুইটী ভূমিকা দেখা যায়; এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য, যথা—"বাসুদেব-ভক্তগণের কখনও অশুভ হয় না; কি জন্ম, কি মৃত্যু, কি জরা, কি ব্যাধি, কি ভয়, ইত্যাদি কিছুই তাঁহাদের হয় না।" আবার প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রের উক্তি, যথা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শত জন্মে বিরিঞ্চতা অর্থাৎ ব্রহ্মার পদবী লাভ করে, তৎপর আমাকে লাভ করে। আর যিনি—ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন; আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ, সকলেই বিষ্ণুর সেবক, সুতরাং আধিকারিক-কাল গত হইলে লিঙ্গদেহ ভঙ্গে আমরাও সেই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইব।" কোন কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রেমবিশেষসাধনেচ্ছা-নিবন্ধন ভগবৎপ্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্বও ঘটে; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—যেমন, আদিভরতের তিনবার জন্ম হইয়াছিল। আরও অপরাধিগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির ভজনাভ্যাসের অভাব-হেতু পুরাতন পাপ ক্ষয় না হইয়া থাকে, অথচ পাপ ও নামাপরাধ হইতে থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দেহত্যাগানন্তর নরকে যাইতে হইবে না; যথা—'যমরাজ পাশহস্ত নিজদূতগণকে দেখিয়া তাহাদের কর্ণমূলে বলিয়া দেন যে, মধুসূদনের শরণাগতদিগকে তোমরা পরি-ত্যাগ করিও; আমি কখনও বৈষ্ণবের প্রভু নহি, তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত নরেরেই প্রভু" এবং পর-অধ্যায়ে—"আমরা বা কাল, কেহই বিষ্ণুভক্তের দণ্ড-বিধানে সমর্থ নহি" ইত্যাদি (২৭শ শ্লোকের) যম-বচনসমূহ এবং "যমুনা-ভ্রাতা অর্থাৎ যম আদরের সহিত আমাদিগকে (তদীয় দূতগণকে) পুনঃ পুনঃ ইহাই বলেন যে, যে মানব বিষ্ণুর ভজন করে, সেই বৈষ্ণবকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে।" ইত্যাদি পদ্ম-পুরাণের মাঘমাহাত্ম্যান্তর্গত দেবদূতের উক্তি হইতেও

বিষ্ণুভক্তের নরক লাভ হয় না, জানা যায়। এবং "হে সখে উদ্ধব, আমার প্রতি এই নিষ্কাম-ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভে কোন অঙ্গের বৈগুণ্যাদিদ্বারা অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না"—ভগবানের এই বাক্যানুসারে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অঙ্কুরও স্বভাবতঃই অবিনশ্বর ও পাপাদি দ্বারা দুরতিক্রমণীয় বলিয়া এবং 'অমোঘ' বলিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের পত্র-পুষ্পাদির জন্যই জন্ম হইবে, নশ্বর পাপ-পুণ্য-নিবন্ধন জন্ম হইবে না। যেহেতু, পাদ্মে এইরূপ কথিত আছে—"বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধন বা তজ্জনিত কোন জন্ম নাই।" অতএব তাহাদের প্রাক্তন-ভক্তি-সংস্কারোত্থ নামকীর্ত্তনাদি-প্রভাবে অপরাধ ক্ষয় হইলে পর ভক্তিদেবীর প্রসাদে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রথমস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—"ভগবদ্ভক্ত কোন কারণে কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় আর সংসার লাভ করেন না; কারণ, ভক্তিরস-রসিক হরি-পাদপদ্মালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না।" এই শ্লোকে 'অন্যবৎ'-শব্দের অর্থ কর্ম্মি-প্রভৃতির ন্যায়; 'সংসৃতি'-শব্দের অর্থ—পুণ্যপাপফল-ভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না, তবে তাঁহারা ভগবদ্দত্ত সুখদুঃখময় সংসারই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিনষ্ট পাপসকল অভুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে ভক্তির অভ্যাসফলে নামাপরাধ-ক্ষয় হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সমূলে পাপক্ষয়-হেতু ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 'অতএব বৈষ্ণবগণও ভক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশে এক, দুই বা তিন জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের যে-সকল বৈষয়িক সুখ দেখা যায়, তাহাও ভক্তিধর্ম্মোত্থ; যথা—"আপবর্গিক নিষ্কাম-ধর্ম্মের ফল ত্রিবর্গান্তর্গত অর্থ নহে, এবং ঐ আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী অর্থের ফলও ত্রিবর্গান্তর্গত কাম নহে; আবার, ঐ আপবর্গিক কামের ফলও ত্রিবর্গান্তর্গত কাম-ফলের ন্যায় ইন্দ্রিয়-প্রীতি নহে; কারণ বিষয়ভোগ যাবজ্জীবনই হয়। অতএব ধর্ম্ম-কর্ম্মদ্বারা যে ত্রৈবর্গিক অর্থ, তাহা জীবের প্রয়োজন নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র প্রয়োজন।" বৈদ্য যেমন লঙ্ঘন ও কটু ঔষধাদি দ্বারা রোগীকে কষ্ট দিয়া তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি উৎপাদন করেন, তদ্রূপ নিজভক্তের ভক্তিবর্দ্ধন-কৌশলজ্ঞ ভগবান্ও ভক্তকে কিছু কিছু দুঃখ দিয়া থাকেন, যেহেতু ঐ বিষয়ে ভগবানেরই উক্তি—"আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধন ক্রমশঃ হরণ করি।" কোন কোন দুঃখ আবার প্রবল নামাপরাধেরই ফল; যেহেতু দশ নামাপরাধের মধ্যে 'অর্থবাদ', 'অর্থান্তর-কল্পনা', 'শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্য',—এই তিনটী অপরাধ সাক্ষাদ্ভাবেই বৈষ্ণবত্বের (শুদ্ধভক্তির) বিনাশক। অন্যান্য নামাপরাধগুলির মধ্যে আবার সাধুনিন্দারূপ মহদপরাধ ও নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, এই দুইটী অপরাধই অতি প্রবল, যথা—যে-সকল নামাশ্রিত সাধু হইতে শ্রীনাম-মহিমা খ্যাতি লাভ করেন, শ্রীনামপ্রভু তাঁহাদের নিন্দা কিরূপে সহ্য করিবেন? নামবলে যাহার পাপবুদ্ধি হয়, যম-নিয়মাদি দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না। এই অপরাধ-দ্বয়ে অত্যন্ত বিভীষিকার উক্তি জানা যায়। অতএব সমুচিত দুঃখভোগের সঙ্গে সঙ্গে (নিরন্তর) সতত নাম-কীর্ত্তন হইতেই ঐ অপরাধদ্বয় বিনষ্ট হয়, অন্য উপায়ে হয় না। নিরন্তর শুদ্ধনামকীর্ত্তন দ্বারাই অন্যান্য নামাপরাধসমূহ উপশান্ত হয়। 'যে সকল নামাপরাধী—কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিরহিত অথচ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযুক্ত, কিন্তু গুরুচরণাশ্রিত না হওয়ায় অদীক্ষিত, তাহারাও 'বৈষ্ণব'-শব্দেই অভিহিত হন। তাহা এইরূপ—"বৈষ্ণব" এই পদটী বিষ্ণু-শব্দের উত্তর "সাস্য দেবতা" এই সূত্রে তণ্ প্রত্যয় দ্বারা এবং 'ভক্তি' এই সূত্রের অণ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে; অতএব যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে ইষ্টদেবতা করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভজনদ্বারা বিষ্ণুকে ভজনীয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের উভয়েরই অন্যসংজ্ঞার অভাব-হেতু তাঁহারাও 'বৈষ্ণব'ই বটে, অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণের ন্যায় তাঁহাদেরও নরকপাতাদি হইবে না" ইত্যাদিরূপে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন। তাঁহাদের এই বাক্য সুসঙ্গত নহে, যেহেতু "নৃদেহমাদ্যং" (ভা ১২।২০।১৭) ইত্যাদি শ্লোকে "গুরুকর্ণধারং" এই উক্তি থাকায় গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত ভগবানকে সুখে পাওয়া যায় না। অতএব ভজনপ্রভাবে জন্মান্তরে গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাঁহাদের ভক্তিবলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য উপায়ে

ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না,—এইরূপ কেহ বলেন ; অথচ দেখা যায়, গুরুচরণাশ্রিত না হইয়াই অজামিলের অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল ; অতএব এস্থলে এই ব্যবস্থা সঙ্গত—"যাঁহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়-সমূহেই ইন্দ্রিয় চরাইয়া থাকেন, 'ভগবান্ কে, ভক্তি কি বস্তু, গুরুই বা কে ? ইহা স্বপ্নেও জানেন না, তাঁহারাই যদি নামাভাসগ্রহণ-রীত্যবলম্বনে অজামিলাদির ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করেন এবং নিরপরাধ হইয়া থাকেন, তবেই গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীতও তাহাদের উদ্ধার হইবে।" "হরিই ভজনীয়, ভজনই (ভক্তিই) তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই ভজনোপদেষ্টা, গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বাকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন" এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও "শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা বা অন্য সৎকার্য্য কিংবা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না, এবং রসনা-স্পর্শমাত্রই ফল দান করেন"—এই প্রমাণ-দর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণ-রূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি ? কেবল নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে (হইতে পারে)' এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি গুর্ব্বাবজ্ঞা-লক্ষণময় মহাপরাধ-হেতু ভগবানকে কোন দিনই প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু সেই জন্মেই কিংবা পরজন্মেই সেই অপরাধক্ষয়ের পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রিত হইলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন যে, অন্যদেবতার ভক্তগণের পাপ ও অপরাধ সম্বন্ধে কর্ম্মিগণের ন্যায়ই ব্যবস্থা, আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে ভক্তি-দেবীর যৎসামান্য আশ্রয়ও গ্রহণ না করায় তাহারা কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও ন্যূনস্তরে অবস্থিত ; যেহেতু, ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা অন্যদেবতার ভজন করেন, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপক বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক) আমারই পূজা করিয়া থাকে। 'আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানাভাব-বশে যাহারা আমাকে জানে না, তাহারা অধঃপতিত হয় অর্থাৎ সংসারে আগমন করে।" আর যাহারা কেবলই অপরাধী, তাহাদের কিছুতেই উদ্ধার নাই ; যথা—ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য—"দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন আমার বিদ্বেষী সেই সকল ক্রূরস্বভাব নরাধম জগন্মঙ্গলনাশক নরাধমকে আমি এই জন্মমৃত্যুমার্গ-সংসারমধ্যে আসুরী-যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ়গণ আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে পাইতে অসমর্থ হইয়া তদপেক্ষা অধমগতি প্রাপ্ত হয়।" উক্ত অপরাধিগণের মধ্যে কংসাদি যে-সকল অসুর আছে, "কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তি, এই-গুলির যে কোনটী দ্বারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি-জনিত পাপনাশপূর্ব্বক বহু ব্যক্তিই আমাকে লাভ করিয়াছে" এই বচন-বলে ভগবানে মনোনিবেশ দ্বারাই নামাপরাধ-ক্ষয় হওয়ায় তাহাদের মুক্তি হইয়াছে,—ইহাও কেহ কেহ বলেন ; "শুদ্ধনামসমূহ নামাপরাধিগণের অপরাধ নাশ করে" এই কথাটী—ধ্যানাদিরও উপলক্ষণ (অর্থাৎ নামের ন্যায় ধ্যানাদিও পাপনাশ করে) ; অতএব পুনঃ পুনঃ ধ্যানই 'আবেশ',—ইহাও অন্য কেহ কেহ বলেন। কৃষ্ণাবতারে এ কথার (মনের আবেশ দ্বারাই মুক্তি হয়) ব্যভিচার দেখা যায় ; যেহেতু, ভগবানে আবেশরহিত হইয়া কেহ কেহ নরক ও বাণাদি অসুরগণ এবং কৌরবসৈন্য মধ্যে গমন করিয়া কৃষ্ণহস্তে মরণপ্রভাবে এবং অপর কেহ কেহ কৃষ্ণদর্শন-প্রভাবেই যে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে ;—এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন॥" ৯-১০॥

বিবৃতি—এই প্রপঞ্চে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মজগতে ভ্রমণ করেন। জ্ঞানের গ্রাহকসূত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পাঁচটী বিষয় ধারণা করেন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ধারণা-লব্ধ বিষয়গুলির স্থৌল্য গৃহীত হয় না। স্থূলবিষয়ক ভাবমাত্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের আধারে সংগৃহীত হইয়া চেতনের সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় চেতনের সান্নিধ্য লাভ করিবার যোগ্য হইলেও চেতনের যে অংশ নশ্বর রূপাদি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ অচিতের অভিভাবক-সূত্রে যে-সমস্ত নশ্বর-ভাবাবলী যাহাকে সেবা করে, তাহা—চিদাভাস 'চিত্ত', এবং স্থূলভাবে সেই বস্তুই 'মনো'-রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার চিদাভাস হইলেও তাহাদের সহিত অচিতের সম্বন্ধ আছে,

সেই সকল আবরণবিবর্জ্জিত নিরুপাধি চেতন-বস্তুই 'জীব' শব্দ-বাচ্য। সেই জীব—পূর্ণ, চিন্ময়বস্তুর অংশ-বিশেষ বা শক্ত্যংশবিশেষ। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনাক্রমে বাহ্যজগতে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও বহুত্ব, —একই বস্তুর উদ্দেশে বিভিন্ন পরিচয় মাত্র। জাগতিক ভোগ্য নশ্বর ব্যাপারসমূহ মনের অধীনে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সম্বন্ধের প্রথমসোপানে নাম বা সংজ্ঞা, সংজ্ঞাদ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর অধিষ্ঠান, অপর চারিটী ইন্দ্রিয়দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়সমষ্টিদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহাই 'সত্য'-রূপে প্রতিভাত হয়। পরিমেয়-জগতে পরিচ্ছিন্ন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তদতিরিক্ত ব্যাপার আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। মায়িক-জগতে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রথমেই নাম বা সংজ্ঞাদ্বারা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম—প্রাকৃত বা মায়িক নাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়িক বা প্রাকৃত নাম-মাত্রেই যে-বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, তাহা—জীবের অপর ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা সমর্থিত, কিন্তু প্রকৃতির অতীত-রাজ্যের নাম-দ্বারা উদ্দিষ্ট-বস্তু মায়িকবস্তুর সাম্যে ভোগ্যরূপে পরিণত হইবার অযোগ্য ; তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ-বস্তুকেই 'অধোক্ষজ' বলা হয়। অক্ষজ-ধারণায় যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা—'অধোক্ষজ'-সংজ্ঞালাভের অযোগ্য, আবার অধোক্ষজবস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় উহা পরিমেয় জগতের বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন—"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তোঽ-ভিন্নত্বান্নামনামিনো ॥"

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে ভ্রান্ত হই-বার যোগ্য, তাহারাই 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অনভিজ্ঞ। নাম এবং নামী—বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে অভিন্ন, কিন্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে, এজন্যই অচিদ্‌জগৎকে 'ভেদ-জগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদজগৎ' বলা হয়। চিন্ময় অধোক্ষজ-জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের হেয়ত্ব সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না। তথায় নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ নাই, চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময়ী লীলার ভেদ নাই। অচিদ্‌জগতেই পরস্পর ভেদ ও হেয়তা বর্ত্তমান, যেহেতু বৈকুণ্ঠ-নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা-সত্ত্বেও অভেদের অহেয়তা ও ভেদের হেয়তা অথবা জড়ীয় অভেদের হেয়তা ও চিন্ময় ভেদের অহেয়তা অবস্থিত, তাহাতে বৈকুণ্ঠ-নাম ভোগ্যজগতের বস্তু-নির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না ; তজ্জন্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যরস-বিগ্রহ চিন্তামণি বস্তুই বৈকুণ্ঠ-নাম। জীবের বৈকুণ্ঠ-প্রতী-তির অভাব-দর্শনে পরমকৃপাবশে জগতে বৈকুণ্ঠ-নাম অবতীর্ণ হন, এবং উপাধিদ্বয়-বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠনামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। দুঃসঙ্গে আত্মীয়-বোধহেতু জীবের হরিবিমুখতা বা তৎসেবাবৈমুখ্য ঔপাধিক ও 'সহজ' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতেছে কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে অনাত্ম-মন্ত্রণাকারীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধ-জীবাত্মা আত্মবিদের সঙ্গপ্রভাবেই স্বীয় স্বরূপের উপ-লব্ধি করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠ-নাম এবং মায়িক-নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটী তাটস্থ্য-ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস—মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মূর্ত্ত নিরপরাধ, মধ্য-বর্ত্তিস্থানে অপরাধ-নির্ম্মুক্তিরূপ নামাভাস ; অর্থাৎ একদিকে নাম, অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামা-ভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে বা ইতরব্যোমে নামাপরাধ এবং উহারও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ নামসেবা নহে, নামাভাস নামসেবা নহে, নামের সেবাও অপরাধ বা তদ্‌রহিত আভাসমাত্র নহে। প্রপঞ্চে অপরাধযুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নাম-সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরব্যোম-ধামে নামসেবা অবস্থিত। তাহা হইলে আমরা নামসাধন করিতে গিয়া তিনটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন" এই শ্রৌতবাণী হইতে জানা যায় যে, অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধ-মুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতা-রাহিত্যরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। নামাপরাধফলে ত্রৈবর্গিকফল-প্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তিরূপ তুচ্ছফল লাভ করা যায়।

প্রাপঞ্চিক-জীবের ভোগময় অবস্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নামগ্রহণ-যোগ্যতা হয় না; নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। এজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠ-নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয়; তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক-দর্শনে মুক্ত পুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক-নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা 'বাস্তব' নহে, তাহা—ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্ত-পুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে 'অপরাধের ফল' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনাদিগকে 'মুক্তবৈষ্ণব অজামিল' মনে করিয়া স্ব-স্ব-অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না; করিলে, নামবলে পাপ প্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বলেন,—যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকর সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাসসম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের বিচারপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কালপ্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণ-কাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা—অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলেই তাহাকে ভক্তির পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন, এবং অজামিলের বহির্দৃষ্টি কদর্য্যানুষ্ঠান অমুক্তপুরুষের সমদর্শনে দৃষ্টি হইলে শুদ্ধনামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তি নামই ভগবৎসেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাসফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎ-প্রেরণা-ক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোত্থ না জানিয়া ভক্তি-পরিপোষকরূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গল-প্রসূ না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়-কালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণ, সেই শেষ-নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস'-সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃতসহজিয়াকুলের 'সহজ' বিচার বিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিকফল-লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বা "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত'-শব্দের প্রয়োগে বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে "অনন্যভাক্" শব্দের প্রয়োগে, সেবা-বৈমুখ্যকেই 'রস'-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিতে হইলে 'অনন্যভক্ত'-শব্দের অর্থ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধানপ্রিয়তায় আবদ্ধ নহে; পরন্তু, তাদৃশ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদিচ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের মতে,—অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে-সকল দুষ্ক্রিয়ার উল্লেখ আছে ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আদরের সহিত গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহে; পরন্তু ব্যতিরেক-বিচারে তাহাই তাহাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। মুক্তপুরুষের ঐগুলি 'দোষের বিষয়' না হইলেও অমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। এই সকল কথা বিচার করিতে গেলে, স্বল্পাক্ষরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নামাপরাধ, নামাভাস ও পরে শুদ্ধনাম—একশ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপর-শ্রেণীর মহাজনের কথা এই যে, প্রথমেই যুক্তপর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তৎপর নাম বা শুদ্ধসেবা উভয়ে সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইলেও শেষোক্ত মতের তাৎপর্য্য

এই যে, সর্ব্বাগ্রে নামাভাস, পরে ভোগময়-ধর্ম্মবর্জ্জিত ভগবদিচ্ছাক্রমে দুরাচারাদি অপরাধপ্রতিম অনুষ্ঠানের হেয়ত্বদর্শন পরিহারপূর্ব্বক উহাকেই 'ভক্তি পোষক' বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা—ফলোদ্গমকালাপেক্ষামাত্র, এবং তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-কালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নাম-ভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এত-দুভয় মতই—পরস্পর একই উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক। সুধী পাঠক এ-বিষয়ে ভাষা ও বিচারের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয়ের এক-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই নামসাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। পরিশেষে, আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অজামিলের নামোচ্চারণকালে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনারূপ 'সাক্ষাৎ অপরাধ' ছিল না ; সুতরাং ঐ অপ-রাধদ্বয়ে অপরাধী অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তকুলের বহুজন্মব্যাপি কোটি কোটি নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামো-চ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।
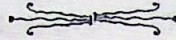
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

নিশম্য দেবঃ স্বভটোপবর্ণিতং
প্রত্যাহ কিং তানপি ধর্ম্মরাজঃ।
এবং হতাজ্ঞো বিহতান্ মুরারে-
র্নৈদেশিকৈর্যস্য বশে জনোঽয়ম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিজ দূতগণের নিকট যমরাজের ভাগবত ধর্ম্মের উৎকর্ষ-কীর্ত্তন ও তাহাদিগকে (দূত-দিগকে) সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্যে নিয়োগ-করণ—প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

যম কহিলেন,—হে দূতগণ, অজামিল পুত্রো-পচারে ভগবানের নামাভাস-উচ্চারণ করিয়া যে সাঙ্কেত্য নামাভাস করিল, সেই নামাভাসের ফলে তাহার বিষ্ণুভক্ত-সঙ্গলাভ ও মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইল। মহাপাপিগণও নামাভাসের ফলে সদ্যই বিমুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। অজামিলের মুখে নামাভাস উচ্চারিত হইবামাত্র চারিটী অলৌকিক পুরুষ অতিদ্রুতগতিতে তাহার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে যমদূতদিগের হস্ত হইতে মোচন করিয়া দিল। সেই অপ্রাকৃত রূপলাবণ্যযুক্ত বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়ের বিশেষ পরিচয় এই যে, তাঁহারা ভগবানের ভক্ত ; সেই ভগবান্ই একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা এবং সর্ব্বজীবের অধীশ্বর। ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব, ব্রহ্মা, অষ্ট-লোকপাল এবং মুনিগণ,—কেহই তাঁহার অদ্ভুত চেষ্টা বুঝিতে পারেন না। তিনি স্বতঃপ্রকাশ, এবং অধোক্ষজ—সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি মায়াধীশ ও নিখিল কল্যাণ-গুণাকর। তাঁহার ভক্তগণও তদ্রূপ ; তাঁহারা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রায়ই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। পরমার্থি-জীবগণকে ইঁহারা মৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার বিপদ্ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।

সনাতন-ধর্ম্মের তত্ত্ব—অত্যন্ত নিগূঢ় ; তাহা ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই জানেন না। ভগবানের কৃপায় তাঁহার ভক্তগণই সেই তত্ত্ব জানিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, শুকদেব ও যম—এই দ্বাদশ জন প্রধান—ইঁহারাই 'দ্বাদশ মহাজন' নামে বিখ্যাত। এই দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত কর্ম্মিগণের নিকট 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত জৈমিনী প্রমুখ শাস্ত্রপ্রণেতৃগণের বুদ্ধি—দৈব-মায়া দ্বারা বিমোহিত ও ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রয়ীর আপাত-মধুর বাক্যজালে তাহাদের চিত্ত জড়ীভূত। সুতরাং তাহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদিদ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয় ; সুখসাধ্য নাম-কীর্ত্তনাদিতে তাহাদের মতি হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণ ভগবানে ভক্তিই করিয়া থাকেন। নিরপরাধে নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি। ভক্তগণ কখনই

যম-দণ্ড্য নহেন। দৈবাৎ তাঁহাদের পাপ উপস্থিত হইলে ভগবদভিন্ন-শ্রীনাম তাহা ক্ষমা করেন। ভগবানের অসীম বীর্য্যশালী গদা তদীয় ভক্তদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। যাহারা একবারও নিষ্কপটে ভগবানের নাম-গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বা বন্দন অর্থাৎ নমস্কার করে নাই, পরমহংসকুলের সেব্য ভগবৎ-পাদপদ্মসেবায় বিমুখ, নরকদ্বারভূত গৃহে একান্ত আসক্ত এবং তাহারাই যমদণ্ড্য। পরে শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট নামাভাসের পাপনিহরণ-সামর্থ্য ও কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তাদির নিরর্থকতা বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—এবং হতাজ্ঞঃ (হতা আজ্ঞা যস্য সঃ) অয়ং (সর্ব্বঃ অপি) জনঃ যস্য বশে (তিষ্ঠতি, সঃ) দেবঃ ধর্ম্মরাজঃ স্বভটোপবর্ণিতং (স্বভটৈঃ স্বানুচরৈঃ উপবর্ণিতং কথিতং বৃত্তান্তং) নিশম্য (শ্রুত্বা) মুরারেঃ নৈদেশিকৈঃ (কিঙ্করৈঃ) বিহতান্ তান্ (স্বভটান্) প্রতি কিম্ আহ (স্ম) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন, —হে ঋষিবর,) এই সমস্ত লোক—যাঁহার বশবর্ত্তী, সেই যমরাজের আজ্ঞা এইরূপে প্রতিহত হইলে, স্বীয় দূতগণের মুখে তদ্বিষয় অবগত হইয়া, যমরাজ হরি-কিঙ্করগণের দ্বারা পরাজিত সেই দূতগণকে কি কহিলেন ? ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে তু যমং প্রাহুর্দূতাস্তে স্বাবমাননম্।
স চ তান্ শিক্ষয়ামাস ভক্তেরৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্ ॥
কৃষ্ণভক্তৈঃ স্বভক্তৈশ্চ যমো যদ্যপি ধিক্কৃতঃ।
ন চুকোপ প্রত্যুত স্বাশিক্ষণাদনুতপ্তবান্ ॥ ০ ॥

বিষ্ণুদূতৈর্নির্ণীতং শাস্ত্রার্থং যমমুখেনাপি দ্রঢ়য়িতুং তৃতীয়াধ্যায়মারভতে। তত্র যদুক্তং—যমরাজ্ঞে যথা সর্ব্বমাচচক্ষুরিতি তত্র ততঃ কিং বৃত্তমিতি পৃচ্ছতি নিশম্যেতি নৈদেশিকৈর্হরেরাজ্ঞাকারিভিরেব বিহতান্ তান্ স্বয়ঞ্চ হতাজ্ঞঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে যম-কিঙ্করগণ (বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক) নিজ অবমাননার কথা যমরাজকে বলিলেন, এবং যমরাজ তাহাদিগকে ভক্তির অদ্ভুত মহিমা শিক্ষা দান করিলেন ॥

বিষ্ণুদূত ও নিজানুচরগণ কর্ত্তৃক যদিও যমরাজ ধিক্কৃত (নিন্দিত) হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হন নাই, পরন্তু নিজের অশিক্ষণহেতু অনুতাপ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত শাস্ত্রার্থ যমরাজের মুখে দৃঢ় করিবার জন্য তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে "যমরাজ্ঞে যথা সর্ব্বমাচচক্ষুঃ" (২১ শ্লোক), অর্থাৎ যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যমরাজের নিকট গিয়া যথাযথ সমুদয় ঘটনা নিবেদন করিয়াছিলেন—ইহা উক্ত হইয়াছে, তারপর কি ঘটিল, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'নিশম্য' ইত্যাদি। 'নৈদেশিকৈঃ'—শ্রীহরির আজ্ঞাকারিগণ কর্ত্তৃকই, 'বিহতান্'—বিতাড়িত নিজ দূতগণকে (কি বলিয়াছিলেন ?) এবং তিনি নিজেও 'হতাজ্ঞ' (যাঁহার আদেশ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ) হইয়াছেন ॥ ১ ॥

যমস্য দেবস্য ন দণ্ডভঙ্গঃ
কুতশ্চনর্ষে শ্রুতপূর্ব্ব আসীৎ।
এতন্মুনে বৃশ্চতি লোকসংশয়ং
ন হি ত্বদন্য ইতি মে বিনিশ্চিতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঋষে, যমস্য দেবস্য দণ্ডভঙ্গঃ (আজ্ঞাপরিবর্ত্তনং) কুতশ্চন (কস্মাদপি সকাশাৎ) শ্রুতপূর্ব্বঃ ন আসীৎ (অতঃ সর্ব্বস্যাপি লোকস্য সংশয়ঃ বর্ত্ততে) ; (হে) মুনে, এতৎ লোকসংশয়ং ত্বদন্যঃ (ত্বাং বিনা অপরঃ) হি (যস্মাৎ) ন বৃশ্চতি (অল্পজ্ঞত্বাৎ ছেত্তুং ন শক্নোতি) ইতি (তু) মে (মম) বিনিশ্চিতম্ (অতঃ ভবানেব ব্রবীতু) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(হে মুনিবর,) যমদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়,—ইহা পূর্ব্বে কোথাও শুনা যায় নাই, সুতরাং এই বিষয়ে সকল লোকের সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনি ব্যতীত আর কেহই সেই সংশয় ছেদন করিতে পারিবে না—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতএব কৃপা করিয়া সেই সংশয় দূর করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কুতশ্চন ; হে ঋষে, কস্মাদপি ন শ্রুতপূর্ব্বঃ এতৎ এতম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুতশ্চন'—হে ঋষিপ্রবর !

যমরাজের দণ্ডভঙ্গের কথা ইহার পূর্ব্বে কাহারও মুখ হইতে শোনা যায় নাই ॥ ২ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ভগবৎপুরুষৈ রাজন্ যাম্যাঃ প্রতিহতোদ্যমাঃ ।
পতিং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্যমং সংযমনীপতিম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ভগবৎপুরুষৈঃ (ভগবৎপার্ষদৈঃ) প্রতিহতোদ্যমাঃ (প্রতিহতঃ উদ্যমঃ যেষাং তে) যাম্যাঃ (যমদূতাঃ) পতিং (স্বপতিং) সংযমনীপতিং যমঃ বিজ্ঞপয়ামাসুঃ (সর্ব্বং প্রোচুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, ভগবৎপার্ষদগণ দ্বারা ভগ্নোদ্যম যমদূতগণ, সংযমনীপুরীর অধীশ্বর প্রভু যমকে সমস্তবৃতান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩ ॥

———

যমদূতা ঊচুঃ—

কতি সন্তীহ শাস্তারো জীবলোকস্য বৈ প্রভো ।
ত্রৈবিধ্যং কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ফলাভিব্যক্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যমদূতাঃ ঊচুঃ—(হে) প্রভো, ইহ জীবলোকস্য শাস্তারঃ (দণ্ডধারিণঃ) কতি সন্তি ? ত্রৈবিধ্যং (ত্রিবিধং সত্ত্বাদিগুণত্রয়হেতুকং পুণ্যপাপমিশ্রাত্মকং) কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ (জীবলোকস্য) ফলাভিব্যক্তিহেতবঃ (কর্ম্মফলস্য অভিব্যক্তিহেতবঃ চ কতি সন্তি) ? ৪ ॥

অনুবাদ—যমদূতগণ কহিল,—হে প্রভো, এই জীবলোকের শাসনকর্ত্তা কয়জন ? সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে শুভাশুভ কর্ম্মকারি জীবসমূহের কর্ম্মফলপ্রকাশক হেতুই বা কয়টী ? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বলোকপরাভবপ্রদা বয়মপ্যেবং পরাভবং সহামহে, তদদ্য তেষাং চতুর্ণাং চতুর্ভুজানাং শাস্তিং কারয়িত্বা তমেবাজামিলং নরকমেবানেষ্যামঃ, যদ্যানেতুং ন শক্নুমস্তর্হ্যস্য খদ্যোতস্য দৃত্যমেবাতঃপরং ন কুর্ম্ম ইত্যন্তঃকোপগদ্গদাক্ষরঃ সাক্ষেপমাহুঃ—কতীতি ত্রৈবিধ্যং ত্রিবিধম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকল প্রাণীর তিরস্কারকারী আমরাও কি এইরূপ পরাভব সহ্য করিব ? অতএব আজ সেই চারিজন চতুর্ভুজের শাস্তি বিধান করাইয়া, সেই অজামিলকেই এই নরকে লইয়া আসিব, যদি আনিতে না পারি, তবে এই খদ্যোতের (খদ্যোতসদৃশ নিষ্প্রভ যমরাজের) দূত্যই ইহার পর আর করিব না—এইরূপ অন্তঃকরণে কোপযুক্ত হইয়া গদ্‌গদ-বাক্যে আক্ষেপের সহিত যমদূতগণ বলিলেন—'কতি' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই জীবলোকের শাস্তা কতজন আছেন ? 'ত্রৈবিধ্যং'—ত্রিবিধ (অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক তিন প্রকার ব্যাপার দ্বারা জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের কর্ম্মফলদাতা ও শাসনকর্ত্তা কতজন আছেন ?—এই ভাব ।) ॥ ৪ ॥

———

যদি স্যুর্বহবো লোকে শাস্তারো দণ্ডধারিণঃ ।
কস্য স্যাতাং ন বা কস্য মৃত্যুশ্চামৃতমেব বা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদি লোকে শাস্তারঃ দণ্ডধারিণঃ বহবঃ স্যুঃ, (তর্হি) মৃত্যুঃ (পাপফলং নরকাত্মকং দুঃখম্) অমৃতং (পুণ্যফলং স্বর্গাত্মকং সুখম্) এব বা কস্য স্যাতাং (ন কস্যাপি ইত্যর্থঃ) ; কস্য বা ন (স্যাতাং সর্ব্বস্যাপি স্যাতামিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—যদি বহবঃ শাস্তারঃ স্যুঃ, তর্হি শাস্তৃণাং বিপ্রতিপত্তৌ সুখদুঃখে কস্যাপি ন স্যাতাং পরস্পরবিরোধেন উভয়োঃ অপি প্রতিবন্ধাৎ ঐকমত্যে তু একঃ সুখং কর্ত্তুমিচ্ছতি, দুঃখং চ অন্যঃ, তয়োঃ চ অন্যোহন্য কার্য্যানুমোদনেন সর্ব্বেষামপি সুখদুঃখে স্যাতাম্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যদি জগতে বহু দণ্ডধারী শাসনকর্ত্তা থাকেন, তবে তাঁহাদের পরস্পর মত বিরোধ-হেতু কাহারও বা পাপ-ফল (দুঃখ) কি পুণ্যফল (সুখ), কিছুই লভ্য হয় না, আবার ঐ মতের ঐক্য-হেতু কাহারও পক্ষে উভয়েরই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সন্তু বহবস্তত্র কো বাধ ইত্যত আহুঃ—যদীতি, কর্ম্মফলং হি দ্বিবিধং মৃত্যুর্নরকম্ অমৃতং স্বর্গঃ তয়োর্দ্বয়োরেব সত্ত্বমারোপয়িতুমিচ্ছতাং তেষাং মধ্যে কস্য তে দ্বে স্যাতামপি তু বিরোধে সতি নরকস্যাপীত্যর্থঃ । দৈবাদৈকমত্যেন তেষামবিরোধে সতি কস্য বা ন স্যাতামপি তু তে দ্বে অপি সর্ব্বস্য স্যাতাং

ন ত্বেকং বিনিগমনাভাবাদিতি। পুনর্বিরোধ এব ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—বহু শাসনকর্ত্তা থাকে, থাকুন, তাহাতে বিরোধ কোথায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যদি' ইত্যাদি। কর্ম্মফল দুই প্রকার—মৃত্যু অর্থাৎ নরক এবং অমৃত বলিতে স্বর্গ, সেই দুইটির অধিকার লইয়া সেই সকল শাসনকর্ত্তা-দিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ তাঁহাদের একজন কোন লোককে স্বর্গে এবং অপর জন নরকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, সেই ব্যক্তির স্বর্গ বা নরক কিছুই লভ্য হইতে পারে না। 'দৈবাদ্ ঐকমত্যেন'—দৈববশতঃ যদি তাঁহাদের এক মতও হয়, অর্থাৎ উভয়েই যদি উভয়ের মত স্বীকার করেন, তাহা হইলে সকল জীবেরই উভয়ের মতানুযায়ী স্বর্গ ও নরক (সুখ ও দুঃখ) দুইটিই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু একটি নহে, যেহেতু বিনিগমনের (সিদ্ধান্তের) অভাব। তাহাতে পুনরায় বিরোধই উপস্থিত হইবে—এই ভাব ॥ ৫ ॥

কিন্তু শাস্তৃবহুত্বে স্যাদ্বহূনামিহ কর্ম্মিণাম্।
শাস্তৃত্বমুপচারো হি যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বহূনাং কর্ম্মিণাং (ব্যবস্থয়া) শাস্তৃ-বহুত্বে (যৎ) শাস্তৃত্বং, (তৎ) স্যাৎ (ঘটেত) কিন্তু (তত্তু) যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ (একদেশবৃত্তিত্বাৎ) উপচারং (উপচারমাত্রং স্যাৎ,—নিরঙ্কুশত্বাভাবাৎ চক্র-বর্ত্তিবন্মুখ্যম্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মিগণ—বহু; তাহাদের কর্ম্মফলের ব্যবস্থার জন্য শাসনকর্ত্তাও বহু হইতে পারেন, কিন্তু যেমন মণ্ডলবর্ত্তী অনেকানেক অধীনস্থ ব্যক্তিকেও শাসনকর্ত্তা বলা যায়, সেইরূপ ঐসকল শাসনকর্ত্তা-দিগের শাসন-কর্ত্তৃত্ব—ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ। কর্ম্মিগণের প্রকারভেদও বহু; তাহাদের কর্ম্মফলদাতা শাসনকর্ত্তাও বহু হইতে পারেন, তাহাতে দোষ হয় না; কারণ ঐসকল মণ্ডলবর্ত্তী শাস্তৃবর্গের শাস্তৃত্ব—গৌণ অর্থাৎ একজন চক্রবর্ত্তী মুখ্য-শাসনকর্ত্তার অধীন হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বহূনাং কর্ম্মিণাং ব্যবস্থয়ৈব বহবঃ শাস্তারো ভবন্তু, তথা সতি নায়ং দোষঃ স্যাত্ত-ত্রাহঃ—কিন্ত্বিতি। সর্ব্বশাস্তৃর্য্যেব শাস্তৃত্বং মুখ্যম্ একদেশে তূপচার এব। যথা চক্রবর্ত্তিনঃ এব মুখ্যং শাস্তৃত্বং মণ্ডলবর্ত্তিনাং কর্ম্মিণাং ত্বৌপচারিকং নির-ঙ্কুশত্বাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—জগতে বহু কর্ম্মী, তাহাদের বিভিন্ন কর্ম্মফলের ব্যবস্থার জন্যই বহু শাসনকর্ত্তা থাকুন, তাহা হইলে এই দোষ হয় না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কিন্তু' ইত্যাদি। সর্ব্ব শাসকগণের মধ্যেও একজনেরই মুখ্য শাসন-কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, অপর সকলের ঔপচারিক (গৌণ)। 'যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাং'—যেমন এই জগতে চক্রবর্ত্তী, অর্থাৎ সম্রাটেরই মুখ্য শাসন-কর্ত্তৃত্ব, তদধীনস্থ মণ্ডলবর্ত্তী শাস্তৃবর্গের কর্ত্তৃত্ব গৌণরূপেই স্বীকার্য্য, যেহেতু তাহা-দের নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব নাই ॥ ৬ ॥

অতস্ত্বমেকো ভূতানাং সেশ্বরাণামধীশ্বরঃ।
শাস্তা দণ্ডধরো নৃণাং শুভাশুভবিবেচনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাদেবং শাস্তৃবহুত্বং মুখ্যতয়া ন ঘটতে) অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) সেশ্বরাণাং (দেবৈঃ সহিতানাং) ভূতানাং ত্বম্ একঃ (এব) অধীশ্বরঃ (স্বামী) শাস্তা দণ্ডধরো (চ); নৃণাম্ (অধিকারি-ণাং) শুভাশুভবিবেচনঃ (পুণ্যপাপনির্ণয়কৃদ্দণ্ডধরঃ পাপিনাং শাস্তিরূপ-দুঃখদঃ পুণ্যবতাং সুখদশ্চ ইতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মুখ্য-শাসনকর্ত্তা একজনই হন, বহু হইতে পারেন না। অতএব আপনিই যে দেবগণ-সহিত সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর এবং মনুষ্যগণের পাপ-পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্ত্তা,—আমরা ইহাই জানিতাম্ ॥ ৭ ॥

তস্য তে বিহিতো দণ্ডো ন লোকে বর্ত্ততেঽধুনা।
চতুর্ভিরদ্ভুতৈঃ সিদ্ধৈরাজ্ঞা তে বিপ্রলম্ভিতা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (এবং প্রভাবস্য) তে (তব) বিহিতঃ (নিরূপিতঃ) দণ্ড লোকে অধুনা ন বর্ত্ততে; (ন প্রবর্ত্ততে, যতঃ) চতুর্ভিঃ অদ্ভুতৈঃ (অদ্ভুতরূপৈঃ)

সিদ্ধৈঃ তে (তব) আজ্ঞা বিপ্রলম্ভিতা (বঞ্চিতা উল্লঙ্ঘিতা ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(কিন্তু) এখন দেখিতেছি,—লোকে আপনার বিহিত দণ্ড আর গ্রাহ্য হইতেছে না। চারিজন অদ্ভুত-মূর্ত্তি সিদ্ধপুরুষ আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গেল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রলম্ভিতা বঞ্চিতা খণ্ডিতেত্যর্থঃ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রলম্ভিতা'—বঞ্চিত, খণ্ডিত হইয়াছে (অর্থাৎ চারিজন অদ্ভুত সিদ্ধপুরুষের দ্বারা আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইয়াছে) ॥ ৮ ॥

———

নীয়মানং তবাদেশাদস্মাভির্য্যাতনাগৃহান্।
ব্যমোচয়ন্ পাতকিনং ছিত্ত্বা পাশান্ প্রসহ্য তে ॥৯॥

অন্বয়ঃ—তবাদেশাৎ (তব আজ্ঞাতঃ) অস্মাভিঃ যাতনা-গৃহান্ (প্রতি) নীয়মানং পাতকিনম্ (অজামিলং) প্রহস্য (বলাৎকারেণ) পাশান্ ছিত্ত্বা তে (সিদ্ধপুরুষাঃ ব্যমোচয়ন্ (মোচয়ামাসুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমরা আপনার আদেশে একজন পাতকীকে যাতনা-গৃহে লইয়া আসিতেছিলাম। সেই সিদ্ধ-পুরুষগণ বলপূর্ব্বক তাহার পাশ-বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাকে মোচন করিয়া দিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কেন প্রকারেণেত্যত আহুঃ—নীয়মানমিতি। তেন তানত্রানীয় যদি তদপরাধদণ্ডং দাতুং ত্বং পারয়িষ্যসি তদৈব ত্বং শাস্তা অস্মাকমপি দুঃখাগ্নিনির্ব্বাতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে আমার আদেশ খণ্ডিত হইল? তাহাতে বলিতেছেন—'নীয়মানং' ইত্যাদি (অর্থাৎ আমরা আপনার আদেশে একজন পাপীকে বন্ধন করিয়া নরকে লইয়া আসিতেছিলাম, এই অবস্থায় সেই চারিটি পুরুষ সবলে পাশবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক পাপীকে মুক্ত করিয়া দিলেন)। ইহাতে আপনি যদি তাহাদিগকে এখানে আনিয়া তাহাদের অপরাধের দণ্ড দিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনি শাস্তা (উপযুক্ত শাসক), এবং তাহাতে আমাদের দুঃখাগ্নিও নির্ব্বাপিত হইবে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

———

তাংস্তে বেদিতুমিচ্ছামো যদি নো মন্যসে ক্ষমম্।
নারায়ণেত্যভিহিতো মা ভৈরিত্যাযযুর্দ্রুতম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নারায়ণ ইতি অভিহিতে (সতি) মাভৈঃ (ভয়ং মা কুরু ইতি বদন্তঃ) দ্রুতং (শীঘ্রম্) আযযু (যে আগতাঃ) তান্ তে (ত্বৎসকাশাৎ) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ; যদি নঃ (অস্মাকং) ক্ষমং (হিতং) মন্যসে (তর্হি বদ, অন্যথা অজ্ঞানতস্তদবজ্ঞানেন তবাপি অনর্থং স্যাৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ পাতকীর মুখে "নারায়ণ" এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র তাহারা "মাভৈর্মাভৈঃ" (ভয় নাই, ভয় নাই) বলিতে বলিতে দ্রুতগতি তথায় উপস্থিত হইল। আপনার নিকট আমরা তাহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। প্রভো, আপনি যদি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, তবে বলুন,—তাহারা কে? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তে স্বপ্রভুস্থানং গতাঃ সম্প্রতি কে তানত্রানয়স্ত, যতো দণ্ডয়ামীতি চেত্তত্রাহুঃ—তাংস্তে ত্বত্তো মহাসর্ব্বজ্ঞত্বাৎ বেদিতুমিচ্ছামঃ। কস্য তে দূতাঃ ক্ব বসন্তীতি আনেষ্যামস্তু বলাদ্বয়মেবেতি ভাবঃ। যদি নঃ ক্ষমং হিতং মন্যসে, অন্যথা পরাভবাসহিষ্ণুতয়া বয়ং মরিষ্যাম এবেতি ভাবঃ। তান্ জ্ঞাতুং তেষাং চেষ্টিতং কিমপি ব্রূথেতি চেদহো হন্তাদ্ভুতং তেষাং ধার্ষ্ট্যমিত্যাহুঃ—নারেতি। মাভৈর্মাভৈষীরিতি পাপিনমপ্যূচুরহো অন্যায় ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, তাঁহারা এখন নিজ প্রভুর স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদিগকে কে এখানে লইয়া আসিবে, যাহাতে দণ্ড প্রদান করিব? তাহাতে বলিতেছেন—'তান্ তে', আপনি সর্ব্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনার নিকট হইতে তাঁহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা কাহার দূত, কোথায় বাস করেন? আমরাই বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আসিব। 'যদি নঃ ক্ষেমং'—আর যদি আমাদের হিত ইচ্ছা করেন, অন্যথা এই পরাভব সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা মরিয়াই যাইব—এই ভাব। তাঁহারা কে—ইহা বুঝিতে হইলে, তাহাদের 'চেষ্টিতং'—কার্য্যকলাপ কিছু বল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অহো! তাঁহাদের কি

অদ্ভুত ধৃষ্টতা (ঔদ্ধত্য)। ঐ পাপী 'নারায়ণ'—এরূপ বলামাত্রই তাঁহারা 'মা ভৈঃ'—ভয় করিও না, ভয় করিও না, এইরূপ বলিতে বলিতে সেখানে অতিসত্বর উপস্থিত হইলেন, পাপীকেও (সান্ত্বনা বাক্য) বলিলেন, অহো! অত্যন্ত অন্যায়—এই ভাব ॥ ১০ ॥

— —

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

ইতি দেবঃ স আপৃষ্টঃ প্রজাসংযমনো যমঃ।
প্রীতঃ স্বদূতান্ প্রত্যাহ স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ॥১১

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,...ইতি (ইত্যেবং) সঃ আপৃষ্টঃ প্রজাসংযমনঃ (প্রজানাং সংযমনঃ) যমঃ দেবঃ (নারায়ণ-নাম শ্রবণেন) প্রীতঃ (সন্) হরেঃ পাদাম্বুজং স্মরন্ স্বদূতান্ প্রতি আহ (স্ম) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—দূতগণের এইরূপ প্রশ্নে 'নারায়ণ' এই নাম-শ্রবণে পরম-প্রীত প্রজাসংযমনকারী যমদেব শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া স্বীয় দূতগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—স্মরন্ প্রীত ইতি নারায়ণ-নাম-শ্রবণমাত্রাদেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্মরন্ প্রীতঃ'—নারায়ণ—এই নাম শ্রবণমাত্রেই প্রীত হইয়া (তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক যমরাজ নিজ দূতগণকে বলিতে লাগিলেন।) ॥ ১১ ॥

———

যম উবাচ—

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্‌যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্‌যস্য বশে চ লোকঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যমঃ উবাচ,—(যূয়ং যং পরং জানীথ, তস্মাৎ) মদন্যঃ (মত্তঃ অন্যঃ মদুপলক্ষিতেভ্যঃ ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদিভ্যঃ অপি অন্যঃ) পরঃ (উৎকৃষ্টঃ অধীশ্বরঃ) জগতঃ (জঙ্গমস্য) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য অস্তি ; অহং তু জঙ্গমানামেব তত্রাপি নৃণাং পাপিনাম্ এব তৎকিঙ্করঃ সন্ ঈশ্বরঃ ; স তু সর্ব্বেশ্বরঃ)। যদংশতঃ (যস্য তু অংশেভ্যঃ বিষ্ণু-ব্রহ্মা-রুদ্রেভ্যঃ) অস্য (বিশ্বস্য) স্থিতিজন্মনাশাঃ (যথাক্রমং স্থিতিঃ পালনং জন্ম উৎপত্তিঃ নাশঃ প্রলয়শ্চ ভবতি) ; যত্র (যস্মিন্ ভগবতি ঊর্দ্ধ্‌তির্য্যক্ তন্তুষু) পটবৎ বিশ্বম্ ওতং প্রোতম্ ; নসি (নাসিকায়াম্) ওতবৎ (রজ্জুনিবদ্ধঃ বলিবর্দ্দবৎ) লোকঃ যস্য (ঈশ্বরস্য) বশে চ (বর্ত্ততে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যম কহিলেন,—(হে দূতগণ), তোমরা আমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, কিন্তু তাহা নহে। আমা হইতে, তথা, ইন্দ্র-চন্দ্র-প্রমুখ লোকপালক হইতেও শ্রেষ্ঠ একজন অখিল-চরাচরের অধীশ্বর আছেন। তাঁহারই অংশভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় এই বিশ্ব তাঁহাতেই ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত। বিদ্ধনাস বলীবর্দ্দের ন্যায় লোক-সকল তাঁহারই বশবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কিমরে অপরাধিনঃ প্রলপথ তত্ত্বং শৃণুথেত্যাহ—পর ইতি। যং মাং লোকশাস্তারং জানীথ তস্মান্মত্তোঽপি মদুপলক্ষিতেভ্য ইন্দ্রাদিভ্যোঽপি পরঃ শ্রেষ্ঠোঽধীশ্বরোঽস্তি। অহন্তু জঙ্গমানামেব তত্রাপি পাপিনামেব ; তত্রাপি তৎ কিঙ্কর ; স তু সর্ব্বেশ্বরঃ। কোঽসৌ যত্র যস্মিন্ বিশ্বমোতং প্রোতঞ্চ ঊর্দ্ধ্‌তির্য্যক্-তন্তুষুপটবৎ ; যদংশেভ্যো বিষ্ণু-রুদ্রেভ্যঃ, নস্যোতবন্নসি প্রোত-বলীবর্দ্দবৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরে অপরাধিগণ! কি প্রলাপ বকিতেছ? যথার্থ কথা শ্রবণ কর', ইহা বলিতেছেন—'পরঃ' ইত্যাদি। যে আমাকে তোমরা লোকসকলের শাস্তা বলিয়া জান, সেই আমা অপেক্ষাও এবং আমার ন্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণ অপেক্ষাও, 'পরঃ'—শ্রেষ্ঠ এক অধীশ্বর আছেন। আর, আমি কেবল জঙ্গমদের, তন্মধ্যেও পাপিগণেরই মাত্র শাসনকর্ত্তা। তাহাতে আবার আমি নিজেই তাঁহারই কিঙ্কর, আর তিনি সকলেরই ঈশ্বর (নিয়ামক)। তিনি কে জানিতে চাও? 'যত্র'—যাঁহার মধ্যে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, যেমন তন্তুসমূহের মধ্যে বস্ত্র ঊর্দ্ধ্ব ও তির্য্যগ্‌ভাবে গ্রথিত থাকে। যাঁহার অংশস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র হইতে (এই ব্রহ্মাণ্ডের

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য সাধিত হয়)। 'নস্যোতবৎ'—নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দগণের ন্যায় (এই জীবগণ নিরন্তর তাঁহারই বশীভূত রহিয়াছে।)॥১২॥

মধ্ব—

ওতং প্রোতং পটবৎ।

যথা কন্থা-পটাঃ সূত্র ওতাঃ প্রোতাশ্চ সংস্থিতাঃ।

এবং বিষ্ণাবিদং বিশ্বমোতং প্রোতং চ সংস্থিতম্॥

ইতি স্কান্দে॥ ১২॥

যো নামভির্বাচি জনং নিজায়াং
বধ্নাতি তন্ত্র্যামিব দামভির্গাঃ।
যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম্ম-
নিবন্ধবদ্ধাশ্চকিতা বহন্তি॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ঈশ্বরঃ) নিজায়াং (স্বস্মাৎ প্রাদুর্ভূতায়াং) বাচি (বেদলক্ষণায়াং বাগ্‌রূপায়াং) তন্ত্র্যাং (রজ্জ্বাং দামন্যাং) দামভিঃ গাঃ ইব (যথা রজ্জুখণ্ডৈঃ বলীবর্দ্দাবন্ ধ্নাতি তথা) নামভিঃ (ব্রাহ্মণাদি-নামভিঃ) জনং বধ্নাতি (তত্তদধিকার প্রাপ্তকর্ম্মসু প্রযোজয়তি); তে ইমে (জনাঃ) নামকর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ (নামকর্ম্মভিঃ নিবদ্ধৈঃ দৃঢ়বন্ধসাধনৈঃ বদ্ধাঃ) চকিতাঃ (অতএব ভীতাঃ সন্তঃ) যস্মৈ বলিং বহন্তি (যদধীনাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি; স্ব-স্ব কর্ম্মভিঃ যমারাধয়ন্তি চ সঃ সর্ব্বেশ্বরঃ ইত্যর্থঃ)॥ ১৩॥

অনুবাদ—লোকে যেমন রজ্জুদ্বারা বলীবর্দ্দকে বন্ধন করে, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ স্বীয় বেদ-বাক্যে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ-বন্ধনে লোক সকলকে আবদ্ধ করিয়াছেন; তাহারা ঐ নাম ও কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সভয়ে তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিতেছে অর্থাৎ নিজ-নিজ-কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতেছে॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ—এতদেব প্রপঞ্চয়তি—য ইতি। বাচি বেদলক্ষণায়াং নামানি ব্রাহ্মণাদীনি কর্ম্মাণি যজনাদীনি তৈরেব নির্ব্বন্ধৈর্নির্ব্বন্ধকৈর্বদ্ধাঃ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিবৃত করিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'বাচি'—বেদরূপ তাঁহার আদেশবাণীতে, 'নামানি'—ব্রাহ্মণাদি নামসকল এবং যজনাদি কর্ম্মসকলের দ্বারা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া (অর্থাৎ এই লোকসমুদয় ঐ সকল নাম ও তদুচিত কর্ম্মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চকিতভাবে তাঁহারই অধীনরূপে কার্য্য করিতেছে।)॥ ১৩॥

অহং মহেন্দ্রো নির্ঋতিঃ প্রচেতাঃ
সোমোঽগ্নিরীশঃ পবনো বিরিঞ্চিঃ।
আদিত্য বিশ্বে বসবোঽথ সাধ্যা
মরুদ্গণা রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ॥ ১৪॥
অন্যে চ যে বিশ্বসৃজোঽমরেশা
ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্টরজস্তমস্কাঃ।
যস্যেহিতং ন বিদুঃ স্পৃষ্টমায়াঃ
সত্ত্বপ্রধানা অপি কিং ততোঽন্যে॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—অহং (যমঃ) মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) নির্ঋতিঃ প্রচেতাঃ (বরুণঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) অগ্নিঃ ঈশঃ (মহাদেবঃ) পবনঃ (বায়ুঃ) বিরিঞ্চিঃ (ব্রহ্মা) আদিত্য বিশ্বে (আদিত্যঃ সূর্য্যঃ বিশ্বঃ বিশ্বাবসুঃ) বসবঃ (অষ্টবসবঃ) অথ সাধ্যাঃ মরুদ্গণাঃ রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ অন্যে চ যে বিশ্বসৃজঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) অমরেশাঃ (অমরাণামীশাঃ বৃহস্পত্যাদয়ঃ) অস্পৃষ্টরজস্তমস্কাঃ (ন স্পৃষ্টং রজস্তমশ্চ যৈঃ তে রজস্তমোভ্যাম্ অস্পৃষ্টাঃ) সত্ত্বপ্রধানাঃ (সত্ত্বং প্রধানং যেষাং তে তথাভূতাঃ) ভৃগ্বাদয়ঃ (অপি) যস্য (ভগবতঃ) ঈহিতং (চেষ্টিতং) ন বিদুঃ (জানন্তি); ততঃ (তেভ্যঃ) অন্যে স্পৃষ্টমায়াঃ (মায়য়া মোহিতাঃ মায়াভিভূতাঃ জনাঃ মানুষাঃ) অপি কিং (কথং জানন্তি,—নৈবেত্যর্থঃ॥ ১৪-১৫॥

অনুবাদ—আমি, ইন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, মহাদেব, পবন, ব্রহ্মা, সূর্য্য, বিশ্বাবসু, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, মরীচিপ্রভৃতি অন্যান্য বিশ্বস্রষ্টা, বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং রজস্তমোগুণ যাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই ভৃগুপ্রভৃতি সত্ত্বপ্রধান মুনিগণও যাঁহার লীলা-চেষ্টা জানিতে অসমর্থ, তাঁহাকে মায়ামোহিত অন্য জীব কি প্রকারে জানিতে পারিবে? ১৪-১৫॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং স মদ্বিধেভ্যঃ পর এব, কিন্তু বয়ং বিরিঞ্চিপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি স কদা কিং কুর্য্যাদিত্যপি ন বিদ্ম ইত্যাহ—অহমিতি। ঈহিতং

চিকীর্ষিতং ; তদুক্তং—"ন হ্যস্য কর্হিচিদ্ রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্। যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তে কবয়োঽপি হি।" ইতি, অস্পৃষ্ট-রজস্তমস্কা অপি স্পৃষ্টা সত্ত্বময়ী মায়া যৈর্যতঃ সত্ত্বপ্রধানাঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি কেবল আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই নহেন, অধিকন্তু আমরা বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও, তিনি কখন কি করিবেন—ইহাও জানিতে পারি না, ইহা বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি শ্লোকে। 'ঈহিতং'—ঈহিত বলিতে চেষ্টা, অর্থাৎ তাঁহার কি করিবার অভিপ্রায়। যেমন উক্ত হইয়াছে—'ন হ্যস্য কর্হিচিদ্ রাজন্!" (১৷৯৷১৬), অর্থাৎ শ্রীভীষ্মদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে রাজন্! এই যে শ্রীকৃষ্ণ কি করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার শক্তি নাই, পণ্ডিতেরাও তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া মুগ্ধ হন। 'অস্পৃষ্ট-রজস্তমস্কাঃ'—রজঃ ও তমোগুণ যাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, অথচ 'স্পৃষ্ট-মায়াঃ'—সত্ত্বময়ী মায়া যাঁহাদের দ্বারা স্পৃষ্টা হইয়াছেন, অতএব সত্ত্বপ্রধান (অর্থাৎ ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ রজঃ ও তমোগুণের সংস্পর্শমুক্ত সত্ত্বগুণ প্রধান হইয়াও, যাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেনা, আর মায়ার স্পর্শযুক্ত অন্য জীবগণ কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইবে ?) ॥১৪-১৫॥

———

যং বৈ ন গোভির্মনসাসুভির্বা
হৃদা গিরা বাসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা আকৃতয়ঃ (রূপাণি কর্ম্মভূতানি) ততঃ পরম্ (আকৃতীনাং প্রকাশকং) চক্ষুঃ (যথা ন পশ্যন্তি, তথা) অসুভৃতঃ (জীবাঃ) আত্মনাং (স্থাবরজঙ্গম-শরীরিণাং জীবানাম্) অন্তর্হৃদি সন্তম্ (অন্তর্য্যামিতয়া বিদ্যমানম্) আত্মানং (সর্ব্বব্যাপকম্ আত্মস্বরূপং দ্রষ্টারম্ ঈশ্বরং) যং গোভিঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) মনসা (অন্তঃকরণেন) অসুভিঃ বা (প্রাণৈঃ) হৃদা (হৃদয়েন) গিরা বা (বাক্যেন চ) ন বিচক্ষতে (ন পশ্যন্তি, ন জানন্তি, ন প্রাপ্নুবন্তি চ এবম্ভূতঃ পরমেশ্বরোঽস্তি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শরীরের গঠনসমূহ যেমন চক্ষুকে দর্শন করিতে পারে না, জীবও সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গমের অন্তরে আন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান্ শ্রীভগবানকে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয় অথবা বাক্যদ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বতীন্দ্রিয়ত্বাৎ সুতরামেব ন জানীম ইত্যাহ—যমিতি। গোভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ মনসা সবিকল্পতয়া অসুভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ হৃদা চিত্তেন নির্ব্বিকল্পতয়া চ ন বিচক্ষতে ন জানন্তি, আত্মনাং জীবানামনেকেষাম্ একমেবাত্মানমন্তর্য্যামিনম্। আকৃতয়ো রূপাণি চক্ষুর্যথা কর্ম্মভূতং ততঃ প্রকাশ্যেভ্যঃ পরং প্রকাশকম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাকে বিশেষভাবে আমরা কেহই জানিতে পারি না, ইহা বলিতেছেন—'যম্' ইত্যাদি। 'গোভিঃ'—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, সবিকল্পক মনের দ্বারা, 'অসু' বলিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং 'হৃদা'—নির্ব্বিকল্পক চিত্তের দ্বারা, 'ন বিচক্ষতে'—যাঁহাকে জানিতে কেহই পারে না। 'আত্মনাং আত্মানং'—অনেক জীবের একমাত্র আত্মা অন্তর্য্যামিকে। 'চক্ষুর্যথা আকৃতয়ঃ'—আকৃতি বলিতে রূপসমূহ যেমন নিজের প্রকাশক চক্ষুকে প্রকাশ করিতে পারে না, 'ততঃ পরং'—প্রকাশকগণেরও শ্রেষ্ঠ প্রকাশক যাঁহাকে (ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করিতে অসমর্থ, এই প্রকার অধীশ্বর একজন-মাত্রই আছেন।) ॥ ১৬ ॥

———

তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ
পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ।
প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরা-
শ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মতন্ত্রস্য (সর্ব্বথা স্বাধীনস্য) অধিশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতেঃ মহাত্মনঃ তস্য হরেঃ তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ (তস্যৈব রূপং চতুর্ভুজাদিবিশিষ্টং গুণাঃ প্রভাবাদয়ঃ স্বভাবঃ ভক্তবাৎসল্যাদিঃ যেষাং তে) মনোহরাঃ (সুকুমারাঃ) দূতাঃ ইহ বৈ প্রায়েণ চরন্তি (পরিভ্রমন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সম্পূর্ণ স্বাধীন, সকলের অধীশ্বর,

মায়াধীশ মহাত্মা পরম পুরুষ শ্রীহরির রূপ, গুণ ও স্বভাবাদি যেরূপ তাঁহার মনোহর অনুচরদিগেরও স্বভাবাদি—প্রায় সেইরূপ ; তাঁহারা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভবত্ত্বেবম্ভূতঃ পরমেশ্বরস্তং ন জিজ্ঞাসামহে যে ত্বস্মান্নির্ভৎস্য পাতকিনং ররক্ষুস্তে কে ইত্যত আহ—তস্যেতি। প্রায়েণ মনোহরা ইতি যুষ্মাকন্তু ন মনোহরা ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এবম্বিধ পরমেশ্বর হউন, তাঁহাকে জানিতে চাহিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা আমাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক পাতকীকে রক্ষা করিলেন, তাঁহারা কে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি, সেই পরমেশ্বর শ্রীহরির দূতগণ (পার্ষদবৃন্দ) প্রায় তাঁহার তুল্যই মনোহর। 'মনোহর'—ইহা বলায়, তোমাদের বোধ হয় মন হরণ করেন নাই, এই ভাব ॥ ১৭ ॥

———

ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি
দুর্দ্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি।
রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো
মত্তশ্চ মর্ত্ত্যানথ সর্ব্বতশ্চ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সুরপূজিতানি (সুরৈঃ অপি পূজিতানি) দুর্দ্দর্শলিঙ্গানি (দুর্দ্দর্শানি দ্রষ্টুমপ্যশক্যানি লিঙ্গানি মূর্ত্তয়ঃ যেষাং তানি) মহাদ্ভুতানি অলৌকিক-রূপাণি) বিষ্ণোর্ভূতানি (ভৃত্যাঃ ভগবদনুচরাঃ) তদ্ভক্তিমতঃ (ভগবদ্ভক্তান্) মর্ত্ত্যান্ (মানবান্) পরেভ্যঃ (কাল-কর্ম্মাদিভ্যঃ শত্রুভ্যঃ) মত্তঃ (যমাৎ অপি) অথ সর্ব্বতশ্চ (অগ্ন্যাদিভ্যশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদৈব) রক্ষন্তি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর সেই ভৃত্যগণ দেবতাদিগেরও পূজ্য ; তাঁহাদের অলৌকিক রূপদর্শন—অতিশয় দুর্ল্লভ ; তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত মানবদিগকে শত্রুর কবল হইতে, আমা হইতে, এবং অগ্নিজলাদি দৈব-দুর্ব্বিপাক হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সুরপূজিতানীতি রে মূর্খাস্তান্ অপূজিতবন্তো যূয়মপরাধিন এবেতি ভাবঃ। তদ্ভক্তিমতো বিষ্ণুভক্তান্ মত্তশ্চেতি বয়ং কে বরাকা ইতি ভাবঃ ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরপূজিতানি'—শ্রীহরির সেই দূতগণ দেবতাদিগেরও পূজনীয়, ইহাতে অরে মূর্খগণ ! তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া তোমরা অপরাধীই—এই ভাবার্থ। 'তদ্ভক্তিমতঃ'—শ্রীহরির ভক্তগণকে তাঁহারা শত্রুর নিকট হইতে, আমার নিকট হইতে, এবং অগ্নি, জল প্রভৃতির উৎপাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। 'মত্তশ্চ'—এবং আমা হইতে, ইহা বলায়, 'বয়ং কে বরাকাঃ'—তাঁহাদের নিকট আমরা কে ? অতিতুচ্ছ—এই ভাব ॥ ১৮ ॥

———

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়োনাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ধর্ম্মং তু ঋষয়ঃ (সত্ত্বপ্রধানাঃ কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-রতাঃ মহান্তঃ ঋষয়ঃ অপি) বৈ (নিশ্চিতং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি); নাপি দেবাঃ ন চ সিদ্ধমুখ্যাঃ (ন চ) অসুরাঃ (ন চ) মনুষ্যাঃ (ন চ) বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ কুতঃ নু (কুতঃ বিদুঃ ?—নৈব জানন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সত্য-ধর্ম্মটী সাক্ষাদ্‌ভগবদ্‌প্রণীত, ভৃগুপ্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ, কেহই জানেন না ; বিদ্যাধর ও চারণদিগের কথা আর কি বলিব ? ১৯॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবঞ্চেত্তর্হি তে কথমধর্ম্মপক্ষপাতিন ইতি চেদ্ধর্ম্মতত্ত্বং যুষ্মদ্বিধা মূঢ়া কুতো জ্ঞাস্যন্তি ? মহাবিদ্বাংসো মুনয়োঽপি ন জানন্তীত্যাহ—ধর্ম্মমিতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাঁহারা যদি এইরূপই হন, তবে কিজন্য অধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন ? ইহার উত্তরে—তোমাদের মত মূর্খজন কি প্রকারে ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবে ? মহাবিদ্বান্ মুনিগণও ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—'ধর্ম্মম্' ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

———

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহলাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥২০॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বাম‍ৃতমশ্নুতে ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভটাঃ, (হে দূতাঃ), স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) নারদঃ শম্ভুঃ (শিবঃ) কুমারঃ (চতুঃসনঃ) কপিলঃ মনুঃ (স্বায়ম্ভুবঃ) প্রহলাদঃ জনকঃ ভীষ্মঃ বলিঃ বৈয়াসকিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) বয়ং (যমঃ অহ-মিতি—গৌরবে বহুবচনম্) এতে দ্বাদশ ভাগবতং ধর্ম্মং বিজানীমঃ (বিদ্মঃ); গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধম্ (অন্যৈঃ দুর্জ্ঞেয়ং) যং (ভাগবতং ধর্ম্মং) জ্ঞাত্বা (জনঃ) অমৃতম্ অশ্নুতে (ভগবতঃ পরমং পদং নিঃশ্রেয়সম্ প্রাপ্নোতি) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—হে দূতগণ স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎ-কুমার, দেবহূতিনন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম),—আমরা এই দ্বাদশজনমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মতত্ত্ব বিদিত আছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ; ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের ভগবানের পরমপদ-প্রাপ্তি-রূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কেঽপি চেন্ন জানন্তি, তর্হি তস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং ? তত্রাহ—স্বয়ম্ভূরিতি। বিজানীম ইতি ন তু নিজকৃতস্মৃতিশাস্ত্রেষ্বপি স্পষ্টং কথয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—গুহ্যং পরমতত্ত্বত্বাৎ সংবৃত্যৈব স্থাপ্যং রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যাধ্যায়ে "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে" ইত্যত্র হেতোরেব দৃষ্টত্বাৎ, বিশুদ্ধং গুণাতীতং সগুণস্মৃতিশাস্ত্রেষু বক্তুমনর্হত্বাৎ দুর্ব্বোধং কর্ম্মিভি-রর্থবাদাদি-দোষকলিলান্তঃকরণৈর্দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ ॥২০-২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কেহই যদি ধর্ম্মতত্ত্ব না জানেন, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বয়ম্ভূঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু প্রভৃতি আমরা দ্বাদশ জনই পরম গোপনীয়, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি)। 'বিজানীমঃ'—জানি, কিন্তু নিজকৃত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহেও স্পষ্ট করিয়া বলি নাই—এই অর্থ। তাহার কারণ —'গুহ্যং', অতিশয় গোপনীয়, পরমতত্ত্ব-হেতু আবৃত করিয়াই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় রাজবিদ্যা রাজগুহ্য অধ্যায়ে এবং "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে" (১৮।৬৪), অর্থাৎ সমস্ত গোপনীয় হইতে অতিশয় গোপনীয় আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর—ইত্যাদি স্থলে সেই কারণই দৃষ্ট হয়। 'বিশুদ্ধং'—গুণাতীত, সগুণ-প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বর্ণনার অযোগ্য, এবং 'দুর্ব্বোধং'—অর্থবাদাদি দোষে মলিন-চিত্ত কর্ম্মিগণের দ্বারা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই (এই ভাগবত ধর্ম্ম পরম গোপনীয়।) ॥ ২০-২১ ॥

———

এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তন্নামগ্রহণাদিভিঃ (তৎ তস্য ভগবতঃ নামোচ্চারণাদিভিঃ) ভগবতি (বাসুদেবে যঃ) ভক্তিযোগঃ (পরম-প্রেমলক্ষণঃ, সঃ এব) অস্মিন্ লোকে পুংসাম্ এতাবান্ এব পরঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ) ধর্ম্মঃ স্মৃতঃ বেদরহস্যজ্ঞৈঃ কথিতঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসু-দেবে যে ভক্তিযোগ,—এই পর্য্যন্তই ইহ-জগতে জীব-সকলের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি তমেব ধর্ম্মমস্মান্ সেবকান্ শিক্ষয়িত্বা ত্রায়স্বেত্যত আহ—এতাবানেব প্রভেদ-বাহুল্যেঽপি বস্তুতস্ত্রিয়ানেবেতি ভাবঃ। পর ইতি পর-শব্দবিশেষ্যত্বেনোচ্যমানঃ; তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি কর্ম্মার্পণলক্ষণঃ সগুণো যোগো ব্যাবৃত্তঃ—এতদেব শ্রীভাগবতস্যাভিধেয়-তত্ত্বম্; যদুক্তং শাস্ত্রারম্ভএব—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ" ইতি, "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম আপ-নিই সেবক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া পরিত্রাণ করুন, ইহাতে বলিতেছেন — 'এতাবান্' — এই পর্য্যন্তই (অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামগ্রহণাদির দ্বারা তাঁহার প্রতি যে ভক্তিযোগের উদয় হয়, ইহলোকে এই পর্য্যন্তই মানবগণের পরম ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। 'এতাবানেব'—প্রকারভেদ থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে ইহাই, অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ, এই ভাব। 'পরঃ'—এখানে 'পর'-শব্দ বিশেষ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ পরম শ্রেষ্ঠ হইতেছে শ্রীনাম-কীর্ত্তন)। 'তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ'—শ্রীভগবানের নাম গ্রহণাদির দ্বারা,

ইহা বলায় কর্ম্মার্পণ-রূপ সগুণ-যোগ ব্যাবৃত্ত হইল। 'এতদেব'—এই ভক্তিযোগই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অভিধেয় তত্ত্ব। যেমন শাস্ত্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" (১।১।২), অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধি-রহিত ভগবদারাধনালক্ষণ ধর্ম্মই এখানে অভিহিত হইয়াছে, এবং 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ' (১।২।৬), অর্থাৎ জীবের তাহাই পরম ধর্ম্ম, যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তির উদয় হয়, ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

———

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুত্রকাঃ, (বৎসাঃ,) হরে নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং পশ্যত,—যেন (পুত্রোপচারিতনাম্নঃ সকৃদুচ্চারণ-মাত্রেণৈব) অজামিলঃ (মহাপাতকিত্বেন অভিমতঃ অপি) মৃত্যুপাশাৎ (যমপাশাৎ) অমুচ্যত (মুক্তঃ অভূৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বৎসগণ, শ্রীহরির নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্য দেখ,—অজামিলের মত মহাপাপীও পুত্রোপচারে একবার সেই নাম উচ্চারণ করিয়াই বিষ্ণুস্মৃতিহেতু নামাভাস-প্রভাবে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাত্র প্রমাণমন্বেষ্টব্যং সাক্ষাদ্দৃষ্টত্বাদিত্যাহ—নামেতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে কোন প্রমাণ অন্বেষণ করিতে হইবে না, সাক্ষাৎ তোমরাই দেখিয়াছ, ইহা বলিতেছেন—'নামোচ্চারণম্' ইত্যাদি ॥ ২৩

———

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ গুণকর্ম্মনাম্নাং (গুণানাং গুণনাম্নাং ভক্তবৎসলাদীনাং, কর্ম্মণাং কর্ম্মনাম্নাং 'কংসারি'-'মধুসূদনে'ত্যাদীনাম্ উপলক্ষণতয়া জন্মনাম্নাং 'বাসুদেবে'ত্যাদীনামপি চ) সঙ্কীর্ত্তনং (সম্যক্ কীর্ত্তনমিতি) এতাবতা পুংসাম্ অঘনির্হরণায় (পাপক্ষয়-মাত্রায়) অলং (পর্য্যাপ্তম্); যৎ (যস্মাৎ নামাদীনাম্ একতরস্যাপি অসম্যক্-কীর্ত্তনাদপি পাপহরণস্য সিদ্ধেঃ অতএব) নারায়ণম্ ইতি পুত্রং (পূর্ব্বং পশ্চাৎ নারায়ণং হরিং) বিক্রুশ্য (নিরপরাধ-শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকং কীর্ত্তয়িত্বা তৎস্মরণেন যতঃ) অঘবান্ অপি (তু) ম্রিয়মাণঃ (মরণদুঃখেন বিবশঃ অপি, ন তু স্বস্থচিত্তঃ) অজামিলঃ (মহাপাপোঽপি সঃ দ্বিজঃ) মুক্তিম্ ইয়ায় (প্রাপ ; নামাভাসেন এব পাপক্ষয়ঃ, অবিদ্যা-নাশঃ, ইত্যেবম্ অত্র তত্ত্বং জ্ঞেয়ম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অতএব, শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্‌কীর্ত্তনই যে জীবের পাপ-হরণে উপযোগী, তাহা নহে ; নিরপরাধে তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ উচ্চারণ বা নামাভাসেই ঐ পাপ-হরণাদি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও বিষ্ণুস্মৃতিক্রমে মুক্তিলাভ করিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সকৃদুচ্চারিতেনৈব নামাভাসেন কথং সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি ত্বয়াপ্যাদিপদোপাদানাৎ কীর্ত্তনশ্রবণাদ্যঙ্গভক্তিযোগেন পরমধর্ম্মেণ সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-মোক্ষপ্রাপ্তিরিত্যুক্তত্বাদিত্যত আহ—এতাবতেতি। ভগবতো গুণানাং কর্ম্মণাং নাম্নাঞ্চ সম্যক্‌কীর্ত্তনমিত্যেতাবতা পুংসামঘ-নির্হরণায় পাপক্ষয়মাত্রায় অলমুপযোগো নাস্তি অলং-শব্দোঽত্র বারণে নামাদীনামেকতরস্যাপি অসম্যক্‌কীর্ত্তনাদপি সর্ব্বাঘনির্হরণসিদ্ধেরিতি ভাবঃ। যদ্‌যতো বিক্রুশ্যৈব, ন তু সম্যক্ কীর্ত্তয়িত্বা, তচ্চ নারায়ণেতি নাম্না পুত্রং বিক্রুশ্য, ন তু হরিম্, অঘবান্ অশুচিরপি ন তু শুচিঃ সন্ অজামিলোঽপ্যতিপ্রসিদ্ধমহাপাতক্যপি, ন ত্বন্যঃ ক্ষুদ্রপাপী ম্রিয়মাণো মরণদুঃখ-বিবশোঽপি ন তু সুস্থচিত্তঃ মুক্তিম্ ইয়ায় প্রাপ, ন তু পাপনির্হরণমাত্রম্ ; তস্মাত্তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি—"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্ম কর্ম্ম গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিল-চেষ্টিতম্ ॥" ইতি। 'তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিতি' 'অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্নিত্যাদিষু' ভক্তেরনেকেষামঙ্গানাং শ্রদ্ধাবৃত্তি-সম্যক্ত্বাদেরপি যদ্বিধানং তন্নিরপরাধানাং প্রেমবৃদ্ধ্যর্থম্ ; নামাপরাধবতাং

তু নামাপরাধক্ষয়ার্থঞ্চ। "শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে" ইত্যুপক্রম্য "এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনি বেদিনাম্। ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্যাবশিষ্যতে।" ইতি। অত্র 'ভক্তি'-শব্দেন প্রেমৈবোক্তঃ। 'কোহন্য' ইত্যনেন মোক্ষস্য নিরাকরণাৎ—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥" ইতি। পাপক্ষয়শ্চ "ভবতিস্মরতামহর্নিশম্" ইত্যত্র চ-কারান্নামাপরাধক্ষয়ঃ প্রেমভক্তিশ্চেতি ব্যাখ্যেয়মিতি পাপস্তদ্বাসনা তন্মূলভূতাবিদ্যাক্ষয়ঃ, সাযুজ্য-সালোক্যাদিকন্ত নামাভাসস্যৈকস্যাপি ফলমিত্যেতদুপাখ্যান এব দৃষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, একবারমাত্র উচ্চারিত নামাভাসেই কিপ্রকারে সর্ব্বপাপক্ষয় হইবে? 'তন্নামগ্রহণাদিভিঃ (২২ শ্লোক)—অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামগ্রহণাদির দ্বারা, এই স্থলে আপনিও 'আদি'-পদ গ্রহণ করায় কীর্ত্তন, শ্রবণাদি অঙ্গবিশিষ্ট ভক্তিযোগরূপ পরমধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্তি—ইহা বলিয়াছেন। তাহাতে বলিতেছেন—'এতাবতা' ইত্যাদি। শ্রীভগবানের গুণসমূহ, কর্ম্মসকল এবং নামসমূহের সম্যক্‌ভাবে যে কীর্ত্তন—ইহা জীবের কেবলমাত্র পাপহরণেই যে উপযোগিতা, তাহা নহে, 'অলং'-শব্দ এখানে বারণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। নামাদির মধ্যে যে কোন একটির দ্বারাও, অসম্যক্‌রূপে কীর্ত্তনেও সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া থাকে—এই ভাব। যেহেতু 'বিক্রুশ্য'—চিৎকার করিয়াও, তাহাতে সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াও নহে, তাহাও আবার 'নারায়ণ'—এই নামে নিজপুত্রকেই আহ্বান করিয়া, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরিকে ডাকিয়া নহে। 'অঘবান্'—অশুচি অবস্থাতেও, কিন্তু শুচি হইয়া নহে। 'অজামিলঃ অপি'—অজামিলও, অর্থাৎ অতিপ্রসিদ্ধ মহাপাতকীও, কিন্তু অন্য সামান্য পাপী নহে। 'ম্রিয়মাণঃ'—মরণের দুঃখে বিবশ হইয়াও, কিন্তু সুস্থচিত্তে নহে। 'মুক্তিং ইয়ায়'—মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কেবল পাপক্ষয় নহে। এইজন্যই তাঁহার নামগ্রহণাদির দ্বারা—ইহা বলা হইয়াছে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং" (১১।৩।২৭), অর্থাৎ প্রবুদ্ধ নামক যোগীন্দ্র বলিলেন—অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও সতত ধ্যান করিতে হইবে এবং যাবতীয় দেহযাত্রা কেবল ভগবানের আরাধনার উদ্দেশ্যেই শিক্ষা করিতে হইবে। "তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" (৩১ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে কৌরব্য! অতএব ভগবান্ বিষ্ণুর নামসঙ্কীর্ত্তন জগতের মঙ্গলজনক এবং উহা মহাপাপসমূহের ঐকান্তিক প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও। "অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্" (৪।২৩।৩৯), অর্থাৎ পৃথুচরিত্র বর্ণনাপূর্ব্বক মহামুনি শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—নিরন্তর সাদরে এই ভগবদবতার পৃথুচরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে আসক্তিরহিত হইয়া মনুষ্য ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার প্লবস্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-যুগলে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইত্যাদি প্রমাণানুসারে ভক্তির বহুবিধ অঙ্গসমূহের শ্রদ্ধাবৃত্তির সম্যক্‌রূপেও যে বিধান, তাহা নিরপরাধের প্রেমবৃদ্ধির নিমিত্তই জানিতে হইবে। যেমন "শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে (১১।১৯।২০), অর্থাৎ আমার অমৃততুল্যা কথাতে শ্রদ্ধা—ইহা উপক্রম করিয়া শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন—"এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণাং" (১১।১৯।২৪)—অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনকারী মানবের পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাতে ভক্তি সমুৎপন্ন হয়। এই ভক্তের আর কি অন্য সাধনরূপ প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? এখানে ভক্তি-শব্দের দ্বারা প্রেমভক্তিই উক্ত হইয়াছে। 'কোহন্যঃ'—অন্য কি সাধন? ইহা বলায় মোক্ষও নিরাকৃত হইয়াছে। "নামাপরাধ-যুক্তানাং"—অর্থাৎ যাহারা নামাপরাধযুক্ত, শ্রীনামই তাহাদের পাপসমূহ বিনাশ করেন। তাহা নিরন্তর গ্রহণ করিলে, অর্থকর অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম-প্রদায়ক হইয়া থাকে। "পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতামহর্নিশম্"—অর্থাৎ দিবারাত্র স্মরণকারিগণের পাপক্ষয়ও হইয়া থাকে—এই স্থলে 'চ'-কার প্রয়োগের দ্বারা, নামাপরাধক্ষয় এবং প্রেমভক্তিও লভ্য হয়—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব পাপ, তাহার বাসনা, তাহার মূলভূত অবিদ্যার ক্ষয়, এবং সাযুজ্য ও সালোক্যাদি প্রাপ্তি নামাভাসের এক একটিরই ফল—ইহা এই উপাখ্যানেই দৃষ্ট হইল ॥২৪

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধিমজানন্তঃ বৈদ্যাঃ রোগ-নির্হরণায় ত্রিকটুকনিম্বাদীনি স্মরন্তি, তথা পূর্ব্বোক্তস্বয়ম্ভুশম্ভুপ্রমুখ-দ্বাদশব্যতিরেকেণ) অয়ং মহাজনঃ (ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদিঃ) দেব্যা (দেবঃ বিষ্ণুঃ তস্যৈব বহিরঙ্গয়া শক্ত্যা) মায়য়া (প্রকৃত্যা) অলং বিমোহিত-মতিঃ (বিমুগ্ধ-চিত্তঃ সন্) তৎ ইদম্ (অতিগুহ্যং ভাগবতং ধর্ম্মং (নাম-মাহাত্ম্যং) প্রায়েণ ন বেদ (ন জানাতি); মধুপুষ্পিতায়াং (মধু মধুরং যথা ভবত্যেবং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানীয়ৈঃ অর্থবাদৈঃ মনোহরায়াম্ অতি-রঞ্জিতায়াং) ত্রয্যাং (বেদে) জড়ী-কৃতমতিঃ (জড়ী-কৃতা অভিনিবিষ্টা মতিঃ যস্য সঃ আকৃষ্টচিত্তঃ সন্) বৈতানিকে মহতি (এব) কর্ম্মণি (অগ্নিষ্টোমাদৌ শ্রদ্ধয়া) যুজ্যমানঃ (প্রবৃত্তঃ স্যাৎ ; ন সুখ-সাধ্যে নামকীর্তনে প্রবর্ত্ততে ; দৃশ্যতে হি লোকে প্রাকৃতস্য লোকস্য মহতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য-মন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা, অনায়াসে কীর্ত্তনে চ অশ্রদ্ধা, তস্মাদস্য গ্রাহকো নাস্তীতি তেনোক্তম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভা হয়, তবে বিদ্বান্‌গণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন) – ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনী-প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম,—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর-বাক্যেই জড়ীভূত ; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্যফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গধিক্কারী পরমার্থ-ফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেমখিলধর্ম্মশ্রেষ্ঠং মুক্তিসাধনমতি-সুগমং নামকীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভজনং প্রায়েণানুপদিশন্তঃ কিমিতি বিদ্বাংসঃ কর্ম্মযোগমেবোপদিশন্তি, কুর্ব্বতে চ ? তত্রাহ—প্রায়েণেতি। মহাজনো জৈমিন্যাদিরিদং ন বেদ। ননু শাস্ত্রকৃৎ কথং ন বেদ ? তত্রাহ—দেব্যা পরমৈশ্বর্য্যা। অবিদুষো মোহনে খলু ন কিম্‌-প্যৈশ্বর্য্যমতো বিদ্বাংসমধিকং মোহয়েদিতি ভাবঃ। অতএব মধু মধুরং যথা স্যাত্তথা পুষ্পিতায়াং অর্থ-বাদপুষ্পাণি সঞ্জাতানি যস্যাস্তস্যাং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অত্যভিনিবেশাদ্বিবেকরহিতীকৃতা মতির্য্যস্য সঃ। অতএব বৈতানিকে দ্রব্যানুষ্ঠানমন্ত্রাদি-বিস্তারবতি কর্ম্মণি মহতি দর্শপৌর্ণমাসাদিযাগে চ বহ্বায়াসবতি লৌকিকপ্রতিষ্ঠাদি-হেতোর্যুজ্যমানো যুক্তোঽল্পায়াসে নাম-কীর্ত্তনাদৌ ন রজ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যাহা নিখিল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যাহাতে মুক্তি-সাধন অতিশয় সহজ, সেই নামকীর্ত্তনাদিরূপ ভগবদ্ভজনের প্রায়শঃই উপদেশ না করিয়া কিজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি-গণ কর্ম্মযোগেরই উগদেশ করিয়া থাকেন এবং নিজেরাও অনুষ্ঠান করেন ? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—‘প্রায়েণ’ ইত্যাদি (অর্থাৎ ব্রহ্মাদি পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাপুরুষ ভিন্ন সাধারণতঃ অন্য কোন মহা-জনও শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনাদিরূপ এই পরম ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না)। এখানে ‘মহাজন’ বলিতে জৈমিনি প্রভৃতি, এই পরম ধর্ম্ম জানেন না। দেখুন—তাঁহারা শাস্ত্রকর্তা, কিজন্য জানিবেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—‘দেব্যা’, অর্থাৎ পরমেশ্বরী মহাপ্রভাবসম্পন্না মহামায়ার দ্বারা তাদৃশ মহাজনেরও মতি অতিশয় বিমোহিত হয়, অজ্ঞজনের মোহনে আর কি ঐশ্বর্য্য (প্রভাব) থাকিতে পারে ? এইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকেই অধিকরূপে মোহিত করেন—এই ভাব। অতএব ‘মধু-পুষ্পিতায়াং’—মধু বলিতে মধুর যেরূপ হয়, তদ্রূপ, ‘পুষ্পিত’—অর্থবাদরূপ পুষ্পসকল যেখানে সঞ্জাত হইয়াছে, সেই ‘ত্রয্যাং’—বেদবাক্যে, ‘জড়ীকৃত-মতিঃ’—অতিশয় অভিনিবেশহেতু বিবেকরহিত করা হইয়াছে মতি যাহার, তিনি (অর্থাৎ মধুর ফলশ্রুতি যুক্ত বেদবাক্যে আসক্তচিত্ত), ‘বৈতানিকে’—দ্রব্যানুষ্ঠান ও মন্ত্রাদির বিস্তারযুক্ত বহুপ্রয়াস সাধ্য মহাড়ম্বরপূর্ণ দর্শ-পৌর্ণ-মাসাদি যাগকর্ম্মে, লৌকিক প্রতিষ্ঠাদির নিমিত্ত,

'যুজ্যমানঃ'—নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু অল্পায়াস-সাধ্য শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদিতে অনুরক্ত হন না—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুধিয়ঃ (জনাঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তং) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) খলু (নিশ্চয়েন সর্ব্বাত্মনা) (একাগ্রেণ মনসা) অনন্তে (অনন্তগুণে) ভগবতি (বাসুদেবে) ভাবযোগং (পরম-প্রেমোপায়ং নামসংকীর্ত্তনাদিকং) বিদধতে ; (যে এবম্ভূতাঃ) তে মে (মম যমস্য) দণ্ডং ন অর্হন্তি ; (যতঃ তেষাং ভগবন্নিষ্ঠানাং পাপপ্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ) ; অথ (কদাচিৎ) যদি অমীষাং (প্রমাদতঃ) পাতকং স্যাৎ, (তদা) তদপি উরুগায়বাদঃ (উরুগায়স্য বহুধা বর্ণিত-মাহাত্ম্যস্য ভগবতঃ বাদঃ নামকীর্ত্তনমেব) হন্তি (নাশয়তি) ॥ ২৬ ।

অনুবাদ—এই সকল বিষয়ে বিচার করিয়াই সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিশ্চয় সর্ব্বান্তঃকরণে অখিল-কল্যাণ-গুণের আকর ভগবান্ বাসুদেবের নাম-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযোগই বিধান করেন। তাঁহারা আমার দণ্ডার্হ নহেন ; তাঁহাদের পাপই হইতে পারে না ; যদি প্রমাদ-বশতঃ কখনও তাহা হয়, তবে শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তনপ্রভাবেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" ইতি ব্রহ্মোক্তেঃ, শাস্ত্রজ্ঞা অপি ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞাঃ সুরনধীতশাস্ত্রা অপি ভগবদনুগৃহীতাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ সন্তো বিবেকিনো ভগবন্তং ভজন্ত্যেবেত্যাহ—এবমিতি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বেণৈব মনসা ন তু নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানার্থম্ মনসঃ কমপ্যংশং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। দণ্ডং নিত্য-কর্ম্মাকরণ-প্রত্যবায়-জনিতম্ ; যদি দৈবাৎ পাতকং নিষিদ্ধা-চরণলক্ষণং স্যাৎ। বাদঃ কীর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"অথাপি তে দেব !" (১০। ১৪।২৯), অর্থাৎ তথাপি হে দেব ! তোমার চরণ-কমলদ্বয়ের মধ্যে একদেশেরও যে প্রসাদলেশ, তাহা-তেও যিনি অনুগৃহীত হন, তিনিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু অন্য কেহই চিরকাল অন্বেষণ করিয়াও জানিতে পারে না—ব্রহ্মার এই উক্তি অনুসারে শাস্ত্রজ্ঞগণও ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞই হইয়া থাকেন, আবার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করিয়াও শ্রীভগবানের অনুগ্রহে শুভবুদ্ধি হইয়া বিবেকিগণ শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন, ইহা বলিতেছেন—'এবম্ বিমৃশ্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ সুধী ব্যক্তিগণ এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ অনন্ত শ্রীহরির প্রতি সর্ব্বতো-ভাবে ভক্তিযোগেরই অনুষ্ঠান করেন)। 'সর্ব্বাত্মনা' সমগ্র মনের দ্বারাই, কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত মনের কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়া নহে—এই অর্থ। 'দণ্ডং'—নিত্য কর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায়-জনিত কোন দণ্ডই (প্রাপ্তিযোগ্য হন না)। যদি দৈবাৎ নিষিদ্ধ আচরণহেতু 'পাতকং'—কোন পাপ হয়, তাহা হইলেও 'উরুগায়-বাদঃ'—'বাদ' বলিতে কীর্ত্তন (অর্থাৎ বিশ্রুতকীর্ত্তি শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই ঐ পাপ বিনষ্ট করে।) ॥ ২৬ ॥

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যে সাধবঃ সমদৃশাঃ ভগবৎপ্রপন্নাঃ (ভগবন্তং প্রপন্নাঃ শরণং গতাঃ) তে দেবসিদ্ধপরি-গীত-পবিত্রগাথাঃ (দেবৈঃ সিদ্ধৈঃ চ পরিগীতাঃ স্তুতাঃ পবিত্রাঃ গাথাঃ কথাঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তি, অতঃ) হরেঃ গদয়াভিগুপ্তান্ (গদয়া সর্ব্বতঃ রক্ষিতান্) তান্ নোপসীদত (তৎসমীপমপি ন গচ্ছতঃ যতঃ) এষাং দণ্ডে বয়ং (ব্রহ্মাদয়ঃ ঈশ্বরাভিমানিনঃ) ন চ প্রভবাম (তত্রাস্মন্নিয়ন্তা বয়ঃ কালশ্চ ন প্রভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে সাধুগণ—শ্রীভগবানে শরণাপন্ন ও

সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাঁহাদের পবিত্র গুণগাথা দেবতা ও সিদ্ধগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট তোমরা কদাচ গমন করিও না। শ্রীহরির কৌমোদকীগদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। আমরা (ব্রহ্মাদির সহিত আমি) তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহি, এমন কি, কালও নহেন ॥২৭॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদেতাবদ্দিনপর্য্যন্তং যৎ কৃতং তৎ কৃতমেব ভাগ্যেনৈব রক্ষিতা অভূৎ। অতঃপরন্তু যদুপদিশামি তৎ শৃণুতেত্যাহ—তে ইতি। গাথাঃ কথাঃ সমদৃশঃ স্বস্য পরস্য চ সুখদুঃখাদিকং সমং পশ্যন্তঃ গদয়াভিগুপ্তানিতি সকৃদদ্যতনো যুষ্মাকমপরাধো বিষ্ণুদূতৈঃ ক্ষান্তঃ ইত্যহং মন্যে। যদি পুনরপি ভক্তানাং সমীপং যাস্যথ, তদা হরেরেব গদয়া তেষাং হস্তস্থিতয়া চূর্ণীভবিষ্যথেতি ভাবঃ। যূয়ং খলু বরাকাঃ তে তাবৎ বয়ং মৎসহিতা ব্রহ্মাদ্যা অপি বয়ঃ কালো ব্রহ্মাদের্নিয়ন্তাপি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এতদিন পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছ, তাহা ত করা হইয়াছেই, ভাগ্যবশতঃই তোমরা রক্ষা পাইয়াছ। কিন্তু ইহার পর যাহা উপদেশ করি, তাহা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'তে দেব-সিদ্ধ-পরিগীত-পবিত্রগাথাঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ দেবতা ও সিদ্ধগণ যে সাধুদিগের পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন)। 'সমদৃশঃ'—তাঁহারা সমদর্শী, অর্থাৎ নিজের ও পরের সুখ-দুঃখাদি সমানভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন। 'গদয়াভিগুপ্তান্'—শ্রীহরির গদা সেই ভক্তগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন, আজ একবার তোমাদের অপরাধ বিষ্ণুদূতগণ ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি, যদি পুনরায়ও ভক্তগণের সমীপে গমন কর, তাহা হইলে তাঁহাদের হস্তস্থিত শ্রীহরিরই গদার দ্বারা তোমরা বিচূর্ণ হইবে—এই ভাব। তোমরা কোন্ ছার্ (বরাকাঃ) 'বয়ং'—আমরা, আমাদের সহিত ব্রহ্মাদিও, এবং 'বয়ঃ'—ব্রহ্মাদির নিয়ন্তা স্বয়ং কালও (তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহেন।) ॥ ২৭ ॥

———

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—অজস্রং (নিরন্তরং) নিষ্কিঞ্চনৈঃ (নিরহঙ্কারৈঃ) অসঙ্গৈঃ পরমহংসকুলৈঃ (ভাগবতরসজ্ঞৈঃ) জুষ্টাৎ (সেবিতাৎ) মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাৎ (মুকুন্দস্য পাদারবিন্দয়োঃ যঃ মকরন্দরূপঃ রসঃ তস্মাৎ ভগবচ্চরণারবিন্দাৎ) বিমুখান্ নিরয়বর্ত্মনি (নিরয়স্য নরকস্য বর্ত্মনি মার্গভূতে স্বধর্ম্মশূন্যে পাপাধারে) গৃহে বদ্ধতৃষ্ণান্ (বদ্ধা তৃষ্ণা যৈঃ তান্ অত্যাসক্তচিতান্) তান্ অসতঃ (দুষ্টান্ ভগবদ্বিমুখান্ দণ্ডার্হান্ আনয়ধ্বম্ (আনিয়তাম্) ॥২৮

অনুবাদ—(এইরূপ) মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে-সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ,) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কীদৃশানানেষ্যামস্তত্রাহ—তান্ অসতঃ, অসাধূন্; অসাধূনাং লক্ষণমাহ—মুকুন্দপাদারবিন্দয়োর্মকরন্দরসাৎ তৎপ্রাপ্তিসাধনাৎ ভক্তিযোগাদ্বিমুখান্, তাদৃশভক্তিযোগমকুর্ব্বাণানিত্যর্থঃ। ননু তেষাং বৈমুখ্যাদেব স খলু মকরন্দরসো ন লিপ্সনীয় ইত্যতো মকরন্দরসং বিশিনষ্টি—নিষ্কিঞ্চনৈঃ কেবলভক্তিমদ্ভিঃ পরমহংকুলৈশ্চ প্রধানীভূতভক্তিমদ্ভির্জুষ্টাৎ সেবিতাৎ। অতএব নিরয়বর্ত্মনি নরকপ্রাপকে গৃহে বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, তাহা হইলে কাহাদের আনয়ন করিব? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তান্ অসতান্' ইত্যাদি (অর্থাৎ সেই সকল অসাধুগণকে আমার নিকট লইয়া আসিবে)। অসাধুদের লক্ষণ বলিতেছেন—'মুকুন্দ' ইত্যাদি, মুকুন্দের পাদপদ্মযুগলের যে মকরন্দ-রস (পদ্মমধু), তাহার প্রাপ্তিসাধন ভক্তিযোগ হইতে যাহারা বিমুখ, অর্থাৎ যাহারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করে না, সেই সকল অসাধুদের, এই অর্থ। দেখুন—বৈমুখ্যহেতুই সেই মকরন্দরস তাহাদের অভিলষিত নহে, ইহাতে শ্রীহরির পাদকমলের সেই মধু-রসের বিশ্লেষণ করিতেছেন—'নিষ্কিঞ্চনৈঃ' ইত্যাদি, নিষ্কিঞ্চন বলিতে অহৈতুকী

ভক্তির অনুষ্ঠানকারী এবং সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত পরমহংস সাধুপুরুষগণ, তন্মধ্যে প্রধানতঃ ভগবদ্ভক্তগণই যাহা (সেই পাদ-পদ্ম-মধু) সেবা করেন। অতএব নরকের পথস্বরূপ গৃহের প্রতিই যাহারা বদ্ধতৃষ্ণ (আসক্ত, তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন করিও।) ॥২৮॥

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যেষাং) জিহ্বা (একদাপি) ভগবদ্গুণনামধেয়ং ন বক্তি; (যেষাং) চ চেতঃ (একদাপি) তচ্চরণারবিন্দং (তস্য ভগবতঃ পাদপদ্মং) ন স্মরতি, (যেষাং) শিরঃ একদাপি কৃষ্ণায় নো নমতি, (এবম্ অকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ (ন কৃতং বিষ্ণুকৃত্যং ভগবদ্ভজনাদিকং যৈঃ) তান্ অসতঃ (অসাধূন্ দণ্ডার্থম্) আনয়ধ্বম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনামগুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণবব্রতাদি অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, মুকুন্দস্য সকৃদপি কীর্ত্তনস্মরণাদিকং তৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতীতি তদ্বন্তোঽপি সচ্ছব্দেনাভিধীয়ন্ত ইত্যতস্তদ্ভিন্না এবানেতব্যাঃ ইত্যাহ—জিহ্বেতি; জিহ্বায়া অভাবে চেতশ্চেত্যাদি; চেতসো বিক্ষিপ্তত্বে কৃষ্ণায়েত্যাদি। একদাপীতি সর্ব্বত্রান্বেতি। তান্ কৈবল্যেন প্রাধান্যেন বা অকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ বিষ্ণোঃ কিমপি কৃত্যমকৃতবন্তঃ। অতএব অসতঃ অবৈষ্ণবান্। অত্র জন্ম-মধ্যে বর্ষমধ্যে দিনমধ্যে বেতি যথা স্বমতং ব্যাচক্ষতে ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিকন্তু, শ্রীমুকুন্দের একবারও কীর্ত্তন, স্মরণাদি তাঁহার প্রাপ্তির সাধন হইয়া থাকে, এই হেতু যাঁহারা সেই কীর্ত্তন ও স্মরণ-পরায়ণ, তাঁহারাও সাধু-শব্দের দ্বারা কীর্ত্তিত হন, অতএব তাঁহারা ভিন্ন অপরকে আনয়ন করিবে, ইহা বলিতেছেন—'জিহ্বা' ইত্যাদি, (অর্থাৎ যাহাদের জিহ্বা একবারও শ্রীহরির গুণপ্রতিপাদক নাম উচ্চারণ করে না), জিহ্বার অভাবে চিত্ত, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, 'কৃষ্ণায় নমঃ'—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একবারও নত হয় না। 'একদা'—একবারও, ইহা সর্ব্বত্র অন্বয় করিতে হইবে। 'তান্'—প্রধানতঃ একবারও 'বিষ্ণুকৃত্য' বলিতে বিষ্ণুর কোনও সেবা যাহারা করে না, তাহাদিগকে, অতএব 'অসতঃ'—সেই সকল অবৈষ্ণবদিগকে এখানে আনয়ন করিবে। এখানে 'একদা'—বলিতে জন্মমধ্যে, বর্ষমধ্যে বা দিনমধ্যে একবারও যাহারা বিষ্ণুকৃত্য করে না—এইরূপ স্বমত ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

তৎ ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো
নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎ কৃতং নঃ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং
ক্ষান্তির্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—('ভৃত্যাপরাধে স্বামিনো দণ্ডঃ' ইতি ন্যায়েন স্বস্যাপরাধিত্বাং ভাবয়ন্ সবিনয়ং প্রণমতি—) নঃ (অস্মাকং) স্বপুরুষৈঃ (দূতৈঃ) যঃ অসৎ (অন্যায্যং) কৃতং তৎ সঃ পুরাণঃ পুরুষঃ ভগবান্ নারায়ণঃ ক্ষম্যতাম্; অহো রচিতাঞ্জলীনাং ন বিদুষাম্ (অবিদুষাং) স্বনাম্ (স্বকীয়ানাম্ অজ্ঞানাঃ দূতানাং সম্বন্ধে) গরীয়সি (সর্ব্বোত্তমে তস্মিন্ ভগবতি) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমাযুক্তা এব, অতঃ) ভূম্নে (পরমমহতে) পুরুষায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—(অতপর, যমরাজ স্বীয় ভৃত্যের অপরাধে আপনাকেই 'অপরাধী' জ্ঞান করিয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—) আমার দূতগণ যে অপরাধ করিয়াছে, পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ তাহা ক্ষমা করুন; আমরা—তাঁহার ভৃত্য, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অহো! সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তিনি; তাঁহাতে ক্ষমা-গুণ অবশ্যই আছে। আমরা সেই পরমপুরুষকে নমস্কার করি। ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—'ভৃত্যাপরাধে স্বামিনো দণ্ডঃ' ইতি

ন্যায়েন স্বস্যাপরাধিত্বং ভাবয়ন্ সবিনয়ং প্রণমতি—তত্তস্মাৎ ক্ষম্যতু, নঃ স্বপুরুষৈঃ সুষ্ঠু অপুরুষৈঃ কুপুরুষৈরিত্যর্থঃ ; অসৎ অন্যায্যং কৃতং, ন কীদৃশানাং স্বানাং তৎ কিঙ্করাণাম্ ; অহো ইত্যাশ্চর্য্যে তদপি ন বিদুষামতোঽজ্ঞত্বাদেব রচিতাঞ্জলীনাম্। ননু দণ্ডয়িতুমসমর্থা এব ক্ষমন্তে? তত্রাহ—ক্ষান্তির্গরীয়সি মহামহত্তমে তদপি ক্ষমৈব যুক্তা ; 'স্বানাং মহঃ' ইতি পাঠে বিষ্ণুদূতানাং যন্মহো মাহাত্ম্যং তদজানতাম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভৃত্যের অপরাধে প্রভুও অপরাধী হইয়া থাকেন—এই ন্যায় অনুসারে নিজেকে অপরাধী মনে করতঃ যমরাজ সবিনয়ে প্রণাম করিতেছেন—'তৎ ক্ষম্যতাম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ অতএব পুরাণপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ ক্ষমা করুন)। 'স্বপুরুষৈঃ'—নিজ জন কর্ত্তৃক, পক্ষে—'সু অপুরুষৈঃ', সুষ্ঠু অপুরুষ, অর্থাৎ কুপুরুষ কর্ত্তৃক—এই অর্থ। 'অসৎ'—যে অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। 'নঃ'—কিরূপ আমাদের? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বানাং', তাঁহারই কিঙ্কর আমাদের। 'অহো'!—কি আশ্চর্য্য! তাহাও আমরা জানি না, অতএব অজ্ঞতাহেতুই অঞ্জলিবদ্ধ (কৃতাঞ্জলি) হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যদি বলেন—দেখুন, যাহারা দণ্ডপ্রদানে অসমর্থ, তাহারাই ক্ষমা করিয়া থাকে, তাহাতে বলিতেছেন—'ক্ষান্তির্গরীয়সি'—গরীয়ান্, অর্থাৎ যিনি অতি মহৎ হইতেও মহত্তম, তাঁহার পক্ষেই ক্ষমা করা যুক্তিযুক্ত। 'স্বানাং মহঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে, নিজজন বলিতে বিষ্ণুদূতগণের যে মাহাত্ম্য, তাহা যাহারা জানে না, (সেই আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।) ॥ ৩০ ॥

তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাদ্ যমেনাপি এবমুক্তঃ,) তস্মাৎ (হে) কৌরব্য, (কুরুবংশ্য, রাজন্,) বিষ্ণোঃ সংকীর্ত্তনং (নামসঙ্কীর্ত্তনং) মহতাম্ অপি অংহসাং (পাপানাম্) ঐকান্তিকনিষ্কৃতিং (সমূলানাং প্রায়শ্চিত্তং) জগন্মঙ্গলং (জগতাং প্রাণিনাং মঙ্গলং পরমপ্রাপকম্ অথবা জগতঃ নিত্যচরম-মঙ্গলরূপং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—(শুকদেব কহিলেন,—) এই প্রসঙ্গে হে কুরুনন্দন, শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে গুরুতর পাপসমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন এবং ঐ নাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে অখিল-জগতের মঙ্গলস্বরূপ, তাহা অবগত হও ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্ণুদূতানাং যমস্য চ বাক্যপ্রমাণ্যেন যদি যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়স্তদা কিমুত সম্যক্ কীর্ত্তনেনেত্যাহ—তস্মাদিতি শ্রীশুকঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষ্ণুদূতগণ এবং যমরাজের বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ যে কোনভাবে কীর্ত্তনের দ্বারাই যদি সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, তাহাতে সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তনের কথা কি বক্তব্য? ইহাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি (অতএব হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ! বিষ্ণুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনই মহান্ পাপরাশির ঐকান্তিক নিষ্কৃতি, অর্থাৎ সমূলে প্রায়শ্চিত্ত এবং জগতের মঙ্গল বলিতে প্রাণিগণের সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রাপক—ইহা তুমি নিশ্চিত জানিও।) ৩১ ॥

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্ম্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—উদ্দামানি (পাপনাশনাদৌ সমর্থানি) হরেঃ বীর্য্যাণি (লীলা-কার্য্যাণি) মুহুঃ শৃণ্বতাং (নৃণাং) সুজাতয়া (অনায়াসেনৈব নিশ্চিন্তয়া উৎপন্নয়া) ভক্ত্যা আত্মা (অন্তঃকরণং) যথা (নির্ব্বাসনং), শুধ্যেৎ (তথা) ব্রতাদিভিঃ (প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ বা ন শুধ্যেৎ কিন্তু সবাসনমেব শিষ্যতে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির পাপহরণাদি অত্যুত্তম মাহাত্ম্য-কথা নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে অনায়াসে তাঁহাতে ভক্তির উদয় হয়। ঐ ভক্তি যেরূপ অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, অন্য ব্রতাদি তদ্রূপ পারে না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যভ্যাসবতাং ভক্তানাং সাপরাধানামপি ভক্তিরেব পূর্ণা স্যাৎ ; যদুক্তং—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥" ইতি। তস্যাং

সত্যাস্তু জীবাত্মৈব শুদ্ধ্যেৎ। কিং পুনর্মন ইত্যাহ—শৃণ্বতামিতি। আত্মা জীবঃ। অবিদ্যামালিন্যাৎ যথা শুদ্ধ্যতি, ন তথা ব্রতাদিভিঃ কর্ম্মিকৃতৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপক্ষয়ে সত্যপি পাপবীজস্যাক্ষয়ান্মনঃ কিঞ্চিন্মাত্রমেবাপাততঃ শুদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তেন ভো রাজন্ "প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ" ইতি যত্ত্বয়াক্ষিপ্তং তৎ সত্যমেব ; মূলপাপক্ষয়ো ভক্তানাং ভক্ত্যৈব তেষামেব নরকগমনাভাবো ভগবৎপ্রাপ্তিশ্চ কর্ম্মিণাস্তু পাপপুণ্যবশান্নরক-স্বর্গযাতায়াতং পুনঃ পুনরিত্যুপাখ্যানেন সিদ্ধান্তঃ প্রতিপাদিত ইতি দ্যোতিতম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনকারী ভক্তগণ অপরাধী হইলেও, তাঁহাদের ভক্তি পূর্ণাই হইয়া থাকে। যেমন উক্ত হইয়াছে—'নামাপরাধযুক্তানাং' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামই নামাপরাধযুক্ত ভক্তগণের সকল পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তাহাই অবিশ্রান্তরূপে গৃহীত হইলে 'অর্থকর' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ প্রেমফল লাভ হয়। সেই ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে জীবাত্মাই শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের মন যে শুদ্ধ হইবে, এই বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে — ইহা বলিতেছেন — 'শৃণ্বতাং' ইত্যাদি। এখানে 'আত্মা' বলিতে জীব, অবিদ্যার মালিন্য হইতে যে প্রকারে শুদ্ধ হয়, 'ন তথা ব্রতাদিভিঃ'—ব্রতাদির দ্বারা সেইরূপ শুদ্ধি হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মিজন-কৃত চান্দ্রায়ণাদিব্রতাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপক্ষয় হইলেও পাপবীজের ক্ষয় না হওয়ায়, মন কিঞ্চিন্মাত্র আপাততঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে—এই অর্থ। অতএব হে রাজন্! 'হস্তিস্নানের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক মনে করি'—এইরূপ তুমি যে আক্ষেপ করিয়াছ, তাহা সত্যই। ভক্তগণের মূলপাপক্ষয় ভক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, তাহাদেরই নরকে গমন হয় না এবং ভগবৎপ্রাপ্তিও হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মিগণের পাপহেতু নরকে এবং পুণ্যহেতু স্বর্গে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয়—এই উপাখ্যানের দ্বারা এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হইল—ইহা এখানে দ্যোতনা করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড় ন পুনর্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড় (কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্ময়োঃ মধু লেঢ়ি আস্বাদয়তীতি তথা ভগবৎসেবাসুখাভিজ্ঞঃ জনঃ) বৃজিনাবহেষু (পাপপুণ্যেষু নরকাদি-দুঃখপ্রদেষু) বিসৃষ্ট মায়াগুণেষু (মধুলেহাৎ তুচ্ছত্বেন বিসৃষ্টাঃ ত্যক্তাঃ যে মায়াগুণাঃ বিষয়াঃ তেষু) পুনঃ ন রমতে অন্যঃ (সেবা-সুখানভিজ্ঞঃ তু) কামহতঃ (কামাভিভূতঃ সন্) আত্মরজঃ (আত্মনঃ রজঃ পাপং) প্রমার্ষ্টুম্ (অপি) কর্ম্ম এব (প্রায়শ্চিত্তরূপম্) ঈহেত (করোতি), যতঃ (প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানানন্তরং) পুনঃ (অপি) রজঃ স্যাৎ (সত্ত্বশুদ্ধেরভাবাৎ পাপকর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে এব) ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মধুপানব্রত ভাগবতগণ অতি তুচ্ছজ্ঞানে নরকাদি-দুঃখপ্রদ মায়াগুণ (বিষয়) পরিত্যাগ করেন এবং আর কখনও তাহাতে রত হন না। পরন্তু, সেই পাদসেবানভিজ্ঞ কামাভিভূত ব্যক্তিগণ স্বীয় পাপাদি-দোষ বিনাশ করিবার জন্য, কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তই করিয়া থাকে, কিন্তু, তাহাতে তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় না, সুতরাং তাহারা পুনর্ব্বার সেই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সাপরাধা নিরপরাধা বা ভক্তা ভক্তিমেব কুর্ব্বীরন্ ; ন তু প্রায়শ্চিত্তম্। ভক্তাববিশ্বস্তাঃ স্মার্ত্তাস্ত্বর্থবাদাদি-কুতর্ক-কর্কশ-মতয়স্তু প্রায়শ্চিত্তমেব, ন তু নামকীর্ত্তনমিত্যতঃ প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রমপি সার্থকমিত্যাহ—কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্ময়োর্মধুলিড় ভ্রমরঃ ; স যথা গো-মনুষ্যাদি-ভক্ষ্যেষু ঘাসৌদনাদিষু ক্ষুধা ম্রিয়মাণোঽপি ন বিষজ্জতে, তথৈব ভক্তঃ পূর্ব্বদশায়াং দুর্ব্বিষয়-রতোঽপি ভক্তত্বে সতি বিসৃষ্টা যে মায়াগুণাস্তেষু ন রমতে। রম্-ধাতু-প্রয়োগাৎ, যদ্যপি কনিষ্ঠভক্তস্তান্ সেবতে, তদপি "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" ইত্যুক্তরীত্যা তেষু নৈব রমতে। অন্যঃ স্মার্ত্তস্তু আত্মনো রজঃ পাপং প্রমার্ষ্টুং কর্ম্ম ঈহেতৈব। প্রায়শ্চিত্তং কুর্ব্বীতৈব ; যত এব রজঃ পাপং কুঞ্জরশৌচবৎ পুনঃ স্যাদেব নামাপরাধবত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অপরাধী হউন কিম্বা নিরপরাধী হউন, ভক্তগণ ভক্তিরই অনুষ্ঠান করি-

বেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত নহে। কিন্তু ভক্তিতে অবিশ্বস্ত, অর্থবাদাদি কুতর্কে কর্কশচিত্ত স্মার্ত্তগণ প্রায়শ্চিত্তই করিবেন, কিন্তু নামকীর্ত্তন নহে, ইহাতে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রও সার্থক হইল, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্ম'-ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের মধুলেহী ভ্রমর. অর্থাৎ ভ্রমর যেমন পদ্মের মধু ব্যতীত, গো, মনুষ্যাদির খাদ্য ঘাস ও অন্নাদিতে ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ হইলেও আসক্ত হয় না, তদ্রূপ ভক্তও পূর্ব্বদশায় দুর্ব্বিষয়ে রত থাকিলেও ভক্তত্ব হইলে, 'বিসৃষ্টমায়াগুণেষু'—মায়ার গুণময় ও পাপজনক যে বিষয়সমূহকে তিনি তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে পুনরায় আসক্ত হন না। 'রমতে'—এখানে 'রম্'-ধাতুর প্রয়োগে যদিও কনিষ্ঠ ভক্ত সেই বিষয় সেবা করিয়া থাকেন, তথাপি "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্" (১১।২০।২৮), অর্থাৎ আমার কথাতে শ্রদ্ধা-যুক্ত ভক্ত, পরিণামে দুঃখজনক কামনাসকল উপ-ভোগ করতঃ সেইসকলের নিন্দা করিতে করিতে প্রসন্নচিত্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, 'ভক্তির দ্বারাই সমস্ত হইবে', এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়পূর্ব্বক আমাকে ভজন করিবেন—(শ্রীউদ্ধবের প্রতি) শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে, (ভক্ত) সেই বিষয়সকলে কখনই অনুরক্ত হন না। কিন্তু অন্য স্মার্ত্তগণ 'আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টুং'—নিজেদের পাপক্ষালনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন এবং তাহার পরেও হস্তিস্নানের ন্যায় পুনরায় পাপেই প্রবৃত্ত হইবেন, যেহেতু তাহাদের নামাপরাধ থাকিয়াই যায়—এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

———

ইত্থং স্বভর্ত্তৃগদিতং ভগবন্মহিত্বং
সংস্মৃত্য বিস্মিতধিয়ো যমকিঙ্করাস্তে।
নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা
দ্রষ্টুঞ্চ বিভ্যতি তত প্রভৃতি স্ম রাজন্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, স্বভর্ত্তৃগদিতং (স্বভর্ত্রা যমেন গদিতং) ভগবন্মহিত্বং (ভগবন্মাহাত্ম্যম্) ইত্থম্ (ঈদৃক্প্রভাবং) সংস্মৃত্য ততঃ প্রভৃতি (নৈব) বিস্মিতধিয়ঃ (বভূবুঃ, কিন্তু সত্যমুক্তমিত্যেব মেনিরে ; অথ) তে যম-কিঙ্করাঃ অচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানাঃ (অস্মান্ এব এষঃ হন্যাৎ ইতি শঙ্ক-মানাঃ) নৈব (গচ্ছন্তি ; কিন্তু তং) দ্রষ্টুম্ (অপি) বিভ্যতি স্ম ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যমদূতগণ তাহাদের প্রভুর মুখে ভগ-বান্ শ্রীহরির ঈদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তদবধি তাহারা ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে দেখিলেই "অহে ইহারাই আমাদিগের কাল"—এইরূপ আশঙ্কায় তাঁহাদের প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিতেও ভয় করে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতি নৈব গচ্ছন্তীতি শেষঃ ; তেনাচ্যুতেতি-পাঠে তে বিস্মিতধিয়ো বভূবুঃ, পুনস্তে চ বিভ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈবাচ্যুতাশ্রয়-জনং'—সেই হইতে যমকিঙ্করগণ কৃষ্ণাশ্রিত জনের প্রতি কখ-নই গমন করেন না। এই স্থলে 'তেন অচ্যুত-জনং'—এইরূপ পাঠান্তরে, তাহারা বিস্মিতচিত্ত হইয়াছিল এবং পুনরায় তাহারা ভীত হইয়াছিল—এই অর্থ ॥ ৩৪ ॥

———

ইতিহাসমিমং গুহ্যং ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ।
কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চ্চয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—মলয়ে (পর্ব্বতে) হরিম্ অর্চ্চয়ন্ আসীনঃ ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ (অগস্ত্যঃ) ইমং (গুহ্যম্) ইতিহাসং (মহৎ) কথয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মলয়াচলে একদা মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীহরির অর্চ্চনায় রত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ; তৎকালে তিনিই আমাকে (শুকদেবকে) এই গুহ্য ইতিহাস বলিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—"কুম্ভসম্ভবোঽগস্ত্যো মলয়পর্ব্বতে আসীনোঽব্যগ্রো হরিমর্চ্চয়ন্ পুনঃপুনর্বিশ্বাসার্থং হরেঃ পাদৌ স্পৃশন্নিত্যর্থঃ"—ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুম্ভসম্ভবঃ' — কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য, 'মলয়ে আসীনঃ'—মলয়পর্ব্বতে অবস্থানকালে, 'হরিম্ অর্চ্চয়ন্'—শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিতে করিতে, এই স্থলে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বারবার শ্রীহরির চরণ স্পর্শ করিয়াই (আমাকে এই গোপনীয় ইতিহাস বলিয়াছিলেন)—এই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৩ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
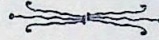
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

দেবাসুরনৃণাং সর্গো নাগানাং মৃগপক্ষিণাম্।
সামাসিকস্ত্বয়া প্রোক্তো যস্তু স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ১ ॥
তস্যৈব ব্যাসমিচ্ছামি জ্ঞাতুং তে ভগবন্ যথা।
অনুসর্গং যয়া শক্ত্যা সসর্জ্জ ভগবান্ পরঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত দক্ষের তপস্যা ও 'হংসগুহ্য'-স্তোত্রদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা এবং দক্ষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর যথাযোগ্য বরপ্রদান বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেব-গোস্বামীকে জীব-সৃষ্টির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলে শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিলেন যে, প্রাচীনবর্হির পুত্র দশজন প্রচেতা যখন তপস্যার্থ সমুদ্রের অভ্যন্তরে গমন করিয়াছিলেন, তখন রাজ-বিরহে পৃথ্বীতলে কোনও শস্যাদি হয় নাই; পরন্তু সমস্ত স্থান দ্রুম-লতায় আকীর্ণ হইয়াছিল। প্রচেতো-গণ সমুদ্রাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া পৃথ্বীকে দ্রুম-লতায় আকীর্ণা দেখিয়া বৃক্ষসকলের উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন এবং উহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য স্ব-স্ব-মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করিলেন। বনস্পতিগণের রাজা সোম অত্যন্ত কাতরভাবে জীব-কুলের ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রুমলতাকে উৎপাদন করিতে নিষেধ করিয়া ঐসকল বৃক্ষের পালিতা 'প্রম্লোচা'-অপ্সরার একটী সুরূপা কন্যাকে প্রচেতোগণের হস্তে সম্প্রদান করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিলেন। প্রচেতোগণের ঔরসে ঐ কন্যার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষ প্রথমে দেব, দৈত্য ও মনুষ্যাদি প্রজা-কুলকে মানসে সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু উহাতে সৃষ্টি বর্দ্ধিত হইতেছে না দেখিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক বিন্ধ্য-গিরির নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং 'হংস-গুহ্য'-নামক স্তোত্র দ্বারা বিষ্ণুর স্তব করিয়া বলেন যে,—"পরমাত্মা শ্রীহরিই জীব ও মায়ার নিয়ামক, তিনি—স্বপ্রকাশ। শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি যেরূপ গুণীর অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সখ্য অর্থাৎ প্রকাশত্ব

জানে না, তদ্রূপ সখা জীবও এই দেহরূপ পুরমধ্যে বাস করিয়া সেই স্থানেই বাসকারী সখার ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তকাদিরূপ সখ্য জানিতে পারেন না ; কারণ, তাহার দৃষ্টি—প্রপঞ্চেই নিবদ্ধ। জীবাত্মা 'চেতন' বলিয়া দেহাদিগকে এবং তাহাদের মূলীভূত গুণ-সকলের জ্ঞাতা হইলেও সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তগুণবিশিষ্ট ভগবান্ অধোক্ষজকে জানিতে পারেন না। মনীষি-গণ অন্তর্হৃদয়ে ভগবানের দুর্ব্বিজ্ঞেয় সবিশেষস্বরূপ সন্নিবিষ্ট করিয়া নিত্যকাল দর্শন করেন। জীবের বাগ্বুদ্ধ্যাদি,—সকলই মায়িক ; মায়িকবস্তুদ্বারা নিরূপিত বস্তুও মায়িক। সুতরাং প্রাকৃত বাক্যমনাদি দ্বারা যাহা নিরূপিত হয়, তাহা ভগবান্ অধোক্ষজের স্বরূপ নহে। সেবোন্মুখ আত্মাতেই অধোক্ষজ-নিত্য-ভগবান্-স্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হন। যে অধিকরণে, যে অপাদান হইতে, যে করণ দ্বারা, যাঁহার সম্বন্ধে, যাঁহাকে সম্প্রদানার্থ, যৎকর্ম্মক, যৎকর্ত্তৃক কোন কর্ম্ম কৃত বা কারিত হয়, তিনিই 'ব্রহ্ম-বস্তু'। তিনিই ঐ সকলের কারণ, কেননা, তিনি সকলের অগ্রেই স্বয়ং সিদ্ধ আছেন ; তিনি—পর ও অপর, সকলেরই পরম কারণ ; তিনি—অন্য-নিরপেক্ষ। যাঁহার অবিদ্যা-নাম্নী মায়া-শক্তি বিবাদকারি-বাদীদিগের কখনও বিবাদের, কখনও বা সম্বাদের কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে এবং মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদের আত্মমোহ উপস্থিত করে, সেই অনন্তগুণময় পরম পুরুষই স্তবনীয়। তিনি ভক্তবৎসল। ভক্তগণের প্রতি কৃপা-বিতরণার্থ তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত অনন্ত নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। প্রাকৃত অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণই পরমেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত ফলদাত্রী দেবতাগণের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। যেরূপ বায়ু পাথিব-পদ্মাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের বিশেষ বিশেষ গন্ধ আশ্রয় করিয়া নানা গন্ধবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং রেণুর ধূসরত্বাদি গুণ আশ্রয় করিয়া নানা-রূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌ও অর্ব্বাচীন উপাসনা-মার্গদ্বারা মানবগণের বাসনানুসারে ও তত্তৎ-ফলদাত্রী দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক, একমাত্র পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ বিষ্ণুই তদা-শ্রিত-বর্গের সকল মনস্কাম পূর্ণ করিতে সমর্থ, অতএব দেবতান্তরের আরাধনা—নিষ্প্রয়োজন।"

দক্ষের এইরূপ স্তবে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষকে অষ্টঅস্ত্র-সুশোভিত, অষ্টমহাভুজ-বিশিষ্ট পীতবসনধারী নবঘনশ্যামরূপে দর্শন প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু দক্ষের হৃদ্গতভাব জানিয়া প্রবৃত্তিমার্গে রুচিপরায়ণ দেখিয়া ও দক্ষকে স্বীয় বহিরঙ্গমায়া দ্বারা অফুরন্ত বিষয়-ভোগে অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রজাপতি 'পঞ্চজনে'র 'অসিক্নী'-নাম্নী কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া স্ত্রী-পুরুষের রতি-ক্রীড়াধর্ম্মে 'দক্ষতা'-লাভার্থ বরপ্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ভগবন্, স্বায়-ম্ভুবে অন্তরে (স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে) সামাসিকঃ (সংক্ষিপ্তঃ) দেবাসুরনৃণাং (দেবতানাং অসুরাণাং নরাণাঞ্চ) নাগানাং মৃগ-পক্ষিণাং সর্গঃ যঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ, (তৃতীয়-স্কন্ধে বর্ণিতঃ) তস্যৈব ব্যাসং (বিস্তারং) তে (ত্বৎ-সকাশাৎ) জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি। পরঃ ভগবান্ যয়া শক্ত্যা যথা অনুসর্গং (যেন প্রকারেণ অনুবৃত্তং সর্গং) সসর্জ্জ (তাং শক্তিং তৎ-প্রকারঞ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছামি) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমান্ রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—ভগবন্, স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, নাগ ও মৃগ-পক্ষিগণের যে সৃষ্টিবৃত্তান্ত আপনি (তৃতীয়-স্কন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই আপনার নিকট হইতে সবিস্তার জানিতে ইচ্ছা করি। পরম-পুরুষ ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা ও যে-প্রকারে ব্যষ্টিসর্গ বা অবান্তর সর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি সেই শক্তি ও সেই প্রকারটী জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

পুনশ্চ পোষণং বাচ্যমিন্দ্রস্যাচার্য্যঘাতিনঃ।
স চাচার্য্যো বিশ্বরূপো দক্ষকন্যা-সুতোদ্ভবঃ ॥
দক্ষস্যাতশ্চতুর্থান্তে সংক্ষেপেণোক্তজন্মনঃ।
কথাধ্যায়ত্রয়েণেহ স্কন্ধে বাচ্যা সবিস্তরম্ ॥
রাজাপি সৃষ্টেঃ প্রস্তাবে স্বায়ম্ভুব-সুতান্বয়ৌ।
স প্রসঙ্গৌ সমাকর্ণ্য ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তৎ পুনঃ ॥
চতুর্থে তু প্রচেতোভ্যঃ জাতো দক্ষঃ প্রজাঃ সৃজন্।
হংসগুহ্যস্তবেনেশং তুষ্টাবেতি নিরূপ্যতে ॥ ০॥

দেবাসুরেতি দ্বাভ্যাম্। সামাসিকঃ সংক্ষিপ্তঃ যঃ প্রোক্তস্তৃতীয়স্কন্ধে। ব্যাসং বিস্তারম্ ; তে ত্বত্তঃ ;

অনুসর্গমনুরত্তং সর্গম্ ; যয়া শক্ত্যা যথা সসর্জ্জ তাং শক্তিম্। তং প্রকারঞ্চ, পরো ব্রহ্মা ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আচার্য্যঘাতী ইন্দ্রের রক্ষার দ্বারা পুনরায় পোষণই উক্ত হইতেছে। সেই আচার্য্য বিশ্বরূপ, যিনি দক্ষকন্যার পুত্রোদ্ভব (অর্থাৎ দক্ষকন্যা কশ্যপভার্য্যা অদিতির গর্ভজাত সন্তান ত্বষ্টার পুত্র)॥

চতুর্থ স্কন্ধের শেষভাগে যাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, সেই দক্ষের কথা এই ষষ্ঠ স্কন্ধে তিনটি অধ্যায়ে সবিস্তারে বলিবেন ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎও সৃষ্টির প্রসঙ্গে স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁহার কন্যাবংশের পরিচয় শ্রবণপূর্ব্বক পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥

তন্মধ্যে এই চতুর্থ অধ্যায়ে প্রচেতাগণ হইতে জাত দক্ষ (প্রজাপতি) যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত হংসগুহ্য স্তবের দ্বারা ঈশ্বরের স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'দেবাসুর' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে (মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন)। 'সামাসিকঃ'—সংক্ষিপ্তরূপে তৃতীয় স্কন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 'ব্যাসং'—তাহারই বিস্তার জানিতে ইচ্ছা করি। 'তে'—আপনার নিকট হইতে। অনুসর্গ—বলিতে অনুরত্ত সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্যষ্টিসর্গ বা অবান্তর সর্গের সৃষ্টি)। 'যয়া'—যে শক্তির দ্বারা যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই শক্তি এবং তাহার প্রকার (জানিতে ইচ্ছা করি)। 'পরঃ'—বলিতে এখানে ব্রহ্মা। (অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা, অসুর প্রভৃতির যেরূপ জন্ম হয়, তাহা আপনি পূর্ব্বে তৃতীয় স্কন্ধে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, পরন্তু পরম পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রতি সৃষ্টিকালে যে শক্তিদ্বারা যেভাবে ঐ সকল সৃষ্টি করেন, তাহাই সম্প্রতি আপনার নিকট হইতে বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।) ॥ ১-২ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ইতি সম্প্রশ্নমাকর্ণ্য রাজর্ষের্বাদরায়ণিঃ।
প্রতিনন্দ্য মহাযোগী জগাদ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—(হে) মুনিসত্তমাঃ, ইতি (ইত্যেবং) রাজর্ষেঃ (পরীক্ষিতঃ) সম্প্রশ্নম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) মহাযোগী বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকঃ) প্রতিনন্দ্য (সংশ্লাঘ্য) জগাদ (উত্তরং দত্তবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ, রাজর্ষি-পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া মহাযোগী শ্রীশুকদেব তাঁহার সেই প্রশ্নের প্রশংসা করিয়া উত্তর করিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

যদা প্রচেতসঃ পুত্রা দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
অন্তঃসমুদ্রাদুন্মগ্না দদৃশুর্গাং দ্রুমৈর্বৃতাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যদা প্রাচীনবর্হিষঃ দশ পুত্রাঃ প্রচেতসঃ অন্তঃ সমুদ্রাৎ (সমুদ্র-মধ্যাৎ) উন্মগ্নাঃ (নির্গতাঃ তদা) গাং (পৃথ্বীং) দ্রুমৈঃ বৃতাম্ (আচ্ছাদিতাং) দদৃশুঃ ; (নারদোপদেশেন প্রাচীনবর্হিষি বিরজ্য বনং গতে সতি অরাজকত্বেন কৃষ্যাদ্যভাবাদেব দ্রুমবাহুল্যং জ্ঞেয়ম্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যে-সময় প্রাচীনবর্হির দশপুত্র দশজন প্রচেতা সমুদ্রমধ্য হইতে নির্গত হইলেন, তখন পৃথিবীকে দ্রুমাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখিলেন। (নারদোপদেশে প্রাচীনবর্হিঃ সংসারে বিরক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে ভূমণ্ডল অরাজক হইলে কৃষিকার্য্যাদি না হওয়ায় পৃথিবী দ্রুমাকীর্ণা হইয়াছিল) ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দক্ষাদিরূপেণ সসর্জ্জেতি বক্তুং রুদ্রাপরাধাচ্ছাগমুখস্য দক্ষস্যাবমানদুঃখেন দেহং ত্যক্তবতঃ পুনর্জন্ম-প্রকারমাহ—যদেতি। গাং পৃথ্বীং দ্রুমৈর্বৃতাং দদৃশুঃ। নারদোপদেশতঃ প্রাচীনবর্হিষি বিরজ্য বনং গতে সত্যরাজকাদেব কৃষ্যাদ্যভাবাৎ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দক্ষাদি দ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা বলিবার জন্য শ্রীরুদ্রদেবের প্রতি অপরাধবশতঃ যে ছাগমুখ দক্ষ অপমানহেতু দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুনর্জন্মের প্রকার বলিতেছেন—'যদা প্রচেতসঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মহারাজ প্রাচীনবর্হির প্রচেতা নামক দশজন পুত্র সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, 'গাং'—এই পৃথিবীকে বৃক্ষসমূহ দ্বারা আবৃত দেখিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশে রাজা প্রাচীনবর্হি বিরক্ত হইয়া বনগমন করিলে,

অরাজকহেতু কৃষিকার্য্যাদির অভাবেই পৃথিবী লতা-গুল্মাদির দ্বারা আবৃত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

দ্রুমেভ্যঃ ক্রুধ্যমানাস্তে তপোদীপিতমন্যবঃ ।
মুখতো বায়ুমগ্নিঞ্চ সসৃজুস্তদ্দিধক্ষয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তপোদীপিতমন্যবঃ (তপসা নিরন্নত্ব-নিমিত্তেন সন্তাপেন দীপিতঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যেষাং তে প্রচেতসঃ) দ্রুমেভ্যঃ ক্রুধ্যমানাঃ (অতিক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ) তদ্দিধক্ষয়া (তেষাং দ্রুমাণাং দগ্ধুমিচ্ছয়া) মুখতঃ (মুখমধ্যাৎ) বায়ুম্ অগ্নিঞ্চ সসৃজুঃ (উদ্ভাবয়ামাসুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তখন তপঃক্লেশজাত সন্তাপে ক্রোধো-দ্দীপ্ত সেই প্রচেতোগণ দ্রুমসমূহের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মুখ হইতে বায়ু ও বহ্নির সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তপোদীপিতেতি তপসঃ কোপাধিষ্ঠান-ত্বাৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপোদীপিত-মন্যবঃ'—তপস্যা ক্রোধের অধিষ্ঠান বলিয়া (অর্থাৎ তপস্যা-কালে অনাহারহেতু সন্তাপের দ্বারা যাঁহাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, সেই প্রচেতাগণ তপোবলে ক্রোধো-দ্দীপ্ত হইয়া সেই বৃক্ষসকলকে নির্ম্মূল করিবার জন্য নিজেদের মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন।) ॥ ৫ ॥

তাভ্যাং নির্দহ্যমানাংস্তানুপলভ্য কুরূদ্বহ ।
রাজোবাচ মহান্ সোমো মন্যুং প্রশময়ন্নিব ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (পরীক্ষিৎ, তদা) তাভ্যাং (বায়ুগ্নিভ্যাং) নির্দহ্যমানান্ (নিতরাং দহ্য-মানান্) তান্ (বৃক্ষান্) উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) মহান্ (সন্) রাজা (বনস্পতীনাং রাজা) সোমঃ তেষাং প্রচেতসাং মন্যুং (ক্রোধং) প্রশময়ন্ ইব (প্রশময়িতুমিত্যর্থঃ) উবাচ (বোধিতবান্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ, সেই বহ্নি ও বায়ু দ্বারা নিঃশেষরূপে দহ্যমান দ্রুমরাজীকে দর্শন করিয়া বনস্পতিগণের রাজা সদাশয় চন্দ্র প্রচেতোগণের ক্রোধ-প্রশমনার্থ কহিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সোমো বৃক্ষাধিষ্ঠাতা স এব বৃক্ষাণাং রাজা প্রশময়ন্নিবেতি প্রথমং সাম্নোপায়েন মন্যোরপ-গমাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোমঃ'—ভগবান্ চন্দ্রদেব বৃক্ষাধিষ্ঠাতা, তিনিই বৃক্ষগণের রাজা। 'প্রশময়ন্ ইব' —প্রচেতাগণের ক্রোধ উপশম করিবার জন্যই যেন, এখানে 'ইব' বলিবার কারণ – প্রথমতঃ সাম উপা-য়ের দ্বারা ক্রোধের শান্তি অসম্ভবহেতু, এই ভাব ॥৬॥

ন দ্রুমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোগ্ধুমর্হথ ।
বিবর্দ্ধয়িষবো যূয়ং প্রজানাং পতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগাঃ, দীনেভ্যঃ দ্রুমেভ্যঃ দ্রোগ্ধুং ন অর্হথ (যোগ্যা ন ভবথ, যতঃ) যূয়ং প্রজানাং বিবর্দ্ধয়িষবঃ (বৃদ্ধিং কর্ত্তুমিচ্ছবঃ তাসাং) যূয়ং পতয়ঃ (পালকাঃ) স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগগণ, এই দীন দ্রুমরাজীকে দগ্ধ করা আপনাদিগের উচিত নহে; যেহেতু আপনারা—প্রজাবর্গের বর্দ্ধনাভিলাষী ও পালক ॥ ৭॥

অহো প্রজাপতিপতির্ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ ।
বনস্পতীনোষধীশ্চ সসর্জ্জোর্জ্জমিষং বিভুঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! প্রজাপতিপতিঃ (প্রজাপতীনাং ব্রহ্মাদীনাং পতিঃ) ভগবান্ অব্যয়ঃ বিভুঃ হরিঃ বনস্পতীন্ (যে পুষ্পং বিনৈব ফলন্তি, তে বনস্পতয়ঃ পিপ্পলাদয়ঃ তান্) ঔষধীঃ (ফলপাকান্তাঃ ঔষধয়ঃ যবাদয়ঃ তান্) উর্জ্জং (ভক্ষ্যং পিত্র্যান্নং বা) ইষম্ (অন্নং) চ সসর্জ্জ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অহো ! ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণেরও পতি বিভু (চরাচরব্যাপী) ও অব্যয় (অবিকারী) ভগ-বান্ শ্রীহরি এই বনস্পতি ও ঔষধীসমূহকে জীব-গণের ভক্ষ্য অন্নরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন (আপনারা —প্রজাপতি, আপনাদিগের প্রজাগণের ভক্ষ্যভোজ্য নষ্ট করা উচিত নহে; কেননা, ভক্ষ্যদ্রব্য বিনষ্ট হইলে প্রজাগণও নষ্ট হইবে) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উর্জ্জমন্নাতিরিক্তং ফলাদিভক্ষ্যং বনস্পতিহেতুকম্। ইষমন্নং গোধূমাদ্যোষধিহেতুকম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উর্জ্জ'—বলিতে অন্নভিন্ন বৃক্ষোৎপন্ন ভক্ষণযোগ্য ফলাদি, এবং 'ইষ'—বলিতে গোধূমাদি (ধান্য, গম, যব) ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্নাদি খাদ্য ॥ ৮ ॥

———

অন্নং চরাণামচরা হ্যপদঃ পাদচারিণাম্।
অহস্তা হস্তযুক্তানাং দ্বিপদাঞ্চ চতুষ্পদঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—চরাণাং (পক্ষাভ্যাং চরতাং ভ্রমরাদি-পক্ষিণাম্) অচরাঃ (পুষ্পফলাদ্যাঃ) অন্নং (ভক্ষ্যং) পাদচারিণাং (গোমহিষাদীনাং) হি অপদঃ (ঘাসাদ্যাঃ অন্নং) হস্তযুক্তানাং (ব্যাঘ্রাদীনাম্) অহস্তাঃ (মৃগাদয়ঃ অন্নং) দ্বিপদাং চ (মনুষ্যাণাং) চতুষ্পদঃ (হরিণাদ্যাঃ, চ-কারাৎ অচরাঃ ব্রীহ্যাদয়ঃ চ অন্নং জ্ঞেয়ম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অচর (স্থাবর) পুষ্প-ফলাদি—চর (জঙ্গম) ভ্রমরাদির অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য ; পদহীন অর্থাৎ তৃণাদি—পদচারি-গোমহিষাদির অন্ন (ভক্ষ্য) ; হস্তহীন মৃগাদি—হস্ত (থাবা)-বিশিষ্ট ব্যাঘ্রাদির অন্ন এবং চতুষ্পদ মৃগাদি ও স্থাবর ব্রীহ্যাদি—দ্বিপদ মনুষ্যগণের অন্ন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—চরাণাং পক্ষাভ্যাং চরতাং ভ্রমরাদীনাম্। অচরাঃ পুষ্পলতাদ্যা এবান্নম্। পদচারিণাং পদ্ভিশ্চরতাং গোমহিষাদীনাং অপদো ঘাসাদ্যা এবান্নম্। তেষ্বেব হস্তযুক্তানাং ব্যাঘ্রাদীনাং গবাদয়ঃ। দ্বিপদাং পদ্ভ্যাং চরতাং মনুষ্যাণাং চতুষ্পদো হরিণাদ্যাঃ। চ-কারাৎ অচরা ধান্য-গোধূমাদ্যাশ্চ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্নং চরাণাম্' ইত্যাদি—চর বলিতে পক্ষের দ্বারা বিচরণশীল ভ্রমর প্রভৃতির পুষ্প, লতাদি অচর বস্তুসকল খাদ্য। 'পদচারিণাং'—পা দিয়া যাহারা বিচরণ করে গো, মহিষাদি, তাহাদের পদহীন ঘাসাদিই খাদ্য। তন্মধ্যে হস্তযুক্ত ব্যাঘ্রাদির হস্তশূন্য গো প্রভৃতি খাদ্য। দ্বি-পদ মনুষ্যাদির চতুষ্পদ হরিণাদি এবং 'চ'-কারের দ্বারা ধান্য, গোধূমাদি ভোজ্য হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

———

যূয়ঞ্চ পিত্রান্বাদিষ্টা দেবদেবেন চানঘাঃ।
প্রজাসর্গায় হি কথং বৃক্ষান্ নির্দ্দগ্ধুমর্হথ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘাঃ, (নিষ্পাপাঃ,) হি (যস্মাৎ) পিত্রা (প্রাচীনবর্হিষা) দেবদেবেন চ (ভগবতা) প্রজাসর্গায় যূয়ম্ অন্বাদিষ্টাঃ (আজ্ঞপ্তাঃ অতঃ) বৃক্ষান্ (প্রজোপজীব্যান্ বৃক্ষান্) কথং নির্দ্দগ্ধুম্ অর্হথ ? ১০ ॥

অনুবাদ—হে নির্ম্মলাত্মগণ, আপনাদিগের পিতা প্রাচীনবর্হি ও দেব-দেব ভগবান্ আপনাদিগকে প্রজা-সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন ; অতএব, কিরূপে প্রজাগণের জীবনধারণোপযোগী বৃক্ষসমূহ ও ঔষধীসকলকে দহন করা আপনাদের উচিত হয় ?১০॥

———

আতিষ্ঠত সতাং মার্গং কোপং যচ্ছত দীপিতম্।
পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) বঃ (যুষ্মাকং) পিত্রা পিতামহেন প্রপিতামহৈঃ জুষ্টং (পিত্রাদিভিঃ সেবিতং) সতাং মার্গং (সুশীলানাং কৃপালুনাং মার্গং জীব-সংরক্ষণলক্ষণম্) আতিষ্ঠত, (কুরুত,) দীপিতং কোপং (চ) যচ্ছত (উপসংহরত) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আপনাদের পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি দ্বারা সেবিত যে জীব-রক্ষণ-লক্ষণ সাধুমার্গ—আপনারা সেই পন্থারই অনুবর্ত্তন করুন ; কোপ প্রদর্শন করা আপনাদের পক্ষে সঙ্গত নহে, আপনারা উদ্দীপিত কোপ সম্বরণ করুন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—পিত্রাদিভির্জুষ্টং সতাং মার্গম্ উপশমম্ আতিষ্ঠত ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিত্রাদিভিঃ'—পিতা, পিতামহাদির দ্বারা সেবিত সাধুগণের সম্মত শান্তির পথ অবলম্বন করুন ॥ ১১ ॥

———

তোকানাং পিতরৌ বন্ধু দৃশঃ পক্ষ্ম স্ত্রিয়াঃ পতিঃ।
পতিঃ প্রজানাং ভিক্ষূণাং গৃহ্যজ্ঞানাং বুধঃ সুহৃৎ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(যথা) তোকানাং (বালানাং) পিতরৌ (মাতাপিতরৌ) বন্ধুঃ (শরণং, যথা চ) দৃশঃ (নেত্রস্য) পক্ষ্ম (বন্ধুঃ রক্ষকঃ, যথা চ) স্ত্রিয়াঃ পতিঃ (বন্ধুঃ

পোষকঃ রক্ষকশ্চ যথা চ) ভিক্ষূণাং গৃহী (গৃহস্থঃ বন্ধুঃ অন্নবস্ত্রাদি-দানেন নির্ব্বাহকঃ, যথা চ) অজ্ঞানাং বুধঃ (জ্ঞানী) সুহৃৎ (জ্ঞানোপদেশেন সংসারভয়-নিবর্ত্তকঃ, তথা) প্রজানাং পতিঃ (রাজা বন্ধুঃ সর্ব্বাপদ্ভ্যঃ রক্ষকঃ জীবিকাপ্রদশ্চ), (অতঃ প্রজোপকারিণাং বৃক্ষাণাং বিনাশঃ অনুচিতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—পিতামাতা—যেমন বালকের বন্ধু (লালক), পক্ষ্ম—যেমন নেত্রের বন্ধু (রক্ষক), পতি —যেমন স্ত্রীর বন্ধু (পোষক ও রক্ষক), গৃহস্থ— যেমন ভিক্ষুকের বন্ধু (অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা পোষণকারী) এবং জ্ঞানী—যেমন অজ্ঞের বন্ধু ; তেমনই প্রজাগণের রক্ষক ও জীবিকাপ্রদ বলিয়া প্রজাপতি রাজাই প্রজার বন্ধু, (অতএব প্রজাদের বৃক্ষসমূহকে নষ্ট করা আপনাদের অনুচিত) ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যূয়ং হি প্রজাপালকা দ্রুমাদয়ঃ প্রজাঃ, প্রজোপজীব্যাশ্চেত্যেতান্ পালয়ত। ন হি পালকানাং নাশকত্বং দৃষ্টমিত্যত্র দৃষ্টান্তপঞ্চকমাহ—তোকানাং বালানাং স্ত্রিয়াঃ পতির্ভর্ত্তা প্রজানাং পতির্নৃপঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতিঃ প্রজানাং'—তোমরা প্রজাগণের পালক, বৃক্ষাদি তোমাদের প্রজা এবং প্রজাগণের উপজীব্য, অতএব ইহাদিগকে রক্ষা কর। পালকেরা কখনও বিনষ্টকারী হয় না—এই বিষয়ে পাঁচটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'তোকানাং', পিতামাতাই শিশুগণের বন্ধু, স্ত্রীগণের স্বামী বন্ধু, প্রজাগণের পালক রাজা ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

———

অন্তর্দ্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—ভূতানাং (সর্ব্বেষাম্ এব প্রাণিনাং) অন্তর্দেহেষু (দেহেষু মধ্যে) আত্মা (তেষাম্ অন্তর্য্যামী) ঈশ্বরঃ হরিঃ আস্তে, (অতঃ) সর্ব্বং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বং) তদ্ধিষ্ণ্যং (ভগবদ্ধাম ইতি) ঈক্ষধ্বম্। এবম্ (ঈক্ষণেন) বঃ (যুষ্মাভিঃ) অসৌ (হরিঃ) হি তোষিতঃ (অভবৎ চ। তস্মিন্ তুষ্টে কিং দুর্ল্লভমিতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের দেহান্তঃপ্রদেশে জগদীশ্বর শ্রীহরি আত্মরূপে বিরাজমান। অতএব আপনারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে তাঁহারই অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়া দর্শন করুন ; এইরূপ দর্শনেই আপনারা শ্রীহরিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব আপনাদের ভূতদ্রোহ অনুচিত ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরাধিষ্ঠানত্বাচ্চ ভূতদ্রোহো ন যুক্ত ইত্যাহ—অন্তরিতি। বো যুষ্মাভিরেবং সর্ব্বভূতদয়য়ৈব অসাবীশ্বরস্তোষিত ইতি কিং ন স্মরথেতি ভাবঃ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের অধিষ্ঠানত্বহেতু প্রাণিগণের প্রতি দ্রোহ আচরণ করা কখনই উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—'অন্তঃ' ইত্যাদি। 'বঃ তোষিতঃ' —তোমাদের দ্বারা এইপ্রকার সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি দয়া করা হইলেই, সেই ঈশ্বরের তুষ্টিবিধান করা হইবে —ইহাও কি তোমরা স্মরণ কর না ?—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

———

যঃ সমুৎপতিতং দেহে আকাশান্মন্যুমুল্বণম্।
আত্মজিজ্ঞাসয়া যচ্ছেৎ স গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (প্রাণী) আকাশাৎ (ইব) দেহে সমুৎপতিতম্ (অকস্মাৎ সমুদ্ভূতম্) উল্বণম্ (উগ্রং) মন্যুং (ক্রোধম্) আত্মজিজ্ঞাসয়া (আত্মবিচারেণ) যচ্ছেৎ (উপশময়েৎ) সঃ গুণান্ (সংসারদুঃখহেতুভূতান্) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রামতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে-ব্যক্তি আত্মবিচার দ্বারা আকাশ হইতে সমুৎপতিত (অর্থাৎ অকস্মাৎ উদ্ভূত) দেহস্থ উৎকট ক্রোধকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই দুঃখের হেতুভূত সংসারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কোপকালে কুত এতাবান্ বিচারস্তত্রাহ—য ইতি। আকাশাদিব দেহে সমুৎপতিতমাকস্মিকমিত্যর্থঃ। আত্মনো জিজ্ঞাসয়া বিচারেণ যচ্ছেৎ উপশময়েৎ। সগুণানিতি অন্যথা যূয়ং গুণৈরেব গ্রস্তা ভবিষ্যথেতি সামোক্ত্যা ভেদশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কোপকালে এইরূপ বিচারের অবসর কোথায় ? তাহাতে বলিতেছেন—'আকাশাদ্ ইব', আকাশ হইতেই যেন দেহে সমুৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ দেহের মধ্যে অকস্মাৎ এই উগ্র ক্রোধ সঞ্জাত হইয়াছে—এই অর্থ। 'আত্ম-

জিজ্ঞাসয়া'—আত্মতত্ত্বের বিচারের দ্বারা এই তীব্র ক্রোধ দমন করা উচিত। 'সগুণান্'—তাহাতে তিন গুণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে, অন্যথা তোমরাই গুণের দ্বারা গ্রস্ত (অভিভূত) হইবে, এই প্রকার সাম বাক্য বলায়, ভেদও ধ্বনিত হইল ॥ ১৪॥

অলং দগ্ধৈর্দ্রুমৈর্দীনৈঃ খিলানাং শিবমস্তু বঃ।
বার্ক্ষী হ্যেষা বরা কন্যা পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—দীনৈঃ দগ্ধৈঃ দ্রুমৈঃ অলং (তেষাং দাহেন উপযোগো নাস্তি) খিলানাম্ (অবশিষ্টানাং শেষাণাং বৃক্ষাণাং) বঃ (যুষ্মাকং চ) শিবং (কল্যাণম্) অস্তু, বার্ক্ষী (বৃক্ষৈঃ পালিতা তদীয়া) এষা ('মারিষা'-নাম্নী) বরা (বরণীয়া) কন্যা পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এই দীন বৃক্ষসকলকে দহন করিবার প্রয়োজন নাই; দগ্ধাবশিষ্ট বৃক্ষসকলের এবং আপনাদের মঙ্গল হউক্; আপনারা বৃক্ষপালিতা "মারিষা" -নাম্নী এই সুলক্ষণা কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভেদেনাপ্যুপশমাভাবমালক্ষ্য দানমাহ—অলমিতি। খিলানাং শেষাণাং, বার্ক্ষী বৃক্ষৈঃ পালিতত্বাদ্ বৃক্ষকন্যা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভেদের দ্বারাও উপশমের অভাব লক্ষ্য করিয়া দান নীতি প্রয়োগ করিতেছেন—'অলম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই দীন বৃক্ষসকলকে দগ্ধ করিয়া কোন ফল নাই। অতএব যে সকল বৃক্ষ এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাদের এবং তোমাদের কল্যাণ হউক। 'বার্ক্ষী'—বৃক্ষগণের দ্বারা প্রতিপালিতা বলিয়া এই বৃক্ষকন্যা, (ইহাকে তোমরা পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।) ॥ ১৫ ॥

ইত্যামন্ত্র্য বরারোহাং কন্যামাপ্সরসীং নৃপ।
সোমো রাজা যযৌ দত্ত্বা তে ধর্ম্মেণোপযেমিরে ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ইতি (ইত্যেবম্) আমন্ত্র্য (সান্ত্বয়িত্বা) বরারোহাং (বরঃ শ্রেষ্ঠঃ আরোহঃ নিতম্বপ্রদেশঃ যস্যাঃ তাম্) আপ্সরসীম্ (অপ্সরসঃ প্রম্লোচায়াঃ প্রসূতাং) কন্যাং (সুতাং তেভ্যঃ) দত্ত্বা রাজা সোমঃ যযৌ, তে চ (সর্ব্বে দশতাম্ একাং) ধর্ম্মেণ (ভগবদ্বচনপ্রমাণেন) উপযেমিরে (বিবাহিতবন্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, রাজা সোম এইপ্রকারে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে 'প্রম্লোচা'-নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাতা সেই (নিবিড়নিতম্বিনী) বরারোহা কন্যাটীকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা দশজনেই ধর্ম্মানুসারে ঐ কন্যার পানিগ্রহণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—আপ্সরসীম্ অপ্সরসঃ প্রম্লোচায়াঃ সুতাম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপ্সরসীম্'—প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার সেই সুন্দরী কন্যাটিকে (সোমরাজ প্রচেতাগণকে দান করিলেন)। [এস্থলে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা এইরূপ—কণ্ডুমুনির তপস্যায় বিঘ্ন করিতে প্রেরিতা হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী কোন অপ্সরা, ঐ মুনির সহিত বহুকাল রমণান্তে তজ্জাত গর্ভ বৃক্ষে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরে বনস্পতিগণের রাজা সোম নিজ অমৃতক্ষরণশীল তর্জ্জনী স্পর্শ দ্বারা উহাকে জীবিত রাখেন, উহাতে যে কন্যা হয়, বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া 'বার্ক্ষী' বা 'মারিষা' নাম পায়। ভগবদাদেশে দশ প্রচেতা ঐ বার্ক্ষীকে বিবাহ করেন।] ॥ ১৬ ॥

তেভ্যস্তস্যাং সমভবদ্দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল।
যস্য প্রজাবিসর্গেণ লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তেভ্যঃ (প্রচেতোভ্যঃ) তস্যাং (মারিষায়াং) প্রাচেতসঃ (তৎপুত্রঃ) কিল (প্রসিদ্ধঃ) দক্ষঃ সমভবৎ (জাতঃ) যস্য (দক্ষস্য) প্রজাসর্গেণ (প্রজা-সৃষ্ট্যা) ত্রয়ঃ লোকাঃ আপূরিতাঃ (পরিব্যাপ্তাঃ আসন্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই দশজন প্রচেতা হইতে সেই মারিষা-নাম্নী কন্যার গর্ভে 'প্রাচেতস' নামক দক্ষ উৎপন্ন হন। এই দক্ষের সৃষ্ট প্রজাসমূহ দ্বারাই ত্রিলোক পূর্ণ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সমভবদিতি দক্ষস্য স্বায়ম্ভুবমনুবংশ্য-

ত্বাৎ স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে জন্ম। 'যস্য প্রজাবিসর্গেণ' ইতি প্রজবিসর্গস্তস্য চাক্ষুষ এব,—"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্ সর্গে কালবিদ্রুতে। যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টা স দক্ষো দৈবচোদিতঃ॥" ইতি চতুর্থোক্তেঃ। তস্মাৎ মধ্যে মন্বন্তরপঞ্চকমভিব্যাপ্যাস্য তপএব পৌর্ব্বকালিকৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যর্থকমবগম্যতে ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমভবৎ'—প্রচেতাগণের ঔরসে সেই স্ত্রীর গর্ভে প্রাচেতস দক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত বলিয়া দক্ষের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্ম। 'যস্য প্রজাবিসর্গেণ'—এই দক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রজাগণের দ্বারাই এই ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহার এই প্রজাসৃষ্টি চাক্ষুষ মন্বন্তরে। যেমন চতুর্থ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে —"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে" (৪।৩০।৪৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ যদিও এই দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, তথাপি পূর্ব্বে একবার মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে এই ক্ষত্রিয় জাতিতে তাঁহার জন্ম হইল। চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে কালবশতঃ পূর্ব্বদেহ বিনাশে যিনি ঈশ্বরের নিয়োগ দ্বারা ইষ্ট প্রজাসকলের সৃষ্টি করেন, ইনি সেই দক্ষ। মধ্যে পঞ্চম মন্বন্তর ব্যাপী ইহার তপস্যা—পূর্ব্বকালীন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তই, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

যথা সসর্জ্জ ভূতানি দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।
রেতসা মনসা চৈব তন্মমাবহিতঃ শৃণু ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেন প্রকারেণ) দুহিতৃবৎসলঃ (এতেন তস্য কন্যাবংশ এবেত্যুক্তং) দক্ষঃ রেতসা (বীর্য্যেণ) মনসা সঙ্কল্পেন চ ভূতানি সসর্জ্জ সৃষ্টবান্, তৎ মম (মত্তঃ) অবহিতঃ (সাবধানঃ সন্) শৃণু ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দুহিতৃবৎসল প্রজাপতি দক্ষ যে-প্রকারে বীর্য্য ও মনোদ্বারা ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—দুহিতৃবৎসল ইতি পুত্রবংশাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুহিতৃবৎসলঃ'—কন্যাবৎসল সেই দক্ষ, ইহার দ্বারা পুত্র-বংশের অভাব সূচিত হইল ॥ ১৮ ॥

মনসৈবাসৃজৎ পূর্ব্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ।
দেবাসুরমনুষ্যাদীন্ নভঃস্থলজলৌকসঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) নভঃ-স্থল-জলৌকসঃ (নভঃ আকাশঃ স্থলং পৃথিবী জলং চ ওকাংসি যেষাং তান্) দেবাসুরমনুষ্যাদীন্ ইমাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বং (প্রাক্) মনসা এব অসৃজৎ (সসর্জ্জ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে মনোদ্বারাই দেব, অসুর, মনুষ্য, খেচর, ভূচর ও জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করেন ॥ ১৯ ॥

তমবৃংহিতমালোক্য প্রজাসর্গং প্রজাপতিঃ।
বিন্ধ্যপাদানুপব্রজ্য, সোঽচরদ্দুষ্করং তপঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ প্রজাপতিঃ তং প্রজাসর্গং (প্রজানাং সর্গম্) অবৃংহিতম্ (অসংবৃদ্ধম্) আলোক্য বিন্ধ্যপাদান্ (বিন্ধস্য পাদান্ সন্নিহিত-পর্ব্বতান্) উপব্রজ্য (গত্বা) দুষ্করং তপঃ অচরৎ (অকরোৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তিনি সৃষ্ট-প্রজাসমূহের বৃদ্ধি দেখিতে না পাইয়া, বিন্ধ্যাচল-সন্নিহিত কোন পর্ব্বতে গিয়া দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাপতির্দক্ষঃ বিন্ধ্যস্য পাদান্ প্রত্যন্ত-পর্ব্বতান্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাপতিঃ'—প্রজাপতি দক্ষ, 'বিন্ধ্যপাদান্'—বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমীপস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত-সমূহে (যাইয়া দুষ্কর তপস্যায় রত হইলেন।) ॥২০॥

তত্রাঘমর্ষণং নাম তীর্থং পাপহরং পরম্।
উপস্পৃশ্যানুসবনং তপসাতোষয়দ্ধরিম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র অঘমর্ষণং নাম পাপহরং পরং (শ্রেষ্ঠং) তীর্থম্ (অস্তি, তত্র) অনুসবনং (ত্রিকালম্) উপস্পৃশ্য (আচমন-স্নানাদিকং কৃত্বা) তপসা হরিম্ অতোষয়ৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই পর্ব্বতে পাপহর অঘমর্ষণ-নামক

একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিদ্যমান আছে। প্রজাপতি দক্ষ সেইস্থানে ত্রিসন্ধ্যা আচমনাদি করিয়া তপস্যা-দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করিতেন ॥ ২১ ॥

অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজম্।
তুভ্যং তদভিধাস্যামি কস্যাতুষ্যদ্‌যথা হরিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—হংসগুহ্যেন (হংসানাং পরমহংসানাং গুহ্যং রহস্যং তেন হংসগুহ্যেন তন্নাম্না স্তোত্রেণ) অধোক্ষজং (প্রাকৃতেন্দ্রিয়াণাম্ অতীতং) ভগবন্তম্ অস্তৌষীৎ ; যতঃ স্তোত্রাৎ কস্য (দক্ষস্য) হরিঃ যথা অতুষ্যৎ, তৎ তুভ্যম্ অভিধাস্যামি (কথয়িষ্যামি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ যে 'হংসগুহ্য'-নামক স্তোত্র দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরিকে স্তুতি করিয়াছিলেন, এবং যে-স্তুতি হইতে যে-ভাবে ভগবান্ শ্রীহরি দক্ষের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হংসগুহ্যেন স্তোত্রেণ পূর্ব্বসিদ্ধেনৈব নৈগমেন, ন তু দক্ষকৃতেনেত্যর্থঃ। কস্য দক্ষস্য ॥২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হংসগুহ্যেন'—হংসগুহ্য স্তোত্রের দ্বারা, এই স্তোত্র পূর্ব্ব হইতেই নিগম-সিদ্ধ; কিন্তু দক্ষের দ্বারা রচিত নহে। 'কস্য'—'ক' বলিতে এখানে প্রজাপতি দক্ষ ॥ ২২ ॥

শ্রীপ্রজাপতিরুবাচ—
নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে
গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভি-
র্নিবৃত্তমানায় দধে স্বয়ম্ভুবে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপ্রজাপতিঃ উবাচ,—পরায় (সর্ব্বোত্তমায়) অবিতথানুভূতয়ে (অবিতথা যথার্থানুভূতিঃ চিৎশক্তিঃ যস্য তস্মৈ ভ্রান্তিরহিতায়) গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে (গুণত্রয়াভাসঃ জীবঃ নিমিত্তং মায়া চ তয়োঃ বন্ধবে নিয়ন্ত্রে প্রবর্ত্তকায় চ) গুণতত্ত্ববুদ্ধিভিঃ (গুণেষু রূপরসাদিবিষয়েষু তত্ত্বং পরমার্থ ইতি বুদ্ধিঃ যেষাং তৈঃ) অদৃষ্টধাম্নে (ন দৃষ্টং ধামস্বরূপং যস্য তস্মৈ) নিবৃত্তমানায় (নিবৃত্তং মানং প্রমাণং প্রত্যক্ষাদি যস্মাৎ তস্মৈ) স্বয়ম্ভুবে (স্বপ্রকাশায়) নমঃ দধে (নমস্করোমি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ অধোক্ষজ শ্রীহরিকে প্রসিদ্ধ 'হংসগুহ্য'-স্তব দ্বারা এইরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন। যিনি—মায়া ও মায়িক পদার্থ হইতে উত্তম এবং যিনি—অব্যভিচারী জ্ঞানেচ্ছা-শক্তি বিশিষ্ট, যিনি—জীব ও মায়ার নিয়ন্তা এবং প্রবর্ত্তক, মায়িক গুণত্রয়ের পরিণামভূত অনিত্য পৃথিব্যাদি বিষয়ে স্বভোগ্য-জ্ঞানে সত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট অথবা গুণাদির পরিণামভূত-তত্ত্বেই 'ইনি—দেবতা, ইনি মানুষ' ইত্যাদি বুদ্ধিযুক্ত জনসমূহ যাঁহার স্বরূপ দেখিতে পায় না, যিনি—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ অথবা অপরিচ্ছিন্ন, যিনি—কারণান্তর হইতে উৎপন্ন নহেন অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরায় জীবমায়ামায়িকেভ্য ইত্যর্থঃ। কুতঃ ?—অবিতথানুভূতয়ে সত্যানুভবায় গুণত্রয়াভাসো জীবঃ নিমিত্তং মায়া তয়োর্বন্ধবে, এবমপি গুণেষু তত্ত্ববুদ্ধির্যেষাং তৈর্জীবৈরদৃষ্টস্বরূপায়। তদ্ভিন্নৈরপি সন্ সম্যগবগম্য ধামেত্যাহ—নিবৃত্তো মানাবধিঃ পরিমাণ-সীমা যস্য তস্মৈ, ন হ্যেতাবদ্‌গুণরূপৈশ্বর্য্যকঃ ইতি কোঽপি বক্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণা—"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য" ইতি। 'নিবৃত্তমানায় দধে' ইতি পাঠে মানো জ্ঞানম্ ; দধে করোমি, তদা নমঃ ইতি কর্ম্মপদম্ ; তর্হি কথং তস্য সিদ্ধিস্তত্রাহ—স্বয়ম্ভুবে স্বপ্রকাশায় ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরায়'—যিনি সর্ব্বোত্তম, অর্থাৎ জীব, মায়া ও মায়িক বস্তু হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার করি, এই অর্থ। কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ ? তাহাতে বলিতেছেন—'অবিতথানুভূতয়ে', অবিতথ বলিতে যথার্থ অনুভূতি (চিচ্ছক্তি, জ্ঞান) যাঁহার, অর্থাৎ যিনি সত্যানুভব-স্বরূপ, তাঁহাকে। 'গুণত্রয়াভাস-নিমিত্ত-বন্ধবে'—গুণত্রয়ের আভাস (কার্য্য) বলিতে জীব এবং নিমিত্ত অর্থাৎ মায়া, এই উভয়ের যিনি বন্ধু অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে। এই-রূপ হইলেও প্রকৃতির গুণসমূহকেই যাহারা তত্ত্ববুদ্ধি

করে, সেই সকল জীব যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না (অদৃষ্ট-স্বরূপায়)। তদ্ভিন্ন অপরের নিকটও যাঁহার ধাম (স্বরূপ) সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয় না, ইহা বলিতেছেন—'নিরুত্ত-মানাবধয়ে', নিরুত্ত হইয়াছে মান বলিতে পরিমাণ ও অবধি (সীমা) যাঁহার, অর্থাৎ এইপ্রকার গুণ, রূপ ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট পরমেশ্বর—এইরূপে কেহই যাঁহাকে বলিতে সমর্থ হয় না, এই ভাব। শ্রীদশমে ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"গুণাত্মনস্তেঽপি" (১০।১৪।৭), অর্থাৎ হে ভগবন্! গুণসমূহের অধিষ্ঠাতা তোমার অখিল গুণরাশি কে গণনা করিতে সমর্থ? যে তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত বহুগুণ প্রকাশ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ, ইত্যাদি। 'নিরুত্তমানায়'—এইরূপ পাঠান্তরে, নিরুত্ত হইয়াছে মান বলিতে জ্ঞান যাঁহার, অর্থাৎ যাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, তাঁহাকে। তখন 'নমঃ'—ইহা কর্ম্মপদ, 'নমঃ দধে'—বলিতে নমস্কার করি। যদি বলেন—তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহার সিদ্ধি (প্রাপ্তি) হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বয়ম্ভুবে', স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ যিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন, সেই স্বপ্রকাশ পরমপুরুষকে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

———

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ
সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে-
স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—গুণঃ (বিষয়ঃ) গুণিনঃ (বিষয়িণঃ ইন্দ্রিয়াদেঃ) সখ্যং (প্রকাশকত্বং) যথা (যদ্বৎ ন বেত্তি, তদ্বৎ) পুরুষঃ সখা (জীবঃ) অস্মিন্ পুরে (দেহে) বসন্ অপি সংবসতঃ (অত্রৈব স্থিতস্য) ব্যক্তদৃষ্টেঃ (প্রপঞ্চদ্রষ্টুঃ) সখ্যুঃ (প্রবর্ত্তকস্য) যস্য (পরমেশ্বরস্য) সখ্যং (করণপ্রবর্ত্তকত্বাদিকং) ন অবৈতি (ন জানাতি) (পরমেশ্বরায়) তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেমন তৎপ্রকাশক ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকত্ব অবগত নহে, সেইরূপ জীব এই দেহপুরে থাকিয়াও জীব-দেহে বিরাজমান প্রপঞ্চাধীশ যে বিভুচিৎ পরমেশ্বরের করণ-প্রবর্ত্তকত্বাদি অর্থাৎ হৃষীকেশত্ব জানিতে পারে না, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টধামত্বমুপপাদয়তি—নেতি। যস্য পরমাত্মনঃ সখ্যং করণপ্রবর্ত্তকত্বাদিকং পুরুষো জীবো নাবৈতি ন জানাতি, অস্মিন্নেব পুরে দেহে বসতোঽপি সখ্যুরপি আত্মারামত্বেঽপি সখ্যাদেব তৎকামিতান্ বিষয়ান্ ভোজয়িতুঃ, স্বয়ং সখাপি তস্য তত্তৎসখ্যমনুভবন্নপি অত্রৈব দেহে বসন্নপি নৈব বেদ; 'ব্যক্তদৃষ্টে'রিতি ষষ্ঠ্যন্তপাঠে বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিপ্রকাশাদেব যদ্বিষয়কং জ্ঞানং ব্যক্তমেব তস্যাপীশ্বরস্য; প্রথমান্তপাঠে তস্মাদেব হেতোর্যৎকর্ত্তৃকং জ্ঞানং ব্যক্তমেব, সোঽপি জীবঃ শব্দস্পর্শাদির্যথা গুণিনঃ শ্রোত্রাদেরিন্দ্রিয়স্য সখ্যং স্বমাধুর্য্যাদিজ্ঞাপনলক্ষণং ন বেত্তি, তদ্বৎ ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অদৃষ্ট-স্বরূপত্বই প্রতিপন্ন করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। যে পরমাত্মার 'সখ্য' বলিতে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাদি বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব, জীব জানিতে পারে না। 'অস্মিন্ পুরে'—এই দেহরূপ পুরের মধ্যে জীব সর্ব্বদা সহচররূপে বাস করিয়াও, একত্র অবস্থানকারী যে সখা আত্মারাম হইয়াও সখ্যবশতঃই জীবের অভিলষিত বিষয়সমূহ ভোগ করাইতেছেন, তাঁহার সখ্যভাব অবগত হইতে পারে না। 'সখা বসন্'—স্বয়ং সখা হইয়াও, তাঁহার সেই সেই সখ্য অনুভব করিয়াও, একই দেহে বাস করিয়াও জীব কখনই তাঁহাকে জানিতে পারে না। 'ব্যক্তদৃষ্টেঃ'—এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশহেতু যদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ পাইলেও সেই ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। 'ব্যক্তদৃষ্টিঃ'—এইরূপ প্রথমান্ত পাঠে, সেই কারণেই যৎকর্ত্তৃক জ্ঞান ব্যক্তই, অর্থাৎ ব্যক্ত বলিতে প্রপঞ্চেই দৃষ্টি যাহার, সেই জীবও 'যথা গুণিনঃ'—যেমন শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়সমূহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের স্বমাধুর্য্যাদি জ্ঞাপনরূপ (প্রকাশনাদি ব্যাপার) উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ। (জীবের তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণ এই যে—সেই মহেশ্বর নিখিল প্রপঞ্চের একমাত্র দ্রষ্টা, অপর সমুদয় পদার্থই দৃশ্য। সুতরাং দৃশ্যের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপ-সন্ধান সম্ভবপর হয় না।) ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—গুণো যথা গুণিনঃ। কশ্চিৎপুরস্থিতো

গুণভূতঃ প্রধানভূতস্য রাজ্ঞঃ মমাসৌ সখেতি। রাজা চিন্তিতমপি ন জানাতি।

যথা রাজ্ঞঃ প্রিয়ত্বন্তু ভৃত্যা বেদেন চাত্মনঃ।

তথা জীবো ন যৎসখ্যং বেত্তি তস্মৈ নমোঽস্তু তে॥

ইতি স্কান্দে॥ ২৪॥

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা-

মাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।

সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো

ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—দেহঃ অসবঃ (প্রাণাঃ) অক্ষাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) মনবঃ (অন্তঃকরণানি) ভূতমাত্রাং (ভূতানি পৃথিব্যাদীনি মাত্রাঃ তন্মাত্রাণি শব্দাদয়ঃ চ) আত্মানং স্ব-স্বরূপম্) অন্যম্ ইন্দ্রিয়বর্গং (দেবতাবর্গং তয়োঃ পরঞ্চঃ দেবতাবর্গং) পরঃ যৎ (জীবস্বরূপং চ) ন বিদুঃ (ন জানন্তি জড়ত্বাৎ). পুমান্ (জীবস্তু) সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং) গুণান্ চ (দেহমূল-ভূতান্ সত্ত্বাদীন্ চ) বেদ (জানাতি চেতনত্বাৎ। এবং) তজ্জ্ঞঃ অপি (যং) সর্ব্বজ্ঞং ন বেদ, (তম্) অনন্তম্ (অহম্) ঈড়ে (স্তৌমি)॥ ২৫॥

অনুবাদ—প্রাণসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণ-সকল, পৃথিব্যাদি স্থূলভূতসমূহ ও শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ এবং আপনাদের স্বরূপ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের স্বরূপ, আর এই উভয়ের শ্রেষ্ঠ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ,—এই তিনটীর একটীও দেহাদি জানিতে পারে না; কারণ, ঐ দেহাদি—জড় মাত্র; কিন্তু, জীব 'চেতন' বলিয়া দেহাদিকে এবং তন্মূলীভূত তত্ত্বাদিগুণসমূহকেও জানিতে পারেন। তথাপি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও জীব যে সর্ব্বজ্ঞ অনন্তস্বরূপকে জানিতে পারেন না, আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে স্তব করি॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ—ননু গুণো জড়ত্বাৎ ন জানাতু, জীবস্তু চেতনঃ কথং ন জানাতি? তত্র স সর্ব্বত্র চেতনোঽপি পরমেশ্বরে ত্বচেতন এবেত্যাহ—দেহশ্চ তত্রস্থা অসবঃ প্রাণাশ্চ অক্ষা ইন্দ্রিয়াণি চ মনবোঽন্তঃকরণানি চ ভূতানি পৃথিব্যাদীনি চ মাত্রাঃ শব্দাদয়শ্চ আত্মানং স্ব-স্বরূপং আত্মনাং মধ্যে অন্যমন্যস্বরূপম্ আত্মভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এব পরং জীবস্বরূপঞ্চ ন বিদুঃ। পুমান্ জীবস্তু চেতনত্বাৎ সর্ব্বম্ আত্মানং দেহাদীন্ গুণান্ সত্ত্বাদীন্ তন্মূলভূতাংশ্চ বেদ জীবন্মুক্তত্বদশায়াং তৎ পরমাত্মানঞ্চ জানাতীতি তজ্জ্ঞঃ; তদপি সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরং ন বেদ। ননু তজ্জ্ঞ ইতি ব্রূষে, তদপি ন বেদেতি কুতস্তত্রাহ—অনন্তম্ অপ্রাকৃতগুণানামনন্তাত্তদপ্যজ্ঞানমেব। যদুক্তং—"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া" ইতি॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, গুণ (শব্দাদি বিষয়) জড় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রকাশনাদি ব্যাপার না জানুক, কিন্তু চেতন জীব কিজন্য জানিতে পারিবে না? তাহার উত্তরে—জীব সর্ব্বত্র চেতন হইলেও পরমেশ্বর-বিষয়ে অচেতনই, ইহা বলিতেছেন—'দেহ' ইত্যাদি, দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণ-সমূহ, পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত ও শব্দাদি তন্মাত্র-সমূহ (সূক্ষ্ম পঞ্চভূত)—ইহারা 'আত্মানং', নিজের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতাবর্গ ও জীবের স্বরূপ জানিতে পারে না। 'পুমান্'—কিন্তু জীব চেতন বলিয়া তৎসমুদয় অর্থাৎ নিজেকে, দেহাদিকে এবং তাহাদের মূলভূত সত্ত্বাদি গুণসমূহকে অবগত হইতে পারে, এমন কি জীবন্মুক্ত দশায় সেই পরমাত্মাকেও জানিতে পারে, এইজন্য জীব 'তজ্জ্ঞঃ'—তদভিজ্ঞ। পরন্তু জীব ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। যদি বলেন—দেখুন, 'তজ্জ্ঞঃ', তদভিজ্ঞ বলিতেছেন, অথচ জানে না, ইহা কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'অনন্তং', অপ্রাকৃত গুণসমূহের আনন্ত্যহেতুই সেই অনন্ত-তত্ত্বকে জীব জানে না। যেমন শ্রীদশমে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"দ্যুপতয় এব তে" (১০।৮৭।৪১), অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ব্রহ্মাদিও অনন্তহেতু তোমাকে জানিতে পারে না, ইত্যাদি॥ ২৫॥

মধ্ব—

দেহমানী বৈশ্রবণো মরুতঃ প্রাণমানিনঃ।

ইন্দ্রাদ্যা ইন্দ্রিয়াত্মানো রুদ্রোঽন্তঃকরণাত্মকঃ॥

নৈতে বিন্দন্তি স্বাত্মানং পরং বাপি বিমোহিতাঃ।

জীবাভিমানী ব্রহ্মা তু সর্ব্বং বেদ প্রজাপতিঃ॥

সোঽপি বেদ হরিং নৈব সম্যক্ চৈব হি সর্ব্ববিৎ।

ইতি চ॥ ২৫॥

যদোপরামো মনসো নামরূপ-
রূপস্য দৃষ্টস্মৃতিসম্প্রমোষাৎ।
য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া।
হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্মনে নমঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (সমাধি-সময়ে) দৃষ্টস্মৃতি-সম্প্রমোষাৎ (দৃষ্টং দর্শনং প্রমাণবিকল্পবিপর্য্যয়-লক্ষণং ত্রিবিধং জ্ঞানং, স্মৃতিশ্চ স্মরণং তয়ো সম্প্র-মোষাৎ নাশাৎ) নামরূপরূপস্য (নামরূপে রূপ্যেতে যেন তন্নামরূপরূপং তস্য) মনসঃ উপরামঃ (ভবতি তদা) যঃ কেবলয়া স্বসংস্থয়া (সচ্চিদানন্দরূপয়া) ঈয়তে, (প্রতীয়তে,) তস্মৈ হংসায় (শুদ্ধায় পরম-বিবেকিনে) শুচিসদ্মনি (শুচি শুদ্ধং মনঃ সদ্ম প্রতীতিস্থানং যস্য তস্মৈ) নমঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যখন চিত্তের উপরাম হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থার ন্যায় চিত্তের বিক্ষেপ না হইয়া, এবং সুষুপ্তি-অবস্থার ন্যায় চিত্তের লয় না হইয়া সমাধি হয়, তখন নাম ও রূপের উদ্ভাবক ঐ চিত্তের দর্শন ও স্মরণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধি-কালে যিনি জীব-চিত্তে স্বকীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে প্রকাশিত হন, সেই শুদ্ধান্তঃকরণৈকগম্য ভগবান্ হংসকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৬।

বিশ্বনাথ—ননু তজ্জ্ঞোঽপি ন বেদেতি যদুক্তং, তত্র তদেব বেদ্যং বস্তু দ্বিবিধং—'সুজ্ঞেয়ং', 'দুর্জ্ঞেয়ঞ্চ'। তত্র সুজ্ঞেয়ং নির্ব্বিশেষ-স্বরূপমাহ—যদেতি। যদা, মনসঃ উপরামঃ উপরামাতিশয়ঃ সমাধিঃ, ন তু সুষুপ্তাবিব লয়ঃ; ন চ জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরিব বিক্ষেপঃ। কীদৃশস্য ?—নামরূপে রূপ্যেতে যেন তস্য; উপরা-মাতিশয়ে হেতুঃ—দৃষ্টং দর্শনং, স্মৃতিশ্চ, তয়োঃ সংপ্রমোষাৎ সম্যক্ তয়ৈব নাশাৎ, তদা যঃ কেবলয়া স্বস্য সংস্থয়ৈব, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানগম্যতয়া বস্তুমাত্রত্বেনে-ত্যর্থঃ; ঈয়তে প্রতীয়তে, তস্মৈ হংসায় শুদ্ধায়। শুচি শুদ্ধং চিত্তং সদ্ম প্রতীতিস্থানং যস্য তস্মৈ; এতৎস্বরূপস্য সুজ্ঞেয়ত্বমুক্তং ব্রহ্মণা যথা—"তথাপি ভূমন্মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ" ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তদভিজ্ঞ হইয়াও জানে না, ইহা যাহা বলিলেন, তদ্বিষয়ে সেই বেদ্য বস্তু দ্বিবিধ—সুজ্ঞেয় এবং দুর্জ্ঞেয়। তন্মধ্যে যাহা সুজ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, তাহা বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'মনসঃ উপরামঃ'—যখন মনের উপরাম বলিতে নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ মন যখন নিবৃত্তির আতি-শয্য যে সমাধি, তাহা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তৎকালে সুষুপ্তির ন্যায় লয়, কিম্বা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় চিত্তের বিক্ষেপ থাকে না। কি প্রকার মনের ? তাহাতে বলিতেছেন—'নামরূপ-রূপস্য', নাম ও রূপের নিরূপণ করে যে মন, তাহার। উপরামের আতিশয্যের হেতু বলিতেছেন—'দৃষ্ট-স্মৃতি-সম্প্র-মোষাৎ', দৃষ্ট বলিতে দর্শনক্রিয়া এবং স্মৃতি স্মরণ-ক্রিয়া, উভয়ের সম্যক্‌রূপে নাশ হওয়ায়, তৎকালে কেবল নিজের সংস্থা বলিতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানগম্যরূপে অর্থাৎ বস্তুমাত্ররূপেই যাঁহার প্রতীতি হয়, সেই 'হংস' বলিতে শুদ্ধ পুরুষকে (প্রণাম করি)। 'শুচি-সদ্মনে' —শুচি বলিতে শুদ্ধ চিত্তই সদ্ম অর্থাৎ প্রতীতিস্থান যাঁহার, তাঁহাকে (নমস্কার করি)। এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সুজ্ঞেয়ত্ব ব্রহ্মা (শ্রীদশমে তাঁহার স্তুতিতে) বলিয়াছেন—"তথাপি ভূমন্" (১০।১৪।৬), অর্থাৎ হে ভূমন্ (অপরিচ্ছিন্ন)! তোমার নির্গুণ ও সগুণ উভয়স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও, তোমার নির্গুণ স্বরূপের মাহাত্ম্য সংযতেন্দ্রিয় ও নির্ম্মলহৃদয় ব্যক্তিগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ বোধের বিষয় হইতে পারে, ইত্যাদি ॥২৬॥

মধ্ব—কেবলয়া স্বসংস্থয়া। স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদৌ মন উপরমাজ্জীবস্যাস্বাতন্ত্র্যদর্শনেঽপি স্বপ্নপ্রবোধাদি দর্শনা-দন্য ঈশ্বরস্তন্নিয়ামকোঽস্তীতি জ্ঞায়তে। জীবেচ্ছা-ভাবাৎ কেবলত্বম্।

যদোপরামো মনসঃ স্বপ্নসুপ্তিলয়াদিষু।
তদাবস্থা-প্রবোধাদিকারণত্বেন কেশবঃ ॥
অস্বাতন্ত্র্যাত্তু জীবস্য বিদ্যতেঽন্যো নিয়ামকঃ।
জীবপ্রবৃত্ত্যানুকূল্যাজ্ জ্ঞায়তেঽসৌ তদা বিভুঃ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ২৬ ॥

মনীষিণোঽন্তর্হৃদি সন্নিবেশিতং
স্বশক্তিভির্নবভিশ্চ ত্রিবৃদ্ভিঃ।
বহ্নিং যথা দারুণি পাঞ্চদশ্যং
মনীষয়া নিষ্কর্ষন্তি গূঢ়ম্ ॥ ২৭ ॥

স বৈ মমাশেষবিশেষমায়া-
নিষেধনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ
প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বহ্নিং যথা দারুণি (স্থিতং) পাঞ্চদশ্যং (পঞ্চদশসামিধেনী-মন্ত্রৈঃ প্রকাশ্যম্ অলৌকিকং বহ্নিং নিষ্কর্ষন্তি, যথা) মনীষিণঃ (মনোনিয়মনে সমর্থাঃ তত্ত্ব-বিবেকিনঃ) ত্রিবৃদ্ভিঃ (ত্রিগুণাত্মিকাভিঃ) নবভিঃ চ (প্রকৃতি-মহদহঙ্কার-মনঃ পঞ্চতন্মাত্ররূপাভিঃ চ-কারাৎ পঞ্চমহাভূতদশেন্দ্রিয়রূপাভিশ্চ) স্বশক্তিভিঃ গূঢ়ম্ (অপ্রকাশমানং) মনীষয়া (শ্রবণাদিবিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা) অন্তর্হৃদি সন্নিবেশিতং (নিশ্চলীকৃতং যং খণ্ড-বৈভবং) নিষ্কর্ষন্তি (যোগমার্গাশ্রয়ে মনোনিগৃহ্য পর-মাত্মানং ধ্যায়ন্তি), অশেষবিশেষমায়ানিষেধনির্ব্বাণ-সুখানুভূতিঃ (অশেষাঃ বিশেষাঃ যস্যাঃ তস্যাঃ মায়ায়াঃ কার্য্যকারণাত্মকপ্রপঞ্চরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ নিষেধেন "নেতি নেতি" ইতি বিবেকেন ত্যাগে বা বৈরাগ্যে সতি নির্ব্বাণঃ ইতি সুখম্ নির্ব্বিশিষ্টরূপানুভূতিঃ ময়া-সম্যগাবির্ভাবঃ যস্য সঃ) সর্ব্বনামা (সর্ব্বাণি চিচ্ছক্তি-ময়ানি নামানি যস্য সঃ) বিশ্বরূপঃ (বিশ্বানি সর্ব্বাণি চিদ্রূপাণি যস্য সঃ) অনিরুক্তাত্ম-শক্তিঃ (ভোগবুদ্ধ্যা অনিরুক্তা নির্ব্বাচনানর্হা আত্মনঃ শক্তিঃ যস্য সঃ) মম প্রসীদতাং (মাং প্রতি প্রসন্নঃ ভূয়াৎ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—কাষ্ঠের অন্তঃপ্রদেশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অলৌকিক অগ্নিকে মনীষিগণ যেমন পঞ্চদশ সামিধেনীমন্ত্রদ্বারা বহিঃপ্রকটিত করেন; সেইরূপ, বিবেকিগণও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয়, এবং প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই নয়টী, এবং পঞ্চমহাভূত ও দশেন্দ্রিয়,—এই পঞ্চ-দশটী,—সর্ব্বশুদ্ধ এই সপ্তবিংশতি-তত্ত্বাত্মিকা নিজ-শক্তিদ্বারা আবৃত-হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে অবস্থিত যে পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। কার্য্য-কারণাত্মক প্রপঞ্চরূপ অশেষ বৈচিত্র্যময়ী মায়ার ভোগাপগমে মোক্ষসুখ (স্বরূপ-সিদ্ধিতে সেবা-সুখ) উপস্থিত হইলেই যিনি অনুভূত হন, যিনি—সকল চিদুদিত নামেরই বাচ্য, যিনি—সর্ব্বচিৎস্বরূপ; এবং যিনি—অচিন্ত্যশক্তি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং সবিশেষস্বরূপমাহ—মনীষিণঃ শুদ্ধভক্তাঃ গূঢ়ম্ অন্তর্হৃদি সংনিবেশিতং "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্" ইত্যুক্ত-রীত্যা শ্রবণভক্ত্যা অন্তর্হৃদি প্রবেশিতম্; পুনর্মনীষয়া প্রেমভক্ত্যুত্থয়া নিষ্কর্ষন্তি। অন্তর্হৃদয়ান্নিষ্কৃষ্য চক্ষু-রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সৌন্দর্য্যাদি-মাধুর্য্যমাস্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সন্তং?—নিষ্কর্ষন্তি স্বশক্তিভিশ্চিচ্ছক্তিভিঃ সহিতম্। কতিভির্নবভির্বিমলাদ্যাভিস্তত্রাপি ত্রিবৃদ্ভি-শ্চিচ্ছক্তেরেব তিসৃভির্বৃত্তিভিঃ হ্লাদিনী-সন্ধিনী সম্বিদ্ভিশ্চ সহিতম্। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥" ইতি। যথা দারুণি কাষ্ঠে পাঞ্চদশ্যং পঞ্চদশ-সামিধেনীমন্ত্রৈঃ প্রকাশ্য-মলৌকিকং বহ্নিং নিষ্কর্ষন্তি স প্রসীদতামিত্যুত্তরেণা-ন্বয়ঃ। অস্য সবিশেষ-স্বরূপস্যাপ্রকৃতানন্তগুণস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং ভক্তিহীনৈরনুভবিতুমশক্যত্বাৎ ভক্তৈ-রনুভূয়মানত্বেঽপি মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যয়োঃ পারাজ্ঞানাৎ; যদুক্তং ব্রহ্মণৈব—"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাসঃ ॥" ইতি যত্তু তস্য মায়িকং সবিশেষং রূপং তদ্ব্যতিরিক্তমেব মমো-পাস্যমিত্যাহ—স মম প্রসীদতাম্। অশেষা বিশেষা যস্যাস্তস্যা মায়য়া নিষেধেন যন্নির্ব্বাণসুখং 'বাণা' হৃদ্বিদারকা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখ-শরাঃ কেঽপি ন সন্তি যত্র, তস্মিন্নেব সুখে অনুভূতির্য্যস্য সঃ—"হ্লাদ-তাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে" ইতি বৈষ্ণবোক্তেঃ। অপ্রসক্তনিষেধাসম্ভবাৎ প্রসক্তিমাহ—স এব সর্ব্বনামা স এব বিশ্বরূপ ইতি ব্রহ্মাদি-তৃণান্তানাং যানি নামরূপাণি তানি তস্যৈবেত্যর্থঃ। মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বেন মায়িকবিশ্বস্যাপি তদ্রূপত্বাৎ তস্য স্বরূপভূতা শক্তিস্তু মায়াশক্তের্মায়িকাদ্বিশ্বস্মাচ্চান্যৈ-বেত্যাহ—অনিরুক্তা মায়িক-বাঙ্মনসাভ্যামনিরুক্তি-বিষয়ীভূতা আত্মভূতা শক্তির্যস্য সঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্ব্বিজ্ঞেয় সবিশেষ স্বরূপ বলিতেছেন—'মনীষিণঃ', মনীষী বলিতে শুদ্ধভক্ত-গণ নিজেদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে, "প্রবিষ্টঃ কর্ণ-রন্ধ্রেণ" (২।৮।৪), অর্থাৎ তিনি কর্ণরন্ধ্রদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে নিজভক্তজনের হৃৎপদ্মের মালিন্য

বিনষ্ট হইয়া যায়—ইত্যাদি রীতি অনুসারে শ্রবণ-ভক্তির দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশিত গূঢ় (অপ্রকাশ্য) সবিশেষ স্বরূপকে, পুনরায় প্রেমভক্তি হইতে উত্থিত মনীষার দ্বারা 'নিষ্কর্ষন্তি'—অর্থাৎ অন্তর্হৃদয় হইতে বাহিরে আকর্ষণপূর্ব্বক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, এই অর্থ। কিরূপে অবস্থিত তাঁহাকে আস্বাদন করেন? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বশক্তিভিঃ', চিচ্ছক্তিগণের সহিত অবস্থিত তাঁহাকে। তাঁহারা কতজন? তাহাতে বলিতেছেন—'নবভিঃ', বিমলাদি নয়জন, তন্মধ্যেও 'ত্রিবৃত্তিঃ'—সেই চিচ্ছক্তিরই যে তিনটি বৃত্তি হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ, তাহাদের সহিত অবস্থিত তাঁহাকে। যেমন বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"হলাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ' (১।১২।৬৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ভগবন্! হলাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই তিন মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা শক্তি, সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু হলাদকরী (মনোপ্রসাদোখা) সাত্ত্বিকী, তাপকারী তামসী এবং তদুভয়মিশ্রা রাজসী—সত্ত্বাদিগুণবিহীন তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারে না। 'যথা দারুণি'—যেমন যাজ্ঞিকগণ কাষ্ঠ-মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অলৌকিক অগ্নিকে পঞ্চদশটি সামিধেনীমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক (মন্থনদ্বারা) প্রকাশ করেন, (সেইরূপ ভক্তগণ প্রেম-ভক্তির দ্বারা অপ্রকাশ্য তোমাকে প্রকাশ করেন), 'স প্রসীদতাম্'—তিনি প্রসন্ন হউন, ইহা পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত অন্বয় হইবে। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত অনন্তগুণবিশিষ্ট সবিশেষ স্বরূপের দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব এইজন্য যে—ভক্তিহীন জনগণের অনুভব করিবার অসামর্থ্য, এবং ভক্তগণের দ্বারা অনুভূয়মান হইলেও তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পার অর্থাৎ সীমা-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। যেরূপ ব্রহ্মা কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে—"গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্" (১০।১৪।৭), অর্থাৎ হে ভগবন্! সুনিপুণ ব্যক্তিগণ সুদীর্ঘকালে পৃথিবীর ধূলিরাশি, শূন্যের হিমকণাসমূহ এবং আকাশের নক্ষত্রাদির কিরণপরমাণুসকল গণনা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু জগতের হিতের নিমিত্ত অব-তীর্ণ অনন্তগুণ-বিশিষ্ট তোমার গুণের ইয়ত্তা করিতে কে সমর্থ? ইত্যাদি। কিন্তু যাহা তোমার মায়িক সবিশেষ রূপ, তদ্ব্যতিরিক্তই আমার উপাস্য—ইহা বলিতেছেন—'স মম প্রসীদতাম্', তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 'অশেষ-বিশেষ'—ইত্যাদি, অশেষ-বিশেষ যাহার, অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক প্রপঞ্চ-রূপা মায়ার নিষেধের দ্বারা যে 'নির্ব্বাণ-সুখ'—'বাণ' বলিতে যাহা হৃদয়-বিদারক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখরূপ শর, তাহা যেখানে নাই, তাদৃশ নির্ব্বাণসুখের উদয়ে যাঁহার অনুভব হয়, সেই তুমি। বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—হলাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী ও তদুভয়মিশ্রা রাজসী শক্তি, সত্ত্বাদি গুণ-বর্জ্জিত তোমাতে থাকিতে পারে না। 'অপ্রসক্ত-নিষেধা-সম্ভবাৎ'—অব্যাপ্ত বস্তুর নিষেধ সম্ভব নয় বলিয়া, প্রসক্তি অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি স্বরূপ বলিতেছেন—'স এব সর্ব্বনামা, স এব বিশ্বরূপঃ'—সমস্ত নাম ও সকল রূপ যাঁহার, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল নাম ও রূপ রহিয়াছে, তাহা তাঁহারই, এই অর্থ। মায়া শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া, মায়িক বিশ্বও তাঁহারই রূপ, কিন্তু যাহা তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি তাহা মায়াশক্তি এবং মায়ার সৃষ্ট বিশ্ব হইতে অন্যই, ইহা বলিতেছেন—'অনিরুক্তাত্মশক্তিঃ', অনি-রুক্তা বলিতে মায়িক বাক্য ও মনের দ্বারা অনিরূপ-ণীয়া, আত্মভূতা শক্তি যাঁহার, তিনি ॥ ২৭-২৮ ॥

মধ্ব—ইচ্ছাদিরূপেণ ত্রিবৃদ্ভিঃ।

ইচ্ছাদিত্বেন ত্রিবিধা বিমলাদ্যাস্তু শক্তয়ঃ।
বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতায়াস্তাভ্যস্তন্নামিকাঃ পরাঃ ॥
জায়ন্তে তৎপ্রসাদেন তাশ্চ পীঠে প্রপূজয়েৎ।
তদ্ভিন্নজীবাস্তস্যৈব প্রসাদাত্তাঃ সমীপগাঃ ॥

ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে।

দশেন্দ্রিয়াণি চ মনোবুদ্ধিপ্রাণপ্রধানকাঃ।
চতুর্দ্দশৈষাং পরমঃ পাঞ্চদশ্যো হরিঃ স্মৃতঃ।
বুদ্ধের্ভেদেন চৈতেষু পাঞ্চদশ্যোঽথ সংস্থিতঃ ॥

ইতি চ।

ইয়ত্তা তু বিশেষঃ স্যাদানন্দাদৌ তদুজ্ঝিতেঃ।
সর্ব্ববিশেষৈ রহিত উচ্যতে হরিরব্যয়ঃ।
অপ্রাকৃত-স্বরূপত্বান্নির্ম্মায়শ্চেতি কথ্যতে

ইতি চ।

তদ্রূপসদৃশং রূপং যতঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বদা।
সর্ব্ব রূপো যতঃ শব্দ-মুখ্যার্থঃ সর্ব্বনামকঃ ॥

ইতি চ।

অলৌকিকত্বান্নো বিষ্ণুর্নিরুক্তোঽহতো নিরূপিতঃ।
তথাপি বেদযুক্তত্বাদুক্তোরূপী স এব চ॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্ ॥ ২৭-২৮ ॥

যদ্‌যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং
ধিয়াক্ষভির্ব্বা মনসোত যস্য।
মা ভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ যৎ বচসা নিরুক্তম্ (অভিহিতং) ধিয়া নিরূপিতং (ব্যবসিতম্) অক্ষিভিঃ বা (ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি নিরূপিতং গৃহীতম্) উত মনসা (অতি নিরূপিতং সংকল্পিতং) যস্য (অধোক্ষজত্বাৎ তস্য) তত্তৎ স্বরূপং মা ভূৎ (ন ভবতি); হি (যস্মাৎ, তৎ সর্ব্বং) গুণরূপং (সত্ত্বাদিগুণকার্য্যমেব ইত্যর্থঃ ; অতঃ) সঃ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ (সঃ পরমেশ্বরঃ তু গুণানাম্ অপায়বিসর্গাভ্যাং প্রলয়োৎপত্তিভ্যাং তৎকারণতয়া লক্ষ্যতে অনুমীয়তে ইতি তথা তস্মৈ নমঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যাহা বাক্যদ্বারা অভিহিত হয়, যাহা বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ্য হয় এবং যাহা মনোদ্বারা সংকল্পিত হয়, সে সমস্তই গুণের কার্য্য বলিয়া তাহাদের কোনটীই যাঁহার স্বরূপ নহে ; যিনি—স্বয়ং গুণাতীত, অথচ গুণসকলের প্রলয়োৎপত্তির 'কারণ' বলিয়া গুণত্রয়ের আদিতে ও অন্তে বিরাজিত ; তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥২৯॥

বিশ্বনাথ—বাগ্‌বুদ্ধ্যাদিকন্তু সর্ব্বমায়িকমেব তেন নিরূপিতমপি সর্ব্বং মায়িকমেব ভবেৎ ; তত্তু ন তৎস্বরূপমিত্যাহ—যদ্‌যদিতি। যদ্‌যদ্বচসা নিরুক্তমভিহিতং ধিয়া নিরূপিতং ব্যবসিতম্ অক্ষভির্বা ইন্দ্রিয়ৈর্নিরূপিতং গৃহীতম্ উত অপি মনসাপি নিরূপিতং সঙ্কল্পিতং তত্তৎ সর্ব্বং যস্য স্বরূপং মাভূৎ ন ভবতি ; "তস্মৈ নমঃ" ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। হি যতস্তদ্দগুণানামেব রূপং গুণরংহিতং, হি তদিতি পাঠে, গুণৈর্বদ্ধিতং, স তু গুণব্যতিরিক্ত ইত্যর্থঃ। যতঃ গুণানাম্ অপায়-বিসর্গাভ্যাং প্রলয়োৎপত্তিভ্যাং লক্ষণং যস্য সঃ। যঃ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ করোতি স ঈশ্বর ইত্যতঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বত্র প্রলয়াৎ পরত্র চ তস্য সত্ত্বসিদ্ধেঃ। 'অত্র দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' ইতি 'মনসা এবানুদ্রষ্টব্য' ইতি। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি, "আত্মা বা অরে মন্তব্যঃ" ইত্যাদি ; "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ" ইতি পর-সহস্র-শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য-বিরোধাদীশ্বরাননুগৃহীতৈরেব বচ আদিভিরিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অতএব শ্রুতাবগ্র্যয়েতি বিশেষণম্। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" ॥ ইত্যভিযুক্ত-বচনঞ্চ কেচিত্তু কার্ৎস্ন্যেন নিরূপণাভাবান্ন নিরূপিতমিত্যাহুঃ—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যত্রাপাদান-নির্দ্দেশাৎ বাঙ্মনসাগম্যত্বং, 'নিবর্ত্তন্তে' ইতি অন্তর্লোভাদ্বাঙ্মনসাগম্যত্বঞ্চেতি বৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের বাক্য, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কিছু মায়িকই, তাহাদের দ্বারা নিরূপিত যাহা কিছু, তাহা মায়িকই হইবে, তাহা কিন্তু তাঁহার স্বরূপ নহে, ইহা বলিতেছেন—'যদ্ যদ্' ইত্যাদি। বাক্যদ্বারা যে সকল বস্তুর উল্লেখ করা হয়, বুদ্ধিদ্বারা যে সকল বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় করা হয়, ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যে সকল বস্তুকে গ্রহণ করা হয় এবং মনদ্বারা যাহাদের সম্বন্ধে সঙ্কল্প করা হয়—ঐ সমুদয় বস্তু (গুণময় বলিয়া) 'যস্য স্বরূপং মা ভূৎ'—যে স্বপ্রকাশ বস্তুর স্বরূপ হইতে পারে না, 'তস্মৈ নমঃ'—তাঁহাকে নমস্কার, এই তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'হি'—যেহেতু, 'গুণরূপং'—ঐ সকল গুণসমূহেরই রূপ, গুণের দ্বারা বদ্ধিত। 'হি তৎ'—এইরূপ পাঠে, গুণের দ্বারা বদ্ধিত, তিনি কিন্তু গুণ-ব্যতিরিক্ত, এই অর্থ। 'যতঃ'—যেহেতু 'গুণাপায়-বিসর্গ-লক্ষণঃ'—গুণসমূহের উৎপত্তি ও লয়দ্বারা উহার অধিষ্ঠানরূপে যিনি উপলক্ষিত হন মাত্র। যিনি সৃষ্টি ও প্রলয় করেন, তিনি ঈশ্বর, এইহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পর তাঁহার সত্ত্বসিদ্ধি (অস্তিত্ব বিদ্যমান)। এখানে 'অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা',—'শ্রেষ্ঠ (নির্ম্মল) বুদ্ধির দ্বারা তিনি দৃশ্য হন', 'মনের দ্বারা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে', 'তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পরপারে গমন করা যায়'—ইত্যাদি শ্রুতি এবং শ্রীভাগবতে "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা" (২।২।৩৬), অর্থাৎ মনুষ্য-

মাত্রেরই সর্ব্বাত্মদ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান্ হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতি ও স্মৃতির বাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ায়, ঈশ্বরের অনুগৃহীত বাক্য প্রভৃতির দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইজন্যই শ্রুতিতে 'অগ্র্যয়া'—শ্রেষ্ঠ, ইহা বুদ্ধির বিশেষণ। ঐকান্তী ভক্তজনের বচন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২৩৪), অর্থাৎ ভগবন্নাম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামাদি (কীর্ত্তন, শ্রবণ কিম্বা প্রণতি, পূজাদি) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের (জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতির) গ্রাহ্য নহে, যেহেতু ঐ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ নামাদি সেবায় উন্মুখ হইলে, নামাদি স্বয়ংই তাহাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ সমগ্ররূপে নিরূপণের অভাবহেতুই অনিরূপণীয়; অনির্ব্বাচ্য—এইরূপ বলিয়া থাকেন, যেমন শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়—"যতো বাচো" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়—২।৪।১) অর্থাৎ মনের সহিত বাক্যসকল না পাইয়া যাহা হইতে ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কখনও ভয় পান না। এখানে 'যতঃ'—যাহা হইতে, এই অপাদান নির্দ্দেশহেতু বাক্য ও মনের অগম্যত্ব, এবং 'নিবর্ত্তন্তে'—নিবর্ত্তিত হয়, ইহা অন্তরের লোভবশতঃ বাঙ্মনের অগোচরত্ব—এইরূপ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২৯ ॥

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্‌ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(ইদং বিশ্বং) যস্মিন্ (অধিকরণে) যতঃ (অপাদানাৎ) যেন (করণেন) চ যস্য (সম্বন্ধি) যস্মৈ (সম্প্রদানায়) যৎ (ঈপ্সিততমং কর্ম্ম) যঃ (স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা) যথা (যেন প্রকারেণ) কুরুতে, কার্য্যতে (অন্যেন প্রযোজককর্ত্রা কার্য্যতে চ তৎ) পরাবরেষাং (পরেষাম্ অবরেষাঞ্চ হেতুনাং) পরমং (পরমকারণং) প্রাক্ (সর্ব্বেভ্যঃ প্রাক্) প্রসিদ্ধং তদ্ধেতুঃ (তেষাং কারণম্) অনন্যৎ (বিজাতীয়ভেদশূন্যম্) একং (স্বজাতীয়ভেদশূন্যং) তদ্‌ব্রহ্ম (এব ইত্যর্থঃ, তস্মৈ নাম ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অত্র চ সপ্তভিঃ যচ্ছব্দৈঃ সপ্তবিভক্ত্যর্থাঃ দর্শিতাঃ; যথা চেতি ক্রিয়া-কারকসম্বন্ধপ্রকারবাচিনামব্যয়ানামর্থাঃ প্রদর্শিতাঃ; কুরুতে কার্য্যতে চেতি স্বার্থপরার্থক্রিয়ান্বয়শ্চ সর্ব্বেষাং দর্শিতঃ; চ শব্দেন ভাবকর্ম্মাদিবিহিত প্রত্যয়ার্থাঃ সংগৃহীতাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে অধিকরণে, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যাহাকে সম্প্রদানার্থ, যে অভীপ্সিত কর্ম্মটী যে কর্ত্তা, যে-প্রকারে করেন বা অন্যদ্বারা করাইয়া থাকেন, সেই উচ্চাবচ কারণসমূহের পরমকারণই একমাত্র ব্রহ্ম। তিনি—সমস্তবস্তুর পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ; যেহেতু, তিনি—ঐ সকল বস্তুরও কারণ; এবং তিনি স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ-রহিত। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু গুণময়ং রূপং যদি তৎ স্বরূপং ন ভবতি, তর্হি তস্যাপূর্ণত্বং প্রসজ্জেতেত্যত আহ—যস্মিন্নধিকরণে, যতোঽপাদানাৎ, যেন করণেন, যস্য সম্বন্ধিনঃ, যস্মৈ সম্প্রদানায়, যদীপ্সিতম্, যঃ কর্ত্তা কুরুতে স্বতন্ত্রঃ কার্য্যতে বা অন্যেন প্রযোজ্য কর্ত্রা তদ্‌ব্রহ্মেতি প্রত্যেকমন্বয়ঃ। অত্র সপ্তভির্যচ্ছব্দৈঃ সপ্তবিভক্ত্যর্থা দর্শিতাঃ। যথেতি প্রকারবাচিনামব্যয়ানামর্থাঃ কুরুতে কার্য্যতে চেতি স্বার্থপরার্থক্রিয়াঽন্বয়শ্চ দর্শিতঃ। চ-শব্দেন চ ভাবকর্ম্মাদি-বিহিত-প্রত্যয়ার্থাশ্চ সংগৃহীতাঃ। তদ্‌ব্রহ্মৈবেতি কুতস্তত্রাহ—তদ্ধেতুস্তেষাং কারণম্; কারণত্বং কুতঃ?—প্রাক্ প্রসিদ্ধম্। ননু ব্রহ্মাদয়স্তদ্ধেতবঃ শ্রূয়ন্তে, অবরে চ দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—পরেষামবরেষাঞ্চ পরমং তেষাং কারণানামপি কারণত্বাৎ পরমং কারণমিত্যর্থঃ। ননু সর্ব্বকারণত্বে তস্য কিং নাম সহকারিত্বং ভবেত্তত্রাহ—একম্ অন্যনিরপেক্ষমেব তৎ কারণমিত্যর্থঃ। ননু চিচ্ছক্তীনাং বিমলাদ্যানাং নববিধানাং চিচ্ছক্তিবৃত্তীনাং হলাদিন্যাদীনাং ত্রিবিধানাং তদ্বিলাসানাং বৈকুণ্ঠ-তৎপার্ষদাদীনাং বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদীনাঞ্চ নিত্যসিদ্ধত্ব-শ্রবণাৎ কাল-মায়া-জীবাদৃষ্টানান্তু জগৎকারণত্বস্য চ শ্রবণাৎ কথমেকমিত্যুচ্যত ইত্যত আহ—অনন্যৎ ন বিদ্যতে অন্যৎ যতস্তৎ। চিচ্ছক্তীনাং তদ্বিলাসানাঞ্চ তৎস্বরূপভূতত্বাৎ

বাসুদেবাদীনাং তদংশত্বাৎ কাল-মায়াদীনামস্বরূপ-ভূতত্বেঽপি তচ্ছক্তিত্বাৎ তদনন্যত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, গুণময় রূপ যদি তাঁহার স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপূর্ণত্ব প্রসক্তি হইয়া পড়ে ? তাহাতে বলিতেছেন —'যস্মিন্' ইত্যাদি, অর্থাৎ জগতে যে ব্যক্তি যে আধারে অবস্থান করিয়া যাহা হইতে যাহাদ্বারা যাহার সম্বন্ধযুক্ত যে বস্তুর দানাদি কার্য্য করে, অথবা অপর কেহ তাহাকে ঐভাবে ঐ কার্য্য করায়, ঐ স্বতন্ত্র কর্ত্তা বা প্রযোজ্য কর্ত্তা, অধিকরণ, অপাদান, করণ, সম্প্রদান, সম্বন্ধী ও কর্ম্মকারক সমুদয়ই ব্রহ্ম। 'তদ্ ব্রহ্ম'—ইহা প্রত্যেকের সহিত অন্বয় হইবে। এখানে সাতটি যৎ-শব্দের দ্বারা সাতটি বিভক্তির অর্থ দেখান হইয়াছে। 'যথা'—ইহা প্রকারবাচী অব্যয়সকলের অর্থ, 'কুরুতে কার্য্যতে চ'—করে এবং করায়, ইহাতে স্বার্থ ও পরার্থ ক্রিয়ার অন্বয়ও দেখান হইয়াছে। 'চ-' শব্দের দ্বারা ভাব ও কর্ম্মাদি বাচ্যে বিহিত প্রত্যয়ের অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। দেখুন —তিনিই ব্রহ্ম, ইহা কিরূপে জানিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্ধেতুঃ', যেহেতু তিনিই ঐসকলের কারণ। তাঁহার কারণত্ব কি প্রকারে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'প্রাক্ প্রসিদ্ধং'—তিনি সকল পদার্থের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মাদির কারণত্ব শোনা যায় এবং অবর পৃথিব্যাদির কারণত্ব দৃষ্ট হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরাবরেষাং পরমং', পূর্ব্বাপর অপর যে সকল কারণের কথা শোনা যায়, সেই সকল কারণেরও কারণ বলিয়া এই ব্রহ্মই পরম কারণ-স্বরূপ, এই অর্থ। দেখুন—তাঁহার সর্ব্ব-কারণত্বে সহকারিত্ব কি হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন —'একম্', এক অন্যনিরপেক্ষই সেই কারণ (অর্থাৎ তাঁহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় অন্য কেহ নাই)। যদি বলেন—দেখুন, নববিধ বিমলাদি চিচ্ছক্তি, হলাদিনী প্রভৃতি ত্রিবিধ চিচ্ছক্তির বৃত্তি ও তদ্বিলাস বৈকুণ্ঠস্থ তাঁহার পার্ষদাদি, এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদির নিত্যত্ব শ্রবণ করায়, আর কাল, মায়া, জীব ও অদৃষ্ট প্রভৃতির জগৎকারণত্বরূপে শ্রুত হওয়ায়, কি প্রকারে তিনিই (সেই ব্রহ্মই) একমাত্র পরম কারণ, ইহা বলিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন —'অনন্যৎ', যাহা ভিন্ন অপর কিছুই নাই, সেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্বই ব্রহ্ম। চিচ্ছক্তিসকল এবং তাহার বিলাসসমূহের তাঁহারই স্বরূপভূতত্বহেতু, আর বাসুদেবাদি তাঁহারই অংশরূপ বলিয়া, এবং কাল, মায়া প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপভূত না হইলেও, তাঁহারই অধীনা শক্তি বলিয়া, তাঁহার অনন্যত্ব—এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

সপ্তবিভক্ত্যর্থস্য কালস্য প্রকারস্য চ হেতুর্ব্রহ্মৈব।
বিভক্ত্যর্থস্য কালস্য প্রকারাণাঞ্চ কারণম্।
এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বসত্ত্বা প্রদস্ততঃ ॥
ইতি ভবিষ্যৎ-পর্ব্বণি।
"অনন্যঃসদৃশাভাবাদেকো রূপাদ্যভেদতঃ" ইতি চ ॥ ৩০ ॥

———

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যচ্ছক্তয়ঃ (যস্য মায়াবিদ্যাদ্যাঃ শক্তয়ঃ) বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদ-সংবাদভুবঃ (কৃচিৎ বিবাদস্য, কৃচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ কারণানি) ভবন্তি, এষাং (পণ্ডিতম্মন্যানাং বদতাং বাদিনাং) চ মুহুঃ (নিরন্তরম্) আত্মমোহম্ (আত্মনঃ মনসঃ মোহং চ) কুর্ব্বন্তি, তস্মৈ অনন্তগুণায় (অচিন্ত্যা প্রাকৃত-গুণস্বরূপায়) ভূম্নে (সর্ব্ব-ব্যাপিনে বিভবে) নমঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মায়াবিদ্যাদিশক্তিসমূহই জড়ীয় দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও স্বভাব-বাদাদির আশ্রয়ে বিবদমান পণ্ডিতগণের বিবাদের ও সংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাঁহার শক্তিপ্রভাবেই ঐসকল পণ্ডিতম্মন্যব্যক্তিবর্গের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্তসচ্চিদানন্দ-গুণশালী সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বত্র মতে স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদাসহিষ্ণবোঽন্যেঽদ্বৈতবাদিনো বিবদন্তে, তৈশ্চান্যে নৈয়ায়িকাঃ ষোড়শপদার্থবাদিত্বাৎ দ্বৈতবাদিনো

বিবদন্তে তৈশ্চান্যে বৈশেষিকাঃ সংবদন্তে, তৈঃ সর্ব্বৈশ্চান্যেন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি বদন্তো মীমাংসকা বিবদন্তে, তৈশ্চান্যে স্বভাব-বাদিনঃ সংবদন্তে, তে চ তে চ তত্ত্ববিদ্ভির্বোধিতা অপি কুতঃ পুনর্মুহ্যন্তীতি তত্রাহ—যচ্ছক্তয়ঃ যস্য মায়াশক্তি-বৃত্তয়ো বদতাং সমাদধতাং বাদিনাং তত্রাক্ষেপকুতাং বিবাদস্য কৃচিৎ সংবাদস্য চ ভুব উৎপত্তিহেতবো ভবন্তি। প্রয়োজনমাহ—আত্মমোহমিতি। আত্মানং জিজ্ঞাসমানানামপীত্যর্থঃ; মুহুরিতি তত্রাবিচ্ছেদঃ সূচিতঃ; অনন্তগুণায়েত্যনন্তশব্দস্যানেকার্থত্বেনাহ-নাশবাচিত্বাৎ গুণানামনশ্বরত্বং নিঃসীমত্বঞ্চোক্তম্। 'ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণা ইতি' পৃথিব্যুক্তৌ নিত্যা ইতি পদেন "নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যা।" ইতি সূতোক্তৌ চ অগুণ-স্যেতি যোগেশ্বরা ইতি পদাভ্যাং "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ" ইতি পরাশরোক্তৌ চ বিনা হেয়ৈ-রিত্যুপন্যাসেন চ তদীয়গুণানামপ্রাকৃতত্বাবগমেহ-প্যবাস্তবত্বমাচক্ষাণাস্তেঽপরাধিনঃ কথমবিদ্যয়া ন মুহ্যন্তামিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—এই মতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ সহ্য করিতে না পারিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত ষোড়শপদার্থবাদী বলিয়া দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক-গণ বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত অপর বৈশেষিকগণ মতৈক্যবশতঃ সংবাদ করেন, তাহাদের সকলের সহিত মীমাংসকগণ জগৎ এইপ্রকার নহে বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত অন্য স্বভাববাদিগণ আবার সংবাদ করিয়া থাকেন, (অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্রবাদিগণের শাস্ত্রব্যাখ্যানকালে কখন বিবাদ, কখনও বা সংবাদ, অর্থাৎ কখন মতভেদ, কখনও বা মতৈক্য হইয়া থাকে)। সেই সেই শাস্ত্রবাদিগণ তত্ত্ববিদ্গণের দ্বারা বোধিত হইয়াও কিজন্য পুনরায় বিমোহিত হন? তাহাতে বলিতেছেন—'যচ্ছক্তয়ঃ', যাঁহার (যে ব্রহ্মের) মায়াশক্তির বৃত্তিসমূহ শাস্ত্রা-লোচনাকারী পণ্ডিতগণের মধ্যে কখন বিবাদ (মত-ভেদ), কখনও বা সংবাদের (মত্যৈক্যের) কারণ হইয়া থাকে। তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন—'আত্ম-মোহম্', আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকারিগণেরও আত্মবিষয়ক মোহ উৎপাদন করে। 'মুহুঃ'—নিরন্তর, ইহাতে মোহের অবিচ্ছেদ সূচিত হইল। 'অনন্তগুণায়'—অর্থাৎ অনন্তগুণশালী সেই পরম মহৎ তত্ত্বকে প্রণাম করি। এখানে 'অনন্ত'—শব্দের অনেকার্থ হইলেও, যাহার নাশ নাই—এই অর্থে গুণসমূহের অনশ্বরত্ব এবং নিঃসীমত্ব উক্ত হইল। মহারাজ পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহকালে বৃষরূপী ধর্ম্মের জিজ্ঞাসায় গোরূপিণী পৃথিবীদেবী বলিয়াছেন—"ইমে চান্যে" (১।১৬।২৭) অর্থাৎ এই একোনচত্বারিংশৎ গুণ যাঁহাতে স্বভাবতঃ নিত্যই বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় না, যাঁহারা মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ-সকল গুণই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর এই উক্তিতে 'নিত্য'—এই পদের দ্বারা, এবং "নান্তং গুণানামগুণস্য" (১।১৮।১৪), অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহত্তমপুরুষদিগের একান্ত আশ্রয় এবং প্রাকৃতগুণরহিত, অথচ তাঁহার কল্যাণ-কর গুণসকলের অন্ত যোগীশ্বর শিব, ব্রহ্মাদিও প্রাপ্ত হন নাই, অর্থাৎ এতাবৎ বলিয়া বিশেষ পরিমাণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার কথাতে কি কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে?—শ্রী-সূতের নিকট ঋষিগণের এই উক্তিতে 'অগুণ' এবং 'যোগেশ্বর'—এই দুইটি পদের দ্বারা, এবং 'জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য', অর্থাৎ হেয়গুণ-বিবর্জিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃসমূহকে ভগবৎ শব্দ বলা হয়, ইত্যাদি পরাশরের উক্তি অনুসারে এবং সেখানে 'বিনা হেয়ৈঃ'—হেয়গুণ বিনা, ইহা উল্লেখ থাকায়, শ্রীভগবানের গুণসকলের অপ্রাকৃতত্ব অবগত হইলেও, তাহা অবাস্তব যাহারা বলেন, তাহারা অপরাধীই, অতএব কিজন্য অবিদ্যার দ্বারা তাহারা বিমোহিত হইবেন না?—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহৎ তৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যোগসাংখ্যয়োঃ (যোগঃ হি পরমাত্মো-পাসনা-শাস্ত্রং তত্র হি বিরাড়্‌রূপেণোপাসনায়াং পাতাল-

পাদাদিকমস্তীত্যুপাস্যত্বেন বিধীয়তে ; সাংখ্যং হি প্রকৃত্যাশ্রিত্য জ্ঞানশাস্ত্রং, তত্র হি নামরূপাদিকং নাস্তীতি নিষিধ্যতে ইতি) অস্তীতি নাস্তীতি চ ভিন্ন-বিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ (ভিন্নৌ ভাবা-ভাবাত্মকতয়া বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ প্রতিপাদ্যতয়া যয়োঃ তয়োঃ) বস্তুনির্ষ্ঠয়োঃ (বস্তুনি পরমাত্মনি নিষ্ঠা যয়োঃ তয়োঃ) একস্থয়োঃ (একবিষয়য়োঃ ব্রহ্মৈব প্রতিপাদয়তোঃ তয়োঃ যোগ-সাংখ্যশাস্ত্রয়োঃ) কিঞ্চন (যৎকিঞ্চন) সমং (সমনুগতং হি অনুকূলম্) অধিষ্ঠানং বিবাদাপনোদনসাধকং বস্তু) অবেক্ষিতং (প্রতীতং যৎ) তৎ বৃহৎ পরং (ব্রহ্ম এব, অতএব তস্মৈ নমঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—পরমাত্মোপসনাত্মক যোগ-শাস্ত্র সচ্চিৎ প্রতীতির আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; কিন্তু প্রকৃতিবাদাশ্রিত জ্ঞানশাস্ত্র সাংখ্যনির্ব্বিশিষ্ট-ভাব-হেতু তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেই 'অস্তি' ও 'নাস্তি'-বিচার লইয়া দ্বন্দ্বরত বিরুদ্ধধর্ম্মা-শ্রিত শাস্ত্রদ্বয়কে এক পরব্রহ্ম-বস্তুতেই পর্য্যবসিত বলিতে হইবে ; কারণ, উভয়ের মত বিভিন্ন হইলেও, ভাব ও অভাবের পর যে একটী অধিষ্ঠান প্রতীত হইতেছে, তিনিই বৃহৎ পরব্রহ্ম ; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তে শাস্ত্রজ্ঞাঃ কিমিতি নিন্দ্যন্তে শাস্ত্রাণামেবৈকমত্যাভাবেন পরস্পরবিরোধাদিতি চেন্নৈবং বাদীরিত্যাহ—অস্তীতি। যোগসাংখ্যয়োঃ যোগো ভক্তিযোগশাস্ত্রং সাংখ্যং জ্ঞানশাস্ত্রং তয়োস্তৎ প্রসিদ্ধং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বৃহদ্‌ব্রহ্ম সমমনুকূলঞ্চ যথা স্যাত্তথা অবেক্ষিতম্। পরস্পর-বিরুদ্ধয়োস্তয়োর্দ্বয়োরেব শাস্ত্রয়োরবেক্ষণে কিমপি বৈষম্যং প্রাতিকূল্যঞ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ অস্তীতি নাস্তীতি ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ। যোগশাস্ত্রে হি 'কৃষ্ণং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদা-দ্যুদায়ুধমি'ত্যাদিনা নামরূপগুণপাণিপাদাদ্যঙ্গোপাঙ্গ-পার্ষদ-ধামাদি অস্তীত্যুপাসাত্বেন বিধীয়তে। সাংখ্য-শাস্ত্রে হ্যনাম রূপগুণপাণিপাদমচক্ষুরশ্রোত্রমেকমদ্বিতীয়-মপি নামরূপাদিকং নাস্তীতি নিষিদ্ধ্যতে ইত্যেবন্তুতৌ ভিন্নৌ পরস্পরবিরুদ্ধৌ চ ধর্ম্মৌ যয়োস্তয়োর্ভিন্ন-বিষয়ত্বে বিরোধো ন স্যাদিত্যেকস্থয়োঃ। একস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেব তিষ্ঠত ইত্যেকং ব্রহ্মৈব বিষয়ীকুর্ব্বতো-রিত্যর্থঃ। ননু তর্হি কথমবৈষম্যমপ্রাতিকূল্যং বা ? তত্রাহ—বস্তুনিষ্ঠয়োঃ বস্তুনি বাস্তববস্তুন্যেব নিষ্ঠা-প্রতি-পাদকত্ব-লক্ষণা যয়োঃ। তেন ভক্তিশাস্ত্রবিধিনা বাস্তবং বস্ত্বেব প্রতিপাদয়তি, নত্ববাস্তবম্, তথা জ্ঞান-শাস্ত্রঞ্চ নিষেধেন বস্ত্বেব প্রতিপাদয়তি ন ত্ববাস্তবং। তেন ভক্তিশাস্ত্রেণ পরমেশ্বরস্য রামকৃষ্ণাদি-মূর্ত্তে-র্নামরূপাদিকবস্তুপ্রতিপাদনে সিদ্ধে জ্ঞানশাস্ত্রমপি স্বস্য বস্তুনিষ্ঠত্বাদেব তস্য নামরূপাদিকং নৈব নিষিদ্ধ্যতি, কিন্তু তস্য মায়িক-মূর্ত্তের্বিরাজ এব, অতএব পুন-র্ভক্তিশাস্ত্রমপি জ্ঞানশাস্ত্রনিষিদ্ধং বিরাড়্‌রূপমুপাস্যত্বেন নোপাদত্তে। যদুক্তং—"অমূনি ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ॥" ইতি বিরাড়্‌রূপস্যাপি ধারণায়ামু-পাদানন্ত কস্যচিদেব প্রথম-দশায়ামেব চিত্তশুদ্ধ্যর্থমেব, ন তু সর্ব্বদোপাসনার্থমিতি ভক্তি-জ্ঞানশাস্ত্রয়োর্বস্তুতস্ত্ববিরোধ এবেতি শাস্ত্রাবিরোধেঽপি বিবদমানাঃ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যমবিদ্বাংসো দার্শনিকা এব বিগীতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, শাস্ত্রজ্ঞ-গণকে কিজন্য নিন্দা করিতেছেন, শাস্ত্রসকলের ঐক-মত্যের অভাবে পরস্পরের বিরোধ হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে—না, কখনই এরূপ বলিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—'অস্তি' ইত্যাদি। 'যোগ-সাঙ্খ্যয়োঃ' —যোগ বলিতে ভক্তিযোগ শাস্ত্র এবং সাঙ্খ্য হইতেছে জ্ঞানশাস্ত্র, উভয় শাস্ত্রেই সেই প্রসিদ্ধ 'পরং বৃহৎ'— সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব সমান অনুকূলরূপেই পর্য্যা-লোচিত হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞাপক হইলেও উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে কোনও বৈষম্য বা প্রাতিকূল্য নাই—এই অর্থ। কিরূপ তাহাদের ? তাহাতে বলিতেছেন—'অস্তি' এবং 'নাস্তি'—এই বিচার লইয়া পরস্পর ভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্ঞাপক উভয় শাস্ত্রের। যেমন যোগশাস্ত্রে (উপাসনাশাস্ত্রে)—'কৃষ্ণং পিশঙ্গাম্বরং', অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ পীতাম্বর পদ্মনেত্র চতু-র্ভুজ শঙ্খচক্র গদাধারী ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পাণি-পাদাদি অঙ্গ উপাঙ্গ, পার্ষদ, ধাম প্রভৃতি 'অস্তি', রহিয়াছে, এইরূপে উপাস্যরূপে বিধান করা হইয়াছে। আবার সাঙ্খ্য, অর্থাৎ জ্ঞান-

শাস্ত্রে—'হ্যনামরূপ-' অর্থাৎ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পাণি, পাদ, চক্ষু, শ্রোত্র নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়—ইত্যাদিরূপে নাম, রূপাদি 'নাস্তি'—নাই বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে, এইপ্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞাপক হইলেও উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, যেহেতু উভয়েই একবস্তু-নিষ্ঠ, অর্থাৎ এক ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে, অর্থাৎ এক ব্রহ্মকেই উভয় শাস্ত্র বিষয় করিয়াছে—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, কিরূপে উভয়ের অবৈষম্য বা অপ্রাতিকূল্য? তাহাতে বলিতেছেন—'বস্তু-নিষ্ঠয়োঃ', উভয়েরই এক পরমার্থ বাস্তব বস্তুতেই নিষ্ঠা (স্থিতি) রহিয়াছে। অতএব ভক্তিশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বাস্তব বস্তুই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু অবাস্তব নহে। সেইরূপ জ্ঞানশাস্ত্রেও নিষেধের দ্বারা বাস্তব বস্তুই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু অবাস্তব নহে। ভক্তিশাস্ত্রে পরমেশ্বরের রাম, কৃষ্ণাদি মূর্ত্তির নাম, রূপাদি বস্তু প্রতিপাদন করায়, জ্ঞানশাস্ত্রের নিজ জ্ঞাননিষ্ঠত্বহেতুই তাঁহার নাম, রূপাদি কখনই নিষেধ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মায়িক মূর্ত্তি বিরাড়্-স্বরূপেরই নিষেধ করিয়াছেন। অতএব ভক্তিশাস্ত্রও জ্ঞানশাস্ত্রে নিষিদ্ধ বিরাড়্-স্বরূপকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"অমূনি ভগবদ্রূপে" (২।১০।৩৫), অর্থাৎ শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! ভগবানে এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই প্রকার রূপ আরোপিত হইয়া থাকে, তদুভয়ই তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, কিন্তু ঐ দুই রূপই মায়াকল্পিত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাহা বস্তুতঃ অঙ্গীকার করেন না। বিরাড়্রূপেরও ধারণার উপযোগিতা কোন কোন সাধকের সাধনার প্রথম দশাতে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই, কিন্তু সর্ব্বদা উপাসনার জন্য নহে। অতএব ভক্তিশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। শাস্ত্রের অবিরোধ থাকিলেও, শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ বিবদমান দার্শনিকগণই নিন্দিত, এই ভাব ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—

মদন্যো নাস্তি সর্ব্বেশ ইতি বিদ্ধ্যাসুরং মতম্।
অস্তীতি দৈবমুভয়োর্হরিরেব হ্যপেক্ষিতঃ ॥
নিষেধ-বিধ্যোর্বিষয়ঃ ফলদাতা চ কেশবঃ।
তাদৃগ্‌বুদ্ধেঃ কারণঞ্চ স্থানয়োশ্চোচ্চ নীচয়োঃ ॥
ইতি চ ॥ ৩২ ॥

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভগবান্ (অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদিমান্) অনন্তঃ (দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যঃ) অনামরূপঃ (প্রাকৃতনামরূপরহিতঃ অপি) পাদমূলং ভজতাং (জনানাম্) অনুগ্রহার্থং জন্মকর্ম্মভিঃ (জন্মভিঃ অবতারৈঃ, বিশুদ্ধোর্জিত-সত্ত্বানি) রূপাণি (কর্ম্মভিঃ) নামানি চ ভেজে (তত্তৎ সময়ে প্রকটিতবান্) স পরমঃ (পরমেশ্বরঃ) মহ্যং প্রসীদতু ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যে ভগবান্—(জড়বুদ্ধিযুক্ত জীবের নিকট) দেশ-কাল-বস্তু প্রভৃতি পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রাকৃত-নাম-রূপাদিরহিত; আবার, তৎপাদমূল-ভজনকারী ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিত্যকাল জন্ম-লীলা-প্রদর্শনপূর্ব্বক নাম-রূপ-যুক্ত সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতো নামরূপাদি-বিধিনিষেধাভ্যাং শাস্ত্রদ্বয়াবিরোধং ব্যঞ্জয়ন্ ভক্তবৎসলস্য ভগবতঃ স্বস্মিন্ননুগ্রহং প্রার্থয়তে—য ইতি। অনামরূপঃ "প্রাকৃত-নামরূপাদিরহিতোঽপি জন্মভিরবতারৈর্বি-শুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বানি রূপাণি কর্ম্মভির্নামানি চ ভেজে" ইতি স্বামিচরণাঃ। ভেজে প্রপঞ্চে প্রকটীচকার ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব নামরূপাদি বিধি ও নিষেধের দ্বারা শাস্ত্রদ্বয়ের অবিরোধ ব্যঞ্জনা করতঃ ভক্তবৎসল ভগবানের নিজের প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'অনাম-রূপঃ'—নাম ও রূপ বর্জ্জিত হইয়াও, এই স্থলে শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—প্রাকৃত নাম ও রূপাদি রহিত হইয়াও, 'জন্ম-কর্ম্মভিঃ', জন্ম বলিতে অবতার, অর্থাৎ বিশুদ্ধ শুদ্ধ সত্ত্ব-বিশিষ্ট রূপ, কর্ম্ম ও নামসমুদয় ধারণ করিয়া জগতে প্রকটিত হন। 'ভেজে'—বলিতে এই

প্রপঞ্চে যিনি নিজের অপ্রাকৃত রূপাদি প্রকাশ করেন, (সেই অনন্ত পরমপুরুষ ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

তৎকর্ম্মণামদৃষ্টত্বাদনামা চাপ্যদর্শনাৎ ।
অরূপস্তবতারেণ রূপকর্ম্মাণি দর্শয়েৎ ॥
নিত্যরূপো নিত্যকর্ম্মাপ্যব্যক্তত্বমপেক্ষ্য তু ।
অরূপকর্ম্মেত্যুদিতোরূপকর্ম্মোজ্ঝিতেন তু ॥

ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ।

অনামা সোঽধিকার্থত্বাদব্যক্তত্বাদরূপকঃ ।
কংসারিত্বাদি-সাম্যর্থো ব্যক্তরূপোঽবতারগঃ ॥

ইতি চ ।

লোকদৃষ্ট্যাধিকার্থানি মূলনামানি কেশবে ।
অথ দামোদরাদীনি লোকদৃষ্ট্যা সমানি তু ॥
আনন্দো ব্যক্তরূপস্ত মূলরূপমুদাহৃতম্ ।
স এব ব্যক্তিমাপন্নঃ প্রাদুর্ভাব উদীরিতঃ ॥

ইতি চ ॥ ৩৩ ॥

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি ।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (অন্তর্যামী) জনানাং দেহগতঃ (সর্ব্বদেহগতঃ অপি) প্রাকৃতৈঃ (অর্ব্বাচীনৈঃ) জ্ঞানপথৈঃ (উপাসনা-মার্গৈঃ) যথাশয়ং (তত্তদ্বাসনানুসারেণ তত্তদ্দেব-রূপেণ বিভিন্নতয়া) যথা পার্থিবং গুণং (গন্ধাদিকম্) আশ্রিতঃ অনিলঃ (বিবিধনামরূপতয়া) বিভাতি, (আবির্ভূয়ঃ প্রকাশতে,) তথা স ঈশ্বরঃ (এব) মে (মম) মনোরথং (সত্যং) কুরুতাং (কিং দেবতান্তরৈঃ পরাপেক্ষৈঃ) ? ৩৪ ॥

অনুবাদ—বায়ু যেমন পার্থিব পঙ্কজাদির গন্ধ গ্রহণ করিয়া নানাগন্ধবিশিষ্ট এবং পঙ্কজরেণু প্রভৃতির ধূসর-কৃষ্ণাদি বর্ণ ধারণ করিয়া নানারূপবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ব্বদেহগত অন্তর্য্যামী ভগবানও দেহধারী জনসমূহের প্রাক্তন-বাসনার (রুচির) অনুযায়ী অর্ব্বাচীন (বিদ্ধা)-উপাসনামার্গে উপাসিত হইয়া গণেশাদি নানাদেবতা-রূপে তদুপাসকের নিকট প্রকাশ পান, সেই পরমেশ্বরই আমার মনোরথ পূর্ণ করুন ; অন্য দেবতার আশ্রয়ে কি প্রয়োজন ? ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং "ন যস্য সখ্যম্" ইত্যনেন "সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে" ইত্যনেন চ জীবেশ্বরয়োরল্পজ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাভ্যাং বাস্তবমেব পার্থক্যমবধারিতমেব। ততশ্চ "যদোপরামো মনসঃ" ইত্যনেন "মনীষিণোঽন্তর্হৃদী"-ত্যনেন চ তস্যৈবেশ্বরস্যৈকস্যাপ্যলৌকিক-নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বেন নির্ব্বিশেষং সবিশেষ-স্বরূপঞ্চ যথামতি ব্যঞ্জিতম্। পুনশ্চ "স বৈ মমাশেষ" ইতি ত্রয়েণ মায়িক-বস্তূনাং তদ্রূপত্বেঽপি তৎস্বরূপভূতত্বাভাব উক্তঃ। পুনরস্তীতি নাস্তীতি দ্বয়েন ভক্তিশাস্ত্র-জ্ঞানশাস্ত্রয়োরবিরোধো গূঢ়োঽপি স্পষ্টীকৃতঃ। ইদানীং যে জীবেশ্বরয়োঃ পার্থক্যমুপাধিকৃতমেব ন বাস্তব-মিত্যাচক্ষতে ; তেষাং জ্ঞানিমানিনামসমঞ্জস-পথগামিত্বং ব্যঞ্জয়ন্ স্বমনোরথসিদ্ধিং প্রার্থয়তে। যঃ প্রাকৃতৈরর্ব্বাচীনৈর্জ্ঞানমার্গৈর্জনানাং দেহগতং যথাশয়ং আশয়মন্তঃকরণং দুষ্টং শিষ্টম্বা অনতিক্রম্য তদ্ধর্মাক্রান্ত এব বিভাতি জীবরূপেণ ভাসতে, যথা বায়ুঃ পার্থিবং দুষ্টং শিষ্টং বা গন্ধমাশ্রিতো নানাগন্ধবান্ ভবতি, ন তু বস্তুতঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব 'ন যস্য সখ্যম্' (২৪ শ্লোক)—যাঁহার সখ্য জীব অবগত নহে, এবং 'সর্ব্বং পুমান্ বেদ' (২৫ শ্লোক)—জীব নিজ দেহাদির বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও অনন্ত-তত্ত্বস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানে না—ইত্যাদির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অল্পজ্ঞত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বরূপে বাস্তব পার্থক্যই অবধারিত হইয়াছে। তারপর 'যদোপরামঃ মনসঃ' (২৬ শ্লোক)—সমাধিপ্রাপ্ত জীবের শুদ্ধ চিত্তে কেবলমাত্র স্বরূপজ্ঞান দ্বারা যাঁহার প্রতীতি হয়, এবং 'মনীষিণঃ অন্তর্হৃদি' (২৭ শ্লোক)—ভক্তগণ শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারা স্বীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রকাশিত ভগবানের রূপকে, প্রেমভক্তির দ্বারা বাহিরে আকর্ষণপূর্ব্বক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি মাধুর্য্য আস্বাদন করেন—ইহার দ্বারা সেই একই ঈশ্বরের অলৌকিক নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ জ্ঞানগম্যত্বরূপে নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ স্বরূপ যথাযোগ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পুনরায় 'স বৈ মমাশেষ'

(২৮ শ্লোক)—অনন্ত মায়ার নিরাসহেতু নির্ব্বাণ-সুখের উদয়ে যাঁহার অনুভব হয় এবং যিনি সকল নাম ও রূপের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে—মায়া শ্রীভগবানের অধীনা শক্তি বলিয়া মায়িক বস্তুসমূহের তদ্রূপত্ব হইলেও, উহা তাঁহার স্বরূপভূত নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে। পুনরায় 'অস্তি নাস্তি' (৩২ শ্লোক)—তাঁহার পদ প্রভৃতি অঙ্গের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ বিধি ও নিষেধবোধক ভক্তিশাস্ত্র এবং জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে অবিরোধ গূঢ় হইলেও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি (এই শ্লোকে) যাহারা জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য উপাধিকৃতই, কিন্তু বাস্তব নহে—ইহা বলেন, সেই সকল জ্ঞানাভিমানিগণের অসমঞ্জস পথগামিত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক নিজ মনোরথসিদ্ধি প্রার্থনা করিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি, যিনি প্রাকৃত অর্ব্বাচীন জ্ঞানমার্গের দ্বারা জনগণের দেহগত হইয়া, 'যথাশয়ং'—আশয় বলিতে অন্তঃকরণ, তাহা দুষ্ট বা শিষ্ট, সেইরূপে তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া জীবরূপে প্রকাশিত হন, যেমন বায়ু পার্থিব দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ আশ্রয় করিয়া নানা-গন্ধবিশিষ্ট হয়, কিন্তু বস্তুতঃ নহে। (অর্থাৎ বায়ু যেরূপ পদ্মপ্রভৃতি নানা পুষ্পের নানারূপ গন্ধ বহন করিয়া স্বয়ং নানাগন্ধবিশিষ্ট এবং ঐ সকল বিভিন্ন পুষ্পের বিভিন্নবর্ণ রেণু বহন করিয়া স্বয়ং নানাবর্ণ-বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ উপাসকগণের দেহ-মধ্যস্থিত যে অন্তর্য্যামী পুরুষ অর্ব্বাচীন উপাসনা-মার্গে উপাসকগণের বিভিন্ন বাসনা অনুসারে বিভিন্ন ফলদাতা দেবতারূপে প্রকাশিত হন, সেই ঈশ্বরই আমার মনোবাসনা সফল করুন্।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—

স্বদেহস্থং হরিং প্রাহুরধমা জীবমেব তু।
মধ্যমাশ্চাপ্যনির্ণীতং জীবাদ্ভিন্নং জনার্দ্দনম্ ॥
পূর্ণানন্দাদিগুণকং সর্ব্বজীব-বিলক্ষণম্।
উত্তমাস্ত হরিং প্রাহুস্তারতম্যেন তেষু চ ॥
বুদ্ধিশুদ্ধ্যনুসারেণ যথাপ্রাণং শরীরগম্।
শ্বাসমাত্রং জনাঃ প্রাহুরনির্ণীতঞ্চ মধ্যমাঃ ॥
দেবদেবেশ্বরং সূত্রমানন্দং প্রাণবেদিনঃ।

ইতি চ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি স্তুতঃ সংস্তুবতঃ স তস্মিন্নঘমর্ষণে।
প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্টমহাভুজঃ।
চক্রশঙ্খাসিচর্ম্মেষু ধনুঃপাশগদাধরঃ ॥ ৩৬ ॥
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
বনমালানিবীতাঙ্গো লসৎশ্রীবৎসকৌস্তুভঃ ॥ ৩৭ ॥
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ।
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়-নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিভ্রত্রিভুবনেশ্বরঃ।
বৃতো নারদনন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ।
স্তূয়মানোঽনুগায়দ্ভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ, ইতি (ইত্যেবং) তস্মিন্ অঘমর্ষণে (অঘমর্ষণ-সংজ্ঞকে তীর্থে) সংস্তুবতঃ (দক্ষস্য) স্তুতঃ (ভক্তাধীনঃ) ভক্তবৎসলঃ সুপর্ণাংসে (সুপর্ণস্য গরুড়স্য অংসে স্কন্ধে) কৃতপাদঃ (কৃতৌ পাদৌ যেন সঃ) প্রলম্বাষ্ট-মহাভুজঃ (প্রলম্বা অষ্টৌ মহান্তঃ ভুজাঃ যস্য সঃ, আজানুলম্বিত-চক্রাদ্যষ্ট-বাহুযুক্তঃ) চক্রশঙ্খাসিচর্ম্মেষু ধনুঃপাশগদাধরঃ পীতবাসাঃ (পীতে বাসসী যস্য সঃ) ঘনশ্যামঃ (ঘনঃ মেঘঃ ইব শ্যামঃ) প্রসন্নবদনেক্ষণঃ (প্রসন্নং বদনম্ ঈক্ষণে চ যস্য সঃ) বনমালা-নিবীতাঙ্গঃ (বনমালয়া নিবীতং কণ্ঠাদি-পাদান্তং ব্যাপ্তমঙ্গং যস্য সঃ) লসৎশ্রীবৎসকৌস্তুভঃ (লসন্তৌ শ্রীবৎস-কৌস্তুভৌ শ্রীবৎসঃ রোমাবর্ত্ত-বিশেষঃ কৌস্তুভঃ মণিঃ তৌ যস্য সঃ) মহাকিরীটকটকঃ (মহান্তি কিরীট-কটকানি যস্য সঃ) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ (স্ফুরন্তী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্য সঃ) কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়-নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ (কাঞ্চ্যাদিভিঃ বিভূষিতঃ) ত্রৈলোক্য-মোহনং রূপং (শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং রূপং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) নারদ-নন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ (দেবেন্দ্রৈঃ চ) বৃতঃ অনুগায়দ্ভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ স্তূয়মানঃ (সংস্তুতঃ) ত্রিভুবনেশ্বরঃ (ত্রৈলোক্যাধি-পতিঃ) সঃ ভগবান্ (হরিঃ) প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্ব-ভূব) ॥ ৩৫-৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ, ভগবান্ ভক্তবৎসল শ্রীহরি দক্ষের স্তবে সংস্তুত হইয়া সেই 'অঘমর্ষণ'-নামক পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার পাদপদ্ম—গরুড়স্কন্ধে বিন্যস্ত; অষ্ট-মহাভুজ—আজানুলম্বিত; সেই অষ্টভুজে চক্র, শঙ্খ, অসি, চর্ম্ম, বাণ, ধনু, পাশ ও গদা, এই আটটী অস্ত্র দেদীপ্যমান; পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র—পীতবর্ণ; অঙ্গকান্তি—ঘনশ্যাম, নয়ন ও বদন—প্রসন্ন; কণ্ঠে আপাদ-বিলম্বিত বনমালা; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-নামক মনোহর রোমাবর্ত্ত ও কৌস্তুভ-মণি; মস্তকে মহোজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল; কর্ণে মকর-কুণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা; মণিবন্ধে মলয়, বাহুতে অঙ্গদ; অঙ্গুলিসকলে অঙ্গুরীয়, কটিদেশে কাঞ্চি এবং চরণযুগলে নূপুর। এইরূপ অলঙ্কৃত অখিল-লোকনাথ শ্রীহরি ত্রৈলোক্যমোহন শ্রীপুরুষোত্তমাখ্য রূপ ধারণ করিয়া নারদ ও নন্দাদি পার্ষদসমূহে, ইন্দ্রাদি লোকপালবর্গে এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণে পরিবৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে থাকিয়া স্তবপাঠ ও স্তুতিগান করিতেছিলেন ॥ ৩৫-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্তুবতো দক্ষস্য। কটকঃ পাদকটকঃ, বলয়ং হস্তস্থম্ ॥ ৩৫-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্তুবতঃ'—সেইরূপ স্তবকারী দক্ষের (নিকট ভক্তবৎসল ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন)। 'কটকঃ'—পাদকটক (চরণে পাদবলয় ও নূপুর)। 'বলয়ং'—হস্তস্থিত ॥ ৩৫-৩৯ ॥

———

রূপং তন্মহদাশ্চর্য্যং বিচক্ষ্যাগতসাধ্বসঃ।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রহৃষ্টাত্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) তন্মহদাশ্চর্য্যং রূপং বিচক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আগত-সাধ্বসঃ (প্রথমং ভীতঃ পশ্চাৎ) প্রহৃষ্টাত্মা (প্রফুল্লবদনঃ সন্) ভূমৌ দণ্ডবৎ ননাম ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ শ্রীভগবানের সেই ত্রৈলোক্যমোহন পরম-আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া প্রথমতঃ ভীত হইলেন, পরে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া ভুমিতে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন ॥ ৪০ ॥

———

ন কিঞ্চনোদীরয়িতুমশকৎ তীব্রয়া মুদা।
আপূরিতমনোদ্বারৈর্হ্রদিন্য ইব নির্ঝরৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা) নির্ঝরৈঃ হ্রদিন্যঃ (নদ্যঃ পূর্য্যন্তে তথা) তীব্রয়া মুদা (অত্যধিকেন আনন্দেন) আপূরিতমনোদ্বারৈঃ (আপূরিতৈঃ মনোদ্বারৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ হেতুভূতৈঃ অথবা আপূরিতানি মনোদ্বারাণি ইন্দ্রিয়াণি তৈঃ, প্রজাপতিঃ) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) উদীরয়িতুং (বক্তুম্ উপলক্ষণতয়া দ্রষ্টুং শ্রোতুং চ) ন অশকৎ (মহানন্দপূর্ণতয়া বাগাদীনাং বৃত্তিনিরোধাৎ ন সমর্থঃ বভুব) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যেমন নির্ঝরবারি-প্রবাহে নদীসকল পূর্ণ হয়, সেইরূপ অত্যধিক আনন্দে দক্ষের বাক্যাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয়নিচয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সুতরাং তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যথা হ্রদিন্যো নির্ঝরৈরাপূর্য্যন্তে তথা মুদা আনন্দেন আপূরিতানি মনোদ্বারাণি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি তৈর্হেতুভিঃ কিঞ্চন উদীরয়িতুং বক্তুং দ্রষ্টুং শ্রোতুং বা নাশকৎ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হ্রদিন্যঃ ইব নির্ঝরৈঃ'—যেরূপ নদীসকল নির্ঝরসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ 'মুদা'—আনন্দের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ পরিপূর্ণ হওয়ায়, প্রজাপতি দক্ষ কিছুই বলিতে, দেখিতে বা শুনিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪১ ॥

———

তং তথাবনতং ভক্তং প্রজাকামং প্রজাপতিম্।
চিত্তজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামিদমাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(যদ্যপ্যসৌ নাবোচৎ, তথাপি) সর্ব্বভূতানাং চিত্তজ্ঞঃ জনার্দ্দনঃ তথাবনতং ভক্তং প্রজাকামং তং প্রজাপতিম্ ইদম্ আহ (উক্তবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি কিছু না বলিলেও সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী জনার্দ্দন ঐরূপ অবনত ও প্রজাকামী ভক্তকে এই বাক্য বলিলেন ॥ ৪২ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রাচেতস মহাভাগ সংসিদ্ধস্তপসা ভবান্।
যচ্ছ্রদ্ধয়া মৎপরয়া ময়ি ভাবং পরং গতঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) প্রাচেতস, (হে) মহাভাগ, মৎপরয়া যচ্ছ্রদ্ধয়া (যদ্যতঃ মৎ-

পরয়া মদেকবিষয়য়া শ্রদ্ধয়া) ময়ি (ভগবতি) পরং ভাবং (ভক্তিং) গতঃ (প্রাপ্তঃ অসি অতঃ) ভবান্ তপসা সংসিদ্ধঃ (জাতঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাভাগ, প্রাচেতস, তুমি মদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা-দ্বারা আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়াই তপস্যায় সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছ ॥৪৩

বিশ্বনাথ—ময়ি পরং ভাবং পরমাত্মৈবায়মিতি শ্রেষ্ঠাং ভাবনাম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ময়ি পরং ভাবং'—ইনি পরমাত্মাই, এইরূপ আমাতে শ্রেষ্ঠ ভাবনা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৪৩ ॥

———

প্রীতোঽহং তে প্রজানাথ যত্তেঽস্যোদ্‌বৃংহণং তপঃ ।
মমৈষ কামো ভূতানাং যদ্ভূয়াসুর্বিভূতয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রজানাথ, যৎ (যস্মাৎ) তে (তব) তপঃ অস্য (বিশ্বস্য) উদ্‌বৃংহণং (বৃদ্ধিকরম্ অস্তি, অতঃ) অহং তে প্রীতঃ (প্রসন্নঃ ভবামি), ভূতানাং বিভূতয়ঃ (সমৃদ্ধাদয়ঃ) ভূয়াসুঃ (ইতি) এষঃ (এব) মম কামঃ (অভিলাষঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রজাপতে, তুমি এই বিশ্বসংসারের বৃদ্ধিসাধন জন্য তপস্যা করিয়াছ বলিয়া তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি ; কারণ, ভূতসকল সমৃদ্ধি লাভ করুক,—ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য বিশ্বস্য উদ্‌বৃংহণং বৃদ্ধিকরং যত্তে তপোঽভূৎ, এষ মমৈব কামঃ মদিচ্ছয়ৈব তব তপঃ সিদ্ধং বভূবেত্যর্থঃ ; ননু কিমাকারস্তে কামস্ত-ত্রাহ—ভূতানাং বিভূতয়ঃ সমৃদ্ধয়ো ভূয়াসুরিতি। যদেষ এবেতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য উদ্‌বৃংহণং' — এই জগতের বৃদ্ধির জন্য তোমার যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, 'এষঃ মমৈব কামঃ'—তাহা আমারই কামনা, অর্থাৎ আমার ইচ্ছাতেই তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, এই অর্থ। দেখুন—কি প্রকার আপনার কামনা ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতানাং' ইত্যাদি প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার অভিলাষ ॥ ৪৪ ॥

———

ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ ।
বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা ভবঃ ভবন্তঃ চ (প্রজাপতয়ঃ) মনবঃ বিবুধেশ্বরাঃ (লোকপালাঃ দেবাঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভূতিহেতবঃ (ভূতেঃ উদ্ভবস্য হেতবঃ), হি (যস্মাৎ) এতাঃ (ব্রহ্মাদ্যাঃ) মম বিভূতয়ঃ (অবতার-বিশেষাঃ এব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, ভব, মনুগণ, লোকপালগণ, এবং তোমরা (প্রজাপতিগণ), সকলেই প্রাণিসমূহের উদ্ভব-কারণ ; তোমরা সকলে—আমারই বিভূতি অর্থাৎ গুণাবতার-বিশেষ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন তু ভবাদৃশা নিকৃষ্টা এবেত্যাহ—ব্রহ্মেতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তোমাদের ন্যায় প্রজাপতিগণ নিকৃষ্ট নহে, ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মা' ইত্যাদি (অর্থাৎ ব্রহ্মা, শঙ্কর, তোমরা প্রজাপতিগণ, মনুগণ এবং শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সকলেই আমার বিভূতি এবং সকলেই প্রাণিগণের সমৃদ্ধিদাতা।) ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—

বিশেষব্যক্তিপাত্রত্বাদ্‌ব্রহ্মাদ্যাস্তু বিভূতয়ঃ ।
তদন্তর্য্যামিণশ্চৈব মৎস্যাদ্যাবিভবাঃ স্মৃতাঃ ।
ইতি তন্ত্রনির্ণয়ে ॥ ৪৫ ॥

———

তপো মে হৃদয়ং ব্রহ্মংস্তনুর্বিদ্যা ক্রিয়াকৃতিঃ ।
অঙ্গানি ক্রতবো জাতা ধর্ম্ম আত্মাসবঃ সুরাঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, তপঃ (যম-নিয়মাদি-সহিতং ধ্যানং) মে (মম) হৃদয়ম্ ; বিদ্যা (সাঙ্গ-মন্ত্রজপঃ মম) অনুঃ (তনোতীতি তনুঃ দেহঃ) ক্রিয়া (ধ্যানাদিবিষয়ঃ পুংব্যাপারঃ ভাবনা-শব্দ-বাচ্যঃ, তেন হি ধ্যানাদিকম্ অপি আক্রিয়তে ইতি) আকৃতিঃ (মম আকারঃ) জাতা (সুনিষ্পন্নাঃ) ক্রতবঃ (মম) অঙ্গানি; ধর্ম্মঃ (ক্রত্বাদ্যপূর্ব্বম্) আত্মা (মনঃ হৃদয়াশ্রয়ত্বাৎ); সুরাঃ (যজ্ঞভুজঃ এব দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ মম) অসবঃ (প্রাণাঃ সন্তর্পণীয়ত্বাৎ ইতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, তপস্যা অর্থাৎ যম-নিয়মসহ ধ্যান,—আমার হৃদয় ; বিদ্যা, অর্থাৎ সাঙ্গ-মন্ত্রজপ, —আমার দেহ ; ক্রিয়া অর্থাৎ ধ্যানাদির বিষয়

ভাবনাশব্দবাচ্য যে পুরুষের ব্যাপার—তাহা আমার আকৃতি ; সুনিষ্পন্ন যজ্ঞসমূহ—আমার অঙ্গ ; যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য 'অপূর্ব্ব' অর্থাৎ সুকৃতি—আমার মন ; এবং যজ্ঞভোক্তা সুরগণ—আমার প্রাণ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মযোগে সমুচিতং মে রূপং শৃণ্বিত্যাহ—তপঃ যমনিয়মাদিকং মে হৃদয়ম্। বিদ্যা সাঙ্গমন্ত্রজপো মে তনুঃ। ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদ্যা মমাকৃতিঃ আকারঃ। ক্রতবো মমাঙ্গানি শিরো বা, —"এতদ্‌যৎ প্রবর্গ্য উপসদশ্চক্ষুষী আজ্যভাগৌ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জাতা অভূবন্ ; ধর্ম্মঃ ক্রত্বাদ্যপূর্ব্বং মমাত্মা মনঃ ; মমাসবো দেবাঃ ; সচ্চিদানন্দরূপস্য মম হৃদয়াদি-বিভূতয়স্তপ আদয়ঃ ॥৪৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মযোগে সমুচিত আমার রূপ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'তপঃ' ইত্যাদি। তপস্যা বলিতে যম, নিয়মাদি আমার হৃদয়। বিদ্যা অর্থাৎ অঙ্গসহিত মন্ত্রসমূহের জপই আমার দেহ। নিত্য, নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াই আমার আকার। 'ক্রতবঃ' —যাগসমূহই আমার অঙ্গ বা শিরোভাগ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'এতদ্ যৎ প্রবর্গ্য', অর্থাৎ তোমার গ্রীবাদেশই উপসদ, অর্থাৎ তিনটি ইষ্টিবিশেষ, তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য, অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর নামে যজ্ঞবিশেষ, অতএব হে বিষ্ণু! তোমার চক্ষুসদৃশ এই আজ্যভাগদ্বয়, তুমি আগমন পূর্ব্বক গ্রহণ কর, ইত্যাদি। 'জাতাঃ'—সুনিষ্পন্ন হইয়াছিল। 'ধর্ম্ম'—যাগাদি ক্রিয়াজনিত যে অপূর্ব্ব, তাহাই আমার আত্মা বলিতে মন। দেবগণই আমার প্রাণ। তপস্যা প্রভৃতি সচ্চিদানন্দরূপ আমার হৃদয়াদি বিভূতিসমূহ ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—

তপোঽভিমানীরুদ্রস্তু বিষ্ণোর্হৃদয়মাশ্রিতঃ।
বিদ্যারূপা তথৈবোমা বিষ্ণোস্তনুমুপাশ্রিতা ॥
শৃঙ্গারাদ্যাকৃতিগতঃ ক্রিয়াত্মা পাকশাসনঃ।
অঙ্গেষু ক্রতবঃ সর্ব্বে মধ্যদেহে চ ধর্ম্মরাট্।
প্রাণো বায়ুশ্চিত্তগতো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বেষু দেবতাঃ ॥

ইতি চ ॥ যদাশ্রিতং যদ্ভবতি তত্তন্নামকমীরিতম্ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৪৬ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কিঞ্চান্তরং বহিঃ।
সংজ্ঞানমাত্রমব্যক্তং প্রসুপ্তমিব বিশ্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্) অহম্ এব আসম্ এব (ইত্যত্র এব-কারেণ ক্রিয়ান্তরং ব্যাবর্ত্তয়তি) আন্তরং (গ্রাহকম্ অন্তঃকরণং) বহিঃ (গ্রাহ্যম্); অন্যৎ কিঞ্চ (কিঞ্চিদপি) ন (আসীৎ) ; সংজ্ঞানমাত্রং (চৈতন্যমাত্রম্) অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ অনভিব্যক্তং) বিশ্বতঃ (সর্ব্বত্র) প্রসুপ্তমিব (আসীৎ)॥৪৭॥

অনুবাদ—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম। তখন অন্তর্গ্রাহক অন্তঃকরণাদি বা অন্য বহির্গ্রাহ্য বিষয় কিছুই ছিল না ; ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা অনভিব্যক্ত একমাত্র চৈতন্যই সর্ব্বত্র প্রসুপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিযোগে সমুচিতং মে স্বরূপং শৃণ্বিত্যাহ—অহমেব ত্বয়া দৃশ্যোতৎ স্বরূপবস্ত্রালঙ্কারাস্ত্রবাহনপার্ষদাদিবিশিষ্ট এবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমাসমেব, তথৈবাগ্রে মহাপ্রলয়ানন্তরমপি ভবিষ্যাম্যেবেত্যগ্রে ইত্যস্য পূর্ব্বোত্তরকালবাচিত্বাল্লভ্যতে। সাম্প্রতং ত্বস্ম্যেবেত্যস্য স্বতএব প্রাপ্তিরিতি স্বস্য ত্রৈকালিকী সত্তা দর্শিতা। কিঞ্চ, মম অন্তরং বহিশ্চ অন্যৎ কিমপি নাস্তি ; পরিচ্ছিন্নস্যাপি মৎস্বরূপস্য ব্যাপকত্বাদিত্যচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বঞ্চ দর্শিতম্ ; যদ্বক্ষ্যতে—"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥" ইতি। জ্ঞানযোগে সমুচিতং স্বরূপং শৃণ্বিত্যাহ—সংজ্ঞানমাত্রং চৈতন্যমাত্রম্ ; অব্যক্তমিন্দ্রিয়বৃত্তিভিরগ্রাহ্যং বিশ্বতঃ সর্ব্বত্র ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিযোগে সমুচিত আমার স্বরূপ শ্রবণ কর—ইহা বলিতেছেন—'অহমেব' ইত্যাদি, আমিই অর্থাৎ তোমার পরিদৃশ্যমান বস্ত্র, অলঙ্কার, অস্ত্র, বাহন, পার্ষদাদি-বিশিষ্ট আমার এই স্বরূপই, 'অগ্রে'—সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আমিই ছিলাম, সেইরূপ মহাপ্রলয়ের পরও আমিই থাকিব। 'অগ্রে' —এখানে অগ্র-শব্দ পূর্ব্বোত্তর-কালবাচী বলিয়া এইরূপ অর্থ লভ্য হয়। সম্প্রতি বর্ত্তমানে ত আছিই, ইহা স্বতঃই প্রাপ্ত হয়, ইহার দ্বারা নিজের ত্রৈকালিকী (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান) সত্তা দেখান হইল।

আরও আমার অন্তর বা বাহির কিছুই নাই, পরিচ্ছিন্ন হইলেও আমার স্বরূপের ব্যাপকত্ব (বিভুত্ব)-হেতু, ইহার দ্বারা স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিমত্ত্ব প্রদর্শিত হইল। যেমন শ্রীদশমে দামবন্ধন-লীলায় বলিবেন —"ন চান্তর্ন বহির্যস্য" (১০।৯।১৩-১৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার ভিতর, বাহির, আদি, অন্ত নাই, অথচ যিনি জগতের আদি, অন্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তরস্বরূপ এবং যিনি এই জগদ্রূপী, মা যশোমতী সাধারণ মনুষ্য-দেহধারী সেই অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্‌কে স্বীয় পুত্র মনে করিয়া সাধারণ মনুষ্য শিশুর ন্যায় তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলের সহিত বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানযোগে সমুচিত স্বরূপের কথা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'সংজ্ঞানমাত্রং', অর্থাৎ চৈতন্যমাত্রই, 'অব্যক্তং'—ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তিসমূহদ্বারা প্রকাশের অযোগ্য, বিশ্বতঃ'—বলিতে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ তৎকালে চৈতন্যমাত্ররূপেই অবস্থান করায় সর্ব্বত্র যেন নিদ্রামগ্নের ন্যায়ই বিরাজ করিতেছিলাম।) ॥৪৭

মধ্ব—সংজ্ঞানমাত্রং যদিদং ত্বয়া তপসা দৃষ্টং মম রূপং তদেবাগ্র আসীৎ।

নানাবর্ণো হরিস্ত্বেকো বহুশীর্ষভুজো রূপাৎ।
আসীল্লয়ে তদন্যত্তু সূক্ষ্মরূপং শ্রিয়ং বিনা॥
অসুপ্তঃ সুপ্ত ইব চ মীলিতাক্ষোহভবদ্ধরিঃ।
অন্যত্রানাদরাদ্বিষ্ণৌ শ্রীশ্চলীনেব কথ্যতে।
সূক্ষ্মত্বেন হরৌ স্থানাল্লীনমন্যদপীষ্যতে॥

ইতি মাৎস্যে ॥ ৪৭ ॥

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতো গুণবিগ্রহঃ।
যদাসীৎ তত এবাদ্য স্বয়ম্ভূঃ সমভূদজঃ॥ ৪৮॥

অন্বয়ঃ—অনন্তগুণে অনন্তে (ব্যাপকে) ময়ি গুণতঃ (মায়াতঃ) গুণবিগ্রহঃ (গুণময়ঃ গুণকার্য্যভূতঃ গুণবিগ্রহঃ ব্রহ্মাণ্ডাত্মকঃ) যদা আসীৎ (তদা) ততঃ এব (তস্মিন্ এব) আদ্যঃ (যুষ্মাকং প্রজাপতীনাং কারণভূতঃ) অজঃ (অযোনিজঃ স্বয়ম্ভূঃ সমভূৎ (আবির্বভূব)॥ ৪৮॥

অনুবাদ—আমি—অনন্ত-গুণাধার অনন্ত অর্থাৎ ব্যাপক; আমার মায়া হইতে আমাতেই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তোমাদের কারণভূত অযোনিজ স্বয়ম্ভূ আবির্ভূত হইয়াছেন॥ ৪৮॥

বিশ্বনাথ—স্ব-স্বরূপসত্ত্বমুপদিশ্য সৃষ্টৌ প্রবর্ত্তয়িতুমিতিহাসমাহ—ময়ীতি। গুণতো মায়াতঃ। গুণবিগ্রহো মহাসমষ্টির্ব্রহ্মাণ্ডং ততস্তন্মধ্য এব স্বয়ম্ভূর্যুষ্মাকমাদ্যঃ॥ ৪৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বীয় স্বরূপের সত্ত্ব উপদেশ করিয়া, সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পূর্ব্ব ইতিহাস বলিতেছেন—'ময়ি', অর্থাৎ অনন্তগুণশালী অনন্তস্বরূপ আমার মধ্যে, 'গুণতঃ'—বলিতে মায়ার দ্বারা, 'গুণ-বিগ্রহঃ'—গুণময় বিগ্রহ মহাসমষ্টি এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল, তখনই তন্মধ্যে 'আদ্যঃ'—তোমাদের কারণভূত—অযোনিজ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছিল॥ ৪৮॥

মধ্ব—গুণতঃ অনন্তে।

প্রত্যেকশো গুণানান্ত নিঃসীমত্বমুদীর্য্যতে।
তদানন্ত্যন্ত গুণতস্তে চানন্তা হি সংখ্যয়া।
অতোঽনন্তগুণো বিষ্ণুর্গুণতোঽনন্ত এব চ॥

ইতি তন্ত্র ভাগবতে॥ ৪৮॥

স বৈ যদা মহাদেবো মম বীর্য্যোপবৃংহিতঃ।
মেনে খিলমিবাত্মানমুদ্যতঃ সর্গকর্ম্মণি॥ ৪৯॥
অথ মেঽভিহিতো দেবস্তপোঽতপ্যত দারুণম্।
নব বিশ্বসৃজো যুষ্মান্ যেনাদাবসৃজদ্বিভুঃ॥ ৫০॥

অন্বয়—সঃ বৈ মহাদেবঃ (দেবেভ্যঃ মহান্ অপি) মম বীর্য্যোপবৃংহিতঃ (মম এব শক্ত্যা বর্ধিতঃ সন্) যদা সর্গকর্ম্মণি উদ্যতঃ (উদ্যুক্তঃ সন্) আত্মানং খিলমিব (অসমর্থমিব) মেনে (সম্ভাবিতবান্); অথ (তদা এব সঃ) দেবঃ মে (ময়া) অভিহিতঃ (তপ তপেত্যভিহিতঃ সন্) দারুণং তপঃ অতপ্যত;—যেন (তপসা) বিভুঃ আদৌ নব বিশ্বসৃজঃ যুষ্মান্ অসৃজৎ (সসর্জ্জ)। ৪৯-৫০॥

অনুবাদ—আমারই শক্তিতে বর্ধিত সেই দেবশ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভূ, সৃষ্টিকার্য্যে উদ্যত হইয়া তাহাতে আপনাকে অসমর্থ জ্ঞান করিলে, তিনি তৎকালে আমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াই তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই তপঃপ্রভাবেই বিভু প্রথমে তোমাদের নয়জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করেন॥ ৪৯-৫০॥

বিশ্বনাথ—খিলমসমর্থমিব। মে ময়া তপ তপেত্যুক্তঃ সন্ যেন তপসা ॥ ৪৯-৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খিলম্'—অসমর্থের ন্যায় (অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে অসমর্থের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন)। 'মে অভিহিতঃ'—আমা কর্ত্তৃক 'তপ তপ', তপস্যার অনুষ্ঠান কর—এইরূপ উক্ত হইয়া (দারুণ তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন)। 'যেন'—যে তপস্যার প্রভাবে, (তোমাদের নয়জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।) ॥ ৪৯-৫০ ॥

———

এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ।
অসিক্নী-নাম পত্নীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে) প্রজেশ, (হে দক্ষ,) এষা প্রজাপতেঃ বৈ পঞ্চজনস্য দুহিতা 'অসিক্নী'-নাম পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাং (স্বীক্রিয়তাম্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে প্রজেশ দক্ষ, পঞ্চজনাখ্য প্রজাপতির 'অসিক্নী'-নাম্নী এই কন্যাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ কর ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বমপি সর্ব্বরূপে পৈতৃকে ধর্ম্মে যতস্বেত্যাহ—এষেতি ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমিও সর্ব্বতোভাবে পৈতৃক ধর্ম্ম (সৃষ্টিকার্য্য) আচরণে যত্নশীল হও, ইহা বলিতেছেন—'এষা' ইত্যাদি (অর্থাৎ তুমি পঞ্চজন নামক প্রজাপতির অসিক্নী নাম্নী এই কন্যাটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।) ॥ ৫১ ॥

———

মিথুনব্যবায়ধর্ম্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ।
মিথুনব্যবায়ধর্ম্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং মিথুনব্যবায়ধর্ম্মঃ (মিথুনস্য স্ত্রীপুংসয়োর্ব্যবায়ঃ রতিঃ স এব ধর্ম্মঃ যস্য সঃ) মিথুনব্যবায়ধর্ম্মিণ্যাং (রতিক্রীড়ারূপ-ধর্ম্মপরায়ণায়াম্ অস্যাং) পুনঃ ইমং প্রজাসর্গং ভূরিশঃ ভাবয়িষ্যসি (উৎপাদয়িষ্যসি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—তুমি স্ত্রী-পুরুষের রতিরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাদৃশ রতি-ধর্ম্মশীলা এই কন্যার গর্ভে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে ॥৫২॥

বিশ্বনাথ—মিথুনস্য স্ত্রীপুংসয়োর্যো ব্যবায়ঃ রতিঃ স এব ধর্ম্মো যস্য স ত্বম্, তথাভূতায়াং তস্যামিতি। তাদৃশ-'হংসগুহ্য'স্তবেন স্তুতোঽপি দত্তনিজশ্রীমূর্ত্তি-দর্শনপ্রসাদোঽপি উপদিষ্টনিজতত্ত্বোঽপি দক্ষো ভগবতা যৎ কর্ম্মমার্গগম্যে বিষয়ভোগে নিঃসীমকে নিক্ষিপ্তো, ন তু স্বপ্রেমামৃতসিন্ধৌ, তৎ খলু স্বমহাভক্ত-শ্রীরুদ্রাপরাধশেষস্যাভঙ্গুরত্বেন হেতুনা ইতি গম্যতে। অতএবানন্তরাধ্যায়ে শ্রীমুনীন্দ্রেণাপি "বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ" ইত্যথ্যাস্যমানো দক্ষো নারদমপ্যাক্ষেপ্স্যতীতি পুনরপ্যস্য মহদপরাধঃ ফলিষ্যতি; ন চ কর্দ্দমোঽপি ভগবতা বিষয়ভোগ এব নিক্ষিপ্ত ইতি বাচ্যম্;—তস্যোষৎসকামত্বমালক্ষ্যৈব ভগবতা সাবধিকএব বিষয়ভোগবরো, দত্তঃ ন তু নিরবধিক এব; যদুক্তং তত্রৈব—"ত্বঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নির্দ্দেশং মে উশত্তমঃ। ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে।।" ইতি। স চ কর্দ্দমোঽপি "অনুগ্রহায়াস্ত্বপি" ইত্যাদিনা ভক্তিমেবান্তে প্রার্থয়ামাস। এবং সকামা অপি সর্ব্ব-এব ভক্তা ধ্রুবাদয়ো ভক্তিমেবাচকাঙ্ক্ষুরেব; দক্ষস্তুজং ভক্তিং নাকাঙ্ক্ষতি স্ম; ভগবানপি তাং ন দদাবিত্যেতদেবাপরাধশেষস্যাস্তিত্বে লক্ষণমিতি ॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথুন-ব্যবায়-ধর্ম্মঃ'—মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের যে 'ব্যবায়' বলিতে রতি, তাহাই ধর্ম্ম যাহার, তদ্রূপ হইয়া তুমি সেইরূপ ব্যবায়ধর্ম্ম-বিশিষ্টা তাহাতে (অর্থাৎ অনুরূপ ধর্ম্মরতা এই পত্নীতে বহু প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে)। এখানে শ্রীভগবান্ তাদৃশ 'হংসগুহ্য' স্তবে তুষ্ট হইয়াও, নিজের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনজনিত প্রসন্নতা প্রদান এবং নিজতত্ত্ব উপদেশ করিয়াও, দক্ষকে যে কর্ম্ম-মার্গের প্রাপ্য অপরিসীম বিষয়ভোগে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু স্বপ্রেমামৃত-সিন্ধুতে নহে, তাহার কারণ—নিশ্চয়ই নিজ মহাভক্ত শ্রীরুদ্রের প্রতি তাঁহার অপরাধের শেষ এখনও বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই—এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেবও বলিবেন—'বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ' (৬।৫।১), অর্থাৎ প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়ায় সমধিক শক্তিশালী হইয়া ইত্যাদি। এই দক্ষ দেবর্ষি নারদকেও তিরস্কার করিবেন—ইহাতে পুনরায় ইহার মহদপরাধ

ফলবতী হইবে। দেখুন—মহর্ষি কর্দ্দমকেও ভগবান্ বিষয়ভোগেই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? এইরূপ বলিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার সামান্য সকামত্ব লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ সাবধিক (নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত) বিষয়ভোগেরই বর প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিরবধিক (অপরিসীম) নহে। যেমন সেখানেই উক্ত হইয়াছে—"ত্বঞ্চ সম্যক্" (৩।২১।২৮), অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বৎস! তুমি আমার আজ্ঞা সম্যক্‌রূপে পালনপূর্ব্বক আমাতে সকল কর্ম্মের ফল সমর্পণ কর, তাহা হইলে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এবং কর্দ্দমও, "অনুগ্রহায়াস্তুপি" (৩।২১।১৯), অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহেই আমরা আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, ইত্যাদি বলিয়া পরিশেষে ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এইপ্রকার সকাম হইলেও ধ্রুব প্রভৃতি সমস্ত ভক্তগণই ভক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষ ভগবানের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করেন নাই, এইজন্য ভগবানও তাহাকে ভক্তি প্রদান করিলেন না, ইহাই দক্ষের অপরাধ-শেষের অস্তিত্বের চিহ্ন বুঝিতে হইবে ॥ ৫২ ॥

———

ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা মিথুনীভূয় মায়য়া।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বত্তঃ অধস্তাৎ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ মদীয়য়া (বৈষ্ণব্যা) মায়য়া (নিমিত্তভূতয়া) মিথুনীভূয় ভবিষ্যন্তি (পুত্রাদিরূপেণোৎপৎস্যন্তে), মে (মহ্যং) বলিং (পূজাদিকং চ) হরিষ্যন্তি (আহরিষ্যন্তি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—তোমার পরবর্ত্তী প্রজাগণ সকলেই আমার মায়ায় বশীভূত হইয়া মৈথুনভাব অবলম্বন করিয়া পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে এবং আমার পূজাসামগ্রী আহরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভবিষ্যন্তি পুত্রাদিরূপেণ জনিষ্যন্তে ॥৫৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবিষ্যন্তি'—পুত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৪ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মিষতস্তস্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে হংসগুহ্যস্তবো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বিশ্বভাবনঃ ভগবান্ হরিঃ ইতি এবম্ উক্ত্বা মিষতঃ (দর্শনং কুর্ব্বতঃ এব) তস্য (সমক্ষে) স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব তত্র এব অন্তর্দ্দধে (তিরোধানং চক্রে) ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—বিশ্বভাবন শ্রীভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া স্বপ্নোপলব্ধ বস্তুর ন্যায় দেখিতে দেখিতে তৎসমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি মধ্য-তথ্য-বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
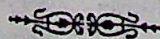
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যাং স পাঞ্চজন্যাং বৈ বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ ।
হর্য্যশ্বসংজ্ঞানযুতং পুত্রানজনয়দ্বিভুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের কূটবাক্যে দক্ষ-পুত্রদের নাশ-সংবাদে দক্ষের নারদপ্রতি অভিশাপ-দানবৃত্তান্ত ব্যক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুমায়া-বর্দ্ধিত প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভজাত 'হর্য্যশ্ব'-নামক সম-স্বভাব অযুত-সংখ্যক পুত্রকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা পশ্চিমদিকে সিন্ধুনদী ও সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলে সিদ্ধমুনিগণ-সেবিত 'নারায়ণ'-সরঃ-নামক তীর্থে গিয়া তথাকার জলস্পর্শে রাগাদি মনোমলমুক্ত এবং পারমহংস্য-ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তথাপি পিতৃ-নির্দ্দেশ-মত তাঁহারা প্রজা-সৃষ্টির জন্যই তথায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা দেবর্ষি নারদ তথায় সেইসকল নির্ম্মল-সত্ত্ব দক্ষপুত্রগণকে ঐরূপ মায়িক-জনোচিত সকাম কর্ম্মে উদ্‌যুক্ত দেখিয়া তাহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইলেন। এবং কয়েকটী কূটবাক্যে তাঁহাদের বুদ্ধিকে পরম শ্রেয়ঃসাধন পারমহংস্য-ধর্ম্মেই উদ্বোধিত করিলেন। তাঁহার গূঢ়-বাক্যে তাহারা পরম-পুরুষ শ্রীভগবান্‌ই সকলের সর্ব্বতোভাবে সেব্য জানিয়া, প্রজা-সৃষ্টি-চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া পরমার্থ-পথে অপুনরাবৃত্তিতে প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ হর্য্যশ্বাদি পুত্রগণের অদর্শনে শোক প্রকাশ করিয়া, পুনর্ব্বার স্বীয় পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভজাত সবলাশ্ব-নামক সহস্র-পুত্রকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও হর্য্যশ্বগণের পথানু-বর্ত্তনে সেই স্থানে গিয়া সেইরূপ নির্ম্মল হইয়া প্রজা-সৃষ্টি-কামনায় শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি তাঁহাদের সকাশেও উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ-প্রজাসৃষ্টি-প্রয়াস হইতে বিরত করিয়া, হর্য্যশ্বগণের গতি প্রদান করিলেন। এইরূপে সবলাশ্বাদি পুত্রগণও অদৃশ্য হইলে, তৎসংবাদে দক্ষ অত্যন্ত শোকাতুর হইলেন এবং অকালে পুত্রগণকে সংসার হইতে নিবৃত্ত করিয়া পারমহংস্য-ধর্ম্মে ভিক্ষু-মার্গে প্রেরণ করায় হরিপরায়ণ দেবর্ষিকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, অতঃপর লোকমধ্যে কোথাও তিনি স্থান পাইবেন না। দেবর্ষি বৈষ্ণবোচিত মহদ্‌গুণে 'তথাস্তু' বলিয়া সেই অভিশাপ অঙ্গীকার করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সঃ বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ (বিষ্ণুমায়য়া উপবৃংহিতঃ লব্ধ-সামর্থ্যঃ) বিভুঃ (দক্ষঃ) তস্যাং পাঞ্চজন্যাং (পাঞ্চজন-কন্যায়াং) হর্য্যশ্ব-সংজ্ঞান্ অযুতং পুত্রান্ অজনয়ৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়াদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া সেই পাঞ্চজনীর গর্ভে হর্য্যশ্ব-সংজ্ঞক অযুত পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বাচঃ কূটেন হর্য্যশ্বানন্যাংশ্চাকৃত বৈষ্ণবান্ ।
পঞ্চমে নারদঃ শপ্তঃ স দক্ষেণেতি বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ হর্য্যশ্ব ও অন্যান্য শবলাশ্ব নামক দক্ষপুত্রদের বৈষ্ণব করিয়া দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অপৃথগ্ধর্ম্মশীলাস্তে সর্ব্বে দাক্ষায়ণা নৃপ ।
পিত্রা প্রোক্তাঃ প্রজাসর্গে প্রতীচীং প্রযযুর্দিশম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, অপৃথগ্ধর্ম্মশীলাঃ (একাচার-স্বভাবাঃ) তে সর্ব্বে দাক্ষায়ণাঃ (দক্ষপুত্রাঃ) প্রজাসর্গে পিত্রা প্রোক্তাঃ (অনুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ) প্রতীচীং দিশং (তপোহর্থং) প্রযযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই সকল দক্ষপুত্রের স্বভাব ও আচার—একই প্রকার। পিতা তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলেই পশ্চিমদিকে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

তত্র নারায়ণসরস্তীর্থং সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ ।
সঙ্গমো যত্র সুমহন্মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (প্রতীচ্যাং দিশি) যত্র সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ (সিন্ধু-সংজ্ঞায়াঃ নদ্যাঃ সমুদ্রস্য চ) সঙ্গমঃ (অস্তি, তত্রস্থং) মুনিসিদ্ধনিষেবিতং (মুনিভিঃ সিদ্ধৈঃ চ নিতরাং সেবিতং) সুমহৎ (অতি-বিস্তীর্ণং) নারায়ণ-সরঃ (নাম) তীর্থং (প্রযযুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পশ্চিমদিকে যে স্থানে সিন্ধু-নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে মুনি ও সিদ্ধগণসেবিত অতিশয় বৃহৎ "নারায়ণ-সরঃ" নামে একটী তীর্থ আছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র দিশি নারায়ণসরস্তীর্থং মহদ্বর্ত্ততে। যত্র সিন্ধোর্নদ্যাঃ সমুদ্রস্য চ সঙ্গমঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই পশ্চিম দিকে নারায়ণ সরোবর নামে এক মহতীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, যেখানে সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্দ্ধূতমলাশয়াঃ ।
ধর্ম্মে পারমহংস্যে চ প্রোৎপন্নমতয়োঽপ্যুত ॥ ৪ ॥
তেপিরে তপ এবোগ্রং পিত্রাদেশেন যন্ত্রিতাঃ ।
প্রজাবিবৃদ্ধয়ে যত্তান্ দেবর্ষিস্তান্ দদর্শ হ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদুপস্পর্শনাদেব (তস্য তীর্থস্য স্পর্শনাদেব তত্র স্নানাচমনাদিমাত্রেণ এব) বিনির্দ্ধূতমলাশয়াঃ (বিনির্দ্ধূতঃ মলঃ রাগাদিঃ যস্মাৎ সঃ আশয়ঃ অন্তকরণং যেষাং তে) পারমহংস্যে ধর্ম্মে (পরমহংসানাং বিবেকিনাং ধর্ম্মে আত্মজ্ঞানে) চ প্রোৎপন্নমতয়ঃ (প্রকর্ষেণ উৎপন্না মতিঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ) অপি উত পিত্রাদেশেন (প্রজাবিবৃদ্ধয়ে পিতুঃ অনুজ্ঞয়া) যন্ত্রিতাঃ (নিয়োজিতাঃ সন্তঃ) উগ্রং তপঃ এব তেপিরে ; দেবর্ষিঃ (নারদঃ একদা) প্রজাবিবৃদ্ধয়ে তান্ (উদ্যুক্তান্) দদর্শ হ (দৃষ্টবান্) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—দক্ষপুত্র হর্য্যশ্বগণ ঐ তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান-আচমনাদি করিবার জন্য জল স্পর্শ করিবামাত্রই তাঁহাদের হৃদয়মল বিশেষরূপে ধৌত হইয়া পারমহংস্য-ধর্ম্মে মতি হইল। কিন্তু পিতা তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ করিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত তীব্র তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন নারদ ঋষি প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হর্য্যশ্বদিগকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—যত্তান্ উদ্যতান্ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্তান্'—যত্নশীল (অর্থাৎ প্রজাবৃদ্ধির জন্য কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত দক্ষপুত্রগণকে দেবর্ষি নারদ দেখিতে পাইলেন।) ॥৪-৫॥

উবাচ চাথ হর্য্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ।
অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ ॥ ৬॥
তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং চাদৃষ্টনির্গমম্ ।
বহুরূপাং স্ত্রিয়ঞ্চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিম্ ॥ ৭॥
নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভূতং গৃহম্ ।
কৃচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ংভ্রমি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ উবাচ চ,—(হে) হর্য্যশ্বাঃ, (দক্ষতনয়াঃ,) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) অন্তম্ অদৃষ্ট্বা তথা একপুরুষম্ (একঃ এব পুরুষঃ যস্মিন্ তৎ) রাষ্ট্রম্ (অদৃষ্ট্বা) অদৃষ্টনির্গমং বিলং চ (অদৃষ্টঃ নির্গমঃ যস্মাত্তদ্বিলম্ অদৃষ্ট্বা) বহুরূপাং স্ত্রিয়ং, পুংশ্চলীপতিং পুমাংসম্ (অপি অদৃষ্ট্বা তথা) উভয়তঃ বাহাং (বিরুদ্ধোভয়দিক্প্রবাহবতীং) নদীম্ (অদৃষ্ট্বা) পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং (পঞ্চপঞ্চানাং পঞ্চবিংশতেঃ অদ্ভুতং) গৃহম্ (অদৃষ্ট্বা) কৃচিৎ চিত্রকথং (চিত্রাঃ কথাঃ যস্য তং) হংসম্ (অদৃষ্ট্বা) ক্ষৌরপব্যং (ক্ষুরৈঃ পবিভিঃ বজ্রৈঃ নিৰ্ম্মিতং) স্বয়ং ভ্রমি (স্বতন্ত্রং ভ্রমণ-স্বভাবং বস্তু অদৃষ্ট্বা) কথং বৈ স্রক্ষথ ; বত (অহো,) যূয়ং পালকাঃ (সন্তঃ অপি) বালিশাঃ (অতীবাজ্ঞাঃ) ॥ ৬-৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদিগকে দেখিয়া নারদ কহিলেন, —ওহে হর্য্যশ্বগণ, তোমরা পৃথিবীর অন্ত দর্শন কর নাই, তথায় এক রাজ্য আছে, যাহাতে একমাত্র পুরুষ—বিরাজমান। তথায় এক বিল আছে, যাহা হইতে কাহাকেও বহির্গত হইতে দেখা যায় না; তথায় এক স্ত্রী আছে, সে—বহুরূপা ; তথায় এক পুরুষ আছেন, তিনি—ঐ পুংশ্চলীর (অসতীর)

স্বামী ; তথায় একটী নদী আছে, উহা—উভয়দিকে প্রবাহিত ; তথায় একটী গৃহ আছে, উহা—পঞ্চবিংশতি-পদার্থে নির্ম্মিত ; এক হংস আছে, সে বহুবিধ শব্দ করিয়া থাকে, এবং একপ্রকার পদার্থ আছে, উহা—ক্ষুর ও বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত ও স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা এ-সকলও দর্শন কর ; সুতরাং তোমরা পালক হইলেও অজ্ঞ, অতএব কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবে ? ৬-৮ ॥

বিশ্বনাথ—

শুদ্ধান্তঃকরণা এতে মোক্ষধর্ম্মাধিকারিণঃ।
অনুরোধাৎ পিতুঃ কস্মাদত্র মজ্জন্তি কর্ম্মণি ॥
তদিমান্ মোচয়ে তত্ত্বমুপদিশ্যৈব গূঢ়বাক্।
ইতি কারুণিকো বাচঃ কূটাংস্তানাহ নারদঃ ॥

হে হর্য্যশ্বাঃ ! ভুবোঽন্তমদৃষ্ট্বা প্রজাঃ কথং স্রক্ষ্যথ ? ব্যাখ্যাত্বেষাং স্বয়মেবাগ্রে করিষ্যত ইতি ন ব্যাখ্যায়তে, তস্মাৎ যূয়ং বালিশা মূর্খা এব, যতো বালকাঃ। 'পালকা' ইতি পাঠে,—প্রজানাং পালকা অপি যূয়ং বালিশা এব, বতেতি বিস্ময়ে। এক এব পুরুষো যত্র তদ্রাষ্ট্রমিত্যাদি দ্বিতীয়ান্তানাং অবিজ্ঞায় কথং সর্গং করিষ্যথেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। উভয়তোবাহামুভয়-দিক্ প্রবাহবতীং পঞ্চপঞ্চানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং অদ্ভুতং গৃহং বিষ্ণুং পরমসাদ্গুণ্যপ্রদত্বাৎ ভক্তানাং তানি তত্রৈব স্থাতুমর্হন্তীতি ভাবঃ। ক্ষুরৈঃ পবি-ভির্বজ্রৈশ্চ নির্ম্মিতমতিতীক্ষ্ণং কিমপি বস্তু ॥ ৬-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধচিত্ত এই সকল দক্ষপুত্রগণ মোক্ষধর্ম্মের অধিকারী, পিতার অনুরোধে কিজন্য এই কর্ম্মমার্গে নিমজ্জিত হইবে ? অতএব ইহাদিগকে তত্ত্বোপদেশের দ্বারাই মুক্ত করিব—এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক গম্ভীরাশয় পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ তাহাদিগকে কূটবাক্য বলিলেন—হে হর্য্যশ্বগণ ! তোমরা পৃথিবীর অন্ত না জানিয়া, অর্থাৎ রহস্য অবগত না হইয়া কিরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবে ?—এই সকলের ব্যাখ্যা তাহারা নিজেরাই পরে করিবেন, অতএব এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে না। 'যূয়ং বালিশাঃ'—তোমরা মূর্খই, যেহেতু বালক। এই স্থলে 'পালকাঃ'—এইরূপ পাঠে, প্রজাগণের পালক হইয়াও বস্তুতঃ তোমরা মূর্খই, 'বত'—শব্দ বিস্ময়ে। একমাত্র পুরুষ যেখানে, সেই রাষ্ট্র—ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত পদসমূহের সহিত "অবিজ্ঞায় কথং সর্গং করিষ্যথ ?"—এই সকল না জানিয়া কিপ্রকারে সৃষ্টি করিবে ?, এই তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'উভয়তোবাহাং'—উভয় দিকে প্রবাহবতী নদী। 'পঞ্চপঞ্চানাং' — বলিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-সমূহের। 'অদ্ভুতং গৃহং'—অদ্ভুত গৃহ বলিতে বিষ্ণু পরম সাদ্গুণ্যপ্রদ বলিয়া ভক্তগণের সেখানেই অবস্থান করা উচিৎ—এই ভাব। 'ক্ষৌরপব্যং'—ক্ষুর ও পবি অর্থাৎ বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত অতিতীক্ষ্ণ কোনও বস্তু। [দেবর্ষির দশটি কূট প্রশ্ন—(১) একটিমাত্র পুরুষ-বিশিষ্ট রাষ্ট্র, (২) নির্গমনের পথশূন্য গর্ত্ত, (৩) বহুরূপা স্ত্রী, (৪) ব্যভিচারিণীর পতি পুরুষ, (৫) উভয়দিকে প্রবাহিতা নদী, (৬) 'পঞ্চপঞ্চ' বলিতে পঞ্চগুণ পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি উপাদান-রচিত গৃহ, (৭) বিচিত্রকথাযুক্ত হংস, (৮) ক্ষুর ও বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ স্বয়ং ভ্রমণশীল একটি চক্র, (৯) সর্ব্বজ্ঞ পিতা কে ? এবং (১০) তাঁহার যথার্থ্য আদেশ কি ?—ইহা না জানিয়া তোমরা কিরূপে প্রজা উৎপাদন কার্য্যে রত হইবে ?] ॥ ৬-৮ ॥

**কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ।
অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ ॥ ৯ ॥**

অন্বয়ঃ—অহো, বিপশ্চিতঃ (সর্ব্বজ্ঞস্য) স্বপিতুঃ অনুরূপং (স্বানুরূপং) আদেশম্ (অনুশাসনম্) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) অবিদ্বাংসঃ (অপরিণামদর্শিনঃ অজানন্তঃ যূয়ং) কথং সর্গং করিষ্যথ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অহো, তোমাদের পিতা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন ; তাঁহার অনুরূপ আদেশ কি, তাহাও জান না, সুতরাং অজ্ঞ হইয়া তোমরা কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবে ? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিপশ্চিতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপশ্চিতঃ'—বিপশ্চিৎ বলিতে সর্ব্বজ্ঞ, (অর্থাৎ নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ পিতা কে এবং তাঁহার যোগ্য আদেশই বা কি ? ইহা না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে ?) ॥ ৯ ॥

তন্নিশম্যাথ হর্য্যশ্বা ঔৎপত্তিকমনীষয়া ।
বাচঃ কূটন্তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশুর্ধিয়া ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ হর্য্যশ্বাঃ তৎ (দেবর্ষে বচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ঔৎপত্তিক-মনীষয়া (ঔৎপত্তিকী) সহজা মনীষা বিচারশক্তিঃ যস্যাঃ তয়া স্বাভাবিক-বিচার-শক্তি-সম্পন্নয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) স্বয়ম্ (এব) দেবর্ষেঃ (নারদস্য) বাচঃ কূটং (পরোক্ষবাদেন অর্থান্তরমিব প্রতীয়মানং বচনং) তু বিমমৃশুঃ (বিচারিতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হর্য্যশ্বগণ দেবর্ষি-নারদের কূটবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বাভাবিক বিচারশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিদ্বারা নিজে নিজেই সেইসকল বাক্য বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বাচঃ কূটং পরোক্ষবাদেনার্থান্তরমিব প্রতীয়মানং বচনম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাচঃ কূটং'—কূটবাক্য বলিতে পরোক্ষবাদের দ্বারা অর্থান্তরের ন্যায় প্রতীয়মান বচন ॥ ১০ ॥

ভূঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্ ।
অদৃষ্ট্বা তস্য নির্ব্বাণং কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—(তত্র "অদৃষ্ট্বান্তং ভুবঃ ইতি ব্যাচষ্টে—) ভূঃ (ভূ-শব্দোক্তম্ অর্থং) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রবৎ) জীব-সংজ্ঞং (পুণ্যপাপসুখদুঃখাদ্যুদ্ভবস্থানত্বাৎ জীবোপাধিভূতং লিঙ্গ-শরীরং) যদনাদি (চিরন্তনং) নিজ বন্ধনং (নিজস্য আত্মনঃ বন্ধকারণং) তস্য নির্ব্বাণম্ (অন্ত-শব্দোক্তং নাশোপায়ম্) অদৃষ্ট্বা অসৎকর্ম্মভিঃ (অসদ্ভিঃ মোক্ষানুপযোগিভিঃ বন্ধহেতুভিঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ ? (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—'ভূ'-শব্দের অর্থ—ভূমি বা ক্ষেত্র ; জীবের উপাধিভূত লিঙ্গ-শরীরই সেই ক্ষেত্রের ন্যায় সুখদুঃখের উদ্ভব-স্থান ; উহা—অনাদি ও জীবের বন্ধনমূল ; তাহার অন্ত অর্থাৎ নাশ না দেখিয়া মোক্ষের অনুপযোগি-অনিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কি ফল হইবে ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নারদোক্তানি দশবাক্যানি সুখবোধার্থং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে দশভিঃ। তত্র "অদৃষ্ট্বান্তং ভুবঃ" ইতি ব্যাচষ্টে—ভূরিতি ক্ষেত্রং, তচ্চাত্র জীবসংজ্ঞং লিঙ্গশরীরম্ অনাদি আদিশূন্যং নিজস্য জীবাত্মনো বন্ধনং যতস্তৎ তস্য নির্ব্বাণম্ অন্তং জ্ঞানেন নাশমিত্যর্থঃ। অসৎকর্ম্মভিঃ অবাস্তবৈঃ কর্ম্মমার্গৈস্তেন কর্ম্মনির্ব্বাণার্থমেব প্রত্যুত যতধ্বমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবর্ষি নারদ-কথিত দশটি কূট বাক্যের অর্থ সহজে অবগতির জন্য নিজেরাই বিশ্লেষণ করিতেছেন—দশটি শ্লোকের দ্বারা। তন্মধ্যে 'অদৃষ্ট্বান্তং ভুবঃ'—পৃথিবীর অন্ত না জানিয়া, ইহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ বলিতেছেন—'ভূঃ' বলিতে ক্ষেত্র, এই স্থলে উহা জীব, অর্থাৎ লিঙ্গশরীর। উহা 'অনাদি'—বলিতে আদিশূন্য এবং 'নিজবন্ধনং' —নিজের অর্থাৎ জীবাত্মার বন্ধনের কারণ। 'তস্য নির্ব্বাণং'--তাহার অন্ত বলিতে জ্ঞানের দ্বারা (লিঙ্গদেহের) বিনাশ--এই অর্থ। তাহা দেখিতে না পারিলে 'অসৎকর্ম্মভিঃ কিম্'--অসৎ বলিতে অবাস্তব কর্ম্মমার্গের দ্বারা কি প্রয়োজন ? অতএব-কর্ম্মনির্ব্বাণের নিমিত্তই যত্ন করা উচিৎ--এই ভাব ॥১১॥

এক এবেশ্বরস্তুর্য্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ ।
তমদৃষ্ট্বাভবং পুংসঃ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—("তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রম্" ইতি ব্যাচষ্টে—) একঃ এব ঈশ্বরঃ তুর্য্যঃ (সর্ব্বসাক্ষী) ভগবান্ স্বাশ্রয় (স্বাধারঃ) পরঃ অভবং (নিত্যমুক্তং) তম্ (অদৃষ্ট্বা) পুংসঃ (মানবস্য) অসৎকর্ম্মভিঃ (ঈশ্বরাসমর্পিতৈঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ ? (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—('তথায় এক রাজ্য আছে,—যেখানে একটী মাত্র পুরুষ'—এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে,) ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু ; তিনি সর্ব্বসাক্ষী, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, নিজেই নিজের আশ্রয়, নিত্যমায়ামুক্ত ও পরতত্ত্ব ; তাঁহাকে না জানিয়া মানবগণ যে সকল কর্ম্ম করেন, উহা—অসৎ অর্থাৎ ভগবানে সমর্পিত নহে ; সুতরাং সেই-সকল কর্ম্ম করিয়া কি ফল হইবে ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—"তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রম্" ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—এক ইতি। তুর্য্যঃ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেভ্যো

ভিন্নশ্চতুর্থঃ। রাষ্ট্রং জগদিতি জ্ঞেয়ম্ ; 'অভবং' ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারো ভক্তানাং যতস্তম্ ; অদৃষ্ট্বা ভজনৈরপ্রত্যক্ষীকৃত্য তেন তমেব ভজতেতি ভাবঃ ॥ ১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একটিমাত্র পুরুষবিশিষ্ট রাষ্ট্র'—এই কথার অর্থ করিতেছেন—'একঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ এক পুরুষ বলিতে সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ পরমেশ্বর)। 'তুর্য্যঃ'—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে ভিন্ন চতুর্থ বস্তু। 'অভবং'—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণের 'ভব' বলিতে সংসার থাকে না (অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ সংসারমার্গে ভক্তগণের ভ্রমণ করিতে হয় না)। 'অদৃষ্ট্বা'—ভজনের দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া (অসৎকর্ম্মের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ?)। অতএব তাঁহারই ভজন কর—এই ভাবার্থ ॥ ১২ ॥

———

পুমান্ নৈবৈতি যদ্‌গত্বা বিলস্বর্গং গতো যথা।
প্রত্যগ্ধামাবিদ উহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—("বিলঞ্চাদৃষ্টনির্গমম্" ইতি ব্যাচষ্টে—) বিলস্বর্গং (পাতালং) গতঃ, যথা (ইব) পুমান্ যৎ গত্বা ন এব এতি (পুনঃ সংসারে নাবর্ত্ততে, তৎ) প্রত্যগ্‌ধাম (জ্যোতীরূপং ব্রহ্ম) অবিদঃ (অবিদুষঃ) উহ (ইহ জগতি) অসৎকর্ম্মভিঃ (অসদ্ভিঃ নশ্বর-স্বর্গাদি-সাধনৈঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ ? (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—('তথায় একটী বিল আছে,—যাহা হইতে কাহাকেও বহির্গমন করিতে দেখা যায় না', —এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে), পাতালে প্রবেশ করিলে যেরূপ তথা হইতে আর বহির্গত হওয়া যায় না, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম লাভ করিলে উহা হইতে সংসারে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না, মনুষ্যগণ তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) না জানিয়া স্বর্গাদির জন্য যে-সকল অসৎ (অনিত্য) কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তদ্দ্বারা কি ফল হইবে ? ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—"বিলঞ্চাদৃষ্টনির্গমম্" ইতি ব্যাচষ্টে—পুমানিতি। যৎ প্রত্যগ্ধাম প্রতীচো ভগবতো ধাম বৈকুণ্ঠং গত্বা প্রাপ্য ন পুনরেতি ন পুনরাবর্ত্ততে। বিলস্বর্গং পাতালং গতো যথা তত্রৈবাসজ্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অবিদঃ অবিদুষো জনস্য তেন বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তয়ে যতধ্বমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্গমনের পথশূন্য গর্ত্ত'—এই কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'পুমান্' ইত্যাদি। 'যৎ প্রত্যগ্ধাম'—প্রতীচ অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের যে ধাম বলিতে বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইলে পুরুষ আর পুনরাবর্ত্তন করে না। 'বিলস্বর্গ'—বলিতে পাতাল, সেখানে গমনকারী ব্যক্তি যেমন তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, (সেইরূপ ভগবানের ধামে গমন করিলে জীবকে আর ফিরিতে হয় না)—এই অর্থ। 'অবিদঃ'—যে ব্যক্তি (সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বস্তুকে) জানে না, (তাহার নশ্বর স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম্মসমূহদ্বারা কি লাভ হইতে পারে ?) অতএব সেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির নিমিত্তই প্রযত্ন করা উচিৎ—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

———

নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা।
তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—("বহুরূপাং স্ত্রিয়ম্" ইতি ব্যাচষ্টে—) স্বৈরিণী ইব (পুংশ্চলী যথা বস্ত্রাভরণাদিভিঃ নানাকারা ভবতি, তদ্বৎ) নানারূপা (নানারূপা কুৎসিত-বিষয়োন্মুখতয়া রূপরসাদি-নানাকারা) আত্মনঃ (জীবস্য) বুদ্ধিঃ গুণান্বিতা (রজ আদিগুণৈঃ অন্বিতা) তন্নিষ্ঠাং (তস্যাঃ অবসানং বিবেকম্) অগতস্য (অপ্রাপ্তস্য জনস্য) ইহ (জন্মানি) অসৎকর্ম্মভিঃ (অশান্তৈঃ কুৎসিত-ভোগদ্বারা নরক-হেতুভিঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—('বহুরূপা স্ত্রী'—এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে,) বুদ্ধি ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের মোহকারিণী ও রজঃপ্রভৃতি গুণসমন্বিতা ; মানবগণ ঐ বুদ্ধির অন্ত না পাইয়া যে সকল অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে কি ফল হইবে ? ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—"বহুরূপাং স্ত্রিয়ম্" ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—নানেতি। স্বৈরিণীব কুবিষয়োন্মুখী, ন তু কৃষ্ণ-বিষয়োন্মুখী গুণাঃ সৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদয়ঃ। পাণ্ডিত্যাদয়শ্চ তৈরন্বিতাঃ। তস্যা নিষ্ঠাং ভদ্রাভদ্রপ্রবৃত্তিম্

অগতস্য অজানতঃ অবিচারয়ত ইত্যর্থঃ। অতো বিবেকেন বুদ্ধিং কৃষ্ণোন্মুখীং কুরুতেতি ভাবঃ॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুরূপা স্ত্রী'—এই কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'নানা' ইত্যাদি (অর্থাৎ জীবের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্তা নানারূপা বুদ্ধিই ব্যভিচারিণী রমণীর সহিত তুলনীয়া)। 'স্বৈরিণীব'—স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় কুবিষয়োন্মুখী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে উন্মুখী নহে। 'গুণান্বিতা'—গুণ বলিতে সৌন্দর্য্য, বৈদগ্ধ্য এবং পাণ্ডিত্য প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা যুক্তা। 'নিষ্ঠাং'—নিষ্ঠা বলিতে ভদ্র ও অভদ্র যে প্রবৃত্তি, তাহা না জানিয়া অর্থাৎ বিবেচনা না করিয়া, এই অর্থ। অতএব বিবেকের দ্বারা বুদ্ধিকে কৃষ্ণোন্মুখী করিতে হইবে—এই ভাবার্থ॥ ১৪॥

———

তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্য্যং সংসরন্তং কুভার্য্যবৎ।
তদ্‌গতীরবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—("পুমাংসং পুংশ্চলী পতিম্" ইতি ব্যাচষ্টে—) তৎসঙ্গভ্রংসিতৈশ্বর্য্যং (তস্যাঃ বুদ্ধেঃ সঙ্গেন অভ্যাসেন ভ্রংশিতম্ ঐশ্বর্য্যং স্বাতন্ত্র্যং যস্য তং) কুভার্য্যবৎ (কুৎসিতা ভার্য্যা যস্য তদ্বৎ) সংসরন্তং (গচ্ছন্তং জীবং) তদ্‌গতীঃ (তস্যাঃ বুদ্ধেঃ গতীঃ সুখদুঃখহর্ষবিষাদাদিলক্ষণাঃ) অবুধস্য (অজানতঃ পুরুষস্য) ইহ (জন্মনি) অসৎকর্ম্মভিঃ (বুদ্ধ্যবিবেকপ্রাপ্তৈঃ অসদ্ভিঃ তদধ্যাসানিবর্ত্তকৈঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ? (ন কিমপীত্যর্থঃ)॥ ১৫॥

অনুবাদ—(তথায় এক পুরুষ আছেন, "তিনি—পুংশ্চলীর স্বামী'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,) অসতী ভার্য্যার ভর্ত্তা হইলে পুরুষের যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেইরূপ বুদ্ধির সংসর্গে জীবের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। সেই সকল জীব বুদ্ধির সুখ ও দুঃখরূপা দ্বিবিধা গতির অনুসরণ করিয়া থাকে। ঐ জীবকে না জানিয়া যে সকল ব্যক্তি অনিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারা কি ফল হইবে? ॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—"পুমাংসং পুংশ্চলীপতিম্" ইতি ব্যাচষ্টে—তদিতি। কুৎসিতভার্য্যং গৃহস্থমিব সংসরন্তং জীবম্ অবুধস্য অজানতঃ,—ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। তস্য গতীঃ স্বর্গনরকাদ্যা অপ্যজানতঃ তেনাত্মানমাত্মনৈবোদ্ধরথেতি ভাবঃ॥ ১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুমাংসং পুংশ্চলী-পতিং'—তথায় এক পুরুষ আছে, যিনি পুংশ্চলীর (ব্যভিচারিণী রমণীর) পতি এই কথার অর্থ বলিতেছেন—'তৎসঙ্গ'—ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির সঙ্গবশতঃ 'কুভার্য্যবৎ'—কুৎসিত ভার্য্যাযুক্ত গৃহস্থ ব্যক্তির ন্যায়, 'সংসরন্তং'—অনুগমনকারী জীবকে না জানিয়া (অর্থাৎ কুভার্য্যাযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় যাহার স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়াছে এবং যে জীব সেই বুদ্ধির সুখ-দুঃখাদিকে নিজের বলিয়া মনে করে, সেই জীবের তত্ত্ব অবগত না হইয়া)। 'তদ্‌গতীঃ'—তাহার গতি বলিতে স্বর্গ, নরকাদি ভোগ, ইহা যে জানে না (তাহার অবিবেকমূলক কর্ম্মসমূহদ্বারা কি লাভ হইবে?) অতএব আত্মাকে আত্মার দ্বারাই (সদ্‌বিবেচনার দ্বারাই) উদ্ধার করিতে হইবে—এই ভাবার্থ॥ ১৫॥

———

সৃষ্ট্যপ্যয়করীং মায়াং বেলাকূলান্তবেগিতাম্।
মত্তস্য তামবিজ্ঞস্য কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—("নদীমুভয়তো বাহাম্" ইতি ব্যাচষ্টে—সৃষ্ট্যপ্যয়কারীং (সৃষ্টিঃ উৎপত্তিঃ অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ তৌ করোতি ইতি তথা তাং সৃষ্টিসংহারজননীং) বেলাকূলান্তবেগিতাং (বেলাকূলং প্রবাহপতিতানাং নির্গমস্থানং তপোবিদ্যাদি, তস্য অন্তে সমীপে বেগিতাং নির্গম-প্রতিবন্ধায় ক্রোধাহঙ্কারাদিভিঃ কৃতবেগাং) মায়াং (ভগবতঃ মায়াং শক্ত্যাত্মিকাং) তাং (তথাভূতাং নদীম্) অবিজ্ঞস্য (অবিচারয়তঃ) মত্তস্য অসৎকর্ম্মভিঃ (মায়িকৈঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ (স্যাৎ? ন কিমপীত্যর্থঃ)॥ ১৬॥

অনুবাদ—('একটি নদী—যাহা উভয়দিকে প্রবাহিত হইতেছে'—এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে,) সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী মায়াই ঐ নদীস্বরূপ; ঐ নদীর জলপ্রবাহে পতিত ব্যক্তির উত্থিত হইবার দুইটি পথ—তপস্যা ও বিদ্যা। এই দুইটী স্থানেই স্রোতের বেগ অধিক। সেই বেগে নিমগ্নব্যক্তি নদীর বিষয় না জানিয়া যে মায়িক কর্ম্মসকল করিয়া থাকে, তাহাতে কি ফল হইবে? ১৬॥

বিশ্বনাথ—"নদীমুভয়তো বাহাম্" ইতি ব্যাচষ্টে—সৃষ্ট্যপ্যয়ৌ করোতীতি তাং সৃষ্টিকালে পূর্ব্বপূর্ব্বতত্ত্বানি নিঃসরন্তি অপ্যয়কালে উত্তরোত্তরতঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রবিশন্তীত্যুভয়তঃ প্রবাহো দর্শিতঃ। বেলাকুলস্যান্তং সমীপং—"বেলা স্যাত্তীরনীরয়োঃ" ইত্যভিধানাৎ। সংসারপ্রবাহপতিতানাং নির্গমস্থানং তপোবিদ্যাদি তত্রৈব বেগিনীং নির্গমপ্রতিবন্ধায় তপোবিদ্যাদিমৎ সুদুষ্টৈঃ ক্রোধাহঙ্কারাদিভিঃ কৃতবেগাং, বেগিতামিতি চ পাঠঃ। মত্তস্য তত্তদ্বেগেন বিবশস্য, অতএব তাং তথাভূতামবিজ্ঞস্য অবিচারয়তঃ তেন লৌকিকপ্রতিষ্ঠাদিকমপি পরিত্যজ্য পারং ব্রজথেতি ভাবঃ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভয়দিকে প্রবাহিতা নদী'—ইহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ বিশ্লেষণ করিতেছেন—'সৃষ্ট্যপায়-করীং' ইত্যাদি, সৃষ্টি (উৎপত্তি) এবং অপায় বলিতে প্রলয় যিনি করেন, সেই মায়াই উভয়তীরবাহিনী নদী। সৃষ্টিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে তত্ত্বসমূহ বাহির হয় (প্রকাশিত হয়), এবং প্রলয়কালে উত্তর উত্তর হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রবেশ করে, এই উভয়ভাবে প্রবাহ দর্শিত হইল। 'বেলাকুলান্ত'—বেলাকুলের (নদীতটের) সমীপে যাহার বেগ বর্দ্ধিত হয়। অভিধানে উক্ত আছে—বেলা-শব্দে তীর ও নীর উভয়কে বুঝায়। নদীপ্রবাহে পতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে বেলা যেরূপ নির্গমন স্থান, সেরূপ সংসার-প্রবাহে পতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তপস্যা ও বিদ্যা (জ্ঞান) প্রভৃতিই উদ্ধার স্থান। 'তত্রৈব বেগিনীং'—সেখানেই নির্গম প্রতিবন্ধের নিমিত্ত মায়ানদী বেগবতী হয়, অর্থাৎ পুরুষ তপস্যাদির সাহায্যে সংসারতরঙ্গ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিলেও, মায়ানদী ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা বেগবতী হইয়া সর্ব্বদা নিকট হইতে বাধা দেয়। 'বেগিনীং'—এই স্থলে 'বেগিতাং'—এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'মত্তস্য'—সেই সেই তপোবিদ্যাদি যুক্ত ক্রোধ ও অহঙ্কারের বেগে বিবশ ব্যক্তির, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই নদীর তত্ত্ব অবগত নহে, তাহার মায়িক কর্ম্মসমূহদ্বারা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অতএব লৌকিক প্রতিষ্ঠাদিও পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা ও বিদ্যাদির দ্বারা মায়ানদী পার হইতে হইবে—এই ভাব॥ ১৬॥

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভুতদর্পণঃ
অধ্যাত্মমবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—("পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্" ইতি ব্যাচষ্টে—) পুরুষঃ (অন্তর্য্যামী) পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানাং অদ্ভুতদর্পণঃ (আশ্চর্য্যরূপঃ আশ্রয়ঃ প্রকাশকশ্চ) অধ্যাত্মং (কার্য্যকারণসংঘাতাধিষ্ঠাতারং তম্) অবুধস্য (অজানতঃ) ইহ (জন্মনি) অসৎকর্ম্মভিঃ (অসদ্ভিঃ মিথ্যা-স্বাতন্ত্র্যকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ (স্যাৎ? ন কিমপীত্যর্থঃ)॥ ১৭॥

অনুবাদ—(একটী গৃহ আছে, উহা—পঞ্চবিংশতি পদার্থে নির্ম্মিত—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,) অন্তর্য্যামী পুরুষ—পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের আশ্রয় ও প্রকাশক, কার্য্য ও কারণের সংযোগ-কর্ত্তা; তাঁহাকে না জানিয়া মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যাভিমানে কর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে? ১৭॥

বিশ্বনাথ—"পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্" ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—পঞ্চেতি। পুরুষো বিষ্ণুঃ অদ্ভুতদর্পণ ইতি ভক্তা হি স্বচিত্তাদীনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি বিষ্ণাবেবার্পয়ন্তি তানি চ বিষ্ণুগতানি ভূত্বা নির্ম্মলান্যপ্রাকৃতানি নিত্যানি প্রতিবিম্বতাং পরিত্যজ্য বিষ্ণুরূপ-দর্পণ-ধর্ম্মাণ্যেব ভবন্তীতি বিষ্ণুরূপদর্পণস্যাদ্ভুতত্বম্; অন্য দর্পণগতং মুখাদিকন্তু যথাস্থিতরূপং যৎ তৎ প্রতিবিম্বমেব ভবেন্ন তু দর্পণগত-নৈর্ম্মল্যগ্রাহীত্যর্থঃ। তং পুরুষং বিষ্ণুম্ অধ্যাত্মম্ আত্মন্যেব বর্ত্তমানম্ অবুধস্য সেব্যত্বেনাজানতঃ। তস্মাদ্দেহাত্মানৌ হরয়ে সমর্পয়থেতি ভাবঃ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অদ্ভুত গৃহ'—এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের তাৎপর্য্যার্থ অনুধাবন করিতেছেন—'পঞ্চ' ইত্যাদি। এখানে পুরুষ বলিতে ভগবান্ বিষ্ণুই, তিনিই 'অদ্ভুত দর্পণ'-রূপ। ভক্তগণ নিজের চিত্ত প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশেন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার মন ও জীব) সমস্ত কিছুই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতেই সমর্পণ করেন, এবং ঐ সকল প্রাকৃত বস্তু বিষ্ণুগত হওয়ায় নির্ম্মল ও অপ্রাকৃত নিত্য ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া নিজ প্রতিবিম্বতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুরূপ দর্পণের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়, (অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুও ভক্তজনের ভক্তিতে ভগবানে সমর্পিত হইলে, অপ্রাকৃত ধর্ম্ম লাভ করে)—ইহাই বিষ্ণুরূপ দর্পণের অদ্ভুতত্ব। অন্য

দর্পণে কিন্তু মুখাদি যাহা যেরূপ, তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়, কখনই দর্পণস্থ নির্ম্মলতা প্রভৃতি লাভ করে না--এই অর্থ। সেই পুরুষকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে, 'অধ্যাত্মং'--যিনি জীবদেহেই অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে যে ব্যক্তি সেব্যত্বরূপে না জানে, তাহার ঐ সকল অসৎ কর্ম্মের দ্বারা কি ফললাভ হইবে? অতএব দেহ, মন সমস্ত কিছুই শ্রীহরিতে সমর্পণ কর—এই ভাব ॥ ১৭ ॥

——

ঐশ্বরং শাস্ত্রমুৎসৃজ্য বন্ধমোক্ষানুদর্শনম্।
বিবিক্তপদমজ্ঞায় কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—("কৃচিদ্ধংসং চিত্রকথম্" ইতি ব্যাচষ্টে—) বন্ধমোক্ষানুদর্শনং (বন্ধমোক্ষৌ অনুদর্শয়তীতি তথা) বিবিক্তপদং (চিজ্জড়রূপং বস্তু) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরপ্রতিপাদকং) শাস্ত্রং (শাস্ত্ররূপং হংসম্) উৎসৃজ্য (অনভ্যস্য) অজ্ঞায় (অবিদুষঃ) অসৎকর্ম্মভিঃ (অসদ্ভিঃ বহির্ম্মুখৈঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—('তথায় একটি হংস আছে, উহা বিচিত্র শব্দ করিয়া থাকে'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,) ঈশ্বরপ্রতিপাদকশাস্ত্রে 'চিৎ' ও 'জড়',—এই দুইটী বস্তু বিচারিত হইয়াছে; অতএব উহা হংসস্বরূপ, বন্ধ ও মোক্ষোপদেশক ঐ শাস্ত্রের বাক্য—নানাপ্রকার; ঐ শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি যে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করে, তাহাতে কি ফল হইবে? ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—"কৃচিদ্ধংসং চিত্রকথম্" ইতি ব্যাচষ্টে—ঐশ্বরম্ ঈশ্বরপ্রতিপাদকম্; বন্ধমোক্ষৌ বিচিত্রাভিঃ কথাভিরনুদর্শয়তীতি চিত্রকথমিতি ব্যাখ্যাতম্। ক্ষীরনীরমিব বিবিক্ত-মাত্মনাত্মবস্তু যেনেতি হংসপদং ব্যাখ্যাতম্। বিবিক্তানি বিচারযুক্তান্যেব পদানি সুপ্তিঙন্তানি যত্রেতি তত্রৈবাস্তিক্যমুচিতমতো মোক্ষার্থমীশ্বরং ভজতেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিচিত্রকথাযুক্ত হংস'--এই কথার অর্থ বলিতেছেন---'ঐশ্বরম্', ঈশ্বর-প্রতিপাদক শাস্ত্ররূপ হংস জীবের বন্ধ ও মুক্তির কথা কীর্ত্তন করে বলিয়া তাঁহাকে 'বিচিত্রকথাযুক্ত' বলা হইয়াছে। হংস যেমন মিশ্রিত জল ও দুগ্ধকে পৃথক্ করে, শাস্ত্রও সেরূপ চিৎ ও জড়ের পার্থক্য-জ্ঞাপক বলিয়া হংসপদে উক্ত হইয়াছেন। 'বিবিক্ত-পদং'--বিবিক্ত অর্থাৎ বিচারযুক্ত করা হইয়াছে সুপ্ তিঙ্ অন্ত পদসমূহ যেখানে, সেই ঈশ্বরপ্রতিপাদক শাস্ত্রেই আস্তিক্যবুদ্ধি করা উচিৎ, অতএব মোক্ষের নিমিত্ত ঈশ্বরকে ভজনা কর--এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

——

কালচক্রং ভ্রমি তীক্ষ্ণং সর্ব্বং নিষ্কর্ষয়জ্জগৎ।
স্বতন্ত্রমবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—("ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি" ইতি ব্যাচষ্টে—) ভ্রমি (ভ্রমণাত্মকং) তীক্ষ্ণং (বজ্রক্ষুরাদিনিম্মিতবৎ সুতীক্ষ্ণং) সর্ব্বং জগৎ নিষ্কর্ষয়ৎ (চালয়ৎ) স্বতন্ত্রং (স্বাধীনং) কালচক্রম্ অবুধস্য ইহ অসৎকর্ম্মভিঃ (ফলস্য নিত্যত্ববুদ্ধ্যা কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বৈগুণ্যবাহুল্যাৎ অসদ্ভিঃ কর্ম্মভিঃ) কিং (ফলং) ভবেৎ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—("ক্ষুর ও বজ্রাদি-নিম্মিত এবং স্বয়ং ভ্রমণশীল'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,) ভ্রমণশীল, বজ্রক্ষুর-নিম্মিত বস্তুর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ কালচক্রই সেই বস্তু; উহা সমগ্র জগৎকে পরিচালনা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভ্রমণ করিতেছে; সেই কালচক্রকে না জানিয়া কর্ম্মফলকে নিত্যবোধে কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হইবে? ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—"ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি" ইতি ব্যাচষ্টে—কালচক্রমিতি। ক্ষুরপবিভ্যামিব নির্ব্বৃত্তমিতি ভয়প্রদত্বাৎ ক্ষৌরপব্যং ভ্রমণাত্মকত্বাদ্ভ্রমিঃ। তীক্ষ্ণত্বাত্তীক্ষ্ণং নিষ্কর্ষয়ৎ বিনাশয়ৎ। তেন শ্বঃ পরশ্বো বা মরিষ্যথ কিমিতি হরিং ন ভজথেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুর ও বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ স্বয়ং ভ্রমণশীল একটি চক্র'—এই কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'কালচক্রং', অর্থাৎ কালচক্রই ক্ষুর ও বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও সর্ব্বদা ভ্রমনরত হইয়া সমস্ত জগৎকে সংহার করিতেছে। 'ক্ষৌরপব্যং'—ক্ষুর ও পবি বলিতে চক্রের দ্বারা যেন নিম্মিত, এইরূপ ভয়প্রদত্ব বলিয়া ক্ষৌরপব্য বলা হইল এবং সর্ব্বদা ভ্রমণশীল বলিয়া 'ভ্রমি'। অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া তীক্ষ্ণ। 'নিষ্কর্ষয়ৎ'—অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে জন্ম

মরণাদির দ্বারা ইতস্ততঃ স্বর্গ ও নরকাদিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া যাহা বিনাশ করিতেছে। (যে ব্যক্তি কাল-নাশ্য জগতের অনিত্যতা না জানিয়া, অনিত্যফলদায়ক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, তাহার ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?) অতএব কাল বা পরশু যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেই হইবে, তবে কিজন্য শ্রীহরির ভজন করিতেছ না?—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

———

শাস্ত্রস্য পিতুরাদেশং যো ন বেদ নিবর্ত্তকম্।
কথং তদনুরূপায় গুণবিস্রম্ভ্যুপক্রমেৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—("কথং স্ব-পিতুরাদেশবিদ্বাংসঃ" ইতি ব্যাচষ্টে—) শাস্ত্রস্য পিতুঃ উপনয়নাদি-সংস্কারদ্বারা দ্বিতীয়-জন্ম-হেতুত্বাৎ হিতোপদেষ্টৃত্বাচ্চ শাস্ত্রং পিতা তস্য) নিবর্ত্তকং (নিবৃত্ত্যুপদেশকম্) আদেশং (উপদেশং) যঃ নঃ বেদ (জানাতি, অসৌ) গুণবিস্রম্ভী (গুণময় প্রবৃত্তিমার্গবিশ্বাসবান্ সন্) তদনুরূপায় (নিবৃত্তিরূপায়) কথম্ উপক্রমেৎ (সৃষ্ট্যাদৌ প্রবর্ত্তেত)? ২০ ॥

অনুবাদ—'তোমাদের পিতার অনুরূপ আদেশ কি?'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, উপনয়নাদি-সংস্কার দ্বারা জীবের যে দ্বিতীয়জন্ম-লাভ হয়, শাস্ত্রই তাহার কারণ এবং উপদেষ্টা বলিয়া শাস্ত্রই 'পিতা'; নিবৃত্তি-মার্গই তাঁহার আদেশ-তাৎপর্য্য; সেই আদেশ যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা গুণময় প্রবৃত্তি-মার্গে আস্থাযুক্ত হইয়া পিতার আদেশানুযায়ী সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ২০॥

বিশ্বনাথ—"কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসঃ" ইতি ব্যাচষ্টে—শাস্ত্রস্যেতি। ন হ্যাধানকর্ত্তৈব পিতা, কিন্তু শাস্ত্রমেব তস্য পিতুরাদেশোঽপি নিবর্ত্তক এব, ন তু প্রবর্ত্তকঃ; অতো যস্যাদেশং নিবর্ত্তকং ন বেদ, তদা তদনুরূপায় আদেশানুরূপং কর্ত্তুং কথমুপক্রমেৎ,—যতোঽয়ং গুণে প্রবৃত্তিমার্গে এব 'বিস্রম্ভী' অয়মেবাদেশ ইতি বিশ্বাসবান্; অতঃ শাস্ত্রস্য শাস্ত্রানুসারিণঃ পিতুশ্চ নিবৃত্তিধর্ম্মে যা আজ্ঞা সেবা বাস্তবী, তামেব পালয়েদিতি ধ্বনিঃ। অতঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যপ্রতিকূলমাদেষ্টুর্দক্ষস্য পিতৃত্বাভাবাত্তদাজ্ঞায়া অপালনে বো নাস্তি প্রত্যবায় ইত্যনুধ্বনিঃ। তস্মান্মত্ত এব বিষ্ণোর্মন্ত্রং গৃহীত্বা কুচিদেকান্ত উপবিশ্য তং বিষ্ণুমেব ভজতেতি সর্ব্বানুধ্বনিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজের সর্ব্বজ্ঞ পিতা এবং তাঁহার আদেশ না জানিয়া'—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথার বিশ্লেষণ করিতেছেন—'শাস্ত্রস্য' ইত্যাদি, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী পুরুষের জন্য শাস্ত্ররূপ পিতা-কর্ত্তৃক উচ্চারিত নিবৃত্তির আদেশ অবগত নহে, সে কিরূপে ত্রিগুণাত্মক প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে?) এই জগতে কেবল আধানকর্ত্তাই পিতা নহে, কিন্তু শাস্ত্রই যথার্থ পিতা, সেই শাস্ত্ররূপ পিতার আদেশও নিবর্ত্তকই, কিন্তু প্রবর্ত্তক নহে। অতএব যদি শাস্ত্রের নিবৃত্তিপর আদেশ অবগত হইতে না পার, তাহা হইলে 'তদনুরূপায়'—সেই আদেশের অনুরূপ কার্য্য করিতে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পার? যেহেতু এই ত্রিগুণাত্মক প্রবৃত্তিমার্গেই 'বিস্রম্ভী'—ইহাই আদেশ এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত হইয়া (জাগতিক পিতার আদেশ অনুসারে কিরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার?) অতএব 'শাস্ত্রস্য'—শাস্ত্র এবং শাস্ত্রানুসারী পিতার নিবৃত্তি-ধর্ম্মে যে আদেশ, তাহাই 'বাস্তবী', অর্থাৎ যথার্থ আদেশ, তাহাই পালন কর—ইহা ধ্বনিত হইল। সুতরাং শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের প্রতিকূল আদেশকারী দক্ষের পিতৃত্বের অভাবহেতুই তাঁহার আজ্ঞার অপালনে তোমাদের কোন প্রত্যবায় হইবে না—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে। অতএব আমার নিকট হইতেই শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে উপবেশন-পূর্ব্বক সেই বিষ্ণুরই ভজন কর—ইহাই সমস্ত কথার অনুধ্বনি ॥ ২০ ॥

———

ইতি ব্যবসিতা রাজন্ হর্য্যশ্বা একচেতসঃ।
প্রযযুস্তং পরিক্রম্য পন্থানমনিবর্ত্তনম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ইতি (ইত্যেবং) ব্যবসিতাঃ (নারদ-বাক্যার্থং নিশ্চিতবন্তঃ) একচেতসঃ (ঐক্যমতযুক্তাঃ) হর্য্যশ্বাঃ তং (নারদং) পরিক্রম্য (প্রণম্য চ) অনিবর্ত্তনং (পুনঃপুনঃ সংসার-মোচকং

অপুনরাবৃত্তিমার্গং) পন্থানং (অপবর্গং মার্গং) প্রযযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—) হে রাজন্, হর্য্যশ্বগণ শ্রীনারদের বাক্যে সুনিশ্চিত হইয়া ঐক্যমত অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, যে-পথে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই মার্গে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি বিশেষেণ অবসিতং নিশ্চিতং যৈস্তে, একচেতসঃ ঐক্যমত্যবন্তঃ ; পরিক্রম্যেতি গুরুকরণ-চরণামৃতগ্রহণ-দণ্ডবৎপ্রণমনাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি ব্যবসিতাঃ'—এই প্রকার বিশেষরূপে 'অবসিত', বলিতে নিশ্চয় করা হইয়াছে যাঁহাদের দ্বারা, সেই কৃতনিশ্চয় দক্ষপুত্র হর্য্যশ্বগণ, 'একচেতসঃ'—সকলে একমত হইয়া, 'পরিক্রম্য'—দেবর্ষি শ্রীনারদকে পরিক্রমা করিয়া, ইহার দ্বারা শ্রীগুরুকরণ, চরণামৃত গ্রহণ, দণ্ডবৎ প্রণামাদিও উপলক্ষিত হইতেছে (তারপর তাঁহারা মোক্ষমার্গের পথিক হইয়াছিলেন।) ॥ ২১ ॥

স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিঃ (নারদঃ) স্বরব্রহ্মণি নির্ভাত-হৃষীকেশ-পদাম্বুজে (স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ এব ব্রহ্ম তত্র নির্ভাতঃ সাক্ষাৎকৃতোঃ যঃ হৃষীকেশঃ ভগবান্ তস্য পদাম্বুজে পাদপদ্মে) অখণ্ডম্ (একাগ্রং) চিত্তম্ আবেশ্য (তত্র বিশুদ্ধং মনঃ নিধায়) লোকান্ অনুচরৎ (অন্বচরৎ পরিবিভ্রাম ইত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ষড়্জাদি স্বর—ব্রহ্মস্বরূপ। মুনিবর নারদের লীলগান-প্রভাবে সেই স্বরব্রহ্মে সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইল ; তখন ভগবৎ-পাদপদ্মে একান্তভাবে চিত্ত সন্নিবেশ-পূর্ব্বক শ্রীনারদ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত এতাবন্তো জীবা নরকাদুদ্ধৃতাস্তৎপ্রভো র্যশ উপবীণয়ামীতি নারদস্যানন্দসমুদ্রে নিমজ্জনমাহ—স্বরাঃ ষড়্জাদয় এব ব্রহ্ম, তত্র নির্ভাতস্য লীলা-গানেন সাক্ষাৎ-কৃতস্য হৃষীকেশস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষকস্য কৃষ্ণস্য চরণকমলে ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় ! হায় ! (উল্লাসে) এতগুলি জীব নরক হইতে উদ্ধারলাভ করিল, অতএব সেই প্রভুর যশ 'উপবীণয়ামি'—বীণাযন্ত্রে কীর্ত্তন করিব—এইরূপ নারদের আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জন বর্ণনা করিতেছেন—'স্বর-ব্রহ্মণি', স্বর বলিতে ষড়্জ প্রভৃতি ধ্বনিই ব্রহ্ম, তাহাতে 'নির্ভাত' বলিতে লীলাগানের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত যে 'হৃষীকেশ', অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণকমলে (সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক দেবর্ষি নারদ সকল লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন।) ॥ ২২ ॥

নাশং নিশম্য পুত্রাণাং নারদাচ্ছীলশালিনাম্।
অন্বতপ্যতঃ কঃ শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—শীলশালিনাং (শীলেন শালন্তে শোভন্তে ইতি তথা তেষাং) পুত্রাণাং নাশং (নারদাৎ নাশম্ অদর্শনং স্বধর্ম্মভ্রংশং বা) নিশম্য (শ্রুত্বা) সুপ্রজঃ (সৎপুত্রবান্) কঃ (দক্ষঃ প্রজাপতিঃ) শোচন্ (অহো মমাজ্ঞানুসারিণঃ সুশীলাঃ পুত্রাঃ স্বধর্ম্মাৎ ভ্রষ্টা ইতি শোচন্) তং শুচাং পদং (তদ্বিয়োগে শোকানাং পদং স্থানং কারণং প্রাপ্য) অন্বতপ্যত (শোকং চকার) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সুশীলতাদ্বারা যাহারা শোভা পাইত, সেই পুত্রগণ পিত্রাজ্ঞাপালনরূপ স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রজাপতি দক্ষ শ্রীনারদের মুখে সেই কথা শুনিয়া শোক করিতে লাগিলেন ; সৎপুত্রের অভাব—শোকের নিলয়-স্বরূপ, সুতরাং শোক করিবেন না কেন ? ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—নাশং বৈষ্ণবত্বমেব গৃহস্থানাং মতে নাশস্তম্। কো দক্ষঃ অন্বতপ্যত। হন্ত হন্ত তাদৃশা মে পুত্রা নারদেন ভ্রংশিতা ইতি বিষসাদ। সুপ্রজস্ত্বং সৎপুত্রবত্ত্বং শুচাং পদং শোকানাং স্থানং শোকদুঃখাদৃষ্টবন্ত এব লোকাঃ সুপ্রজসো ভবন্তীতি বিললাপ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাশং নিশম্য'—নাশ (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নাশ), বৈষ্ণবত্বই গৃহস্থগণের পক্ষে নাশ, তাহা শ্রবণ করিয়া 'কঃ'—বলিতে দক্ষ, 'অন্বতপ্যত'—অনুশোচনাপূর্ব্বক সন্তাপগ্রস্ত হইলেন। হায় ! হায় !

(দুঃখে) আমার তাদৃশ (গুণশালী) পুত্রগণ নারদ কর্ত্তৃক ভ্রষ্ট হইল, এই হেতু বিষণ্ণ হইলেন। 'সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদং'—সৎপুত্র-লাভই শোকের কারণ, অর্থাৎ শোক, দুঃখ ভোগকারী জনগণই সৎ-পুত্র লাভ করিয়া থাকে—এই বলিয়া দক্ষ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

স ভূয়ঃ পাঞ্চজন্যায়ামজেন পরিসান্ত্বিতঃ।
পুত্রানজনয়দ্দক্ষঃ সবলাশ্বান্ সহস্রিণঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততশ্চ) অজেন (ব্রহ্মণা) পরি-সান্ত্বিতঃ (উপদিষ্টঃ) সঃ দক্ষঃ (প্রজাপতিঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ অপি) পাঞ্চজন্যায়াং (স্বভার্য্যায়াং) সবলা-শ্বান্ (তন্নামকান্) সহস্রিণঃ (সহস্রসংখ্যান্) পুত্রান্ অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ শোক করিতে থাকিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন ; অতঃপর দক্ষ প্রজাপতি নিজ-পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে পুনর্ব্বার 'সবলাশ্ব'-নামে সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সবলাশ্বান্ সবলাশ্বসংজ্ঞান্ সহস্রিণঃ সহস্রসংখ্যাতান্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সবলাশ্বান্'—সবলাশ্ব নামক সহস্র সংখ্যক (পুত্র উৎপাদন করিলেন।) ॥ ২৪ ॥

তে চ পিত্রা সমাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ
নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্বপূর্ব্বজাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তে চ (সবলাশ্বঃ) পিত্রা (দক্ষেণ) প্রজাসর্গে সমাদিষ্টাঃ (নিযুক্তাঃ অপি) ধৃতব্রতাঃ (নিয়মবন্তঃ সন্তঃ তপঃ কর্ত্তুং) যত্র স্বপূর্ব্বজাঃ (অগ্রজাঃ) সিদ্ধাঃ (নারদোপদেশেন ভগবদ্ভক্তিং প্রাপ্য কৃতার্থাঃ যাতাঃ তৎ) নারায়ণসর (তন্নামকং তীর্থং) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পিতা দক্ষ সবলাশ্বদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ করিলেন ; পিতার আদেশ-পালনার্থ তাঁহারা ব্রত ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের অগ্রজ ভ্রাতৃগণ যে-স্থানে নারদোপদেশে ভক্তি লাভ করিয়া-ছিলেন, সেই 'নারায়ণ-সরোবর'-নামক তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্ধূতমলাশয়াঃ।
জপন্তো ব্রহ্ম পরমং তেপুস্তত্র মহৎ তপঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তদুপস্পর্শনাদেব (তস্য নারায়ণ-তীর্থস্য উপস্পর্শনাৎ তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ) বিনির্ধূতমলাশয়াঃ (বিশেষেণ নির্ধূতঃ নিরস্তঃ মলঃ যস্য সঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং যেষাং তে নির্ম্মলান্তঃকরণাঃ সন্তঃ) পরমং ব্রহ্ম (প্রণবং বক্ষ্যমাণমন্ত্রং বা) জপন্তঃ তত্র (স্থানে) মহৎ তপঃ তেপুঃ (চক্রুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—নারায়ণ-সরোবরের পবিত্র জল স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহাদের হৃদগত মল বিধৌত হইয়া গেল ; তথায় তাঁহারা বিশুদ্ধচিত্তে এই প্রণবপুটিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে মহাতপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম পরমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্ম পরমং'—বক্ষ্যমাণ 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ইত্যাদি মন্ত্র (জপ করিতে করিতে সেই 'নারায়ণ-সরোবর' নামক তীর্থে মহাতপস্যার আচরণ করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৬ ॥

অব্ভক্ষাঃ কতিচিন্মাসাম্ কতিচিদ্বায়ুভোজনাঃ।
আরাধয়ন্ মন্ত্রমিমমভ্যস্যন্ত ইড়স্পতিম্ ॥ ২৭ ॥
ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—কতিচিন্মাসান্ অব্ ভক্ষাঃ, কতিচিৎ (মাসান্) বায়ুভোজনাঃ (সন্তঃ) ওঁ নারায়ণ পুরুষায় মহাত্মনে বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় (বিশুদ্ধং সত্ত্বং চিত্ত-মেব ধিষ্ণ্যং প্রতীতিস্থানং যস্য তস্মৈ বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ায়) মহাহংসায় পরমহংসায় ঈশ্বরায় নমঃ ধীমহি (কর-বাম)—ইমং মন্ত্রম্ অভ্যস্যন্তঃ ইড়স্পতিং (বাচাং মন্ত্রাণাং চ পতিং বিষ্ণুম্) আরাধয়ন্ (আরাধয়ামাসুঃ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা কতিপয় মাস জলপান, কতি-পয় মাস বায়ুভক্ষণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে

করিতে মন্ত্রাধিদেবতা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন,—"প্রণব উচ্চারণ-পূর্ব্বক মহাপুরুষ শ্রীনারায়ণকে নমস্কার করি ; তিনি—বিশুদ্ধসত্ত্বগুণের আশ্রয় ও পরমহংস-স্বরূপ ; আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি ॥" ২৭-২৮ ॥

———

ইতি তানপি রাজেন্দ্র প্রজাসর্গধিয়ো মুনিঃ ।
উপেত্য নারদঃ প্রাহ বাচঃ কূটানি পূর্ব্ববৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, ইতি (ইত্যেবং) প্রজাসর্গধিয়ঃ (প্রজাসর্গে অর্ব্বাচীন-সর্গোৎপাদনে ধীঃ যেষাং) তান্ (প্রজাকামান্) মুনিঃ নারদঃ উপেত্য (আগত্য) পূর্ব্ববৎ বাচঃ ('অদৃষ্টান্তং ভুবঃ, ইত্যাদীনি বাচঃ) কূটানি (পরোক্ষার্থবচনানি) প্রাহ (স্ম) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, মুনিবর শ্রীনারদ প্রজা-সৃষ্টি-কামনায় তপস্যায় প্রবৃত্ত সবলাশ্বগণের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরোক্ষবাদপূর্ণ কূটবাক্যসমূহ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

———

দাক্ষায়ণাঃ সংশৃণুত গদতো নিগমং মম ।
অন্বিচ্ছতানুপদবীং ভ্রাতৃ্ণাং ভ্রাতৃবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দাক্ষায়ণাঃ, (দক্ষতনয়াঃ,) গদতঃ মম নিগমম্ (উপদেশং) সংশৃণুত (সম্যক্ সাবধানতয়া শৃণুত) ; (হে) ভ্রাতৃবৎসলাঃ, (সহোদরপ্রিয়াঃ, যূয়ং) ভ্রাতৃ্ণাম্ অনুপদবীং (মার্গম্) অন্বিচ্ছত (অনুগচ্ছত) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—(শ্রীনারদ কহিতে লাগিলেন,—) হে দক্ষপুত্রগণ, তোমরা আমার উপদেশ-বাক্য সম্যগ্‌ভাবে শ্রবণ কর ; তোমরা—ভ্রাতৃবৎসল, সুতরাং অগ্রজ-ভ্রাতৃগণের মার্গ অনুসরণ কর ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নিগমমুপদেশম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিগমম্'—উপদেশ (দেবর্ষি বলিলেন—হে দক্ষপুত্রগণ ! তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর ।) ॥ ৩০ ॥

———

ভ্রাতৃ্ণাং প্রায়ণং ভ্রাতা যোঽনুতিষ্ঠতি ধর্ম্মবিৎ ।
স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভ্রাতা ধর্ম্মবিৎ (ভ্রাত্রনুগমনং ধর্ম্ম ইতি জ্ঞাতবান্ সন্) ভ্রাতৃ্ণাং প্রায়ণং (প্রকৃষ্টং শ্রেষ্ঠং গমনম্) অনুতিষ্ঠতি (অনুসরতি), পুণ্যবন্ধুঃ (পুণ্যম্ এব বন্ধুঃ যস্য সঃ পুণ্যবান্) সঃ পুরুষঃ মরুদ্ভিঃ (ভ্রাতৃবৎসলৈঃ দেবৈঃ) সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যে ভ্রাতা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই ভ্রাতৃগণের প্রকৃষ্ট-পদবীর অনুসরণ করেন। পুণ্যবান্ সেই পুরুষ মরুদাদি ভ্রাতৃবৎসল দেবতাগণের সহিত আমোদ আহলাদ করিয়া থাকেন ॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ—প্রায়ণং প্রব্রজ্যং মরুদ্ভির্ভ্রাতৃবৎসলৈর্দেবৈঃ। অয়ং দৃষ্টান্ত এবোক্তঃ—যূয়ন্ত বৈকুণ্ঠগামিভিরগ্রজৈঃ সহ মোদিষ্যধ্বে ইতি ভাবঃ ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রায়ণং'—প্রব্রজ্য, অর্থাৎ সন্ন্যাসরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গ, ধর্ম্মজ্ঞ যে ভ্রাতা ভ্রাতৃগণের প্রকৃষ্ট গতির অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি ভ্রাতৃবৎসল মরুদ্‌গণের সহিত পরলোকে আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। ইহা দৃষ্টান্ত-হিসাবেই উক্ত হইল, তোমরা কিন্তু বৈকুণ্ঠগামী অগ্রজগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিবে—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

———

এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ নারদোঽমোঘদর্শনঃ ।
তেঽপি চান্বগমন্মার্গং ভ্রাতৃ্ণামেব মারিষ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মারিষ, (আর্য্য,) অমোঘদর্শনঃ (অমোঘং সফলং দর্শনং যস্য সঃ) নারদঃ এতাবৎ উক্ত্বা প্রযযৌ (গতবান্) ; তে অপি চ (শবলাঃ) ভ্রাতৃ্ণাম্ এব মার্গম্ অন্বগমন্ (সর্গোদ্‌যোগং ত্যক্ত্বা ভগবচ্চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে আর্য্য, যাঁহার দর্শন ব্যর্থ হয় না, সেই অমোঘদর্শী শ্রীনারদ এই সকল কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সবলাশ্বগণও অগ্রজ ভ্রাতৃগণেরই মার্গ অনুসরণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—মারিষ, হে আর্য্য ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মারিষ'—হে আর্য্য ! ॥৩২॥

———

সধ্রীচীনং প্রতীচীনং পরস্যানুপথং গতাঃ।
নাদ্যাপি তে নিবর্ত্তন্তে পশ্চিমা যামিনীরিব ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—সধ্রীচীনং (সমীচীনং) প্রতীচীনং (প্রত্যগ্-বৃত্তিলভ্যং) পরস্যানুপথং (পরমেশ্বরস্য অনুপথম্ অনুগুণম্ অনুকূলং পন্থানং ভক্তিমার্গং) গতাঃ ; তে (শবলাঃ) পশ্চিমাঃ যামিনীঃ ইব (অতীতাঃ রাত্রয়ঃ যথা ন পুনঃ আয়াতি তদ্বৎ) অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা ভগবৎসেবোন্মুখিনী বৃত্তিদ্বারা লভ্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল ভক্তি-মার্গে গমন করিয়াছেন, অতএব অতীত রজনীর ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হন নাই ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—সধ্রীচীনং সমীচীনং প্রতীচীনং প্রত্যগ্-বৃত্তিলভ্যং পরস্য পরমেশ্বরস্য অনুকূলং ভক্তিমার্গং পশ্চিমা যামিনীর্গতা রাত্রয় ইব ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সধ্রীচীন'—বলিতে সমীচীন। 'প্রতীচীন'—যাহা প্রত্যগ্বৃত্তিলভ্য, পরমেশ্বরের অনুপথ বলিতে অনুকূল ভক্তিমার্গ (অর্থাৎ তাঁহারা পরমপুরুষ ভগবান্‌কে লাভ করার উপযোগী যে ভক্তির পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, উহা চিত্তের অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি-(প্রত্যগ্বৃত্তি) দ্বারাই লভ্য হয় এবং সংসারে উহাই একমাত্র সমীচীন পথ)। 'পশ্চিমাঃ যামিনীঃ ইব'—অতীত রাত্রির ন্যায় (অর্থাৎ বিগত রাত্রি যেরূপ আর ফিরিয়া আসে না, সেই দক্ষপুত্র-গণও সেরূপ অদ্যাবধি সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।) ॥ ৩৩ ॥

———

এতস্মিন্ কাল উৎপাতান্ বহূন্ পশ্যন্ প্রজাপতিঃ।
পূর্ব্ববন্নারদকৃতং পুত্রনাশমুপাশৃণোৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ কালে প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) বহূন্ উৎপাতান্ পশ্যন্ পূর্ব্ববৎ নারদকৃতং পুত্রনাশং (পুত্রানাম অদর্শন-কারণম্) উপাশৃণোৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ বহুবিধ অমঙ্গল দর্শন করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় নারদ-কর্ত্তৃক পুত্রগণের বিনাশ (অদর্শনের কারণ)-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

———

চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোকবিমূর্চ্ছিতঃ।
দেবর্ষিমুপলভ্যাহ রোষাদ্বিস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(পুত্রাণাং পারমহংস্যনিষ্ঠামুপাকর্ণ্য) পুত্রশোকবিমূর্চ্ছিতঃ (পুত্রশোককাতরঃ) অসৌ নার-দায় চুক্রোধ ; (ততঃ) দেবর্ষিম্ উপলভ্য (নারদ-সমীপং গত্বা) রোষাৎ (ক্রোধাৎ) বিস্ফুরিতাধরঃ (কম্পিতাধরঃ সন্) আহ (উবাচ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—'পুত্রদিগের পারমহংস্য-ধর্ম্মে নিষ্ঠা হইয়াছে—এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষ পুত্রশোকে হতজ্ঞান হইয়া শ্রীনারদের প্রতি ক্রুদ্ধ হই-লেন ; এবং শ্রীনারদকে নিকটে দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল ; তখন দক্ষ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেবর্ষিমুপলভ্যেতি স্বায়ম্ভুবস্য মনো-র্বংশাঃ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদধ্রুবাদয়ঃ সর্ব্বে মদ্দ্বারৈব ভগবতা আত্মসাৎকৃতাঃ ; মহাকর্ম্মজড়ঃ প্রাচীন-বর্হিরপ্যুদ্ধৃতঃ। তস্য পুত্রা দশ প্রচেতসঃ পৌত্রা দশ-সহস্রাণি হর্য্যশ্বাঃ সহস্রং সবলাশ্বাশ্চোত্তীর্ণাঃ। কথ-মেকস্তন্মধ্যবর্ত্তী দক্ষ এব গৃহান্ধকূপে খেলতীতি তম-প্যুদ্দিধীর্ষামীতি বিমৃশ্য সাম্প্রতঞ্চ পুত্রাণাং পারম-হংস্যনিষ্ঠাং শ্রুত্বা স্বয়মেব শোচন্ দক্ষঃ প্রায়ো গৃহে নির্ব্বিণ্ণ এব বর্ত্ততে ; তত্তমনুগৃহীতুময়মেব সময়ঃ সাধুঃ। যদ্যপি সাম্প্রতমপি স মাং নান্বিষ্যতি, তদ-প্যহমেব তস্য গৃহং যামীতি বিচার্য্য তত্রাগতবন্তং নারদমুপলভ্যাহ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবর্ষিম্ উপলভ্য'—দক্ষ-সমীপে সমাগত দেবর্ষি নারদকে প্রাপ্ত হইয়া, এখানে ইহা বিবেচ্য—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরগণ প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সকলে আমার দ্বারাই শ্রীভগ-বান্ আত্মসাৎ করিয়াছেন, মহাকর্ম্মে জড় প্রাচীনবর্হিও উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ দশজন প্রচেতা এবং পৌত্রগণ দশ সহস্র হর্য্যশ্বগণ ও সহস্র সবলাশ্বগণও সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্য-বর্ত্তী একমাত্র দক্ষই কিজন্য গৃহান্ধকূপে নিপতিত থাকিবে ? অতএব তাহাকেও উদ্ধার করিব—এই-রূপ বিবেচনা করিয়া, আর সম্প্রতি পুত্রগণের পরম-হংস ধর্ম্মে নিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া, স্বয়ংই শোক করিতে করিতে দক্ষ প্রায় গৃহেই নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আছে, অতএব

তাহাকে অনুগ্রহ করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর (সময়)। যদিও এক্ষনেই সে আমার নিকট আসিবে না, অতএব আমিই তাহার নিকট যাই—এইরূপ বিচার করিয়া দেবর্ষি নিজেই তাহার নিকট আসিলেন, তখন দেবর্ষিকে পাইয়া ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া দক্ষ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

———

শ্রীদক্ষ উবাচ—

অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া।
অসাধ্বকার্য্যর্ভকাণাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদক্ষঃ উবাচ,—অহো, অসাধো! সাধুলিঙ্গেন (সাধোঃ ইব লিঙ্গং বেশঃ জটাযজ্ঞোপবীতাদিঃ যস্য তেন মহাদাম্ভিকেন) ত্বয়া নঃ (অস্মাকং) সাধূনাং (সন্মার্গস্থানাম্) অসাধু (অভদ্রম্ এব) অকারি (কৃতম্; যতঃ অস্মদীয়ানাম্) অর্ভকাণাং (বালানাং) ভিক্ষোর্মার্গঃ (নিবৃত্তিমার্গঃ) প্রদর্শিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দক্ষ কহিলেন,—অহো, তুমি সাধুর বেশমাত্র ধারণ করিয়াছ; কিন্তু তুমি সাধু নহ। আমিই সাধু; তুমি আমার পুত্রদিগকে নিবৃত্তি-মার্গ দেখাইয়া আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছ! ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সাধোরিব লিঙ্গং বেশো যস্য তেন ত্বয়া মহাদাম্ভিকেনেত্যর্থঃ। সাধূনামস্মাকমিতি গৌরবেণ বহুবচনং—মম সাধোস্তব বৈরং স্বপ্নেহপ্যকুর্বতস্ত্বয়া অসাধু অভদ্রম্ অকারীত্যেতাবতা কালেন তব মহদপরাধো জাত ইতি ভাবঃ। ননু কিমসাধ্বকারীতি তত্রাহ—অর্ভকাণাং মদ্‌বালকানাং গার্হস্থ্যসুখভোগমসহমানেন মৎসরেণ ত্বয়া ভিক্ষোর্ভিক্ষুকলোকস্য। অর্ভকাণামিত্যর্ভকত্বাদেব তে সরলাস্তব কপটিনোহপ্যুপদেশং জগৃহুরিতি ভাবঃ। অত্র 'ন বিদ্যতে সাধুর্যতঃ, হে তথাভূত, সাধুলিঙ্গেন সাধুনি লিঙ্গানি চিহ্নান্যপি যস্য তেন ন বিদ্যতে সাধুর্যতস্তথাভূতং যথা স্যাত্তথা দর্শিত'—ইতি সরস্বত্যভিপ্রেতোহপ্যর্থো জ্ঞেয়ঃ; এবমগ্রিমেষু শ্লোকেম্বপি। কিঞ্চ, বিস্তরভয়ান্ন বিবৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাধু-লিঙ্গেন'—সাধুর ন্যায় বেশ যাহার, সেই মহাদাম্ভিক তোমা কর্ত্তৃক, এই অর্থ। 'সাধূনাম্'—সাধুজন আমাদের, এখানে গৌরবে বহুবচন, অর্থাৎ আমি সাধু, যে আমি স্বপ্নেও তোমার প্রতি বৈরিভাব পোষণ করি না, সেই আমার তুমি অনিষ্ট করিলে! এতদিনে তোমার মহদপরাধ ফলবতী হইল, এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, আমি কি অন্যায় করিয়াছি? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্ভকাণাং'—আমার বালক পুত্রদের, গার্হস্থ্য সুখভোগে অসহিষ্ণু হইয়া মাৎসর্য্যবশতঃই তুমি 'ভিক্ষোঃ মার্গঃ'—ভিক্ষুক লোকের পথ দেখাইয়াছ। তাহারা অতি বালক বলিয়াই সরল, এইজন্য কপটী তোমারও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, এই ভাব। এখানে সরস্বতী পক্ষে ব্যাখ্যা এইরূপ—হে অসাধো!—যাহা অপেক্ষা অন্য কোন সাধু নাই, হে তথাভূত, অর্থাৎ অতিশয় সজ্জন! 'সাধুলিঙ্গেন'—সাধু উত্তম চিহ্নসমূহ যাহার, তাহার দ্বারা, অতএব তোমার ন্যায় সজ্জন অপর কেহ নাই, যেহেতু সেই প্রকার নিবৃত্তির পথই তুমি প্রদর্শন করিয়াছ। এইরূপ প্রশংসাসূচক অর্থ পরবর্ত্তী শ্লোকেও বুঝিতে হইবে। আর বিস্তৃতির ভয়ে বিবৃত করা হইল না ॥ ৩৬ ॥

———

ঋণৈস্ত্রিভিরমুক্তানামমীমাংসিতকর্ম্মণাম্।
বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়োরুভয়োঃ কৃতঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাপ, (পাপাচারিন্, সর্ব্বে ত্রৈবর্ণিকা ঋণত্রয়বন্তঃ এব জায়ন্তে; অতঃ এতে অপি) ত্রিভিঃ ঋণৈঃ (অমুক্তাঃ, যতঃ অতঃ) অমুক্তানাম্ অমীমাংসিতকর্ম্মণাং (ন মীমাংসিতানি বিচারিতানি কর্ম্মাণি যৈঃ তেষাম্ অকৃতকর্ত্তব্যানাং মম পুত্রাণাম্) উভয়োঃ লোকয়োঃ শ্রেয়সঃ বিঘাতঃ কৃত (বিষয়ভোগত্যাগাৎ এতল্লোকবিঘাতঃ মোক্ষানধিকারিত্বাচ্চ পরলোকশ্রেয়সোহপি বিঘাতঃ কৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ জন্মিবামাত্র ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ,—এই ত্রিবিধ ঋণে ঋণী হন; তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণ এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; কিন্তু আমার পুত্রগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হয় নাই এবং কর্ম্মের বিচারও করে

নাই ; অতএব রে পাপিষ্ঠ, তুমি তাহাদের ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল-প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক হইলে !

বিশ্বনাথ—ননু ভিক্ষোর্মার্গ এব সংসারতারণক্ষমো, ন তু গৃহস্থানাং যুষ্মাকমিতি চেত্তত্রাহ—ঋণৈরিতি, "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, এষ বা অনৃণো সঃ পুত্রী যজ্ঞকৃৎ ব্রহ্মচারী বাপি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ঋণৈরমুক্তানাং ন মীমাংসিতানি—ন বিচারিতানি কর্ম্মাণি যৈস্তেষাং তাবদৃষিঋণবিমোক্ষো নাস্তি তদুত্তরকালভাবিত্বাচ্চ পুত্রোৎপাদনযজ্ঞানুষ্ঠানয়োরভাবেন পিতৃদেবর্ণবিমুক্তিশ্চ নাস্তি। অতঃ, হে পাপ, হে বিশ্বস্তঘাতিন্, বিষয়ভোগত্যাজনাদিহ লোকে শ্রেয়সো বিঘাতঃ ; মোক্ষানধিকারেঽপি বৈরাগ্যপ্রবর্ত্তনাৎ পরলোকেঽপি বিঘাতঃ কৃত ইত্যর্থঃ। তথা চ মনুঃ—"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" ইতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সন্ন্যাসীর নিবৃত্তিমার্গই সংসারতারণের যোগ্য, কিন্তু গৃহস্থ তোমাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নহে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ঋণৈঃ' ইত্যাদি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ-মাত্র তিনটি ঋণে ঋণী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ এবং সন্তানোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি। এই সকল ঋণ হইতে যাহারা মুক্ত হয় নাই এবং 'অমীমাংসিত-কর্ম্মণাম্'—কর্ম্মমার্গও যাহারা বিচার করে নাই, সেই সকল বালকদের ঋষিঋণ হইতেই বিমোক্ষ হয় নাই, তাহাতে আবার উত্তরকালভাবি পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অভাবে পিতৃ ও দেবঋণ হইতেও বিমুক্তি নাই। অতএব হে পাপ ! অর্থাৎ হে বিশ্বস্তঘাতিন্ ! আমার সেই পুত্রদের বিষয়ভোগ ত্যাগ করাইয়া ইহলোকে মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট এবং মোক্ষে অধিকার না হইতেই বৈরাগ্যের পথে প্রবর্ত্তন করায় তাহাদের পরলোকও বিনষ্ট করিয়াছ। মনুও বলিয়াছেন—তিনটি ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মন নিবিষ্ট করিবে, আর যে ব্যক্তি ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা (অনুষ্ঠান) করে, সে অধঃ পতিত হয় ইত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ধরেঃ।
পার্ষদমধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (প্রাণিদ্রোহেণ) হরেঃ যশোহা (স্ব-স্বামিনঃ হরেঃ অপি যশোনাশকঃ অসি যতঃ) বালানাম্ (অজ্ঞানাং) মতিভিৎ (মতিং সৃষ্ট্যাদিসৎ-কর্ম্মবিষয়াং ভিনত্তীতি তথা, অতএব পরম-পুরুষার্থ-নাশকত্বাৎ) নিরনুক্রোশঃ (নিঘৃণঃ নির্দ্দয়ঃ) নিরপত্রপঃ (নির্লজ্জঃ) ত্বং (ভগবতঃ) পার্ষদমধ্যে (কথং) চরসি ? ৩৮ ॥

অনুবাদ—এইপ্রকারে জীব-হিংসা করিয়া তুমি তোমার নিজ-প্রভু শ্রীহরির অমল যশ নাশ করিলে ! তুমি অজ্ঞ বালকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া দিয়াছ, সুতরাং তুমি নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে পর্য্যটন করিতেছ ? ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বাং দুষ্টং কি ব্রবীমি ? ত্বয়া সেবকেন ভগবতোঽপি দুর্যশোঽজনিষ্টেত্যাহ—এবমিতি। নিরনুক্রোশো নির্দ্দয়ঃ। মতিং শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্মনিষ্ঠাং বুদ্ধিং ভিনত্তীতি সঃ। হরের্যশোহা ত্বমভূস্তেন হরাবপি তবাপরাধঃ ; 'পার্ষদমধ্যে' ইতি বৈষ্ণবেষ্বপীত্যেবমস্মদ্বিধেষু মহৎসু ভগবতি ভাগবতেষু চ তবাপরাধো জাতো দুর্ব্বার এব,—বিশ্বস্তঘাতীত্যাদীনাং দুষ্কৃতানান্তু বার্ত্তা দূরে এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুষ্ট তোমাকে কি বলিব ? তোমার ন্যায় সেবকের দ্বারা শ্রীভগবানেরও দুর্যশ ঘোষিত হইল, ইহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'নিরনুক্রশঃ'—তুমি নির্দ্দয়। 'মতিভিৎ'—তুমি বালকগণের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠার বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছ। 'হরে র্যশোহা'—তুমি শ্রীহরির যশোনাশক, অতএব হরিতেও তোমার অপরাধ উৎপন্ন হইয়াছে। (তাহাতেও নির্লজ্জ হইয়া পার্ষদগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছ ?) 'পার্ষদমধ্যে'—ইহা বলায়, বৈষ্ণবগণেও, এই প্রকার আমাদের মত মহতে, শ্রীভগবানে এবং ভাগবতে (ভগবদ্ভক্তে) তোমার অপরাধ দুর্ব্বারণীয়ই,

আর বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুষ্কৃত কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক—এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

ননু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ।
ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরঙ্করমবৈরিণাম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ননু সৌহৃদঘ্নম্ (মিত্রতাবন্ধনচ্ছেদকম্) অবৈরিণাম্ (অপি) বৈরঙ্করং ত্বাম্ ঋতে (বিনা) ভাগবতাঃ নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ (ভূতানাম্ অনুগ্রহে কাতরাঃ ভবন্তি ; ত্বং তু ভূতানাম্ অহিতং কুর্ব্বন্ কথং ন লজ্জসে) ? ৩৯ ॥

অনুবাদ—তুমি ব্যতীত অন্যান্য ভাগবতগণ সকলেই প্রাণিদিগকে কৃপা করিতে ব্যগ্র, তুমি কিন্তু লোকের বন্ধুতা ভঙ্গ এবং নির্ব্বৈর লোকের প্রতি বৈরতা আচরণ করিতে তৎপর ; লোকের প্রতি এরূপ অহিত আচরণ করিয়া তোমার কি লজ্জা হয় না ? ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মৎসম্মুখমায়াতস্ত্বং কীদৃশং মুখং দর্শয়িতুমতো ধিক্ ত্বাং নির্ল্লজ্জমিত্যাহ—নন্বিতি। ঋতে ত্বামিতি ত্বন্তু ভূতমাত্রদ্রোহীতি ভাবঃ। সৌহৃদঘ্নমিতি সৌহাদকারিণমপ্যস্মাকমিতি ভাবঃ। বৈরঙ্করমিত্যস্মাকং প্রকটমেব বৈরং কৃত্বাপি পুনঃ কেন মুখেন প্রত্যক্ষীভবসীতি সত্যং নিরপত্রপ এবাসি ; কতি পুনরহং ত্বাং লজ্জয়ামীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমার সম্মুখে কি প্রকার মুখ দেখাইতে আসিয়াছ ? অতএব নির্ল্লজ্জ তোমাকে ধিক্ !—ইহা বলিতেছেন—'ননু' ইত্যাদি। **'ঋতে ত্বাম্'**—তুমি ভিন্ন ভগবদ্ভক্তগণ সকলেই প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু একমাত্র তুমিই প্রাণিমাত্রের প্রতি দ্রোহকারী, এই ভাব। **'সৌহৃদঘ্নং'**—সৌহার্দ্দ নষ্টকারক, আমাদের ন্যায় সুহৃদ্‌গণের প্রতিও—এই ভাব। **'বৈরঙ্করম্'**—শত্রুতা আচরণকারী, আমাদের প্রত্যক্ষ শত্রুতা করিয়াও পুনরায় কোন্ মুখে আমাদের সমক্ষে আসিয়াছ ? অতএব সত্যই তুমি নির্ল্লজ্জই, আর কত তোমাকে লজ্জা দিব —এই ভাবার্থ ॥ ৩৯ ॥

নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ স্যাৎ ত্বয়া কেবলিনা মৃষা।
মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশনিকৃন্তনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্যুপশমং (যদ্যপি বৈরাগ্যাৎ উপশমঃ, তস্মাৎ স্নেহপাশচ্ছেদ ইতি রীত্যা উপশমং) স্নেহপাশনিকৃন্তনং (ছেদনং, ত্বং) মন্যসে (তথাপি) মৃষা কেবলিনা (জ্ঞানং বিনা অপি এবম্ভূত বেশেন) ত্বয়া ইত্থং (মতিচালনে কৃতে অপি) পুংসাং বিরাগঃ নৈব স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, বৈরাগ্য হইতে উপশম এবং উপশম হইতে স্নেহপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে জ্ঞান ব্যতীত তোমার ন্যায় কেবল এইপ্রকার বেষের দ্বারা পুরুষের বৈরাগ্য হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মৎপ্রবর্ত্তিতাদ্বৈরাগ্যাদেব তেষামুপশমস্তস্মাচ্চ স্নেহপাশনিকৃন্তনং বৃত্তমেব। অদ্যাপি তব পিতুরপি পার্শ্বানাগমনাদেবানুমিতং তৎ কথং তেষাং মোক্ষেঽনধিকারঃ, ন চ বিরক্তস্য ঋণত্রয়াপাকরণমেবাবশ্যকম্—"যদহরেব বিরজ্যেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ ; যদি চেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতো বৈরাগ্যোপদেশেন তেষাং ময়ানুগ্রহঃ কৃত এবেতি চেৎ ? নেতি। সত্যং, মহাপুরুষাণাং কৃপয়া বিরাগঃ স্যাদেব, ত্বয়া তু মৃষা কেবলিনা জ্ঞানশূন্যাবধূতেন অনন্যবৈষ্ণবম্মন্যেন বা ইত্থং মতিচালনে কৃতেঽপি সপ্তাষ্টবাসরান্ বিরাগো ভবন্নপি নীতিতো বাস্তবো বিরাগঃ স্যাৎ। যদ্যপি ত্বমুপশমং মন্যসে, তদপি নৈব স্যাৎ, তব মহাপুরুষত্বাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমার প্রবর্ত্তিত বৈরাগ্য হইতেই তাহাদের (তোমার পুত্রদের) উপশম, অর্থাৎ চিত্তের বিষয়ানুরাগ-নিবৃত্তি এবং তাহার ফলেই স্নেহপাশ ছিন্ন হইয়াছে। আজও পিতা তোমার পার্শ্বে আগমন না করাতেই উহা অনুমিত হইতেছে, অতএব কিপ্রকারে তাহাদের মোক্ষে অনধিকার, ইহা বলিতেছ ? ; আর বিরক্তের কখনও ঋণত্রয় পরিশোধের আবশ্যকতা থাকে না, যেমন শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে—'যদহরেব বিরজ্যেৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ক্ষণেই চিত্তের বিরাগ আসিবে, তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যা, অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন

করিবে, যদি অন্যরূপ হয় (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, তারপর সন্ন্যাস—এই ক্রমের কোন বাধ্য-বাধকতা না থাকে), তবে বিরক্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে। অতএব বৈরাগ্য উপদেশের দ্বারা তাহাদের প্রতি আমি অনুগ্রহই করিয়াছি। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'সত্যং'—হ্যাঁ, মহাপুরুষগণের কৃপাতেই বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি কেবল মিথ্যা জ্ঞানশূন্য অবধূত-বেশধারী, এবং নিজেকে উত্তম বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান কর, তুমি বালকগণের এরূপ মতিবিভ্রম ঘটাইলেও, সাত আট দিন বৈরাগ্য থাকিলেও, ইহাতে নীতিগতভাবেই মানবগণের বাস্তব বৈরাগ্য উদিত হইতে পারে না। যদিও তুমি ইহাকে উপশম মনে করিয়া থাক, তাহাও কখনই হইতে পারে না, যেহেতু তোমার মহাপুরুষত্বের অভাব—এই ভাব ॥ ৪০ ॥

———

নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্।
নির্ব্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—নানুভূয় (বিষয়ভোগং বিনা) পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাং (বিষয়াণাং তীক্ষ্ণতাং দুঃখ-হেতুত্বং) ন জানাতি ; (অতঃ যথা) স্বয়ং (পরপ্রেরণমন্তরেণ এব) তস্মাৎ (বিষয়ানুভবেন তত্তীক্ষ্ণত্ব-জ্ঞানাৎ) নির্ব্বিদ্যতে, তথা পরৈঃ ভিন্নধীঃ (ভিন্না প্রেরণায় চালিতা ধীঃ যস্য সঃ) ন (নির্ব্বিদ্যতে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বিষয় যে দুঃখেরই কারণ, তাহা বিষয়ভোগ না করিয়া জানা যায় না ; সুতরাং বিষয় ভোগ করিতে করিতে উহার তীক্ষ্ণত্ব (দুঃখের মূল-কারণত্ব) জানিতে পারিলে, আপনা হইতে নির্ব্বেদ জন্মিয়া থাকে, অপরের চালিত-বুদ্ধি দ্বারা সেরূপ হয় না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ ত্বমনভিজ্ঞো রাজমার্গং মত্তঃ শৃণ্বিত্যাহ—নেতি। বিষয়াণাং তীক্ষ্ণতাং দুঃখপ্রদত্বম্ অননুভূয় ন জানাতি। অতস্তস্মাদ্বিষয়ভোগোত্থা-দেব তদীয়-তীক্ষ্ণত্বজ্ঞানাৎ স্বয়মেব নির্ব্বিদ্যেত যথা, ন তথা পরৈস্ত্বাদৃশৈর্ভিন্নধীঃ বিদীর্ণমতিঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি অনভিজ্ঞ, 'রাজমার্গ' (প্রশস্ত বৈরাগ্যের পথ) আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'বিষয়-তীক্ষ্ণতাং'—বিষয়ের যে তীক্ষ্ণতা, অর্থাৎ বিষয়সমূহ যে দুঃখদায়ক, ইহা ভোগমার্গে অনুভব না করিয়া অন্য উপায়ে জানা যায় না। সুতরাং সেই বিষয়-ভোগোত্থ হইতেই তাহার তীক্ষ্ণতা, অর্থাৎ বিষয়সমূহের দুঃখদায়কত্ব জানিয়া লোকের যেরূপ সহজে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তোমার ন্যায় অপরের উপদেশে, 'ভিন্নধীঃ'—বুদ্ধি-বিচ্যুতি ঘটিলে সেরূপ বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

———

যন্নস্ত্বং কর্ম্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্।
কৃতবানসি দুর্ম্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্ ॥ ৪২॥

অন্বয়ঃ—নঃ (অস্মাকং) কর্ম্মসন্ধানাং (বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠান-সঙ্কল্পবতাং কর্ম্মমর্য্যাদানাং) সাধূনাং স্বর্গাদি-সাধনপরাণাং) গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) দুর্ম্মর্ষং (পুত্র-নাশনেন দুঃসহং) বিপ্রিয়ং যৎ (ত্বং) কৃতবান্ অসি, (তৎ) তব মর্ষিতম্ (একদা তু সোঢ়ব্যম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আমরা বৈদিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করি ; আমরাই সাধু এবং গৃহমেধী অর্থাৎ ফলভোগপর বৈদিক-কর্ম্মানুসারে দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ—এই পঞ্চ গৃহব্রতে ব্রতী, তুমি আমার পুত্রদিগকে নিবৃত্তি-মার্গে চালিত করিয়া যে দুঃসহ অপকার করিয়াছ, একবার তাহা সহ্য করিয়াছি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ত্বয়া যথা মম নির্হেতুকং বৈরং কৃতং, তস্য প্রতিফলমহমপি তচ্চতুর্গুণিতং স্বয়মেব দাতুং শক্নোম্যেব, তথাপি ন দদামীতি পশ্য গৃহস্থা-নামপ্যস্মাকং তিতিক্ষামিত্যাহ—যদিতি। কর্ম্মে কর্ম্মমার্গে এব সন্ধা মর্য্যাদা যেষাং তেষাম্ ; কর্ত্তু-মন্ধানামিতি পাঠে পরেষাং বিপ্রিয়ং কর্ত্তুমজানতামি-ত্যর্থঃ। দুর্ম্মর্ষং দুঃসহমপরাধং তব জ্ঞানভক্তি-মর্য্যাদাভ্রষ্টস্য পরং বিপ্রিয়ং কর্ত্তুং চক্ষুষ্মতঃ অসাধোঃ পরমহংসাশ্রমিণঃ মর্ষিতং ক্ষান্তম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে তুমি যেরূপ আমার অহেতুক শত্রুতা করিয়াছ, তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল

আমিও নিজেই দিতে সমর্থই, তথাপি দিব না, দেখ, গৃহস্থ হইলেও আমাদের কিরূপ তিতিক্ষা (সহন-শীলতা)—ইহা বলিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি। 'কর্ত্ত-সন্ধানাং'—(এই স্থলে কর্ম্মসন্ধানাং, কর্ত্তুমন্ধানাং—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে।) 'কর্ত্তে' বলিতে কর্ম্ম-মার্গেই সন্ধা অর্থাৎ মর্য্যাদা (বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠা) যাহাদের, সেই আমাদের। 'কর্ত্তুমন্ধানাং'—এই পাঠে পরের অপকার করিতে যাহারা জানে না, সেই আমাদের—এই অর্থ। 'দুর্ম্মর্ষং'—পুত্রনাশন-রূপ যে দুঃসহ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, জ্ঞান ও ভক্তির মর্য্যাদাভ্রষ্ট, অপরের অন্যায় কার্য্যেই যাহার চক্ষু, অসাধু পরমহংসাশ্রমী তোমার সেই অপরাধ একবার ক্ষমা করিয়াছি ॥ ৪২ ॥

———

তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ভ্রমতঃ পদম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তন্তুকৃন্তন, (সন্তানচ্ছেদক, ত্বং যৎ নঃ (অস্মাকং) পুনঃ অভদ্রম্ অচরঃ (কৃতবান্, অতঃ ত্বং) মূঢ় ; তস্মাৎ লোকেষু ভ্রমতঃ তে (তব) পদং (স্থানং প্রতিষ্ঠা বা) ন ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে পুত্রনাশক, কিন্তু তুমি আবার আমার প্রতি সেইপ্রকার অমঙ্গল আচরণ করিলে! রে মূঢ়! এইজন্য তোমাকে সর্ব্ব-লোকে ভ্রমণ করিতে হইবে ; কোথাও তুমি স্থান পাইবে না ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ—তথাপি তবাভদ্রন্তু ভবিষ্যত্যেবেত্যাহ—হে তন্তুকৃন্তন, সন্তানচ্ছেদক, অভদ্রং মৎপুত্রাণাং স্থান-ভ্রংশম্ অচরঃ অকরোঃ, পদং স্থানম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি তোমার অভদ্র (অমঙ্গল) হইবেই—ইহা বলিতেছেন—'হে তন্তু-কৃন্তন', সন্তানচ্ছেদক (বংশনাশক)! যেহেতু তুমি আমার পুত্রগণের 'স্থানভ্রংশ', অর্থাৎ গৃহত্যাগ ঘটাইয়া পুনরায় অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, 'পদং তে ন ভবেৎ'—সেইহেতু লোকমধ্যে ভ্রমনরত তোমার কোথাও নির্দ্দিষ্ট স্থিতি হইবে না ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
প্রতিজগ্রাহ তদ্বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে নারদশাপো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচঃ,—সাধুসম্মতঃ নারদঃ তৎ (প্রজাপতি-বাক্যং) বাঢ়ং (সত্যম্ ইতি) প্রতি-জগ্রাহ (স্বীচকার) ; হি (তথা হি) স্বয়ম্ ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ অপি যৎ) তিতিক্ষেত (সহেত,—) এতা-বান্ (এব) সাধুবাদঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) সাধুগণ-প্রশংসিত নারদ 'আপনার বাক্য সত্য হউক' বলিয়া প্রজাপতির বাক্য স্বীকার করিলেন ; প্রতিশাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিশাপ না দিয়া উহা সহ্য করাই (সাধকের) সাধুতা ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—'প্রতিজগ্রাহ' বাঢ়ং তথেতি স্বীচকার। 'সাধূনাং সম্মতঃ' ইতি সাধব এবমেব সহন্ত ইত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধস্য সাধুবাদশব্দস্যাপ্যেষৈব নিরুক্তিরিত্যাহ—এতাবানিতি। ঈশ্বরঃ প্রতিশপ্তুং সমর্থোঽপি। ননু দক্ষমনুগৃহীতুমাগতো নারদো দক্ষেণ বহুশস্তিরস্কৃতস্তত্র তাংস্তিরস্কারান্ শ্রুত্বা নারদেন তৎসমীপাৎ কথং নাপসৃতম্? উচ্যতে,—নারদস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ক্রোধ-বশোঽয়ং বহুশস্তিরস্কারানপি করোতু, শাপঞ্চ দদাতু ; ততশ্চ ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াদিত্যুক্তের্যদা ক্রোধঃ শাম্যেৎ, মাঞ্চ প্রতিতিরস্কারাদিকমকুর্ব্বাণং সর্ব্বমেব সহমানমালোক্য হন্ত হন্ত ভগবদ্ভক্তোঽয়ং তিরস্কৃতঃ শপ্তশ্চেতি বৈকুণ্ঠাগতানাং সনকাদীনামিবানুতাপশ্চ যদা ভবিষ্যতি তদা ভক্তিবীজবপনযোগ্য-ক্ষেত্রী-ভূতেঽস্মিন্ শুদ্ধভক্তিবীজমুপ্ত্বা যামীতি বুদ্ধ্যা তাবৎ-ক্ষণপর্য্যন্তমপি স্থিতম্। দক্ষস্য তু তত্তদ্দৃষ্ট্বা অহো চন্দ্রার্দ্ধমৌলেরপরাধবিশেষপ্রাবল্যমিতি স্মৃত্বা ততোঽ-পসৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিজগ্রাহ'—'তথাস্তু' এই বলিয়া শ্রীনারদ সেই অভিশাপ স্বীকার করিয়া লই-লেন। 'সাধুসম্মতঃ'—সাধুজনের মান্য (দেবর্ষি

নারদ), সাধুগণ এই প্রকারেই সহ্য করিয়া থাকেন, এই অর্থ। প্রসিদ্ধ 'সাধুবাদ'-শব্দেরও ইহাই নিরুক্তি, ইহা বলিতেছেন—'এতাবান্' ইত্যাদি। 'ঈশ্বরঃ'—প্রতিশাপ প্রদানে সমর্থ হইয়াও (অর্থাৎ এরূপস্থলে প্রত্যুত্তরে অভিশাপ দিতে সমর্থ হইলেও ক্ষমাই করিবে, ইহাই সাধুগণের উপদেশ)।

যদি বলেন—দেখুন, দক্ষকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়া নারদ দক্ষ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে তিরস্কৃত হইয়া এবং সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিজন্য সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—নারদের এইপ্রকার অভিপ্রায় ছিল, ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই দক্ষ বহুপ্রকার তিরস্কারও করুক, অভিশাপও প্রদান করুক, ক্রোধেরই এইরূপ ফলোদয় উক্ত হইয়াছে, তারপর যখন ক্রোধ উপশম প্রাপ্ত হইবে, প্রতিতিরস্কারাদি কোনরূপ আচরণ না করিয়া সমস্ত কিছু সহ্য করিতে আমাকে দেখিয়া—হায় ! হায় ! এই ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, ইহাকে তিরস্কার ও অভিশাপ দিয়াছি, এইরূপ বৈকুণ্ঠগত সনকাদির ন্যায় ইহার যখন অনুতাপ হইবে, তখন ভক্তিবীজ বপনের ক্ষেত্ররূপ এই দক্ষে ভক্তিবীজ বপন করিয়াই যাইব, এই প্রকার বিবেচনাপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদ ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু দক্ষের সেইপ্রকার কিছুই না দেখিয়া, অহো ! চন্দ্রার্দ্ধমৌলি মহাদেবের নিকট অপরাধ-বিশেষের কি প্রাবল্য !—এই স্মরণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি-সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
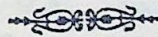
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
ততঃ প্রচেতসোঽসিক্ন্যামনুনীতঃ স্বয়ম্ভুবা।
ষষ্টিং সঞ্জনয়ামাস দুহিতৄঃ পিতৃবৎসলাঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার—

এই অধ্যায়ে প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উৎপাদন এবং তাহাদের দ্বারা বিপুল বিশ্বসংসারে বিবিধ জীব-জননের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

দক্ষ স্বীয়া অসিক্নী-নাম্নী ভার্য্যা হইতে ষষ্টি-সংখ্যক কন্যা সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে, এবং সাতাইসটী চন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট দশটীর মধ্যে চারিটী কশ্যপকে, এবং ছয়টীর দুইটী করিয়া ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব এই তিনজনের প্রত্যেককে দান করিলেন। দক্ষের এই সকল কন্যা ও জামাতা হইতে দেব-দানব-মনুষ্য-নাগ-পশু-পক্ষি প্রভৃতি অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইয়া বিশ্ব পূর্ণ করিয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ততঃ (পুত্রশোকেন নির্ব্বিণ্ণঃ সন্ পুনঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা) স্বয়ম্ভুবা (ব্রহ্মণা) অনুনীতঃ (সান্ত্বয়িত্বা সৃষ্টৌ প্রবর্ত্তিতঃ) প্রচেতসঃ (দক্ষঃ পুনঃ নারদাৎ পুত্রাণাং নাশম্ অ.শঙ্কমানঃ) অসিক্ন্যাং (স্বভার্য্যায়াং) ষষ্টিং পিতৃবৎসলাঃ (পিতৃস্নেহবতীঃ) দুহিতৄঃ সঞ্জনয়ামাসঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—রাজন্, অনন্তর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রচেতা (দক্ষ প্রজাপতি) অসিক্নী নাম্নী ভার্য্যাতে পিতৃবৎসলা ষষ্টি (ষাটটি) কন্যা উৎপাদন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে দক্ষস্য কন্যানাং বংশাঃ পৃথগুদীরিতাঃ ।
যত্রাদিতেঃ সুতাৎ ত্বষ্টুর্বিশ্বরূপোঽভ্যজায়ত ॥ ০॥

পুত্রশোকেন নির্বিণ্ণঃ পুনর্ব্রহ্মবচনাদ্‌গার্হস্থ্যং কুর্ব্বন্ নারদো ময়ি বৈরং ন হাস্যতীতি মত্বা তস্মাৎ পুত্রাণাং নাশমাশঙ্কমানঃ কন্যাএব জনয়ামাসেত্যাহ—তত ইতি। অসিক্ন্যাং ভার্য্যায়াম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে দক্ষের কন্যাগণের বংশ পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেখানে অদিতির পুত্র ত্বষ্টা হইতে বিশ্বরূপের জন্ম ॥ ০ ॥

পুত্রশোকে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত দক্ষ পুনরায় ব্রহ্মার বাক্যে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া, 'নারদ আমার প্রতি কখনও বৈরিভাব পরিত্যাগ করিবে না'—এইরূপ বিবেচনা করতঃ নারদ হইতে পুত্রগণের নাশ (বৈরাগ্য) আশঙ্কা করিয়া কন্যাগণই উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'অসিক্ন্যাং'—অসিক্নী নাম্নী স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে (ষষ্টি-সংখ্যক পিতৃবৎসলা কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন ।) ॥ ১ ॥

দশ ধর্ম্মায় কায়াদাদ্দ্বিষট্ ত্রিনব চেন্দবে ।
ভূতাঙ্গিরঃ কৃশাশ্বেভ্যো দ্বে দ্বে তার্ক্ষ্যায় চাপরাঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মায় দশ (কন্যাঃ) অদাৎ (দত্তবান্); কায় (কশ্যপায়) দ্বিষট্ (দ্বিগুণাঃ ষট্ দ্বাদশ যাঃ সুতাঃ ত্রয়োদশ ইত্যর্থঃ দত্তবান্) ইন্দবে (চন্দ্রায়) ত্রি-নব (ত্রিগুণিতং নব সপ্ত-বিংশতিমিত্যর্থঃ দত্তবান্) ভূতাঙ্গিরঃ কৃশাশ্বেভ্যঃ দ্বে দ্বে (দ্বে কন্যে ভূতায়, দ্বে অঙ্গিরসে, দ্বে চ কৃশাশ্বায় দত্তবান্) অপরাঃ (অবশিষ্টাঃ কন্যাঃ) তার্ক্ষ্যায় (তার্ক্ষ্যনাম্নে কশ্যপায়) অদাৎ (অদদৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মকে দশটী কন্যা, কশ্যপকে তেরটী কন্যা, চন্দ্রকে সাতাইশটী কন্যা, ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব এই তিনজনকে দুইটী দুইটী করিয়া ছয়টী কন্যা এবং অবশিষ্ট চারিটী কন্যা 'তার্ক্ষ্য'-নামক কশ্যপকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কায় কশ্যপায় দ্বিষট্ দ্বিগুণিতাঃ ষট্ দ্বাদশেতি ন্যূনসংখ্যা ব্যবচ্ছিন্না তেন ত্রয়োদশ ইত্যর্থঃ। ইন্দবে সোমায় ত্রিনব ত্রিগুণিতা নব সপ্তবিংশতিতম্। দ্বে দ্বে ইতি ভূতায় দ্বে অঙ্গিরসে দ্বে। অপরা অবশিষ্টাশ্চতস্রঃ তার্ক্ষায় তার্ক্ষনাম্নে কশ্যপায়ৈব ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কায়'—কশ্যপকে, 'দ্বিষট্'—দ্বিগুণিত ষট্ বলিতে দ্বাদশ যাহাদের মধ্যে ন্যূন-সংখ্যা ব্যবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ত্রয়োদশ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। 'ইন্দবে'—সোমকে 'ত্রিনব'—ত্রিগুণিত নব অর্থাৎ সাতাশটি। 'দ্বে দ্বে'—ভূতনামক মুনিকে দুইটি, অঙ্গিরা নামক মুনিকে দুইটি এবং কৃশাশ্বকে দুইটি। 'অপরাঃ'—অবশিষ্ট চারিটি কন্যা 'তার্ক্ষায়'—তার্ক্ষ নামক কশ্যপকে (সম্প্রদান করিলেন।) ॥২॥

নামধেয়ান্যমূষাং ত্বং সাপত্যানাঞ্চ মে শৃণু
যাসাং প্রসূতিপ্রসবৈর্লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সাপত্যানাম্ (অপত্যসহিতানাম্) অমূষাং (দক্ষকন্যানাং) নামধেয়ানি মে (মত্তঃ) ত্বং শৃণু ;—যাসাং প্রসূতিপ্রসবৈঃ (প্রসূতিভিঃ প্রসবৈঃ পুত্রপৌত্রাদিভিঃ ত্রয়ঃ লোকাঃ আপূরিতাঃ (ব্যাপ্তাঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তুমি আমার নিকট হইতে সেই দক্ষ-কন্যাগণের ও তাহাদের সন্ততিগণের নামসমূহ শ্রবণ কর; কারণ, তাহাদের পুত্র-পৌত্রগণই স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, এই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

ভানুর্লম্বা ককুদ্‌যামির্বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী।
বসুর্মুহূর্ত্তা সঙ্কল্পা ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুতান্ শৃণু ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভানুঃ, লম্বা, ককুদ্, যামিঃ, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসুঃ, মুহূর্ত্তা, সঙ্কল্পা, ধর্ম্মপত্ন্যঃ (ধর্ম্মস্য ভার্য্যাঃ) সুতান্ শৃণু (আসাং পুত্রান্ আকর্ণয়) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভানু, লম্বা, ককুদ্, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, সংকল্পা, এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী। ইহাদের সন্তানগণের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

ভানোস্তু দেবঋষভ ইন্দ্রসেনস্ততো নৃপ।
বিদ্যোত আসীল্লম্বায়াস্ততশ্চ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ভানোঃ তু দেবঋষভঃ (আসীৎ), ততঃ ইন্দ্রসেনঃ (আসীৎ); লম্বায়াঃ বিদ্যোতঃ আসীৎ ; ততঃ (বিদ্যোতাৎ) স্তনয়িত্নবঃ (মেঘাঃ আসন্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভানুর গর্ভে দেবঋষভের জন্ম, দেবঋষভ হইতে ইন্দ্রসেন জন্ম গ্রহণ করেন ; লম্বার গর্ভে বিদ্যোতের জন্ম হয়, বিদ্যোত হইতে মেঘসমূহ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

ককুদঃ সঙ্কটস্তস্য কীকটস্তনয়ো যতঃ ।
ভুবো দুর্গাণি যামেয়ঃ স্বর্গো নন্দিস্ততোঽভবৎ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—ককুদঃ সঙ্কটঃ (পুত্রঃ জাতঃ); তস্য (সঙ্কটস্য) কীকটঃ তনয়ঃ (অভবৎ); যতঃ (কীকটাৎ) ভুবঃ দুর্গাণি (দুর্গাভিমানিনঃ দেবাঃ জাতাঃ); যামেয়ঃ (যাম্যাঃ পুত্রঃ) স্বর্গঃ, ততঃ (স্বর্গাৎ) নন্দিঃ অভবৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ককুদের গর্ভে সঙ্কট জন্মে, সঙ্কট হইতে কীকট-তনয়ের জন্ম হয় ; অনন্তর কীকট হইতে ভুব-দুর্গাভিমানি-দেবতাগণ জন্ম গ্রহণ করেন ; যাম্যার পুত্র স্বর্গ, স্বর্গ হইতে নন্দি জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কীকটাৎ ভুবো দুর্গাণি দুর্গাভিমানিনা দেবাঃ ; যামেয়ঃ যাম্যাঃ পুত্রঃ স্বর্গঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—এই কীকট হইতে, 'ভুবঃ দুর্গাণি'—ভূতলস্থ দুর্গাভিমানী (অর্থাৎ দুর্গসমূহকে যাঁহারা নিজ আত্মা মনে করেন সেই) দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছিল । 'যামেয়ঃ'—যামির পুত্র স্বর্গ ॥ ৬ ॥

বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়া অপ্রজাংস্তান্ প্রচক্ষতে ।
সাধ্যোগণশ্চ সাধ্যায়া অর্থসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বেদেবাঃ বিশ্বায়াঃ (পুত্রাঃ); তু (কিন্তু) তান্ অপ্রজান্ (সন্তানহীনান্) প্রচক্ষতে (বৃদ্ধাঃ কথয়ন্তি) ; সাধ্যায়াঃ চ সাধ্যোগণঃ, তৎসুতঃ (তেষাং সাধ্যানাং তু সুতঃ) অর্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বিশ্বার পুত্র—বিশ্বদেবগণ ; তাহাদের কোন সন্তান নাই । সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণের জন্ম এবং সাধ্যগণ হইতে অর্থসিদ্ধি জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৎসুতঃ সাধ্যানাং সুতঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসুতঃ'—তাহাদের পুত্র বলিতে সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ এবং তাহাদের পুত্র অর্থসিদ্ধি ॥ ৭ ॥

মরুত্বাংশ্চ জয়ন্তশ্চ মরুত্বত্যা বভূবতুঃ ।
জয়ন্তো বাসুদেবাংশ উপেন্দ্র ইতি যং বিদুঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—মরুত্বত্যাঃ মরুত্বান্ চ জয়ন্তঃ চ বভূবতুঃ ; জয়ন্তঃ বাসুদেবাংশঃ, যম্ উপেন্দ্রঃ ইতি বিদুঃ (তন্নাম্না জানন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান্ ও জয়ন্ত জন্ম গ্রহণ করেন । জয়ন্ত—বাসুদেবের অংশসম্ভূত ; ইঁহাকে 'উপেন্দ্র' নামে বিখ্যাত জানিবে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যং বিদুরিত্যদিত্যাঃ পুত্র উপেন্দ্র ইব জয়ন্তোঽপ্যুপেন্দ্রসংজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যং বিদুঃ'—অদিতির পুত্র উপেন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তকেও লোকে উপেন্দ্র বলিয়া জানে—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

মৌহূর্তিকা দেবগণা মুহূর্তায়াশ্চ জজ্ঞিরে ।
যে বৈ ফলং প্রযচ্ছন্তি ভূতানাং স্বস্বকালজম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মুহূর্তায়াঃ মৌহূর্তিকাঃ (তত্তন্মুহূর্তাভিমানিনঃ) দেবগণাঃ জজ্ঞিরে (জাতাঃ); যে বৈ ভূতানাং স্ব-স্ব-কালজং ফলং প্রযচ্ছন্তি (অর্পয়ন্তি) ॥৯

অনুবাদ—মুহূর্তার গর্ভে মৌহূর্তিক নামে দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহারাই প্রাণিগণের স্ব-স্ব-কালজাত কর্ম্মফল প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ স্মৃতঃ ।
বসবোঽষ্টৌ বসোঃ পুত্রাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥১০
দ্রোণঃ প্রাণো ধ্রুবোঽর্কোঽগ্নির্দোষো বাস্তুর্বিভাবসুঃ
দ্রোণস্যাভিমতেঃ পত্ন্যা হর্ষশোকভয়াদয়ঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঙ্কল্পায়াঃ তু সঙ্কল্পঃ, কামঃ সঙ্কল্পজঃ (পুত্রঃ স্মৃতঃ); অষ্টৌ বসবঃ বসোঃ পুত্রাঃ ; তেষাং নামানি মে (মত্তঃ) শৃণু (আকর্ণয়) দ্রোণঃ, প্রাণঃ, ধ্রুবঃ, অর্কঃ, অগ্নিঃ, দোষঃ, বাস্তুঃ, বিভাবসুঃ (ইতি); দ্রোণস্য অভিমতেঃ পত্ন্যাঃ হর্ষশোকভয়াদয়ঃ (আসন্ ইতি শেষঃ) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প এই সঙ্কল্প হইতে কাম উৎপন্ন হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসু, তাহাদের নাম আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু —ইঁহারাই অষ্টবসু বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে দ্রোণ-বসুর পত্নী অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক ও ভয় প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ॥ ১০-১১ ॥

———

প্রাণস্যোর্জ্জস্বতী ভার্য্যা সহ আয়ুঃ পুরোজবঃ।
ধ্রুবস্য ভার্য্যা ধরণিরসূত বিবিধাঃ পুরঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাণস্য উর্জ্জস্বতী ভার্য্যা (তস্যাঃ সুতাঃ) সহঃ আয়ুঃ, পুরোজবঃ (ইতি ত্রয়ঃ) ধ্রুবস্য ভার্য্যা ধরণিঃ বিবিধাঃ পুরঃ অসূতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—প্রাণের ভার্য্যা উর্জ্জস্বতী সহ, আয়ু ও পুরোজব—এই তিনটী পুত্র প্রসব করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণী ; তাঁহার গর্ভে বিবিধপুরসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—উর্জ্জস্বতীতি সপ্তম্যর্থে প্রথমা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উর্জ্জস্বতী'—এখানে সপ্তমীর অর্থে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণের স্ত্রী উর্জ্জস্বতীর গর্ভে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামক তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ১২ ॥

———

অর্কস্য বাসনা ভার্য্যা পুত্রাস্তর্ষাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নের্ভার্য্যা বসোর্ধারা পুত্রা দ্রবিণকাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্কস্য ভার্য্যা—বাসনা (তস্যাঃ) তর্ষাদয়ঃ পুত্রাঃ স্মৃতাঃ ; অগ্নেঃ (নাম্নাঃ) বসোঃ ভার্য্যা ধারা ; (তস্যাঃ) দ্রবিণকাদয়ঃ পুত্রাঃ (আসন্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অর্কের ভার্য্যা—বাসনা, তাঁহার উদরে তর্ষ (তৃষ্ণা) প্রভৃতি বহুতর পুত্র উৎপন্ন হয়। অগ্নি নামক বসুর ভার্য্যা 'ধারা' দ্রবিণক প্রভৃতি বহু পুত্র প্রসব, করেন ॥ ১৩ ॥

———

স্কন্দশ্চ কৃত্তিকাপুত্রো যে বিশাখাদয়স্ততঃ।
দোষস্য শর্ব্বরীপুত্রঃ শিশুমারো হরেঃ কলা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্কন্দঃ চ কৃত্তিকাপুত্রঃ (স্কন্দঃ চ অগ্নি-পুত্রঃ ধাত্রীত্বেন কৃত্তিকাপুত্রঃ কৃত্তিকা চ অগ্নেঃ ভার্য্যাঃ ; বস্তুতঃ স্কন্দঃ শিবপুত্রঃ) ; যে বিশাখাদয়ঃ (তে সর্ব্বে) ততঃ (স্কন্দাজ্জাতাঃ) দোষস্য (ভার্য্যা) শর্ব্বরী ; পুত্রঃ (তৎপুত্রঃ) শিশুমারঃ, (স চ) হরেঃ (ভগবতঃ) কলা (অংশভূতঃ আসীৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কৃত্তিকার পুত্র—স্কন্দ, (কার্ত্তিকেয়)। এই স্কন্দ হইতে বিশাখাদি উৎপন্ন হইয়াছে। দোষ-নামক বসুর ভার্য্যা শর্ব্বরী ; তাঁহার গর্ভে শিশুমার জন্ম গ্রহণ করেন ; তিনিই—ভগবান্ হরির অংশ-সম্ভূত ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃত্তিকা চাগ্নের্ভার্য্যা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃত্তিকা চ' — কৃত্তিকাও অগ্নির ভার্য্যা ॥ ১৪ ॥

———

বাস্তোরাঙ্গিরসী পুত্রো বিশ্বকর্ম্মাকৃতীপতিঃ।
ততো মনুশ্চাক্ষুষোঽভূৎ বিশ্বে সাধ্যা মনোঃ সুতাঃ ॥

অন্বয়ঃ—বাস্তোঃ (ভার্য্যা) আঙ্গিরসী ; (তস্যাঃ) পুত্রঃ আকৃতীপতিঃ বিশ্বকর্ম্মা (শিল্পাচার্য্যঃ) ; ততঃ (বিশ্বকর্ম্মণঃ) চাক্ষুষঃ মনুঃ অভূৎ ; মনোঃ সুতাঃ (পুত্রাঃ) বিশ্বে সাধ্যাঃ (বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যা চ জাতাঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বাস্তু-নামক বসুর পত্নী আঙ্গিরসী ; তাঁহার গর্ভে শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন ; তিনিই আকৃতীর পতি। এই বিশ্বকর্ম্মা হইতেই চাক্ষুষ-মনুর উৎপত্তি হয়। এই মনুর পুত্রই বিশ্ব-দেবগণ ও সাধ্যগণ জানিবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—আকৃত্যাঃ পতিঃ। ততো মনুশ্চাক্ষুষ ইতি ধ্রুববংশজোঽপ্যসৌ দক্ষবশিষ্ঠাদিবদত্রাপি জাত ইতি গম্যতে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আকৃতীপতিঃ'—শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা আকৃতীর পতি। 'ততঃ'—এই বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। এই চাক্ষুষ মনু ধ্রুববংশধর হইলেও দক্ষ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বকর্ম্মা হইতে ইঁহার জন্ম বুঝিতে হইবে। (পূর্ব্বে ইনি রাজা চক্ষুর আকুতি-গর্ভসম্ভূত পুত্র ছিলেন, ইঁহার পত্নী নড্বাল এবং পুরু, কুৎস্ন, অমৃত প্রভৃতি দ্বাদশ জন পুত্র। ইনি ষষ্ঠ মনু।) ॥ ১৫ ॥

———

বিভাবসোরসূতোষা ব্যুষ্টং রোচিষমাতপম্।
পঞ্চযামোঽথ ভূতানি যেন জাগ্রতি কর্ম্মসু ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিভাবসোঃ (ভার্য্যা) উষা ব্যুষ্টং রোচিষম্ আতপম্ (ব্যুষ্টাদিপুত্রত্রয়ম্) অসূত ; অথ (আতপাৎ) পঞ্চযামঃ (দিবসঃ জাতঃ), যেন (দিবসেন) ভূতানি কর্ম্মসু জাগ্রতি ; (অত্র দিবসস্য পঞ্চযামত্বাভিধানাৎ রাত্রিস্ত্রিযামা প্রদোষপ্রত্যূষয়োর্দিবসাবয়বত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিভাবসুর ভার্য্যা উষা ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ—এই তিনটী পুত্র প্রসব করেন। অনন্তর আতপ হইতে পঞ্চযামের (দিবসের) উৎপত্তি হয় ; যাহাতে প্রাণিগণ স্বীয় কর্ম্মে জাগ্রত থাকে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ আতপাৎ পঞ্চযামঃ প্রদোষপ্রত্যূষয়োর্দিবসাবয়বত্বাৎ পঞ্চযামো দিবসঃ। অতএব রাত্রিস্ত্রিযামা ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ পঞ্চযামঃ'—অনন্তর আতপ হইতে পঞ্চযাম অর্থাৎ দিবসের অভিমানী দেবতাবিশেষের উৎপত্তি। প্রদোষ ও প্রত্যূষ কাল দিবসের অবয়ব বলিয়া দিবস পঞ্চযাম, অতএব রাত্রি ত্রিযামা ॥ ১৬ ॥

———

সরূপাসূত ভূতস্য ভার্য্যা রুদ্রাংশ্চ কোটিশঃ।
রৈবতোঽজো ভবো ভীমো বাম উগ্রো বৃষাকপিঃ ॥
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বহুরূপো মহানিতি।
রুদ্রস্য পার্ষদাশ্চান্যে ঘোরাঃ প্রেতবিনায়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতস্য ভার্য্যা সরূপা কোটিশঃ রুদ্রান্ চ অসূত (কোটিসংখ্যকান্ রুদ্রান্ প্রসূতবতী ; তেষু রুদ্রেষু) রৈবতঃ অজঃ ভবঃ ভীমঃ বামঃ উগ্রঃ বৃষাকপিঃ অজৈকপাৎ অহির্ব্রধ্নঃ বহুরূপঃ মহান্ ইতি (একাদশ মুখ্যাঃ রুদ্রাঃ) ; রুদ্রস্য (এবমেকাদশরূপস্য রুদ্রস্য যে) পার্ষদাঃ অন্যে (চ যে) ঘোরাঃ (ঘোররূপাঃ) প্রেতবিনায়কাঃ (ভূতপ্রেতাদয়ঃ তে অন্যস্যাং ভার্য্যায়াং জাতাঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—ভূতের ভার্য্যা সরূপা যে কোটিসংখ্যক রুদ্রগণকে প্রসব করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্। এই ভূতের অপর ভার্য্যা একাদশ রুদ্রের সহচর ঘোর, প্রেত, বিনায়ক প্রভৃতিকে প্রসব করেন ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতস্য দ্বে ভার্য্যে, তয়োর্মধ্যে সরূপা। রৈবতাদয় একাদশ রুদ্রা, মহানিতি বিশেষণম্, অন্যে রুদ্রস্য পার্ষদা অন্যস্যাং ভার্য্যায়াম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতস্য ভার্য্যা স্বরূপা'—ভূত নামক মুনির সরূপা নামে যে ভার্য্যা, তিনি কোটি সংখ্যক রুদ্রগণের প্রসব করেন। (অর্থাৎ প্রজাপতি দক্ষ নিজের দুই কন্যাকে ভূত নামক মুনির হস্তে সম্প্রদান করেন। ভূতের দুই ভার্য্যার মধ্যে স্বরূপা নাম্নী যে ভার্য্যা, তিনি রুদ্রগণকে প্রসব করেন।) ইঁহাদের রৈবত প্রভৃতি একাদশ জন রুদ্র মুখ্য। এই একাদশ রুদ্রের যে পার্ষদগণ, তাহারা ভূতের অপর পত্নীর গর্ভ হইতে জাত ॥ ১৭-১৮ ॥

———

প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৄনথ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসং বেদং পুত্রত্বে চাকরোৎ সতী ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতেঃ অঙ্গিরসঃ (তয়োঃ মধ্যে) স্বধা (নাম) পত্নী পিতৄন্ পুত্রত্বে অকরোৎ (কল্পয়ামাস), অথ (চ) সতী (নাম পত্নী) অথর্ব্বাঙ্গিরসং (নাম) বেদং পুত্রত্বে অকরোৎ (কল্পয়ামাস)

অনুবাদ—প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা ও সতী—এই দুই পত্নী ; তাঁহাদের মধ্যে স্বধানাম্নী পত্নী পিতৃগণকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস-নামক বেদকে পুত্রত্বে কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গিরসঃ স্বধা সতী চেতি দ্বে ভার্য্যে, তয়োর্মধ্যে স্বধা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্গিরসঃ'—প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা ও সতী নামে দুই পত্নী, তাহাদের মধ্যে স্বধা (পিতৃগণকে পুত্রত্বরূপে স্বীকার করেন।)॥ ১৯ ॥

কৃশাশ্বোঽর্চ্চিষি ভার্য্যায়াং ধূমকেতুমজীজনৎ।
ধিষণায়াং বেদশিরো দেবলং বয়ুনং মনুম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃশাশ্বস্য দ্বে ভার্য্যে তয়োর্মধ্যে কৃশাশ্বঃ অর্চ্চিষি (অর্চ্চির্নাম্ন্যাং) ভার্য্যায়াং ধূমকেতুম্ অজীজনৎ (জনয়ামাস) ; ধিষণায়াং (ধিষণাখ্যায়াং) ভার্য্যায়াং) বেদশিরঃ (বেদশিরসমিত্যর্থঃ), দেবলং, বয়ুনং, মনুং (দেবলাদিত্রয়ং চ ইতি চতুরঃ পুত্রান্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কৃশাশ্বের অর্চ্চিস্ ও ধিষণা নামে দুইটী পত্নী। কৃশাশ্ব এই দুই পত্নীর মধ্যে অর্চ্চিষির গর্ভে ধূমকেতুকে উৎপন্ন করেন, এবং ধিষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু এই চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কৃশাশ্বস্যার্চ্চি ধিষণেতি দ্বে ভার্য্যে-তয়োর্মধ্যে অর্চ্চিষি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃশাশ্বঃ'—প্রজাপতি কৃশাশ্বের দুই ভার্য্যা—অর্চ্চি ও ধিষণা। তন্মধ্যে 'অর্চ্চিষি'—অর্চ্চি নামক ভার্য্যার গর্ভে (ধূমকেতু নামক পুত্রকে উৎপন্ন করেন।) ॥ ২০ ॥

তার্ক্ষস্য বিনতা কদ্রুঃ পতঙ্গী যামিনীতি চ।
পতঙ্গ্যসূত পতগান্ যামিনী শলভানথ ॥ ২১ ॥
সুপর্ণাসূত গরুড়ং সাক্ষাদ্‌যজ্ঞেশবাহনম্।
সূর্য্যসূতমনূরঞ্চ কদ্রুর্নাগাননেকশঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তার্ক্ষস্য (তৃক্ষস্য মরীচেঃ পুত্রত্বাৎ তার্ক্ষনাম্নঃ কশ্যপস্য) বিনতা কদ্রুঃ পতঙ্গী যামিনী ইতি চ (চতস্রঃ ভার্য্যাঃ আসন্ ; তাসাং মধ্যে) পতঙ্গী (ভার্য্যা পতগান্ অসূত) ; অথ যামিনী শলভান্ (অসূত) ; সুপর্ণা (বিনতা) সাক্ষাৎ যজ্ঞেশবাহনং (বিষ্ণুবাহনং) গরুড়ং, সূর্য্যসূতম্ অনূরুঞ্চ অসূত (প্রসূতবতী) ; কদ্রুঃ অনেকশঃ নাগান্ (অসূত) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—তার্ক্ষ-নামক কশ্যপের বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী—এই চারিটী পত্নী। তন্মধ্যে পতঙ্গী-নাম্নী ভার্য্যা পতগ (পক্ষি) গণকে এবং যামিনী শলভগণকে প্রসব করেন। সুপর্ণা (বিনতা) সাক্ষাৎ বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্য্যের সারথি অনূরু (অরুণ) এই দুইটী পুত্র প্রসব করেন, এবং কদ্রুর গর্ভে নাগসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ—তার্ক্ষস্য তার্ক্ষনাম্নঃ কশ্যপস্য। সুপর্ণা বিনতা, অনূরুমরুণম্ ॥ ২১-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তার্ক্ষস্য'—তার্ক্ষনামধারী কশ্যপের (চারিটি পত্নী—বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী)। 'সুপর্ণা' অর্থাৎ বিনতা গরুড় ও অনূরু-অর্থাৎ অরুণকে প্রসব করেন ॥ ২১-২২ ॥

কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণীন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত।
দক্ষশাপাৎ সোঽনপত্যস্তাসু যক্ষ্মগ্রহার্দ্দিতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, ইন্দোঃ পত্ন্যঃ তু কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণি (আসন্) সঃ (ইন্দুঃ রোহিণ্যামেব প্রেমাতিশয়েন অন্যাসামুপেক্ষণাৎ) দক্ষশাপাৎ (কুপিতস্য দক্ষস্য অভিশাপাৎ) যক্ষ্মগ্রহার্দ্দিতঃ (ক্ষয়রোগপীড়িতঃ সন্) তাসু (পত্নীষু) অনপত্যঃ (অভূৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র সকল পত্নীকে অবজ্ঞা করিয়া রোহিণীর প্রতি সাতিশয় প্রেমানুরক্ত ছিলেন, অতএব দক্ষপ্রজাপতি অন্যান্য কন্যাদিগের দুঃখ-সন্দর্শনে কুপিত হইয়া চন্দ্রকে "ক্ষয়রোগে পীড়িত হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহার পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয় নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—রোহিণ্যামেব প্রীত্যাতিশয়েনান্যাসামুপেক্ষণাৎ কুপিতস্য দক্ষস্য শাপাৎ যক্ষ্মগ্রহার্দ্দিতঃ ক্ষয়রোগপীড়িতঃ সন্ তাস্বনপত্যোঽভূৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃত্তিকাদীনি'—কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাইশ (২৭) জন তারকা চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র রোহিণীতেই প্রীতিবশতঃ অন্য পত্নী-

দের উপেক্ষা করায় কুপিত দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাহার কোন পত্নীর গর্ভেই কোন সন্তান হয় নাই ॥ ২৩ ॥

পুনঃ প্রসাদ্য তং সোমঃ কলা লেভে ক্ষয়ে দিতাঃ।
শৃণু নামানি লোকানাং মাতৃণাং শঙ্করাণি চ ॥২৪॥
অথ কশ্যপপত্নীনাং যৎপ্রসূতমিদং জগৎ।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা ইলা ॥২৫॥
মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা সুরভিঃ সরমা তিমিঃ।
তিমের্যাদোগণা আসন্ শ্বাপদাঃ সরমাসুতাঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ তং (দক্ষং) প্রসাদ্য কলাঃ লেভে (তাঃ কলাঃ) ক্ষয়ে (কৃষ্ণপক্ষে) দিতাঃ (খণ্ডিতাঃ সতীঃ শুক্লপক্ষে পুনর্বৰ্দ্ধিতাঃ ভবন্তিঃ অর্থাৎ কলাঃ এব লেভে চন্দ্রঃ ন তু অপত্যানি); অথ ইদং জগৎ যৎপ্রসূতং (যাভ্যঃ প্রসূতং তাসাং) লোকানাং মাতৃণাং কশ্যপপত্নীনাং শঙ্করাণি (সুখকরাণি) নামানি চ (চকারাৎ অপত্যানি চ) শৃণু; অদিতিঃ দিতিঃ দনুঃ কাষ্ঠা অরিষ্ঠা সুরসা ইলা মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা সুরভিঃ সরমা তিমিঃ; তিমেঃ যাদোগণাঃ (মৎস্যাদয়ঃ জলচরাঃ) আসন্। শ্বাপদাঃ (ব্যাঘ্রাদয়ঃ) সরমাসুতাঃ (আসন্) ॥ ২৪-২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চন্দ্র বিবিধ বিনয়-বাক্যে দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া কেবলমাত্র কলাসমূহকে লাভ করিলেন, কিন্তু অপত্যলাভ হইল না। এই কলাসমূহ কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়, এবং শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্, অতঃপর কশ্যপ-প্রজাপতির পত্নীগণের নাম শ্রবণ কর; উঁহাদিগের গর্ভ হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারাই সকল লোকের জননী, ইঁহাদের নাম শ্রবণ করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়। অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি, এই সকল কশ্যপের পত্নীদের নাম। তিমির গর্ভে যাদোগণ (জলজন্তুগণ) এবং সরমার গর্ভে শ্বাপদ-(সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু) গণ উৎপন্ন হয় ॥ ২৪-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কলা এব লেভে নত্বপত্যানি কীদৃশীঃ ক্ষয়ে কৃষ্ণপক্ষে দিতাঃ খণ্ডিতাঃ সতীঃ। ক্ষয়ৈধিতা ইতি পাঠে ক্ষয়ে সতি পুনরেধিতাঃ তেনৈব বৰ্দ্ধিতাঃ সতীঃ। সূচীকটাহ-ক্রমেণ তাসাং বংশানাহ—তিমেরিত্যাদিনা ॥ ২৪-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কলাঃ লেভে'—ক্ষয়রোগ-পীড়িত চন্দ্র দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া কেবলমাত্র কলা-সমূহই লাভ করিলেন, কিন্তু সন্তান লাভ করেন নাই। কিপ্রকার কলা? তাহাতে বলিতেছেন—'ক্ষয়ে', কৃষ্ণপক্ষে খণ্ডিত, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়। 'ক্ষয়ৈধিতাঃ'—এইরূপ পাঠে, ক্ষয় হইলেও পুনরায় (শুক্লপক্ষে) তাহাদের দ্বারাই ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হয়। কশ্যপের অদিতি প্রভৃতি লোকজননী পত্নীগণের মধ্যে সূচী-কটাহ ন্যায়ে প্রথমতঃ তিমির বংশ বলিতেছেন—তিমি হইতে জলজন্তুগণ ইত্যাদি। ['সূচীকটাহ-ন্যায়'—সূচী অল্পায়াস-সাধ্য ও কটাহ বহু আয়াস-সাপেক্ষ্য কাৰ্য্য। উভয়ের নির্ম্মাণকালে পূৰ্ব্বে সুখ-সাধ্য সূচী নির্ম্মাণ করতঃ পরে কষ্টসাধ্য কটাহের নির্ম্মাণই সঙ্গত। সুতরাং স্বল্পায়াস-বস্তুর পূর্ব্বানুষ্ঠান ও কষ্টবহুল কার্য্যের পরানুষ্ঠান-ব্যাপারে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়। এইজন্য এখানে অল্প বলিয়া তিমি ও সরমার বংশধরগণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলেন।] ॥ ২৪-২৬ ॥

সুরভের্মহিষাঃ গাবো যে চান্যে দ্বিশফা নৃপ।
তাম্রায়াঃ শ্যেনগৃধ্রাদ্যা মুনেরপ্সরসাং গণাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! সুরভেঃ মহিষাঃ গাবঃ যে চ অন্যে দ্বিশফাঃ (দ্বিখুরবিশিষ্টাঃ পশবঃ জাতাঃ); তাম্রায়াঃ শ্যেনগৃধ্রাদ্যাঃ, মুনে অপ্সরসাং গণাঃ (আসন্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, সুরভির সন্তান মহিষ, গো এবং দুইটী খুরবিশিষ্ট অন্যান্য জন্তু; তাম্রার পুত্র শ্যেন, গৃধ্র প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ এবং মুনির সন্তান অপ্সরাসমূহ ॥ ২৭ ॥

দন্দশূকাদয়ঃ সর্পা রাজন্ ক্রোধবশাত্মজাঃ।
ইলায়া ভূরুহাঃ সৰ্ব্বে যাতুধানাশ্চ সৌরসাঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! দন্দশূকাদয়ঃ সর্পাঃ ক্রোধবশাত্মজাঃ (ক্রোধবশায়াঃ পুত্রাঃ); ইলায়াঃ

সর্ব্বে ভূরুহাঃ (বৃক্ষাদ্যাঃ) পুত্রাঃ ; যাতুধানাশ্চ (রাক্ষসাশ্চ পুত্রাঃ) সৌরসাঃ (সুরসায়াঃ জাতাঃ)॥২৮॥

অনুবাদ—ক্রোধবশার আত্মজ সন্তান—দন্দশূক (মশক) এবং সর্প প্রভৃতি। ইলার গর্ভে বৃক্ষসমূহ এবং সুরসার উদরে রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করে ॥২৮॥

অরিষ্টায়াস্তু গন্ধর্ব্বাঃ কাষ্ঠায়াঃ দ্বিশফেতরাঃ।
সুতা দনোরেকষষ্টিস্তেষাং প্রাধানিকান্ শৃণু ॥২৯॥
দ্বিমূর্দ্ধা শম্বরোঽরিষ্টো হয়গ্রীবো বিভাবসুঃ।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ স্বর্ভানুঃ কপিলোঽরুণঃ ॥৩০
পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ একচক্রোঽনুতাপনঃ।
ধূম্রকেশো বিরূপাক্ষো বিপ্রচিত্তিশ্চ দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অরিষ্টায়াস্তু গন্ধর্ব্বাঃ (জাতাঃ); কাষ্ঠায়াঃ দ্বিশফেতরাঃ (একখুরবিশিষ্টাঃ পশবঃ জাতাঃ); দনোঃ একষষ্টিঃ সুতাঃ (জাতাঃ); তেষাং (সুতানাং মধ্যে) প্রাধানিকান্ (মুখ্যান্ অষ্টাদশ) শৃণু ;—দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বরঃ, অরিষ্টঃ, হয়গ্রীবঃ, বিভাবসুঃ, অয়োমুখঃ, শঙ্কুশিরাঃ, স্বর্ভানুঃ, কপিলঃ, অরুণঃ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা চ একচক্রঃ, অনুতাপনঃ, ধূম্রকেশঃ, বিরূপাক্ষঃ, বিপ্রচিত্তিঃ, দুর্জ্জয়ঃ (ইতি অষ্টাদশ) ॥ ২৯-৩১ ॥

অনুবাদ—অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ এবং কাষ্ঠার গর্ভে একখুরবিশিষ্ট অশ্ব প্রভৃতি পশুগণের জন্ম হয়। হে রাজন্, দনুর গর্ভে একষষ্টিটী সন্তান হয়। তন্মধ্যে অষ্টাদশটী প্রধান পুত্রের নাম যথা—দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয় (এই অষ্টাদশটী) ॥ ২৯-৩১ ॥

স্বর্ভানোঃ সুপ্রভাং কন্যামুবাহ নমুচিঃ কিল।
বৃষপর্ব্বণস্তু শর্ম্মিষ্ঠাং যযাতির্নাহুষো বলী ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—নমুচিঃ কিল স্বর্ভানোঃ সুপ্রভাং কন্যাম্ উবাহ (পরিণীতবান্); বৃষপর্ব্বণঃ শর্ম্মিষ্ঠাং (তন্নাম্নীং সুতাং) নাহুষঃ (নহুষতনয়ঃ) বলী (বলবান্) যযাতিঃ (উবাহ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—স্বর্ভানুর সুপ্রভা-নামে এক কন্যা ছিল, নমুচি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে, নহুষের পুত্র বলবান্ যযাতি বিবাহ করেন ॥ ৩২ ॥

বৈশ্বানরসুতায়াশ্চ চতস্রশ্চারুদর্শনাঃ।
উপদানবী হয়শিরা পুলোমা কালকা তথা ॥ ৩৩ ॥
উপদানবীং হিরণ্যাক্ষঃ ক্রতুর্হয়শিরাং নৃপ।
পুলোমাং কালকাঞ্চ দ্বে বৈশ্বানরসুতে তু কঃ ॥৩৪॥
উপযেমেঽথ ভগবান্ কশ্যপো ব্রহ্মচোদিতঃ।
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবা যুদ্ধশালিনঃ ॥৩৫॥
তয়োঃ ষষ্টিসহস্রাণি যজ্ঞঘ্নাংস্তে পিতুঃ পিতা।
জঘান স্বর্গতো রাজন্নেক ইন্দ্রপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যাঃ চ বৈশ্বানরসুতাঃ চতস্রঃ চারুদর্শনাঃ উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা, তথা কালকা (ইতি তাসাং নামানি); হে নৃপ, হিরণ্যাক্ষঃ উপদানবীং, ক্রতুঃ হয়শিরাং, পুলোমাং কালকাঞ্চ দ্বে বৈশ্বানরসুতে তু ব্রহ্মচোদিতঃ (ব্রহ্মণা প্রণোদিতঃ সন্) ভগবান্ কঃ কশ্যপঃ (প্রজাপতিঃ) অথ উপযেমে (পরিণীতবান্); তয়োঃ ষষ্টি-সহস্রাণি (নিবাতকবচাঃ) পৌলোমাঃ (পুলোমতনয়াঃ) কালকেয়াঃ চ (কালকেয়তনয়াঃ চ) দানবাঃ যুদ্ধশালিনঃ (যুদ্ধনিপুণাঃ জাতাঃ) ইন্দ্রপ্রিয়ঙ্করঃ (ইন্দ্রহিতকারী) হে রাজন্, স্বর্গতঃ (স্বর্গং গতঃ) একঃ (এব) তে (তব) পিতুঃ পিতা (পিতামহঃ অর্জ্জুনঃ) যজ্ঞঘ্নান্ (যজ্ঞবিঘ্নকারিণঃ তান্ নিবাতকবচান্) জঘান্ (নিহতবান্) ॥ ৩৩-৩৬ ॥

অনুবাদ—দনুর পুত্র বৈশ্বানরের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা নামে সৌম্যদর্শনা চারিটী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে হিরণ্যাক্ষ উপদানবীকে এবং ক্রতু হয়শিরাকে বিবাহ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রজাপতি কশ্যপ বৈশ্বানরের পুলোমা ও কালকা নাম্নী দুইটী কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে নিবাতকবচ প্রভৃতি ষষ্টিসহস্র সন্তানের জন্ম হয়, উহারা পৌলোমা ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা অত্যন্ত বলশালী ও যুদ্ধ-নিপুণ ছিল, এবং সর্ব্বদা মুনি-ঋষিদের

যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইত। হে রাজন্, তোমার পিতামহ অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়া একাকী সেই যজ্ঞ ব্যাঘাতকারী দানবগণকে নিহত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩৩-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বৈশ্বানরো দনোঃ পুত্রস্তস্য সুতাঃ। দানবীপরিণয়ে হেতুর্ব্রহ্মণা চোদিত ইতি। তয়োঃ ষষ্টিসহস্রাণি নিবাতকবচা জাতাঃ। তাংশ্চ স্বর্গং গতঃ সন্ তব পিতামহোঽর্জ্জুনো জঘান ॥ ৩৩-৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈশ্বানরসুতে'—বৈশ্বানর দনুর পুত্র, তাহার চারিটি কন্যা ছিল—উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা। প্রজাপতি কশ্যপের দানবী-পরিণয়ের কারণ বলিতেছেন—'ব্রহ্মণা চোদিতঃ', ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি কশ্যপ পুলোমা ও কালকাকে বিবাহ করেন। (পুলোমার সন্তান পৌলোম এবং কালকার সন্তান কালকেয়গণ যুদ্ধরত দানবরূপে প্রসিদ্ধ ছিল।) 'তয়োঃ ষষ্টি-সহস্রাণি'—তাহাদের উভয়ের ষাট হাজার পুত্রগণ 'নিবাতকবচ' নামে খ্যাত ছিল। 'তান্ চ'—ঐ সকল দানবগণকে, তোমার পিতামহ অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে যাইয়া একাকীই বধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩-৩৬ ॥

———

বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতঞ্চৈকমজীজনৎ।
রাহুজ্যেষ্ঠং কেতুশতং গ্রহত্বং য উপাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতম্ একং চ অজীজনৎ (জনয়ামাস); রাহুঃ জ্যেষ্ঠং (রাহুঃ জ্যেষ্ঠঃ যস্য তং) কেতুশতং (শতং কেতবঃ) যে গ্রহত্বম্ উপাগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৩৭ ।

অনুবাদ—বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে একশত একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহু, অপর একশত কেতু। তাহারা সকলেই গ্রহত্ব লাভ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

———

অথাতঃ শ্রূয়তাং বংশো যোঽদিতেরনুপূর্ব্বশঃ।
যত্র নারায়ণো দেবঃ স্বাংশেনাবাতরদ্বিভুঃ ॥ ৩৮ ॥

বিবস্বানর্য্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—অথ অতঃ (অনন্তরম্) অদিতেঃ যঃ বংশঃ অনুপূর্ব্বশঃ শ্রূয়তাম্;—যত্র বিভুঃ নারায়ণঃ দেবঃ স্বাংশেন অবতরৎ; বিবস্বান্ অর্য্যমা পূষা ত্বষ্টা অথ সবিতা ভগঃ ধাতা বিধাতা বরুণঃ মিত্রঃ শক্রঃ উরুক্রমঃ (ইতি) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অদিতির বংশ বিস্তাররূপে বলিতেছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। এই বংশেই ভগবান্ বিভু নারায়ণ নিজ-অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম—ইঁহারা অদিতির সন্তান ॥ ৩৮-৩৯ ॥

———

বিবস্বতঃ শ্রাদ্ধদেবং সংজ্ঞাসূয়তঃ বৈ মনুম্।
মিথুনঞ্চ মহাভাগা যমং দেবং যমীং তথা।
সৈব ভূত্বাথ বড়বা নাসত্যৌ সুষুবে ভুবি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) (ভার্য্যা) সংজ্ঞা শ্রাদ্ধ-দেবং (তদাখ্যং) বৈ মনুম্ অসূয়ত; মহাভাগা (মহাভাগ্যবতী সা সংজ্ঞা এব) যমং দেবং যমীং (যমুনাং চ ইতি) মিথুনং (পুত্রম্ একম্ একং কন্যাং চ) অসূয়ত; অথ সৈব বড়বা ভূত্বা ভুবি (গতা সতী) নাসত্যৌ (অশ্বিনীকুমারৌ) সুষুবে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—বিবস্বানের ভার্য্যা (সূর্য্যের পত্নী) সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব নামক মনুকে প্রসব করেন, এবং মহাভাগ্যবতী এই সংজ্ঞাই যমদেবকে ও যমুনাকে যমজ সন্তানরূপে প্রসব করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই যমী বড়বা (ঘোটকীরূপ) ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নাসত্যাবশ্বিনীকুমারৌ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুব—'নাসত্যৌ'—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (সংজ্ঞা অদিতিপুত্র বিবস্বানের ঔরসে শ্রাদ্ধদেব মনু এবং যম ও যমী নামক যমজ সন্তান প্রসব করেন। অনন্তর তিনিই ঘোটকী হইয়া পৃথিবীতে অশ্বিনীকুমারযুগলকে প্রসব করিয়াছিলেন।) ॥ ৪০ ॥

———

ছায়া শনৈশ্চরং লেভে সাবর্ণিঞ্চ মনুস্ততঃ।
কন্যাঞ্চ তপতীং যা বৈ বব্রে সংবরণং পতিম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—ছায়া শনৈশ্চরং ততঃ (বিবস্বতঃ) সাবর্ণিং মনুং চ তপতীং কন্যাং চ লেভে ; যা বৈ (তপতী) সংবরণং পতিং বব্রে (বৃতবতী ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যের অপরা স্ত্রী ছায়া বিবস্বান্ হইতে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি-মনু—এই দুইটী পুত্র ও তপতী-নাম্নী কন্যা প্রসব করেন। এই তপতীই সম্বরণকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অর্য্যম্নঃ পত্নী মাতৃকা চর্ষণয়ঃ (কৃতাকৃত-জ্ঞানবন্তঃ) সুতাঃ (বহবঃ পুত্রাঃ) তয়োঃ (পত্ন্যোঃ আসন্) যত্র (যেষু আত্মানুসন্ধান-বিশেষেণ) বৈ ব্রহ্মণা মানুষী জাতিঃ চ উপকল্পিতা ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অর্য্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে বহু জ্ঞানবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রগণের মধ্যে আত্মানুসন্ধানবিশেষ দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মা মনুষ্য-জাতি উপকল্পনা (অর্থাৎ সৃষ্টি) করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তয়োরর্য্যমমাতৃকয়োঃ চর্ষণয়ঃ কৃতাকৃতজ্ঞানবন্তঃ। যত্র যেষু আত্মানুসন্ধানবিশেষবৎসু মানুষীজাতিশ্চোপকল্পিতা। তথা চ শ্রুতিঃ—"পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা" ইতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়োঃ'—অর্য্যমা ও মাতৃকা হইতে 'চর্ষণয়ঃ'—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন অনেক প্রজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 'যত্র'—সেই সকল আত্মানুসন্ধান-বিশিষ্টগণের মধ্য হইতে ব্রহ্মা মনুষ্য-জাতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'পুরুষত্বে' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনুষ্য জাতিতেই আত্মা বলিতে আত্মানুসন্ধানভাব বিশেষভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

পূষানপত্যঃ পিষ্টাদো ভগ্নদন্তোঽভবৎ পুরা।
যোঽসৌ দক্ষায় কুপিতং জহাস বিবৃতদ্বিজঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—পূষা অনপত্যঃ (পুত্রবিহীনঃ আসীৎ যঃ পুরা দক্ষযজ্ঞে) ভগ্নদন্তঃ (দন্তহীনঃ অভূৎ) পিষ্টাদঃ (পশ্চাৎ পিষ্টকভক্ষকঃ) অভবৎ। পুরা (পূর্ব্বজন্মনি) যঃ অসৌ বিবৃতদ্বিজঃ (প্রকটিতদন্তঃ সন্) দক্ষায় কুপিতং (হরং) জহাস (উপহসিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পূষার কোন সন্তান হয় নাই। তিনি পুত্রহীন ও দন্তহীন ছিলেন। এইজন্য তিনি পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন। পূর্ব্বকালে দক্ষের প্রতি কুপিত হরকে দর্শন করিয়া তিনি আপনার দন্ত প্রকটিত করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার দন্তসমূহ ভগ্ন হইয়াছে ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ—কুপিতং রুদ্রমিতি শেষঃ। বিবৃতদ্বিজঃ প্রকটিতদন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুপিতং'—(চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত আছে পূর্ব্বে দক্ষের প্রতি) কুপিত রুদ্রকে, 'বিবৃতদ্বিজঃ'—দন্তবিকাশপূর্ব্বক উপহাস করায়, দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্র পূষার দন্ত ভঙ্গ করেন ॥ ৪৩ ॥

ত্বষ্টুর্দৈত্যাত্মজা ভার্য্যা রচনা নাম কন্যকা।
সন্নিবেশস্তয়োর্জজ্ঞে বিশ্বরূপঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যাত্মজা রচনা নাম কন্যকা ত্বষ্টুঃ ভার্য্যা তয়োঃ (ত্বষ্টুরচনয়োঃ চ) বীর্য্যবান্ সন্নিবেশঃ বিশ্বরূপঃ চ জজ্ঞে (জাতঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—দৈত্যকন্যা রচনা ত্বষ্টা-প্রজাপতির ভার্য্যা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে ও প্রজাপতির ঔরসে, মহাবলশালী সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যাত্মজা রচনা নাম কন্যা ত্বষ্টুর্ভার্য্যা। তয়োস্তাভ্যাম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যাত্মজা' — দৈত্যকন্যা রচনা প্রজাপতি ত্বষ্টার ভার্য্যা ছিলেন। 'তয়োঃ'—ত্বষ্টা এবং রচনা হইতে (সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপ নামক দুই বীর্য্যবান্ পুত্রের জন্ম হয়।) ॥ ৪৪ ॥

তং বব্রিরে সুরগণাঃ স্বস্রীয়ং দ্বিষতামপি।
বিমতেন পরিত্যক্তা গুরুণাঙ্গিরসেন যৎ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে দক্ষকন্যাবংশঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যৎ (যদ্যপি) দ্বিষতাম্ অপি (শত্রূণাম্ অপি দৈত্যানাং) স্বস্রীয়ং (ভাগিনেয়ং) তং (বিশ্বরূপং) বিমতেন (অবজ্ঞাতেন) আঙ্গিরসেন গুরুণা (বৃহস্পতিনা) পরিত্যক্তাঃ সুরগণাঃ বব্রিরে (পৌরোহিত্যে বৃতবন্তঃ) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যদিও বিশ্বরূপ চিরশত্রু দৈত্যগণের ভাগিনেয়, তথাপি কুলগুরু বৃহস্পতিকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত দেবগণ তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যৎ যদা বিমতেন অবজ্ঞাতেন বৃহস্পতিনা ত্যক্তাস্তদা গত্যন্তরাভাবাৎ দ্বিষতাং দৈত্যানাং দৌহিত্রমপি পৌরোহিত্যেন বব্রিরে ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিনাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্কন্ধস্য ষষ্ঠোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যখন দেবরাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন গত্যন্তর না থাকায় দেবগণ, 'দ্বিষতাং'—দৈত্যগণের দৌহিত্র হইলেও বিশ্বরূপকেই পৌরোহিত্য পদে বরণ করিয়াছিলেন ॥৪৫॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৬ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

কস্য হেতোঃ পরিত্যক্তা আচার্য্যেণাত্মনঃ সুরাঃ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ শিষ্যাণামক্রমং গুরৌ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার—

এই অধ্যায়ে দেবরাজ ইন্দ্রের অপরাধে দেবগুরু বৃহস্পতির দেব-পৌরোহিত্যত্যাগ এবং দেবগণের প্রার্থনায় ত্বষ্টৃতনয় দ্বিজবর বিশ্বরূপের দেব-পৌরোহিত্য অঙ্গীকার-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র যখন প্রেয়সী শচীদেবীসহ সুরসিংহাসনে আসীন হইয়া সিদ্ধচারণ, গন্ধর্ব্বাদি এবং দেবতাগণের সম্মিলনে গঠিত বিরাট্ রাজসভামধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি (ইন্দ্র) বিষয়-মদে মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হইয়া, তাঁহাকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যমদ অবগত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সভা হইতে অদৃশ্য হইলেন। পরক্ষণেই ইন্দ্র আপন ঐশ্বর্য্য-মত্ততা ও গুরুদেবের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় অনুভব করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন, এবং তখনই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য

উঠিয়া গুরুদেবের অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার এই গুর্ব্ববমাননা-জনিত অপরাধে অচিরেই সুররাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। দৈত্যগণ ঘোর যুদ্ধে দেবগণ-সহ দেবরাজকে পরাজয় করিয়া সুর-সিংহাসন অধিকার করিল। অবশেষে ইন্দ্র দেবগণসহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাদের অপরাধের জন্য তিরস্কার করিয়া, ত্বষ্টৃতনয় দ্বিজবর বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে দেবরাজ, বিশ্বরূপকেই পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদে দৈত্যগণকে পরাজয় এবং সুরসিংহাসন পুনরধিকার করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ভগবন্, আত্মনঃ আচার্য্যেণ (বৃহস্পতিনা) সুরাঃ কস্য হেতোঃ পরিত্যক্তাঃ (তেষাং) শিষ্যাণাং (ত্যাগকারণং যৎ) এতৎ গুরৌ আক্রমম্ (অপরাধম্) আচক্ষ্ব (বর্ণয়)। ॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্, কুলগুরু বৃহস্পতি নিজ শিষ্য দেবগণকে কেন পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবগণই বা গুরুর নিকটে কি অপরাধ করিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে গুরুণা ত্যক্তৈর্দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ।
বিশ্বরূপো গুরুত্বেন বৃতো ব্রহ্মোপদেশতঃ ॥ ০ ॥

আত্মনঃ শিষ্যাঃ সুরাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেবগণ, দৈত্যগণের দ্বারা পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে বিশ্বরূপকে গুরুত্বে (পৌরোহিত্যপদে) বরণ করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'আত্মনঃ'—নিজের শিষ্য দেবগণ (কিজন্য বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন ?) ॥ ১ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

ইন্দ্রস্ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যমদোল্লঙ্ঘিতসৎপথঃ।
মরুদ্ভির্বসুভীরুদ্রৈরাদিত্যৈর্ঋভুভির্নৃপ ॥ ২ ॥

বিশ্বেদেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ নাসত্যাভ্যাং পরিশ্রিতঃ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ পতগোরগৈঃ।
নিষেব্যমাণো মঘবান্ স্তূয়মানশ্চ ভারত ॥ ৪ ॥
উপগীয়মানো ললিতমাস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ।
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা ॥ ৫ ॥
যুক্তশ্চিহ্নৈঃ পারমেষ্ঠ্যৈশ্চামরব্যজনাদিভিঃ।
বিরাজমানঃ পৌলম্যা সহার্দ্ধাসনয়া ভৃশম্ ॥ ৬ ॥
স যদা পরমাচার্য্যং দেবানামাত্মনশ্চ হ।
নাভ্যনন্দত সম্প্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, (হে) ভারত, যদা ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যমদোল্লঙ্ঘিতসৎপথঃ (ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যমদেন উল্লঙ্ঘিতঃ সতাং পন্থা যেন সঃ) মরুদ্ভিঃ বসুভিঃ রুদ্রৈঃ আদিত্যৈঃ ঋভুভিঃ বিশ্বেদেবৈঃ চ সাধ্যৈঃ চ নাসত্যাভ্যাম্ (অশ্বিনীকুমারাভ্যাং চ) সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ ব্রহ্মবাদিভিঃ মুনিভিঃ চ পরিশ্রিতঃ (পরিবৃতঃ) বিদ্যাধরাপ্সরোভিঃ কিন্নরৈঃ চ পতগোরগৈঃ (পক্ষিভিঃ নাগগণৈঃ চ) নিষেব্যমাণঃ স্তূয়মানঃ চ আস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ (আস্থানং সভা তস্মিন্ অধ্যাসনং সিংহাসনং তদাশ্রিতঃ) মঘবান্ ইন্দ্রঃ (অপ্সরোগন্ধর্ব্বাদিভিঃ) ললিতং (যথা ভবতি তথা) উপগীয়মানঃ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা (চন্দ্রমণ্ডলবচ্চারুণা মনোহরেণ) পাণ্ডুরেণ (শ্বেতবর্ণেন) আতপত্রেণ (ছত্রেণ) অন্যৈঃ চ চামরব্যজনাদিভিঃ পারমেষ্ঠ্যৈঃ (মহারাজ-চিহ্নৈঃ চ) যুক্তঃ, অর্দ্ধাসনয়া (অর্দ্ধম্ আসনম্ এব আসনং যস্যাঃ তয়া) পৌলম্যা (স্ত্রিয়া সহ) ভৃশম্ (অতিশয়েন) বিরাজমানঃ সঃ (ইন্দ্রঃ) দেবানাম্ আত্মনশ্চ পরমাচার্য্যং সুরাসুরনমস্কৃতং (সুরাসুরৈঃ নমস্কৃতং বন্দিতং) মুনিবরং সম্প্রাপ্তং (সম্যক্ কৃপয়া আগতম্ অপি) বাচস্পতিং (বৃহস্পতিং) প্রত্যুত্থানা-সনাদিভিঃ ন অভ্যনন্দত। সভাগতং পশ্যন্নপি ইন্দ্রঃ আসনাৎ ন উচ্চচাল (আসনে এব স্থিতঃ অপি কিঞ্চিন্ন চলিতবান্) ॥ ২-৮ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ, একদা দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যলাভে মদোন্মত্ত হইয়া সৎপথ উল্লঙ্ঘন করতঃ মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ,

আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, সিদ্ধচারণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং ব্রহ্মবাদি-মুনি-গণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডল-মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নর, পতঙ্গ ও উরগগণ তাঁহার সেবা ও স্তব এবং অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমীপে সুললিত স্বরে গান করিতে-ছিল। তাঁহার মস্তকোপরি ধৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোহর শুভ্র রাজছত্র এবং চামর-ব্যজন প্রভৃতি মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর চিহ্নসমূহে বিরাজমান হইয়া তিনি স্বীয় আসনার্দ্ধে প্রেয়সী পত্নী শচীদেবীকে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে দেবগণের এবং দেব-রাজ ইন্দ্রের পরমগুরু এবং সুরাসুর সকলেরই নমস্য, মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। দেবরাজ ইন্দ্র সম্মুখে সুরগুরু বৃহস্পতিকে সমাগত দেখিয়াও সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া আসনাদি দ্বারা অভিনন্দন (অভ্যর্থনা) করিলেন না, এবং গুরুর গৌরবপ্রদর্শনার্থ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত (উত্থিত) হইলেন না ॥ ২-৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রো যদা সংপ্রাপ্তং বাচস্পতিং নাভ্যা-নন্দৎ তথা স স্বগৃহমাযযাবিত্যষ্টানামন্বয়ঃ। আস্থা-নং সভা তস্মিন্নধ্যাসনং সিংহাসনমাশ্রিতঃ; পারমে-ষ্ঠ্যৈর্মহারাজচিহ্নৈঃ। পৌলোম্যা শচ্যা; অর্দ্ধমাসন-মেবাসনং যস্যাস্তয়া সহ মৃগলোচনেতিবদাসনপদস্য বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ; আচার্য্যং বৃহস্পতিম্; অপ্রত্যুত্থানমেব স্পষ্টয়তি—বাচস্পতিমিতি। আসনাৎ আসনমারুহ্য স্থিতোঽপি কিমপি ন উচ্চচাল ন পস্পন্দে ॥ ২-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র যখন সভায় সমাগত দেবগুরু বৃহস্পতিকে অভিনন্দিত করিলেন না, তখন তিনি 'স্বগৃহম্ আযযৌ' (৯ম শ্লোক)—নিজগৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন, এই অষ্টম শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'আস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ'—আস্থান বলিতে সভা, সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 'পারমেষ্ঠৈঃ'—পারমেষ্ঠ বলিতে চামর ব্যজনাদি মহারাজচিহ্নের দ্বারা যুক্ত। 'পৌলোম্যা'—অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট শচীদেবীর সহিত বিরাজমান ইন্দ্র। অর্দ্ধেক আসনই আসন যাঁহার, সেই শচী-দেবীর সহিত। (এখানে 'অর্দ্ধাসন'—শব্দের ব্যাক-রণ বলিতেছেন—'অর্দ্ধং নপুংসকং'—এই সূত্রে সমাংশবাচী অর্দ্ধ-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, তাহার সহিত সমু-দয়বাচী শব্দের একদেশী সমাস হইয়া, পরে বহু-ব্রীহি সমাস হইয়াছে।) 'আচার্য্যং'—দেবগুরু বৃহ-স্পতিকে সভামধ্যে আসিতে দেখিয়াও। অপ্রত্যুত্থানই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'বাচস্পতিম্' ইত্যাদি। দেব-রাজ তাঁহাকে দেখিয়াও 'আসনাৎ'—নিজের আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না ॥ ২-৮ ॥

———

ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ।
আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীং বিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(তদা) শ্রীমদবিক্রিয়াং (শ্রীমদেন যা বিক্রিয়া তাং) বিদ্বান্ (জানন্ অপি) কবিঃ আঙ্গি-রসঃ (বৃহস্পতিঃ) প্রভুঃ (শাপাদিনা ইন্দ্রদণ্ডে সমর্থঃ অপি) তূষ্ণীং ততঃ (স্থানাৎ) নির্গত্য সহসা স্বগৃহম্ আযযৌ (গতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভাবি-কার্য্যবেত্তা বৃহস্পতি, দেবরাজের এইরূপ অসদ্ব্যবহার অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মত্ততা উপ-স্থিত হইয়াছে; তিনি ইন্দ্রকে শাপাদি দ্বারা শাস্তি-বিধান করিতে সমর্থ হইয়াও তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ হইতে নিজালয়ে মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ সভাতঃ কবিঃ এবং ভবিষ্যতীতি ভাবিকার্য্যবিজ্ঞঃ। প্রভুঃ শাস্তা সমর্থঃ। বিদ্বান্ গুর্ব্বমানহেতুত্বেন জনান্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই সভা হইতে। 'কবি'—বলিতে এইপ্রকার হইবে, এইরূপ ভবিষ্যৎ কার্য্যবিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ। 'প্রভুঃ'—শাস্তিপ্রদানে সমর্থ। 'বিদ্বান্'—শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবমাননা-হেতুই জনগণকে (ঐশ্বর্য্যমদে বিকারগ্রস্ত বুঝিয়া নিঃশব্দে নিজগৃহে গমন করিলেন) ॥ ৯ ॥

———

তর্হ্যেব প্রতিবুধ্যেন্দ্রো গুরুহেলনমাত্মনঃ।
গর্হয়ামাস সদসি স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তর্হি এব (তদৈব) ইন্দ্রঃ (অপি) আত্মনঃ

(স্বস্য) গুরুহেলনং (গুরোঃ বৃহস্পতেঃ হেলনম্ অপমানং) প্রতিবুধ্য (অনুস্মৃত্য) সদসি স্বয়ং (পরপ্রেরিতম্ অন্তরেণ) আত্মনা আত্মানং (নিজবুদ্ধিং) গর্হয়ামাস (নিন্দিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দেবগুরু বৃহস্পতি সভামণ্ডপ হইতে চলিয়া গেলে দেবরাজ বুঝিতে পারিলেন,—'আমি গুরুদেবকে অবমাননা করিয়াছি।' ইহা স্মরণ করিয়া ইন্দ্র আপনিই আপনাকে সভামধ্যে অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিবুদ্ধ্য শ্রীমদমদিরানিদ্রাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'প্রতিবুদ্ধ্য' — ঐশ্বর্য্যমদে মত্ততারূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশমূলক নিজ দোষ বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্র সভামধ্যেই নিজের নিন্দাবাক্য বলিতে লাগিলেন।) ॥ ১০ ॥

———

অহো বত ময়াসাধু কৃতং বৈ দভ্রবুদ্ধিনা।
যন্ময়ৈশ্বর্য্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—অহো ময়া কৃতং (কর্ম্ম) বৈ (নিশ্চিতম্) অসাধু (এব যতঃ) দভ্রবুদ্ধিনা (দভ্রা অল্পা বুদ্ধিঃ যস্য তেন অল্পমতিনা) ঐশ্বর্য্যমত্তেন যৎ ময়া গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ (তিরস্কৃতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অহো, আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ! আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া সভায় সমাগত গুরুদেবকে অভ্যর্থনা না করিয়া তিরস্কার করিয়াছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কাৎকৃতঃ তিরস্কৃতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'কাৎকৃতঃ'—তিরস্কার করা হইয়াছে (অর্থাৎ আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সভামধ্যে শ্রীগুরুদেবকে অভ্যর্থনা না করিয়া অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি।) ॥ ১১ ॥

———

কো গৃধ্যেৎ পণ্ডিতো লক্ষ্মীং ত্রিপিষ্টপপতেরপি।
যয়াহমাসুরং ভাবং নীতোঽদ্য বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) ত্রিপিষ্টপপতেঃ (মম ইন্দ্রস্য) অপি লক্ষ্মীং (সম্পদং) কঃ পণ্ডিতঃ (তস্যাঃ মাদকাদিদোষজ্ঞানবান্ কঃ বিবেকী) গৃধ্যেৎ (বাঞ্ছেৎ),—যয়া (সম্পদা) বিবুধেশ্বরঃ (বিবুধানাং সাত্ত্বিকানাং দেবানামীশ্বরঃ অপি) অহম্ অদ্য আসুরং ভাবম্ (অহঙ্কারং) নীতঃ (আশ্রিতঃ অস্মি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমি সাত্ত্বিক-প্রকৃতি দেবগণের রাজা হইয়াও সামান্য-ধনমদে মত্ত হইয়া আজ যে অহঙ্কারগ্রস্ত হইয়াছি, কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমার এই ধনকে প্রার্থনা করিবে ? হায়, আমার এই অর্থে ধিক্ !! ১২॥

বিশ্বনাথ—স্বসম্পত্তিরেব তিরস্কারহেতুত্বেন জ্ঞাত্বা নিন্দতি—কো গৃধ্যেৎ বাঞ্ছেৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ ঐশ্বর্য্যই তিরস্কারের (অবমাননার) কারণ জানিয়া নিন্দা করিতেছেন—'কো গৃধ্যেৎ'—কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি এই স্বর্গরাজ্যের ঐশ্বর্য্য কামনা করিবে ? (যেহেতু আজ আমি এই ঐশ্বর্য্যের জন্যই আসুরভাবাপন্ন হইয়াছি) ॥ ১২ ॥

———

যো পারমেষ্ঠ্যং ধিষণমধিতিষ্ঠন্ন কঞ্চন।
প্রত্যুত্তিষ্ঠেদিতি ব্রূয়ুর্ধর্ম্মং তে ন পরং বিদুঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যঃ পারমেষ্ঠ্যং ধিষণং (মহারাজ সিংহাসনম্) অধিতিষ্ঠন্ (জনঃ ব্রাহ্মণাদিঃ) কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্যুত্তিষ্ঠেৎ ইতি (যে) ব্রূয়ুঃ (কথয়ন্তি) তে পরম্ (উৎকৃষ্টং) ধর্ম্মং ন বিদুঃ (জানন্তি) ॥১৩॥

অনুবাদ—মহারাজ চক্রবর্ত্তীর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজা-ব্রাহ্মণাদি কাহারই অভ্যর্থনার্থ সিংহাসন হইতে প্রত্যুত্থান করি না,—ইহা যাহারা বলিয়া থাকে, তাহারা উৎকৃষ্টধর্ম্ম জানে না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সিংহাসনস্থো রাজা কমপি নাভ্যুত্তিষ্ঠেদিতি নীতিশাস্ত্রজ্ঞা আহুঃ ? সত্যং, তে ভ্রান্তা এবেত্যাহ—যে ইতি। পারমেষ্ঠ্যং ধিষণং পরমেষ্ঠিনোঽপ্যাসনম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নীতিশাস্ত্রবিদ্গণ বলেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা অপর কাহাকেও দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিবেন না, ইহার উত্তরে—হ্যাঁ, তাহারা ভ্রান্তই, ইহা বলিতেছেন—'যে' ইত্যাদি (অর্থাৎ এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা পরম ধর্ম্ম জানেন না)। 'পারমেষ্ঠ্যং'—বলিতে ব্রহ্মার

আসনে উপবিষ্ট থাকিলেও (শ্রীগুরুবর্গকে দেখিয়া প্রত্যুত্থানাদিপূর্ব্বক সম্মাননা করিতে হইবে—ইহাই পরম ধর্ম্ম, এই ভাবার্থ) ॥ ১৩ ॥

———

তেষাং কুপথদেষ্টৄণাং পততাং তমসি হ্যধঃ।
যে শ্রদ্দধুর্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ্লবা ইব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অধঃ তমসি পততাং কুপথদেষ্টৄণাং (কুমার্গে প্রবর্ত্তকানাং) তেষাং বচঃ যে শ্রদ্দধুঃ (বিশ্বসন্তি) তে বৈ (নিশ্চিতম্) অশ্মপ্লবা ইব (অশ্মময়ঃ প্লবঃ যেষাং তে যথা মজ্জন্তং প্লবম্ অনুমজ্জন্তি তদ্বৎ) মজ্জন্তি (নরকাদি-দুঃখেষু নিমগ্না ভবন্তি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যাহারা তমোরাশির অধোদেশে পতিত এবং কুপথের উপদেশ দিয়া থাকে, যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে তাহাদের বাক্য বিশ্বাস করে, তাহারা প্রস্তরময় নৌকায় পার হইতে অভিলাষী ব্যক্তিদিগের ন্যায় অধঃপতিত হয় মাত্র ; যেমন পাষাণ-তরী প্রথমতঃ নিজেই, তৎপর উহার আরোহী জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ প্রথমতঃ কুপথের উপদেশক স্বয়ং নরকে মগ্ন হইয়া পরে শিষ্যকেও নরকে মগ্ন করে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অশ্মময়ঃ প্লবো যেষাং তে যথা মজ্জন্তং প্লবমনুমজ্জন্তি তথেতি, রাজনীত্যুপদেষ্টৃষু স্বসভ্যেষু কোপো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্মপ্লবাঃ ইব'—প্রস্তররচিত নৌকা যাহাদের, তাহারা যেরূপ নিমজ্জমান নৌকার সহিত নিজেরাই জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ (কুমার্গের উপদেষ্টাগণের কথায় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারাও সেই উপদেশকগণের সঙ্গেই অধোগামী হইয়া থাকে)। ইহার দ্বারা নিজ সভ্যগণের প্রতি কোপ ব্যক্ত হইল ॥ ১৪ ॥

———

অথাহমমরাচার্য্যমগাধধিষণং দ্বিজম্।
প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) অগাধধিষণম্ (অগাধা ধিষণা যস্য তং সর্ব্বজ্ঞম্) অমরাচার্য্যম্ (অমরাণাম্ আচার্য্যং) দ্বিজং (ব্রাহ্মণত্বাৎ কৃপালুং বৃহস্পতিং) নিশঠঃ (শাঠ্যহীনঃ সন্) অহং শীর্ষ্ণা (মস্তকেন) তচ্চরণং স্পৃশন্ (প্রসাদয়িষ্যে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যাহা হউক, আমি এখন সরলভাবে শাঠ্যহীন হইয়া অবনত মস্তকে অগাধ ধীমান্, দেবগুরু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিব ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদস্যাং বিপত্তৌ কঃ খলূপায়ঃ ক্ষণং বিমৃশ্য স্বয়মেবাহ—অথাহমিতি। নিশঠঃ শাঠ্যহীনঃ সন্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে এই বিপদে কি উপায় ? এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ দেবরাজ নিজেই বলিতেছেন—'অথাহম্' ইত্যাদি। 'নিশঠঃ' —শঠতা ত্যাগ করিয়া (অগাধবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণকে নিজ মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শসহকারে প্রসন্ন করিব।) ॥ ১৫ ॥

———

এবং চিন্তয়তস্তস্য মঘোনো ভগবান্ গৃহাৎ।
বৃহস্পতির্গতোঽদৃশ্যাং গতিমধ্যাত্মমায়য়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং তস্য মঘোনঃ (ইন্দ্রস্য স্ব-সভায়াং) চিন্তয়তঃ (সতঃ) বৃহস্পতিঃ ভগবান্ (যতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ) অতঃ তদভিপ্রায়ং ভাবিকার্য্যং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা) অধ্যাত্মমায়য়া (অধিকয়া উৎকৃষ্টয়া আত্মনঃ মায়য়া শক্ত্যা স্বগৃহাদপি) অদৃশ্যাম্ (অন্তর্দ্ধানলক্ষণাং) গতিং (স্থিতিং) গতঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ এইরূপ চিন্তা (অনুতাপ) করিতেছেন, জানিতে পারিয়া ভগবান্ বৃহস্পতি স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আত্মমায়া-দ্বারা সত্বর অদৃশ্যগতি লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—চিন্তয়তঃ চিন্তয়ন্তং মঘবন্তমনাদৃত্য। অধিকয়া আত্মনো মায়য়া ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিন্তয়তঃ'—এইরূপ চিন্তাকারী ইন্দ্রকে অনাদর করিয়া, (এখানে অনাদরে ষষ্ঠী)। 'অধ্যাত্ম-মায়য়া'—সমধিক নিজ মায়াবলে (বৃহস্পতি গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন।) ॥১৬

———

গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্।
ধ্যায়ন্ ধিয়া সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম্ম নালভতাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা চ) ভগবান্ স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ) গুরোঃ সংজ্ঞাং (জ্ঞানোপায়ং) পরীক্ষন্ (পরিত ঈক্ষমাণঃ অপি) নাধিগতঃ (অপ্রাপ্তঃ সন্ অপি) ধিয়া ধ্যায়ন্ (তদা গুরুবৈমুখ্যেন রক্ষকাভাবাৎ অসুরেভ্যঃ কথম্ অস্মাকং নির্ব্বাহঃ ভবিষ্যতীতি ধিয়া ধ্যায়ন্) সুরৈঃ (সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ) যুক্তঃ অপি আত্মনঃ (মনসঃ) শর্ম্ম (স্বাস্থ্যং) ন অলভত ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তৎপর যখন দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণ-সহ ইতস্ততঃ পরীক্ষা করিয়াও দেবগুরু বৃহস্পতির অনুসন্ধান পাইলেন না, তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়, গুরুদেব বিমুখ হইয়াছেন, আমাদের আর কোন উপায় নাই! দেবরাজ এইরূপ সকল দেবগণের সহিত যুক্ত থাকিয়াও মনে কোন শান্তি পাইলেন না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সংজ্ঞাং জ্ঞানোপায়ং পরীক্ষন্ পরিতঃ ঈক্ষমাণোঽপি নাধিগতঃ অপ্রাপ্তঃ সন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংজ্ঞাং'—দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও, বৃহস্পতির সন্ধানের কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ১৭ ॥

———

তচ্ছ্রুত্বৈবাসুরাঃ সর্ব্বে আশ্রিত্যৌশনসং মতম্।
দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুর্দুর্ম্মদা আততায়িনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ শ্রুত্বা এব (তদ্ বৃহস্পতেঃ বৈমনস্যং শ্রুত্বা এব) দুর্ম্মদাঃ সর্ব্বে অসুরাঃ ঔশনসং মতং (শুক্রাচার্য্যস্য সম্মতিম্) আশ্রিত্য আততায়িনঃ (গৃহীতশস্ত্রাঃ সন্তঃ) দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুঃ (তেষাং নাশায় যুদ্ধং চক্রুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ – এদিকে দুষ্টমতি আততায়ী অসুরগণ দেবরাজের এইরূপ দুর্দ্দশার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের সম্মতি-অনুসারে অস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যোগী হইল॥১৮॥

———

তৈর্বিসৃষ্টেষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নিভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহেন্দ্রা নতকন্ধরাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তৈঃ (অসুরৈঃ) তীক্ষ্ণৈঃ বিসৃষ্টেষুভিঃ (নিক্ষিপ্তৈঃ শরৈঃ) নির্ভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ (নির্ভিন্নানি অঙ্গানি উদরশির আদীনি উরবঃ বাহবশ্চ যেষাং তে তথাভূতাঃ) নতকন্ধরাঃ (লজ্জয়া আনতাঃ কন্ধরাঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) সহেন্দ্রাঃ (ইন্দ্রেন সহিতাঃ দেবাঃ) ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ (আশ্রয়ং গতাঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অসুরগণের তীক্ষ্ণবাণাঘাতে দেবগণের মস্তক, উরুঃ, বাহু প্রভৃতি অঙ্গসমূহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অবনত মস্তকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥১৯॥

———

তাংস্তথাভ্যর্দ্দিতান্ বীক্ষ্য ভগবানাত্মভূরজঃ।
কৃপয়া পরয়া দেব উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তান্ (দেবান্) তথা অভ্যর্দ্দিতান্ (তথোক্তপ্রকারেণ অসুরৈঃ অভ্যর্দ্দিতান্ পীড়িতান্) বীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া পরিসান্ত্বয়ন্ (তান্ সান্ত্বয়িত্বা) ভগবান্ অজঃ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) উবাচ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ – ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দৈত্যদিগের বাণাঘাতে দেবগণকে ঐরূপ কাতরভাবে আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

———

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অহোবত সুরশ্রেষ্ঠা হ্যভদ্রং বঃ কৃতং মহৎ।
ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং দান্তমৈশ্বর্য্যান্নাভ্যনন্দত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) সুরশ্রেষ্ঠাঃ, ঐশ্বর্য্যাৎ (ঐশ্বর্য্যমদাৎ) ব্রাহ্মণং দান্তং (বশীকৃতচিত্তং) ব্রহ্মিষ্ঠং (ব্রহ্মজ্ঞানিনং যৎ) নাভ্যনন্দত (নাভিনন্দিতবন্তঃ) অহো বত ! (তৎ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) মহৎ অভদ্রম্ (অন্যার্য্যম্ এব) কৃতম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সমাগত ব্রহ্মজ্ঞানী, ইন্দ্রিয়দমশীল, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে অভ্যর্থনা কর নাই। অহো, তোমরা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ! ২১ ।

———

তস্যায়মনয়স্যাসীৎ পরেভ্যো বঃ পরাভবঃ।
প্রক্ষীণেভ্যঃ স্ববৈরিভ্যঃ সমৃদ্ধানাঞ্চ যৎ সুরাঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরাঃ, স্ববৈরিভ্যঃ (স্বয়ম্ এব বৈরিণঃ হন্তারঃ যেষাং তেভ্যঃ পূর্ব্বং ভবদ্ভিঃ এব পরাভূতেভ্যঃ) প্রক্ষীণেভ্যঃ পরেভ্যঃ (দৈত্যেভ্যঃ) বঃ (যুষ্মাকং) সমৃদ্ধানাম্ (অপি) যৎ (যঃ) পরাভবঃ (স এব) তস্য (এব) অনয়স্য (অন্যায়স্য কর্ম্মণঃ) অয়ং (ফলরূপঃ) আসীৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই অন্যায়াচরণের ফলেই শত্রু অসুরদিগের নিকট তোমাদের এই পরাজয়। নচেৎ তোমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াও তাহাদের নিকটে পরাভূত হইতেছ কেন? হে দেবগণ, তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ক্ষীণবল হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পরেভ্যঃ অন্যেভ্যঃ সকাশাৎ, কেভ্যঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরেভ্যঃ'—অন্যের নিকট হইতে। 'কেভ্যঃ'?—কাহাদের নিকট হইতে? (তাহাতে বলিতেছেন—এতকাল তোমরা সমৃদ্ধিশালী হইয়া যাহাদিগকে বধ করিয়াছ, সেই ক্ষীণবল শত্রুগণের নিকট হইতেই সম্প্রতি তোমাদের এই যে পরাজয়, তাহা সেই অন্যায় কার্য্যেরই ফল।) ॥২২॥

———

মঘবন্ দ্বিষতঃ পশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্ব্বতিক্রমাৎ।
সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ।
আদদীরন্ নিলয়নং মমাপি ভৃগুদেবতাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মঘবন্, (পূর্ব্বং) গুর্ব্বতিক্রমাৎ (গুরোঃ অতিক্রমাৎ) প্রক্ষীণান্ (অপি) দ্বিষতঃ (শত্রূন্) সম্প্রতি কাব্যং (শুক্রং গুরুম্) আরাধ্য (উপসেব্য) ভূয়ঃ উচিতান্ পশ্য; (যতঃ) ভৃগুদেবতাঃ (ভৃগুঃ শুক্রঃ দেবতা যেষাং তে) মমাপি নিলয়নং (স্থানম্) আদদীরন্ (গৃহ্নীয়ুঃ; গুরুসৎকারতিরস্কারাবেব সম্পদ্বিপদোর্হেতুঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্র, পূর্ব্বে তোমাদের শত্রু দৈত্যগণ গুরুকে অতিক্রম করিয়া কিরূপ ক্ষীণবল হইয়াছিল, আর সম্প্রতি তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক গুরু শুক্রাচার্য্যকে আরাধনা করিয়া পুনরায় কিরূপ বলশালী হইয়া উঠিয়াছে, দেখ। শুক্রাচার্য্যের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত গুরুভক্তি থাকাতেই তাহাদের এত শক্তি হইয়াছে যে, তাহারা আমার আবাসস্থানও অনায়াসে হরণ করিয়া লইয়াছে, (দেখ, গুরুর প্রতি সম্মান ও অপমানই লোকের সম্পদ্ ও বিপদের কারণ) ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—গুরুতিরস্কার-সৎকারাবেব বিপৎ-সংপদোঃ কারণমিত্যসুরদৃষ্টান্তেনৈবাহ—মঘবন্নিতি। অদ্যৈষাং তথাবলং দৃশ্যতে যথা মমাপি নিলয়নং সত্যলোকম্ আদদীরন্; তত্র হেতুঃ—ভৃগুদেবতাঃ গুরুভক্তাঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অবমাননা এবং সম্মাননাই লোকের বিপদ ও সম্পদের কারণ—ইহা অসুরগণের দৃষ্টান্তের দ্বারাই বলিতেছেন—'মঘবন্' ইত্যাদি। (শুক্রাচার্য্যের ভক্তিসহকারে আরাধনার ফলে) আজ দৈত্যগণের এরূপ বল দেখা যাইতেছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে আমার স্থান সত্যলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইতে পারে। তাহার হেতু—'ভৃগুদেবতাঃ', অর্থাৎ সেই দৈত্যগণ গুরুভক্ত ॥ ২৩ ॥

———

ত্রিপিষ্টপং কিং গণয়ন্ত্যভেদ্য-
মন্ত্রা ভৃগূণামনুশিক্ষিতার্থাঃ।
ন বিপ্রগোবিন্দগবীশ্বরাণাং
ভবন্ত্যভদ্রাণি নরেশ্বরাণাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অভেদ্যমন্ত্রাঃ (অভেদ্যঃ মন্ত্রঃ মন্ত্রণা যেষাং তে) ভৃগূণাং (শুক্রাচার্য্যাণাম্) অনুশিক্ষিতার্থাঃ (অনুশিক্ষিতম্ এব অর্থঃ পুরুষার্থত্বেন উপাদেয়ঃ যেষাং তে দৈত্যাঃ) ত্রিপিষ্টপং কিং গণয়ন্তি? (যতঃ) বিপ্রগোবিন্দগবীশ্বরাণাং (বিপ্রাঃ গোবিন্দঃ গাবশ্চ ঈশ্বরাঃ অনুগ্রাহকাঃ যেষাং তেষাং) নরেশ্বরাণাম্ অভদ্রাণি ন (নৈব) ভবন্তি। (অতঃ যাবদ্দৈত্যানাং বিপ্রাদয়ঃ অনুগ্রাহকাঃ তাবৎ তেষাম্ অভদ্রাণি ন ভবিষ্যন্তি। যদা ভবতাম্ অপি বিপ্রাদ্যাঃ অনুগ্রাহকাঃ ভবিষ্যন্তি তদা ভবতাম্ অপি দুঃখশান্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্যের শিষ্য দৈত্যগণ আজ অভেদ্যমন্ত্র হইয়া দেবগণকে গণনাই করিতেছে না!

দেখ, গোব্রাহ্মণগণ এবং ভগবান্ গোবিন্দ যে নৃপতিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহাদের কখনও অমঙ্গল হয় না, (তদ্ব্যতীত অন্যান্য জনগণের সর্ব্বদা পদে পদে অশুভ ঘটে, জানিবে) ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র সামদানদণ্ডা উপায়াঃ ন সম্ভবন্তো দৃশ্যন্তে। ভেদোঽপ্যশক্য ইত্যাহ—ন ভেদ্যঃ মন্ত্রো মন্ত্রণা যেষাং তে। সর্ব্বত্র হেতুঃ—ভৃগূণাং শুক্রাচার্য্যাণাম্ অনুশিক্ষিতমেব অর্থঃ পুরুষার্থত্বেনোপাদেয়ো যেষাং তে। ননু তর্হি কিং বয়ং মরিষ্যাম এবেতি তত্র সাশ্বাসমাহ—ন বিপ্রেতি। বিপ্রা গোবিন্দো গাব ঈশ্বরা অনুগ্রাহকা যেষাং তেষাম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে সাম, দান ও দণ্ড উপায়সমূহ কোন কার্য্যকর হইবে না দেখা যাইতেছে। ভেদনীতিও অশক্য, ইহা বলিতেছেন—'অভেদ্যমন্ত্রাঃ'—যাহাদের মন্ত্রণা অপরের জানার উপায় নাই, সেই অসুরগণ। সর্ব্বত্র কারণ—'ভৃগূণাং', অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যের (এখানে গৌরবে বহুবচন), 'অনুশিক্ষিতার্থঃ'—তাঁহার অনুশিক্ষিতই 'অর্থ'—বলিতে পুরুষার্থরূপে গ্রহণীয় যাহাদের, সেই অসুরগণ। দেখুন—তাহা হইলে কি আমরা মরিয়াই যাইব ? তাহাতে আশ্বাস দিতেছেন—'ন বিপ্র-' ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ, স্বয়ংভগবান্ গোবিন্দ এবং গো-সমূহ যাহাদের অনুগ্রাহক, (সেই সকল নরপতিগণের কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না।)॥ ২৪ ॥

তদ্বিশ্বরূপং ভজতাশু বিপ্রং
তপস্বিনং ত্বাষ্ট্রমথাত্মবন্তম্ ।
সভাজিতোঽর্থান্ স বিধাস্যতে বো
যদি ক্ষমিষ্যধ্বমুতাস্য কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) তপস্বিনং ত্বাষ্ট্রং (ত্বষ্টুঃ পুত্রম্) আত্মবন্তং (স্বাধীনং) বিশ্বরূপং বিপ্রম্ আশু (শীঘ্রং) ভজতঃ ; যদি অস্য (বিশ্বরূপস্য) কর্ম্ম (অসুরপক্ষপাতরূপং) ক্ষমিষ্যধ্বম্ ; (তত্তদা) সঃ (যুষ্মাভিঃ) সভাজিতঃ (সৎকৃতঃ সন্) অথ (অনন্তরম্ এব) বঃ (যুষ্মাকম্) অর্থান্ (মনোরথান্) বিধাস্যতে (সাধয়িষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ, এখন তোমরা একটী কার্য্য কর ; তপস্বী ও আত্মজ্ঞানী ত্বষ্টৃতনয় 'বিশ্বরূপ'-নামক ব্রাহ্মণকে শীঘ্র যাইয়া গুরুরূপে ভজন কর। তোমাদের সৎকারে (পূজায়) সন্তুষ্ট হইলে তিনি তোমাদের অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি বিধান করিবেন। অসুরগণের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতরূপ দোষ, তোমরা গ্রহণ করিবে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ অয়মেব সংপ্রত্যুপায় ইত্যাহ—বিশ্বরূপং গুরুত্বেন ভজত ; যদ্‌যস্য বিশ্বরূপস্য কর্ম্ম অসুরপক্ষপাতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্'—অতএব সম্প্রতি ইহাই উপায়, ইহা বলিতেছেন—বিশ্বরূপকে গুরুরূপে ভজন (সেবা) কর, যদি বিশ্বরূপের (অসুরপক্ষপাতরূপ) কর্ম্ম তোমরা ক্ষমা করিতে পার ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ত এবমুদিতা রাজন্ ব্রহ্মণা বিগতজ্বরাঃ ।
ঋষিং ত্বাষ্ট্রমুপব্রজ্য পরিষ্বজ্যেদমব্রুবন্ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, তে (দেবাঃ) ব্রহ্মণা এবমুদিতাঃ (উক্তাঃ) বিগতজ্বরাঃ (অতএব বিগতঃ জ্বরঃ অসুরজনিতঃ সন্তাপঃ যেষাং তে নিশ্চিন্তাঃ সন্তঃ) ত্বাষ্ট্রং (বিশ্বরূপং) ঋষিম্ উপব্রজ্য পরিষ্বজ্য (চ) ইদম্ অব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ, ব্রহ্মা এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলে দেবগণের সন্তাপ কিঞ্চিৎ দূর হওয়ায় ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপ-ঋষির সমীপে তাঁহারা গমন করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ—

বয়ং তেঽতিথয়ঃ প্রাপ্তা আশ্রমং ভদ্রমস্তু তে ।
কালঃ সম্পাদ্যতাং তাত পিতৄণাং সময়োচিতঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচু,—(হে) তাত, তে (তব) ভদ্রম্ অস্তু। বয়ম্ অতিথয়ঃ (যাচকাঃ) তে (তব) আশ্রমং প্রাপ্তাঃ (অতঃ হে তাত,) পিতৄণাম্ (অস্মাকং) সময়োচিতঃ (এতৎকালযোগ্যঃ) কাম (মনোরথঃ) সম্পাদ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দেবগণ কহিলেন, হে তাত,—তোমার মঙ্গল হউক্, আমরা দেবগণ অতিথিরূপে তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তুমি পিতৃগণের সময়োচিত কামনা পূরণ কর ॥ ২৭ ॥

———

পুত্রাণাং হি পরো ধর্ম্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং সতাম্।
অপি পুত্রবতাং ব্রহ্মন্ কিমুত ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, পুত্রবতাং (পুত্রাদিপোষণ-ব্যাপৃতাণাম্ অপি) সতাং পুত্রাণাং পরঃ উৎকৃষ্টঃ ধর্ম্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং (পিতৄণাং শুশ্রূষণং সেবনম্ এব) ব্রহ্মচারিণাং (পুত্রাদ্যভাবেন তৎপোষণচিন্তা-রহিতানাং ভবাদৃশানাং তু পিতৃসেবা পরোধর্ম্মঃ ইতি) কিমুত বক্তব্যম্ ? ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, যাহারা পুত্রবান্ সেই পিতৃ-গণের শুশ্রূষাই সৎ পুত্রদিগের পরমধর্ম্ম, যাঁহারা—ব্রহ্মচারী, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ২৮ ॥

———

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্মূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎক্ষিতেস্তনুঃ ॥ ১৯
দয়ায়া ভগিনী মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্যাত্মাতিথিঃ স্বয়ম্।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) আচার্য্যঃ (উপনয়নপূর্ব্বকং সাঙ্গোপনিষদ্বেদাধ্যাপকঃ সঃ) ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মূর্ত্তিঃ, পিতা প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) মূর্ত্তিঃ, ভ্রাতা মরুৎপতেঃ (ইন্দ্রস্য) মূর্ত্তিঃ, মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেঃ তনুঃ, ভগিনি দয়ায়াঃ মূর্ত্তি, অতিথিঃ (অজ্ঞাতপূর্ব্বঃ গৃহাগতঃ) স্বয়ং ধর্ম্মস্য আত্মা (মূর্ত্তিঃ), অভ্যাগতঃ (জ্ঞাতপূর্ব্বঃ সঃ) অগ্নেঃ মূর্ত্তিঃ ; সর্ব্বভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি) আত্মনঃ (সর্ব্বাত্মনঃ) ভগবতঃ মূর্ত্তয়ঃ অতঃ সর্ব্বভূতেষু আত্ম-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—যিনি উপনয়ন প্রদান-পূর্ব্বক সাঙ্গোপ-নিষদ্-বেদ অধ্যয়ন করান, সেই আচার্য্য—বেদের মূর্ত্তি, পিতা—ব্রহ্মার মূর্ত্তি, ভ্রাতা—ইন্দ্রের মূর্ত্তি. মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর মূর্ত্তি, ভগিনী—দয়ার মূর্ত্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্ম্মের মূর্ত্তি, অভ্যাগত—অগ্নিদেবের মূর্ত্তি, এবং ভূতসমূহ—(সর্ব্বাত্মক) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি ; (অতএব সকল প্রাণীতেই আত্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য) ॥ ২৯-৩০

বিশ্বনাথ—আচার্য্যো বেদাধ্যাপকঃ ; ব্রহ্মণো বেদস্য ; মরুৎপতেরিন্দ্রস্য। অতিথিস্তু ধর্ম্মস্যাত্মৈব মূর্ত্তিরিতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। আত্মনঃ পরমে-শ্বরস্য ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আচার্য্যঃ'—যিনি বেদের অধ্যাপক, তিনি 'ব্রহ্মণঃ', অর্থাৎ সাক্ষাৎ বেদের মূর্ত্তি। 'মরুৎপতেঃ'—ইন্দ্রের মূর্ত্তি ভ্রাতা। কিন্তু অতিথি ধর্ম্মেরই আত্মা, তাঁহার মূর্ত্তি, ইহা কি বক্তব্য—এই ভাব। 'আত্মনঃ'—পরমেশ্বরের (মূর্ত্তিস্বরূপ নিখিল প্রাণিবর্গ।) ॥ ২৯-৩০ ॥

———

তস্মাৎ পিতৄণামার্ত্তানামার্ত্তিং পরপরাভবম্।
তপসাপনয়ংস্তাত সন্দেশং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, তস্মাৎ পিতৄণাম্ আর্ত্তা-নাম্ (অস্মাকং) পরপরাভবং (পরেভ্যঃ শত্রুভ্য পরা-ভবরূপাম্) আর্ত্তিং তপসা (স্বতপসা) অপনয়ন্ সন্দেশম্ (অস্মদর্থিতং) কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, আমরা শত্রুগণের নিকট পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের সেই পরপরাভবরূপ দুঃখ তুমি স্বীয় তপোবলে দূর করিয়া আমাদের প্রার্থনা পালন করিতে সমর্থ ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—নন্বলং ধর্ম্মোপদেশস্তুতিভ্যাং, বিব-ক্ষিতং ব্রূতেত্যত আহুঃ—তস্মাদিতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্মোপদেশ ও স্তুতির দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই, যাহা বিবক্ষিত (বলিবার অভি-প্রায়), তাহা বলুন, ইহাতে বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি (অর্থাৎ পীড়িত পিতৃগণ আমাদের শত্রুকৃত পরাভব-জনিত পীড়াসমূহ নিজ তপস্যাদ্বারা দূর করিয়া আমাদের প্রার্থনা রক্ষা কর) ॥ ৩১ ॥

———

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্।
যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মিষ্ঠং (ব্রহ্মনিষ্ঠং) ব্রাহ্মণং গুরুং ত্বা উপাধ্যায়ং (ত্বা ত্বাম্ উপাধ্যায়ং) বৃণীমহে ; যথা (যেন উপাধ্যায়বরণপ্রকারেণ) তব অঞ্জসা (অনা-

য়াসেন এব) সগত্বান্ (স্বশত্রূন্ বিজেষ্যামঃ) ।।৩২।।

অনুবাদ—তুমি—ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞানী) ব্রাহ্মণ, অতএব বর্ণমাত্রেরই গুরু, আমরা তোমাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিতেছি, কারণ, তোমার তপোবলপ্রভাবে অনায়াসেই আমরা শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাং গুরুং গুরুত্বেন বৃণীমহে। প্রয়োজনমাহুর্যথেতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বা'—তোমাকে গুরুরূপে আমরা বরণ করিতেছি। প্রয়োজন বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি (যাহাতে তোমার তেজঃপ্রভাবে শত্রুগণকে আমরা জয় করিতে পারি।) ॥ ৩২ ॥

ন গর্হয়ন্তি হ্যর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্‌ঘ্র্যভিবাদনম্।
ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়ো জ্যৈষ্ঠস্য কারণম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, অর্থেষু (প্রয়োজন-নিমিত্তং) হি যবিষ্ঠাঙ্‌ঘ্র্যভিবাদনং (যবিষ্ঠস্য কনিষ্ঠস্য অঙ্‌ঘ্র্যভিবাদনং) ন গর্হয়ন্তি (বৃদ্ধাঃ ; বস্তুতস্তু) ছন্দোভ্যঃ অন্যত্র (বেদজ্ঞানং বিহায়) ন বয়ঃ জৈষ্ঠস্য (জ্যেষ্ঠত্বস্য কারণং কিন্তু বেদজ্ঞত্বমেব জ্যেষ্ঠত্বস্য কারণম্) ॥ ৩৩

অনুবাদ—আমাদের কনিষ্ঠ বলিয়া তুমি মনে কোন নিন্দার আশঙ্কা করিও না, কারণ প্রয়োজনানুসারে কনিষ্ঠের পদবন্দনা করিলেও কোন নিন্দা হয় না ; বাস্তবিক দেখ, মন্ত্রকার্য্য ব্যতীত অন্যত্রই বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণ উপস্থিত হয়, অতএব মন্ত্র প্রদান করিলে তুমিই আমাদের জ্যেষ্ঠ হইবে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মাং গুরুং কুরুথেতি চেৎ ভ্রাতুষ্পুত্রত্বেন কনিষ্ঠস্য কথং মমাভিবাদনং করিষ্যথেতি তত্রাহঃ —নেতি। ছন্দোভ্যোঽন্যত্র অন্যেষু ব্যবহারিককৃত্যেষু যবিষ্ঠাঙ্‌ঘ্র্যভিবাদনং ন গর্হয়ন্তি ন অপি তু গর্হয়ন্ত্যেব ; যতো বয় এব জ্যেষ্ঠত্বস্য কনিষ্ঠত্বস্য চ কারণম্ অধিকবয়স্ত্বে জ্যেষ্ঠঃ ; অল্পবয়স্ত্বে কনিষ্ঠ ইতি। ছন্দস্‌সু বৈদিককৃত্যেষু ন, তু তত্র ছন্দোজ্ঞত্বমেব জ্যেষ্ঠত্বস্য কারণমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তব বেদজ্ঞত্বাধিক্যাৎ ত্বমেবাস্মাকং পৌরোহিত্যং কুর্ব্বন্ মন্ত্রপ্রদো গুরুর্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আমাকে যদি গুরুত্বে বরণ করেন, তাহা হইলে ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে কনিষ্ঠ আমার অভিবাদন কিপ্রকারে করিবেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি (অর্থাৎ বেদজ্ঞান বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র বয়সদ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব বিচার্য্য হয় না)। 'ছন্দোভ্যোঽন্যত্র'—বেদজ্ঞান ব্যতীত অন্য ব্যবহারিক কার্য্যে কনিষ্ঠের পদবন্দনা নিন্দনীয় নহে, তাহা নহে, কিন্তু উহা নিন্দনীয়ই, যেহেতু বয়সই জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের কারণ, বয়সে বড় হইলে জ্যেষ্ঠ, আর বয়সে ছোট হইলে কনিষ্ঠ—এইরূপ লোকব্যবহার। 'ছন্দস্‌সু'—কিন্তু বৈদিককৃত্যসমূহে তদ্রূপ নহে, সেখানে ছন্দোজ্ঞত্বই (বেদজ্ঞত্বই) জ্যেষ্ঠত্বের কারণ—এই অর্থ। অতএব তোমার বেদজ্ঞত্বের আধিক্যহেতু তুমিই আমাদের পৌরোহিত্য করিয়া মন্ত্রপ্রদ গুরু হইবার যোগ্য—এই ভাব (অর্থাৎ তুমি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও বেদজ্ঞ বলিয়া আমাদের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং আমাদের প্রণম্য) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে মহাতপাঃ।
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—মহাতপাঃ সঃ বিশ্বরূপঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে অভ্যর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ বৃতঃ চ) প্রসন্নঃ (প্রীতঃ সন্) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) গিরা তান্ আহ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—দেবগণ মহাতপাঃ বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে প্রার্থনা করিলে, তিনি দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সুমধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ—

বিগর্হিতং ধর্ম্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চ্চউপব্যয়ম্।
কথং নু মদ্বিধো নাথা লোকেশৈরভিযাচিতম্।
প্রত্যাখ্যাস্যতি তচ্ছিষ্যঃ স এব স্বার্থ উচ্যতে ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিশ্বরূপঃ উবাচ,—(হে) নাথাঃ, ব্রহ্মবর্চ্চউপব্যয়ং (পূর্ব্বসিদ্ধস্য ব্রহ্মবর্চ্চসস্য ব্রহ্মতেজসঃ চ ব্যয়করং) ধর্ম্মশীলৈঃ বিগর্হিতং (নিন্দিতং পৌরো-

হিত্যং যুষ্মৎপ্রার্থনয়া করিষ্যামি ইতি শেষঃ) ; মদ্বিধঃ (সুশীলঃ) তচ্ছিষ্যঃ (তেষাং ভবতাং শিক্ষণার্হঃ) লোকেশৈঃ (যুষ্মাভিঃ) অভিযাচিতং কথং নু প্রত্যাখ্যাস্যতি (অস্বীকর্ত্তুম্ অর্হতি নৈব ইত্যর্থঃ) স এব (প্রত্যাখানাভাবঃ এব হি শিষ্যস্য) স্বার্থঃ উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিশ্বরূপ কহিলেন;—হে দেবগণ, পৌরোহিত্য পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারক বলিয়া যদিও ধর্ম্মশীল মুনিগণ উহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তথাপি মাদৃশ ব্যক্তি আপনাদের ন্যায় লোকপালদিগের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছে না। আমি—আপনাদের শিষ্য, অনেক বিষয়ে শিক্ষণার্হ, অতএব প্রত্যাখ্যান না করাই আমার স্বার্থ বা প্রয়োজন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মশীলৈর্ম্মুনিভিঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হিতম্ ; যতো ব্রহ্মবর্চসঃ ব্রহ্মতেজস উপব্যয়োঽধিকব্যয়ো যতস্তৎ। কিঞ্চ, তদপি সম্প্রতি মম তৎকর্ত্তব্যমেবাভূদিত্যাহ—কথমিতি। হে নাথাঃ, লোকেশৈর্য্যুষ্মাভিঃ তচ্ছিষ্যঃ তেষাং যুষ্মাকং শিষ্যঃ ; তস্মাৎ স এব প্রত্যাখ্যানাভাব এব শিষ্যস্য স্বার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মশীলৈঃ'—ধর্ম্মশীল মুনিগণ পৌরোহিত্যকে নিন্দাই করিয়া থাকেন, 'যতঃ'—যেহেতু ইহাদ্বারা পূর্ব্ব সঞ্চিত ব্রহ্মতেজের ক্ষয় হইয়া থাকে। তথাপি সম্প্রতি উহা আমার কর্ত্তব্যই, ইহা বলিতেছেন—'কথম্' ইত্যাদি। হে নাথগণ! লোকপাল আপনাদিগের নিকট হইতে আমি শিক্ষালাভের যোগ্য (শিষ্য), অতএব লোকপালগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করাই আমাদের ন্যায় শিষ্যের স্বার্থ ॥৩৫॥

———

অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং
তেনেহ নির্ব্বর্ত্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ
পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধীশ্বরাঃ, শিলোঞ্ছনং (ক্ষেত্রে স্বাম্যুপেক্ষিতকণিশোপাদানং শীলং, হট্টাদৌ পতিতব্রীহ্যাদেরুপাদানম্ উঞ্ছনং তদেব) অকিঞ্চনানাং (তপস্বিনাং) ধনং হি (প্রসিদ্ধম্) ; তেন ইহ (দ্বিবিধেন অন্নেন ইহ গৃহাশ্রমে) নির্ব্বর্ত্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ (নির্ব্বর্ত্তিতা সাধূনাং সদাচারাণাং সতী লৌকিকালৌকিকক্রিয়া যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) যেন পৌরোহিত্যলভ্যেন অর্থেন) দুর্ম্মতিঃ হৃষ্যতি (আনন্দং লভতে,) (তাদৃশং) বিগর্হ্যং (তেজোহানিকরত্বেন নিন্দ্যং) পৌরোধসম্ (অহং) কথং নু করোমি ? ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে অধীশ্বরগণ, শীলোঞ্ছনই অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামীর উপেক্ষিত শস্যকণিকা গ্রহণ এবং হট্টে পতিত ব্রীহ্যাদি-গ্রহণই অকিঞ্চনগণের ধন ; তদ্দ্বারাই গৃহস্থাশ্রমস্থ সাধুদিগের কর্ত্তব্য সৎক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদন করিয়া থাকি, আর যে দুর্ম্মতি পৌরোহিত্য-লভ্য অর্থ দ্বারা আনন্দ লাভ করে, তাদৃশ বিগর্হিত পৌরোহিত্য আমি কিরূপে সম্পাদন করিব ? ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পৌরোহিত্যেন ধনলাভাদ্ধর্ম্মঃ সিদ্ধ্যেৎ ; অন্যথা নির্ধনস্য কুতো ধর্ম্মস্তত্রাহ—অকিঞ্চনানাং শিলোঞ্ছনমেব ধনম্ ; ক্ষেত্রে স্বাম্যুপেক্ষিত-কণিশোপাদানং 'শীলম্'। হট্টাদৌ পতিত ব্রীহ্যাদেরুপাদানম্ 'উঞ্ছনম্'। যেন পৌরোধসেন দুর্ম্মতিঃ পুমানেব হৃষ্যতি, ন তু সুমতিঃ ; যদ্বা, দুষ্টা মতিরেব স্বানুকূল্যাৎ হৃষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—পৌরোহিত্যের দ্বারা ধনলাভে ধর্ম্ম সিদ্ধি হয়, অন্যথা নির্ধনের কিপ্রকারে ধর্ম্ম হইবে ? ইহাতে বলিতেছেন—'অকিঞ্চনানাং'—অকিঞ্চন ব্যক্তিগণের শিলোঞ্ছন বৃত্তিই সম্পদ্। শীল অর্থাৎ ক্ষেত্রে পতিত ও ভূস্বামিকর্ত্তৃক উপেক্ষিত ধান্যাদি সংগ্রহ এবং উঞ্ছন অর্থাৎ হট্টাদিতে পতিত ব্রীহি প্রভৃতির সংগ্রহ। 'যেন দুর্ম্মতিঃ হৃষ্যতি'—যে পৌরোহিত্য লাভে নির্ব্বোধ ব্যক্তিই হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সুবুদ্ধি জন নহে, অথবা—দুর্ম্মতি বলিতে দুষ্টা মতিই নিজের আনুকূল্যহেতু হৃষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

———

তথাপি ন প্রতিব্রূয়াং গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ।
ভবতাং প্রার্থিতং সর্ব্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধয়ে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তথাপি (তেজোনাশকত্বেন নিন্দিতত্বে অপি অহং) ন প্রতিব্রূয়াং (ন প্রত্যাখ্যায়াং) গুরুভিঃ (যুষ্মাভিঃ এতৎ) কিয়ৎ প্রার্থিতং (স্বল্পমেব প্রার্থিতম্

অতঃ) ভবতাং (প্রার্থিতম্ অন্যদপি) সর্ব্বং প্রাণৈঃ অর্থৈঃ চ সাধয়ে (সম্পাদয়িষ্যামি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আপনারা—আমার গুরুজন, পৌরোহিত্য অতিশয় নিন্দনীয় হইলেও আমি আপনাদের স্বল্পমাত্র প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছি না ; অতএব আমি ধন ও প্রাণ দ্বারা আপনাদিগের প্রার্থনা সাধন করিব ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন প্রতিব্রূয়াং ন প্রত্যাখ্যাস্যে কিয়দেতৎ প্রার্থিতমত্যল্পমেব অভ্যধিকমপি করিষ্যামীত্যাহ—ভবতামিতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন প্রতিব্রুয়াং'—আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না, এই অত্যল্প প্রার্থনা কি ? ইহার অধিক কার্য্যও আমি করিব, ইহা বলিতেছেন—'ভবতাম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনাদের প্রার্থিত সকল কার্য্যই আমি প্রাণ ও ধনদ্বারা সম্পাদন করিব।) ॥ ৩৭ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

তেভ্য এবং প্রতিশ্রুত্য বিশ্বরূপো মহাতপাঃ।
পৌরোহিত্যং বৃতশ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—মহাতপাঃ (অপি) বিশ্বরূপঃ তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) এবং প্রতিশ্রুত্য (প্রতিজ্ঞায় তৈঃ) বৃতঃ পরমেণ সমাধিনা (পরমোদ্যমেন) পৌরহিত্যং (পুরোহিতকার্য্যং) চক্রে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, মহাতপাঃ বিশ্বরূপ, সেই দেবগণের সমীপে এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদের কর্তৃক পৌরোহিত্যে পরিবৃত হইলেন এবং পরম উদ্যমের সহিত তিনি পৌরোহিত্য-কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাধিনা'—চিত্তের একাগ্রতার সহিত (অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে পৌরোহিত্য-কার্য্য করিতে লাগিলেন।) ॥ ৩৮ ॥

———

সুরদ্বিষাং শ্রিয়ং গুপ্তমৌশনস্যাপি বিদ্যয়া।
আচ্ছিদ্যাদান্মহেন্দ্রায় বৈষ্ণব্যা বিদ্যয়া বিভুঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (পরমভাগবতঃ বিশ্বরূপঃ) ঔশনস্যাপি (উশনসঃ ইয়ম্ ঔশনসী তয়া) বিদ্যয়া গুপ্তাম্ (অপি) সুরদ্বিষাং (দৈত্যানাং) শ্রিয়ং (বিভূতিং) বৈষ্ণব্যা (বিষ্ণুঃ দেবতা অস্যা ইতি বৈষ্ণবী তয়া শ্রীনারায়ণকবচাত্মিকয়া) বিদ্যয়া আচ্ছিদ্য (আহৃত্য) মহেন্দ্রায় অদাৎ (সমর্পিতবান্) ॥ ৩৯॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্যের বিদ্যা দ্বারা যদিও দেবশত্রু দৈত্যগণের শ্রী রক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচ-বিদ্যা আহরণ করিয়া মহেন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

———

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষো জিগ্যেঽসুরচমূর্ব্বিভুঃ।
তাং প্রাহ স মহেন্দ্রায় বিশ্বরূপ উদারধীঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে বিশ্বরূপোপাখ্যানে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যয়া (বিদ্যয়া) গুপ্তঃ (রক্ষিতঃ) সহস্রাক্ষঃ (ইন্দ্রঃ) বিভুঃ (সমর্থঃ সন্) অসুরচমূঃ (দৈত্যসেনাঃ) জিগ্যে (জিতবান্) ; তাং (বিদ্যাং) সঃ উদারধীঃ (উদারবুদ্ধিঃ) বিশ্বরূপঃ মহেন্দ্রায় প্রাহ (স্ম দদৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যে বিদ্যাবলে রক্ষিত হইয়া দৈত্যসেনানীকে জয় করিয়াছিলেন, উদারমতি বিশ্বরূপ সেই বিদ্যা মহেন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—তাং বৈষ্ণবীং বিদ্যাম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং'—সেই বৈষ্ণবী বিদ্যা (অর্থাৎ নারায়ণ-কবচ বিশ্বরূপ ইন্দ্রকে উপদেশ করিলেন।) ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৭ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ
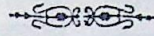
শ্রীরাজোবাচ—

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্।
ক্রীড়ন্নিব বিনির্জ্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ম্ ॥১॥
ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্।
যথাততায়িনঃ শত্রূন্ যেন গুপ্তোঽজয়ন্মৃধে ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার—

যাহার বলে ইন্দ্র অসুরবিজয়ী হইয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই বৃত্রাসুর-ভ্রাতা বিশ্বরূপের কথিত নারায়ণ-কবচের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে কুশগ্রহণ ও আচমন করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক অষ্টাক্ষর এবং দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র-দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হইবে। পরে "ওঁ নমো নারায়ণায়"—এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র অষ্টাঙ্গে বিন্যাস-পূর্ব্বক বিপরীতভাবে উৎপত্তি-ন্যাস ও সংহার-ন্যাস করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রের প্রত্যেকটী অক্ষর প্রণব-সংপুটিত করিয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী হইতে বাম তর্জ্জনী পর্য্যন্ত ক্রমে আটটী বর্ণ ন্যাস করণান্তর অবশিষ্ট চারিটী বর্ণ দুই হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠে আদি ও অন্ত পর্ব্বে ন্যাস করিতে হইবে। তদনন্তর "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ষড়ক্ষর-মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটী যথাক্রমে হৃদয়ে, মস্তকে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে, শিখায়, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে ও সন্ধিস্থলে ন্যাস করিয়া "মঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ অদেব দেবতা অর্চ্চন করিতে পারে না—এই শাস্ত্রবচনানুসারে আপনাকে ধ্যেয়-বস্তুর অনুরূপ তদভিন্ন-চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ ন্যাস সমাপ্তির পর গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক অষ্টবাহুতে শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া বিরাজমান, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের স্তব করিতে হইবে। পরে মৎস্য, বামন, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, পরশুরাম, লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র, নরনারায়ণ, শক্ত্যাবেশাবতার দত্তাত্রেয়, কপিল, সনৎকুমার, হয়গ্রীব, ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ, ধন্বন্তরী, ঋষভদেব, যজ্ঞ, ভগবান্ বলভদ্র, ব্যাসদেব, বুদ্ধদেব, কেশব, বৃন্দাবনাধিপতি স্বয়ংভগবান্ গোবিন্দ, পরব্যোমনাথ নারায়ণ, মধুসূদন, ত্রিধামা, মাধব, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন, দামোদর, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি স্বয়ংভগবান্, স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশাবতারগণের স্তব করিয়া নারায়ণ-অস্ত্র সুদর্শন, গদা, শঙ্খ, খড়্গের বন্দনা করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজ মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হইবে।

পরে শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বৃত্রাসুরভ্রাতা বিশ্বরূপ যে ইন্দ্র-সন্নিধানে নারায়ণ-কবচ ও তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন—তাহা বলিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—হে ভগবন্, যয়া

(বিদ্যয়া) গুপ্তঃ (রক্ষিতঃ) সহস্রাক্ষঃ (ইন্দ্রঃ) ক্রীড়ন্নিব (অনায়াসেন) সবাহান্ রিপুসৈনিকান্ (দৈত্যসেনাপতীন্) বিনির্জ্জিত্য ত্রিলোক্যাঃ (সম্বন্ধিনীং) শ্রিয়ং বুভুজে ; যেন (সহায়ভূতেন) গুপ্তঃ (রক্ষিতঃ ইন্দ্রঃ) মৃধে (যুদ্ধে) যথা (যেন প্রকারেণ) আততায়িনঃ (বধোদ্যতান্) শত্রূন্ অজয়ৎ। তৎ নারায়ণাত্মকং বর্ম্ম (কবচং) মম আখ্যাহি ॥ ১-২॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাত্মন্, যে বৈষ্ণবী বিদ্যায় রক্ষিত হইয়া দেবরাজ অনায়াসে বাহনের সহিত রিপু-সেনাগণকে জয় করিয়া ত্রৈলোক্য-সম্পদ্ ভোগ করিয়াছিলেন, এবং যদ্দ্বারা রক্ষিত হইয়া দেবরাজ যুদ্ধে যে প্রকারে বধোদ্যত শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ-কবচের বিষয় আমাকে বলুন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

নারায়ণাত্মকং বর্ম্ম বিশ্বরূপ উপাদিশৎ।
শক্রং যেনাজয়দ্দৈত্যান্ স ইত্যষ্টম উচ্যতে ॥১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশ্বরূপ নারায়ণ কবচ ইন্দ্রকে উপদেশ করিলেন, যাহার দ্বারা তিনি দৈত্যগণকে জয় করেন—ইহা এই অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১-২ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

বৃতঃ পুরোহিতস্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে।
নারায়ণাখ্যং বর্ম্মাহ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—বৃতঃ পুরোহিতঃ ত্বাষ্ট্রঃ (ত্বষ্টুঃ পুত্রঃ বিশ্বরূপঃ) অনুপৃচ্ছতে মহেন্দ্রায় নারায়ণাখ্যং বর্ম্ম আহ (কথিতবান্) ; তৎ ইহ একমনাঃ শৃণু (স্থিরচিত্তঃ সন্ আকর্ণয়) ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—দেবগণ-কর্ত্তৃক পৌরোহিত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত বিশ্বরূপের নিকট ইন্দ্র নারায়ণকবচের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ—

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচম্য সপবিত্র উদঙ্মুখঃ।
কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥৪॥
নারায়ণপরং বর্ম্ম সন্নহ্যেদ্ভয় আগতে।
পাদয়োর্জানুনোরূর্ব্বোরুদরে হৃদ্যথোরসি ॥ ৫॥
মুখে শিরস্যানুপূর্ব্ব্যাদোঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি বিপর্য্যয়মথাপি বা ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিশ্বরূপঃ উবাচ,—ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিঃ (ধৌতৌ প্রক্ষালিতৌ অঙ্ঘ্রী পাণী চ যেন সঃ প্রক্ষালিতকরচরণঃ সন্) আচম্য (আচমনং কৃত্বা) সপবিত্রঃ (পবিত্রেণ কুশরচিতমুদ্রিকাবিশেষেণ সহিতঃ) উদঙ্মুখঃ (উত্তরস্যাং দিশি উপবিশ্য) বাগ্‌যতঃ (মৌনী) শুচিঃ (পবিত্রভাবাপন্নঃ সন্) মন্ত্রাভ্যাম্ (অষ্টাক্ষর-দ্বাদশাক্ষরাভ্যাং) কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসঃ (কৃতঃ স্বাঙ্গেষু করয়োশ্চ ন্যাসঃ যেন সঃ তথাভূতঃ সন্) নারায়ণপরং (নারায়ণদৈবতং) বর্ম্ম (কবচং) ভয়ে আগতে (সতি) সন্নহ্যেৎ (বধ্নীয়াৎ, ততঃ) পাদয়োঃ জানুনোঃ ঊর্ব্বোঃ উদরে হৃদি অথ উরসি মুখে শিরসি ওঙ্কারাদীনি "ওঁ নমো নারায়ণায়" (ইতি অষ্টাক্ষর-মন্ত্রস্য প্রণবসম্পুটিতম্ ওঙ্কারাদ্যৈকৈকমক্ষরম্) আনুপূর্ব্ব্যাৎ (যথাক্রমেণ পাদাদ্যষ্টাঙ্গেষু) বিন্যসেৎ ; অথাপি বা বিপর্য্যয়ং (যথা ভবতি এবং শিরআদিপাদান্তেষু যকারাৎ ওঙ্কারান্তং বিন্যসেৎ। অর্থাৎ ক্রমেণ উৎপত্তিন্যাসং সংহারন্যাসং বা কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪-৬ ॥

অনুবাদ—বিশ্বরূপ বলিতে লাগিলেন,—যদি কোনরূপ ভয় অর্থাৎ সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হস্ত-পদ প্রক্ষালনান্তে আচমন এবং কুশ গ্রহণ করিয়া উত্তর মুখে মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া নারায়ণাত্মক নারায়ণ-কবচ বন্ধন করিবে। প্রথম পদদ্বয়, তৎপর জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তকে যথাক্রমে ওঙ্কারাদি মন্ত্র-বিন্যাস করিবে অর্থাৎ " ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র পূর্ব্বোক্ত অষ্ট-অঙ্গে ওঙ্কারাদিক্রমে বিন্যাস করিবে ; আবার বিপরীতভাবে উৎপত্তি-ন্যাস ও সংহার-ন্যাস করিবে অর্থাৎ শির হইতে পাদ পর্য্যন্ত অষ্ট-অঙ্গে ওঙ্কারাদি অষ্ট-বর্ণ বিন্যাস

করিবে। অথবা বিপরীতভাবে অর্থাৎ "য়" হইতে "ওঁ" পর্য্যন্ত বর্ণসকল পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সংহার-ন্যাস করিয়া পুনরায় "ওঁ" হইতে "য়" পর্য্যন্ত বর্ণসকল শির হইতে চরণ পর্য্যন্ত ক্রমে উৎপত্তি-ন্যাস করিবে; এই প্রকারে উৎপত্তি-ন্যাস ও সংহার-ন্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ৪-৬ ॥

বিশ্বনাথ—অষ্টাক্ষরেণ পাদাদ্যষ্টাঙ্গেষু ন্যাসমাহ—পাদয়োরিতি সার্দ্ধেন। প্রণবসংপুটিতমোঙ্কারাদ্যেকৈকাক্ষরং বিন্যসেৎ, বিপর্য্যয়ং যথা ভবত্যেবং শির আদিপাদান্তং বা বিন্যসেৎ। প্রক্রমেণ সৃষ্টিন্যাসং ব্যুৎক্রমেণ সংহারন্যাসং বা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে অষ্টাক্ষর (ওঁ নমো নারায়ণায়) মন্ত্রের দ্বারা পদ প্রভৃতি অষ্ট অঙ্গের ন্যাস বলিতেছেন—'পাদয়োঃ' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকের দ্বারা। প্রণব সংপুটিত ওঁকারাদির এক একটি অক্ষর বিন্যস্ত করিবে, 'বিপর্য্যয়ং বা'—অথবা বিপরীতভাবে মস্তক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত এই সকল অক্ষর বিন্যাস করা যায় অর্থাৎ প্রক্রমের দ্বারা সৃষ্টিন্যাস এবং ব্যুৎক্রমের দ্বারা সংসারন্যাস করিবে— এই অর্থ ॥ ৪-৬॥

করন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া।
প্রণবাদিযকারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্ব্বসু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বাদশাক্ষর-বিদ্যয়া ("ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইতি-মন্ত্রেণ) করন্যাসং কুর্য্যাৎ (করন্যাসং কুর্য্যাৎ ইত্যনেন অঙ্গন্যাসম্ অপি তেনৈব মন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ ; তদনন্তরং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইতি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ) প্রণবাদি যকারান্তং (প্রণবসম্পুটিতমোঙ্কারাদ্যেকৈকমক্ষরম্) অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্ব্বসু (দক্ষিণতর্জ্জনীমারভ্য বামতর্জ্জনীপর্য্যন্তমঙ্গুলীষু পরিশিষ্টমক্ষর-চতুষ্টয়মঙ্গুষ্ঠয়োঃ আদ্যন্তপর্ব্বসু বিন্যসেৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রে করন্যাস করিবে। উক্ত মন্ত্রের এক একটী অক্ষর প্রণবযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনী হইতে আরম্ভ করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত এই অষ্ট-অঙ্গুলিতে ক্রমে আটটী বর্ণ ন্যাস করিবে, তৎপর অবশিষ্ট অক্ষর দুইহস্তের প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠে আদি ও অন্ত পর্ব্বে ন্যাস করিবে ॥৭॥

বিশ্বনাথ—প্রণবাদীতি প্রণবপুটিতমেকৈকমক্ষরং দক্ষিণতর্জ্জনীমারভ্য বামতর্জ্জনীপর্য্যন্তমঙ্গুলীষু পরিশিষ্টমক্ষর-চতুষ্টয়ং অঙ্গুষ্ঠয়োরাদ্যন্তপর্ব্বসু ন্যসেৎ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করন্যাসং'—অনন্তর দ্বাদশাক্ষর বিদ্যা, অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই মন্ত্রে করন্যাস করিবে। 'প্রণবাদি'—প্রণবপুটিত এক একটি অক্ষর, অর্থাৎ 'ওঁকার' হইতে 'য়' পর্য্যন্ত দ্বাদশটি অক্ষরের মধ্যে প্রথম আটটি অক্ষর যথাক্রমে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা, এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে বিন্যাসপূর্ব্বক অবশিষ্ট চারিটি অক্ষর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের আদিপর্ব্ব, অন্তপর্ব্বে এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠের আদিপর্ব্ব ও অন্তপর্ব্বে বিন্যাস করিবে ॥ ৭ ॥

ন্যসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং বিকারমনু মূর্দ্ধনি।
ষকারন্তু ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ণকারং শিখয়া ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥
বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্ব্বসন্ধিষু।
মকারমস্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্ত্তির্ভবেদ্‌বুধঃ ॥ ৯ ॥
সবিসর্গং ফড়ন্তং তৎ সর্ব্বদিক্ষু বিনির্দ্দিশেৎ।
ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) হৃদয়ে ওঙ্কারং ন্যসেৎ ; অনু (পশ্চাৎ) মূর্দ্ধনি বিকারং (ন্যসেৎ) ভ্রুবোঃ মধ্যে ষকারং, শিখয়া (শিখায়াং) ণকারং চ ন্যসেৎ ; বেকারং নেত্রয়োঃ (মধ্যে ন্যসেৎ)। সর্ব্বসন্ধিষু নকারং যুঞ্জ্যাৎ। বুধঃ মকারম্ অস্ত্রম্ উদ্দিশ্য (ধ্যাত্বা) মন্ত্রমূর্ত্তিঃ ভবেৎ। (এবং মন্ত্রমূর্ত্তিঃ সন্) তৎ (মকারাস্ত্রং "মঃ অস্ত্রায় ফট্" ইত্যেবং) সবিসর্গং ফড়ন্তং (মন্ত্রং) সর্ব্ব দিক্ষু বিনির্দ্দিশেৎ। (দিগ্‌বন্ধং কুর্য্যাৎ) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ইতি ॥ ৮-১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ"—এই ষড়ক্ষর-মন্ত্র এইরূপে ন্যাস করিতে হইবে, যথা হৃদয়ে 'ওঁ'—এই বর্ণ ন্যাস করিবে, পরে মস্তকে "বি" এই বর্ণ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে "ষ"কার, শিখায়

"ণ"কার, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে "ব"—এই বর্ণ সর্ব্ব সন্ধিস্থলে "ন"কার ন্যাসানন্তর মন্ত্রজপকর্ত্তা বিজ্ঞ-ব্যক্তি "ম"কারকে অস্ত্ররূপে চিন্তা করিয়া স্বয়ং মন্ত্র-মূর্ত্তি হইবেন, পরে "ম"কারকে "বিসর্গ", "অস্ত্র" এবং অন্তে ফট্ সংযোগ-পূর্ব্বক অর্থাৎ "মঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে পূর্ব্ব প্রভৃতি সমস্ত দিকে বিন্যস্ত করিয়া দিগ্ বন্ধন করিবে ॥ ৮-১০ ॥

বিশ্বনাথ—মন্ত্রান্তরেণাপি হৃদয়াদিন্যাসমাহ—ন্যসেদিতি। মকারং অস্ত্রমুদ্দিশ্য ধ্যাত্বা, তৎ মকারাস্ত্রং মঃ অস্ত্রায় ফড়িতি এবং সর্ব্বদিগ্বন্ধে বিনির্দিশেৎ ॥ ৮-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর (ওঁ বিষ্ণবে নমঃ') মন্ত্রের দ্বারাও হৃদয়াদি ন্যাস বলিতেছেন—'ন্যসেৎ' ইত্যাদি। মকারকে অস্ত্ররূপে চিন্তা করিয়া সাধক স্বয়ং মন্ত্রমূর্ত্তি হইবেন। মকারাস্ত্র হইতেছে—'মঃ অস্ত্রায় ফট্'—এইরূপে সর্ব্বদিক্ বন্ধন করিবেন। (অর্থাৎ 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'—এই মন্ত্রের 'ওঁকার' হৃদয়ে, 'বি'-কার মস্তকে, 'ষ্'-কার ভ্রূযুগলের মধ্য-ভাগে, 'ণ'-কার শিখায়, 'বে'-কার নেত্রযুগলে ও 'ন'-কার সন্ধিস্থানসমূহে বিন্যস্ত করিয়া, 'ম'-কারকে অস্ত্র-রূপে ধ্যান করতঃ সাধক স্বয়ং মন্ত্রমূর্ত্তি হইবেন। তারপর সেই 'ম'-কাররূপ অস্ত্রকে বিসর্গযুক্ত করিয়া অন্তে 'ফট্' যোগ করিয়া, অর্থাৎ 'মঃ অস্ত্রায় ফট্'—এইরূপে পূর্ব্বাদি দিগ্‌বন্ধন করিবেন।) ॥ ৮-১০ ॥

———

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ধ্যেয়ং ষট্‌শক্তিভির্যুতম্।
বিদ্যাতেজস্তপোমূর্ত্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যুতং বিদ্যাতেজস্তপোমূর্ত্তিং (বিদ্যা চ মন্ত্রাত্মিকা তেজশ্চ তপশ্চ মূর্ত্তিঃ যস্য তং) ষট্‌শক্তিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ ভগশব্দবাচ্যাভিঃ শক্তিভিঃ) ধ্যেয়ং (ধ্যাতুং যোগ্যং) পরমম্ আত্মানম্ (ঈশ্বররূপং পরমাত্মানং) ধ্যায়েৎ। (তদনন্তরং চ) ইদং (বক্ষ্যা-মাণং শ্রীনারায়ণকবচাখ্যং) মন্ত্রম্ উদাহরেৎ (আবৃত্ত্যা জপেৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত ন্যাসসমাপ্তির পর নিজকে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌শক্তিযুক্ত ধ্যেয়পরমাত্মারূপে ধ্যান করিবে অর্থাৎ "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই শাস্ত্রবচনানু-সারে আপনাকে ধ্যেয় বস্তুর অনুরূপ তদভিন্নরূপে চিন্তা করিবে। পরে জ্ঞানপ্রভাব ও সৎকর্ম্মের আশ্রয় "নারায়ণ-কবচ" নামক পরবর্ত্তী মন্ত্র জপ করিবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ধ্যেয়মীশ্বররূপমাত্মানং ধ্যায়েদিত্যন্যৈ-রধৃষ্যত্বকামনয়া অহংগ্রহোপাসনা। বিদ্যা-তেজস্ত-পাংসি মূর্ত্তির্যস্য তমিমং মন্ত্রং নারায়ণকবচাখ্যম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধ্যেয়ং ধ্যায়েৎ'—নিজেকে ধ্যেয় ঈশ্বররূপে ধ্যান করিবে—ইহা অন্য কেহ পরা-ভূত না করুক, এই কামনায় অহংগ্রহোপাসনা। বিদ্যা, তেজঃ ও তপস্যা যাঁহার মূর্ত্তি, তাদৃশ এই 'নারায়ণ-কবচ' নামক (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ॥ ১১ ॥

———

ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্ব্বরক্ষাং
ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে।
দরারিচর্ম্মাসিগদেষুচাপ-
পাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে (পতগেন্দ্রস্য গরুড়স্য পৃষ্ঠে) ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (গরুড়ারূঢ়ঃ) দরারিচর্ম্মাসিগদেষু চাপপাশান্ (দরঃ শঙ্খঃ অরিঃ চক্রঃ, চর্ম্ম, অসিঃ, গদা, ইষুঃ চাপঃ পাশাদিকান্ অষ্টায়ুধান্) দধানঃ (ধার-য়ন্) অষ্টগুণঃ (অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যযুক্তঃ) অষ্টবাহুঃ (অষ্টায়ুধধারণায় অষ্টবাহুঃ) ওঁ হরিঃ মম সর্ব্ব-রক্ষাং (সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে চ মম রক্ষাং) বিদধ্যাৎ (করোতু ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যিনি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে পাদ-পদ্ম-স্থাপনপূর্ব্বক অষ্টবাহুতে শঙ্খ, চক্র, চর্ম্ম, খড়্গ, গদা, বাণ, ধনুক এবং পাশ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই অণিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্যশালী অষ্টবাহু শ্রীহরি সর্ব্বদা আমার রক্ষাবিধান করুন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রেণ সহ নদী নদাদিবৎ ধ্যেয়-রূপেণ সহৈক্যং প্রাপ্তোঽপি পৃথগ্‌ভূয়াপি তিষ্ঠন্ স্বরক্ষা-প্রার্থনমন্ত্রমুদাহরেদিত্যাহ—হরিরিতি। অষ্টগুণঃ অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যযুক্তঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রের সহিত নদ, নদী

যেরূপ মিলিত হয়, তদ্রূপ ধ্যেয় রূপের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াও এবং পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিয়াও, প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিবে ; ইহা বলিতেছেন—'হরিঃ' ইত্যাদি। 'অষ্টগুণঃ'—অষ্টগুণ যাহার, অর্থাৎ অণিমাদি (অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা) অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত (হরি আমার রক্ষা বিধান করুন।)॥১২॥

———

জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তি-
র্যাদোগণেভ্যো বরুণস্য পাশাৎ।
স্থলেষু মায়াবটুবামনোঽব্যাৎ
ত্রিবিক্রমঃ খেঽবতু বিশ্বরূপঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—জলেষু যাদোগণেভ্যঃ (যাদাংসি হিংস্রাঃ জলজন্তবঃ তদ্‌গণেভ্যঃ) বরুণস্য পাশাৎ (যাদসাং গণাঃ এব বরুণপাশঃ তস্মাৎ বা) মাং মৎস্যমূর্ত্তিঃ (ভগবান্) রক্ষতু ; মায়াবটুকবামনঃ (মায়য়া স্বেচ্ছয়া বটুকবামনরূপঃ জাতঃ ভগবান্) স্থলেষু (মাম্) অব্যাৎ (রক্ষতু), ত্রিবিক্রমঃ (ত্রয়ঃ বিক্রমাঃ বলেঃ ত্রিভুবনমাদাতুং পাদবিক্ষেপাঃ যস্য সঃ) বিশ্বরূপঃ (স্থূলরূপঃ মাং) খে (আকাশে) অবতু (রক্ষতু) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মৎস্যরূপধারী ভগবান্ হিংস্র জলজন্তুরূপ বরুণ-পাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মায়াবলে বটু-বামনরূপধারী ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন এবং বিশ্বরূপী ত্রিবিক্রম আমাকে গগনমণ্ডলে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সামান্যেন সর্ব্বতো রক্ষাং প্রার্থ্য দেশবিশেষেষু তত্তদধিষ্ঠাতৃস্বরূপেণ ভগবতা রক্ষামন্ত্রানাহ—জলেষ্বিতি ত্রিভিঃ। যাদসাং গণা এব বরুণস্য পাশস্তস্মাৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সামান্যরূপে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা প্রার্থনা করিয়া দেশবিশেষে সেই সেই অধিষ্ঠাতৃরূপ ভগবান্ কর্তৃক রক্ষার নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন—'জলেষু' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'যাদোগণেভ্যো'—জলজন্তুগণই বরুণের পাশ, তাহা হইতে (অর্থাৎ জলমধ্যে বরুণের পাশস্বরূপ জলজন্তুগণ হইতে মৎস্যরূপী ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন।) ॥ ১৩ ॥

———

দুর্গেষ্বটব্যাজিমুখাদিষু প্রভুঃ
পায়ান্ নৃসিংহোঽসুরযূথপারিঃ।
বিমুঞ্চতো যস্য মহাট্টহাসং
দিশো বিনেদুর্ন্যপতংশ্চ গর্ভাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য মহাট্টহাসং বিমুঞ্চতঃ (কুর্ব্বতঃ) দিশঃ বিনেদুঃ (দশদিক্ষুপ্রতিধ্বনিঃ জাতঃ তচ্ছ্রবণেন অসুর-স্ত্রীণাং) গর্ভাশ্চ ন্যপতন্ (পতিতাঃ বভূবুঃ ; সঃ) অসুরযূথপারিঃ (অসুরযূথপস্য হিরণ্যকশিপোঃ অরিঃ) প্রভুঃ নৃসিংহঃ অটব্যাজিমুখাদিষু (অটবী বনম্ আজিমুখং সংগ্রামোপক্রমঃ অর্থাৎ যুদ্ধসম্মুখপ্রদেশঃ তদাদি যেষাং তেষু) দুর্গেষু (সঙ্কটস্থানেষু মাং) পায়াৎ (রক্ষতু) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অট্টহাসির শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং অসুর-রমণীগণের গর্ভ নিপতিত হইয়াছিল, সেই অসুর-যূথপ হিরণ্যকশিপু-অরি প্রভু নৃসিংহদেব অরণ্যে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রভাগ প্রভৃতি দুর্গম স্থানে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—আজিমুখং যুদ্ধসংমুখপ্রদেশঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আজিমুখ'—বলিতে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখপ্রদেশ ॥ ১৪ ॥

———

রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি যজ্ঞকল্পঃ
স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ।
রামোঽদ্রিকূটেষ্বথ বিপ্রবাসে
সলক্ষ্মণোঽব্যাদ্ভরতাগ্রজোঽস্মান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞকল্পঃ (যজ্ঞৈঃ অবয়বরূপৈঃ কল্প্যতে নিরূপ্যতে ইতি তথা যজ্ঞস্বরূপঃ) স্বদংষ্ট্রয়া উন্নীতধরঃ (উন্নীতা রসাতলাৎ উদ্ধৃতা ধরা যেন সঃ) অসৌ বরাহঃ (অবতারেষু প্রসিদ্ধঃ বরাহাবতারাঃ) মা (মাম্) অধ্বনি (মার্গে) রক্ষতু ; অথ অদ্রিকূটেষু (গিরিশিখরেষু) রামঃ (জামদগ্ন্যঃ মাং রক্ষতু) ; বিপ্রবাসে (দেশান্তরে) সলক্ষ্মণঃ ভরতাগ্রজঃ (দাশরথিঃ রামঃ) অস্মান্ অব্যাৎ (রক্ষতু)॥১৫

অনুবাদ—যিনি স্বীয় অবয়বরূপ যজ্ঞ-দ্বারা যজ্ঞেশ্বররূপে নিরূপিত হইয়া থাকেন এবং রসাতল হইতে তীক্ষ্ণদন্তাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ বরাহরূপী ভগবান্ আমাকে পথমধ্যে রক্ষা করুন। পরশুরামরূপী ভগবান্ গিরিশিখরে এবং লক্ষ্মণের সহিত ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র আমাকে প্রবাসে রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞকল্পঃ যজ্ঞস্বরূপঃ স্বার্থিক কল্পপ্। যদ্বা, যজ্ঞাঃ কল্পাঃ সমর্থা যতঃ সঃ। রামো জামদগ্ন্যঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞকল্পঃ'—বলিতে যজ্ঞস্বরূপ (অর্থাৎ যজ্ঞরূপ নিজ অবয়বের দ্বারা যিনি নিরূপিত হন; সেই যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহদেব), এখানে তদ্ধিতে স্বার্থে 'কল্পপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা—যজ্ঞসমূহ যাঁহা হইতে সমর্থ হয়, তিনি। 'রামঃ'—এখানে জমদগ্নিতনয় পরশুরাম ॥ ১৫ ॥

———

মামুগ্রধর্ম্মাদখিলাৎ প্রমাদাৎ
নারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাৎ।
দত্তস্ত্বযোগাদথ যোগনাথঃ
পায়াদ্‌গুণেশঃ কপিলঃ কর্ম্মবন্ধাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—উগ্রধর্ম্মাৎ (অভিচারাদিলক্ষণাৎ) অখিলাৎ প্রমাদাৎ (বিপদঃ বিহিতাকরণলক্ষণাচ্চ) মাং নারায়ণঃ পাতু (রক্ষতু); নরশ্চ (মাং) হাসাৎ (গর্ব্বাৎ) পাতু (রক্ষতু); অযোগাৎ (যোগভ্রংশাৎ) যোগনাথঃ দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ মাং পাতু); অথ কর্ম্মবন্ধাৎ (সত্ত্বাদিগুণপ্রেরিতাৎ কর্ম্মরূপবন্ধাৎ সংসারাৎ মাং) গুণেশঃ কপিলঃ পায়াৎ (রক্ষতু) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—নারায়ণ আমাকে অভিচার প্রভৃতি উগ্রধর্ম্ম এবং বিহিত কর্ম্মের লঙ্ঘন প্রভৃতি বিবিধ প্রমাদ হইতে রক্ষা করুন, নররূপী ভগবান্ আমাকে গর্ব্ব হইতে রক্ষা করুন, যোগেশ্বর দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান্ আমাকে যোগভ্রংশ অর্থাৎ যোগ হইতে পতনরূপ প্রমাদাদি বিষয়ে রক্ষা করুন এবং গুণেশ্বর কপিলরূপী ভগবান্ আমাকে কর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ সংসার হইতে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপরোদ্ভবেভ্যঃ উপদ্রবেভ্যো রক্ষামন্ত্রানাহ—চতুর্ভিঃ। উগ্রধর্ম্মাদভিচারাদেঃ। হাসাৎ গর্ব্বাৎ। অযোগাৎ যোগভ্রংশাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বজন ও পর হইতে উদ্ভূত উপদ্রবসকল হইতে রক্ষার নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন চারিটি শ্লোকে—'মাম্' ইত্যাদি। 'উগ্রধর্ম্মাৎ'—অভিচারাদি সকল প্রকার উগ্রধর্ম্ম হইতে। 'হাসাৎ'—গর্ব্ব হইতে। 'অযোগাৎ'—যোগভ্রংশ হইতে ॥ ১৬ ॥

———

সনৎকুমারোঽবতু কামদেবা-
দ্ধয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ।
দিবর্ষিবর্য্যঃ পুরুষার্চ্চনান্তরাৎ
কূর্ম্মো হরির্মাং নিরয়াদশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—কামদেবাৎ (কন্দর্পবেগাৎ) সনৎকুমারঃ অবতু; পথি (মার্গে) দেবহেলানাৎ (যদ্দেবানাং হেলনং নমস্কারাদি যথোচিতম্ অকৃত্বা গমনং তস্মাৎ) মাং হরশীর্ষা (হয়গ্রীবঃ অবতু); দেবর্ষিবর্য্যঃ (নারদঃ) পুরুষার্চ্চনান্তরাৎ (পুরুষঃ মহাপুরুষঃ ভগবান্ তদর্চ্চনস্য অন্তরাৎ দেবপূজাচ্ছিদ্রাৎ দ্বাত্রিংশদপরাধরূপাৎ অবতু)। কূর্ম্মঃ (কচ্ছপাবতারঃ) হরিঃ মাম্ অশেষাৎ নিরয়াৎ (রক্ষতু) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ সনৎকুমার আমাকে কামভয় হইতে রক্ষা করুন, হয়গ্রীব আমাকে পথ-যাত্রাকালে দেবহেলন-(নমস্কারাদি না করিয়া গমন) জনিত অপরাধ হইতে রক্ষা করুন, দেবর্ষি নারদ আমাকে ভগবদর্চ্চন-বিষয়ে দ্বাত্রিংশদপরাধ হইতে রক্ষা করুন এবং কূর্ম্মরূপী ভগবান্ আমাকে অশেষ নরক হইতে রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কামদেবাৎ কন্দর্পবেগাৎ, পথি যদ্দেবহেলনং নমস্কারমকৃত্বৈব গমনম্। পুরুষার্চ্চনস্যান্তরাৎ দেব-পূজাচ্ছিদ্রাৎ দ্বাত্রিংশদপরাধরূপাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামদেবাৎ'—কন্দর্পের বেগ হইতে। 'দেবহেলনাৎ'—পথে গমনকালে পথস্থিত দেবতাগণকে নমস্কারাদি না করিয়া গমন করিলে যে

অপরাধ হয়, তাহা হইতে। 'পুরুষার্চ্চনান্তরাৎ'—শ্রীভগবানের অর্চ্চনবিষয়ক দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ-স্বরূপ ত্রুটি হইতে—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—

সনৎকুমারোঽবতু কামদেবাৎ।
সনৎকুমারনামা তু ব্রহ্মচর্য্যবপুর্হরিঃ।
সনৎকুমারমপরং ব্রহ্মপুত্রং বিবেশ যঃ।
সমাং যোগ্যেতরাৎ কামাৎ পাতু বিশ্বেশ্বরঃ প্রভুঃ॥

ইতি॥

দেবর্ষিবর্য্যঃ পুরুষান্তরার্চ্চনাৎ।
বিষ্ণোরপরিবারত্বদৃষ্টাদেবান্তরার্চ্চনাৎ।
মহিদাসো দেবঋষিঃ পাতু মাং বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥
তদনর্পিতকর্ম্মভ্যস্তদস্মরণতস্তথা।

ইতি চ॥ ১৭ ॥

———

ধন্বন্তরির্ভগবান্ পাত্বপথ্যা-
দ্দ্বন্দ্বাদ্ভয়াদৃষভো নির্জ্জিতাত্মা।
যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাজ্জনান্তাদ্-
বলো গণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অপথ্যাৎ (রোগজনকদ্রব্যাদিভক্ষণাৎ মাং) ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ পাতু; দ্বন্দ্বাৎ (শীতোষ্ণাদি-জনিতাৎ) ভয়াৎ নির্জ্জিতাত্মা (নির্জ্জিতঃ আত্মা যেন সঃ) ঋষভঃ (মাং পাতু); লোকাৎ (জনাপবাদাৎ যজ্ঞঃ (যজ্ঞাবতারঃ ভগবান্ পাতু); জনান্তাৎ (জন-নিমিত্তঃ যঃ অন্তঃ উপঘাতঃ তস্মাৎ) বলঃ (বল-ভদ্রঃ) অবতাৎ (রক্ষতু) ক্রোধবশাৎ গণাৎ (সর্পা-ণাং গণাৎ) অহীন্দ্রঃ (শেষরূপী ভগবান্ রক্ষতু মাম্)॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ধন্বন্তরি অপথ্য অর্থাৎ শরীরের ব্যাধিজনক দ্রব্যাদি ভক্ষণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়-বিজয়ী ঋষভ-দেব আমাকে শীতোষ্ণাদি-জনিত ভয় হইতে রক্ষা করুন, ভগবান্ যজ্ঞাবতার আমাকে লোকাপবাদ হইতে রক্ষা করুন, ভগবান্ বলভদ্র আমাকে লোকের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করুন এবং শেষরূপী ভগবান্ আমাকে ক্রোধান্ধ সর্পগণের নিকট হইতে রক্ষা করুন॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—লোকাজ্জনাপবাদাৎ। জনান্তাৎ জন-হেতুকোঽন্ত উপঘাতস্তস্মাৎ, কৃতান্তাদিতি চ পাঠঃ। ক্রোধবশাৎ সর্পাণাং গণাৎ অহীন্দ্রঃ শেষঃ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকাৎ'—জনগণের অপ-বাদ হইতে। 'জনান্তাৎ'—লোককৃত যে বাধা (উৎ-পীড়ন), তাহা হইতে, এই স্থলে 'কৃতান্তাৎ', এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে। 'ক্রোধবশাৎ'—ক্রোধী সর্পগণ হইতে, 'অহীন্দ্রঃ'—নাগরাজ অনন্তদেব (আমাকে রক্ষা করুন।)॥ ১৮ ॥

———

দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্-
বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু
ধর্ম্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অপ্রবোধাৎ (অজ্ঞানাৎ মাং) দ্বৈপায়নঃ (বেদব্যাসঃ) ভগবান্ (প্রপাতু); বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণ-প্রমাদাৎ (পাষণ্ডগণাৎ বেদবিরুদ্ধাচারসমূহাৎ প্রমা-দাৎ বেদবিহিতাচারে আলস্যাদিনা প্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ মাং রক্ষতু); ধর্ম্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ) ধর্ম্মস্য অবনায় রক্ষণায় উরুর্মহান্ কৃতোঽবতারো যেন সঃ) কল্কিঃ কালমলাৎ (কালমলভূতাৎ) কলেঃ (সকাশাৎ) প্রপাতু (রক্ষতু)॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করুন, বুদ্ধদেব আমাকে বেদবিরুদ্ধ আচরণ এবং আলস্যবশতঃ বেদবিহিত অনুষ্ঠান-বিষয়ে বিমুখতারূপ প্রমাদ হইতে রক্ষা করুন, এবং ধর্ম্মরক্ষার্থে যিনি শ্রেষ্ঠ অবতাররূপে পরিগণিত, সেই ভগবান্ কল্কিদেব আমাকে নিকৃষ্ট কলিকাল হইতে রক্ষা করুন॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কালমলরূপাৎ। কলেঃ কল্কিঃ কীদৃশঃ ধর্ম্মাবনেত্যাদি॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালমলাৎ'—কালের মালিন্য-রূপ, অর্থাৎ কালাধম কলি হইতে ভগবান্ কল্কি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'ধর্ম্মাবনায়' ইত্যাদি, অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার জন্য মহৎ অবতাররূপে যিনি অবতীর্ণ॥ ১৯ ॥

———

মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাৎ
গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ।
নারায়ণঃ প্রাহ্ণ উদাত্তশক্তি-
র্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুররীন্দ্রপাণিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(দিনস্য রাত্রেঃ চ ষষ্ঠঃ ভাগঃ ত্রিশংদ্-ঘটিকামিতে দিনমানে পঞ্চঘটিকাত্মকঃ ন্যূনে অধিকে বা অনুপাতাৎ তত্র) প্রাতঃ (দিনস্য প্রথমে ভাগে পঞ্চঘটিকাপর্য্যন্তকালে) মাং গদয়া (যুক্তঃ) কেশবঃ অব্যাৎ (রক্ষতু) ; আসঙ্গবং (দিনস্য দ্বিতীয়ঃ ভাগঃ সঙ্গবঃ ষষ্ঠঘটিকামারভ্য দশমঘটিকাপর্য্যন্তঃ তম্‌ঃ অভিব্যাপ্য মাম্) আত্তবেণুঃ (গৃহীতবেণুঃ) গোবিন্দঃ (রক্ষতু) ; প্রাহ্ণঃ (তৃতীয়ঃ ভাগঃ একাদশঘটিকা-মারভ্য পঞ্চদশঘটিকাপর্য্যন্তঃ তত্র) উদাত্তশক্তিঃ (গৃহীতশক্তিঃ) নারায়ণঃ (মাং পাতু)। মধ্যন্দিনে (চতুর্থঃ ভাগঃ মধ্যন্দিনং ষোড়শঘটিকামারভ্য বিংশতি-ঘটিকাপর্য্যন্তং কালং তত্র মাম্) অরীন্দ্রপাণিঃ (চক্র-হস্তঃ) বিষ্ণুঃ (রক্ষতু) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কেশব গদা-দ্বারা প্রাতঃকালে অর্থাৎ দিবাভাগে প্রথম পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন, সঙ্গবকালে অর্থাৎ ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেণুধারণ-পূর্ব্বক বৃন্দাবনাধিপতি গোবিন্দ আমাকে রক্ষা করুন, প্রাহ্ণে অর্থাৎ একাদশ ঘটিকা হইতে পঞ্চদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নারায়ণ শক্তি-ধারণ-পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করুন, মধ্যন্দিনে অর্থাৎ ষোড়শ ঘটিকা হইতে বিংশতি ঘটিকা পর্য্যন্ত চক্রহস্ত বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কালবিশেষেষু তত্তদধিষ্ঠাতৃস্বরূপেণ ভগবতা রক্ষামন্ত্রানাহ—মামিতি ত্রিভিঃ। কেশবো মথুরাধিপতিঃ। প্রাতর্দিনস্য পঞ্চমঘটিকাপর্য্যন্তম্। গোবিন্দো বৃন্দাবনাধিপতিঃ। আসঙ্গবং ষষ্ঠঘটিকা-মারভ্য দশমঘটিকাপর্য্যন্তং একাদশঘটিকামারভ্য পঞ্চ-পঞ্চদশঘটিকাপর্য্যন্তং প্রাহ্ণস্তত্র ষোড়শঘটিকামারভ্য বিংশতিঘটিকাপর্য্যন্তং মধ্যন্দিনং তত্র অরীন্দ্রপাণিঃ চক্রহস্তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালবিশেষে সেই সেই কালের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপ ভগবান্ কর্ত্তৃক রক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রসমূহ বলিতেছেন—'মাম্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'কেশবঃ'—যিনি মথুরার অধিপতি কেশবদেব, 'প্রাতঃ'— প্রাতঃকালে, দিনের পঞ্চম ঘটিকা পর্য্যন্ত (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর ছয় দণ্ড কাল পর্য্যন্ত)। 'গোবিন্দ'—বৃন্দাবনের অধিপতি, 'আসঙ্গবং'—উহার পর ছয় দণ্ড ও পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত। 'প্রাহ্ণঃ'—পূর্ব্বাহ্ণকাল, একাদশ ঘটিকা হইতে পঞ্চদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত। মধ্যাহ্নকালে —ষোড়শ ঘটিকা হইতে বিংশতি ঘটিকা পর্য্যন্ত, ঐ সময় 'অরীন্দ্রপাণিঃ'—চক্রপাণি (বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন।) ॥ ২০ ॥

———

দেবোঽপরাহ্ণে মধুহোগ্রধন্বা
সায়ং ত্রিধামাবতু মাধবো মাম্।
দোষে হৃষীকেশ উতার্দ্ধরাত্রে
নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অপরাহ্ণে (দিবসস্য পঞ্চমঃ ভাগঃ একবিংশতিঘটিকাম্ আরভ্য পঞ্চবিংশতি-ঘটিকা-পর্য্যন্তঃ তত্র) উগ্রধন্বা (উগ্রং দৈত্যভয়ঙ্করং শার্ঙ্গাখ্যং ধনুঃ যস্য সঃ) দেবঃ মধুহা (মধুসূদনঃ মাম্ অবতু); সায়ং (ষষ্ঠঃ ভাগঃ ষড়্বিংশতিঘটিকামারভ্য ত্রিংশদ্-ঘটিকাপর্য্যন্তঃ তত্র কালে) মাং ত্রিধামা (ব্রহ্মাদি-ত্রিমূর্ত্তিঃ) মাধবঃ অবতু (রক্ষতু) ; দোষে (রাত্রৌ প্রথমঃ ভাগঃ চতুর্থঘটিকাপর্য্যন্তঃ তত্র প্রদোষে) হৃষীকেশঃ (অবতু) ; উত (অপি) অর্দ্ধরাত্রে (দ্বিতীয়ে ভাগে পঞ্চঘটিকামারভ্য চতুর্দ্দশঘটিকাপর্য্যন্ত-সময়ে তথা) নিশীথে (তৃতীয়ে ভাগে পঞ্চদশঘটিকা-মারভ্য ষোড়শঘটিকাসময়ে) একঃ পদ্মনাভঃ (মাম্) অবতু (রক্ষতু) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অপরাহ্ণে (দিবসের পঞ্চম ভাগে) অর্থাৎ একবিংশতি ঘটিকা হইতে পঞ্চবিংশতি ঘটিকা পর্য্যন্ত উগ্রধনুধারণ-পূর্ব্বক মধুসূদন আমাকে রক্ষা করুন, সায়ংকালে অর্থাৎ ষড়্বিংশতি ঘটিকা হইতে ত্রিংশদ্ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিধামা অর্থাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহে-শ্বররূপী মাধব আমাকে রক্ষা করুন, প্রদোষকালে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত হৃষীকেশ আমাকে রক্ষা করুন, এবং অর্দ্ধরাত্রে অর্থাৎ পঞ্চম ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও নিশীথকালে অর্থাৎ পঞ্চদশ ঘটিকা হইতে ষোড়শ

ঘটিকা পর্য্যন্ত একমাত্র পদ্মনাভ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—একবিংশতিঘটিকামারভ্য পঞ্চবিংশতি-ঘটিকাপর্য্যন্তমপরাহ্ণস্তত্র ষড়্বিংশতিঘটিকামারভ্য ত্রিং-শদ্ঘটিকাপর্য্যন্তং সায়ং তত্র। ত্রয়ঃ সচ্চিদানন্দা ধামানি যস্য সঃ। ষোঢ়া বিভক্তদিবসরক্ষামুক্ত্বা পঞ্চধা বিভক্তরাত্রিরক্ষামাহ—দোষে রাত্রেশ্চতুর্থঘটি-কাপর্য্যন্তং প্রদোষস্তত্র। পঞ্চঘটিকামারভ্য চতুর্দ্দশ-ঘটিকাপর্য্যন্তমর্দ্ধরাত্রমন্তভাগস্যার্দ্ধরাত্রত্বাৎ তত্র। পঞ্চ-দশষোড়শঘটিকে নিশীথঃ তত্র ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একবিংশতি ঘটিকা হইতে পঞ্চবিংশতি ঘটিকা পর্য্যন্ত অপরাহ্ণকাল। ষড়্বিং-শতি ঘটিকা হইতে ত্রিংশদ্ঘটিকাপর্য্যন্ত সায়ংকাল। 'ত্রিধামা'—সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিনটি ধাম যাঁহার তিনি, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ মাধব। এই ভাবে ছয় ভাগে বিভক্ত দিবসে রক্ষার কথা বলিয়া, পাঁচ ভাগে বিভক্ত রাত্রিকালে রক্ষার বিষয় বলিতেছেন —'দোষে' ইত্যাদি। রাত্রির চতুর্থ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদোষকাল। পঞ্চ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত কাল অর্দ্ধরাত্র, অন্তভাগের অর্দ্ধরাত্রত্ব বলিয়া। পঞ্চদশ ও ষোড়শ ঘটিকাদ্বয় নিশীথ কাল। (অর্দ্ধরাত্র ও নিশীথকালে ভগবান্ পদ্মনাভ একাকীই আমাকে রক্ষা করুন।) ॥ ২১ ॥

———

শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ
প্রত্যূষ ঈশোঽসিধরো জনার্দ্দনঃ।
দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে
বিশ্বেশ্বরো ভগবান্ কালমূর্ত্তিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অপররাত্রে (চতুর্থে ভাগে নিশীথাদূর্দ্ধ্-মরুণোদয়াৎ প্রাক্ পর্য্যন্তসময়ে) শ্রীবৎসধামা (শ্রীবৎসঃ রোমাবর্ত্তচিহ্নবিশেষঃ ধামনি স্ববিগ্রহে বক্ষঃস্থলে যস্য সঃ) ঈশঃ (মাম্ অবতু); প্রত্যূষে (পঞ্চমে ভাগে রাত্রিশেষে ঘটিকাচতুষ্টয়ে) জনার্দ্দনঃ (জনানাম্ অবিদ্যামর্দ্দয়তীতি জনার্দ্দনঃ) ঈশঃ অসি-ধরঃ (সন্ মাম্ অবতু); প্রভাতে (ষষ্ঠে ভাগে) দামোদরঃ (মাং রক্ষতু); অনুসন্ধ্যং (প্রতিসন্ধ্যং দিনরাত্রিসন্ধ্যয়োঃ) কালমূর্ত্তিঃ ভগবান্ বিশ্বেশ্বর (মাং রক্ষতু) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অপর রাত্রে অর্থাৎ নিশীথকালের পর অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন, প্রত্যূষকালে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ঘটিকা-চতুষ্টয়-কাল ভগবান্ জনার্দ্দন অসিধারণ-পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করুন, প্রভাত-কালে দামোদর আমাকে রক্ষা করুন, প্রতি সন্ধিসময়ে কালমূর্ত্তি ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবৎসো ধামনি শরীরে যস্য, নিশীথা-দূর্দ্ধ্বমরুণোদয়াৎ প্রাক্ অপররাত্রঃ। প্রত্যূষে রাত্রি-শেষঘটিকাচতুষ্টয়ে। অনুসন্ধ্যং দিনরাত্রিসন্ধ্যয়োঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রীবৎসধামা'—শ্রীবৎস (রোমাবর্ত্ত চিহ্নবিশেষ) যাঁহার শরীরে (বক্ষঃস্থলে) রহিয়াছে, সেই শ্রীবৎসধারী ঈশ্বর 'অপররাত্রে'—রাত্রির শেষ ভাগে, অর্থাৎ নিশীথ কালের পর অরুণোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালে। 'প্রত্যূষে'—রাত্রির শেষঘটিকা-চতুষ্টয় কালে (অর্থাৎ অরুণোদয়ের প্রারম্ভে)। 'অনুসন্ধ্যং'—প্রতি দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে (কাল-রূপী ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।) ॥২২॥

———

চক্রং যুগান্তানলতিগ্মনেমি
ভ্রমৎ সমন্তাদ্ভগবৎপ্রযুক্তম্।
দন্দগ্ধি দন্দগ্ধ্যরিসৈন্যমাশু
কক্ষং যথা বাতসখো হুতাশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যুগান্তানলতিগ্মনেমি (যুগান্তানলস্যেব তিগ্মা তীক্ষ্ণত্বেন্ অতিভয়ঙ্করা নেমিঃ যস্য তৎ) ভগবৎপ্রযুক্তং (ভগবতা প্রযুক্তং প্রেরিতং) চক্রং সমন্তাৎ (অস্মৎ সর্ব্বতঃ) ভ্রমৎ (সৎ) অরিসৈন্যম্ (অস্মদরিসৈন্যম্) আশু (শীঘ্রং) কক্ষং (শুষ্কতৃণং) যথা বাতসখঃ হুতাশঃ (বাতোদ্ভূতঃ অগ্নিঃ দহতি তদ্বৎ) দন্দগ্ধি দন্দগ্ধি (অতিশয়েন গর্হিতং দহতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রখর প্রান্ত-ভাগবিশিষ্ট সুদর্শন-চক্র ভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত

হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ-পূর্ব্বক বায়ুসহযোগে অনল যেরূপ সত্বর তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ শত্রু-সৈন্যগণকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবদস্ত্রৈশ্চ রক্ষামন্ত্রানাহ—চক্রমিতি চতুর্ভিঃ। যুগান্তানলবৎ তিগ্মা তীক্ষ্ণা নেমির্যস্য তৎ। হে সমন্তাৎ ভ্রমৎ ভ্রমণশীল ত্বং চক্রং ভগবৎ-প্রযুক্তং সৎ অরিসৈন্যং দন্দগ্ধি অতিশয়েন দহ। কক্ষং শুষ্কতৃণম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের অস্ত্রসকলের দ্বারা রক্ষামন্ত্র বলিতেছেন—'চক্রম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'যুগান্তানল-তিগ্মনেমি'—প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ নেমি (প্রান্তভাগ) যাহার। হে সমন্ততঃ ভ্রমণ-শীল সুদর্শনচক্র! তুমি ভগবৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শত্রুসৈন্য অতিশয় দগ্ধ কর। 'কক্ষং'—বলিতে শুষ্কতৃণ ॥ ২৩ ॥

———

গদেহশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে
নিষ্পিণ্ঢি নিষ্পিণ্ঢ্যজিতপ্রিয়াসি।
কুষ্মাণ্ডবৈনায়কযক্ষরক্ষো-
ভূতগ্রহাংশ্চূর্ণয় চূর্ণয়ারীন্ ॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—অশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে, (অশনিবৎ স্পর্শনং যেষাং তে বিস্ফুলিঙ্গাঃ যস্যাঃ সা তৎসম্বোধনম্ বজ্রবৎ উগ্রস্পর্শবিস্ফুলিঙ্গযুক্তে হে) গদে, (ত্বম্) অজিতপ্রিয়াসি (অজিতস্য প্রিয়াসি অহঞ্চ তস্য দাসঃ অনেন কর্ত্তব্যস্য আবশ্যকত্বং সূচিতম্ ; অতস্ত্বং) কুষ্মাণ্ডবৈনায়ক যক্ষরক্ষোভূতগ্রহান্ নিষ্পিণ্ঢি নিষ্পিণ্ঢি (সঞ্চূর্ণয় সঞ্চূর্ণয়) অরীন্ (অন্যান্ অনুক্তান্ অস্ম-চ্ছত্রূন্) চূর্ণয় চূর্ণয় ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অয়ি বজ্রতুল্য-প্রখরস্পর্শস্ফুলিঙ্গশালিনি গদে, তুমি ভগবানের অতি প্রিয়া ; (আমিও তাঁহার দাস) ; অতএব তুমি মদীয় শত্রু—কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক, যক্ষ, রক্ষ, ভূত এবং গ্রহগণকে অতিশয় নিষ্পেষিত ও চূর্ণিত কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অশনিবৎ স্পর্শনং যেষাং তে বিস্ফু-লিঙ্গা যতঃ। হে গদে নিষ্পিণ্ঢি চূর্ণয় চূর্ণয় ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশনি-স্পর্শন'-ইত্যাদি—বজ্রের ন্যায় দুঃস্পর্শ যাহার বিস্ফুলিঙ্গরাশি, হে তাদৃশ গদে। 'নিষ্পিণ্ঢি'—কুষ্মাণ্ড, বৈনায়ক প্রভৃতিকে নিষ্পেষিত কর, নিষ্পেষিত কর, এবং শত্রুগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর ॥ ২৪ ॥

———

ত্বং যাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃ-
পিশাচবিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্।
দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপূরিতো
ভীমস্বনোঽরের্হৃদয়ানি কম্পয়ন্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দরেন্দ্র, (পাঞ্চজন্য), ত্বং কৃষ্ণ-পূরিতঃ (কৃষ্ণেন পূরিতঃ মুখবায়ুপূরণেন বাদিতঃ) ভীমস্বনঃ (ভীমঃ স্বনঃ শব্দঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) যাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃপিশাচবিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্ (যাতু-ধানাঃ রাক্ষসাঃ প্রমথাদয়ঃ রুদ্রগণ-বিশেষাঃ বিপ্রগ্রহাঃ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ যে চ অন্যে ঘোরদংষ্ট্রাঃ তান্) হরেঃ (মম চ) হৃদয়ানি কম্পয়ন্ (তান্) বিদ্রাবয় (দুরী-কুরু) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে শঙ্খরাজ, পাঞ্চজন্য, তুমি শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূরিত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ-সহকারে শত্রু-গণের হৃদয় কম্পিত করিতে করিতে রাক্ষস, প্রমথ, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ ও অন্যান্য ঘোরদর্শন ব্রহ্ম-রাক্ষসগণকে বিদূরিত কর ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দরেন্দ্র হে পাঞ্চজন্য ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দরেন্দ্র'—শঙ্খশ্রেষ্ঠ হে পাঞ্চ-জন্য! ॥ ২৫ ॥

———

ত্বং তিগ্মধারাসিবরারিসৈন্য-
মীশপ্রযুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি।
চক্ষূংষি চর্ম্মন্ শতচন্দ্র ছাদয়
দ্বিষামঘোনাং হর পাপচক্ষুষাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তিগ্মধারাসিবর, (তিগ্মা তীক্ষ্ণা ধারা যস্য তৎ ; হে তিগ্মধার, হে অসিবর, খড়্গ-শ্রেষ্ঠ), ত্বম্ ঈশপ্রযুক্তঃ (ঈশেন ভগবতা প্রযুক্তঃ) মম অরিসৈন্যং ছিন্দি ছিন্দি ; (হে) শতচন্দ্র, (শত-চন্দ্রাকারাণি মণ্ডলানি যস্মিন্ তৎ সম্বোধনং) হে চর্ম্মন্, অঘোনাম্ (অঘবতাং দ্বিষাং) চক্ষূংষি ছাদয় ; পাপচক্ষুষাম্ (উগ্রদৃষ্টীনাং) (চক্ষূংষি) হর ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ, তুমি ভগবান্-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমার শত্রুসৈন্যকে ছেদন কর, ছেদন কর। হে শতচন্দ্রাকারমণ্ডলবিশিষ্ট চর্ম্মন্, (ঢাল), তুমি পাপাত্মা শত্রুগণের চক্ষু আচ্ছাদন কর এবং উগ্রদৃষ্টি শত্রুগণের চক্ষু অপহরণ কর ॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ—হে তিগ্মধার ! হে অসিবর ! হে খড়্গশ্রেষ্ঠ ! হে শতচন্দ্র শতচন্দ্রাকারযুক্ত চক্ষূংষি হর আচ্ছাদয় চ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তিগ্মধার'—ইত্যাদি, হে তীক্ষ্ণধার খড়্গশ্রেষ্ঠ ! (তুমি ভগবৎকর্ত্তৃক চালিত হইয়া আমার শত্রুসৈন্যগণকে সত্বর ছেদন কর)। হে শতচন্দ্র ! অর্থাৎ শতচন্দ্রের আকারযুক্ত চর্ম্ম (ঢাল), তুমি পাপী শত্রুগণের চক্ষু আচ্ছাদিত কর এবং উগ্রদৃষ্টি ব্যক্তিগণের দৃষ্টি নাশ কর ॥ ২৬ ॥

———

যন্নো ভয়ং গ্রহেভ্যোঽভূৎকেতুভ্যো নৃভ্য এব চ।
সরীসৃপেভ্যোদংষ্ট্রিভ্যোভূতেভ্যোঽংহোভ্য এব চ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি ভগবন্নামরূপানুকীর্ত্তনাৎ।
প্রয়ান্তু সংক্ষয়ং সদ্যো যে নঃ শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ—নো (অস্মাকং) যৎ ভয়ং গ্রহেভ্যঃ (আদিত্যাদিভ্যঃ নবভ্যঃ) অভূৎ ; (যচ্চভয়ং) কেতুভ্যঃ (উল্কাপাতাদিভ্যঃ অভূৎ) ; নৃভ্যঃ (দুষ্টমনুষ্যেভ্যঃ) এব চ (যৎ ভয়ম্ অভূৎ) ; সরীসৃপেভ্যঃ (সর্পবৃশ্চিকাদিভ্যঃ যৎভয়ম্ অভূৎ) দংষ্ট্রিভ্যঃ (ব্যাঘ্রসিংহাদিভ্যঃ যৎ ভয়ম্ অভূৎ) ভূতেভ্যঃ (প্রেতাদিভ্যঃ অথবা পঞ্চমহাভূতেভ্যঃ জলাগ্নিবিদ্যুদাদিরূপেভ্যঃ যৎ ভয়ম্ অভূৎ) ; অংহোভ্যঃ (পাপেভ্যঃ বা যৎ ভয়ম্ অভূৎ) ; এতানি সর্ব্বাণি (ভয়ানি) যে চ নঃ (অস্মাকং) শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ (শ্রেয়সাং চ প্রতীপকাঃ ব্যাঘাতকাঃ তান্ চ) ভগবন্নামরূপানুকীর্ত্তনাৎ (ভগবতঃ নামানিরূপাণি চ তেষাং কীর্ত্তনাৎ) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) সংক্ষয়ং (পুনরুৎপত্তিরাহিত্যং যথা ভবতি তথা ক্ষয়ং) প্রয়ান্তু ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—আদিত্যাদি নবগ্রহ ; উল্কাপাত, দুষ্ট মনুষ্য, সর্প, বৃশ্চিকাদি সরীসৃপ, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী, প্রেতাদি কিম্বা জল, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উপদ্রব এবং পাপ হইতে আমাদিগের যে ভয় হয়, সেইসকল এবং আমাদিগের শুভবিষয়ে বিরোধী যে সমস্ত ভাব, উহারা ভগবানের নাম ও রূপানুকীর্ত্তনে সদ্যঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হউক্ ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেয়সঃ প্রতীপকাঃ প্রতিকূলাঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ'—যাহারা আমার মঙ্গললাভের প্রতিকূল (বিঘ্নকারী), তাহারা শ্রীভগবানের নাম ও রূপের কীর্ত্তনহেতু সদ্যঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক্ ॥ ২৭-২৮ ॥

———

গরুড়ো ভগবান্ স্তোত্রস্তোভশ্ছন্দোময়ঃ প্রভুঃ।
রক্ষত্বশেষকৃচ্ছ্রেভ্যো বিষ্বক্সেনঃ স্বনামভিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্তোত্রস্তোভঃ (স্তোত্রাণি বৃহদ্রথন্তরাদিসামানি তৈঃ স্তোভ্যতে সংস্তূয়তে ইতি স্তোত্রস্তোভঃ) ছন্দোময়ঃ (বেদমূর্ত্তিঃ) ভগবান্ প্রভুঃ গরুড়ঃ (মাম্) অশেষকৃচ্ছ্রেভ্যঃ (সর্ব্বদুঃখেভ্যঃ) রক্ষতু ; বিষ্বক্সেনঃ (বিষ্বক্ বিশ্বক্ বা সর্ব্বতঃ সেনা যস্য সঃ ভগবান্) স্বনামভিঃ (অশেষকৃচ্ছ্রেভ্যঃ মা রক্ষতু) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যিনি বৃহদ্রথন্তরাদি সামমন্ত্রে স্তুত হইয়া থাকেন, সেই বেদমূর্ত্তি পরমপূজ্য প্রভু গরুড় এবং নিজনামসমূহ-দ্বারা ভগবান্ বিষ্বক্সেন সমস্ত দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্তোত্রাণি বৃহদ্রথন্তরাদি সামানি তৈঃ স্তোভ্যতে সংস্তূয়ত ইতি স্তোত্রস্তোভঃ। ঐকপদ্যপাঠে স্তোভা গীতিপূরকাক্ষরাণি স্তোত্রস্তোমেতি পাঠে সামাধারভূত ঋক্-সমুদায়স্তোমঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্তোত্রস্তোভঃ'—স্তোত্র বলিতে বৃহদ্রথন্তর প্রভৃতি সামমন্ত্রসমূহ, তাহাদের দ্বারা যিনি সম্যক্রূপে স্তুত হইয়া থাকেন, সেই বেদমূর্ত্তি মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ গরুড়। এখানে ঐকপদ্যপাঠে 'স্তোভ' বলিতে গীতির পূরণের জন্য ব্যবহৃত অক্ষর সমূহ, স্তোত্রস্তোম'—এইরূপ পাঠে সামবেদের আধাররূপ ঋক্-মন্ত্রসমূহ স্তোম ॥ ২৯ ॥

———

সর্ব্বাপদ্ভ্যো হরের্নামরূপযানায়ুধানি নঃ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—হরেঃ নামরূপযানায়ুধানি (নামানি চ রূপানি চ যানানি বাহনানি আয়ুধানি চ তানি) সর্ব্বাপদ্ভ্যঃ নঃ (অস্মাকং) বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু (রক্ষন্তু) ; পার্ষদভূষণাঃ (ভগবৎপার্ষদমুখ্যাশ্চ নো বুদ্ধ্যাদীন্ রক্ষন্তু) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ হরির নাম, রূপ, বাহন, অস্ত্র প্রভৃতি পার্ষদমুখ্যগণ আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—পার্ষদভূষণাঃ পার্ষদমুখ্যাঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'পার্ষদভূষণাঃ' — বলিতে পার্ষদমুখ্যগণ ॥ ৩০ ॥

যথা হি ভগবানেব বস্তুতঃ সদসচ্চ যৎ।
সত্যেনানেন নঃ সর্ব্বে যান্তু নাশমুপদ্রবাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—বস্তুতঃ (পরমার্থতঃ) সদসচ্চ (মূর্ত্তামূর্ত্তং) যৎ (তৎসর্ব্বং জগৎ) ভগবান্ এব (ন ততঃ ভিন্নং তদ্বহিরঙ্গমায়াশক্তিকার্য্যত্বাৎ) যথা হি (যথার্থং শাস্ত্রপ্রতিপাদিতং সত্যং চেৎ তদা) অনেন (এব) সত্যেন নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বে উপদ্রবাঃ নাশং যান্তু (গচ্ছন্তু) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক যে জগৎ তাহা বস্তুতঃ ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে, কারণ বস্তুতত্ত্ববিচারে বাস্তব-বস্তু ভগবানের কার্য্যস্বরূপ, জগৎকারণরূপী ভগবান্ হইতে একটী পৃথক্ বস্তু নহে—ইহা যখন সত্য, তখন সেই সত্যস্বরূপ বাস্তব-বস্তু ভগবানের দ্বারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিপদ বিনাশ প্রাপ্ত হউক্ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ সদসদ্রূপং জগৎ তদ্বস্তুতো ভগবানেব তস্যৈব বহিরঙ্গমায়াশক্তিকার্য্যত্বাৎ। সত্যেন শপথেনানেন ইতি যদ্যেবংভূতো ভগবান্ সত্যঃ স্যাৎ তদাস্মাকমুপদ্রবা নশ্যন্তু। যদি বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদসচ্চ যৎ'—সৎ ও অসৎ রূপ যে জগৎ, তাহা বস্তুতঃ ভগবানই (অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সমগ্র জগৎ ভগবানেরই স্বরূপ), যেহেতু উহা তাঁহারই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কার্য্য। 'সত্যেন' —এই শপথের দ্বারা, অর্থাৎ যদি এইরূপ ভগবান্ সত্য হন, তাহা হইলে আমাদের সকল উপদ্রব বিনষ্ট হউক। এখানে 'যদি বেদাঃ প্রমাণম্'—যদি বেদ প্রমাণ হয়, ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় উক্ত হইল (অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ বেদের যেমন আর প্রমাণের আবশ্যকতা থাকে না, সেরূপ সমস্ত কিছু ভগবানেরই স্বরূপ—ইহা যথার্থ নিশ্চয়হেতু আমাদের সকল উপদ্রব নাশপ্রাপ্ত হইবেই, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই—এই ভাব।) ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

যথা হি ভগবানেব সদসন্নিয়ামকতয়া সদসদ্রূপ উচ্যতে। সত্যেনানেন মাং দেবঃ পাতু বিষ্ণুশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৩১ ॥

যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া ॥ ৩২ ॥
তেনৈব সত্যমানেন সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ।
পাতু সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ঐকাত্ম্যানুভাবানাম্ (ঐকাত্ম্যস্য অনুভাবঃ ভাবনা ধ্যানং যেষাং তেষাং) বিকল্পরহিতঃ (বিকল্পঃ ভেদ তদ্রহিতঃ অপি ভাবনারহিতানাং ভেদদর্শিনাং) ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যাঃ (ভূষণাদি কৌস্তুভাদীনি আয়ুধানি সুদর্শনাদীনি লিঙ্গানি চতুর্ভুজদ্বিভুজাদিমূর্ত্তীঃ আখ্যাঃ রামকৃষ্ণাদি নামানি) শক্তীঃ (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদীনি) স্বমায়য়া (স্বেচ্ছয়া স্বয়মেব) ধত্তে (ইতি প্রতিভাতি তত্তু শাস্ত্রোক্তং যথা যথার্থং সত্যং চেৎ তদা তেনৈব) সত্যমানেন (সত্যভূতেন যথার্থভূতেন প্রমাণেন) সর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ অনুক্তৈঃ) স্বরূপৈঃ (অষ্টভুজাদিস্বরূপৈঃ) নঃ (অস্মান্) সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ ভগবান্ হরিঃ পাতু ॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ—ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং জগৎ—এই সকলই বস্তু। বস্তুতত্ত্ববিচারে ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য নাই—এইরূপ ভাবনাপর ব্যক্তিগণের নিকট বাস্তববস্তু ভগবান্ বস্তুতত্ত্ববিচারে অভিন্ন হইয়াও কৃপাশক্তিবলে যেরূপ কৌস্তুভাদি ভূষণ, সুদর্শনাদি আয়ুধ, চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদি মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ বিদ্বৎপ্রতীতি-লক্ষণ সত্য-প্রমাণানুসারে ভূষণাদি লক্ষণযুক্ত বিচিত্র-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ

ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঐক্যাত্ম্যং চিন্ময়ত্বাদেকস্বরূপত্বং অনুভাবো লক্ষণং যাসাং তাসাং ভূষণাদীনাং শক্তীনাং বিকল্পরহিতঃ। স্বস্য তাসাঞ্চ চিদ্রূপত্বাৎ তাভ্যো ভেদরহিতোহপি ভূষণাদ্যাখ্যাস্তাঃ শক্তীঃ। যথা ধত্তে তথা তেনৈব সত্যমানেন নঃ পাত্বিত্যন্বয়ঃ। তত্র ভূষণানি কৌস্তুভাদীনি আয়ুধানি চক্রাদীনি লিঙ্গানি চতুর্ভুজত্বাদীনি আখ্যা নামানি যাসাং তাঃ শক্তীঃ স্বরূপশক্তির্বৃত্তীর্ধত্তে। স্বমায়য়া স্বরূপশক্ত্যা স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। "অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনিষিণঃ" ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমানিতশ্রুতেঃ। তেনৈব সত্যমানেন সত্যরূপপ্রমাণেন ভূষণায়ুধাদীনি চতুর্ভুজত্বাদীনি চ স্বরূপশক্তিময়ত্বাৎ স্বেনাভিন্নান্যেব ভগবান্ ধত্তে ইতি যদি সত্যং স্যাত্তদা সর্ব্বৈর্হরির্বিদধ্যাদিত্যাদি মন্ত্রোক্তৈঃ স্বরূপৈঃ সর্ব্বত্র দেশে কালে চ সর্ব্বগঃ সন্ পাতু। সর্ব্বজ্ঞ ইত্যস্মন্মনোগতমাস্তিক্যং ভগবানেব জানাতীতি শপথো জ্ঞাপিতঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঐকাত্ম্যানুভাবানাং'—ঐকাত্ম্য বলিতে চিন্ময়ত্বহেতু একস্বরূপত্ব, তাহাই অনুভাব, অর্থাৎ লক্ষণ যাহাদের, সেইসকল ভূষণাদি শক্তিসমূহের 'বিকল্পরহিতঃ'—ভেদরহিত। নিজের এবং সেই সকল ভূষণাদির চিদ্রূপত্বহেতু তাহাদের হইতে ভেদরহিত হইলেও সেই ভূষণ প্রভৃতি নামক সেই সকল শক্তিকে তিনি যেমন ধারণ করেন, 'তেনৈব সত্যমানেন'—সেইরূপ সত্যপ্রমাণহেতুই তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন—এই অন্বয়। তন্মধ্যে ভূষণ হইতেছে কৌস্তুভ প্রভৃতি, চক্রাদি অস্ত্রসমূহ, 'লিঙ্গ' বলিতে চতুর্ভুজত্বাদি চিহ্ন, 'আখ্যা'—(শ্রীরাম, কৃষ্ণাদি) নাম যাঁহার, সেই সকল স্বরূপশক্তি যিনি ধারণ করেন। 'স্বমায়য়া'—স্বরূপশক্তির দ্বারা, অর্থাৎ স্বরূপভূত মায়া নামক নিত্যশক্তির সহিত যুক্ত শ্রীভগবান্। মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—অতএব মনীষিগণ বিষ্ণুকে মায়াময় বলেন, ইত্যাদি। এইরূপ সত্যপ্রমাণহেতু বলিতে ভূষণ, অস্ত্রসকল এবং চতুর্ভুজত্বাদি মূর্ত্তিসকল স্বরূপশক্তিময়ত্বহেতু নিজের অভিন্নরূপে ভগবান ধারণ করেন—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'সর্ব্বৈ র্হরি বিদধ্যাৎ' (১২ শ্লোক), অর্থাৎ ঐ সকলের দ্বারা শ্রীহরি আমাদের রক্ষা বিধান করুন—ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত স্বরূপে সর্ব্বত্র দেশে ও কালে সর্ব্বগত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। 'সর্ব্বজ্ঞ'—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বলায়, আমাদের মনোগত আস্তিক্যভাব শ্রীভগবানই জানেন—এইরূপ শপথ জ্ঞাপন করা হইল ॥ ৩২-৩৩ ॥

মধ্ব—

এক এব পরো বিষ্ণুর্ভূষাহেতি ধ্বজেষ্বজঃ।
তত্তচ্ছক্তিপ্রদত্বেন স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥
সত্যেনানেন মাং দেবঃ পাতু সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ।
ইতি চ ॥ ৩২ ॥

বিদিক্ষু দিক্ষূর্দ্ধ্বমধঃ সমন্তা-
দন্তর্বহির্ভগবান্ নারসিংহঃ।
প্রহাপয়ল্লোকভয়ং স্বনেন
স্বতেজসা গ্রস্তসমস্ততেজাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্বতেজসা (স্বপ্রভাবেন) গ্রস্তসমস্ততেজাঃ (গ্রস্তানি আচ্ছাদিতানি সমস্তানি দিগ্গজ-বিষ-শস্ত্র-জলবায়ুগ্বিপ্রভৃতীনাং তেজাংসি প্রভাবাঃ যেন সঃ) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূজ্যো বা) নারসিংহঃ (শ্রীনৃসিংহদেবঃ তদীয়ভক্তঃ শ্রীপ্রহলাদমহারাজো বা) স্বনেন (মহাগর্জ্জনেন শ্রীনৃসিংহনামগর্জ্জনেন বা) লোকভয়ং (ভক্তজনভীতিং) প্রহাপয়ন্ (প্রকৃষ্টরূপেণাপনুদন্) বিদিক্ষু (কোণেষু) দিক্ষু (প্রাচ্যাদিষু চতসৃষু) উর্দ্ধ্ম্ অধঃ সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) অন্তঃ বহিঃ (নঃ পাতু ইতি শেষঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যিনি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অথবা যিনি নিজ প্রভুর নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে লোকভয় সম্পূর্ণভাবে অপনোদন এবং স্বীয় তেজে তেজস্বিগণের অর্থাৎ দিগ্গজ, বিষ, শস্ত্র, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি তেজ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ নৃসিংহদেব কিম্বা তদীয় মহারাজ প্রহলাদ দিক্, বিদিক্, উর্দ্ধ্ব, অধঃপ্রদেশ এবং অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নানাস্বরূপৈঃ স্বরক্ষাং সমাপ্যাপি পুনরপি সর্ব্বেষাং প্রতিকূলানাং ভীষণেনৈকেনৈব

নৃসিংহ-স্বরূপেণ স্বরক্ষামন্ত্রমেকমাহ—বিদিক্ষ্বিতি পাত্বিত্যনুষঙ্গঃ। যদ্বা, নারসিংহঃ নরসিংহভক্তঃ প্রহলাদঃ স্বনেন শ্রীনৃসিংহ-নাম-গর্জ্জনেন স্বতেজসা গ্রস্তানি সমস্তানাং দিগ্‌গজ-বিষ-শস্ত্র-জল-বায়ুগ্ন্যাদীনাং তেজাংসি প্রভাবা যেন সঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে নানা স্বরূপের দ্বারা নিজেদের রক্ষা সমাপন করিয়াও পুনরায় সমস্ত প্রতিকূলের জন্য ভয়ঙ্কর একমাত্র শ্রীনৃসিংহ স্বরূপের দ্বারা স্বরক্ষা মন্ত্র একটি শ্লোকে বলিতেছেন—'বিদিক্ষু' ইতি, অর্থাৎ দিক্, বিদিক্ সর্ব্বত্র ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব আমাকে রক্ষা করুন—এই অন্বয়। অথবা—'নারসিংহ' বলিতে শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত শ্রীপ্রহলাদ, 'স্বনেন'—শ্রীনৃসিংহ নাম উচ্চারণরূপ নিজ তেজের দ্বারা দিগ্‌গজ, বিষ, শস্ত্র, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সমস্ত তেজ গ্রাস করিয়া (আমাকে রক্ষা করুন—এই অর্থ) ॥ ৩৪ ॥

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্।
বিজেষ্যসেঽঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্ ॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) মঘবন্, ইদং নারায়ণাত্মকং বর্ম্ম আখ্যাতং (কথিতং) যেন দংশিতঃ (কবচিতঃ সংনদ্ধঃ সন্) অঞ্জসা (অনায়াসেন) অসুরযূথপান্ বিজেষ্যসে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্র, এই নারায়ণ-নামক কবচ তোমাকে বলিলাম। তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া নিশ্চিতই অসুর-সেনানীগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দংশিতঃ কবচিতঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দংশিতঃ'—এই নারায়ণ কবচদ্বারা আবৃত হইয়া (অর্থাৎ এই নারায়ণ কবচ ধারণ করিয়া আপনি অসুরগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন।) ॥ ৩৫ ॥

এতদ্ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যঃ সাধ্বসাৎ স বিমুচ্যতে ॥৩৬

অন্বয়ঃ—এতৎ ধারয়মানঃ (জনঃ যং যং চক্ষুষা পশ্যতি, পদা বা সংস্পৃশেৎ, সঃ (জনঃ) সদ্যঃ সাধ্বসাৎ (ভয়াৎ) বিমুচ্যতে (বিমুক্তঃ ভবতি) ॥৩৬॥

অনুবাদ—এই কবচ-ধারণকারী ব্যক্তি যাহাকে দর্শন কিম্বা পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভয় হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সোঽপি সাধ্বসাৎ বিমুচ্যতে কিমুত এতদ্ধারয়মাণঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—এই কবচধারণকারী ব্যক্তি যাহাকে দর্শন কিম্বা পদ দ্বারা স্পর্শ করিবেন, সেই ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ ভয় হইতে মুক্ত হইবে, আর যিনি ইহা ধারণ করিবেন, তাঁহার কথা অধিক কি বক্তব্য ॥ ৩৬ ॥

ন কুতশ্চিদ্ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ।
রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যো ব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ কর্হিচিৎ ॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যাং ধারয়তঃ তস্য কর্হিচিৎ (কদাপি) রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যঃ ব্যাধ্যাদিভ্যঃ চ কুতশ্চিৎ ভয়ং ন ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি এই নারায়ণ-কবচনাম্নী বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁহার কোনকালেও রাজা, দস্যু, গ্রহাদি বা ব্যাধি প্রভৃতি কোন বিষয় হইতে ভয় হয় না ॥ ৩৭ ॥

ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ।
যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি ॥ ৩৮॥

অন্বয়ঃ—পুরা কশ্চিৎ কৌশিকঃ (নামা) দ্বিজঃ (অভূৎ) ; সঃ (চ) মরুধন্বনি (নিরুদকে মলিনে অপি দেশে) ইমাং বিদ্যাং (নারায়ণাত্মিকাং) ধারয়ন্ যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ। (এতেন ক্ষেত্রতীর্থাদ্যনপেক্ষত্বং বিদ্যায়াঃ দর্শিতম্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—(হে দেবেন্দ্র,) পুরাকালে কৌশিক-নামক কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এই নারায়ণাত্মিকা বিদ্যা ধারণ-পূর্ব্বক মরুপ্রদেশে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

তস্যোপরি বিমানেন গন্ধর্ব্বপতিরেকদা।
যযৌ চিত্ররথঃ স্ত্রীভির্বৃতো যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—একদা স্ত্রীভিঃ বৃতঃ চিত্ররথঃ (নাম) গন্ধর্ব্বপতিঃ যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ (দ্বিজস্য ক্ষয়ঃ দেহত্যাগঃ অভূৎ) তস্য উপরি বিমানেন যযৌ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—একদা বহুস্ত্রী-পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্ব-পতি চিত্ররথ যে স্থানে ব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হইয়াছিল, তাহার উপর দিয়া বিমানারোহণে গমন করিয়া-ছিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজস্য ক্ষয়ো দেহত্যাগঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজক্ষয়ঃ'—যেখানে সেই ব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

———

গগনান্ন্যপতৎ সদ্যঃ সবিমানো হ্যবাক্‌শিরাঃ।
স বালিখিল্যবচনাদস্থীন্যাদায় বিস্মিতঃ।
প্রাস্য প্রাচীসরস্বত্যাং স্নাত্বা ধাম স্বমন্বগাৎ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(তস্য স্থানস্য উল্লঙ্ঘনাৎ) সদ্যঃ (তৎ-ক্ষণম্ এব) সবিমানঃ হি অবাক্‌শিরাঃ (অধঃশিরাঃ সন্) গগনাৎ ন্যপতৎ। বালিখিল্যবচনাৎ (অস্য অস্থীনি সরস্বত্যাং ক্ষিপ ততস্ত্বম্ ইতো গন্তুং শক্ষ্যসি নান্যথা ইতি বালিখিল্যবচনাৎ) সঃ চিত্ররথঃ (তস্য) অস্থীনি আদায় প্রাচীসরস্বত্যাং (পূর্ব্ববাহিন্যাং সর-স্বত্যাং) প্রাস্য (প্রক্ষিপ্য তত্র) স্নাত্বা (সঃ তৎপ্রভাবেন) বিস্মিতঃ (সন্) স্বং ধাম (গন্ধর্ব্বলোকম্) অন্বগাৎ (জগাম ; অন্যথা গন্তুং নাপারয়িষ্যৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ঐস্থান উল্লঙ্ঘন-হেতু তৎক্ষণাৎ চিত্র-রথ অধোমস্তক হইয়া বিমানের সহিত গগন হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। অনন্তর বালিখিল্য-মুনির উপদেশানুসারে চিত্ররথ কৌশিকের অস্থিসকল গ্রহণা-ন্তর পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীনদীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অবগাহন-পূর্ব্বক অতীব বিস্মিত হইয়া স্বধাম গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিয়াছিলেন। (বালি-খিল্য-মুনি চিত্ররথকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই অস্থিসকল নদীতে প্রক্ষেপ না করিলে এস্থান হইতে যাইতে সমর্থ হইবে না ; গন্ধর্ব্বরাজ মুনির উপদেশে অস্থিসকল সরস্বতীতে বিসর্জ্জন করায় যাইতে সমর্থ হইলেন) ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাচীসরস্বত্যামিতি পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ। স্বং ধাম স-বিমানোঽন্যথাগন্তুং নৈবাপার-য়িষ্যদিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠেঽয়মষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-
ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টোমঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাচী-সরস্বত্যাং—পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী নদীর জলে, 'প্রাচী'—এই স্থলে সমাসে আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া পুংবদ্ ভাব হয় নাই। 'স্বং ধাম'—সেই স্থানের উপর দিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বিমানসহ নিজ ধামে গমন করিতে সমর্থ হন নাই—এই ভাব ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

য ইদং শৃণুয়াৎ কালে যো ধারয়তি চাদৃতঃ।
তং নমস্যন্তি ভূতানি মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥ ৪১॥
এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জ্জিত্য মৃধেঽসুরান্ ॥৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে নারায়ণবর্ম্মোপদেশো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যঃ ইদং কালে শৃণু-য়াৎ, যঃ চ আদৃতঃ (শ্রদ্ধান্বিতঃ সন্) ধারয়তি ভূতানি (সর্ব্বে জন্তবঃ) তং নমস্যন্তি ; (সঃ) সর্ব্বতঃ ভয়াৎ মুচ্যতে (নির্ভয়ঃ ভবতি) ; শতক্রতুঃ (ইন্দ্রঃ) বিশ্বরূপাৎ এতাং বিদ্যাম্ অধিগতঃ (প্রাপ্তঃ সন্)

মৃধে (যুধে) অসুরান্ বিনির্জ্জিত্য ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে (লেভে) ॥ ৪১-৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—(হে পরীক্ষিৎ,) যে ব্যক্তি ভয় উপস্থিত হইলে এই নারায়ণ-কবচ শ্রবণ করেন, কিম্বা যে ব্যক্তি ইহা শ্রদ্ধার সহিত ধারণ করেন, তিনি সমস্ত লোকের পূজ্য এবং সর্ব্ব-ভয় হইতে মুক্ত হন।

শতক্রতু (ইন্দ্র) বিশ্বরূপের নিকট হইতে এই বিদ্যা লাভ করিয়া অসুরগণকে পরাজয়-পূর্ব্বক ত্রিভুবনের সম্পদ্ ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মধ্ব—

গুরুশিষ্যয়োরযোগ্যত্বাদ্গুরুবৃত্তেরপূর্ত্তিতঃ।
অপ্রসাদাদ্গুরোর্বিদ্যা ন যথোক্তফলপ্রদা॥

ইতি চ।

বিদ্যাঃ কর্ম্মাণি চ সদাগুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ।

ইতি তন্ত্রসারে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
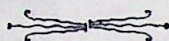
নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত।
সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ-বধ ও তজ্জন্য বিশ্বরূপ-পিতা ত্বষ্ট্রার যজ্ঞে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি এবং তন্নিমিত্ত ভীত হইয়া দেবগণের ভগবানের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের গোপনে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদানরূপ কপটধর্ম্ম জানিতে পারিয়া তাহার মস্তক ছেদন করেন। বিশ্বরূপ-বধজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপক্ষালন করিতে সমর্থ হইলেও দেবরাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুতাপসহকারে ঐ পাপগ্রহণপূর্ব্বক সম্বৎসর পরে উহা ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। ভূমি যে ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই অদ্যাপি উষর ভূমিরূপে দৃষ্ট হয়। বৃক্ষ যে ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই অদ্যাপি বৃক্ষের নির্য্যাসরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া বৃক্ষনির্য্যাস-পান নিষিদ্ধ। স্ত্রীগণের মধ্যে ঐ পাপ রজোরূপে দৃষ্ট হয়; তজ্জন্য রজঃস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা। জলে ঐ পাপাংশ বুদ্বুদ্ফেনরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া ফেনযুক্ত জল অব্যবহার্য্য।

বিশ্বরূপ নিহত হইলে তাহার পিতা ত্বষ্ট্রা ইন্দ্রবধ-কামনায় যজ্ঞ করে। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে মন্ত্রের স্বরক্রমাদির ব্যতিক্রম হইলে তদ্বিপরীত ফল হইয়া থাকে ত্বষ্ট্রার যজ্ঞেও তাহাই হইল। অর্থাৎ ত্বষ্ট্রা ইন্দ্রশত্রু-বর্দ্ধন-কামনায় যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেন, তাহাতে ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধিত না হইয়া, ইন্দ্র যাহার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইল। সেই বৃত্রাসুরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে দেবগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপতি, বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার, সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও একমাত্র ভয়ত্রাতা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কেননা ভয় নিবারণের নিমিত্ত ভগবদ্ ভিন্ন অন্য দেবতার শরণাপন্ন হওয়া

কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন-পূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার ন্যায় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।

ভগবান্ দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অথর্ব্বপুত্র দধীচিমুনির নিকট তাঁহার দেহ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সেই দধীচিমুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রে বৃত্রাসুর নিহত হয়।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভারত, তস্য বিশ্বরূপস্য সোমপীথং (সোমস্য পীথং পানং যস্মিন্ তৎ) সুরাপীথম্ (সুরায়াঃ পীথং পানং যস্মিন্ তৎ) অন্নাদম্ (অন্নম্-অত্তীতি অন্নাদম্) ইতি ত্রীণি শিরাংসি আসন্ (ইতি বয়ং) শুশ্রুম্॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—হে পরীক্ষিৎ, সেই দেবপুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল; একটীর নাম "সোমপীথ"—ইহার দ্বারা তিনি সোমরস পান করিতেন; অন্যটীর নাম "সুরাপীথ"—তাহা দ্বারা সুরাপান করিতেন, অপরটীর নাম "অন্নাদ"—তদ্দ্বারা অন্নভোজন করিতেন, এইরূপ শাস্ত্রে শুনা যায়॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

বিশ্বরূপমহন্ শক্রস্ত্বষ্টা বৃত্রমজীজনৎ।
দেবৈস্তুতো হরির্বজ্রপ্রাপ্তিং নবম উচিবান্॥

সোমস্য পীথং পানং যস্মিন্ তৎ, অন্নমত্তীতি অন্নাদম্। অত্র বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবনামাসীদিতি শ্রুতিরনুসন্ধেয়া॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করেন, ত্বষ্টা বৃত্রাসুরকে উৎপাদন করেন, এবং দেবগণের দ্বারা স্তুত হইয়া শ্রীহরি বজ্রপ্রাপ্তির উপায় বলেন—ইহা নিরূপিত হইয়াছে॥ ০॥

'সোমপীথং'—যাহার দ্বারা বিশ্বরূপ সোমরস পান করিতেন, তাহা। যাহার দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন, তাহা 'অন্নাদ'। এই স্থলে 'ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন'—এইরূপ শ্রুতি দ্রষ্টব্য॥ ১॥

স বৈ বর্হিষি দেবেভ্যো ভাগং প্রত্যক্ষমুচ্চকৈঃ।
অদদদ্‌যস্য পিতরো দেবাঃ সপ্রশ্রয়ং নৃপ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, যস্য দেবাঃ পিতরঃ (ভবন্তীতি-শেষঃ) স বৈ (বিশ্বরূপঃ) বর্হিষি (যজ্ঞাগ্নৌ) প্রত্যক্ষং (প্রকটং) সপ্রশ্রয়ং (সবিনয়ং যথা ভবতি তথা) দেবেভ্যঃ ভাগং (হবির্ভাগম্, ইন্দ্রায় ইদম্, অগ্নয়ে ইদম্ ইতি (উচ্চকৈঃ অদদৎ (উচ্চারয়ন্ দদৌ)॥ ২॥

অনুবাদ—হে নৃপ, দেবগণ বিশ্বরূপের পিতৃপুরুষ-বলিয়া বিশ্বরূপ প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সহিত "ইন্দ্রায় ইদম্" "অগ্নয়ে ইদম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেঃ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন॥ ২॥

বিশ্বনাথ—তস্যাসুরপক্ষপাতমাহ—স বা ইতি দ্বাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং প্রকটং যথা ভবতি তথা সবিনয়ং দেবেভ্যো হবির্ভাগং ইন্দ্রায়েদং অগ্নয়ে ইদমিতি উচ্চৈরদদৎ। তত্র হেতুঃ। যস্য পিতরো দেবাঃ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার অসুর-পক্ষপাতিত্ব বলিতেছেন—'স বা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'প্রত্যক্ষং'—তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিনয়সহকারে দেবগণের উদ্দেশ্যে 'ইন্দ্রের এই ভাগ, অগ্নির এই ভাগ'—এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। তাহার কারণ তাঁহার পিতৃপুরুষ দেবগণ॥ ২॥

স এব হি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি।
যজমানোঽবহদ্ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—মাতৃস্নেহবশানুগঃ (মাতুঃ রচনায়াঃ দৈত্যেষু স্নেহেন তদ্বশমনুগচ্ছতীতি মাতৃপক্ষপ্রিয়ঙ্করঃ) স এব বিশ্বরূপঃ দেবান্) যজমানঃ (তদুদ্দেশকং যজ্ঞং কুর্ব্বন্ অপি) অসুরান্ প্রতি (দেবানাং দৃষ্টিং বঞ্চয়িত্বা) ভাগম্ অহবৎ (ররক্ষঃ); পরোক্ষং (যথা গুপ্তং ভবতি তথা) ভাগং (তেভ্যঃ অসুরেভ্য যজ্ঞভাগং) দদৌ (কেনাপি উপায়েন প্রাপয়ামাস)॥ ৩॥

অনুবাদ—এদিকে দেবতাদিগের যজ্ঞ করিতে করিতে বিশ্বরূপ, মাতৃস্নেহবশতঃ অর্থাৎ মাতৃসম্বন্ধী মাতামহপক্ষীয় অসুরগণের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন দেবতাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে গুপ্তভাবে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ দান করিতেন॥ ৩॥

বিশ্বনাথ—পরোক্ষং দেবানাং দৃষ্টিং বঞ্চয়িত্বা দ্বিত্রবারং নীচৈরিত্যর্থঃ। দদৌ দত্ত্বা চ ভাগং অব-

হৎ পরোক্ষমেব প্রাপয়ামাসেত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ মাত্রিতি যস্যাসুরা মাতামহা ইত্যর্থঃ। ভীতঃ অসুর-বলোদ্ভবং বিভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরোক্ষং'—পরোক্ষে অর্থাৎ দেবগণের দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া গোপনে দুই তিনবার নীচ স্বরে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ দান করিতেন। 'দদৌ'—ঐ যজ্ঞভাগ অতি গোপনেই অসুরগণের নিকট প্রেরণ করিতেন—এই অর্থ। তাহার কারণ বলিতেছেন—'মাতৃস্নেহ-বশানুগঃ'—মাতৃ-স্নেহবশতঃ অর্থাৎ অসুরগণ তাঁহার মাতামহ ছিলেন—এই অর্থ। 'ভীতঃ'—ইন্দ্র ভীত হইয়া (ইহা চতুর্থ শ্লোকের বিষয়), অর্থাৎ ইহাতে অসুরগণের বল বৃদ্ধি হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া, এই অর্থ ॥ ৩ ॥

———

তদ্দেবহেলনং তস্য ধর্ম্মালীকং সুরেশ্বরঃ।
আলক্ষ্য তরসা ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্রুষা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিশ্বরূপস্য) তৎ (অসুরেভ্যঃ হবির্দান-লক্ষণং) দেবহেলনং (দেবাপরাধং) ধর্ম্মালীকং (ধর্ম্মে অলীকং কাপট্যং চ) আলক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) সুরেশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ) ভীতঃ (এবম্ অয়ম্ অসুরান্ বর্দ্ধয়িত্বা অস্মান্ ঘাতয়িষ্যতীতি শঙ্কিতঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) তরসা (বেগেন) তচ্ছীর্ষাণি (তস্য শীর্ষাণি) অচ্ছিনৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—একদা দেবরাজ বিশ্বরূপের দেবতা-দিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অসুরগণকে যজ্ঞভাগ প্রদানরূপ কপটকর্ম্ম অবলোকন করিয়া অসুরগণের ভাবী অভ্যুত্থান-চিন্তায় ভীত এবং বিশ্বরূপের তাদৃশ অপ-রাধে তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ সবেগে মস্তকত্রয় ছেদন করিলেন ॥ ৪ ॥

———

সোমপীথন্তু যৎ তস্য শির আসীৎ কপিঞ্জলঃ।
কলবিঙ্কঃ সুরাপীথমন্নাদং যৎ স তিত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ শিরঃ তস্য সোমপীথম্ আসীৎ (তৎ) কপিঞ্জলঃ (তন্নামকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভূৎ); সুরাপীথং (শিরঃ) কলবিঙ্কঃ (তন্নামকঃ পক্ষি-বিশেষঃ অভূৎ); অন্নাদং যৎ (শিরঃ) তিত্তিরিঃ (তন্নামকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভূদিতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহার সোমপীথ-নামক মস্তকটী কপিঞ্জল-পক্ষী (চাতক), সুরাপীথ-নামক মস্তকটী কলবিঙ্কপক্ষী (চটকপক্ষী), তাহার অন্নাদ-নামক মস্তকটী তিত্তিরিপক্ষী হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

———

ব্রহ্মহত্যামঞ্জলিনা জগ্রাহ যদপীশ্বরঃ।
সংবৎসরান্তে তদঘং ভূতানাং স বিশুদ্ধয়ে ॥
ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদপি (ইন্দ্রঃ) ঈশ্বরঃ ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্মহত্যাজন্যপাপক্ষালনে সমর্থঃ তথাপি ত্রৈলোক্যাধী-শ্বরত্বাৎ ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রাবল্যাৎ চ তাম্) অঞ্জলিনা (হস্তদ্বয়েন জাতত্বাৎ তেনৈব) জগ্রাহ (স্বরম্ অনুতা-পাদিকং কৃত্বা গৃহীতবান্; এবম্ অনুতাপেন ক্ষীণ-পাপঃ সন্) সঃ হরিঃ (ইন্দ্রঃ) সংবৎসরান্তে (সংবৎ-সরপর্য্যন্তং তথৈব বিগীতঃ স্থিত্বা তদন্তে) ভূতানাং (স্বশরীরারম্ভকমহাভূতানাং) বিশুদ্ধয়ে (অথবা প্রাণিনাং মধ্যে স্ববিশুদ্ধয়ে লোকাপবাদপরিহারায়ঃ ইত্যর্থঃ) তদঘং (ব্রহ্মহত্যারূপং পাপং) ভূম্যম্বুদ্রুম-যোষিদ্ভ্যঃ চতুর্ধা ব্যভজৎ (বিভজ্য দদৌ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যদ্যপি দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের বধ-জনিত ব্রহ্মহত্যাপাপ ক্ষালন করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুতাপাদি সহকারে ঐ পাপ গ্রহণ করিলেন; এইরূপ ভাবে সম্বৎসরকাল অতীত হইলে স্বকীয় দেহারম্ভক মহাভূতসমূহের বিশুদ্ধির জন্য অথবা লোকাপবাদ পরিহারার্থ ব্রহ্ম-হত্যারূপ পাপ ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে চারিভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আকস্মিকাভ্যাং ক্রোধভয়াভ্যাং তং হত্বৈবাহো হন্ত মহাপাপং বুদ্ধিপূর্ব্বকমেবাকরবং মহানীচো ন জানে কুত্র বা নরকে পতিষ্যামি তদেতৎ সমুচিতং ফলং শীঘ্রমেব লভেয়েত্যনুতাপপুঞ্জে নিমম-জ্জেত্যাহ—ব্রহ্মেতি। স্ব-তেজসা মাং জ্বালয়েতি ভাবঃ। যদ্যস্মাৎ অধি অধিকৃতভক্ত ঈশ্বরবিভূতি-রূপস্তস্মাৎ কথমেবং বিকর্ম্মণা অনুতাপং ন কুর্য্যা-দিতি ভাবঃ। এবমনুতাপেন ক্ষীণপাপবেগঃ সংবৎ-

সরপর্য্যন্তং তথৈব বিগীত এব স্থিত্বা তদন্তে ভূতানাং স্বদেহস্থ-ভূতানাং পৃথিব্যপ্তেজো-বায়ূনাং ব্রহ্মহত্যয়ৈবা-পবিত্রীকৃতানাং বিশুদ্ধয়ে তদঘং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ, আকাশস্যাপাবিত্র্যাসম্ভবাৎ চতুর্ণামেব ভূতানাং শুদ্ধয়ে চতুর্দ্ধেতি ন্যায়ঃ। তেনান্তঃকরণগতমঘন্তু সূক্ষ্মরূপেণ তস্থাবেব যদেব বীজং পুনরপি বৃত্রবধেন ব্রহ্মহত্যাং জনয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকস্মিক ক্রোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াই, 'হায়! আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক এইরূপ মহাপাপ করিলাম, আমি অতি নীচ, জানি না ইহাতে কোন্ নরকে নিপতিত হইব, অতএব ইহার সমুচিত ফল শীঘ্রই লাভ করিব' —এইরূপ অনুতাপানলে নিমজ্জিত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মহত্যাম্' ইত্যাদি। এই ব্রহ্মহত্যা হস্ত দ্বারা কৃত হইয়াছে, এইজন্য সেই ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ ইন্দ্র অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ উহা নিজ তেজে আমাকে প্রজ্জ্বালিত করুক—এই ভাব। 'যদপীশ্বরঃ'—দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পাপের নিবারণে সমর্থ হইয়াও, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের বিভূতিরূপ বলিয়া অধিকৃত-ভক্ত, অতএব এইরূপ বিকর্ম্মের দ্বারা কিজন্য অনুতাপ করিবেন না—এই ভাব। এইরূপ অনুতাপের দ্বারা পাপবেগ ক্ষীণ হওয়ায়, তিনি সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত সেইরূপ নিন্দিত থাকিয়া, পরিশেষে 'চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ'—ঐ পাপকে চারিভাগে ভাগ করিয়া দিলেন। 'ভূতানাং'—নিজ দেহস্থিত পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি সূক্ষ্মভূতের ব্রহ্মহত্যার দ্বারা অপবিত্র হওয়ায়, তাহার বিশুদ্ধির নিমিত্ত সেই পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এখানে জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ হইলেও, আকাশের অপবিত্র হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া, ক্ষিত্যাদি চারিটি ভূতের শুদ্ধির জন্য চারি ভাগ, ইহা ন্যায্যই হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার অন্তঃকরণস্থিত পাপ কিন্তু সূক্ষ্মরূপে ছিলই, যাহা সেই পাপের বীজ, উহা পুনরায় বৃত্রবধের দ্বারা উৎপন্ন করাইবে—এই ভাব ॥ ৬ ॥

———

ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ।
ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—খাতপূরবরেণ বৈ (খাতস্য গর্ত্তস্য পূরঃ পূরণং তেন বরেণ যদি খাতস্য পূরণং স্বতঃ এব ভবিষ্যতি তর্হি হত্যাং গ্রহীষ্যামি ইত্যেবং ভাষাবন্ধ-রূপেণ ব্রহ্মহত্যায়াঃ) তুরীয়ং (চতুর্থং ভাগং) ভূমিঃ জগ্রাহ ভূমৌ (যৎ) ঈরিণম্ (উষরং) প্রদৃশ্যতে (তৎ) ব্রহ্মহত্যায়াঃ রূপম্ (এব জ্ঞেয়ম্; অতএব উষরে অধ্যয়নাদি-শুভক্রিয়া নিষেধঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ভূমিস্থিত খ্যাত (গর্ত্ত) স্বতঃই পূরণ হইবে—ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বর পাইয়া ভূমি ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; অদ্যাবধি ঐ পাপ উষরভূমিরূপে দৃষ্ট হয়; (এইরূপ পাপযুক্ত বলিয়াই উষর ভূমিতে অধ্যয়নাদি শুভকর্ম্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে) ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তুরীয়ং চতুর্থভাগং খাতস্য গর্ত্তস্য পূরঃ পূরণং তেন বরেণ যদি খাতপূরণং স্বতএব ভবিষ্যতি তর্হি গ্রহীষ্যামীত্যেবং ভাষাবন্ধেন জগ্রাহেত্যর্থঃ। ঈরিণমূষরং অতএবোষরে অধ্যয়নাদি নিষিধ্যতে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুরীয়ং'—চতুর্থাংশ, অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ, 'খাতপূর-বরেণ'—গর্ত্তের পূরণ-রূপ বরের দ্বারা, অর্থাৎ যদি গর্ত্তের পূরণ আপনা হইতেই হয়, তাহা হইলে ঐ পাপের চতুর্থাংশের এক ভাগ গ্রহণ করিব—এইরূপ ভাষাবন্ধ বাক্যের দ্বারা ভূমি চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 'ঈরিণং' উষর, অর্থাৎ সেই পাপ অদ্যাবধি ভূমির মধ্যে উষরভাগরূপে দৃশ্য হয়। এইজন্য উষরভূমিতে বেদাধ্যয়নাদি পুণ্যকর্ম্ম নিষিদ্ধ ॥ ৭ ॥

———

তূর্য্যং ছেদবিরোহেণ বরেণ জগৃহুর্দ্রুমাঃ।
তেষাং নির্য্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রুমাঃ ছেদবিরোহেণ (ছেদে সতি বিরোহঃ পুনঃ প্ররোহঃ ভবতু ইতি) বরেণ তুর্য্যং (ব্রহ্মহত্যায়াঃ চতুর্থং ভাগং) জগৃহুঃ; (অদ্যাপি) তেষাং নির্য্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে (অতঃ নির্য্যাসভক্ষণনিষেধঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষগণ, ছিন্ন হইলেও পুনরায় উৎপন্ন হইবে—ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া

ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল ; অদ্যাপি বৃক্ষের নির্য্যাসরূপে ঐ পাপ দৃষ্ট হয়। (এই কারণেই বৃক্ষ-নির্য্যাস অভক্ষ্য) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ছেদে সতি পুনর্বিরোহঃ প্ররোহো ভবত্বিতি বরেণ নির্য্যাসেত্যত এব নির্য্যাসোঽভক্ষ্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছেদ-বিরোহেণ'—বৃক্ষের কোন অংশ ছিন্ন হইলেও ঐ অংশের পূরণ হইবে—এইরূপ বরের দ্বারা বৃক্ষ পাপের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। 'নির্য্যাস-রূপেণ'—অদ্যাবধি বৃক্ষের মধ্যে নির্য্যাসরূপে ঐ পাপ দেখা যায়, অতএব নির্য্যাস অভক্ষ্য ॥ ৮ ॥

——

শশ্বৎকামবরেণাংহস্তুরীয়ং জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ।
রজোরূপেণ তাস্বংহো মাসি মাসি প্রদৃশ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ শশ্বৎকামবরেণ (যাবৎ প্রসবং গর্ভানুপঘাতেনৈব সম্ভোগঃ স্যাৎ ইতি বরেণ) অংহঃ তুরীয়ং (পাপস্য চতুর্থং ভাগং) জগৃহুঃ ; তাসু (স্ত্রীষু অদ্যাপি) রজোরূপেণ মাসি মাসি অংহঃ (তৎ পাপং) প্রদৃশ্যতে ; (তথা চ রজোদর্শনে স্ত্রীস্পর্শাদি ন কার্য্যম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—নারীগণ, সর্ব্বকালে সম্ভোগ এমন কি গর্ভাবস্থায়ও গর্ভের অনপকারক সম্ভোগ করিতে পারিবে—এইরূপ বর লাভ করিয়া ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল ; অদ্যাপি প্রতি-মাসে ঋতুকালে রজোরূপে ঐ পাপ দৃষ্ট হয়। (এই কারণেই রজস্বলা-স্ত্রী অস্পৃশ্যা) ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শশ্বৎকামঃ বহুসম্ভোগেঽপ্যলং বুদ্ধ্যভাবঃ। গর্ভবত্যা অপি গর্ভানপকারকসম্ভোগশ্চ স এব বরস্তেন রজ ইত্যত এব রজস্বলা অব্যবহার্য্যা॥৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শশ্বৎকামঃ'—বহুসম্ভোগেও বিতৃষ্ণা হইবে না, এমন কি গর্ভকালে সম্ভোগ করিলেও গর্ভের কোন বিঘাত হইবে না—এরূপ বর পাইয়া রমণীগণ ঐ পাপের একভাগ গ্রহণ করিয়াছিল। মাসে মাসে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে রজোরূপে সেই পাপ লক্ষিত হয়। এইজন্য রজস্বলা নারী ভগবৎ-সেবাদি কার্য্যে অব্যবহার্য্যা ॥ ৯ ॥

——

দ্রব্যভূয়োবরেণাপস্তুরীয়ং জগৃহুর্মলম্।
তাসু বুদ্বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং তদ্ধরতি ক্ষিপন্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—আপঃ (জলানি) দ্রব্যভূয়োবরেণ (যস্মিন্ দ্রব্যে ক্ষীরাদৌ আপঃ মিশ্রাঃ ভবেয়ুঃ তস্য ভূয়স্ত্বম্ আধিক্যং স্যাৎ ইতি বরেণ যদ্বা স্বস্যৈব নির্ঝরোদ্গমাদিনাভূয়স্ত্বং ভবতু ইতি বরেণ) তুরীয়ং (চতুর্থং ভাগং) মলং (পাপং) জগৃহুঃ ; তাসু (অপ্সু) বুদ্বুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং (বুদ্‌বুদ্-ফেনাত্মকত্বেন লক্ষিতং পাপং) ক্ষিপন্ (জলাৎ বহিঃ প্রক্ষিপন্) তৎ হরতি (জলঃ পানীয়ম্ আহরতি ; বুদ্বুদাদিসহিতাহরণে তু পাপমেবাহরতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—জল যে সকল বস্তুতে (দুগ্ধাদিতে) মিশ্রিত হইবে, তাহারই আধিক্য ঘটিবে কিম্বা নির্ঝরোদ্গমাদি-দ্বারা বর্দ্ধিত হইবে এইরূপ বরলাভ করিয়া জলও ইন্দ্রকৃত পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। অদ্যাপি জলে ঐ পাপ বুদ্বুদ ও ফেনরূপে দৃষ্ট হয় ; বুদ্বুদ ও ফেনযুক্ত জল আহরণে পাপই আহরণ করা হয়। (অতএব বুদ্‌বুদ্ ও ফেনশূন্য জলই ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যাণাং ক্ষীরাদীনাং ভূয়ঃ ভূয়স্ত্বং অস্মৎ-সম্পর্কেণ বহুতরত্বমেবাস্মাকং বরস্তেন, দ্রবভূয় ইতি পাঠে দ্রবভূয়স্ত্বং সাংসিদ্ধিকদ্রবত্বং তেন তাস্বপ্সু বুদ্বুদফেনাভ্যাং তৎ মলং দৃষ্টম্। অতএব তৎ বুদ্বুদাদিকং ক্ষিপন্ দূরীকুর্ব্বন্ এব হরতি অপ আহরতি ন তু বুদ্বুদাদিযুক্তা ইত্যর্থঃ। যদি চ তদ্‌যুক্তা এব অপঃ কশ্চিদাহরতি তদা পাপমেবাহরতীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যভূয়ঃ'—দুগ্ধ প্রভৃতি যে দ্রব্যের সহিত জল মিশ্রিত হইবে—সেই দ্রব্যেরই আধিক্য হইবে, (এইরূপ বর পাইয়া জলও পাপের এক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল)। 'দ্রবভূয়ঃ'—এইরূপ পাঠে, 'দ্রবভূয়' বলিতে সাংসিদ্ধিক (স্বভাবসিদ্ধ) দ্রবত্ব। এইজন্য জলের মধ্যে বুদ্বুদ ও ফেনারূপে ঐ পাপ দেখা যায়। অতএব সেই বুদ্বুদাদি বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াই জল গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু বুদ্বুদাদির সহিত নহে—এই অর্থ। যদি কেহ বুদ্বুদাদি যুক্ত জল আহরণ করে, তবে পাপই গ্রহণ করে, এই ভাব ॥ ১০ ॥

——

হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ হতপুত্রঃ ত্বষ্টা ইন্দ্রায় শত্রবে (ইন্দ্রং হন্তুং শত্রবে শত্রূৎপত্ত্যৈ) জুহাব ; (হে) ইন্দ্র-শত্রো, বিবর্দ্ধস্ব (ইন্দ্রস্য শত্রুঃ সন্ বর্দ্ধস্ব) মা চিরং (শীঘ্রমেব) বিদ্বিষং (শত্রুম্ ইন্দ্রং) জহি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বিশ্বরূপ নিহত হইলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য ইন্দ্রের শত্রূৎপত্তিকামনায় যজ্ঞারম্ভ করিলেন, ঐ যজ্ঞে এই-রূপে আহুতি দিলেন যে "ইন্দ্রশত্রো ! বিবর্দ্ধস্ব" অর্থাৎ হে ইন্দ্রের শত্রো ! তুমি বর্দ্ধিত হও, শীঘ্রই তোমার শত্রু ইন্দ্রকে বিনাশ কর। (এস্থলে "ইন্দ্রশত্রো" পদে ইন্দ্রের শত্রু ইন্দ্রশত্রু এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অভিপ্রায়েই ত্বষ্টা সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বরোচ্চারণদোষে ইন্দ্রই যাহার শত্রু, তাহার সম্বোধন হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণেই সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের শত্রু না জন্মিয়া ইন্দ্রই যাহার শত্রু সেই বৃত্রাসুরের জন্ম হয়। তৎপুরুষসমাসে "ইন্দ্রশত্রু" পদ নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ "ইন্দ্র" শব্দ অনুদাত্ত হইবে, আর বহুব্রীহি-সমাসে নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র' শব্দ উদাত্ত হইবে, কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ ইন্দ্রশব্দ উদাত্ত স্বরেই পাঠ করিয়াছিলেন এই জন্যই বিপরীত কার্য্য হইয়াছিল। শিক্ষাশাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সম্বৎসরান্তে তদঘমিতি পূর্ব্বোক্ত-রাশ্বিনমাসারম্ভে ইন্দ্রো যদৈব ব্রহ্মহত্যাতো বিমুক্তো বভূব তদৈব তপোবনাদাগত্য স্বীয়মাশ্বিনমাসং সংপা-লয়িতুং প্রবৃত্তঃ ত্বষ্টা স্বপুত্রবধং শ্রুত্বা ক্রোধশোকা-ভ্যামিন্দ্রবধোপায়ং চকারেত্যাহ হতপুত্র ইতি। ইন্দ্রায় শত্রবে ইন্দ্ররূপং শত্রুং হন্তুং তত্র মন্ত্রমাহ ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্বেতি ইন্দ্রস্য শত্রুঃ সন্ বিবর্দ্ধস্বেতি সমাসস্য বিবক্ষিতত্বেঽপি ইন্দ্র এব শত্রুর্যস্যেতি বহুব্রীহ্যর্থ এব দৈবাদাপতিতঃ স্বরব্যতিক্রমাৎ। তথাহি ইদি পর-মৈশ্বর্য্য ইত্যস্যোদাত্তগণপঠিত্বাদিন্দ্রশব্দো হ্যাদ্যুদাত্তঃ তত্র সমাসস্য চেতি সূত্রেণ সমাসমাত্র এবান্তোদাত্তত্ববিধা-নাত্তৎপুরুষে শেষমনুদাত্তমিত্যনেন। ইন্দ্রশত্রো ইত্য-স্যাদ্যুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি তদ্বা-ধকসূত্রেণ পূর্ব্বপদস্য স্বভাবসিদ্ধস্বরস্থাপনাদ্বহুব্রীহা-বিন্দ্রশত্রো ইত্যস্যাদ্যুদাত্তত্বং। ত্বষ্টা তু দৈবাদাদ্যুদাত্ত-স্বরতয়ৈব পাঠাদিন্দ্র এব তস্য শত্রুর্হন্তা অভূৎ। তদুক্তং শ্রুত্যা যদব্রবীৎ স্বাহেন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্বেতি তস্মাদস্যেন্দ্রঃ শত্রুরভবদিতি। তথাচ শিক্ষায়াং। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তদর্থমাহ। যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তীতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংবৎসরান্তে তদঘং' (৬ শ্লোক)—অর্থাৎ সংবৎসর কাল অতীত হইলে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হওয়ায়, আশ্বিন মাসের আরম্ভে যখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হইলেন, তৎকালেই তপোবন হইতে আগমনপূর্ব্বক নিজ আশ্বিনমাস-পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ত্বষ্টা পুত্রবধ শ্রবণ করতঃ ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রবধের উপায় স্থির করি-লেন, ইহা বলিতেছেন—'হতপুত্রঃ' ইত্যাদি। 'ইন্দ্রায় শত্রবে'—ইন্দ্ররূপ শত্রুকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তদ্বি-ষয়ে মন্ত্র বলিতেছেন—'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব', অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু হইয়া তুমি বর্দ্ধিত হও—এইরূপ সমাসের বিবক্ষা হইলেও, 'ইন্দ্রই শত্রু যাহার'—এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাসের অর্থই স্বরব্যতিক্রমহেতু দৈবাৎ উৎ-পন্ন হইল। তথা—ইন্দ্র শব্দের 'ইদি' ধাতু পরমৈ-শ্বর্য্য অর্থে, ইহা উদাত্তগণে পঠিত বলিয়া ইন্দ্রশব্দের আদি স্বর উদাত্ত হইবে। তন্মধ্যে 'সমাসস্য চ'—এই সূত্রবলে সমাস হইলেই অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, এই বিধানহেতু 'তৎপুরুষ সমাসে অন্ত্যস্বর অনুদাত্ত, এই নিয়ম অনুসারে, 'ইন্দ্রশত্রো'—ইন্দ্রের শত্রু এই তৎ-পুরুষ সমাসে আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ হইবে। বহুব্রীহি সমাসে 'প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্'—এই বাধক সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদের স্বভাব সিদ্ধ স্বর ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, বহুব্রীহি সমাসে 'ইন্দ্রই যাহার শত্রু', এই-ভাবে আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ হইবে। কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ আদি স্বর উদাত্তরূপে উচ্চারণ করায় ইন্দ্রই তাহার শত্রুর হন্তা হইয়াছিল। (অর্থাৎ তৎপুরুষ-সমাসে 'ইন্দ্রশত্রু' পদ নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র'-শব্দ অনুদাত্ত হইবে, আর বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র' শব্দ উদাত্ত হইবে, কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ ইন্দ্রশব্দ উদাত্ত স্বরেই পাঠ করিয়াছিলেন, এই-জন্য বিপরীত কার্য্য হইয়াছিল)। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'স্বাহেন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব'—এইরূপ বলায়

ইন্দ্রই শত্রু হইয়াছিল। শিক্ষাশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—'মন্ত্রো হীনঃ' ইত্যাদি, মন্ত্র যদি দুর্ব্বল হয়, অথবা স্বর বা বর্ণের উচ্চারণে মিথ্যারূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের যথার্থ প্রকাশ পায় না, যেমন 'ইন্দ্রশত্রু'—এই পদে স্বরের উচ্চারণ-ব্যতিক্রমহেতুই সেই বাক্যরূপ বজ্রই যজমানকে বিনষ্ট করিয়াছিল ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

অথান্বাহার্য্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ।
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ অন্বাহার্য্যপচনাৎ (দক্ষিণাগ্নেঃ সকাশাৎ) যুগান্তসময়ে (প্রলয়প্রারম্ভে) লোকানাং কৃতান্তঃ (কালাত্মা রুদ্রঃ) যথা (যদ্বৎ তৎ) ইব ঘোরদর্শনঃ (ভয়ঙ্কররূপঃ পুরুষঃ বৃত্র ইত্যর্থঃ) উত্থিতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নি হইতে প্রলয়-কালীন কৃতান্তের ন্যায় ঘোর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তদনন্তরমেব স্বীয়-পাঠব্যতিক্র-মেঽবগতে সতি অন্বাহার্য্যপচনাৎ স্বভাবপ্রাপ্তাদ্যুদাত্ত-ব্যঞ্জিত-বহুব্রীহিপঠনানন্তরং আহার্য্যতা-প্রাপ্তাদ্যনুদাত্ত-ব্যঞ্জিত-তৎপুরুষপাঠাদ্ধেতোঃ স ঘোরদর্শন উত্থিতঃ। স্বাভাবিকপাঠাদিন্দ্রোঽস্য হন্তা ভবিষ্যতি পশ্চাদাহার্য্য-পাঠাদিন্দ্রোঽপ্যনেন হতো ভবিষ্যতি সবাহনস্যাপি তস্যানেন নিগিলিষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ। অন্বাহার্য্য-শব্দস্য মাসিকশ্রাদ্ধবাচিত্বাদ্ব্যাখ্যান্তরং ন ঘটতে ॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—তৎপরেই নিজের পাঠের ব্যতিক্রম অবগত হইয়া, 'অন্বাহার্য্যপচনাৎ'—স্বভাবপ্রাপ্ত আদিস্বর উদাত্তপ্রকাশক বহুব্রীহি পাঠের পরই, আহার্য্যতা প্রাপ্ত অনুদাত্ত-প্রকাশক তৎপুরুষ সমাসের উচ্চারণ করায়, এক ঘোরদর্শন পুরুষ উত্থিত হইল। স্বাভাবিক পাঠে ইন্দ্র ইহার (বৃত্রা-সুরের) হন্তা হইবে, পশ্চাৎ আহার্য্যপাঠ করায় ইন্দ্রও ইহার দ্বারা (বৃত্রাসুরের দ্বারা) হত হইবে—এইরূপ অর্থ হওয়ায়, বাহনের সহিত ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর গিলিয়া ফেলিবেন—এই ভাব। 'অন্বাহার্য্য'-শব্দ মাসিক-শ্রাদ্ধবাচী বলিয়া ব্যাখ্যান্তর করা সম্ভব নহে। ['অন্বাহার্য্য'—যাহা পশ্চাৎ আহরণীয়, সাগ্নিকেরা পিতৃযজ্ঞের পর প্রতি অমাবস্যায় যাহা আহরণ করেন, অর্থাৎ পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। যেমন উক্ত হই-য়াছে—"যচ্ছ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ, যা চান্তে দক্ষিণা ভবেৎ। অমাবস্যাং দ্বিতীয়ায়াং, স্যাদন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ ॥"] ॥ ১২ ॥

বিষ্বগ্বিবর্দ্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে।
দগ্ধশৈল প্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চ্চসম্ ॥ ১৩ ॥
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং মধ্যাহ্নার্কোগ্রলোচনম্।
দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূল আরোপ্য রোদসী ॥ ১৪ ॥
নৃত্যন্তমুন্নদন্তঞ্চ চালয়ন্তং পদা মহীম্।
দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্ ॥ ১৫ ॥
লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্।
মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ।
বিত্রস্তা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্ব্বে দিশো দশ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্বক্ (সমন্ততঃ) দিনে দিনে ইষু-মাত্রং (প্রক্ষিপ্তবাণবৎ) বিবর্দ্ধমানং দগ্ধশৈলপ্রতী-কাশম্ (অত্যুচ্চং কৃষ্ণবর্ণম্ ইত্যর্থঃ) সন্ধ্যাভ্রাণীক-বর্চ্চসং (সন্ধ্যাভ্রাণীকবদ্বর্চ্চঃ দীপ্তিঃ যস্য তং সন্ধ্যা-কালীনমেঘসমূহবৎ বর্দ্ধমানং) তপ্ততাম্র-শিখাশ্মশ্রুং (তপ্ততাম্রবচ্ছিখাঃ শ্মশ্রূণি চ যস্য তং) মধ্যাহ্না-র্কোগ্রলোচনং (মধ্যাহ্নার্কবৎ উগ্রে লোচনে যস্য তং প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসদৃশং দুর্দ্ধর্ষং) দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূলে রোদসী (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ) আরোপ্য নৃত্যন্তম্ উন্নদন্তং চ পদা মহীং চালয়ন্তং (ভূকম্পমাচরন্তং) জিহ্বয়া ঋক্ষাণি (নক্ষত্রাণি) লিহতা ইব, মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ ভুবনত্রয়ং গ্রসতা ইব নভস্তলং (আকাশ-মণ্ডলং) পিবতা ইব চ দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ (দরীবৎ গুহাবৎ গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ) মুহুঃ মুহুঃ জৃম্ভমানং (জৃম্ভাং কুর্ব্বন্তং) তং বীক্ষ্য সর্ব্বে লোকাঃ বিত্রস্তাঃ দশদিশঃ দুদ্রুবুঃ (দশসু দিক্ষু পলায়নং চক্রুঃ) ॥ ১৩-১৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় দ্রুত গতিতে ঐ অসুরের শরীর দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল, তাহার শরীর দগ্ধ-শৈলতুল্য অতি প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের ন্যায়

তাহার অঙ্গের দীপ্তি ছিল, তাহার শিখা শ্মশ্রু প্রতপ্ত তাম্র-সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ এবং লোচনদ্বয় মধ্যাহ্ন-কালীন ভাস্করের ন্যায় অতীব দুর্দ্ধর্ষ ছিল। ঐ অসুর যৎ-কালে স্বর্গ ও পৃথিবীকে ত্রিশিখাবিশিষ্ট দেদীপ্যমান শূলে যেন আরোপিত করিয়া উচ্চধ্বনি সহকারে নৃত্য করিত, তখন পদভরে পৃথ্বী বিচলিত হইত।

তৎকালে তদীয় পর্ব্বতগহ্বরতুল্য গভীর মুখ-মণ্ডল যেন আকাশকে পান করিতেছিল, জিহ্বা দ্বারা যেন নক্ষত্রমণ্ডলকে লেহন করিতেছিল, বিশাল ও ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা যেন ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতে-ছিল এবং বারম্বার জৃম্ভন করিতেছিল। এতাদৃশ ভয়ানক অসুরকে দর্শন করিয়া লোকসকল ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিল ॥ ১৩-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তং বীক্ষ্য বিত্রস্তা লোকা দশদিশো বিদুদ্রুবুরিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কীদৃশং বিষ্বক্ সমন্ততঃ স্বস্য ঊর্দ্ধ্বাধো দশদিক্ষু ইষু-বিক্ষেপমাত্রং প্রতিদিনং বর্দ্ধমানং আরোপ্য আরোপ্যেবেত্যর্থঃ, পিবতা পিবতেব ॥ ১৩-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া লোকসকল দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিরূপ তাহাকে? তাহাতে বলিতেছেন—'বিষ্বক্ বিবর্দ্ধমানং', চারিদিকে নিজের ঊর্দ্ধ্ব ও অধঃ দশ দিকে, 'ইষু-মাত্রং'—বাণবিক্ষেপমাত্র, অর্থাৎ প্রতিদিন চারিহাত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছিল। 'আরোপ্য'—আরোপণ করিয়াই যেন, অর্থাৎ সেই পুরুষ তিনটি শিখাবিশিষ্ট শূলের অগ্রভাগে যেন স্বর্গ ও ভূতলকে আরোপিত করিয়া উচ্চধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে-ছিল। 'পিবতা'—যেন পান করিতেছিল, অর্থাৎ তাহার পর্ব্বতগুহার ন্যায় গভীর মুখ যেন আকাশ-মণ্ডলকে পান করিতেছিল ॥ ১৩-১৬ ॥

———

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যেন ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা (ত্বাষ্ট্রীমূর্ত্তিঃ যস্য তেন ত্বষ্টুঃ অপত্যরূপেণ) তপসা ইমে (সর্ব্বে) লোকাঃ আবৃতাঃ। সঃ বৈ (ত্বষ্টৃসুতঃ) পরম-দারুণঃ (ভয়ঙ্করঃ) পাপঃ (পাপরূপঃ ইব, আবর-কত্বাৎ) বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ (ইতি বৃত্রশব্দনিরুক্তিঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ত্বষ্টার অপত্যতুল্য সেই ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তি বৃত্রাসুর তপোবলে লোকসকলকে আবৃত করিয়াছিল সেই হেতু পরম দারুণ ঐ পাপাত্মা "বৃত্র" এই অর্থ-যুক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বাষ্ট্রী ত্বষ্টৃ-সম্বন্ধিনী মূর্ত্তির্যস্য তেন বৃত্রেণ ইমে লোকা আবৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বাষ্ট্র-মূর্ত্তিনা'—ত্বষ্টার (পুত্ররূপ) সম্বন্ধিনী মূর্ত্তি যাহার, সেই বৃত্র কর্ত্তৃক এই সমস্ত লোক আবৃত হইয়াছিল। ('বৃত্র' শব্দের অর্থ আবরণকারী, তৎকালে ত্রিলোক আবরণ করায় সে 'বৃত্র' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।) ॥ ১৭ ॥

———

তং নিজঘ্নুরভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ সোঽগ্রসৎতানিকৃৎস্নশঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ—সগণাঃ বিবুধর্ষভাঃ তম্ অভিদ্রুত্য (গত্বা) স্বৈঃ স্বৈঃ দিব্যাস্ত্রশস্ত্রৌঘৈঃ নিজঘ্নুঃ। সঃ (বৃত্রঃ) তানি (দিব্যাস্ত্রাদীনি) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন) অগ্রসৎ (গিলিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সসৈন্যে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই "বৃত্র" সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল ॥ ১৮ ॥

———

ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ।
প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বৃত্রকর্ত্তৃক-দিব্যাস্ত্রাদি-গ্রাসান-ন্তরং) গ্রস্ততেজসঃ (গ্রস্তং তিরস্কৃতং তেজঃ যেষাং তে) বিস্মিতাঃ (দিব্যাশাস্ত্রাদিগ্রাসাৎ স্ময়াবিষ্টাঃ) বিষণ্ণাঃ (তেজসস্তিরস্কারাৎ খিন্নাঃ) তেঃ সর্ব্বে (দেবাঃ) সমাহিতাঃ (মিলিতাঃ সন্তঃ) প্রত্যঞ্চম্ (অন্তর্য্যামিনম্) আদিপুরুষং (নারায়ণম্) উপতস্থুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অসুরের এতাদৃশ প্রভাব দর্শনে দেব-গণ নিস্তেজ এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, অতঃ-

পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া একাগ্রচিত্তে সর্ব্বান্তর্য্যামী আদি-পুরুষ নারায়ণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যঞ্চং প্রত্যগ্‌ভূতমন্তর্য্যামিণমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যঞ্চং'—প্রত্যগ্‌ভূত, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী (আদিপুরুষের দেবগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন ।) ॥ ১৯ ॥

——

শ্রীদেবা ঊচুঃ—

বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্‌ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা
ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ
বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্‌ক্ষিতয়ঃ (বাতাদীনি পঞ্চমহাভূতানি তৈঃ নির্ম্মিতাঃ) ত্রিলোকাঃ (ত্রয়ঃ লোকাঃ তেষাম্ অধিপতয়ঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ (ততঃ) যে বয়ম্ (অর্ব্বাচীনাঃ তে সর্ব্বে) উদ্বিজন্তঃ (ভীতাঃ সন্তঃ) যস্মৈ (অন্তকায় কালায়) বলিং হরাম (বহামঃ, তত্তৎকালবিহিতং কর্ম্মঃ নিয়মেন কুর্ম্মঃ) । অসৌ (অপি) অন্তকঃ (কালঃ) যস্মাৎ বিভেতি । ততঃ (পরমেশ্বরাদেব) নঃ (অস্মাকম্) অরণং (শরণং রক্ষণম্ অস্তু) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবগণ বলিতে লাগিলেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত হইতে ত্রিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, এই ত্রিলোকের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তাঁহাদিগের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন আমরা সকলেই যে কালভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার পূজা করি, সেই পরমেশ্বরই আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাদ্‌বৃত্রজনিতাদ্ভয়াৎ পরমেশ্বরং বিনা ন কোঽপি রক্ষিতুং প্রভবিষ্যতীতি মত্বা তমেব শরণমাশ্রয়ন্তে বাযি্বতি, বায়্বাদ্যুপলক্ষিতানি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানি তথা তৈর্বায়্বাদিভিঃ নির্ম্মিতাস্ত্রিলোকাস্তথা তেষামধিপতয়ো ব্রহ্মাদয়স্তথা ততোঽর্ব্বাচীনা বয়ং চ যে তে সর্ব্বে যস্মান্মৃত্যোরুদ্বিজন্তো ভীতাঃ । অসাবন্তকো মৃত্যুরপি যস্মাদ্বিভেতি ততস্তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অরণং শরণং রক্ষণমস্তু ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বৃত্রজনিত ভয় হইতে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'বায়ু' ইত্যাদি। বায়ু প্রভৃতির দ্বারা উপলক্ষিত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিলোক, এবং তাহাদের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তাহা হইতে অর্ব্বাচীন (পরবর্ত্তী) আমরা সকলে যে মৃত্যু হইতে 'উদ্বিজন্তঃ'—ভীত হইয়া থাকি, সেই মৃত্যুও যাঁহা হইতে ভীত হয়, 'ততঃ'—সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদের রক্ষা হউক (অর্থাৎ তিনিই আমাদিগকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন ।) ॥ ২০ ॥

মধ্ব—

কালোঽন্তকঃ প্রধানঞ্চ মৃত্যুরব্যক্তমিত্যপি ।
উচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা শ্রীর্ভূর্দুর্গেতিনামভিঃ ॥
সৈব ব্রহ্মাদিভয়দা বিষ্ণোশ্চ বশবর্ত্তিনী ।
অভয়াপি বিভেতীব তদ্বশত্বাদুদীর্য্যতে ॥
ইতি মাৎস্যে ॥ ২০ ॥

——

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অবিস্মিতং (নিরহঙ্কারং যদ্বা ন বিদ্যতে বিস্মিতম্ আশ্চর্য্যং যত্র তং) স্বেনএব লাভেন (স্বস্বরূপভূত-পরমানন্দলাভেন এব) পরিপূর্ণকামং (পরিপূর্ণাঃ কামাঃ যস্য তং) সমম্ (উপাধিপরিচ্ছেদশূন্যং) প্রশান্তং (রাগাদিশূন্যং) তং বিনা (বিহায় যঃ) অপরং (শয়নার্থম্) উপসর্পতি (গচ্ছতি) হি (নিশ্চিতমেব সঃ) বালিশঃ (মহামূর্খঃ ন তু বিজ্ঞঃ) শ্বলাঙ্গুলেন (শুনঃ লাঙ্গুলেন) সিন্ধুম্ অতিতিতর্ত্তি (অতিতরিতুম্ ইচ্ছতি ; তথা চ যথা শ্বা এব সিন্ধুং তরিতুং ন শক্নোতি কুতঃ তৎপুচ্ছগ্রাহিণঃ, তে চ যথা সমুদ্রে মজ্জন্তি তথা পরমেশ্বরং ত্যক্ত্বা অন্যোপায়াবলম্বিনঃ জনাঃ মজ্জতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যিনি নিরহঙ্কার অথবা যাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই স্বস্বরূপভূত পরমানন্দেই যিনি পূর্ণকাম,

যিনি উপাধি বা পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুক্কুর-লাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। (কুক্কুরই যখন সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে না তখন তাঁহার লাঙ্গুলগ্রাহী ব্যক্তি আর কিরূপে সিন্ধু অতিক্রম করিবে? এই ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয় তেমনি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য উপায় অবলম্বন করে, সেও দুঃখসাগরে মগ্ন হয়)।।২১

বিশ্বনাথ—তদন্যস্তু সুধিয়া নৈবাশ্রয়ণীয় ইত্যাহঃ অবিস্মিতমিতি। তং বিনা অপরং দেবতান্তরং কর্ম্ম-যোগং জ্ঞানযোগমপরযোগং বা শরণার্থং বালিশো মহামূর্খ এবোপসর্পতি, ন তু বিজ্ঞঃ। যথা শুনঃ পুচ্ছেন সিন্ধুমতিতর্ত্তুমিচ্ছতি স শ্বাএব সিন্ধুং তর্ত্তুং ন শক্নোতি কিমুত তৎ-পুচ্ছগ্রাহী প্রত্যুত স্বপুচ্ছগ্রাহিণং স শ্বা এব দৃষ্ট্বা প্রথমং সমুদ্রমধ্যে ক্ষিপতি পশ্চাৎ স্বয়মপি নিমজ্জতীতি ভাবঃ। ভগবদাশ্রয়ী তু সং-সারসিন্ধুং যত্তরতি তৎ কিমপি নাদ্ভুতমিত্যাহ অবি-স্মিতমিতি। ন বিদ্যতে বিস্মিতং কিমপ্যদ্ভুতং যত্র তং বিনা দুর্লঙ্ঘ্যস্যাপি সংসারসিন্ধোস্তারণে অন্যত্রা-তিবিস্ময়োঽপি তত্র ন কোঽপি বিস্ময়ঃ। সদ্য এব তস্য গোষ্পদীকরণ-সামর্থ্যাদিতি ভাবঃ। স্বেনৈব স্বস্বরূপেণৈব যো লাভঃ সৌন্দর্য্যাদি-মাধুর্য্যসপ্তকস্য প্রাপ্তিস্তেন সমং সহ পরিপূর্ণাঃ কামাঃ স্বীয়হলাদিনী-শক্তিদত্তা ভোগা যস্য তম্। প্রশান্তমনুগ্রং সেবাপরাধে জাতেঽপি ভক্তবাৎসল্যত্বাৎ ক্ষন্তারম্।। ২১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু অন্য কেহই সুবিবেচক-গণের কখনই আশ্রয়ণীয় নহে, ইহা বলিতেছেন—'অবিস্মিতং' ইত্যাদি। 'তং'—সেই পরমেশ্বর ভিন্ন অপর দেবতান্তর, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা অন্য কোন যোগকে আশ্রয়ের নিমিত্ত 'বালিশঃ'—মহামূর্খ ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞজন নহে। 'শ্ব-লাঙ্গু-লেন'—যেমন যে ব্যক্তি কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, সেই কুক্কুরই সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম নয়, তাহাতে আবার তাহার পুচ্ছ গ্রহণকারী জন কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে? অপরন্ত পুচ্ছগ্রহণকারীকে দেখিয়া সেই কুক্কুরই প্রথমতঃ তাহাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং পশ্চাৎ নিজেও নিমজ্জিত হইবে—এই ভাব। কিন্তু ভগ-বদাশ্রয়ী জন যে সংসার সিন্ধু অতিক্রম করেন, তদ্বি-ষয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, ইহা বলিতেছেন—'অবিস্মিতং', কিছুই বিস্মিত অর্থাৎ অদ্ভুত (আশ্চর্য্য) নাই যেখানে, তাঁহাকে ভিন্ন দুর্ল্লঙ্ঘনীয় হইলেও সংসার-সমুদ্রের তারণ বিষয়ে অন্যত্র অত্যাশ্চর্য্য হই-লেও, সেই ভক্তজনে কোনই বিস্ময় নাই। সদ্যই তাঁহার (ভক্তজনের) নিকট সেই সংসার-সমুদ্রই গোষ্পদ-তুল্য হইয়া থাকে—এই ভাব। সেই পরমে-শ্বর কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বেনৈব লাভেন সমং পরিপূর্ণকামং', স্ব-স্বরূপের দ্বারাই যে লাভ, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মাধুর্য্যসপ্তকের প্রাপ্তি, তাহার সহিত পরিপূর্ণ কামনাসমূহ বলিতে স্বীয় হলাদিনী শক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভোগসকল যাঁহার, সেই পরমেশ্বর (ভিন্ন অপরকে যে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ মূর্খ)। পুনরায় তিনি কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রশান্তং'—অনুগ্র, সেবাপরাধ উৎপন্ন হইলেও ভক্ত-বাৎসল্যহেতু যিনি ক্ষমাশীল ।। ২১।।

যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং
মনুর্যথাবধ্য ততার দুর্গম্।
স এব নস্ত্বাষ্ট্রভয়াদ্দুরন্তাৎ
ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্ ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—যস্য (মৎস্যমূর্ত্তেঃ) উরুশৃঙ্গে জগতীং (পৃথ্বীরূপাং) স্বনাবম্ আবধ্য (বদ্ধ্বা) মনুঃ সত্য-ব্রত-নামা-রাজা) যথা (যথাবৎ অনায়াসেন এব) দুর্গং (প্রলয়কালিকং শঙ্কটং মহাভয়ং) ততার। স এব বারিচরঃ (গৃহীত-মৎস্যমূর্ত্তিঃ) নঃ (অস্মান্) আশ্রিতান্ (শরণাগতান্) দুরন্তাৎ ত্বাষ্ট্রভয়াৎ নূনং ত্রাতা (রক্ষিষ্যতি)।। ২২।।

অনুবাদ—সত্যব্রত মনু যে মৎস্যমূর্ত্তি ভগবানের মহৎশৃঙ্গে পৃথ্বীরূপা স্বকীয় তরণি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রলয়কালে মহাসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন সেই মৎস্যমূর্ত্তি ভগবান্ শরণাগত আমাদিগকে দুরন্ত বৃত্র-ভয় হইতে রক্ষা করিবেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—বয়ন্তুতিনিকৃষ্টাঃ সকামা অপ্যস্মিন্ম-হাভয় এব শরণং যান্তোঽপি তেন রক্ষণীয়া এব যথা

পূর্ব্বে ইত্যাহুর্যস্যেতি দ্বাভ্যাম্। যস্য মৎস্যরূপস্য জগতীং পৃথ্বীং যথা ততারেতি বয়মপি তথা তরেমেতি ভাবঃ। বারিচরোঽপি বারিণ্যেব চরন্নপি তত্রৈব স্থিত্বা জগতীস্থানস্মানীশ্বরত্বাদ্রক্ষতু ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কিন্তু অতিনিকৃষ্ট ও সকাম হইলেও এই মহাভয়ে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক রক্ষণীয় হইবই, যেমন পূর্ব্বে মনু প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'যস্য'—যে মৎস্যরূপের, অর্থাৎ সত্যব্রত মনু প্রলয়কালে যাঁহার বিশাল শৃঙ্গে 'জগতীং'—পৃথিবীরূপ নিজ নৌকাটি আবদ্ধ করিয়া যেমন যথাযথভাবে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও এই দুরন্ত ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব—এই ভাব। 'বারিচরঃ'—তিনি জলমধ্যে বিচরণ করিলেও, সেখানে থাকিয়াই জগতীস্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, যেহেতু তিনি ঈশ্বর ॥ ২২ ॥

পুরা স্বয়ম্ভূরপি সংযমাম্ভ-
স্যুদীর্ণবাতোর্ম্মিরবৈঃ করালে।
একোঽরবিন্দাৎ পতিতস্ততার
তস্মাদ্ভয়াদ্ যেন স নোঽস্তু পারঃ ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—পুরা (সৃষ্টিপ্রারম্ভসময়ে) উদীর্ণ-বাতোর্ম্মিরবৈঃ (উদীর্ণৈঃ উদ্‌গতৈঃ বাতৈঃ যে উর্ম্ময়ঃ তেষাং রবৈঃ শব্দৈঃ) করালে (ভয়ঙ্করে) সংযমাম্ভসি (প্রলয়োদকে) অরবিন্দাৎ (নাভিকমলাৎ স্বস্থানাৎ) পতিতঃ (পতিত-প্রায়ঃ) একঃ (অসহায়ঃ) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মাপি,) তস্মাৎ ভয়াৎ যেন (সহায়ভূতেন) ততারঃ; সঃ (এব) নঃ (অস্মাকমপি) পারঃ (তস্মাৎ ভয়াৎ তারকঃ) অস্তু (ভবতু) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়সলিলে প্রচণ্ডবায়ুবেগোত্থিত উর্ম্মিমালার বিকট শব্দে নারায়ণের নাভিকমল হইতে প্রলয়জলে পতনোন্মুখ হইয়া অসহায় অবস্থায় ব্রহ্মাও যাঁহার সহায়তায় পতন ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন সেই ভগবান আমাদিগের রক্ষক হউন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সংযমাম্ভসি প্রলয়জলে অরবিন্দাৎ নাভিকমলাৎ পতিতঃ পতিতপ্রায়ঃ যেন হেতুনা সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংযমাম্ভসি'—প্রলয়জলে নাভিকমল হইতে 'পতিতঃ'—পতনোন্মুখ ব্রহ্মাকে যিনি সেই ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—

যন্ত্রবায়ুদপদ্মাদিরূপেণ প্রকৃতিঃ স্থিতা।
একস্তত্রাবিভেদ্ব্রহ্মা বিচার্য্যভয়মত্যগাৎ ॥
অন্তর্গতো হরিস্তস্য ধ্যাতো ভয়মপানুদৎ ॥
ইতি চ ॥
জনিষ্যতাং জনানান্তু স্বভাবানাং প্রসিদ্ধয়ে।
জ্ঞানাদিগুণপূর্ণস্য ব্রাহ্মণোঽপি ক্ষণার্দ্ধগাঃ ॥
অজ্ঞানন্তু চতুর্ব্বারং দ্বিবারং ভয়মেব চ।
লোকোঽপি তাবন্নান্যত্র কদাচিদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥
তত্রাপি ভগবৎপ্রীত্যা উন্নত্যৈবাস্য তদ্ভবেৎ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৩ ॥

য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ঈশঃ একঃ (অসহায়ঃ এব) নিজমায়য়া নঃ (অস্মান্) সসর্জ্জ; যেন (অনুগৃহীতাঃ সন্তঃ বয়ং) বিশ্বং অনুসৃজামঃ; বয়ং পৃথগীশমানিনঃ অপি যস্য পুরঃ সমীহতঃ (সমীহমানস্য) লিঙ্গং (চিহ্নং) ন পশ্যামঃ—(তত্র হেতুঃ) পৃথগীশমানিনঃ (পৃথগীশ্বরা বয়মিত্যভিমানিনঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে ঈশ্বরই একমাত্র নিজ-মায়াবলে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বসৃজন করিতেছি, আমাদিগের অগ্রেই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের রূপও আমরা দর্শন করি না, কারণ আমরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরাভিমানী ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স খলু সর্ব্বত্রাত্র চ বর্ত্তমানোঽপ্যস্মাকং বহির্ম্মুখেন্দ্রিয়াণামদৃশ্যোঽপি কৃপয়ৈব দৃশ্যো ভূত্বা

রক্ষত্বিত্যাহুর্য ইতি ত্রিভিঃ। পুরোহস্মাকমগ্র এব সমীহমানস্য রামকৃষ্ণাদি-রূপেণ লীলাং কুর্ব্বতোঽপি তস্য লিঙ্গং ন পশ্যামঃ, তত্র হেতুঃ পৃথগিতি ॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি সর্ব্বত্র এবং এখানেও বর্ত্তমান থাকিয়াও, বহির্ম্মুখেন্দ্রিয় আমাদের অদৃশ্য হইয়াও, কৃপাপূর্ব্বকই দৃশ্য হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন, ইহা বলিতেছেন—'য এক' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'পুরঃ'—আমাদের সমক্ষেই, 'সমীহমানস্য' —রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে লীলা করিলেও, তাঁহার 'লিঙ্গং'—চিহ্ন, স্বরূপ-পরিচয় আমরা অবগত নহি, তাহার কারণ—'পৃথগীশমানিনঃ', আমরা নিজদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর মনে করিয়া থাকি ॥ ২৪॥

মধ্ব—

লিঙ্গমেব পশ্যামঃ।

কদাচিদভিমানস্তু দেবানামপি সন্নিব।

প্রায়ঃ কালেষু নাস্ত্যেব তারতম্যেন সোঽপি তু ॥

ইতি চ ॥ ২৪ ॥

———

যো নঃ সপত্নৈর্ভৃশমর্দ্দ্যমানান্
দেবর্ষিতির্য্যঙ্‌নৃষু নিত্য এব।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া
কৃত্বাত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ ॥ ২৫ ॥
তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যঃ এব (সনাতনঃ সচ্চিদানন্দঃ এব) যঃ স্ব-মায়য়া (অচিন্ত্য-নিজশক্ত্যা) তনুভিঃ (নানাতনুভিঃ) দেবর্ষিতির্য্যঙ্‌নৃষু (দেবেষু বামনঃ ঋষিষু পরশুরামঃ তির্য্যক্ষু নৃসিংহহয়গ্রীববরাহাদিঃ নৃষু রামকৃষ্ণাদিঃ) কৃতাবতারঃ (অবতীর্ণঃ সন্) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ অসুরাদিভিঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অর্দ্দ্যমানান্ (পীড্যমানান্) নঃ (অস্মান্) আত্মসাৎ কৃত্বা (স্বকীয়ান্ মত্বা) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) পাতি চ (রক্ষতি) ; বয়ং সর্ব্বে আত্মদৈবতম্ (আত্মনাং জীবানাং দৈবতম্ উপাস্যাং) পরং (কারণং) প্রধানং (প্রকৃতিরূপং) পুরুষঞ্চ বিশ্বং (বিশ্বাত্মকম্) অন্যং (পৃথগপি স্থিতং) শরণ্যং (শরণার্হং) তমএব শরণং ব্রজামঃ। স এব মহাত্মা স্বানাং (স্বভক্তানাং) নঃ অস্মাকং) শং (কল্যাণং) ধাস্যতি (বিধাস্যতি) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—যে সচ্চিদানন্দ ভগবান্ স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তিবলে বামন, পরশুরাম, নৃসিংহ, মৎস, কূর্ম্ম বরাহাদি নানা তনু ধারণপূর্ব্বক দেবতা ঋষি তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদির ভিতর অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক অশেষরূপে নিপীড়িত আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করিতেছেন, যিনি জীবের উপাস্য, পরম কারণ, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়াত্মক এবং বিশ্বস্বরূপ হইয়াও বিশ্ব হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রপঞ্চের ন্যায় বিকারযুক্ত নহেন আমরা সকলে সেই শরণ্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। সেই মহানুভব ভগবানই আমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তনুভিঃ উপেন্দ্র-পরশুরামাদিস্বরূপৈঃ স্বস্য মায়য়া কৃপয়া চিচ্ছক্ত্যা বালোঽস্মানাত্মসাৎ কৃত্বা পাতীত্যত এব সাম্প্রতং স্বরক্ষণার্থং নিবেদনেঽপি ন সঙ্কুচাম ইতি ভাবঃ। তমেবেতি বিশ্বং মায়াশক্ত্যা বিশ্বরূপম্। স্বরূপশক্ত্যা অন্যং বিশ্বস্মাদ্ভিন্নম্ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তনুভিঃ'—উপেন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতি স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া, 'স্ব-মায়য়া' —কৃপাপূর্ব্বক অথবা স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা, আমাদিগকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করেন, অতএব সম্প্রতি স্বরক্ষার নিমিত্ত নিবেদন করিতেও আমাদের কোন সঙ্কোচ নাই—এই ভাব। 'তমেব'—সেই তাঁহাকেই, যিনি 'বিশ্বং'—মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ, কিন্তু স্বরূপ শক্তিতে 'অন্যং'—বিশ্ব হইতে ভিন্ন, (সেই পরমেশ্বরকেই আমরা আশ্রয় করিতেছি, সেই মহাত্মাই (মহাপুরুষই) নিজ-জনরূপী আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন।) ॥২৫-২৬॥

তথ্য—এই শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুকে জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাবার্থ-দীপিকায় বলিয়াছেন—"যদি বল প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই ভগবতাত্মক।" বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৪ শ্লোকের ভাষ্যে এই-

রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"স্ত্রীশব্দা অপি তস্মিন্নে-বেত্যাহ হন্তৈতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্ত্যে-বমেবৈতানি নামানি সর্ব্বাণি পুরুষমভিসংবিষন্তীতি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ প্রকৃতিশব্দবাচ্যোঽপি স এব।"

অর্থাৎ প্রকৃতিশব্দ স্ত্রীবাচক হইলেও উহা ভগবৎ-প্রতিপাদক। কেননা প্রবাহমান নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার নামই পরম-পুরুষ ভগবানের অভিধায়ক। অতএব 'প্রকৃতি' শব্দ বিষ্ণুপর জানিতে হইবে। পৈঙ্গি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যথা—এষ স্ত্র্যেষ পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈষ ব্রহ্মৈষ লোক এষ আলোকোযোঽসৌ হরি-রাদিরনাদিরনন্তোঽতঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্বরূপঃ" অর্থাৎ ইনিই স্ত্রী, ইনিই পুরুষ, ইনিই প্রকৃতি, ইনিই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই লোক, ইনিই আলোক। এই হরি, আদি, অনাদি ও অনন্ত। অতএব তিনিই পরাৎপর বিশ্বরূপ।

এই স্থানে সন্দেহ হতে পারে যে, ভগবানকে প্রকৃতি বলিলে তাঁহাকে বিকারী বলিতে হয়; কিন্তু মূল শ্লোকে 'অন্যম্' শব্দের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি হইয়াও প্রকৃতির ন্যায় বিকার-শীল নহেন। যথা নারদীয় পুরাণে—

অবিকারোঽপি পরমঃ প্রকৃতিস্তু বিকারিণী।
অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে॥

অর্থাৎ পরমাত্মা অবিকারী, প্রকৃতি বিকারিণী। গোবিন্দ সেই প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া তিনি প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি অব্যবধানে জগৎ প্রসব করেন বলিয়া তিনি (প্রকৃতি) জগৎ কারণ বলিয়া কথিত হন। বস্তুতঃ ভগবান্ বাসুদেবই জগতের একমাত্র মূলকারণ। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

স্মৃতিরব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতি স্থিতিঃ।
উভয়াত্মকসূচিত্বাদ্বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে॥

অর্থাৎ ব্যবধানরূপে যে জগৎপ্রসূতিত্ব তাহাই পুরুষত্ব এবং অব্যবধানরূপে যে জগৎপ্রসূতিত্ব তাহাই প্রকৃতিত্ব। এই উভয় শক্তিবশতঃ এক বাসুদেবই প্রকৃতি ও পুরুষশব্দে অভিহিত হন। অতএব বাসু-দেবই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক বিশ্বস্বরূপ পরম কারণ॥ ২৫-২৬॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তেষাং মহারাজ সুরাণামুপতিষ্ঠতাম্।
প্রতীচ্যাং দিশ্যভূদাবিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) মহারাজ, শঙ্খচক্র-গদাধরঃ ইতি উপতিষ্ঠতাং তেষাং সুরাণাং (সমক্ষম্ এব) প্রতীচ্যাং দিশি (হৃদি প্রথমম্) আবিঃ অভূৎ॥ ২৭॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন—হে মহারাজ! দেবতাগণ এইরূপ স্তব করিলে শঙ্খ-চক্রগদাধর হরি প্রথমতঃ তাহাদের হৃদ্দেশে পরে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—প্রতীচ্যাং দিশি পশ্চিমসমুদ্রকূলে দেশান্তরস্যোত্তমস্য দৈত্যাক্রান্তত্বাৎ তত্র দেবৈঃ স্তাতু-মশক্যত্বাৎ তত্রৈব বিবিক্তে উপবিশ্য স্তুতত্বাৎ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতীচ্যাং দিশি'—পশ্চিম সমুদ্রের কুলে, অন্যান্য উত্তম দেশ দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, সেখানে দেবগণ অবস্থান করিতে অসমর্থ বলিয়া, সেই নির্জ্জন স্থলেই উপবেশনপূর্ব্বক দেবগণ স্তব করিতেছিলেন, (এইজন্য সেই পশ্চিম দিকে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হই-লেন।)॥ ২৭॥

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
পর্য্যুপাসিতমুন্নিদ্র-শরদম্বুরুহেক্ষণম্॥ ২৮॥
দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব্বে ঈক্ষণাহলাদবিক্লবাঃ।
দণ্ডবৎ পতিতা রাজন্ শনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা আত্মতুল্যৈঃ (স্বতুল্যৈঃ ভগবৎসমানরূপৈঃ) ষোড়শভিঃ (পার্ষদৈঃ সুনন্দাদিভিঃ) পর্য্যুপাসিতং (পরিতঃ সেবিতম্) উন্নিদ্র-শরদম্বুরুহেক্ষণম্ (উন্নিদ্রে ফুল্লে শরৎকালীনপদ্মে ইব ঈক্ষণে যস্য তং) দৃষ্ট্বা ঈক্ষ-ণাহলাদবিক্লবাঃ (তস্য ঈক্ষণেন যঃ আহলাদঃ তেন

বিক্লবাঃ বিবশাঃ তে) সৰ্ব্বে অবনৌ দণ্ডবৎ পতিতাঃ (সন্তঃ) শনৈঃ উত্থায় তুষ্টুবুঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! শ্রীবৎস ও কৌস্তুভভিন্ন অন্যান্য চিহ্নবিভূষিত ভগবৎসারূপ্যপ্রাপ্ত ভগবানের আত্মতুল্য সুনন্দ প্রভৃতি ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদদ্বারা চতুর্দ্দিকে সেব্যমান, প্রফুল্লশারদ কমললোচন ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া দেবগণ দর্শনজনিত আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং প্রণামপুরঃসর ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া পুনরায় স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা চতুর্ভুজত্বাদি স্বচিহ্নবত্বাদাত্মতুল্যৈঃ সুনন্দাদিভিঃ পরিত উপাসিতম্ ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিনা শ্রীবৎস-কৌস্তুভৌ'—শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ চিহ্ন ব্যতীত চতুর্ভুজত্বাদি নিজ-চিহ্নযুক্ত আত্মতুল্য সুনন্দ প্রভৃতির দ্বারা চারিদিকে উপাসিত (ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং পশ্চাৎ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৮-২৯ ॥

মধ্ব—

শ্রীবৎসঃ প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ব্রহ্মাখ্যঃ কৌস্তুভঃ পুমান্।
তদতীতৈঃ ষোড়শভিঃ স্বরূপৈরপ্যুপাস্যতে ॥
ইতি চ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বিনা আত্মতুল্যৈঃ প্রকৃতি-পুরুষাতীতত্বাৎ সপ্তদশরূপাণি অপি তুল্যানীত্যর্থঃ। আত্মভূতৈশ্চ তুল্যৈশ্চ আত্মতুল্যৈঃ।

অপুংপ্রকৃত্যধীনত্বাদ্বাসুদেকদিকা হরেঃ।
তুল্যাশ্চকেশবাদ্যশ্চ ন চ ভিন্নাঃ কথঞ্চন।
ইতি তন্ত্রসারে।

শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যান্তু বিনা ভাবং প্রদর্শয়েৎ।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকাভ্যাং স ধত্তে নিত্যং জনার্দ্দনঃ ॥
যদস্যাভ্যামতীতত্বাং তদ্বশোনানয়োর্হরিঃ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যান্তু বিনাভাবঃ স এব তু ॥
ইতি চ ॥ ২৮-২৯ ॥

———

শ্রীদেবা উচুঃ—
নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ।
নমস্তে হস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—যজ্ঞবীর্য্যায় (যজ্ঞস্য বীর্য্যং স্বর্গাদিফলজননায় সামর্থ্যং যস্য তস্মৈ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রে) তে (তুভ্যং) নমঃ। উত (অপি) বয়সে (তৎফলপরিচ্ছেদক-কালাত্মনে) তে নমঃ। অস্ত্রচক্রায় (তদ্বিঘাতেষু দৈতেষু অস্তং প্রক্ষিপ্তং চক্রং যেন তস্মৈ দৈত্যবিনাশকায়) তে (তুভ্যং) হি নমঃ। সুপুরুহূতয়ে (সুশোভনাঃ পুরবঃ বহবঃ হূতয়ঃ নামানি যস্য তস্মৈ) নমঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বলিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞবীর্য্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি জন্য স্বর্গাদিফল প্রদানে সমর্থ অথচ যিনি যজ্ঞজনিত স্বর্গাদি ফলের বিনাশকারী কালস্বরূপ এবং যিনি যজ্ঞবিনাশক দৈত্যগণের বিনাশার্থ চক্রবিক্ষেপকারী ও এই কারণেই যিনি সুললিত বহুনামধারী, হে ভগবন্! আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেষামীশ্বরম্মন্যতামাত্রং ব্যঞ্জয়ন্তো যজ্ঞৈরস্মদাদ্যুপাসকানাং ফলপ্রাপ্তি-বিঘাতয়োর্ভবানেব হেতুরিত্যাহ নম ইতি। যজ্ঞস্য বীর্য্যং স্বর্গাদিফলোৎপাদনলক্ষণঃ প্রভাবো যস্মাত্তস্মৈ ফলপ্রাপকায়েতি ভাবঃ। উত পুনঃ বয়সে কালায় স্বর্গাদিফলনাশকায় চ। তথা অস্ত্রচক্রায় অসুরেষু চক্রং ক্ষিপ্তং তেষাং নিগ্রাহকায় অস্মাকং পালকায় চ। এবং স্বর্গাদিপ্রাপক ইতি স্বর্গাদি নাশক ইতি অসুরসংহারক ইতি দেবপালক ইত্যাদি নামভিঃ সুপুরুহূতির্যস্য তস্মৈ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজেদের ঈশ্বরম্মন্যতামাত্র প্রকাশ করতঃ যজ্ঞের দ্বারা আমাদের ন্যায় উপাসকগণের ফলপ্রাপ্তি এবং তাহার বিঘাতের আপনিই কারণ, ইহা বলিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। 'যজ্ঞবীর্য্যায়'—যজ্ঞের বীর্য্য বলিতে স্বর্গাদি ফলের উৎপাদনরূপ প্রভাব (সামর্থ্য) যাঁহা হইতে, (অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য যাঁহার অলৌকিক সামর্থ্যই সাক্ষাৎ যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইয়াছে) সেই ফলপ্রাপক আপনাকে নমস্কার—এই ভাব। 'উত বয়সে'—পুনরায় কালস্বরূপ এবং স্বর্গাদি ফলের

নাশক আপনাকে (নমস্কার)। সেইরূপ 'অস্ত্রচক্রায়'—অসুরগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের নাশক এবং আমাদের পালক আপনাকে (নমস্কার)। এইপ্রকারে স্বর্গাদির প্রাপক এবং স্বর্গাদির নাশক, অর্থাৎ 'অসুরসংহারক' এবং 'দেবপালক'—ইত্যাদি অনেক শোভন নাম যাঁহার, সেই 'সুপুরুহূতি' আপনাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

বয়ঃ সর্ব্বস্যাবয়নাদ্ভগবান্ পুরুষোত্তম
ইতি চ।

মা তন্তুচ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে
ইতি শ্রুতি ॥ ৩০ ॥

যত্তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্।
নার্ব্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধাতঃ, (গুণত্রয়স্য) ঈশিতুঃ (নিয়ন্তুঃ গুণত্রয়াত্মকানাং) তিসৃণাং গতীনাং পরমং পদং (নির্গুণ-স্বরূপং) বিসর্গস্য (তদ্বিসর্গস্য) অর্ব্বাচীনঃ (অস্মাদৃশঃ জনঃ) বেদিতুং (জ্ঞাতুং) ন অর্হতি (অতঃ কেবলং তস্মৈ নমঃ অস্তু) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ধাতঃ! আপনি স্বর্গ অপবর্গ ও নরক এই ত্রিবিধ গতির একমাত্র নিয়ন্তা, আপনার পরমধাম বৈকুণ্ঠ, আপনার বিসর্গ অর্থাৎ নানাবিধ সৃষ্টির পরবর্ত্তীকালে সৃষ্ট অর্ব্বাচীন অস্মাদৃশ ব্যক্তি তোমার ঐ পরমপদ অবগত হইতে পারে না, অতএব তোমাকে কেবলমাত্র নমস্কার করিতেছি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নশ্বর-তুচ্ছস্বর্গপদপ্রাপ্ত্যর্থমেব স্তধ্বে নত্বনশ্বর নিত্যসুখময় বৈকুণ্ঠার্থমত্র কো হেতুস্তত্রাহঃ—যত্তে ইতি। তিসৃণাং দেব-মনুষ্য-তির্য্যগ্গতীনাং ঈশিতুঃ প্রাপকস্য তব যৎ পরমং পদং বৈকুণ্ঠধাম তৎ বিসর্গস্যার্ব্বাচীনোঽস্মাদৃশো জনো বেদিতুমনুভবিতুং নার্হতি। ন হি ঘাসবুষাদিকং বিনা পশুরন্যৎ ক্ষীরাদিকং বাঞ্ছতি লভতে বা কুতশ্চিদিতি ভাবঃ ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নশ্বর তুচ্ছ স্বর্গপদ প্রাপ্তির জন্যই স্তব করিতেছ, কিন্তু অনশ্বর নিত্য সুখময় বৈকুণ্ঠ লাভের নিমিত্ত নহে, ইহার কারণ কি? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎ তে গতীনাং' ইত্যাদি, দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ গতিসমূহের প্রাপক আপনার যে পরম পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম, তাহা 'বিসর্গস্য অর্ব্বাচীনঃ'—ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির পরবর্ত্তী আমাদের ন্যায় কোন জন 'বেদিতুং'—অনুভব করিতে সমর্থ নহে। পশু কখনই ঘাস, বুষাদি ভিন্ন অন্য ক্ষীরাদির বাঞ্ছা করে না, কিম্বা তাহা লাভও করে না—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

দেবলোকাৎ পিতৃলোকাৎ নিরয়াচ্চাপি যৎপরম্।
তিসৃভ্যঃ পরমং স্থানং বৈষ্ণবং বিদুষাং গতিঃ ॥
ইতি মাহাত্ম্যে ॥ ৩১ ॥

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবান্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, নারায়ণ, বাসুদেব, আদিপুরুষ, মহাপুরুষ, মহানুভব, পরমমঙ্গল, (পরমং মঙ্গলং শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ যস্মিন্ সঃ তৎ সম্বোধনং) পরমকল্যাণ, পরমকারুণিক, কেবল, (নির্ব্বিকার,) জগদাধার, লোকৈকনাথ, সর্ব্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ, পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ (সন্ন্যাসাদিভিঃ) পরমেণ (অতিদৃঢ়েণ) আত্মযোগ-সমাধিনা (আত্মযোগেন অষ্টাঙ্গেন যঃ সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তেন) পরিভাবিতপরিস্ফুট পারমহংস্যধর্ম্মেণ (পরিভাবিতে সংশোধিতে অন্তঃকরণে পরিস্ফুটঃ পরিস্ফুরিতঃ যঃ পারমহংস্যঃ ধর্ম্মঃ ভগবদ্ভজনং তেন) উদ্ঘাটিততমঃ কবাটদ্বারে (উদ্ঘাটিতং তমঃ অজ্ঞানরূপং কবাটং যস্য তস্মিন্ দ্বারভূতে) চিত্তে অপাবৃতে (প্রকটে) আত্মলোকে (প্রত্যগ্রূপে স্ব-ধামনি স্বয়ম্ উপলব্ধনিজসুখানুভবঃ (উপলব্ধম্ আবির্ভূতং নিজ-সুখং তদনুভবরূপঃ) ভবান্ (ত্বাং জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতি অতঃ) তে (তুভ্যং) ওঁ নম অস্তু ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসু-

দেব ! হে আদিপুরুষ ! হে মহাপুরুষ ! হে মহানুভব ! হে পরম মঙ্গল ! (স্বয়ং মঙ্গলরূপ) হে পরম কল্যাণ ! (মঙ্গলকারিন্) হে পরম কারুনিক ! (স্বার্থ নিরপেক্ষ পরদুঃখাসহিষ্ণো) ! হে —নির্ব্বিকার ! হে জগদাধার ! হে লোকৈকনাথ ! হে সর্ব্বেশ্বর ! হে লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিব্রাজকগণ অষ্টাঙ্গযোগসাধনা দ্বারা সমাধিযোগে চিত্তৈকাগ্রতা লাভ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে যে ভগবদ্ভজনরূপ পারমহংস্যধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় তদ্দ্বারা চিত্তের তমোরূপ কপাট উন্মুক্ত হইলে আত্মলোক অর্থাৎ প্রত্যক্স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন যে নিজসুখস্বরূপের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় আপনিই সেই সুখস্বরূপ, আপনাকে কেহই জানিতে পারে না, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুহূতয় ইত্যুক্তমতো বহুভির্নামভিঃ সম্বোধ্য স্তবতে নম ইতি । হে ভগবন্ ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ পরিপূর্ণত্বমেবাহুঃ হে নারায়ণ ত্বমেব স্বাংশাধিক্যক্রমেণ ব্যষ্টি-সমষ্টি-প্রকৃত্যন্তর্য্যামিত্বেন ক্ষীরোদগর্ভোদ-কারণার্ণবশায়ী ভবসীত্যর্থঃ । ততোহপি পূর্ণত্বাৎ হে বাসুদেব ব্যূহানামাদিভূত ততোহপি পরিপূর্ণত্বাৎ হে আদিপুরুষ পরব্যোমনাথ । ননু কথমেবমবগম্যতে তত্রাহুঃ । মহাপুরুষেষু তত্তদ্ভক্তেষু মহান্তোহনুভাবা অনুরূপ-মহাপ্রভাবা এব যস্য সঃ । ননু মহাপ্রলয়ে মদ্ভক্ত-মদ্ধাম-মদাকারাণাং কা বার্ত্তা তত্রাহুঃ । মঙ্গলানি প্রাকৃতানি পরমমঙ্গলানি অপ্রাকৃতমঙ্গল-বস্তূনি ত্বদ্ভক্ত-ধামাদীনি তেষাং পরমকল্যাণং কুশলত্বং যতঃ । তেষাং কালনিয়ম্যত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । কিঞ্চ অপারৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাসিন্ধো-স্তব করুণামেব বহির্দর্শিনো বয়ং কালগ্রস্যমানা আশ্রয়াম ইত্যাহুঃ —হে পরম-কারুণিক অন্তর্দ্দর্শিভিস্তু ভবানুপলব্ধনিজসুখানুভব এব ভবতি । কদা । আত্মযোগৈর্যমনিয়মাদিভির্যঃ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং তেন পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবিতঃ কুতঃ পরিস্ফুটঃ পারমহংস্যধর্ম্মো ভক্তিযোগস্তেন উদ্ঘাটিততমঃ-কপাটং দ্বারং যস্য তথাভূতে চিত্তে চিত্তমন্দিরে অপাবৃতঃ অপগতাবরণঃ আত্মলোকে বৈকুণ্ঠধামনি বর্ত্তমানঃ । চিত্তস্যেতাদৃশত্বে সতি তন্মধ্যে এব সহ-বৈকুণ্ঠলোকো ভবান্ স্ফুরতীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুহূতয়ে' (৩০ শ্লোক)—বহু নামধারী আপনাকে নমস্কার, ইহা বলা হইয়াছে, অতএব বহু নামের দ্বারা সম্বোধন-পূর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি । হে ভগবন্ ! অর্থাৎ যিনি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ । পরিপূর্ণত্বই বলিতেছেন—হে নারায়ণ ! তুমিই নিজ অংশাধিক্যক্রমে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামিরূপে ক্ষীরোদকশায়ী, ও কারণার্ণবশায়ী হইয়া থাক—এই অর্থ । তাহা অপেক্ষাও পূর্ণত্বহেতু হে বাসুদেব ! চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেব নামরূপ, তদপেক্ষাও পরিপূর্ণ বলিয়া হে আদিপুরুষ ! পরমব্যোমাধিপতি । যদি বলেন—দেখুন, কি প্রকারে ইহা অবগত হইলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'মহাপুরুষ-মহানুভব' ! মহাপুরুষগণের বলিতে সেই সেই ভক্তগণের যে সকল মহান্ অনুভাব, অর্থাৎ অনুরূপ মহাপ্রভাবসকলই যাঁহার, সেই তুমি । দেখুন—মহাপ্রলয়কালে আমার ভক্ত, আমার ধাম ও আমার আকৃতিসমূহের কি সম্বাদ ? অর্থাৎ তাঁহারাও কি মহাপ্রকৃতিতে লীন হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ', মঙ্গল প্রাকৃত বস্তু, আর অপ্রাকৃত মঙ্গল বস্তুসমূহই পরম মঙ্গল, তোমার ভক্ত, ধাম প্রভৃতির পরম কুশলত্ব যাঁহা হইতে, সেই তুমি পরম কল্যাণরূপ, যেহেতু তোমার ভক্ত, ধামাদি কখন কালের দ্বারা নিয়মিত হয় না—এই ভাব । আরও, অপার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সিন্ধু তোমার করুণাই, কালের দ্বারা গ্রস্যমান বহির্দর্শী আমরা আশ্রয় করিয়া থাকি, ইহা বলিতেছেন—হে পরম কারুনিক ! কিন্তু অন্তর্দ্দর্শিগণের নিকট আপনি 'উপলব্ধ-নিজসুখানুভবঃ'—নিজসুখের অনুভবস্বরূপে উপলব্ধ হন (অর্থাৎ অন্তর্য্যামী তত্ত্বের প্রকট হইলে স্বয়ংই আত্মার যে স্বরূপ-সুখের উপলব্ধি ঘটে, সেই সুখেরই অনুভবস্বরূপে আপনি তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হন) । যদি বলেন—কখন ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মযোগ-সমাধিনা' ইত্যাদি, আত্মযোগের দ্বারা বলিতে যম, নিয়মাদির দ্বারা যে সমাধি, অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, তাহার দ্বারা 'পরিভাবিতঃ'—সর্ব্বতোভাবে যে সংশোধন । তাহা কি প্রকারে হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরিস্ফুট'-ইত্যাদি, পরিস্ফুট বলিতে পরিস্ফুরিত যে পারমহংস্যধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি-

যোগ, তাহার দ্বারা তমোরূপ কপাট উন্মুক্ত হইয়াছে যে চিত্তের, সেই চিত্তমন্দিরে আবরণ অপগত হওয়ায় আত্মলোক বলিতে বৈকুণ্ঠধাম যখন প্রকটিত হয়, তখন। চিত্তের এতাদৃশ অবস্থা হইলে তন্মধ্যেই আপনি বৈকুণ্ঠলোকের সহিত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (ত্বং) অশরণঃ (আয়তনানপেক্ষঃ) অশরীরঃ (প্রাকৃত-শরীররহিতঃ) অনপেক্ষিতাস্মাৎ-সমবায়ঃ (ন অপেক্ষিতঃ অস্মৎসমবায়ঃ সাহচর্য্যং যেন সঃ তাদৃশঃ তথা জগতঃ উপাদানবারণস্বরূপোঽপি) অবিক্রিয়মাণেন (নির্ব্বিকারেণ ঊর্ণনাভির্যথা নির্ব্বিকারেণ স্বরূপেনৈব তন্তুময়ং স্বগৃহং সৃজতি তদ্বৎ) আত্মনা এব (স্বেনৈব স্বরূপেণ) ইদং সগুণং (বিবিধবিচিত্রগুণযুক্তং) (বিশ্বং) সৃজসি পাসি হরসি (অপি চ স্বয়ম্) অগুণঃ (রজ-আদিভিঃ নিখিলৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈশ্চ রহিতো ভবসি অতএব) তব অয়ং বিহারযোগঃ (বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলাযোগঃ) দুরববোধঃ (দুর্জ্ঞেয়ঃ) এব (ভবতীতিশেষঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আপনি আশ্রয়হীন এবং প্রাকৃত শরীর রহিত হইয়াও আমাদিগের কোনরূপ সহায়তার অপেক্ষা করিতেছেন না। আপনি এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার আত্মস্বরূপে এই মায়াগুণময় বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন। অথচ আপনি স্বয়ং নির্গুণ ; আপনার এই ক্রীড়াযোগ অতীব দুর্ব্বোধ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ-স্বীয় বৈকুণ্ঠলোকে সদা বিহরন্নাত্মারামো গুণাতীতোঽপি প্রপঞ্চলোকে অস্মদাদি-দুর্জ্ঞেয়-প্রকারৈঃ সৃষ্ট্যাদিভির্বিহরসীত্যাহঃ। দুরববোধ ইতি বিহারযোগঃ ক্রীড়াযুক্তত্বং দুরববোধ ইবেতি ত্বদ্ভক্ত-বিজ্ঞৈঃ সুবোধোঽপ্যন্যৈর্দুর্ব্বোধঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ যদশরণো নিরাশ্রয়এব অশরীরঃ শারীরচেষ্টারহিত এবেতি। সৃষ্টিকর্ত্তা হি সাকার এব সহস্র-শীর্ষেত্যাদি শ্রুতেঃ। ন অবেক্ষিতং অস্মাকং ইন্দ্রাদীনাং হস্তাদ্যধিষ্ঠাতৃণাং সমবায়ঃ সাহায্যং যেন সঃ। আত্মনৈব স্বেনৈব আত্মন উপাদানত্বেঽপ্যবিক্রিয়মাণেনৈব বিবর্ত্ত-বাদাঙ্গীকারেত্ব বিক্রিয়মাণত্বং ন চিত্রং, চিত্রং খলু তদনঙ্গীকার এব। অতএব বক্ষ্যতে গজেন্দ্রেণ নমো নমস্তেঽখিল-কারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়েতি কারণস্যাদ্ভুতত্ব-মুপাদানত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বমেবেতি। অগুণঃ সন্ সগুণং বিশ্বং সৃজসি কুলালাদিহি কিঞ্চিৎস্থানমবলম্ব্য স্বশরীরঞ্চ প্রবর্ত্ত্য স-সহায়ো মৃদাদিবস্তুন্তরেণ বিক্রিয়-মাণেনৈব সগুণ এব সগুণং ঘটং সৃজতীতি দৃষ্টমি-তীদমেকং দুর্জ্ঞেয়ত্বং সৃষ্টৌ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্বীয় বৈকুণ্ঠলোকে সদা বিহার করিয়াও, আত্মারাম ও গুণাতীত হইয়াও তুমি এই প্রপঞ্চলোকে আমাদের দুর্জ্ঞেয়রূপে সৃষ্ট্যাদির দ্বারা বিহার করিতেছ, ইহা বলিতেছেন—'দুরববোধ ইব' ইত্যাদি, তোমার যে বিহারযোগ, ক্রীড়াযুক্তত্ব (ক্রীড়াসম্বন্ধ) অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধের ন্যায় বোধ হইতেছে, তোমার ভক্ত বিজ্ঞগণের নিকট সুবোধ হইলেও অন্যের নিকট উহা দুর্ব্বোধই—এই অর্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদশরণঃ' ইত্যাদি, তুমি নিরাশ্রয় (আশ্রয়-শূন্য) এবং শারীরিক চেষ্টারহিতই। এই জগতে সৃষ্টিকর্ত্তা সাকারই হইয়া থাকেন, শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'—পুরুষ সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাদ ইত্যাদি। 'অনবেক্ষিত'—হস্তাদির অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রাদি আমাদের কোনরূপ সাহায্যের যিনি অপেক্ষা করেন না, সেই তুমি। 'আত্মনৈব'—নিজ আত্মদ্বারাই আত্মার উপাদনত্ব হইলেও অবিক্রয়মাণ (নির্ব্বিকার) হইয়াই (এই গুণময় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছ)। বিবর্ত্ত-বাদ অঙ্গীকার করিলে তোমার নির্ব্বিকারত্ব কোন বিচিত্র নহে, বিচিত্র ইহাই যে তাহার অনঙ্গীকার। অতএব গজেন্দ্রও বলিবেন—"নমো নমস্তেঽখিল-কারণায়" (৮।৩।১৫) অর্থাৎ হে সর্ব্বকারণরূপ, অথচ তুমি নিষ্কারণ এবং অদ্ভুতকারণ, তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি ; এখানে কারণের অদ্ভুতত্ব ইহাই যে উপাদানত্ব হইলেও নির্ব্বিকারত্বই। তুমি নিজে নির্গুণ (প্রাকৃত গুণরহিত) হইয়াও সগুণ (প্রাকৃত গুণময়) বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু কুলালাদি (কুম্ভ-

কার প্রভৃতি) কোন স্থান অবলম্বন করিয়া, শরীর ধারণ করিয়া, সহায়যুক্ত হইয়া, বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্য বস্তুর দ্বারাই নিজে সগুণ হইয়াই সগুণ ঘটাদি সৃষ্টি করে—ইহা দেখা যায়, তোমার সৃষ্টিতে ইহাও এক দুর্জ্ঞেয়ত্বই ॥ ৩৩ ॥

———

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গ-পতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলফলমুপাদদাতি। আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দেবদত্তবৎ (দেবদত্তঃ যথা ইহ-সংসারে গৃহাদিনির্ম্মায়) তত্র (স্বকৃতশুভাশুভয়োঃ ফলম্ আদত্তে তথা) ভবান্ (ব্রহ্মস্বরূপঃ সন্) ইহ (সংসারে) গুণবিসর্গ-পতিতঃ (জীবরূপেণ গুণ-কার্য্যে শরীরে প্রবিষ্টঃ) পারতন্ত্র্যেণ (কালকর্ম্ম-স্বভাবাদ্যধীনতয়া) স্বকৃতকুশলাকুশলফলং (স্বকৃতয়োঃ শুভাশুভয়োঃ কুশলাকুশলং সুখদুঃখাত্মকং ফলম্) উপাদদাতি (ভুঙ্ক্তে)। আহোস্বিৎ, (কিম্বা) আত্মারামঃ উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শনঃ (সমঞ্জসম্ অপ্রচ্যুতং দর্শনং চিচ্ছক্তিঃ যস্য তাদৃশঃ ভবান্) উদাস্তে (উদাসীনতয়া সাক্ষিতয়া বর্ত্ততে) ইতি হ বাব ন বিদামঃ (ইত্যপি নৈব বিদ্মঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দেবদত্তাদিসংসারিজীবগণ যেমন সংসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বকৃত শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়, আপনিও কি তেমনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও এই সংসারে জীবরূপে গুণকার্য্যভূতশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কালকর্ম্মাদির অধীনে স্বকৃত কুশলা-কুশল কর্ম্মফলভোগ করেন, কিম্বা আত্মারাম উপশম-শীল ও নিত্যচিচ্ছক্তিযুক্ত অবস্থায় কেবলমাত্র সাক্ষী-রূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—শিষ্টানাং পালনং হি দুষ্টানাং সংহারং বিনা ন ভবতীত্যন্তর্ভূতসংহারকস্য পালনস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহুঃ অথেতি। দেবদত্তঃ প্রাকৃতজীবো যথা গৃহাদিকং নির্ম্মায় তত্র মিত্র-শত্রূদাসীনাদিগহনে সংসারে প্রবিশ্য স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মফলং সুখদুঃখং ভুঙ্ক্তে, তথৈব তত্র ভবানিত্যাদরে ত্বমপি গুণেভ্যঃ সত্ত্বরজস্তমোভ্যো বিবিধং সর্গো যেষাং তেষু গুণবিসর্গেষু দেবা-সুররাক্ষসাদিষু পরস্পরবিঘাতিষু মধ্যে পতিতঃ উপেন্দ্র-কৃষ্ণ-রামাদ্যবতারেষু শিষ্টপালন-দুষ্টনিগ্রহয়োঃ প্রবৃত্তঃ ভোগৈশ্বর্য্যসুখং সংগ্রামাদিশ্রমদুঃখঞ্চ যৎ প্রাপ্নোষি, তৎ কিং পারতন্ত্র্যেণ কর্ম্মাধীনত্বেন স্বকৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ কুশলাকুশলং সুখদুঃখং উপাদদাতি স্বীকরোতি, আহো স্বিৎ কিং বা সমঞ্জসদর্শনঃ অপ্রচ্যুতচিচ্ছক্তিকঃ। উদাস্তে সাক্ষিত্বান্ন সুখং দুঃখং স্বীকরোতীতি ন বিদামঃ তত্ত্বং ন বিদ্মঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিষ্টের পালনকার্য্য দুষ্ট-জনের সংহার ব্যতীত হয় না, এইজন্য অন্তর্ভূত-সংহারক পালনেরও দুর্জ্ঞেয়ত্বই, ইহা বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। দেবদত্ত একজন প্রাকৃত জীব, সে যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া, সেখানে মিত্র, শত্রু, উদাসীনাদি পরিবৃত সংসারে প্রবেশ-পূর্ব্বক স্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করে, সেইরূপ 'ভবান্ কিং'—আপনিও কি ? এখানে আদরার্থে ভবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'গুণ-বিসর্গ-পতিতঃ'—আপনিও কি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বিবিধ সৃষ্টি যাহাদের, সেই সকল গুণ-বিসর্গ পরস্পর আঘাতকারী দেবতা, অসুর ও রাক্ষস-দিগের মধ্যে (অর্থাৎ দেবাসুর-যুদ্ধাদিস্বরূপ গুণপরি-ণামের মধ্যে) পতিত হইয়া কৃষ্ণ, রামাদি অবতারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের নিগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য সুখ এবং সংগ্রামাদি শ্রমজনিত যে দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা কি 'পারতন্ত্রেণ'—কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদির অধীনে স্বকৃত পুণ্য ও পাপের কুশল ও অকুশল সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতেছেন ? 'আহোস্বিদ্'—অথবা, 'সমঞ্জস-দর্শনঃ উদাস্তে'—আপনার চিৎশক্তির কোন বিচ্যুতি ঘটে না বলিয়া, (আপনি আত্মারাম ও উপশমশীল হইয়া) সাক্ষি-রূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, এইহেতু সুখ, দুঃখ ভোগ করেন না, সেই তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—অথ তত্র ভগবান্ কিং দেবদত্তবদিত্যাক্ষেপঃ। অচিন্ত্যশক্তেরনন্তগুণস্য কুতঃ পারতন্ত্র্যাদিকমিত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

———

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিত-গুণগণ ঈশ্বরেঽনবগাহ্য-মাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্কবিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ-করণাশয়-দুরবগ্রহ-বাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতি অপরিমিতগুণগণে (অপরিমিত-গুণগণাঃ যস্য তস্মিন্) ঈশ্বরে অনবগাহ্য-মাহাত্ম্যে (অনবগাহ্যম্ অতর্ক্যং মাহাত্ম্যং যস্য তস্মিন্ অসীমমহিম্নি) অর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ-করণাশয়দুর-বগ্রহবাদিনাং (বিকল্পঃ এবং বা এবং বেতি, বিতর্কঃ কিমত্রযুক্তমিতি বিচারঃ ইত্থমেবেতি তত্র প্রমাণাভাসাঃ দুষ্টপ্রমাণানি তদনুগ্রাহকাঃ কুতর্কাশ্চ অর্ব্বাচীনাঃ বস্তু-স্বরূপাসংস্পর্শিনঃ নব্যকল্পিতাঃ বিকল্পাদয়ঃ যেষু শাস্ত্রেষু তৈঃ কলিলং ব্যাকুলম্ অন্তঃকরণম্ আশয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য দুরবগ্রহস্য দুরাগ্রহস্য তৈঃ এব বাদিনঃ বিবাদপরায়ণাঃ তেষাং) বিবাদানবসরে (বিবাদস্য অনবসরে অগোচরে অবিষয়ে) উপরতসমস্তমায়াময়ে (উপরতঃ নিরস্তঃ সমস্তঃ মায়াময়ঃ সংসার যস্মিন্) কেবলে (অদ্বিতীয়ে অপি ত্বয়ি) উভয়ং ন বিরোধঃ (বিরুধ্যতে ইতি বিরোধঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বং সুখিত্ব-দুখিত্বাদিকং চ উভয়ং ত্বয়ি ভগবতি ন বিরুদ্ধম্) আত্মমায়াম্ (অঘটন-ঘটন-কারিণীম্) অন্তর্ধায় (মধ্যে নিধায়) স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ (স্বরূপদ্বয়স্য অভাবাৎ) কোঽন্বর্থঃ (কর্ত্তৃত্বাদির্দুর্ঘটঃ অসঙ্গতঃ এব ভবতীতি যদি বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি ভবেৎ তর্হি বিরোধঃ স্যাৎ ন তু তদস্তীত্যাহঃ)॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আপনার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয়। কারণ আপনি ভগবান্, আপনি অপরিমিত গুণগণশালী ঈশ্বর, আপনার মাহাত্ম্য অন্যের অবোধ্য। বৈশেষিকাদি নব্য-শাস্ত্রে বিকল্প (এইরূপ কিম্বা এইরূপ ?) বিতর্ক (এস্থলে কোনটী যুক্তযুক্ত ?) বিচার (এইরূপই হইবে) ও প্রমাণাভাস (দুষ্টপ্রমাণ) অবলম্বনপূর্ব্বক কুতর্কাদি বিদ্যমান, তদ্দ্বারা যাহাদিগের চিত্ত-বিভ্রান্ত হইয়াছে তাহারা প্রকৃতবস্তু সংস্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদের দুষ্ট আগ্রহ নিবন্ধন যে বিবাদ উপস্থিত হয় আপনি তাহার অগোচর, আপনি সমস্ত মায়া প্রপঞ্চ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, আপনি অদ্বিতীয়, আপনাতে কর্ত্তৃত্ব-অকর্ত্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কিছুই বিরুদ্ধ নহে। অঘটনঘটনপটীয়সী আত্মমায়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তির সাহায্যে আপনাতে দুর্ঘট কি আছে ? যেহেতু আপনাতে স্বরূপদ্বয় অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তি এই অবস্থাদ্বয় বর্ত্তমান নাই। (অতএব স্বকীয় মায়াপ্রভাবে তুমি সকলই করিতে পার) ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—বিরোধমুক্ত্বা ভক্তানাং মতে তস্য পরিহারমাহুঃ ন হীতি, বিরুদ্ধ্যত ইতি বিরোধঃ। উভয়-মাত্মারামত্বম-প্রাকৃতসুখদুঃখিত্বং চ ত্বয়ি ন বিরুদ্ধ-মিত্যর্থঃ। ন হ্যন্যদৃষ্টান্তেন ত্বয়ি বিকল্পো যুজ্যতে অতর্কৈশ্বর্য্যত্বাদিত্যবিরোধে হেতূনাহুঃ ভগবতী-ত্যাদি। প্রথমং সুখদুঃখিত্বং ভগবতী-পদদ্বয়েনাহুঃ ভগবতীতি। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি বৈষ্ণ-বোক্তেরপ্রাকৃতজ্ঞানাদি-ষড়ৈশ্বর্য্যবত্ত্বেনাজ্ঞানমূলকং সর্ব্ব-মেব প্রাকৃতং সুখদুঃখং ত্বয়ি নাস্তীত্যবগতম্। ননু তর্হ্যন্যে সুখদুঃখে ময়ি কুতস্ত্যে তত্রাহুঃ। অপরিগুণিত-গুণানাং প্রেমবশ্যত্বভক্তবাৎসল্যাদীনাং গণা যস্মিন্, তেন হ্যসুররাক্ষসাদিভ্যস্তদ্ভক্তানাং প্রহ্লাদ-বিভীষণা-দীনাং পাণ্ডব-যাদবাদীনাং নিত্য-পার্ষদানাং সাধকভক্তা-নামপ্যনন্তানাং ভক্তাভাসানামস্মদাদিদেবানাঞ্চ কষ্টে বৃত্তে সতি, তত্তদ্দুষ্টসংহারার্থবিবিধপ্রয়াসজ্ঞাপিতস্য ত্বদীয়দুঃখস্য তথা তেষামেব তত্তদ্বিপদুত্তীর্ণানামব-গ্রহজাজ্জ্বল্যমানসস্যানাং কাদম্বিনী বৃষ্যমাণামৃতসিক্তা-নামিব লব্ধভবদ্দর্শনানাং পরমসুখে বৃত্তে সত্যদ্ভুতস্য তব সুখস্য চ ভক্তবাৎসল্যপ্রেমবশ্যতৈকনিদানত্বাদ-প্রাকৃতে এব তে সুখদুঃখে ভবতঃ। কিঞ্চ সুখদুঃখে অপি তে চিন্ময়সুখরূপে এব প্রেম্নশ্চিচ্ছক্তিসারবৃত্তি-ত্বাৎ কিং পুনর্ব্রজদেব্যাদীনাং বৈদেহ্যাশ্চ সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভজনিতে সুখেদুঃখে তে তু প্রেমপরমকাষ্ঠাময়-ত্বাৎ পরমসুখরূপে এব স্তঃ। ততশ্চ চিৎস্বরূপস্য তব চিৎস্বরূপয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ রমমাণস্যাত্মারামত্বং সুখদুঃখবত্ত্বমৈক্যাদবিরুদ্ধমেব প্রতিপাদিতম্। নন্বে-বং কৈরপি দার্শনিকৈর্নাহং নিরূপ্যে তত্রাহুঃ। ঈশ্বরে ত্বয়ি ঈশিতব্যানাং তেষাং নিরূপণাযোগ্যতা যুক্তেবেতি

ভাবঃ। যতোঽনবগাহ্যং ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ত্বদ্বচনাত্তেষাং ভক্তিহীনানামবগাহনার্হং মাহাত্ম্যং যস্মিন্। ননু যুষ্মৎপ্রতিপাদিতে যৎ ষড়ৈশ্বর্য্যাণাং প্রেম্নশ্চ চিন্ময়ত্বে তৈর্বহ্ব্য এবানুপপত্তয় উদ্গৃহ্যন্তে তত্রাহঃ। অর্ব্বাচীন-বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শিনো বিকল্পাদয়ো যেষু শাস্ত্রেষু তৈঃ কলিলং ব্যাকুলং যদন্তঃকরণং আশয়ঃ তত্র আশেরতে সদৈব শয়িত্বা তিষ্ঠন্তি যে দুরবগ্রহাঃ দুরাগ্রহাস্তৈরেব বাদিনাং নানাবাদোদ্গ্রাহবতাং বিবাদস্যানবসরে অগোচরে। তত্র বিকল্প এবং বা এবং বেত্যাকারঃ বিতর্কঃ, কিমত্র যুক্তমিত্যনিশ্চয়ঃ। বিচার ইত্থমেবেতি নিশ্চয়ঃ। তত্র প্রমাণাভাসাঃ কুৎসিতাস্তর্কা ইতি। নন্বনুপপত্তৌ সত্যাং কুতো বিবাদাভাবস্তত্রাহঃ। উপরতাঃ সমস্তা মায়াময়াঃ মায়িকাঃ পদার্থা যত্র তস্মিন্নিতি বিবাদানাং মায়াশক্তিকার্য্যত্বাৎ তব তু মায়া-মায়িকপদার্থাতিরিক্তবস্তুত্বাৎ কুতো বিবাদপ্রসক্তিসম্ভাবনাপীত্যর্থঃ। ননু তদপি যুষ্মৎসাহায্যার্থং সমুদ্রমন্থনাদৌ পাণ্ডবসাহায্যার্থং সারথ্যদূত্যাদৌ যাদবপালনার্থং জরাসন্ধাদ্যুপদ্রবোত্থভয়পলায়নাদৌ কর্ম্মণি প্রত্যক্ষত এব সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানং মদীয়দুঃখং কথং চিন্ময়-সুখরূপং ভবেদিত্যত আহুঃ কেবলে এবেত্যাদি। ত্বয়ি মায়াশক্তি-বিনাভূতে সত্যেব যা আত্মমায়া অচিন্ত্যযোগমায়া তাং অন্তর্দ্ধায় মধ্যে কৃত্বা কো নু অর্থো দুর্ঘট ইতি ত্বদনুভবে সুখময়ে কঃ প্রবেষ্টুং শক্নুয়াদিতি নাত্র প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণং প্রবর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি বচনাৎ। নন্বলমচিন্ত্যশক্তিস্বী কারেণ মম ভগবৎস্বরূপেণ ভক্তবাৎসল্যোত্থসুখদুঃখাদিমত্ত্বং ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বত্র তাটস্থ্যাদাত্মারামত্বমিতি স্বরূপদ্বয়স্য ক্রমেণ ধর্ম্মদ্বয়মস্ত তত্রাহুঃ—স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি। একস্যৈব ভগবতস্তব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বমেব ব্রহ্মত্বং অলৌকিকবিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বমেব ভগবত্বমিতি, দূরবর্ত্তিভি-র্জ্ঞানিভিরলৌকিক-বিশেষ-গ্রহণাসমর্থৈস্তমেব ব্রহ্মসমীপবর্ত্তিভির্ভক্তৈরলৌকিক - বিশেষ-গ্রহণসমর্থৈর্ভগবানিতি ত্বমেবোচ্যসে ইত্যর্থঃ। তব কৃপায়াঃ পরমাণুত্ব-পরমমহত্ত্বে এব দূরত্বসমীপত্বয়োর্হেতূ জ্ঞেয়ে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিরোধ বলিয়া এক্ষণে ভক্তগণের মতে তাহার পরিহার বলিতেছেন—'ন হি বিরোধঃ' ইত্যাদি, যাহা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা বিরোধ, অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাশ্রয়-বিগ্রহ আপনাতে কোন বিরোধ নাই। 'উভয়ং'—আত্মারামত্ব এবং অপ্রাকৃত সুখ-দুঃখিত্ব আপনাতে বিরুদ্ধ নহে, এই অর্থ। অন্য কোন দৃষ্টান্তের দ্বারা আপনাতে বিকল্প (বিপরীত বিবিধ কল্পনা) যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু আপনার ঐশ্বর্য্য তর্কাতীত। অবিরোধের কারণসমূহ বলিতেছেন—'ভগবতি' ইত্যাদি। প্রথমতঃ সুখ-দুঃখিত্ব বলিতেছেন 'ভগবতি' ইত্যাদি দুইটি পদের দ্বারা। 'ভগ' শব্দের অর্থ বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'জ্ঞানশক্তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভগ'-শব্দের অর্থ—হেয়গুণবিবর্জ্জিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ (প্রভাব), এইসকল যাঁহাতে নিত্য বিরাজিত তিনি ভগবান্, ইহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞানাদি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্তত্বহেতু অজ্ঞানমূলক সমস্ত প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি তোমাতে নাই, ইহাই বোধগম্য হইল। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে অন্য সুখ-দুঃখ আমাতে কি প্রকারে আছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অপরিমিত-গুণগণে', যাঁহাতে প্রেমবশ্যত্ব, ভক্তবাৎসল্যাদি অপরিমিত গুণসমূহ বিদ্যমান, সেই তোমাতে (বিরুদ্ধ কিছুই নাই)। অতএব অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি হইতে তোমার নিজভক্ত প্রহলাদ, বিভীষণাদির, নিত্যপার্ষদ পাণ্ডব, যাদবাদির, অনন্ত সাধক ভক্তগণেরও, এমন কি ভক্তাভাস আমাদের ন্যায় দেবগণেরও দুঃখ উপস্থিত হইলে, সেই সেই দুষ্টসংহারের নিমিত্ত বিবিধ প্রয়াসজনিত তোমার দুঃখের, এবং সেই সেই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ তাঁহাদেরও অনাবৃষ্টিহেতু জাজ্জ্বল্যমান শস্যসমূহের উপর মেঘের বারিধারারূপ অমৃতসিক্তের ন্যায় তোমার দর্শনলাভে পরম সুখ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহাতে উদ্ভূত তোমার সুখের, ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমবশ্যতার একনিদানত্বহেতু সেই সুখ ও দুঃখ অপ্রাকৃতই। আরও, সেই সুখ এবং দুঃখও তোমার চিন্ময় সুখরূপই, যেহেতু উহা প্রেমের চিচ্ছক্তির সারবৃত্তিরূপ, আর ব্রজদেবীগণের এবং বৈদেহীর সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভজনিত যে সুখ এবং দুঃখ, উহা প্রেমের পরাকাষ্ঠাময়ত্বহেতু পরম সুখ-রূপই। অতএব তুমি চিৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ কর বলিয়া তোমার

আত্মারামত্ব, সুখ-দুঃখযুক্তত্ব একরূপহেতু অবিরুদ্ধই প্রতিপাদিত হইল।

যদি বলেন—দেখুন, কোন দার্শনিকগণই আমাকে এভাবে নিরূপণ করেন না। তাহাতে বলিতেছেন—'ঈশ্বরে', সর্ব্বনিয়ামক আপনাতে, ঈশিতব্য তাহাদের নিরূপণের অযোগ্যতা যুক্তিযুক্তই—এই ভাব। যেহেতু 'অনবগাহ্য-মাহাত্ম্যে'—অনবগাহ্য অর্থাৎ অবিতর্ক্য মাহাত্ম্য যাঁহার তাঁহাতে। 'ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।২১),—একমাত্র অহৈতুকী ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়, আপনার এই বচন অনুসারে ভক্তিহীন তাহাদের আপনার মহিমাতে অবগাহনের অযোগ্যতাই। যদি বলেন—তোমাদের প্রতিপাদিত ষড়ৈশ্বর্য্য এবং প্রেমের চিন্ময়ত্বে তাহারা বহুবিধ অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাহাতে বলিতেছেন—'অর্ব্বাচীন' ইত্যাদি, অর্ব্বাচীন বলিতে বস্তুস্বরূপের অসংস্পর্শী বিকল্পাদি যে সকল শাস্ত্রে রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা ব্যাকুল যে অন্তঃকরণ, তাহাতে সর্ব্বদাই শয়ন করিয়া অবস্থিত যে সকল দুরাগ্রহ, তাহাদের দ্বারা নানা বাদ উত্থাপনকারী বিবাদের আপনি অগোচর (অর্থাৎ যে শাস্ত্রসমূহ অর্ব্বাচীন বলিতে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণে অযোগ্য—বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস ও কুতর্কে পরিপূর্ণ। অতএব বিবিধ বাদিগণের চিত্ত তাদৃশ শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় ব্যাকুল হইলে, তাহারা তজ্জনিত দুরাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল বিবাদ উত্থাপন করে, আপনার স্বরূপ ঐ সকল বিবাদের অগোচর)। তন্মধ্যে কোন বস্তু সম্বন্ধে—'ইহা এরূপ, কিম্বা এরূপ', এজাতীয় বুদ্ধিই বিকল্প, 'এ বিষয়ে কোন্‌টি যথার্থ', এ জাতীয় অনিশ্চিয়তা বুদ্ধিই বিতর্ক এবং 'ইহা এরূপই হইবে'—এ জাতীয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিচার। আর প্রমাণাভাস হইতেছে কুৎসিত তর্ক। যদি বলেন—দেখুন, অসঙ্গতি থাকিলে বিবাদের অনবসর কিপ্রকারে হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'উপরত-সমস্তমায়াময়ে', উপরত (নিরস্ত) হইয়াছে সমস্ত মায়াময় বলিতে মায়িক পদার্থসমূহ যেখানে, তাদৃশ তোমাতে, বিবাদসকলের মায়াশক্তির কার্য্যত্বহেতু, এবং তুমি মায়া এবং মায়িক পদার্থের অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া, কিপ্রকারে তোমাতে বিবাদ-প্রসক্তির সম্ভাবনাও হইতে পারে?—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলেও তোমাদের (দেবতাদের) সাহায্যের নিমিত্ত সমুদ্রমন্থনাদিতে, পাণ্ডবগণের সাহায্যের জন্য সারথ্য, দূত্যাদি কর্ম্মে, যাদবগণের পালনের নিমিত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতির উপদ্রবে ভয় ও পলায়নাদি কর্ম্মে প্রত্যক্ষভাবে সকলের দৃশ্যমান আমার দুঃখ, কিপ্রকারে চিন্ময় সুখরূপ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কেবল এব' ইত্যাদি। আপনি স্বরূপতঃ কেবল অর্থাৎ প্রাকৃত মায়াশক্তির অস্পৃশ্য (বিশুদ্ধ অদ্বৈতস্বরূপ) হইলেও, আপনার যে আত্মমায়া বলিতে অচিন্ত্যযোগমায়া, তাহা 'অন্তর্দ্ধায়'—মধ্যে অবলম্বন করিয়াই, 'কো নু অর্থঃ দুর্ঘটঃ'—কোন্ বস্তু আপনাতে অসম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সুখময় আপনার অনুভবে কে প্রবেশ করিতে পারে? এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না—এই ভাব। যেমন স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—অচিন্ত্য (যাহা প্রকৃতির পর) ভাবসকলকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না। দেখুন—অচিন্ত্য শক্তিস্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, আমার ভগবৎস্বরূপের দ্বারা ভক্তবাৎসল্যজনিত সুখ, দুঃখাদি-যুক্তত্ব এবং ব্রহ্মস্বরূপের দ্বারা সর্ব্বত্র তটস্থরূপে (সাক্ষিরূপে) আত্মারামত্ব—এইরূপ স্বরূপদ্বয়ের যথাক্রমে দুইটি ধর্ম্ম হউক, তাহাতে বলিতেছেন—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ', (অর্থাৎ তত্ত্বতঃ তোমার স্বরূপে দ্বৈত নাই, কেবল একই পরতত্ত্বস্বরূপের ধর্ম্মদ্বয়, যাঁহারই ভগবত্ত্ব, তাঁহারই ব্রহ্মরূপ-কেবলত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে)। একই ভগবান্ তোমার নির্ব্বিশেষ জ্ঞানগম্যত্বই ব্রহ্মত্ব, এবং অলৌকিক বিশেষজ্ঞানগম্যত্বই ভগবত্ত্ব। দূরবর্ত্তী জ্ঞানিগণ অলৌকিক বিশেষগ্রহণে অসমর্থহেতু তোমাকেই ব্রহ্ম বলেন, এবং সমীপবর্ত্তী ভক্তগণ অলৌকিক বিশেষ গ্রহণে সমর্থ, এইজন্য তোমাকেই ভগবান্ বলিয়া থাকেন—এই অর্থ। তোমার কৃপার পরমাণুত্ব এবং পরমমহত্ত্বই দূরত্ব এবং সমীপত্বের হেতু বলিয়া বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ ভক্তগণে তোমার কৃপার আধিক্যহেতু তাঁহারা তোমার সমীপে থাকিয়া তোমার অপ্রাকৃত রূপ রস সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করেন, অপরপক্ষে জ্ঞানিগণে তোমার কৃপার অল্প প্রকাশহেতু তাহারা দূরে অবস্থান

করতঃ তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করেন।)॥ ৩৫ ॥

মধ্ব — উপরতসমস্তমায়াময়ে। প্রাকৃতস্বভাববর্জিতে। কেবলং স্বাত্মমায়াং নিজসামর্থ্যম্। স্বরূপদ্বয়াভাবাদিত্যাদি-সমাধানম্। স্বতন্ত্রঃ পরতন্ত্রো বাজ্ঞোহজ্ঞোদুঃখী সুখী নু কিম্। ইত্যাদি সংশয়ঃ কুস্যাজ্ঞানিনাং পুরুষোত্তমে।

তস্যানন্তগুণত্বাৎ পূর্ণশক্তিত্বাচ্চ হরেঃ।
স্বাতন্ত্র্যাদিকমেবাস্য বিদো জানন্তি নিশ্চয়াৎ॥
ঘটকত্বাদ্দুর্ঘটস্য দুর্জ্জেয়ত্বাচ্চ সর্ব্বশঃ।
তচ্ছক্তেরবিদো জীবং পরতন্ত্রং বদন্ত্যমুম্।
এবং দুর্ঘটয়া শক্ত্যাজ্ঞোহজ্ঞানাং পরমেশ্বরঃ ॥৩৫॥

———

সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা রজ্জুখণ্ডঃ (যথার্থবুদ্ধীনাং রজ্জুরূপেণ ভাসমানঃ অপি) সর্পাদিধিয়াং (সর্পাদিবিষয়া ধীঃ যেষাং তেষাং ভয়ঙ্করাদিরূপেণ প্রতিভাতি যথার্থবুদ্ধীনাং রজ্জুজ্ঞানবতাং অভয়ং প্রযচ্ছতি ইতি তথা ত্বং সচ্চিদানন্দপূর্ণগুণ-স্বরূপেণ ভাসমানঃ অপি) সমবিষমমতীনাং (সমমতীনাং যথার্থ বুদ্ধীনাং বিষমমতীনাং ভ্রান্তবুদ্ধীনাং) মতম্ অনুসরসি (আনন্দং নিরানন্দং চ যথাক্রমং প্রযচ্ছসি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যেমন রজ্জুখণ্ডকে যথার্থবুদ্ধিশালী ব্যক্তি রজ্জু বলিয়াই জানিতে পারে বলিয়া তাহা হইতে কখনও ভয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করিয়া তাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমিও তেমনি সমবুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিকে অভয় প্রদান কর এবং বিষমবুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে ভয় প্রদান কর। বস্তুতঃ তাহারা নিজ-নিজ মতিভেদেই যথাক্রমে ভয় ও অভয় প্রাপ্ত হয়—তোমাতে সম-বিষমভাব নাই ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। তদপি সংসারপরম্পরা সিদ্ধ্যর্থং তেষামভক্তানাং মতং নৈবোচ্ছন্নীকরোষীত্যাহঃ। সমা ব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ বিষমা তৎপ্রাতিকূল্যবত্ত্বাচ্চ মতির্যেষাম্। যদ্বা স্বরূপভূতাভ্যাং ব্রহ্মত্ব-ভগবত্ত্বাভ্যাং সমেহপি একেরূপেহপি ত্বয়ি বিষমা মায়াতীতস্য ব্রহ্মণ এব মায়া-শাবল্যে সতি ভগবত্ত্বমিত্যেবং বৈষমাবতী মতির্যেষাং মতমনুসরসি প্রাপ্নোষি, মতমেবাহঃ—সর্পাদিধিয়াং রজ্জু খণ্ড ইব ব্রহ্মণ্যাত্মারামত্বমেব সত্যং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং তু মায়াপ্রত্যায়িতত্বাদমূলকং সুখদুঃখাদিকং অলীকমেবেতি নৈবাস্তি বিরোধ ইতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তাহা হইলেও সংসার-পরম্পরা সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকল অভক্তগণের মত কখন উচ্ছেদ কর না—ইহা বলিতেছেন—'সম-বিষম-মতীনাং', ব্রহ্ম-বিষয়ত্ব বলিয়া সম এবং তৎপ্রাতিকূল্যহেতু বিষম বুদ্ধি যাহাদের, অথবা—স্বরূপভূত ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্বের দ্বারা একরূপ হইলেও, তোমাতে বিষমা অর্থাৎ মায়াতীত ব্রহ্মেরই মায়া-যুক্তত্ব হইলে ভগবত্ত্ব—এইপ্রকার বিরুদ্ধ মতি যাহাদের, তাহাদের মত তুমি অনুসরণ করিয়া থাক (অর্থাৎ তোমার মায়াবশতঃ লোকের মতিভেদ ঘটিলে, তাহারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে তোমার মধ্যে সাম্য বা বৈষম্য দর্শন করে)। মত বলিতেছেন—'সর্পাদিধিয়াং রজ্জুখণ্ড ইব' (অর্থাৎ রজ্জুস্বরূপের যাথার্থ্য অবধারণরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সাদৃশ্যবশতঃ রজ্জুতে যাহাদিগের সর্পবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাদিগের নিকটে যেমন একই রজ্জু বিভিন্নাকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সম-বিষমমতিদিগের অর্থাৎ অনিশ্চিতবুদ্ধিদিগের সম্বন্ধে তুমি তাহাদের বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া নানাকারে প্রতিভাত হইয়া থাক)। রজ্জুখণ্ডে সর্পাদি বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়, ব্রহ্মস্বরূপে আত্মারামত্বই সত্য, কিন্তু ভক্তবাৎসল্যাদির মায়াপ্রত্যায়িতত্বহেতু অমূলক সুখ-দুঃখাদি মিথ্যাই—এই প্রকারে কোন বিরোধ নাই ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—

যথা রজ্জুঃসর্পধিয়া রজ্জুবুধ্যাগম্যতে।
তথা যথার্থবুদ্ধ্যা চ মিথ্যা বুদ্ধ্যাবগম্যতে।
স্বেচ্ছয়ৈব মহাবিষ্ণুঃ ফলাদশ্চানুসারতঃ ॥৩৬॥

ইতি তন্ত্র-ভাগবতে।

———

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সকলজগৎকারণকারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ (বিচারে কৃতে) সঃ এব হি (যঃ নানারূপেণ প্রতীতঃ সঃ এব ভবান্) সর্ব্ববস্তুনি (সর্ব্বপ্রপঞ্চে) বস্তুস্বরূপঃ (সদ্রূপঃ পরমার্থভূতঃ) সর্ব্বেশ্বরঃ সকল-জগৎকারণ-কারণভূত) সকল-জগতঃ যানি কারণানি মহদাদীনি তেষাম্ অপি কারণভূতঃ) সর্ব্ব-প্রত্যগাত্মত্বাৎ (সর্ব্বেষাং জীবানাং প্রত্যগাত্মত্বাৎ অন্তর্য্যামিত্বাৎ) সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিতঃ (সর্ব্বেষাং গুণানাং গুণকার্য্যত্বেন জড়ানাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাম্ আভাসৈঃ প্রকাশৈঃ উপলক্ষিতঃ অন্যথা জড়তাদাত্ম্যাধ্যাসে জীবস্যাপি জড়-প্রায়ত্বাৎ ত্বাং বিনা জীবস্যাপি নঃ প্রকাশঃ ইতি অতঃ সর্ব্ব-লয়াধিষ্ঠানতয়া "নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ) একঃ (ভবান্) এব পর্য্যবসিতঃ (ইতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বিচার করিলে দেখা যায় যে, যিনি নানারূপে প্রতীত হন, তিনিই সকল প্রপঞ্চে পরমার্থভূত সৎ-স্বরূপ, তিনিই সর্ব্বেশ্বর জগৎকারণ মহদাদিরও কারণীভূত, তিনিই সর্ব্ব জীবের প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, তিনিই সকল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-প্রভৃতির প্রকাশকরূপে উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন সকলই জড়প্রায় "নেতি নেতি" এই শ্রুতিদ্বারা পর্য্যবসিত। সেই তিনি—আপনি ভিন্ন আর কেহই নহেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞমতমপহায় তদ্ভক্ত-সম্মতং মতমেব বয়মনুসরাম ইত্যাহুঃ। স এব পূর্ব্বোক্ত-ভগবত্ত্বাদিবিশেষেণ বিশিষ্ট এব বস্তুস্বরূপঃ। বাস্তব বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মত্বাৎ ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাৎ অপ্রত্যক্ষোঽপি সর্ব্বেষাং গুণানাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাং আভাসৈঃ প্রকাশৈরূপ আধিক্যেন লক্ষিতঃ জ্ঞাতঃ, অনুমিত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবানিতি। পর্য্যবশেষিতঃ মায়া-মায়িক-বস্তুমাত্র-নিষেধেন নেতি নেত্যাদি শ্রুতিভিরিতি ভাগবতামৃত দৃষ্টাঃ। বিনা শারীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদি-সংশ্রয়ম্। বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমমিত্যাদ্যাঃ কারিকাঃ অনুসৃত্য দুরববোধ ইত্যাদীনি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এইপ্রকার, অতএব সর্ব্বজ্ঞগণের মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভক্তজনের সম্মত মতই আমরা অনুসরণ করিব, ইহা বলিতেছেন—'স এব' ইত্যাদি। সেই পূর্ব্বোক্ত ভগবত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা যিনি বিশিষ্ট, তিনিই একমাত্র 'বস্তুস্বরূপ', অর্থাৎ সৎস্বরূপ। 'সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ'—যেহেতু তিনি সকলের প্রত্যগাত্মা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। তিনি অপ্রত্যক্ষ হইলেও 'সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিতঃ'—সমস্ত গুণের বলিতে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশকরূপে উপলক্ষিত, অর্থাৎ আধিক্যরূপে অনুমিত হইয়া থাকেন। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—'গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্' (১০।২। ৩৫), অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী আপনার দ্বারা জড় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, এইরূপ চিন্তায় আপনার কেবল অনুমান হয় মাত্র, কিন্তু আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয় না। (অনুমানের প্রকার এইরূপ—যিনি বুদ্ধ্যাদি গুণের সাক্ষী এবং অধিষ্ঠাতা আছেন বলিয়া বুদ্ধ্যাদি প্রকাশিত হইতে পারিতেছে, অতএব বুদ্ধ্যাদির প্রকাশের দ্বারা ঈশ্বরের অনুমান হয়, কিন্তু তাহার দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ করা যায় না। শ্রীভগবানের কৃপাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।) 'পর্য্যবশেষিতঃ'—শ্রুতিতেও বস্তুবিচারে 'নেতি, নেতি' ইত্যাদি ক্রমে মায়া, মায়িক বস্তুমাত্র সর্ব্ব পদার্থের নিরাস দ্বারা একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন, ইহা বলা হইয়াছে। ভাগবতামৃত গ্রন্থ দৃষ্টে 'দুরববোধ' (৩৩-৩৭ অনুচ্ছেদ) ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইল। শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত লঘুভাগবতামৃতের কারিকা—'বিনা শারীরচেষ্টত্বং' (১৭২) ইত্যাদি। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা যথা—শরীরচেষ্টারহিত, ভূম্যাদি আশ্রয়হীন, সহকারিবর্জ্জিত ও অবিক্রিয় তোমার কর্ম্ম অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। গদ্যে 'গুণবিসর্গ'—শব্দে দেবাসুর-সংগ্রামাদি বুঝিতে হইবে। তাহাতে পতিত বলিতে আসক্ত। পারতন্ত্র্য, অর্থাৎ পরাধীনতা। যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার যে পরাধীনতা উহা কৃপাজনিত, সেইহেতু তুমি স্বকৃত, অর্থাৎ আত্মীয়দেবাদিকৃত সুখদুঃখাদিরূপ শুভাশুভ-ফলকে কি নিজের বলিয়া মনে কর? অথবা আত্মারামতানিবন্ধন তাহাতে একেবারেই উদাসীন থাক? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিরুদ্ধ অনন্তশক্তিবিশিষ্ট তোমাতে উভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণ-

দ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি বিশেষণ-পঞ্চক তাহাতে হেতু। তন্মধ্যে 'ভগবৎ'—শব্দদ্বারা সার্ব্বজ্ঞ্য, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি পদ হইতে সদ্‌গুণত্ব অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্য ও দুষ্টবিনাশিত্বাদি, এবং 'কেবল-' পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের অর্থাৎ অনভিব্যক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বরূপের স্পষ্টই অনুভব হইতেছে। যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বত্র (দেবতাগণে ও ভক্তগণে) ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা আছে, তথাপি ভগবৎপদ ও অপরিগণিত-গুণগণ—এই দুই পদের দ্বারা ভক্তানুকূল্যের সম্ভাবনা অর্থাৎ প্রাপ্তি আছে, ইত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

———

অথহ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টিশ্রুতি-বিষয়সুখলেশাভাসাঃ, পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিতরাং নিরতনির্ব্বৃতমনসঃ কথমূহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ হ বাব (অতএব হি হে) মধুমথন! তব সকৃল্লীঢ়য়া (সকৃৎ অপি লীঢ়য়া আস্বাদিতয়া) মহিমামৃত-রসসমুদ্রবিপ্রুষা (মহিমা এব অমৃতরস-সমুদ্রঃ তস্য বিপ্রুষা বিন্দুমাত্রেণ ভগবদ্‌ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ) স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন (নিষ্যন্দমানম্ অতিশয়েন স্রবৎ যৎ অবিরতং নিরন্তরং সুখং তেন) বিস্মারিতদৃষ্টিশ্রুতিবিষয়সুখলেশাভাসাঃ (বিস্মারিতাঃ দৃষ্টিশ্রুতিবিষয়াঃ সুখলেশাভাসাঃ যেষাং তে) পরমভাগবতাঃ একান্তিনঃ (নিষ্ঠাবন্তঃ ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্যাঃ) সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি (সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ে সুহৃদি চ) সর্ব্বাত্মনি ভগবতি (ত্বয়ি) নিতরাং (অতিশয়েন) নিরত-নির্ব্বৃত-মনসঃ (নির্ব্বৃতং সুখেন প্রতিষ্ঠিতং মনঃ যেষাং তে অর্পিতচিত্তাঃ সন্তঃ) স্বার্থকুশলাঃ হি (যস্মাৎ স্বার্থে পুরুষার্থে কুশলাঃ নিপুণাঃ) আত্ম-প্রিয়সুহৃদঃ (আত্মা ত্বমেব প্রিয়ঃ সুহৃচ্চ যেষাং তে ভক্তাঃ) পুনঃ ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং (বিনা) কথম্ উহ বা এতে সাধবঃ বিসৃজন্তি (পরিত্যক্তুম্ অর্হন্তি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। যত্র (যস্যাম্ অনুসেবায়াং সত্যাং সেবকস্য) ন পুনঃ অয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ (অস্মিন্ সংসারে পুনঃ ন ভ্রমণং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মধুসূদন, তোমার মহিমামৃত-সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও যাঁহারা একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এক অজস্র আনন্দ প্রস্রবণ উত্থিত হইয়া মায়িক-দৃষ্টি-শ্রুতিজাত বিষয়-সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত পরমভাগবত। তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ্ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ আপনাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমসুখ লাভ করেন। যাঁহারা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাঁহাদের আত্মা ও প্রিয় সুহৃদ্, সেই ভক্তগণ, যাহাতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না—আপনার সেই চরণাম্বুজ-সেবা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং বহির্ম্মুখানাক্ষিপ্য তদ্ভক্তান্ স্তুবন্তি। অথ হেতি সকৃদপ্যবলীঢ়য়া আস্বাদিতয়া জনিতেন সুখেন প্রেমানন্দেন একান্তিনঃ তৎসেবৈকতান-মানসত্বাৎ দেবর্ষ্যাদীন্ অনুপাসীনাঃ, তদপি দেবর্ষ্যাদয়স্তেষু বহুতরমেব প্রসীদন্তীত্যাহুঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রিয়সুহৃদি সর্ব্বেষামাত্মনি চেতি। ত্বৎসেবায়াং সত্যাং তে সর্ব্বেঽপি সেবিতা এব বভূবুরিতি ভাবঃ। স্বার্থকুশলা ইতি। তেন ত্বৎসেবাত্যাগিনঃ কুযোগিপ্রভৃতয়ঃ স্বার্থঘাতিন এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে বহির্ম্মুখগণের আক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ভক্তগণের স্তুতি করিতেছেন—'অথ হ' ইত্যাদি। 'সকৃৎ লীঢ়য়া'—যাঁহারা আপনার মাহাত্ম্যরূপ সুধারস-সিন্ধুর কণামাত্র একবার আস্বাদন-জনিত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন, তাঁহারা দৃষ্টি ও শ্রুতির বিষয়ীভূত (ঐহিক ও পারলৌকিক) যাবতীয় সুখ-লেশাভাস বিস্মৃত হইয়াছেন। 'একান্তিনঃ'—সেই পরমভাগবত সাধু মহাপুরুষগণ, আপনার সেবাতেই একনিষ্ঠচিত্ত বলিয়া দেবর্ষি প্রভৃতির উপাসনা না করিলেও, দেবর্ষিগণ তাঁহাদের প্রতি বহুভাবে প্রসন্নই থাকেন ইহা বলা হইয়াছে, যেহেতু সকল প্রাণিগণের প্রিয়সুহৃৎ ও সকলের আত্মস্বরূপ আপনার সেবা করা হইলে, তাঁহারা সকলেই সেবিত হইয়া থাকেন—এই ভাব।

'স্বার্থকুশলাঃ'—তাঁহারাই বাস্তব স্বার্থসাধনে সুনিপুণ, (এইজন্যই তাঁহারা একনিষ্ঠভাবে সকলের আত্মস্বরূপ আপনাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক শান্তিসুখ উপভোগ করেতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে আপনার পাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন ?) ইহার দ্বারা আপনার সেবা-পরিত্যাগী কুযোগী প্রভৃতি স্বার্থ-ঘাতীই —এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

———

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোক-মনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতি-দনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োঽয়মিতি স্বাত্মমায়য়া সুরনরমৃগ-মিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর দধর্থ এবমেনমপি ভগবন্ জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) ত্রিভুবনাত্মভবন ! (ত্রিভুবন-মাত্মা স্বরূপং ভবনঞ্চ যস্য হে ত্রিলোকাত্মন্ ! ত্রিভু-বনাশ্রয় !) হে ত্রিবিক্রম ! (ত্রিষু ভুবনেষু বিক্রম ! হে বামনরূপধারিন্ !) হে ত্রিনয়ন ! (ত্রিষু লোকেষু নয়নং দৃষ্টিঃ যস্য অথবা ত্রীন্ লোকান্ নয়তীতি তথা) ত্রিলোকমনোহরানুভাব (ত্রয়াণাং লোকানাং মনোহরঃ অনুভাবঃ যস্য) তবৈব বিভূতয়ঃ (হে) ভগবন্ ! দিতিদনুজাদয়ঃ অপি (দিতিজাঃ দৈত্যাঃ দনুজাঃ দানবাঃ অপি শব্দাৎ মনুষ্যাদয়শ্চ তবৈব বিভূতয়ঃ।) তেষাম্ অয়ম্ উপক্রমসময়ঃ, (উদ্যম-কালঃ অয়ং ভবতীতি মত্বা) ইতি (হেতোঃ) হে দণ্ডধর ! স্বাত্মমায়য়া (স্ব-স্বরূপভূতয়া মায়য়া শক্ত্যা) সুরনরমৃগমিশ্রিতজলচরাকৃতিভিঃ (সুরাকৃতিঃ বামন-নাদিঃ, নরাকৃতিঃ রামকৃষ্ণাদিঃ, মৃগাকৃতিঃ বরাহাদিঃ, মিশ্রিতাকৃতিঃ হয়গ্রীবনৃসিংহাদিঃ, জলচরাকৃতিঃ মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ তদাকৃতিভিঃ) যথাপরাধং (তেষাং) দণ্ডং দধর্থ। এবং (তথৈব) হে ভগবন্ ! যদি মন্যসে (হন্তুমিচ্ছসি তদা) এনং ত্বাষ্ট্রং (বৃত্রমপি) জহি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, হে ত্রিভুবন-জনক, হে ত্রিবিক্রম, (বামনরূপধারি), হে ত্রিনয়ন, (নৃসিংহ-রূপধারিন্), হে ত্রিলোক-মনোহরানুভাবশীল, দৈত্য-দানব এবং মনুষ্য প্রভৃতিও আপনারই বিভূতি ; হে দণ্ডধর, আপনি সর্ব্বদাই দৈত্যগণের অভ্যুত্থানকাল অবগত হইয়া স্বকীয় মায়া-শক্তিবলে কখনও—সুরাকৃতি বামনাদি অবতার, কখনও নরাকৃতি রাম-কৃষ্ণাদি-অবতার, কখনও মৃগাকৃতি বরাহাদি-অব-তার, কখনও মিশ্রাকৃতি হয়গ্রীব-নৃসিংহাদি-অবতার এবং কখনও জলচরাকৃতি মৎস্যকূর্ম্মাদি-অবতার বিগ্রহধারণ পূর্ব্বক অসুরগণের অপরাধানুযায়ী দণ্ড-বিধান করিয়াছ। হে ভগবন্, অদ্য এই বৃত্রাসুরকেও যদি বধযোগ্য মনে কর, তাহা হইলে সেইরূপভাবে বিনাশ কর ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদ্ভক্তেষু মধ্যে সকামত্বাদ্বয়মেবাতি-নিকৃষ্টা ইতি দ্যোতয়ন্তঃ প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়ন্তি। ত্রিভু-বনমাত্মভবনং যস্য ত্বদ্ভক্তা দেবমনুষ্যাদয়ো যত্র স্থিত্বা ত্বাং সেবন্তে তদিদমসুরাক্রান্তমভূদিতি ভাবঃ। ত্রিভি-র্বিক্রমৈস্ত্রীন্ লোকান্ নয়সীতি যদেব ত্রিভুবনং বাম-নাবতারে ত্রিভিরেব পাদৈঃ প্রতিগৃহ্য বলেঃ সকাশা-দানীয়াস্মভ্যং দাস্যসীতি ভাবঃ। ত্রিলোকেতি সং-প্রত্যপি ত্রিলোকস্থা জনাস্তবানুভাবং পশ্যন্ত দৈত্যং সংহরেতি ভাবঃ। ননু পরহিংসাং সমুদ্দিশ্য মাং যজধ্বে তত্রাহঃ। তবৈব বিভূতয়ো যদ্যপি তদপি তেষাং উপক্রম-সময়ো নায়মিতি জ্ঞাত্বা নিবেদয়াম ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ হে দণ্ডধর পূর্ব্বং দণ্ডং দধর্থ এবমধুনাপি উপ সমীপকাল এব ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার ভক্তগণের মধ্যে সকাম বলিয়া আমরাই অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ইহা দ্যোতনা করতঃ প্রকৃত বিষয় জানাইতেছেন—'ত্রিভুবনাত্মভবন' ইত্যাদি, ত্রিভুবন নিজ ভবন যাঁহার (অর্থাৎ ত্রিভুবন আপনার স্বরূপ ও আবাসস্থান, অথবা আপনি ত্রিভু-বনের আত্মা ও আধার), সেই তুমি। তোমার ভক্ত দেব, মনুষ্য প্রভৃতি যেখানে থাকিয়া তোমার সেবা করে, তাহা এখন অসুরগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে —এই ভাব। 'ত্রিবিক্রম, ত্রিনয়ন'—তিনটি বিক্রমের দ্বারা তিন লোক তুমি পালন করিয়া থাক, যে ত্রিভু-বন বামন অবতারে তিনটি পাদ-বিক্রমের দ্বারাই পরিগ্রহ করতঃ মহারাজ বলির নিকট হইতে আন-য়নপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করিবে—এই ভাব। 'ত্রিলোক-মনোহরানুভাব'—ত্রিলোকের মনোহর স্বভাব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ এক্ষণেও ত্রিলোকস্থ জনগণ তোমার অনুভাব (প্রভাব) দর্শন করুক, দৈত্যদিগকে সংহার

কর—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, পরহিংসা উদ্দেশ্য করিয়া আমার যজনা (সেবা) করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিভূতয়ঃ', এই দৈত্য দানব প্রভৃতি উৎপীড়কগণ যদিও আপনারই বিভূতিস্বরূপ, তথাপি এখন তাহাদের 'উপক্রম-সময়ঃ'—অভ্যুত্থান কাল নহে, ইহা জানিয়া নিবেদন করিতেছি, এই ভাব। অতএব হে দণ্ডধর ! পূর্ব্বে যেমন দণ্ড ধারণ করিয়াছিলে, এখনও তদ্রূপ দণ্ড ধারণ কর, (অর্থাৎ সম্প্রতি যদি বৃত্রাসুরকে বধযোগ্য মনে কর, তবে তাহার সংহার কর) ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—

ত্রিনয়নো নৃসিংহরূপী

বিষ্ণোনৃসিংহনামানি ত্রিনেত্রোগ্রাদিকানি তু।

ইতি শব্দনির্ণয়ে।

বিবিধং ভাবপাত্রত্বাৎ সর্ব্বে বিষ্ণোর্বিভূতয়ঃ ॥

ইতি চ ॥ ৩৯ ॥

———

অস্মাকং তাবকানাং ততত্ত নতানাং হরে তব চরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধহৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরেণাত্মসাৎকৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিতবিশদরুচিরশিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিত-মধুরমুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ ! (হে) ততত্ত ! (পিতামহ !) হে হরে ! তাবকানাং (ত্বদীয়ানাং তব পাদয়োঃ) নতানাং তবচরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধহৃদয়নিগড়ানাং (তব চরণনলিনযুগলধ্যানেন এব অনুবদ্ধঃ হৃদয়ে নিগড়ঃ শৃঙ্খলা যেষাং তেষাং) স্বলিঙ্গবিবরেণ (নিজমূর্ত্তিপ্রকটনেন) আত্মসাৎ-কৃতানাং (স্বকীয়ানাং স্বকীয়ত্বেন অঙ্গীকৃতানাং) অস্মাকম্ অনুকম্পানুরঞ্জিত-বিশদ-রুচির-শিশির-স্মিতাবলোকেন (অনুকম্পয়া অনুরঞ্জিতং সানুরাগঞ্চ তং বিশদং রুচিরঞ্চ শিশরঞ্চ স্মিতং তৎসহিতেন অবলোকনেন) বিগলিতমধুরমুখরসামৃতকলয়া (অনুকম্পয়া এব বিগলিতঃ মধুরঃ মুখরসঃ প্রিয়বাক্ স এব অমৃতকলা তয়া চ) অন্তস্তাপম্ (অন্তঃস্থিতং তাপং বৃত্রভয়ং) শময়িতুম্ অর্হসি (ত্বমেব দূরীকুরু) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে রক্ষক, হে পিতামহ, হে অনঘ, (হরে), আমরা আপনার চরণযুগলে প্রণত, আপনার চরণারবিন্দযুগল ধ্যানে আমাদের চিত্ত শৃঙ্খলিত আপনি নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক অনুকম্পানুরঞ্জিত বিশদ শীতল মৃদুহাসিযুক্ত অবলোকন এবং অনুকম্পাজাত মধুরপ্রিয় বচনসুধা-দ্বারা আমাদের "বৃত্র"-ভয়-জনিত মনস্তাপ প্রশমিত করুন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্তুত্বা কৃপাবলোকমধুরমাশ্বাসবাগমৃতং প্রার্থয়ন্তে অস্মাকমিতি। হে ততত্ত হে পিতামহ তব চরণনলিনযুগলমেব ধ্যানানুবদ্ধহৃদয়স্য নিগড়ঃ শৃঙ্খলা যেষাং ত্বচ্চরণারবিন্দাম্মনো-মধুপং আক্রষ্টুং ন শক্লুম ইত্যর্থঃ। স্বলিঙ্গবিবরেণ নিজমূর্ত্তিপ্রকটনেন বিগলিতঃ মুখচন্দ্রান্নিঃসৃতঃ মধুরো মুখরসঃ প্রিয়বাক্ স এবামৃতকলা তয়া চ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্তুতি করিয়া দেবগণ শ্রীভগবানের কৃপাবলোকনযুক্ত মধুর আশ্বাস-বাক্যরূপ অমৃত প্রার্থনা করিতেছেন—'অস্মাকম্' ইত্যাদি। হে তত-তত ! (পিতার যিনি পিতা অর্থাৎ আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তাঁহারও যিনি পিতা) হে পিতামহ ! তোমার চরণকমলযুগলই ধ্যানে অনুবদ্ধ-হৃদয়ের 'নিগড়' বলিতে শৃঙ্খলা যাহাদের, অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম হইতে আমাদের মনোরূপ ভ্রমরকে আকর্ষণ করিতে আমরা সমর্থ নহি—এই অর্থ। 'স্বলিঙ্গবিবরেণ'—নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, 'বিগলিত-মধুর-মুখরসামৃতকলয়া'—বিগলিত অর্থাৎ তোমার মুখচন্দ্র হইতে নিঃসৃত যে মধুর মুখরস বলিতে প্রিয়বাক্য, তাহাই অমৃতকলা, তাহার দ্বারা (অর্থাৎ বিগলিত সুমধুর প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতকলা-দ্বারা আমাদিগকে নিজজনরূপে অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমাদের চিত্তের সন্তাপ প্রশমিত কর।) ॥ ৪০ ॥

———

অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়-নিমিত্তায়মানদিব্যমায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্মপ্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানোপলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়া-

নিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (হে) ভগবন্! অস্মাভিঃ অখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়নিমিত্তায়মানদিব্যমায়াবিনোদস্য (অখিলজগতাম্ উৎপত্ত্যাদিষু নিমিত্তায়মানয়া যা দিব্যা অন্তরঙ্গ-শক্ত্যাত্মিকা মায়া তয়া বিনোদঃ যস্য তস্য) সকলজীব-নিকায়ানাং (জীবসমূহানাম্) অন্তর্হৃদয়েষু ব্রহ্মপ্রত্যগাত্মস্বরূপেণ (ব্রহ্মস্বরূপেণ উদাসীনতয়া প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী তদ্রূপেণ চ তথা) বহিঃ অপি চ প্রধানরূপেণ (অবস্থিতস্য তব) যথা-দেশকালদেহাবস্থানবিশেষং (দেশকালদেহাবস্থানবিশেষান্ অনুল্লঙ্ঘ্য) তদুপাদানোপলম্ভকতয়া (তেষাম্ উপলম্ভকতয়া চ) অনুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণঃ (সর্ব্বেষাং প্রত্যয়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং সাক্ষিণঃ) আকাশ-শরীরস্য (আকাশবৎ নির্ব্বিকারং শরীরং স্বরূপং যস্য তস্য) সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ (তব) ইহ (ইদানীং) কিয়ান্ বা হিরণ্যরেতসঃ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিঃ ইব (যথা) হিরণ্যরেতসঃ (অগ্নেঃ তদংশভূতৈঃ বিস্ফুলিঙ্গাদিভিঃ প্রকাশঃ ন ক্রিয়তে তথা অস্মাভিঃ অপি সর্ব্বজ্ঞস্য তবাগ্রে কার্য্যার্থঃ প্রকাশয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ অর্থ বিশেষঃ বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাৎ)। (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত অন্তরঙ্গা-শক্তি যোগমায়া-দ্বারা সর্ব্বদা বিলাস করিতেছেন। সকল জীবসমূহের হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে এবং বাহিরে প্রকৃতিরূপে আপনিই বিরাজ করিতেছেন, দেশকাল ও বাল্যপৌগণ্ডাদি দেহাবস্থার অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়া এই সকলের ঐ সমস্ত উপাদান জ্ঞাতারূপেও আপনিই প্রতীয়মান্ হইতেছেন, আপনি বুদ্ধ্যাদি সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী, আপনি আকাশের ন্যায় অথাৎ গুণাদির দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হন না, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা, অংশগত স্ফুলিঙ্গসমূহ যেরূপ অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ স্ফুলিঙ্গসদৃশ চিৎ-কণ আমরাও সর্ব্বজ্ঞ আপনার নিকট কার্য্যার্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ আপনি সমস্ত জ্ঞাত আছেন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তব ত্বয়ি কিয়ানর্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয় ইত্যন্বয়ঃ। প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী তদ্রূপেণ বহিরপি বিষয়েষু প্রধানং মায়া ইন্দ্রিয়াদিকং তদ্রূপেণ দেশশ্চ কালশ্চ দেহস্যাবস্থানবিশেষা বাল্যাদয়শ্চ তাননতিক্রম্য অনুভবতঃ। তেষাং দেবাদিজীবনিকায়ানাং উপাদানতয়া করণত্বেন উপলম্ভকতয়া প্রকাশত্বেন চ হৃদ্গতং বিজ্ঞাপনীয়ং জানত ইত্যর্থঃ। আকাশ-বদ্গুণৈরলিপ্তং শরীরং যস্য হিরণ্যরেতসো বহ্নে বিস্ফুলিঙ্গাদিভিস্তৎকণভূতৈরিবাস্মাভিঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তব'—আপনাকে কি বিষয় জানাইবার আছে ?—এই অন্বয়। যেহেতু আপনি 'প্রত্যগাত্মা'—অন্তর্য্যামী, তদ্রূপে, অর্থাৎ জীব-সকলের হৃদয়ে ব্রহ্ম ও অন্তর্য্যামিরূপে এবং বহির্ভাগেও 'প্রধানরূপেণ'—প্রধান বলিতে মায়া, ইন্দ্রিয়াদি, তদ্রূপে, অর্থাৎ বহির্ভাগে প্রকৃতিরূপে এবং দেশ, কাল ও দেহের অবস্থাবিশেষ যে বাল্যাদি তাহা অতিক্রম না করিয়া, অর্থাৎ সেই সেই অবস্থাবিশেষের অনুকূলভাবে তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ হইয়া সকলকে অনুভব করিতেছেন। সেই সকল দেবাদি জীবসমূহের উপাদান কারণরূপে এবং উপলম্ভক অর্থাৎ প্রকাশকস্বরূপে তাহাদের হৃদ্গত সকল ভাবই আপনার বিদিত—এই অর্থ। 'আকাশ-শরীরস্য'—আকাশের ন্যায় গুণের দ্বারা অলিপ্ত শরীর যাঁহার, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বলিয়া (আপনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা)। 'হিরণ্যরেতসঃ'—হিরণ্যরেতাঃ বহ্নি, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি যেরূপ অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমরা আপনার নিকট কোন্ কাম্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারি ? (অর্থাৎ আপনি সমস্তই অবগত আছেন।) ॥ ৪১ ॥

অতএব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণশতপলাশচ্ছায়াং বিবিধবৃজিনসংসার-পরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং বয়ং যৎকামেনোপসাদিতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অতএব (সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ) বয়ং যৎকামেন (যস্য কার্য্যস্য কামেন) উপসৃতানাং (শরণাগতানাং

ত্বদ্‌ভক্তানাং) বিবিধবৃজিসংসারপরিশ্রমোপশমনীং (বিবিধৈঃ বৃজিনৈঃ দুঃখৈঃ যঃ সংসারপরিশ্রমঃ তস্য উপশমকরীং) ভগবতঃ পরমগুরোঃ তব চরণশত-পলাশচ্ছায়াং (চরণম্ এব শতপলাশং কমলং তস্য ছায়াম) উপসাদিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) তৎ অস্মাকং (কার্য্যং ত্বং) স্বয়ং (বিজ্ঞপ্তিমন্তরেণৈব) উপকল্পয় (সম্পাদয়) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আমরা যে কার্য্যসিদ্ধি কামনায় ভগবান পরমগুরুরূপী আপনার চরণকমলচ্ছায়ায় উপনীত হইয়াছি আমাদিগের সেই কার্য্য আপনি স্বয়ংই সম্পাদন করুন। আপনার এই চরণকমলচ্ছায়ায় শরণাগত ভক্তগণের বিবিধ পাপ-জনিত সংসার পরিশ্রমের উপশম করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব বয়ং যৎ-কামেন যস্য কামনয়া চরণপদ্মচ্ছায়াং উপসাদিতাঃ স্বয়ং ত্বয়ৈব প্রাপিতাঃ। তৎকার্য্যং স্বয়মেব উপকল্পয় সম্পাদয়। ছায়াং কীদৃশীং উপসৃতানাং ভক্তানাং পরিশ্রমোগশমনীম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমরা 'যৎকামেন'—যে কামনায় আপনার চরণকমলের ছায়ায় 'উপসাদিতাঃ'—উপনীত হইয়াছি, অর্থাৎ আপনি নিজেই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া-ছেন। সেই কার্য্য আপনি স্বয়ংই সম্পাদন করুন। ছায়া কিপ্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'উপসৃতানাং পরিশ্রমোপশমনীম্', শরণাগত ভক্তজনের পরিশ্রমের উপশম-কারিণী (অর্থাৎ আপনার চরণছায়া শরণা-গত জনের বিবিধ পাপজনিত সংসার শ্রান্তি দূর করে।) ॥ ৪২ ॥

———

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (হে) কৃষ্ণ ! যেন নঃ (অস্মা-কং) তেজাংসি অস্ত্রায়ুধানি (অস্ত্রাণি আয়ুধানি) চ গ্রস্তানি (তং) ঈশ ! ভুবনত্রয়ং গ্রসন্তং ত্বাষ্ট্রং জহি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ঈশ ! আপনি ত্রিভুবন-গ্রাসকর্ত্তা ত্বষ্টৃনন্দন বৃত্রাসুরকে সংহার করুন। হে কৃষ্ণ ! এই অসুর আমাদিগের তেজোরাশি অস্ত্র এবং আয়ুধ সকলকেও গ্রাস করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বত্রৈব স্তুতিষু শুদ্ধভক্তেরুৎকর্ষকথ-নাৎ কদাচিদ্ভক্তিমেব দদাতি ভগবাংস্তথা সতি প্রেমাশ্রু-কম্পাদিমন্তোবয়ং স্বর্গীয়সুখেষু বৈমুখ্যোদয়াৎ পৃথি-ব্যামেব পর্য্যটিষ্যামোঽস্মদ্বৈরিণ এবামরাবতীমধ্যাস্য বিরাজিষ্যন্তঃ ইত্যাশঙ্কয়া গাম্ভীর্য্যাভাবেন চ স্পষ্টমেব কামমাহরথো ইতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বত্র স্তুতিবাক্যে শুদ্ধভক্তির উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায়, কখন শ্রীভগবান্ ভক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ হইলে প্রেমাশ্রু-কম্পাদিযুক্ত আমরা স্বর্গীয় সুখে বৈমুখ্যের উদয়ে পৃথিবীতেই পর্য্যটন করিব, আর আমাদের শত্রুগণ অমরাবতী অধিকারপূর্ব্বক বিরাজ করিবে—এইরূপ আশঙ্কায় গাম্ভীর্য্যের অভাববশতঃ দেবগণ স্পষ্ট-ভাবেই তাহাদের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন—'অথ' ইত্যাদি (অর্থাৎ হে ঈশ ! যে বৃত্রাসুর আমাদের তেজ, অস্ত্র ও আয়ুধসমূহ গ্রাস করিয়া সম্প্রতি ত্রিভু-বন গ্রাস করিতেছে, হে কৃষ্ণ ! আপনি তাহার সংহার করুন।) ॥ ৪৩ ॥

———

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়
কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তা-
বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—হংসায় (শুদ্ধায়) দহ্রনিলয়ায় (দহ্রং দহরং হৃদয়াকাশং তৎ নিলয়ঃ যস্য তস্মৈ হৃদয়া-কাশনিকেতায়) নিরীক্ষকায় (বুদ্ধ্যাদি সাক্ষিণে) কৃষ্ণায় (সদানন্দরূপায়) মৃষ্টযশসে (মৃষ্টম্ উজ্জ্বলং যশঃ যস্য তস্মৈ) নিরুপক্রমায় (আদিশূন্যায়) সৎসংগ্রহায় (সদ্ভিঃ সংগৃহ্যতে যঃ তস্মৈ) ভবপান্থ-নিজাশ্রমাপ্তৌ (ভবপান্থঃ পথি বর্ত্তমানঃ তস্য জনস্য নিজশ্রমাপ্তৌ স্বশরণপ্রাপ্তৌ সত্যাম্) অন্তে (সংসারস্য অন্তে) পরীষ্টগতয়ে (পরীষ্টা সর্ব্বতঃ পূজিতা উত্তমা গতিঃ ফলরূপা যঃ তস্মৈ) হরয়ে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আপনি অতি বিশুদ্ধ, হৃদয়াকাশবাসী, চিত্তবৃত্ত্যাদির সাক্ষী, সদানন্দ কৃষ্ণস্বরূপ, উজ্জ্বল যশস্বী, অনাদি, সৎসংগ্রাহ্য, অথবা সতের অনুগ্রাহক। যে সংসার-পান্থগণ আপনার শরণাগত হয় সংসারান্তে আপনি তাহাদের উত্তম ফলরূপে লভ্য হইয়া থাকেন, অতএব হে হরে! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তব চরণয়োঃ পতামঃ শীঘ্রং জহীতি বৈকল্যেন শ্রীকৃষ্ণরূপিণং তং সর্ব্বমেব স্বাভিলষিতমভিব্যঞ্জয়ন্তঃ প্রণমন্তি। হংসায় সারাসারৌ বিমৃশ্য সারগ্রাহিণে। দহ্রনিলয়ায় অস্মদ্ধৃদয়সরোনিকেতায় অত্রাস্মদ্ধৃদয়েষু প্রস্তুতং কামমপি নিরীক্ষমাণায়। ততশ্চ মৃষ্টযশসে অস্মন্মহাবিপৎত্রায়কত্ব-লক্ষণং যশস্তে লোকা গায়ন্তিতি ভাবঃ। নিরুপক্রমায় অস্মন্নিবেদিতকৃত্যেষূপক্রমং বিনৈব তৎ সম্পাদনসমর্থায়। কিন্তু সতাং ভক্তানামেব প্রয়াসেনাপি সংগ্রহো ন চান্যবস্তূনাং যস্য তস্মৈ, নমোঽকিঞ্চনবিত্তায়েতি বচনাৎ। কিঞ্চ ভববর্ত্মনি যে পান্থা স্তেষামস্মদাদি-দুর্জীবানাং শুদ্ধভক্তিরহিতানামপি নিজস্যাশ্রমস্য প্রাপ্তৌ অবিদ্যাং তীর্ত্ত্বা স্বানন্দাধিগমে সতীত্যর্থঃ। সংসারস্য অন্তে পরি সর্ব্বতোভাবেনেষ্টা বাঞ্ছিতা গতিঃ সাযুজ্যং সালোক্যং দাস্যাদি প্রেমা বা যতস্তস্মৈ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার চরণযুগলে পতিত হইতেছি, শীঘ্র বৃত্রাসুরকে বধ কর—এইরূপ বৈকল্যবশতঃ দেবগণ শ্রীকৃষ্ণরূপী সেই ভগবান্‌কে সমস্ত নিজ অভিলষিত প্রকাশপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন—'হংসায়' ইত্যাদি, সার ও অসার বিবেচনা করতঃ সারগ্রাহী অতি বিশুদ্ধ আপনাকে নমস্কার। 'দহ্রনিলয়ায়'—আমাদের হৃদয়রূপ সরোবরে নিবাসকারী, এখানে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত অভিলাষও যিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, (সেই আপনাকে নমস্কার)। 'মৃষ্টযশসে'—বিশুদ্ধ যশ যাঁহার, আমাদের মহাবিপদ হইতে ত্রাণরূপ তোমার যশ লোকে গান করুক, এই ভাব। 'নিরুপক্রমায়'—আমাদের নিবেদিত কার্য্যে উপক্রম (উদ্যম) বিনাই তাহা সম্পাদনে সমর্থ (আপনাকে নমস্কার)। কিন্তু 'সৎসংগ্রহায়'—সৎ বলিতে ভক্তগণেরই (প্রদত্ত বস্তু) কষ্টসাধ্য হইলেও যিনি সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু অপর বস্তু নহে, যেমন কুন্তীদেবীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—'নমোঽকিঞ্চনবিত্তায়', (১।৮।২৭), অর্থাৎ অকিঞ্চন ভক্তগণই যাঁহার বিত্ত বলিতে সর্ব্বস্ব, সেই তোমাকে প্রণাম করি। আরও, 'ভবপান্থ-নিজাশ্রমাপ্তৌ'—সংসারপথের পথিক যাহারা, সেই আমাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তিরহিত দুষ্ট জীবগণেরও নিজের নিবাসস্থানের প্রাপ্তি-বিষয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যা উত্তীর্ণ হইয়া স্বানন্দ লাভ হইলে, এই অর্থ। 'অন্তে'—সংসারের পরে (সংসারদশার অবসানে) 'পরীষ্টগতয়ে'—পরি সর্ব্বতোভাবে ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছিত গতি বলিতে সাযুজ্য, সালোক্য, দাস্যাদি অথবা প্রেম যাঁহা হইতে, সেই শ্রীহরি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—নিরূপক্রমোহরির্নিত্যমপ্রযত্নো হ্যুপক্রমেৎ। ইতি চ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ।
সমুপস্থানমাকর্ণ্য প্রাহ তানভিনন্দিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্! এবং সাদরং (যথা ভবতি তথা) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ) অভিনন্দিতঃ (প্রসাদিতঃ) হরিঃ সমুপস্থানং (স্বকীয়ম্ উপস্থানং স্তোত্রম্ আকর্ণ্য) অথ (অনন্তরং) তান্ প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক কহিলেন, হে রাজন্! দেবগণ এই ভাবে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রীহরির স্তুতি করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠ মদুপস্থানবিদ্যয়া।
আত্মৈশ্বর্য্যস্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) সুরশ্রেষ্ঠ! মদুপস্থানবিদ্যয়া (মদীয়ং যদুপস্থানং স্তোত্রং তৎসহিতয়া বিদ্যয়া জ্ঞানেন) বঃ (যুষ্মাকম্) অহং

প্রীতঃ (অস্মি) যয়া (বিদ্যয়া) পুংসাং আত্মৈশ্বর্য্য-স্মৃতিঃ (আত্মনঃ মম ঐশ্বর্য্যস্য অসংসারিত্বাদেঃ পূর্ব্বোক্তস্য স্মৃতিঃ) ময়ি ভক্তিঃ চ (ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে দেবরাজ ! তোমরা যেরূপ জ্ঞানের দ্বারা আমার স্তুতি করিয়াছ আমি তাহাতে তোমাদের প্রতি প্রীত হইলাম। এই জ্ঞান হইতেই আমার সংসার ভাব শূন্যত্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিষয়ে পুরুষের স্মৃতি এবং তাহা হইতে আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—মমোপস্থানং স্তোত্রমেব বিদ্যা তয়া। আত্মৈশ্বর্য্যেতি যে মামনয়া স্তুবন্তি তেষাং মদৈশ্বর্য্য-স্মৃতির্ভবেৎ। আত্মৈনবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসীত্যতর্কৈশ্বর্য্যোক্তেঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদুপস্থান-বিদ্যয়া'—আমার উপস্থান বলিতে স্তোত্রই বিদ্যা (জ্ঞান), তাহার দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। 'আত্মৈশ্বর্য্যস্মৃতিঃ'—যাহারা এই স্তোত্রের দ্বারা আমাকে স্তব করিবে, তাহাদের আমার ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি হইবে। যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'আত্মৈনব' ইত্যাদি (৬।৯।৩৩), অর্থাৎ তুমি আশ্রয়শূন্য ও শরীররহিত এবং স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও আমাদিগের (দেবতাদিগের) সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, অবিক্রিয়-স্বরূপদ্বারাই সগুণ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক—ইহাই তোমার অতর্ক্য ঐশ্বর্য্য ॥ ৪৬ ॥

———

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ।
ময্যেকান্তমতির্নান্যন্মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিবুধর্ষভাঃ ! ময়ি প্রীতে (সতি) কিং দুরাপং (কিং দুর্ল্লভং) তথাপি ময়ি একান্তমতিঃ (একান্তা একরসা ভক্তিরূপা মতিঃ যস্য সঃ) তত্ত্ববিৎ মত্তঃ অন্যৎ (কিমপি) ন বাঞ্ছতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ ! যদ্যপি আমি প্রীত হইলে কোন বস্তুই দুর্ল্লভ থাকে না, তথাপি আমার অনন্যভক্ত তত্ত্বজ্ঞানীজন আমাকে ভিন্ন আর কিছুই বাঞ্ছা করে না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অহো দৌর্ভাগ্যং মূর্খতা চ যুষ্মাকং অনয়া বিদ্যয়া মাং স্তুত্বাপি ভক্তিং ন প্রার্থয়ধ্বে ইত্যাহ কিমিতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! তোমাদের কি দুর্ভাগ্য ও মূর্খতা, এই বিদ্যার দ্বারা আমাকে স্তুতি করিয়াও ভক্তি প্রার্থনা করিতেছ না, ইহা বলিতেছেন—'কিং দুরাপং' ইত্যাদি (অর্থাৎ হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমি সন্তুষ্ট হইলে কাহারও পক্ষে যদিও কোন বস্তুই দুর্ল্লভ হয় না, তথাপি যিনি একনিষ্ঠভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করেন, সেরূপ কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিকট আমা-ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না।) ॥ ৪৭ ॥

———

ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্।
তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্‌যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—গুণবস্তুদৃক্ (গুণেষু বিষয়েষু তত্ত্বদর্শী অনাত্মজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) কৃপণঃ (পুরুষঃ) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ ন বেদ (ন জানাতি) তস্য (অজ্ঞস্য) তান্ (বিষয়ান্) ইচ্ছতঃ যদি কশ্চিৎ (তান্ বিষয়ান্) যচ্ছেৎ (দদ্যাৎ তদা) সঃ অপি (দাতাপি) তথাবিধঃ (জ্ঞেয়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—গুণজাত বিষয়কেই যাহারা তত্ত্ব বলিয়া জানে তাহারা কৃপণ, তাহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কি তাহা জানে না এবং তাদৃশ বিষয়েচ্ছুগণের অভিপ্রেত বিষয় যদি কেহ দান করেন তাহা হইলে সেই দাতাও তাদৃশ অজ্ঞ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি যূয়ং মূর্খা বিষয়ানভিলষন্তঃ স্বভদ্রাভদ্রং ন জানীথ তদপ্যহন্ত বিজ্ঞস্তান্ কথং যুষ্মভ্যং দদামি। নহি মাতা সুতেভ্যঃ স্বহস্তেন বিষং দদাতীত্যাহ নেতি। গুণান্ বিষয়ানেব বস্তু পুরুষার্থং পশ্যতীতি স আত্মনঃ শ্রেয়ো ন বেদ। তস্য তস্মৈ তানেব যো বিজ্ঞোঽপি যচ্ছেৎ সোঽপি অজ্ঞ এব ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও তোমরা মূর্খ, বিষয়াভিলাষী হইয়া নিজের শুভাশুভ কিছুই জান না, তথাপি আমি ত বিজ্ঞ, তাহা তোমাদিগকে কি প্রকারে দিতে পারি ? মাতা কখন নিজ সন্তানদিগকে স্বহস্তে বিষ প্রদান করিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—'ন

বেদ' ইত্যাদি। 'গুণ-বস্তুদৃক্'—গুণ বলিতে বিষয়-কেই যে ব্যক্তি যথার্থ পুরুষার্থ বোধ করে, সে কখনও নিজের মঙ্গল জানিতে (বা লাভ করিতে) পারে না। আর তাহাকে সেই বিষয়সমূহই যে নিজে বিজ্ঞ হইয়াও দান করে, সে ব্যক্তিও তাহার তুল্য অজ্ঞই ॥ ৪৮ ॥

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপিভিষক্তমঃ ॥৪৯

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং (পরমানন্দ-প্রাপ্তিসাধনং ভগবদ্ভজনং) বিদ্বান্ (জানাতি সঃ) অজ্ঞায় (জনায়) কর্ম্ম (প্রবৃত্তিমার্গং দুঃখকারণ-বিষয়প্রাপ্তিসাধনং) নহি বক্তি। (তদুপদেশমপি নৈব করোতি তৎসম্পাদনং তু দূরতঃ) ভিষক্তমঃ (যথাহি সদ্বৈদ্যঃ) অপথ্যং বাঞ্ছতঃ অপি রোগিণঃ (তৎ) ন রাতি (দদাতি তদ্বৎ অজ্ঞায় ভগবদ্ভক্তঃ প্রবৃত্তিমার্গং ন উপদিশতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বয়ং পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধন ভগবদ্ভজন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি কখনও অজ্ঞজনকে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ প্রদান করেন না। (তাহা সম্পাদন করিয়া দেওয়া ত দূরের কথা)। রোগী অপথ্য ইচ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহাকে অপথ্য দান করিতে পারেন না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্ম ন বক্তি প্রবৃত্তিমার্গং নোপদিশতি অপথ্যং যথা ন রাতি ন দদাতি ভিষক্তমঃ সদ্বৈদ্যঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্ম ন বক্তি'—প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ করেন না, 'অপথ্যং যথা ন রাতি'—যেমন রোগী অপথ্য সেবনে ইচ্ছুক হইলেও সুচিকিৎসক তাহা কখনও দান করেন না ॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—

যদি সোঽপি তথাবিধঃ। অত্যুত্তমো ন ভবতি চেৎ।
যুষ্মৎকমো মৎপ্রিয় এব। অন্যথা ন দদ্যামিতি ভাবঃ।
বিষ্ণোঃ প্রিয়ং কাময়ন্তি দবানৈবাপ্রিয়ং কৃচিৎ।
যদ্যপ্রিয়ং কাময়ন্তি নরাতীশোঽহিতো হি সঃ ॥
ইতি তন্ত্র-ভাগবতে ॥ ৪৯ ॥

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মঘবন্ ! ঋষিসত্তমম্ (ঋষি-শ্রেষ্ঠং) দধ্যঞ্চং যাত (গচ্ছত)। এবং বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবতু) বিদ্যা ব্রততপঃসারং (বিদ্যয়া ব্রতৈঃ তপসা চ সারং দৃঢ়ং) গাত্রং (তস্য শরীরং) মা চিরং যাচত (শীঘ্রং যাচধ্বম্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে মঘবন্ (ইন্দ্র !) তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধ্যঞ্চের নিকট গমন কর। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যা দ্বারা তাঁহার শরীর অতি সুদৃঢ় হইয়াছে। সত্বর তাঁহার ঐ দেহ প্রার্থনা কর। এবিষয়ে বিলম্ব করিও না ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি যদি দেহারামাত্বাদ্বিষয়ান্ বিনা ম্রিয়ধ্বে তর্হি তত্রোপায়ং শৃণুতেত্যাহ মঘবন্নিতি। বিদ্যয়া ব্রতৈস্তপসা চ সারং দৃঢ়ং গাত্রং শরীরং যাচত যাচধ্বম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও, যদি দেহ-ভোগের নিমিত্ত বিষয় ব্যতীত মারাই যাও, তবে তদ্বিষয়ে উপায় শ্রবণ কর. ইহা বলিতেছেন—'হে মঘবন্' ইত্যাদি। 'বিদ্যা-ব্রত-তপঃসারং'—বিদ্যা, ব্রত ও তপোবলে দৃঢ় (দধীচি মুনির) সেই দেহটি প্রার্থনা কর ॥ ৫০ ॥

স বা অধিগতো দধ্যঙ্ঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
যদ্বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—স বা অধিগতঃ (প্রথমং স্বয়মেব প্রাপ্তা সন্ পশ্চাৎ) দধ্যঙ্ অশ্বিভ্যাং নিষ্কলং ব্রহ্ম (বিশুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানম্) (উপদিদেশ।) যদ্বা (যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া) অশ্বশিরঃ নাম (লব্ধা) তয়ো (অশ্বিনী-কুমারয়োঃ) অমরতাং ব্যধাৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—সেই দধ্যঞ্চ (দধীচি) ঋষি স্বয়ং বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি ঐ ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করিয়াছিলেন। দধ্যঞ্চ (দধীচি) অশ্বশির ধারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানোপ-দেশ প্রদান করায় ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের অশ্ব-শির আখ্যা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ উপদেশ হইতে জীব-ন্মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তদীয়ং বিদ্যাতিশয়মাহ—স বা ইতি দ্বাভ্যাম্। এবং হ্যত্র প্রসিদ্ধা কথা। নিশম্যাথর্ব্বণং দক্ষং প্রবর্গ্যব্রহ্মবিদ্যয়োঃ। দধ্যঞ্চং সমুপাগম্য তমূচতুরথাশ্বিনৌ। ভগবন্ দেহি নৌ বিদ্যামিতি শ্রুত্বা সচাব্রবীৎ। কর্ম্মণ্যবস্থিতোঽদ্যাহং পশ্চাদ্বক্ষ্যামি গচ্ছতম্। তয়োর্নির্গতয়োরেব শক্র আগত্য তং মুনিম্। উবাচ ভিষজোর্বিদ্যাং মাবাদীরশ্বিনোর্মুনে। যদি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য ব্রবীষ সহসৈব তে। শিরশ্ছিন্দ্যাং ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা স যযৌ হরিঃ। ইন্দ্রে গতে তথাভ্যেত্য নাসত্যাবূচতুর্দ্বিজম্। তন্মুখাদিন্দ্রগদিতং শ্রুত্বা তাবূচতুঃ পুনঃ। আবাং তব শিরশ্ছিত্ত্বা পূর্ব্বমশ্বস্য মস্তকম্। সন্ধ্যাস্যাবস্ততো ব্রূহি তেন বিদ্যাঞ্চ নৌ দ্বিজ। তস্মিন্নিন্দ্রেণ সংছিন্নে পুনঃ সন্ধ্যায় মস্তকম্। নিজং তে দক্ষিণাং দত্ত্বা গমিষ্যাবো যথাগতম্। এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তয়োঃ। প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সৎকৃতোঽসত্যশঙ্কিত ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ। দধ্যঙ্নিষ্কলং শুদ্ধং ব্রহ্ম অধিগতঃ জ্ঞাতবান্। নিষ্কৃতমিতি পাঠে কৃতাদনিত্যপদার্থান্নিক্রান্তম্। ততোঽশ্বিভ্যাং প্রাদাদিত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ। ব্রহ্ম কীদৃশং যদ্বৈ অশ্বশিরসা প্রোক্তত্বাদশ্বশিরো নাম। তয়োরমরতাং জীবন্মুক্তত্বং ব্যধাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ। অশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযতানুবাচেতি ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দধীচি মুনির ব্রহ্মবিদ্যার আতিশয্য বলিতেছেন—'স বা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ আখ্যান আছে—অথর্ব্বঋষির সন্তান দধীচি মুনি প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যা) ও ব্রহ্মবিদ্যায় নিপুণ, ইহা শ্রবণ করতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—'ভগবন্! আমাদিগকে ঐ বিদ্যা প্রদান করুন'। তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ মুনি বলিলেন—'সম্প্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিবিষ্ট রহিয়াছি, এখন যাও, পরে বলিব।' তাঁহারা মুনির আশ্রম হইতে নির্গত হওয়ামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া মুনিকে বলিলেন—'হে মুনে! অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৈদ্য, ভিষক্‌দের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন না। যদি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ করেন, তবে আমি তৎক্ষণাৎ আপনার শিরশ্ছেদন করিব, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' এই বলিয়া দেবরাজ প্রস্থান করিলে, অবিলম্বেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় বিদ্যার্থী হইয়া ঐ মুনির আশ্রমে আগমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট ইন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—'আমরা প্রথমে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বের মুণ্ড সন্ধান করিব, আপনি ঐ মুখ দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পরে ইন্দ্র ঐ মুণ্ড ছেদন করিলে, আমরা পুনরায় আপনার নিজ মস্তক সন্ধান করিয়া দিব এবং বিদ্যোপদেশের নিমিত্ত দক্ষিণা দিয়া যাইব।' দধ্যঞ্চ মুনি ঐ কথা শুনিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বমুণ্ড দ্বারা প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, এইজন্য ঐ বিদ্যা 'অশ্বশির' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্লোকার্থ এইরূপ—ঐ মুনি 'দধ্যঙ্' বলিতে নিষ্কল শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত ছিলেন। 'নিষ্কলং'—এই স্থলে 'নিষ্কৃতং', এইরূপ পাঠে 'কৃত' অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত—এইরূপ অর্থ। তারপর ঐ বিদ্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত সম্বন্ধ। ব্রহ্ম কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—যাহা অশ্বের শিরঃ দ্বারা কথিত হইয়াছিল, এই কারণে 'অশ্বশিরঃ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই অশ্বিনীকুমারদিগের অমরতা বলিতে জীবন্মুক্তত্ব লাভ হইয়াছিল। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—অশ্বের মস্তক দ্বারা এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্ত্বষ্ট্রে বর্ম্মাভেদ্যং মদাত্মকম্।
বিশ্বরূপায় যৎ প্রাদাৎ ত্বষ্টা যৎ ত্বমধাস্ততঃ ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—আথর্ব্বণঃ দধ্যঙ্ মদাত্মকম্ অভেদ্যং বর্ম্ম (শ্রীনারায়ণ কবচমধিগতঃ) যৎ ত্বষ্ট্রে প্রাদাৎ। ত্বষ্টা চ বিশ্বরূপায় (স্ব-পুত্রায় প্রাদাৎ) যচ্চ ত্বং ততঃ (বিশ্বরূপাৎ) অধাঃ (ধৃতবানসি অধুনা তদেবং বিদ্যাসারং তদ্‌গাত্রং ততঃ যাচধ্বং যূয়মিতি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—দধ্যঞ্চ (দধীচি) ঋষি মদীয়স্বরূপ দুর্ভেদ্য নারায়ণ কবচ লাভ করিয়া ত্বষ্টাকে ও ত্বষ্টা বিশ্বরূপকে প্রদান করেন এবং তুমি বিশ্বরূপের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছ। ঐ বিদ্যাবলে দধ্যঞ্চের (দধীচির) গাত্র অতি সুদৃঢ়, তোমরা এখন তাহার গাত্র দান করিতে প্রার্থনা কর ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—মদাত্মকং বর্ম্ম শ্রীনারায়ণকবচং ত্বষ্ট্রে প্রাদাৎ যৎ কবচং ত্বষ্টা বিশ্বরূপায় স্বপুত্রায় প্রাদাৎ ততো বিশ্বরূপাৎ ত্বং যৎ অধা ধৃতবানসি অতএব বিদ্যয়া সারং গাত্রং যাচধ্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদাত্মকং বর্ম্ম'—অথর্ব্ববেদজ্ঞ দধীচি মুনি মদাত্মক বলিতে শ্রীনারায়ণ কবচ ত্বষ্টাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ত্বষ্টা উহা নিজপুত্র বিশ্বরূপকে দান করেন। তারপর সেই বিশ্বরূপ হইতে তুমি যাহা গ্রহণ করিয়াছ। অতএব ঐ বিদ্যার দ্বারা দৃঢ় (দধীচির) দেহ প্রার্থনা কর, এই অর্থ। ॥ ৫২ ॥

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্ম্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি।
ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতঃ।
যেন বৃত্রশিরো হর্ত্তা মত্তেজ উপবৃংহিতঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—অশ্বিভ্যাং (যুষ্মাসু এব স্থিতাভ্যাম্ অশ্বিভ্যাং স্বশিষ্যাভ্যাং) যাচিতঃ (সন্ তয়োঃ প্রীত্যর্থং) ধর্ম্মজ্ঞঃ (পরার্ত্তিহরণং পরো ধর্ম্মঃ ইতি জানন্) যুষ্মভ্যম্ অঙ্গানি (অস্থীনি) দাস্যতি। ততঃ তৈঃ (অস্থিভিঃ) বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতঃ (বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মিতঃ) আয়ুধশ্রেষ্ঠঃ (বজ্রঃ ভবিষ্যতি) যেন (বজ্রেন) মত্তেজ উপবৃংহিতঃ (মম তেজসা উপবৃংহিতঃ বৰ্দ্ধিতঃ সন্) বৃত্রশিরঃ হর্ত্তা (হরিষ্যতি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাদের জন্য তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার গাত্র তোমাদিগকে সমর্পণ করিবেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না, যেহেতু তিনি অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ। তিনি গাত্র দান করিলে তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্র নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং কো দাতা যঃ স্বগাত্রমপি দদ্যাৎ তত্রাহ যুষ্মভ্যমিতি। বিশেষতোঽশ্বিভ্যাং শিষ্যপ্রীত্যা দাস্যতি। অশ্বিভ্যাং হেতুভ্যামিতি বা। তৈরঙ্গৈরস্থিভিঃ ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এমন কে দাতা আছেন, যিনি নিজ শরীরও দান করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'যুষ্মভ্যম্' ইত্যাদি। বিশেষতঃ 'অশ্বিভ্যাং'—অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রার্থনা করিলে শিষ্যপ্রীতিতে নিজ অঙ্গ প্রদান করিবেন, অথবা—অশ্বিযুগলের নিমিত্তেই। (অর্থাৎ তোমাদের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির নিকট প্রার্থনা করিলে ধর্ম্মজ্ঞ, বিশেষতঃ শিষ্যবৎসল ঋষি অবশ্যই নিজ অঙ্গসমুদয় দান করিবেন)। 'তৈঃ অঙ্গৈঃ'—সেই অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বজ্ররূপ উত্তম অস্ত্র হইবে ॥৫৩॥

মধ্ব—সমর্থা অপি যাচন্তি দেবামুন্যাদিকান্ কৃচিৎ।
আজ্ঞয়ৈব হরেস্তেষাং যশোঽর্থমপি নান্যথা।
ইতি চ ॥ ৫৩ ॥

তস্মিন্ বিনিহতে যূয়ং তেজোঽস্ত্রায়ুধ সম্পদঃ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ ভদ্রং বো ন হিংসন্তি চ মৎপরান্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ভগবদুপদেশো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (বৃত্রে) বিনিহতে (সতি) তেজোঽস্ত্রায়ুধসম্পদঃ (তেজশ্চ অস্ত্রাণি চ আয়ুধানি চ সম্পদশ্চ) যূয়ং ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ। (এবং) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (ভবিষ্যতি)। মৎপরান্ (মদ্ভক্তান্ কেঽপি) ন হিংসন্তি (ইতি নিশ্চিতম্) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আমার তেজদ্বারা অতিশয় তেজস্বী হইয়া তুমি উক্ত বজ্রদ্বারাই বৃত্রের শিরশ্ছেদন করিতে পারিবে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে তোমরা তেজঃ অস্ত্র ও আয়ুধ-সম্পদ্ পুনরায় লাভ করিবে এবং তোমাদের মঙ্গল হইবে। এই ত্রিভুবন-গ্রাসী মহাসুর তোমাদিগকে হনন করিবে এরূপ শঙ্কা করিও না, কারণ মৎপরায়ণব্যক্তিকে কেহই হিংসা করিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সর্ব্বগ্রাসিনা বৃত্রেণ সার্দ্ধং যোদ্ধুং ন শক্নুমস্তস্মাত্তং হন্তুং স্বয়মেব যতস্বেত্যত আহ ন হিংসন্তীতি বৃত্রস্তদ্বশীভূতা অসুরাশ্চ মৎপরান্ যুষ্মান্ ন ঘ্নন্তি, বৃত্রস্য পরমভক্তত্বেন মদর্থং স্বদেহমপি জিহাসোর্বস্ততো যুষ্মাসু দ্বেষো নাস্ত্যেব যথা যুষ্মাকং তস্মিন্নিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সর্ব্বগ্রাসী বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা সক্ষম নহি, অতএব তাহার বধের জন্য আপনি নিজেই যত্নবান্ হউন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন হিংসন্তি', বৃত্র এবং তাহার অধীন অসুরগণ মৎপরায়ণ তোমাদিগকে হিংসা করিতে পারে না। বৃত্র পরমভক্ত বলিয়া আমার উদ্দেশ্যে নিজদেহও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি তাহার কোনই বিদ্বেষ নাই, যেরূপ তাহার প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব রহিয়াছে—এই ভাব ॥৫৪

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
ইন্দ্রমেবং সমাবিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইন্দ্রের দধীচি-মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরপ্রমুখ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদাদেশে দেবগণ দধীচিমুনি সন্নিধানে তদীয় দেহ প্রার্থনা করিলে দধীচিমুনি তাহাদের মুখে ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে উপহাসচ্ছলে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য অনিত্য-দেহদ্বারা পরোপকার করাই একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া নিজদেহ দেবগণকে প্রদান করেন।

দধীচিমুনি প্রথমে নিজ স্থূলদেহ-গত পঞ্চভূত ক্রমে ক্রমে তাহাদের মূলকারণে নিযুক্ত করিয়া অব-শেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দেব-রাজ ইন্দ্র তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বজ্র ধারণপূর্ব্বক দেবগণ-পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরো-হণ করিলেন।

সত্যযুগাবসানে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্ম্মদাতীরে দেবাসুর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই সংগ্রামে অসুর-গণ দেবতাদিগের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের সেনাপতি বৃত্রাসুরকে সংগ্রাম মধ্যে পরি-ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে বৃত্রাসুর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন যে, যুদ্ধে মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, কেননা তদ্দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় এবং জয়ী হইলে জড়প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, অতএব যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়নিঃ উবাচ—ভগবান্ বিশ্ব-ভাবনঃ হরিঃ ইন্দ্রম্ এবং (উক্তপ্রকারেণ) সমাদিশ্য পশ্যতাম্ (অবলোকয়তাং) অনিমেষানাং (নিমেষ-শূন্যানাং দেবানাং পুরতঃ) তত্র এব অন্তর্দধে (তিরোহিতোঽভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভগবান্ বিশ্ব-ভাবন শ্রীহরি ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া দেবগণের সম্মুখেই ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—দধীচো যাচিতাৎ প্রাপ্তৈরস্থিভির্বজ্র-নির্ম্মিতিঃ। দশমেঽভূজ্জয়শ্চাজৌ দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে দধীচির নিকট প্রার্থিত হইয়া প্রাপ্ত অস্থির দ্বারা বজ্রের নির্ম্মাণ

এবং অসুরগণের সহিত যুদ্ধে দেবতাদিগের জয়—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তথাভিযাচিতো দেবৈর্ঋষিরাথর্ব্বণো মহান্ ।
মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (যথা ভগবতা শিক্ষিতং) তথা দেবৈঃ অভিযাচিতঃ মহান্ (উদারচিত্তঃ) আথর্ব্বণঃ (দধ্যঙ্) ঋষিঃ মোদমানঃ (এব) প্রহসন্ ইব ইদম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ভগবানের উপদেশানুসারে দেবগণ উদারচিত্ত অথর্ব্বপুত্র দধীচিমুনির নিকট তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যাখ্যানচ্ছলে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মোদমানোঽপি প্রহসন্নিব যাচ্ঞা-প্রত্যাখ্যানেন তান্ তিরস্কুর্ব্বন্নিব ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মোদমানঃ'—দেবতা ও ঋষিগণ মহাত্মা দধীচির নিকট দেহ প্রার্থনা করিলে, তিনি অন্তরে হর্ষযুক্ত হইলেও, 'প্রহসন্নিব'—প্রকাশ্যে যেন যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়াই উপহাসের ভঙ্গীতে তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন ॥ ২ ॥

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাম্ ।
সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৃন্দারকাঃ ! (দেবাঃ) যূয়ং (সাত্ত্বিকত্বেন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন চ প্রসিদ্ধা অপি) শরীরিণাং সংস্থায়াং (মৃত্যৌ) যঃ তু চেতনাপহঃ (মূর্চ্ছাজনকঃ) (অতএব) দুঃসহঃ অভিদ্রোহঃ (দুঃখলক্ষণ্যঃ উপদ্রবঃ) (ভবতি) (তম্ কিং) ন জানীথ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ ! তোমরা দেবতা হইয়াও শরীরধারিদিগের অন্তকালে যে চেতনাপহারিণী অসহ্যযন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা কি জানিতে পার না ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্থায়াং মৃত্যৌ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্থায়াং'—মৃত্যুকালে (দেহধারী জীবগণের যে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাও কি তোমরা জান না ?) ॥ ৩ ॥

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ ।
ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) ইহ জীবানাম্ (প্রিয়েষু বস্তুষু মধ্যে) আত্মা (দেহঃ) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) (অতঃ) জিজীবিষূণাম্ ঈপ্সিতঃ (ধনাদি দত্ত্বাপি রক্ষণীয়ঃ) (অতঃ) ভিক্ষমাণায় (অতিথিরূপেণ যাচমানায়) বিষ্ণবে (অপি) তং দাতুং কঃ উৎসহেত ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে জীবগণের দেহই একমাত্র প্রিয়তম বস্তু, অতএব যাঁহারা জীবিত থাকিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের এই দেহটী (সর্ব্বতোভাবে) রক্ষা করা উচিত। সুতরাং বিষ্ণুও যদি অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া তাহা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও কে তাহাকে ঐ দেহ দান করিতে উৎসাহী হইতে পারেন ? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা দেহঃ বয়ং জানীম এব কিন্তু বিষ্ণুরেবাস্মন্মুখেন যাচতে ইতি চেত্তত্রাহ—বিষ্ণবেঽপি দাতুং ক উৎসহেত ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মা'—বলিতে এখানে দেহ, তাহা জীবগণের যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা আমরা জানি, কিন্তু বিষ্ণুই আমাদের মুখে প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বলিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিষ্ণবেঽপি', বিষ্ণুও যদি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও কে এই দেহ দান করিতে উৎসাহী হইতে পারে ? ॥ ৪ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ—

কিং ন তদ্দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাম্ ।
ভবদ্বিধানাং মহতাং পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ ঊচুঃ,—(হে) ব্রহ্মণ, ভবদ্-বিধানাং ভূতানুকম্পিনাং (প্রাণিষু দয়াতিশয়বতাং) মহতাম্ (উদার-চিত্তানাম্ অতএব) পুণ্যশ্লোকেড্যা-কর্ম্মণাং (পুণ্যশ্লোকৈঃ সংকীর্ত্তিভিঃ অপি ঈড্যানি

স্তুত্যানি কর্ম্মাণি যেষাং তেষাং) পুংসাং (যৎ) দুস্ত্যজং (ত্যক্তুমশক্যং) তৎ কিং নু (ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ পুণ্যবান্ লোকগণও যাঁহাদের কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, প্রাণিবর্গের প্রতি দয়াপরবশ তাদৃশ আপনাদের মত মহাজনগণের (পরোপকারের জন্য) এই সংসারে অদেয় কি আছে ? ৫ ॥

———

নূনং স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটম্ ।
যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বার্থপরঃ (স্বর্গাদ্যৈশ্বর্য্যভোগাভিলাষী) লোকঃ (যাচকাদিজনঃ) পরসঙ্কটং (পরস্য সঙ্কটং পীড়াং) নূনং ন বেদ (ন জানাতি) । (যাচকঃ) যদি (দাতুঃ ক্লেশং) বেদ (তর্হি) ন যাচেত, (তস্য) যদ্বীশ্বরঃ (দানসমর্থঃ বেদ) (তর্হি সোঽপি) ন ইতি (ন দাস্যামি ইতি) নাহ (অতো যথা তব সঙ্কটং বয়ং স্বার্থপরাঃ ন জানীমঃ এবং প্রত্যচক্ষাণ-স্তম্ অস্মৎসঙ্কটং ন জানাসীতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—স্বার্থপর লোকগণ নিশ্চয়ই পরের (দাতার) ক্লেশ বুঝিতে পারে না। যাচক যদি দাতার ক্লেশ বুঝিতে পারে তাহা হইলে সে যেমন প্রার্থনা করে না, সেইরূপ দানসমর্থ ব্যক্তিও যদি যাচকের ক্লেশ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিও যাচককে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষিরাহ—নূনমিত্যাদি ন যাচতেত্যন্তম্। দেবাঃ প্রত্যাহুঃ নূনমিত্যাদিপদ্যমেব ন যাচতেতি চতুরক্ষর-বিনাভূতম্। ততশ্চার্থান্তরন্যাসস্যাত্র বিশেষতোঽয়মর্থঃ। যাচকো লোকঃ নূনং স্বার্থপরঃ স্বর্গাদ্যৈশ্বর্য্যভোগপরঃ। পরস্য দাতুঃ সঙ্কটং স্বদেহাস্থিপ্রদানে পীড়াং ন বেদ। যদি দেবত্বেন বিবেকবত্ত্বাদ্বেদ তর্হি ন যাচেতেতি তেন যুষ্মাকং বিবেকাভাবান্ন দেবত্বং, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি-পশুতুল্যত্বমিতি ঋষিণোক্তং শ্রুত্বা দেবৈঃ প্রত্যুক্তম্। দাতা লোকোঽপি নূনং স্বার্থপরঃ দেহেন্দ্রিয়াদিষু মমত্বে চিরজীবিত্ব-সুখপরঃ পরেষাং যাচকানাং সঙ্কটং ঘোরশত্রূপদ্রবাদিদুঃখং ন বেদ, যদি ঋষিত্বেন বিজ্ঞান-বিবেকদয়াদিমত্ত্বাদ্বেদ তর্হি নেতি নাহং ন দাস্যামীতি ন ব্রূয়াৎ, যদ্‌যস্মাদীশ্বরঃ তদ্দানসমর্থঃ তেন তবাপি বিজ্ঞানাদ্যভাবান্ন ঋষিত্বম্। প্রত্যুত শোকমোহাদিসম্ভাবাদ্-গবাদিপশুতুল্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নূনং—ইত্যাদি শ্লোকের উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'নূনং' এই পদ হইতে 'ন যাচতে'—এই পর্য্যন্ত ঋষি বলিলেন। দেবগণও 'নূনম্' ইত্যাদি পদ্যই 'ন যাচতে'—এই চতুরক্ষর বাদ দিয়া প্রত্যুত্তর করিতেছেন। এখানে অর্থান্তরন্যাসের বিশেষ অর্থ এইরূপ—যাচক ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বার্থপর, অর্থাৎ স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য ভোগাকাঙ্ক্ষী, পরের (দাতার) সঙ্কট, নিজদেহের অস্থিপ্রদানে পীড়া জানে না। যদি দেবত্ব ও বিবেকবান্ বলিয়া পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারিত, তবে যাচ্ঞা করিত না। ইহাতে তোমাদের বিবেকের অভাবহেতুই দেবত্বও নাই, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি পশুতুল্যই তোমরা। ঋষির এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবগণ প্রত্যুত্তর দিতেছেন —দাতা ব্যক্তিও নিশ্চয় স্বার্থপর, নিজ দেহেন্দ্রিয়াদিতে মমত্বহেতু চিরকাল জীবিত থাকিয়া সুখাভিলাষী হইয়া যাচকদিগের সঙ্কট, ঘোর শত্রুর উপদ্রবাদি দুঃখ বুঝিতে পারে না, যদি ঋষি বলিয়া বিজ্ঞান ও বিবেকবান্ হইতেন, তাহা হইলে, 'নেতি'—আমি দিব না, এইরূপ বলিতে পারিতেন না, 'যদীশ্বরঃ'—যেহেতু তিনি দান করিতে সক্ষম। ইহাতে আপনারও বিজ্ঞানাদির অভাবহেতু ঋষিত্বই নাই, বরং শোক-মোহাদি বিদ্যমান থাকায় গবাদি পশুতুল্যত্বই—এই ভাব ॥ ৬ ॥

মধ্ব—

আজ্ঞয়ৈব মহাবিষ্ণোঃ কার্য্যার্থমপি চ ক্বচিৎ ।
নীচানপি চ যাচন্তে স্বামিনো গুণবত্তরাঃ ॥
নীচবাক্যং বদেয়ুশ্চ সুরানৈতাবতা ক্বচিৎ ।
তেজঃ ক্ষিতির্ভবেদেষাং জনকস্য যথার্ভকাৎ ॥
ইতি তন্ত্রমালায়াম্ ॥

———

শ্রীঋষিরুবাচ—

ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ ।
এষঃ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—বঃ (যুষ্মাকং মুখাৎ) ধর্ম্মং শ্রোতুকামেন মে (ময়া) যূয়ং প্রত্যুদাহৃতাঃ (প্রত্যুক্ত্যাঃ) (অতঃ) এষঃ অহং ত্যজন্তং (মাং ত্যক্ত্বা যান্তম্) প্রিয়ম্ আত্মানং (দেহং) বঃ (যুষ্মাকম্ অর্থে) সন্ত্যজামি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষি কহিলেন,—আপনাদের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমি আপনাদিগের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। অতএব আমি অতিশয় প্রিয় হইলেও যে দেহ কোনদিন অবশ্যই আমাকে ত্যাগ করিবে, তাহা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করিতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেনেতি। স ধর্ম্মো যুষ্মৎপ্রত্যুত্তরেণৈব শ্রুতঃ। যদ্বা, ধ্বনিরয়ং বক্রোক্ত্যেব ধর্ম্মো ন শ্রুতঃ কিন্তু বাক্-চাতুর্য্যং শ্রুতং, ভবতু তাবৎ স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয় ইত্যাহ—এষ ইতি। আত্মানং দেহং ত্যজন্তং অচিরাদেব ত্যক্ষন্তং সম্যক্ ত্যজামীতি স দেহো যাবন্মাং ন ত্যজতি তাবদহমেব তং ত্যজামি যুষ্মভ্যং দদামীত্যেতাবত্তু ভাগ্যং মম ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন'—আপনাদের নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণের অভিপ্রায়ে আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্ম আপনাদের প্রত্যুত্তরেই আমার শ্রবণ করা হইয়াছে। অথবা—বক্রোক্তির দ্বারা এখানে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে — ধর্ম্ম শ্রুত হয় নাই, কিন্তু বাক্-চাতুর্য্যই শ্রুত হইয়াছে। যাহা হউক, আমার অভিপ্রায় জানাইতেছি, ইহা বলিতেছেন—'এষঃ' ইত্যাদি। এই দেহ আমার অতি প্রিয় হইলেও, একদিন অবশ্যই সে আমাকে ত্যাগ করিবে, অতএব সেই দেহ যতক্ষণ আমাকে ত্যাগ না করে, ততক্ষণ আমিই 'সন্ত্যজামি'—ত্যাগ করিতেছি, অর্থাৎ আপনাদের জন্য উহা প্রদান করিতেছি, এইপ্রকারই (এইটুকুই) আমার সৌভাগ্য হউক—এই ভাব ॥ ৭ ॥

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথাঃ ! যঃ পুমান্ ভূতদয়য়া (ভূতানাং দয়য়া হেতুনা) অধ্রুবেন (অনিত্যেন) আত্মনা (দেহেন) ধর্ম্মং যশঃ (বা) ন ঈহেত (ন সম্পাদয়েৎ) সঃ স্থাবরৈঃ অপি শোচ্যঃ (স্থাবরেভ্যঃ অপি জড়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ ! যে পুরুষ প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অনিত্য এই দেহ দ্বারা ধর্ম্ম এবং যশঃ অর্জ্জনে চেষ্টা না করেন, সে স্থাবর-বৃক্ষাদি হইতেও জড় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে নাথাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে নাথাঃ'—হে প্রভুগণ ! ৮ ॥

এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মা (স্বয়ং) ভূতশোকহর্ষাভ্যাং (ভূতানাং শোকেন) শোচতি (হর্ষেণ চ) হৃষ্যতি (তস্য) যঃ ধর্ম্মঃ (পুণ্যবিশেষঃ) সঃ পুণ্যশ্লোকৈঃ উপাসিতঃ এতাবান্ (এব) অব্যয়ঃ (অক্ষয়ঃ ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি প্রাণিবর্গের শোকে শোকান্বিত ও আনন্দে আনন্দযুক্ত হয়েন, তাহার ধর্ম্মই পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ অক্ষয় ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা মনঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মা'—বলিতে এখানে মন ॥ ৯ ॥

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মর্ত্ত্যঃ পারকৈঃ (মরণানন্তরং শ্বশৃগালাদিভির্ভক্ষ্যৈঃ) অস্বার্থৈঃ (স্বার্থোপযোগশূন্যৈঃ) ক্ষণভঙ্গুরৈঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ (স্বং বিত্তং জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাদয়ঃ বিগ্রহঃ দেহঃ তৈঃ) যৎ ন উপকুর্য্যাৎ (পরোপকারং ন কুর্য্যাৎ যদি) (তদা তস্য) অহো দৈন্যম্ অহো কষ্টং (তস্য জীবনং কেবলং দৈন্যেন দুঃখভোগার্থম্ এব ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কুকুরশৃগালাদির ভক্ষ্য, এবং যাহার

দ্বারা নিজের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই ও যাহা ক্ষণ-স্থায়ী, এইরূপ ধন, পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ ও নিজের দেহ দ্বারা যদি পরের উপকার না হয় তাহা হইলে তাহার জীবন কেবল দুঃখ-ভোগপরই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অদাতারমাক্ষিপতি অহো ইতি। পারক্যৈঃ শৃগালাদিভির্ভক্ষ্যৈঃ স্বং বিত্তং জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাদয়ঃ বিগ্রহা দেহাস্তৈঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহারা দান করে না, তাহাদিগের নিমিত্ত আক্ষেপ (অনুশোচনা) করিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি। 'পারক্যৈঃ'—যাহা পরকীয়, অর্থাৎ পরিণামে শৃগালাদির ভক্ষ্য। 'স্ব-জ্ঞাতি-বিগ্রহৈঃ—স্ব বলিতে ধন, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ এবং নিজ দেহের দ্বারা (যাহারা অপরের উপকার করে না, তাহাদিগের জীবন অতিশয় দুঃখময়।) ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তনুম্।
পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মনং সন্নয়ন্ জহৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচঃ—এবং কৃতব্যবসিতঃ (কৃতং ব্যবসিতং নিশ্চয়ঃ যেন সঃ) আথর্ব্বণঃ দধ্যঙ্ পরে ব্রহ্মণি ভগবতি আত্মানং (মনঃ) সন্নয়ন্ (একীকুর্ব্বন্) তনুং জহৌ (তত্যাজ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—অথর্ব্ব-পুত্র দধীচিঋষি এরূপে স্বকীয় অস্থিদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরব্রহ্ম ভগবানে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে একীভূত করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং মনঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—মনকে ভগবানে যুক্ত করিয়া দেহত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১৩।৫৫ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র-কথা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ধৃতরাষ্ট্র নিজদেহ-গত পঞ্চভূতকে ক্রমে ক্রমে তাহাদের কারণে নিযুক্ত করিয়া অহঙ্কারকে তাহার কারণ মহত্তত্ত্বে নিযুক্ত করিলেন। পরে মহত্তত্ত্বকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত করিয়া ক্রমে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে পরিণত হয়, দেহরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে তদ্রূপ তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্নজীবভাব-প্রাপ্ত ব্রহ্ম পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।৫।৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাই হইল। কিন্তু এই প্রকার মত মায়াবাদ-দূষিত—অতিশয় দুষ্ট, উপরি উক্ত ১২।৫।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীরামানুজস্বামীপাদ বেদান্ত তত্ত্বসার গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ যেমন শব্দ গুণযুক্ত, অতিশয় অবকাশপ্রদ আকাশ ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অল্প অবকাশদায়ক হইলেও ঘটের ভঙ্গুরত্বাদি স্বাভাবিক দোষ দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং ঘটভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিশয় অবকাশ-দায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্য-সঙ্কল্পাদি-গুণযুক্ত সংসারী জীব সংসারদশায় অল্পজ্ঞ এবং ভগবানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্ম-মরণাদি দেহ-ধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ-মৃত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্মের সহিত একই ভাব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের সহিত একই ভাবার্থে—অপহত অপমৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ-প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান শ্লোকে দধীচিমুনিও ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় নিজ দেহ-গত পঞ্চভূতকে তাহাদের কারণে নিযুক্ত করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মাকে যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত করিয়া পাঞ্চ-ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ একীভূত করিলেন অর্থে স্থূললিঙ্গ দেহ-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলেন ইহাই শ্রুতি-সম্মত অর্থ।

(বেদান্ত-তত্ত্বসার ১২শ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ॥ ১১ ॥

যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিস্তত্ত্বদৃগ্ ধ্বস্তবন্ধনঃ।
আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিঃ (যতাঃ বশীকৃতাঃ অক্ষাঃ ইন্দ্রিয়াণি অসবঃ প্রাণাঃ মনঃ বুদ্ধিশ্চ যেন সঃ)তত্ত্বদৃক্ (অতঃ) ধ্বস্তবন্ধনঃ (ধ্বস্তানি গতানি বন্ধনানি যস্য সঃ) পরমং যোগং (সমাধিলক্ষণম্) আস্থিতঃ (সন্) গতং (ত্যক্তং) দেহং ন বুবুধে (ন অনুভূতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি তখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া সমাধিতে পরমার্থ তত্ত্ব দর্শন করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার বন্ধন সকল ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তিনি দেহবিয়োগ অনুভব করিতে পারেন নাই ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগং সমাধিং গতং স্বস্মাদ্বিচ্যুতম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগং'—সমাধিতে যুক্ত হওয়ায়, 'গতং'—নিজদেহের পতন বুঝিতে পারেন নাই ॥ ১২ ॥

———

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ ॥ ১৩॥
বৃতো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্গজেন্দ্রোপর্য্যশোভত।
স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ মুনেঃ শক্তিভিঃ বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মিতং বজ্রম্ উদ্যম্য ভগবৎতেজসা অন্বিতঃ উৎসিক্তঃ (উর্জ্জতঃ) সর্ব্বৈঃ দেবগণৈঃ বৃত গজেন্দ্রোপরি (গজেন্দ্রস্য ঐরাবতস্য উপরিস্থিতঃ) মুনিগণৈঃ (চ) স্তূয়মানঃ ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্ ইব অশোভত ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবরাজ, দধীচিমুনির অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বজ্রঅস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক মুনির শক্তিদ্বারা শক্তিমান্ ও ভগবত্তেজে তেজীয়ান এবং সর্ব্ব দেবগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণ করিলেন, তৎকালে মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। এইরূপে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সক্থিভিরস্থিভিঃ শক্তিভিরিতি চ পাঠঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সক্থিভিঃ'—অস্থিসকলের দ্বারা, এইস্থলে 'শক্তিভিঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে ॥ ১৩-১৪ ॥

———

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছক্রমসুরানীকযূথপৈঃ।
পর্য্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্ধকম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! ক্রুদ্ধঃ রুদ্রঃ অন্ধকম্ ইব (সঃ ইন্দ্রঃ) ক্রুদ্ধ (সন্) ওজসা (বেগেন) অসুরানীকযূথপৈঃ (অসুরাণীকানাং দৈত্যসৈন্যানাং যূথপৈঃ যূথপতিভিঃ) পর্য্যস্তং (পরিবৃতং) শক্রং বৃত্রং ছেত্তুম্ অভ্যদ্রবৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ - হে রাজন্ ! রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ধকের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, ইন্দ্রও সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরসেনাদল-পরিবৃত শত্রু বৃত্রাসুরের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পর্য্যস্তং পরিবৃতং অন্তকমিবেতি রুদ্রোহি যমমপি সংহর্ত্তুং শক্নোতীত্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা সিংহঃ সিংহমিবেতিবদয়ং দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্য্যস্তং'—অসুরযূথপতিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত (বৃত্রের প্রতি ইন্দ্র ধাবিত হইলেন)। 'অন্তকম্ ইব'—অন্তক বলিতে যম, শ্রীরুদ্রদেব যমকেও সংহার করিতে সমর্থ, এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। অথবা—সিংহ যেমন সিংহের প্রতি ধাবিত হয়, উহার ন্যায় এই দৃষ্টান্ত। ('অন্ধকম্ ইব'—এই পাঠে পুরাকালে ভগবান্ রুদ্র যেরূপ ক্রোধভরে অন্ধক নামক অসুরের সংহারের জন্য তাহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ।) ॥ ১৫ ॥

———

ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরমদারুণঃ।
ত্রেতামুখে নর্ম্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ প্রথমে যুগে (কৃতযুগাবসানে) ত্রেতামুখে (ত্রেতাযুগস্য মুখে প্রারম্ভে) নর্ম্মদায়াং (নর্ম্মদাতীরে) সুরাণাম্ অসুরৈঃ (সহ) পরমদারুণঃ রণঃ (সংগ্রামঃ) অভবৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সত্যযুগাবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ সময়ে নর্ম্মদাতীরে অসুরগণের সহিত দেবতাগণের এক অতি ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রেতাযুগে ত্রেতারম্ভে। প্রথমে যুগে বৈবস্বত মন্বন্তরস্য প্রথমে চতুর্য্যুগে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রেতামুখে' — ত্রেতাযুগের আরম্ভে। 'প্রথমে যুগে'—বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম চতুর্য্যুগে ॥ ১৬ ॥

———

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ ।
মরুদ্ভির্ঋভুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিম্ ॥ ১৭॥
দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া ।
নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্ মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! রুদ্রৈঃ বসুভিঃ আদিত্যৈঃ অশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ মরুদ্ভিঃ ঋভুভিঃ (চ) সাধ্যৈঃ বিশ্বেদেবৈঃ (চ) স্বয়া শ্রিয়া (চ) রোচমানং বজ্রধরং শক্রম্ (ইন্দ্রং) দৃষ্ট্বা বৃত্রঃপুরঃসরাঃ (বৃত্রঃ পুরঃসরঃ স্বামী যেষাং তে) অসুরাঃ মৃধে (যুদ্ধে) নামৃষ্যন্ (নাসহন্ত) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, মরুৎসকল, ঋভুসমূহ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ ও স্বীয় ঐশ্বর্য্য সহ পরিবৃত মরুৎপতি বজ্রধর ইন্দ্রকে দেখিয়া তদীয় তেজ সহ্য করিতে পারিল না ॥ ১৭-১৮ ॥

———

নমুচিঃ সম্বরোঽনর্ব্বা দ্বিমূর্দ্ধা ঋষভোঽসুরঃ ।
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ প্রহেতির্হেতিরুৎকলঃ ।
দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসি চ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥
সুমালিমালিপ্রমুখাঃ কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদাঃ ।
প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদম্ ॥ ২১ ॥
অভ্যর্দ্দয়ন্নসম্ভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্ম্মদাঃ ।
গদাভিঃ পরিঘৈর্ব্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—নমুচিঃ শম্বরঃ অনর্ব্বা দ্বিমূর্দ্ধা ঋষভঃ অসুরঃ হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ বিপ্রচিত্তিঃ অয়োমুখঃ পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ প্রহেতিঃ হেতিঃ উৎকলঃ (ইত্যাস্তাঃ) কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদাঃ (স্বর্ণভূষিতাঃ) সহস্রশঃ (অন্যে চ) দৈতেয়াঃ দানবাঃ যক্ষাঃ রক্ষাংসি চ দুর্ম্মদাঃ (অতিমর্ত্তাঃ) অসম্ভ্রান্তা (নির্ভীকাঃ) সুমালিমালিপ্রমুখাঃ চ (অসুরাঃ) মৃত্যোঃ অপি দুরাসদং (দুর্ধর্ষং) ইন্দ্রসেনাগ্রং সিংহনাদেন (ভয়ঙ্করগর্জ্জনেন) প্রতিষিধ্য (নিবার্য্য) গদাভিঃ পরিঘৈঃ বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ অভ্যর্দ্দয়ন্ (পীড়িতবন্তঃ) ॥১৯-২২ ।

অনুবাদ—স্বর্ণ-পরিচ্ছেদ-ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, অসুর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষর্ব্বপা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল ও অন্যান্য স্বর্ণময় পরিচ্ছেদে বিভূষিত সহস্র সহস্র দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালিপ্রমুখ দুর্দ্দান্ত অসুরগণ সিংহের মত গর্জ্জন করিতে করিতে নির্ভীকভাবে মৃত্যুরও আক্রমণের অযোগ্য ইন্দ্রসৈন্যদিগকে বাধাপ্রদান করিয়া গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ১৯-২২ ॥

———

শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ।
সর্ব্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বতঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঃঘ্নীভিঃ ভুশুণ্ডিভিঃ শস্ত্রৈঃ অস্ত্রৈঃ চ বিবুধর্ষভান্ (দেবশ্রেষ্ঠান্) অবাকিরন্ (বিক্ষিপ্তবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(সেই অসুরগণ) চতুর্দ্দিক হইতে শূল, পরশ্বধ (কুঠার) খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্র ও শস্ত্রদ্বারা দেবতাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্যাৎ শতঘ্নী চতুর্হস্তা লৌহকণ্টকসঞ্চিতা । ভুশুণ্ডী সর্ব্বতো লৌহকণ্টকানুক্রমোন্নতেত্যভিধানম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতঘ্নী'—চতুর্হস্ত-পরিমিত লৌহ-কণ্টকযুক্ত অস্ত্রবিশেষ, যাহার দ্বারা শত লোককে মারা যায় । 'ভুশুণ্ডী'—সর্ব্বত্র লৌহকণ্টকের অনুক্রমে উন্নত মারণাস্ত্র ॥ ২৩ ॥

———

ন তেঽদৃশ্যন্ত সঞ্ছন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ ।
পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—নভোঘনৈঃ (আকাশস্থৈঃ মেঘৈঃ) জ্যোতীংষি ইব (নক্ষত্রাদীনি যথা ন দৃশ্যন্তে তদ্বৎ) পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈঃ (পুঙ্খঃ শরস্য মূলপ্রদেশঃ একস্য মূলদেশমনু তৎসংলগ্নঃ অপরস্য পুঙ্খঃ যথা ভবতি তথা পতিতৈঃ) শরজালৈঃ সমন্ততঃ সঞ্ছন্নাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে (দেবাঃ) ন অদৃশ্যন্ত ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আকাশস্থ মেঘমণ্ডলে নক্ষত্রসমূহ

যেরূপ দৃষ্ট হয় না, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চতুর্দ্দিকে পতিত শরজালে আচ্ছন্ন দেবগণ সেইরূপ অদৃশ্য হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তে দেবাঃ পুঙ্খঃ শরস্য মূলদেশঃ একস্য পুঙ্খমনু পতিতো যঃ শরস্তস্য পুঙ্খমন্বেবং পতিতৈঃ। নভস্থৈর্ঘনৈর্জ্যোতীংষীবেত্যনেন তেষাং তদপ্রাপ্তিঃ সূচিতা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—দেবগণ, 'পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈঃ—পুঙ্খ বলিতে শরের মূলপ্রদেশ, একটির মূলপ্রদেশের 'অনু'—তৎসংলগ্ন যে শর, তাহার মূলভাগের পর আর একটি—এরূপভাবে পতিত, অর্থাৎ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের একটির মূলভাগে অপরটির মূলভাগ সংলগ্ন হইলে, সেই নিবিড় বাণজালদ্বারা চারিদিক আচ্ছন্ন হওয়ায় দেবতাগণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন না, যেমন 'নভোঘনৈঃ'—আকাশস্থিত চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ মেঘাচ্ছন্ন হইলে দেখা যায় না, তদ্রূপ। ইহার দ্বারা অসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজাল দেবগণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহাই সূচিত হইল ॥ ২৪ ॥

ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যসেদুঃ সুরসৈনিকান্।
ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘাঃ (শস্ত্রাণাম্ অস্ত্রাণাম্ চ যানি বর্ষাণি তেষাম্ ওঘাঃ) সুরসৈনিকান্ ন হি অসেদুঃ (ন প্রাপুঃ) (যতঃ) লঘুহস্তৈঃ (শীঘ্রভেদিভিঃ) দেবৈঃ সিদ্ধপথে (আকাশমার্গে স্বপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব) সহস্রধা ছিন্নাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অসুরগণের সে সকল অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ, দেবসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের উপরে পতিত হয় নাই। যেহেতু ক্ষিপ্রহস্ত (দ্রুতবান্ সজ্জানে অভ্যস্ত) দেবগণ আকাশ-মার্গে (লক্ষ্যস্থানে পেঁছিবার পূর্ব্বেই) সহস্র খণ্ডে তাহা ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অথ ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ।
অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘাঃ (ক্ষীণাঃ অস্ত্রাণাং শস্ত্রাণাং চ ওঘাঃ যেষাং তে অসুরাঃ) অথ (অনন্তরং) গিরিশৃঙ্গ-দ্রুমোপলৈঃ (গিরিশৃঙ্গৈঃ দ্রুমৈঃ উপলৈঃ পাষাণৈশ্চ) সুরবলম্ (দেবসৈন্যম্) অভ্যবর্ষন্ তান্ চ (গিরিশৃঙ্গাদীন্) (দেবাঃ) পূর্ববৎ (অস্ত্রাদিবৎ) চিচ্ছিদুঃ (ছন্নবন্নঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অসুরগণ তাহাদের প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, অনন্তর দেবসৈন্যগণের উপর পর্ব্বত, শৃঙ্গ, বৃক্ষ, পাষাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবগণও পূর্ব্বের ন্যায় তাহা আকাশমার্গেই ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশাম্য
শাস্ত্রাস্ত্রপূগৈরথ বৃত্রনাথাঃ।
দ্রুমৈর্দৃশদ্ভির্বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈ-
রবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তান্ ইন্দ্রসৈনিকান্ শস্ত্রাস্ত্রপূগৈঃ (শস্ত্রাণাম্ অস্ত্রানাং চ পূগৈঃ সমূহৈঃ) অক্ষতান্ (ক্ষতশূন্যান্) স্বস্তিমতঃ (সুখিনঃ) তথা দ্রুমৈঃ দৃশদ্ভি বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈঃ অবিক্ষতান্ নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) বৃত্রনাথাঃ (বৃত্রঃ নাথঃ যেষাং তে অসুরাঃ) তত্রসুঃ (ভীতাঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে সেই সুরসৈন্যগণ অক্ষত ও কুশলে, এবং বৃক্ষ, প্রস্তর ও গিরিশৃঙ্গের আঘাতে অবিক্ষত আছেন দেখিয়া বৃত্রাসুরের সৈন্যগণ ভীত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নিশাম্য দৃষ্ট্বা, তত্রসুর্ভীতাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশাম্য'—দেখিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রসৈন্যগণকে অক্ষত ও সুখী দেখিয়া অসুরসৈন্যগণ, 'তত্রসুঃ'—ভীত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ
কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু
ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা উষতী রূক্ষবাচঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মহৎসু (সাধুষু) ক্ষুদ্রৈঃ (পুরুষৈঃ) প্রযুক্তাঃ উষতীঃ (উষত্য অকল্যাণ্যঃ) রূক্ষবাচঃ

(রূক্ষাঃ পরুষাঃ বাচঃ) (বৃথা ভবন্তি তথা) কৃষ্ণানুকূলেষু (কৃষ্ণঃ অনুকূলঃ যেষাং তেষু) দেবগণেষু দৈত্যৈঃ কৃতাঃ কৃতাঃ (পুনঃ পুনঃ কৃতাঃ) প্রয়াসাঃ (প্রহারপ্রযত্নলক্ষণাঃ) সর্ব্বে বিমোঘাঃ (বৃথা) অভবন্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যেমন নীচলোক মহদ্ব্যক্তির প্রতি ক্রোধোদ্দীপক কোন রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা মহজ্জনের ক্ষোভ উৎপাদন করে না, পরন্তু নিষ্ফলই হয়, সেইরূপ অসুরগণ দেবগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ যে সকল প্রতিকূল আবরণ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহায় থাকায় সেই সবও নিষ্ফল হইয়া পড়িল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাঃ কৃতাঃ পুনঃ পুনঃ কৃতাঃ যথা মহৎসু বৈষ্ণবেষু উষতীরুষত্যঃ যূয়ং শীঘ্রং ম্রিয়ধ্বমিত্যকল্যাণ্যঃ। রূক্ষাঃ পরুষা বাচঃ রে রে অধমা ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাঃ কৃতাঃ'—পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলেও দুর্জ্জনগণের বাক্য যেরূপ 'মহৎসু'—বৈষ্ণবগণে বিফল হয়। কিরূপ বাক্য? তাহাতে বলিতেছেন, 'উষতীঃ'—তোমরা শীঘ্র মর, এইরূপ অকল্যাণকর, এবং 'রূক্ষাঃ'—কর্কশ পীড়াজনক বাক্য, যেমন—রে রে অধম ইত্যাদি। (সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের অনুকূল, সেই দেবতাগণের প্রতি অসুরদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ-চেষ্টাও সম্পূর্ণরূপেই বিফল হইয়াছিল।) ॥ ২৮ ॥

———

তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য
হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য
পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হরৌ অভক্তাঃ (হরি-বিদ্বেষিণঃ) হতযুদ্ধ-দর্পাঃ (হতঃ নিবৃত্তঃ যুদ্ধে দর্পঃ গর্ব্বঃ যেষাং তে) আত্তসারাঃ (আত্তঃ পরৈঃ গৃহীতঃ সারঃ ধৈর্য্যং তথাভূতাঃ যেষাং) তে (অতিপ্রসিদ্ধাঃ অসুরাঃ) স্বপ্রয়াসং বিতথং (বিফলম্) নিরীক্ষ্য আজিমুখে (যুদ্ধারম্ভে) পতিং (বৃত্রং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) পলায়নায় মনঃ দধুঃ (চিত্তং নিযোজয়ামাসুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হরির প্রতি অসুরগণের ভক্তি না থাকায় তাহাদের যুদ্ধগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, দেবগণ তাহাদের ধৈর্য্য অপহরণ করিয়াছেন। অসুরগণ, তাহাদের সকল যত্ন বিফল হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধারম্ভে তাহাদের প্রভু বৃত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ২৯ ॥

———

বৃত্রোঽসুরাংস্তাননুগান্মনস্বী
প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলঞ্চ ভগ্নং
ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগ্নং (পরৈঃ ক্ষতযুক্তং কৃতম্ অতএব) তীব্রেণ ভয়েন পলায়িতং (চ) (স্ব) বলং (সৈন্যং) প্রেক্ষ্য প্রধাবতঃ (পলায়মানান্) তান্ (বীরতয়া প্রসিদ্ধান্) অনুগান্ (স্বান্তরঙ্গান্ অপি) অসুরান্ প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মনস্বী (ধীরঃ) বীরঃ বৃত্রঃ বিহস্য (তেষাম্ উপহাসং কৃত্বা) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) বভাষে (উক্তবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শত্রুকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া অতিশয় ভয়ে নিজ সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে, এবং বীর বলিয়া যে সকল অসুরগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সকল একান্তঅনুগত অসুরগণও পলায়ন করিতেছে দেখিয়া ধীরপুরুষ প্রবীর বৃত্রাসুর হাস্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

———

কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনাং
জগাদ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্
ময়ানর্ব্বন্ শম্বর মে শৃণুধ্বম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষপ্রবীরঃ (পুরুষেষু প্রকৃষ্টঃ বীরঃ বৃত্রঃ) কালোপপন্নাং (তদবসরোচিতাং) মনস্বিনাং রুচিরাং (শৌর্য্যব্যঞ্জিকাং) বাচং জগাদ (উবাচ) হে বিপ্রচিত্তে! (হে) নমুচে! (হে) পুলোমন্! (হে) ময়! (হে) অনর্ব্বন্! শম্বর! মে (বচঃ) শৃণুধ্বম্ (শৃণুত) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পুরুষপ্রবীর বৃত্রাসুর শৌর্য্যব্যঞ্জক ও

সমরানুসারে প্রয়োগযোগ্য মনস্বিগণের মনোজ্ঞ এই বাক্য বলিলেন—হে বিপ্রচিত্তি! হে নমুচি! হে পুলোমন! হে ময়! হে অনর্ব্বন্! হে শম্বর! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

—————

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ
প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং
কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—জাতস্য (প্রাণিমাত্রস্য) মৃত্যুঃ এব সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) ধ্রুবঃ (কুত্রাপি ত্রিলোক্যাং গত্বাপ্যনিবার্য্যঃ) যস্য ইহ (সংসারে) প্রতিক্রিয়া (নিবৃত্ত্যুপায়ঃ ন চ কৢপ্তা (ভগবতাপি নৈব নির্ম্মিতা) ততঃ (মৃত্যোঃ) যদি লোকঃ (স্বর্গঃ) ইহ যশঃ (চ) (স্যাৎ) অথ (তর্হি) অমুং যুক্তং (সমুচিতং) মৃত্যুং কঃ নাম ন বৃণীত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—জগৎ-জীবমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারে কেহ, যাহার প্রতিকারের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই, ভগবানও যাহার প্রতিকারের উপায় বিধান করেন নাই, সেই মৃত্যু হইতে যদি ইহকালে যশ ও পরকালে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে কোন্ ব্যক্তি এই সমুচিত মৃত্যুকে বরণ না করে? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ততো মৃত্যোরিহ যশঃ স্বর্গশ্চ যদি স্যাৎ অথ তর্হি অমুং মৃত্যুং যুক্তং সমুচিতম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই মৃত্যু হইতে যদি যশঃ ও স্বর্গলাভ সম্ভবপর হয়, 'অথ'—তাহা হইলে সেই মৃত্যু 'যুক্তং'—সমুচিতই ॥ ৩২ ॥

—————

দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ
যদ্ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্-
যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে বিশ্বরূপোপাখ্যানে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—যোগরতঃ (যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ) জিতাসুঃ (বশীকৃতপ্রাণেন্দ্রিয়শ্চ সন্) ব্রহ্মসন্ধারণয়া (ভগবদ্ধ্যানেন) কলেবরং বিজহ্যাৎ ইতি যৎ, (সঃ একঃ) মৃত্যুঃ অগ্রণীঃ (অনিবৃত্তঃ অপরাঙ্‌মুখশ্চ সন্) বীরশয়ে (রণভূমৌ) কলেবরং বিজহ্যাৎ ইতি যৎ (স চ একঃ মৃত্যুঃ) (এতৌ) দ্বৌ (মৃত্যু) ইহ (শাস্ত্রে) সম্মতৌ (অতএব) দুরাপৌ (দুর্ল্লভৌ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের নিরোধপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করা এই একপ্রকার মৃত্যু, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শরীর পরিত্যাগ করা ইহাই এক প্রকার মৃত্যু। এই দুইটীই ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্মত মৃত্যু, অতএব ইহা অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বীরশয়ে সংগ্রামে অনিবৃত্তঃ অভিমুখস্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীরশয়ে'—বীরগণ যেখানে শয়ন করেন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, 'অনিবৃত্তঃ'—অগ্রগামী (বীরপুরুষ রণে পরাঙ্মুখ হন না।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ত এবং শংসতো ধর্ম্মঃ বচঃ পত্যুরচেতসঃ।
নৈবাগৃহ্ণন্ত সম্ভ্রান্তাঃ পলায়নপরা নৃপ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃত্রের জ্ঞান, বল ও ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৃত্রাসুর পলায়নরত নিজ সৈন্যগণকে যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা শ্রবণ করে নাই। তখন সে মাতৃকুক্ষী হইতে পুরীষের ন্যায় বৃথা জন্মগ্রহণকারী পলায়নরত সেনাগণের প্রতি ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক আস্পর্দ্ধাসহকারে দেবতাগণকে সম্মুখে অবস্থান করিতে বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহাতে দেবতাগণ ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে বৃত্রাসুর তাহাদিগকে পদদলিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর সেই গদা বামহস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করিল। তাহাতে ঐরাবত আহত হইয়া ইন্দ্রকে পৃষ্ঠে লইয়া সপ্তধনু দূরে পতিত হইল। ইন্দ্র বৃত্রাসুরভ্রাতা ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে প্রথমে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিয়া পরে তাঁহাকে হত্যা করেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের ঐ প্রকার নৃশংশ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বক্ষ্যমান বলিতে লাগিল—ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহাদের একমাত্র সহায় তাঁহাদের জয়, সম্পদ এবং সন্তোষাদি গুণ অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে অলভ্য কিছু নাই। তথাপি ভগবান্ ভক্তের মঙ্গল-কামনায় ঐ সকল জড়সম্পদ তাহাদিগকে প্রদান করেন না। উহাই ভগবানের কৃপা। অতএব আমি যেন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের দাসানুদাস হইতে পারি এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ, কীর্ত্তন ও সেবা করিতে পারি। দেহপুত্রকলত্রাদিতে অনাসক্ত হইয়া যেন ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা লাভ হয়। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। এতদ্ব্যতীত ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য অথবা মুক্তি আমার প্রয়োজন নাই।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (হে) নৃপ! এবং ধর্ম্মং শংসতঃ (কথয়তঃ) পত্যুঃ (বৃত্রস্য) বচঃ অচেতসঃ (ব্যাকুল-চিত্তাঃ) সম্ভ্রান্তাঃ (ভয়ত্রস্তাঃ) পলায়নপরাঃ (চ) তে (অসুরাঃ) নৈব অগৃহ্ণন্ত (নৈব অগৃহ্ণন্)॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! অসুরপতি বৃত্র এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেও ব্যাকুলহৃদয়, পলায়নরত, ভীত অসুরগণ তাহার বাক্য গ্রহণ করিল না॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একাদশে তু সংগ্রামমধ্যে বৃত্রস্য বর্ণিতাঃ।
শৌর্য্যময্যো গিরঃ কাশ্চিৎ প্রেমময্যশ্চ কাশ্চন ॥০

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে সংগ্রামকালে বৃত্রাসুরের কিছু বীরত্বব্যঞ্জক এবং কিছু প্রেমময় বাক্য বর্ণিত হইয়াছে॥ ০ ॥

**বিশীর্য্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ।
কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বাতপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশত্রুরমর্ষিতঃ।
তান্ নিবার্য্যৌজসা রাজন্নির্ভর্ৎস্যেদমুবাচ হ ॥ ৩ ॥**

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! কালানুকূলৈ (কালানুবর্ত্তিভিঃ) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) কাল্যমানাং (বিদ্রাব্যমাণাম্) (অতএব) অনাথবৎ (অনাথাম্ ইব) বিশীর্য্যমাণাম্ আসুরীং (স্বকায়াং) পৃতনাং (সেনাং) দৃষ্ট্বা সংক্রুদ্ধঃ অমর্ষিতঃ (অসহনঃ) অসুরর্ষভঃ ইন্দ্রশত্রুঃ (বৃত্রঃ) অতপ্যত (ততশ্চ) ওজসা (বলেন) তান্ (ত্রিদশান্) নিবার্য্য নির্ভর্ৎস্য চ ইদং (বক্ষ্যমাণং বচনং) উবাচ হ (কথয়ামাস)॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! দেবতাগণ শুভসময় বুঝিয়া অসুরসেনাকে বিতাড়িত করিতেছিলেন, এবং তাহারা নিরাশ্রয়ের ন্যায় বিশীর্ণ হইতেছিল। অসুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রশত্রু বৃত্র তাহা দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত

হইয়াছিলেন। অনন্তর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারিত করিয়া তিরস্কার করিতে করিতে ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ২-৩॥

বিশ্বনাথ—অনাথবৎ অনাথামিব তাংস্ত্রিদশান্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাথবৎ'—নিরাশ্রয়ের ন্যায় অসুরসৈন্যগণকে বিশীর্ণ হইতে দেখিয়া, 'তান্'—সেই দেবতাগণকে (ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বৃত্রাসুর এইরূপ বলিলেন।) ২-৩ ॥

কিং ব উচ্চরিতৈর্মাতুর্ধাবদ্ভিঃ পৃষ্ঠতো হতৈঃ।
ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দেবাঃ!) মাতুঃ উচ্চরিতৈঃ (পুরুষ-বদুদরাৎ নির্গতৈঃ) ধাবদ্ভিঃ (পলায়মানৈঃ) পৃষ্ঠতঃ হতৈঃ (দৈত্যৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং তব ইত্যর্থঃ) কিং (ফলং ন যশঃ নাপি ধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ) শূরমানিনাম্ (আত্মানং শূরং মন্যমানানাং) ভীতবধঃ (ভীতস্য যঃ বধঃ) (সঃ) শ্লাঘ্যঃ ন (ভবতি) ন হি (নাপি) স্বর্গ্যঃ (স্বর্গহেতুঃ ভবতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(হে দেবগণ!) এই পলায়নরত অসুর সকল মাতৃজঠর হইতে পুরীষের ন্যায় বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বস্তুতঃ ইহাদের জন্ম নিরর্থক। এতাদৃশ শত্রুকে পশ্চাৎদিক হইতে বধ করিয়া আপনাদের লাভ কি? নিজকে যাঁহারা বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের ভীতকে বধ করা কখনও প্রশংসনীয় নহে এবং তাহাতে স্বর্গও লাভ হয় না॥ ৪

বিশ্বনাথ—হে মাতুরুচ্চরিতাঃ পুরীষতুল্যা দেবাঃ পৃষ্ঠতো হতৈর্দৈত্যৈঃ কিং ন যশো নাপি ধর্ম্মঃ। তৃতীয়ান্তপাঠে দৈত্যানাং বিশেষণং ভীতানাং বধো ন শ্লাঘ্যঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণোরুভয়োরপি যশো ধর্ম্মাভাবব্যঞ্জকত্বাৎ জুগুপ্সিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে মাতুঃ উচ্চরিতাঃ'—মাতার পুরীরের ন্যায় হীন দেবগণ! 'পৃষ্ঠতঃ হতৈঃ'—শত্রুকে পশ্চাৎদিক্ হইতে বধ করিয়া তোমাদের লাভ কি? ইহাতে কোন যশঃ, অথবা ধর্ম্মও নাই। এই স্থলে তৃতীয়ান্ত, অর্থাৎ 'উচ্চারিতৈঃ'—এইরূপ পাঠে, উহা দৈত্যগণের বিশেষণ। পলায়ণপর দৈত্যগণ মাতার পুরীরের ন্যায় হীন, তাহাদিগকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে আহত করিয়া তোমাদের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? যেহেতু ভীতগণের বধ প্রশংসনীয় নহে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েরই যশঃ ও ধর্ম্মের অভাবে উহা নিন্দনীয়ই—এই অর্থ ॥ ৪ ॥

যদি বঃ প্রধনে শ্রদ্ধা সারং বা ক্ষুল্লকা হৃদি।
অগ্রে তিষ্ঠত মাত্রং মে ন চেদ্‌গ্রাম্যসুখে স্পৃহা ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) যদি বঃ (যুষ্মাকং) প্রধনে (যুদ্ধে) শ্রদ্ধা হৃদি সারং (ধৈর্য্যং) (বা অস্তি) চেৎ (যদি) গ্রাম্যসুখে (বিষয়ভোগে) স্পৃহা (ইচ্ছা) ন (অস্তি) (তদা) ক্ষুল্লকাঃ! (ক্ষুদ্রাঃ!) মাত্রং (ক্ষণমাত্রং) মে (মম) অগ্রে তিষ্ঠত (যদি মদগ্রে যোদ্ধুং ন শক্নুথ তদা কেবলং তিষ্ঠত অন্যথা নাহং ভীতান্ হন্মি ইতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যদি তোমাদের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে এবং গ্রাম্যসুখে অর্থাৎ বিষয়ভোগে অভিলাষ না থাকে, তবে হে ক্ষুদ্রদেবগণ! ক্ষণমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রধনে যুদ্ধে সারং ধৈর্য্যং হে ক্ষুল্লকাঃ ক্ষুদ্রাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রধনে'—যুদ্ধে। 'সারং'—ধৈর্য্য। 'হে ক্ষুল্লকাঃ'—হে ক্ষুদ্র দেবগণ! (যদি তোমাদের যুদ্ধবিষয়ে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে এবং ঐহিক বিষয়সুখে আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকালমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান কর।) ॥ ৫ ॥

এবং সুরগণান্ ক্রুদ্ধো ভীষয়ন্ বপুষা রিপূন্।
ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুমহাপ্রাণঃ (মহাবলঃ বৃত্রঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) এবং (বচসা) বপুষা (শরীরেণ) রিপূন্ (স্ব-শত্রূন্) সুরগণান্ ভীষয়ন্ ব্যনদৎ (নাদং চকার) যেন (বৃত্রনাদেন হেতুনা) লোকাঃ (প্রাণিনঃ সর্ব্বে) বিচেতসঃ (জ্ঞানশূন্যাঃ জাতাঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মহাবলশালী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া

স্বকীয় বিশাল শরীর প্রদর্শনে শত্রু দেবগণকে ভীত করিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যে, তাহাতে সমস্ত প্রাণিবর্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৬ ॥

তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ ।
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তেন বৃত্রবিস্ফোটনেন (বৃত্রস্য বিস্ফোটনেন নাদেন সর্ব্বে দেবগণাঃ মূর্চ্ছিতা অশনিনা (বজ্রাঘাতেন) হতাঃ যথা (ইব) ভূমৌ নিপেতুঃ বৈ (পতিতাঃ এব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বৃত্রাসুরের সেই ভীষণ সিংহ-নাদ শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৈ ইতি চার্থে বিস্ফোটিতং উরুপ্রগণ্ডয়োঃ করতলাঘাতস্তেন চ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈ'—ইহা 'চ-কার' অর্থে। 'বিস্ফোটিত'—বলিতে উরু ও প্রগণ্ডের (কনুই অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগের) উপর যে করতলের আঘাত; তাহার দ্বারা (অর্থাৎ বৃত্রাসুর বাহুতে করতলের যে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়াছিল, তাহাতেই দেবগণ বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত লইয়াছিলেন।) ॥ ৭ ॥

মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং
নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ ।
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূল ওজসা
নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ (রণরঙ্গে রণভূমৌ দুষ্টঃ মদঃ গর্ব্বঃ যস্য সঃ) উদ্যতশূলঃ (উদ্যতং শূলং যেন সঃ বৃত্রঃ) ওজসা (স্ব-সামর্থ্যেন) গাং (পৃথ্বীং) কম্পয়ন্ উন্মদঃ (উদ্‌গতঃ মদঃ যস্য সঃ) যূথপতিঃ (গজঃ) নালং যথা (নলানাং বনমিব) আতুরং (ভীতম্) (অতঃ) নিমীলিতাক্ষং সুরসৈন্যং (দেবসৈন্যং) পদ্ভ্যাং মমর্দ্দ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—রণরঙ্গে উন্মত্ত বৃত্রাসুর তদীয় শূল উত্তোলন করিয়া নিজবলে পৃথিবী কম্পিত করিল। তাহার ভয়ে দেবগণ ভীত হইয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিলেও সে (বৃত্রাসুর) মদমত্ত যূথপতি হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, সেইরূপ তাহাদিগকেও পদদলিত করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আতুরত্বাদেব মুদ্রিতনেত্রম্। নলানাং বনং নালং যূথপতির্হস্তী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিমীলিতাক্ষং'—ভয়াতুর বলিয়াই মুদ্রিতনেত্র দেবসৈন্যগণকে। 'নালং বনং'—নলসকলের বন নাল, তাহা যূথপতি হস্তী যেমন পদদলিত করে (সেইরূপ পদযুগলদ্বারা বৃত্রাসুর দেবসৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল।) ॥ ৮ ॥

বিলোক্য তং বজ্রধরোঽত্যমর্ষিতঃ
স্বশত্রবেঽভিদ্রবতে মহাগদাম্ ।
চিক্ষেপ তামাপততীং সুদুঃসহাং
জগ্রাহ বামেন করেণ লীলয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রধরঃ (ইন্দ্রঃ) তৎ (দেবদলন্) বিলোক্য অত্যমর্ষিতঃ (অসহমানঃ) অভিদ্রবতে (স্ব-সম্মুখম্ আগচ্ছতে) স্বশত্রবে (তস্মৈ) (তং হস্তং) মহাগদাং চিক্ষেপ (বৃত্রঃ চ) আপততীং সুদুঃসহাম্ (অপি) তাং বামেন করেণ লীলয়া (হেলয়া) জগ্রাহ (ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ তদ্দর্শনে অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া সেই আক্রমণকারী স্বকীয় শত্রুর প্রতি এক মহাগদা নিঃক্ষেপ করিলেন। বৃত্রাসুরও স্বীয় অভিমুখে নিপতিত অপরের দুঃসহ গদাকে অনায়াসে বামহস্তে ধারণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অভিদ্রবতে সম্মুখমাগচ্ছতে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিদ্রবতে'—নিজের সম্মুখে আগমনকারী (নিজশত্রু বৃত্রাসুরকে বজ্রধারী ইন্দ্র একটি গদা নিক্ষেপ করিলেন।) ॥ ৯ ॥

স ইন্দ্রশত্রুঃ কুপিতো ভৃশং তয়া
মহেন্দ্রবাহং গদয়োরুবিক্রমঃ ।
জঘান কুম্ভস্থল উন্নদন্ মৃধে
তৎকর্ম্ম সর্ব্বে সমপূজন্নৃপ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! সঃ উরুবিক্রমঃ (উগ্রপরাক্রমঃ) ইন্দ্রশত্রুঃ (বৃত্রঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) কুপিতঃ (অতঃ) মৃধে (সংগ্রামে) উন্নদন্ তয়া (গদয়া) মহেন্দ্রবাহম্ (ঐরাবতং) কুম্ভস্থলে (মস্তকে) জঘান (তস্য) তৎকর্ম্ম সর্ব্বে (স্বপরসৈনিকাঃ) সমপূজয়ন্ (সৎকৃতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অনন্তর অতি বিক্রমশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রও অতিশয় কুপিত হইয়া সংগ্রামমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেই গদাদ্বারাই ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করিলেন, স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্যগণ সকলেই তাহার সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

ঐরাবতো বৃত্রগদাভিমৃষ্টো
বিঘূর্ণিতোঽদ্রিঃ কুলিশাহতো যথা ।
অপাসরদ্ভিন্নমুখঃ সহেন্দ্রো
মুঞ্চন্নসৃক্ সপ্তধনুর্ভৃশার্ত্তঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—বৃত্রগদাভিমৃষ্টঃ (বৃত্রস্য গদয়া অভিমৃষ্টঃ অভিহতঃ) ভিন্নমুখঃ (বিদীর্ণবক্ত্রঃ) ভৃশার্ত্তঃ (অতিপীড়িতঃ) সহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রং বহন্) ঐরাবতঃ অসৃক্ (রক্তং) মুঞ্চন্ বিঘূর্ণিতঃ কুলিশাহতঃ (কুলিশেন বজ্রেন আহতঃ) অদ্রিঃ যথা (পর্ব্বতঃ ইব) (সন) সপ্তধনুঃ (অষ্টাবিংশতি-হস্তমাত্রং দেশম্) অপাসরৎ (তির্য্যক্ পৃষ্ঠতঃ বা গতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুরের গদাঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐরাবত অতিশয় পীড়িত হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে এবং বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে পৃষ্ঠে ইন্দ্রকে লইয়া সপ্তধনু অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি হস্ত দূরে পতিত হইল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভিন্নমুখঃ বিদীর্ণবক্ত্রঃ সপ্তধনুরষ্টাবিংশতিহস্তমাত্রম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভিন্নমুখঃ'—বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হইয়াছিল। 'সপ্তধনুঃ'—বলিতে অষ্টাবিংশতি হস্ত পরিমিত স্থান ॥১১

ন সন্নবাহায় বিষণ্ণচেতসে
প্রাযুঙ্ক্ত ভূয়ঃ স গদাং মহাত্মা ।
ইন্দ্রোঽমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শ-
বীতব্যথক্ষতবাহোঽবতস্থে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মা (ধর্ম্মাত্মা) সঃ (বৃত্রঃ) সন্নবাহায় (সন্নঃ অবসন্নঃ বাহঃ বাহনং যস্য তস্মৈ) (অতএব) বিষণ্ণচেতসে (বিষণ্ণং বিষাদেন ব্যাকুলং চেতঃ যস্য তস্মৈ) ইন্দ্রায় ভূয়ঃ (পুনরপি) গদাং ন প্রাযুঙ্ক্ত (ন চিক্ষেপ) ইন্দ্রঃ (তু) অমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শবীতব্যথক্ষতবাহঃ, (অমৃতস্যন্দী অমৃতস্রাবী যঃ স্বকরঃ তেন যঃ অভিমর্শঃ স্পর্শঃ তেন বীতা গতা ব্যথা পীড়া যস্য তথাভূতঃ ক্ষতঃ বাহঃ হস্তী যস্য সঃ তথাভূতঃ) অবতস্থে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মপ্রাণ বৃত্র, বাহন ঐরাবতকে অবসন্ন দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনর্ব্বার গদা নিঃক্ষেপ করেন নাই, ইত্যবসরে ইন্দ্রও অমৃতস্রাবী স্বীয় করস্পর্শে ঐরাবতের ক্ষত ব্যথা অপনোদন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সন্নোঽবসন্নোবাহো যস্য তস্মৈ। অমৃতস্যন্দী অমৃতস্রাবী যঃ স্বকরস্তস্যাভিমর্শেন স্পর্শেন গতব্যথঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্নবাহায়'—সন্ন বলিতে অবসন্ন (অবসাদগ্রস্ত) বাহন যাহার, সেই ইন্দ্রের প্রতি (বৃত্রাসুর পুনরায় গদানিক্ষেপ করে নাই)। 'অমৃতস্যন্দী'—ইন্দ্র অমৃতস্রাবী নিজ করস্পর্শে ঐরাবতের ব্যথা অপনোদিত করিলেন ॥ ২২ ॥

স তং নৃপেন্দ্রাহবকাম্যয়া রিপুং
বজ্রায়ুধং ভ্রাতৃহণং বিলোক্য ।
স্মরংশ্চ তৎকর্ম্ম নৃশংসমংহঃ
শোকেন মোহেন হসন্ জগাদ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপেন্দ্র ! স আহবকাম্যয়া (যুদ্ধেচ্ছয়া) বজ্রায়ুধ (বজ্রং গৃহীত্বা অবস্থিতং) রিপুং ভ্রাতৃহণং (বিশ্বরূপং হতবন্তং) তম্ (ইন্দ্রং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) নৃশংসং ক্রূরং অংহঃ (পাপরূপং) তৎকর্ম্ম (তৎকৃতম) স্মরন্ শোকেন মোহেন (ভ্রাতৃস্নেহেন চ সন্তপ্তঃ অপি) হসন্ জগাদ (উক্তবান্) ॥১৩

অনুবাদ—হে রাজন্! বৃত্রাসুর তাহার ভ্রাতৃহন্তা শত্রু ইন্দ্রকে যুদ্ধেচ্ছায় বজ্র ধারণ করিয়া সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার (ইন্দ্রের) ভ্রাতৃহননরূপ নিষ্ঠুর ও পাপকর্ম্মের স্মরণ করিতে করিতে শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল ॥ ১৩ ।

বিশ্বনাথ—নৃশংসং ক্রূরম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'নৃশংসং'— ক্রূরস্বভাব (ইন্দ্রকে দেখিয়া) ॥ ১৩ ॥

শ্রীবৃত্র উবাচ—

দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপু-
র্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ ।
দিষ্ট্যানৃণোঽদ্যাহমসত্তম ত্বয়া
মচ্ছূলনির্ভিন্নদৃশদ্ধৃদাচিরাৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবৃত্রঃ উবাচ। (হে) অসত্তম! যঃ ব্রহ্মহা (ব্রাহ্মণং হতবান্) (এবং) গুরুহা (মম) ভ্রাতৃহা চ রিপুঃ (সঃ) ভবান্ অদ্য মে (মম) (অগ্রতঃ) সমবস্থিতঃ (এতৎ) দিষ্ট্যা (ভদ্রং জাতং) মচ্ছূল নির্ভিন্নদৃশদ্ হৃদা (মম শূলেন নির্ভিন্নং দৃশৎ পাষাণসদৃশং হৃৎ হৃদয়ং যস্য তেন) ত্বয়া (নিমিত্তেন) অদ্য অচিরাৎ (এব) (ভ্রাতুঃ) অনৃণঃ (স্যাম্ এতৎ দিষ্ট্যা ভদ্রমেব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুর বলিল—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, গুরুবধ এবং মদীয় ভ্রাতৃবধ করিয়াছে, ভাগ্যবশতঃ সেই তুমি অদ্য শত্রুভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ। কি সৌভাগ্য! রে পাপিষ্ঠ, যদি আমার শূলে তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদারণ হয় তাহা হইলে আমি আজ অচিরেই ভ্রাতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মচ্ছূলেন নির্ভিন্নং দৃশতুল্যং হৃদ্‌যস্য তথাভূতেন সতা অদ্যাহমনৃণোঽভূবম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মচ্ছূল-নির্ভিন্ন-দৃশদ্ধৃদা'—আমার শূলের দ্বারা নির্ভিন্ন প্রস্তরতুল্য হৃদয় যাহার, সেইরূপ হইলে, অর্থাৎ যদি আমার শূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে অদ্য আমি ভ্রাতৃ-ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব ॥ ১৪ ॥

যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতে-
র্গুরোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য ।
বিস্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ
পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ স্বর্গকামঃ (ভবান্) আত্মবিদঃ দ্বিজাতেঃ (ব্রাহ্মণস্য) গুরোঃ অপাপস্য দীক্ষিতস্য (যজ্ঞে দীক্ষাবতঃ) নঃ (অস্মাকম্) অগ্রজস্য (বিশ্বরূপস্য) বিস্রভ্য (উপাধ্যায়-তয়াবরণেন বিশ্বাসং দত্ত্বা) স্বর্গকামঃ (যাজ্ঞিকঃ পুরুষঃ) অকরুণঃ (দয়াশূন্যঃ সন্) পশোঃ ইব (যথা পশোঃ শিরঃ ছিনত্তি তদ্বৎ ইতি) খড়্গেন শিরাংসি অবৃশ্চৎ (বিচ্ছেদ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যে তুমি স্বর্গকামনায় আত্মজ্ঞানী, নিষ্পাপ, দীক্ষিত, বিশেষতঃ তোমার গুরু আমার ভ্রাতা ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিয়া বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক স্বর্গকামী যাজ্ঞিক পুরুষ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে পশুর শিরশ্ছেদ করে, সেইরূপ খড়্গদ্বারা শিরশ্ছেদ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বর্গকামো যাজ্ঞিকো ভবাংশ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বর্গকামঃ'—স্বর্গকামী যাজ্ঞিক যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে পশুর শিরশ্ছেদ করে, তুমিও সেরূপ স্বর্গের আধিপত্য রক্ষার জন্য বিশ্বরূপের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

শ্রীহ্রীদয়াকীর্ত্তিভিরুজ্‌ঝিতং ত্বাং
স্বকর্ম্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্ ।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহ-
মস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীহ্রীদয়াকীর্ত্তিভিঃ (সদ্‌গুণৈঃ) উজ্‌ঝিতং (ত্যক্তং) স্বকর্ম্মণা (স্বকৃতেন পুরুষাদৈঃ চ (পুরুষান্ অদন্তীতি পুরুষ্যাদাঃ রাক্ষসাঃ তৈঃ অপি) গর্হ্যং (নিন্দ্যং) মচ্ছূলবিভিন্নদেহং (মম শূলেন বিভিন্নঃ দেহঃ যস্য তম্ অতএব) কৃচ্ছ্রেণ (মৃতম্) অস্পৃষ্টবহ্নিম্ অদগ্ধদেহং) (তং) ত্বাং গৃধ্রাঃ সমদন্তি (সম্যক্ প্রকারেণ ভক্ষয়ন্তি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সম্পদ, লজ্জা, দয়া, যশঃ প্রভৃতি সদ্‌গুণভ্রষ্ট, নিজ কর্ম্মবশে রাক্ষসাদিরও নিন্দনীয় তোমাকে আমার এই শূলদ্বারা ভিন্ন করিতেছি,

তাহাতে তোমাকে অতিকষ্টে মরিতে হইবে, অগ্নিও তোমার সেই দেহ স্পর্শ করিবে না প্রত্যুত গৃধ্রগণই তাহা ভক্ষণ করিবে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমদন্তীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদিতি লট্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমদন্তি'—ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান-সামীপ্যে লট্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ আমার শূলদ্বারা বিদীর্ণ অগ্নিরও অস্পৃষ্ট তোমার এই দেহ গৃধ্রগণই ভক্ষণ করিবে ॥ ১৬ ॥

———

অন্যেঽনু যে ত্বেহ নৃশংসমজ্ঞা
যদুদ্যতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্ ।
তৈর্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাত-
ত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈর্যজামি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে তু যে অজ্ঞাঃ (মৎপ্রভাবানভিজ্ঞঃ) যৎ (যদি) নৃশংসং (ক্রূরম্) ত্বা (ত্বাং) অনুবর্ত্তমানাঃ উদ্যতাস্ত্রাঃ (সন্তঃ) ইহ (সংগ্রামে) মহ্যং (মাং) প্রহরন্তি (প্রহরিষ্যন্তি) (তদা) তৈঃ নিশাতত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈঃ (নিশাতেন তীক্ষ্ণীকৃতেন শূলেন নির্ভিন্নঃ গলঃ যেষাং তৈঃ) সগণান্ (ভূতপ্রেতাদিগণসহিতান্) ভূতনাথান্ (ভৈরবাদীন্) যজামি (যক্ষ্যামি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এবং অন্যান্য দেবগণও যদি আমার প্রভাব না জানিয়া ক্রূরপ্রকৃতি তোমারই অনুবর্ত্তন করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও) এই তীক্ষ্ণ শূলদ্বারা তাহাদের কণ্ঠ ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভূতপ্রেতাদিসহ ভূতনাথের যজ্ঞ করিব ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যে যে ত্বা ত্বাং অনুগতাঃ তৈর্যজামি যক্ষ্যামি অসুরদ্বারৈব। তেন চাসুরান্ অসুরেষ্টদেবান্ ভূতনাথাংশ্চ প্রীণয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যে যে'—অন্য যে সকল দেবতা তোমার অনুসরণ করিতেছে, 'তৈঃ যজামি'—অসুরদ্বারাই তাহাদের অর্চ্চনা করিব। ইহাতে অসুরগণ, তাহাদের ইষ্টদেব ও (ভৈরবাদি) ভূতনাথগণের প্রীতিবিধান করিব— এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

———

অথো হরে মে কুলিশেন বীর
হর্ত্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ ।
তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায়
মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর ! (হে) হরে ! (ইন্দ্রঃ !) অথো (অথবা) ইহ (সংগ্রামে) ভবান্ এব যদি প্রমথ্য (মম সেনাং বিলোড্য) কুলিশেন (বজ্রেণ) মে (মম) শিরঃ হর্ত্তা (হরিষ্যতি) তত্র (তর্হি) ভূতবলিং (ভূতেভ্যো বলিং) বিধায় (তেভ্যঃ) অনৃণঃ (বিমুক্ত কর্ম্মবন্ধনঃ সন্) মনস্বিনাং (ধীরাণাং নারদাদীনাং) পাদরজঃ প্রপৎস্যে (ধীরাণাং পদং প্রাপ্স্যামি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে বীর ইন্দ্র ! অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রদ্বারা সবিক্রমে আমার শিরশ্ছেদ কর তাহা হইলেও আমি আমার এই দেহ ভূতগণকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ধীরজনোচিত পদবী লাভ করিব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অথো অথবা ভূতেভ্যঃ শৃগালাদিভ্যো বলিং স্বদেহেনাতিস্থূলেন বিধায় দত্ত্বা অনৃণঃ শোধিতঋণঃ সন্ মনস্বিনাং শ্রীনারদাদিভক্তানাং পাদরজঃ প্রাপ্স্যামি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অথবা, 'ভূতবলিং'—আমার এই অতিস্থূল দেহের দ্বারা শৃগালাদি প্রাণিগণকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক ঋণশোধ করিয়া, 'মনস্বিনাং'—নারদাদি ভক্তগণের পদবী প্রাপ্ত হইব ॥ ১৮

———

সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং
পুরঃস্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্ ।
মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রঃ
স্যান্নিষ্ফলঃ কৃপণার্থেব যাচ্ঞা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরেশ ! বৈরিণি (শত্রৌ) ময়ি (বৃত্রাসুরে) পুরঃস্থিতে (ভবদগ্রে বর্ত্তমানে সত্যপি) অমোঘং (কুত্রাপি অপ্রতিহতং) বজ্রং কস্মাৎ (হেতোঃ) ন হিনোষি (মাং প্রতি ন ক্ষিপসি) মা সংশয়িষ্ঠাঃ (সন্দেহং ন কার্ষীঃ) কৃপণার্থা (কৃপণাদ্ অর্থঃ প্রয়োজনং তস্যাঃ সা) যাচ্ঞা (প্রার্থনা) ইব

(তাদৃশী প্রার্থনা যথা বিফলা ভবতি তথা ময়ি বিফলতাং গতা) গদা ইব বজ্রঃ নিষ্ফলঃ ন স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সুরপতে ! আমি তোমার শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি জন্য আমার প্রতি অমোঘ বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ না। কৃপণের নিকট প্রার্থনা করিলে উহা যেরূপ নিষ্ফল হয়, আমার প্রতি তোমার নিক্ষিপ্ত গদা সেইরূপ বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বজ্র তাদৃশ বিফল হইবে না, অতএব তুমি এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিও না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং যথা জীবিত্বা স্বর্গীয়বিষয়ভোগমভিলষসি তথৈবাহং মৃত্বা বৈকুণ্ঠে ভগবতঃ সাক্ষাচ্চরণসেবামভিলাষামীতি তব চ মম চাভীষ্টং সিধ্যতু কিমিতি মদ্বধে বিলম্বসে ইত্যাহ সুরেশেতি। বজ্রক্ষেপস্যৈবম্ভূতং লক্ষ্যং কদা প্রাপ্স্যসীত্যাহ। পুর এব কেবলং স্থিতে নতু কমপি প্রতীকারং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। ননু মহাসত্ত্বে ত্বয়ি কদাচিদ্বজ্রক্ষেপো নিষ্ফলঃ স্যাদিতি শঙ্কে তত্রাহ অমোঘমব্যর্থম্। ননু গদা যথা মদীয়ৈব ত্বৎপাণিগতা মম পীড়াকরী সাক্ষাদেবাভূৎ তথৈব যদি বজ্রোঽপি স্যাত্তদাহং কিং করিষ্যামীত্যত আহ—মেতি। কৃপণাদর্থং প্রয়োজনং যস্যাঃ সা যাচঞা যথা নিষ্ফলা তথা বজ্রং নিষ্ফলং ন স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি যেরূপ জীবিত থাকিয়া স্বর্গীয় বিষয়ভোগের অভিলাষ করিতেছ, আমিও তদ্রূপ মরণের পর বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ চরণসেবার অভিলাষ করিতেছি, অতএব তোমার ও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক, তবে কিজন্য আমার বধে বিলম্ব করিতেছ ? ইহা বলিতেছেন—'সুরেশ' ইত্যাদি। বজ্রনিক্ষেপের এইরূপ লক্ষ্যস্থল কোথায় পাইবে ? ইহা বলিতেছেন—'পুরঃস্থিতে', যে কেবল তোমার সম্মুখেই অবস্থিত আছে, কিন্তু কোনও প্রতীকার করিতেছে না—এই অর্থ। যদি বলেন—বিশাল দেহ তোমাতে কখনও বজ্রনিক্ষেপ যদি নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অমোঘং'—ঐ বজ্রটি অব্যর্থ। দেখ—আমার গদা যেমন তোমার হস্তগত হইয়া সাক্ষাৎ আমার পীড়াকরী হইয়াছিল, সেইরূপ যদি বজ্রও হয়, তখন আমি কি করিব ? ইহাতে বলিতেছেন—'মা সংশয়িষ্ঠাঃ', কোন সংশয় করিও না। 'কৃপণার্থেব'—কৃপণ হইতে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার সেই রূপ যাচঞা, অর্থাৎ কৃপণের নিকট যাচঞা করিলে উহা যেরূপ নিষ্ফল হয়, সেইরূপ বজ্র কখন নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৯ ॥

নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা
হরের্দধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো
যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ননু (নিশ্চিতমেতৎ) (হে) শক্র ! এষঃ তব বজ্রঃ হরেঃ তেজসা দধীচেঃ তপসা (তপোজনিততেজসা) তেজিতঃ (তীক্ষ্ণীকৃতঃ) (অতঃ) বিষ্ণুযন্ত্রিতঃ (বিষ্ণুনা যন্ত্রিতঃ প্রেরিতঃ) (ত্বং) তেনৈব (বজ্রেণ) শত্রুং (মাং) জহি যতঃ (যত্র পক্ষে) হরিঃ ততঃ (তস্মিন্ পক্ষে) বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাশ্চ (দয়াসন্তোষসৌশীল্যাদয়ঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্র ! তোমার এই বজ্র ভগবান্ শ্রীহরির তেজে ও দধীচিমুনির তপস্যায় অতিশয় তেজযুক্ত হইয়াছে, তুমিও বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, অতএব ইহাদ্বারা তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্ হরি যে পক্ষ অবলম্বন করেন, সেইপক্ষে জয়, সম্পদ, এবং সন্তোষাদিগুণসমূহ অবশ্যম্ভাবী ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অমোঘত্বে হেতুং বদন্ প্রোৎসাহয়তি। নন্বিতি হরের্ভগবতঃ তেজসা দধীচেস্তপসা চ তেজিতস্তীক্ষ্ণীকৃতঃ। বিষ্ণুনা যন্ত্রিতঃ প্রেরিতঃ, যতো যত্র পক্ষে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বজ্রের নিষ্ফলত্বে কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রোৎসাহিত করিতেছেন—'নন্বেষ' ইত্যাদি। ভগবান্ শ্রীহরির তেজ এবং দধীচি মুনির তপস্যার দ্বারা 'তেজিতঃ'—তীক্ষ্ণীকৃত, অর্থাৎ শাণিত হইয়াছে এই বজ্র। 'বিষ্ণুযন্ত্রিতঃ'—বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (তুমি ইহাদ্বারাই শত্রু সংহার কর)। 'যতঃ' —যে পক্ষে শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন, (তথায় বিজয়, শ্রী ও সদ্গুণসমূহের উদয় অবশ্যম্ভাবী।) ॥ ২০ ॥

অহং সমাধায় মনো যথাহ নঃ
সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো
গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অহং তু ত্বদ্‌বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশঃ (তব বজ্রস্য রংহসা বেগেন লুলিতঃ ছিন্নঃ গ্রাম্যপাশঃ সংসার-বন্ধনভূতঃ দেহঃ যস্য সঃ) অপবিদ্ধলোকঃ (অপবিদ্ধাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ তল্লোকবিষয়ভোগবাসনা যেন তথাভূতঃ সন্) সঙ্কর্ষণঃ (মৎপতিঃ) যথা আহ (তথা) তচ্চরণারবিন্দে (তদীয়চরণপদ্মে) মনঃ সমাধায় (স্থিরীকৃত্য) মুনেঃ (মননশীলস্য ভগবদ্‌-ভক্তস্য) গতিং (ভগবন্তম্) যামি (যাস্যামি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আমিও তোমার বজ্রবেগে সংসার-বন্ধনভূত কলেবর ছিন্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণানন্তর ভগবদ্‌-ভক্তগণের গতি লাভ করিব ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অয়মেবং মাং প্রলোভ্য পুনঃ পরাক্রমা-বিষ্কারেণ বজ্রঞ্চ নিষ্ফলয্য পুনরপি মাং হনিষ্যতীতি মা মংস্থাঃ। অহং যৎ কারোমি তদেকাগ্রমনাঃ শৃণ্বিত্যাহ অহমিতি। সঙ্কর্ষণো নোঽস্মাকং প্রভুঃ যথা আহ তথা তচ্চরণারবিন্দে মনঃ সমাধায় মুনের্যোগিনো গতিমহং যাস্যামি। ত্বদ্বজ্রস্য রংহসা লুলিতঃ খণ্ডিতঃ গ্রাম্যপাশাকার এতদ্দেহো যস্য সঃ। অপবিদ্ধলোকঃ ত্যক্তত্রিলোকৈশ্বর্য্যঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্যক্তি আমাকে এইরূপে প্রলোভিত (প্রলুব্ধ) করিয়া পুনরায় পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক বজ্রকেও নিষ্ফল করতঃ, পুনরায় আমাকে আহত করিবে—এইরূপ মনে করিও না, আমি যাহা করিব, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন 'অহং' ইত্যাদি। আমাদের প্রভু সঙ্কর্ষণদেব যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তদনুসারে তাঁহার চরণারবিন্দে মনোনিবেশপূর্ব্বক, 'মুনেঃ গতিং'—মননশীল যোগি-গণের গতি লাভ করিব। 'তদ্বজ্র-রংহঃ'—তোমার বজ্রের বেগে গ্রাম্যপাশের আকার (সংসারের বন্ধন-ভূত) এই দেহ খণ্ডিত হইলে, 'অপবিদ্ধলোকঃ'—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া (ভগবদ্‌ভক্ত-গণের গতি প্রাপ্ত হইব।) ॥ ২১ ॥

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্।
ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
র্মদঃ কলির্ব্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—একান্তধিয়াং (বিবেকিনাং) স্বকানাং (স্বকীয়ত্বেনাঙ্গীকৃতানাং) পুংসাং যাঃ সম্পদঃ দিবি (স্বর্গে) (যাশ্চ) ভূমৌ (যাশ্চ) রসায়াং (রসাতলে) (সপ্তসু লোকেষু তাঃ কাঃ অপি ভবান্) ন রাতি (ন দদাতি) যৎ (যাভ্যঃ সম্পদ্‌ভ্যঃ) দ্বেষঃ (অন্যোন্যং বৈরম্) উদ্বেগঃ (মনশ্চাঞ্চল্যম্) আধিঃ (মানসঃ সন্তাপঃ) মদঃ (গর্ব্বঃ) কলিঃ (কলহঃ) ব্যসনং (তন্নাশে হ্রাসে বা দুঃখং) সম্প্রয়াসঃ (সংবর্দ্ধন-সংরক্ষণাদি-প্রযত্নেন শ্রমঃ এতে ভবন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা ভগবানের প্রতি একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করেন, এবং ভগবানও যাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দান করেন না। যেহেতু তাহা হইতে শত্রুতা, উদ্বেগ, (অলাভে) মনস্তাপ, গর্ব্ব, কলহ, নাশে দুঃখ এবং রক্ষণে ও বৃদ্ধি করণে অতিপ্রয়াস পাইতে হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ত্বদ্ভক্তিতোষিতঃ সঙ্কর্ষণস্তুভ্যমেব স্বর্গাদ্যৈশ্বর্য্যং দাস্যতীতি মা বাদীঃ। শৃণু রে শক্র মৎ-প্রভোস্ত্বঞ্চ ভক্তোঽহঞ্চ ভক্তস্তত্র তুভ্যমেব ভোগৈশ্বর্য্যং দদাতি নতু মহ্যমিত্যত্র কারণং মৎপ্রভোঃ স্বভাবমেব শৃণ্বিত্যাহ পুংসামিতি। যাঃ সংপদঃ তা একান্ত-ধীভ্যঃ পুংভ্যো ন রাতি ন দদাতি, কুতঃ যদ্‌যতঃ সংপদ্ভ্যো দ্বেষাদয়ো ভক্তিসুখে বিক্ষেপকা ভবন্তীত্যতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট সঙ্কর্ষণদেবই তোমাকে স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবেন—এইরূপ বলিও না। ওহে ইন্দ্র! আমার প্রভুর তুমিও ভক্ত এবং আমিও ভক্ত, তথাপি তোমা-কেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিবেন, কিন্তু আমাকে নহে, তদ্বিষয়ে কারণ আমার প্রভুর স্বভাবই শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'পুংসাং' ইত্যাদি। 'যাঃ সম্পদঃ' —স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের যে সম্পদ্‌রাশি, তাহা শ্রীভগবান্ একনিষ্ঠ নিজ জনকে দান করেন না। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'যৎ', যেহেতু ঐ

সকল সম্পৎ হইতে ভক্তিসুখে বিক্ষেপজনক দ্বেষাদির উদয় হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

———

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শক্র ! (ইন্দ্র !) অস্মৎপতিঃ (অস্মাকং পতিঃ ভগবান্) পুরুষস্য ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতং (ত্রৈবর্গিকঃ ধর্ম্মার্থকামবিষয়ঃ যঃ আয়াসঃ তস্য বিঘাতং) বিধত্তে (করোতি) ততঃ (ত্রৈবর্গিকায়াস বিঘাতাৎ) যঃ (প্রসাদঃ) অকিঞ্চনগোচরঃ (একান্তভক্তিলভ্যঃ) (যশ্চ) অন্যৈঃ (বিষয়াক্রান্তচিত্তৈঃ) দুর্ল্লভঃ (তাদৃশঃ) ভগবৎপ্রসাদঃ অনুমেয়ঃ (অতঃ সম্যগ্ ভগবৎপ্রসাদাভাবাৎ তব সম্পদঃ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ইন্দ্র ! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের ত্রিবর্গ প্রয়াস অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামচেষ্টা নিবারণ করিয়া দেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায়। এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য ; অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মাং স্বপার্শ্বং শীঘ্রমেব নেতুং বজ্রেণ মদ্বধোপায়মুক্ত্বা যত্তুভ্যং মৎপ্রভুর্ভোগসংপদং দদাতি এতেনৈব ত্বমাত্মনি তস্যানুগ্রহাভাবং মন্যস্বেত্যাহ ত্রৈবর্গিকো ধর্ম্মার্থকামবিষয়ো য আয়াসস্তস্য বিঘাতং বিধত্তে পুরুষস্য স্বান্তরঙ্গভক্তস্য তত আয়াসোপরমাদেব ভগবৎপ্রসাদঃ অনুমেয়ঃ। নন্বেবমস্মদনুভবে তু ন ভাতি, তত্রাহ স অকিঞ্চনগোচর এব অন্যৈর্যুষ্মাভিস্তু দুর্ল্লভো যুষ্মদগোচর এবেত্যতস্ত্বয়ি তস্য সম্যক্ প্রসাদাভাবাৎ তব সংপদো ভবিষ্যন্তীতি বিশ্বস্তো ভূত্বা শীঘ্রং বজ্রং নিক্ষিপেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাকে নিজপার্শ্বে শীঘ্রই লইবার জন্য বজ্রের দ্বারা আমার বধের উপায় বলিয়া, আমার প্রভু তোমাকে যে ভোগসম্পদ্ দিতেছেন, ইহাতেই তুমি তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের অভাব বিবেচনা কর, ইহা বলিতেছেন—'ত্রৈবর্গিক' ইতি, আমাদের প্রভু নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তের ধর্ম্ম, অর্থ, কামবিষয়ক যে প্রয়াস, তাহা দূর করেন। 'ততঃ' —এই প্রয়াস উপরম হইতেই শ্রীভগবানের প্রসাদ (প্রসন্নতা) অনুমান করা যায়। যদি বলেন—দেখুন, আমাদের অনুভবে কিন্তু এইরূপ প্রকাশ পায় না, তাহাতে বলিতেছেন—'স অকিঞ্চনগোচরঃ', তাহা অকিঞ্চন জনেরই গোচরীভূত, তোমাদের ন্যায় অপরের পক্ষে উহা দুর্ল্লভ, অর্থাৎ তোমাদের অগোচরই। অতএব তোমাতে তাঁহার কৃপার অভাবহেতুই তোমার সম্পদ্‌সমূহ হইবে, ইহাতে বিশ্বস্ত হইয়া শীঘ্র বজ্র নিক্ষেপ কর—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

———

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) হরে ! তব পাদৈকমূলদাসানুদাসঃ (তব পাদৌ এব একং মূলম্ আশ্রয়ঃ যেষাং তেষাং দাসানাম্ অনুদাসঃ অহং) ভূয়ঃ (পুনঃ) ভবিতাস্মি (ভবিষ্যামি ভবেয়ং) অসুপতেঃ (প্রাণনাথস্য তে (তব) গুণান্ (মম) মনঃ স্মরেত (চিন্তয়েৎ) বাক্ (চ) (তানেব গুণান্) গৃণীত (কীর্ত্তয়েৎ) কায়ঃ (তস্য এব) কর্ম্ম (সেবাং) করোতু ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে হরে ! যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাস গণেরও দাস হইতে পারিব ? আমার মন যেন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য যেন তোমারই গুণ কীর্ত্তন এবং শরীরও তোমারই সেবা কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি বজ্রমনিক্ষিপন্তমিন্দ্রং দৃষ্ট্বা হন্ত হন্ত বরাকমিমং শক্রং বহির্দ্দর্শিনং কিমিতি ব্রবীমি স্বপ্রভোশ্চরণারবিন্দ এব কিং ন নিবেদয়ামীতি ধ্যানাবির্ভূতং ভগবন্তমালোক্যাহ অহমিতি। তব পাদাবেব একং মূলমাশ্রয়ো যেষাং তেষাং দাসানাং অনুদাসো ভূয়ঃ পুনরপি ভবিতাস্মি ভবিষ্যামি কিং তত্র কিয়ান্ বিলম্বো বর্ত্ততে তং কৃপয়া কথয়। উৎকণ্ঠয়া

জর্জ্জরীভূতোঽস্মীতি ভাবঃ। নন্ববিলম্বেনৈব ত্বামহমেষ এবাত্মসাৎ করোমি স্বাভীষ্টান্ বরান্ বৃণীষ্বেত্যাহ,—মনো মম অসুপতেঃ প্রাণনাথস্য তব প্রাণনাথং ত্বাং স্মরতু বাক্ গুণান্ কীর্ত্তয়তু কায়ঃ কর্ম্ম ত্বৎপাদসংবাহন-ব্যজনতাম্বূলপ্রদানাদিকং করোত্বিতি কায়-বাঙ্মনসাং মে প্রার্থনা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিতেছেন না দেখিয়া, হায়! হায়! নীচ বহির্দর্শী ইন্দ্রকে কি বলিব? নিজ প্রভুর চরণারবিন্দে কেন না নিবেদন করি! এইভাবে ধ্যানে আবির্ভূত শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। 'পাদৈকমূল-দাসানুদাসঃ'—তোমার শ্রীচরণযুগলই একমাত্র আশ্রয় যাঁহাদের, সেই দাসগণের অনুদাস (অনুগত দাস) আমি কি পুনরায় হইব? তাহাতে কত বিলম্ব আছে, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বল। উৎকণ্ঠায় আমি জর্জ্জরিত হইতেছি—এই ভাব। যদি বলেন—অবিলম্বেই তোমাকে আমি আত্মসাৎ করিতেছি, তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, ইহাতে বলিতেছেন—'মনঃ' ইত্যাদি, আমার মন 'অসুপতেঃ'—প্রাণনাথ তোমার, অর্থাৎ প্রাণনাথ তোমাকে স্মরণ করুক; আমার বাগিন্দ্রিয় সেই সকল গুণ কীর্ত্তন করুক এবং আমার দেহ তোমারই পাদসম্বাহন, ব্যজন, তাম্বূল প্রদানাদি কর্ম্ম করুক—ইহাই আমার কায়, বাক্য ও মনের প্রার্থনা ॥ ২৪ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সমঞ্জস! (নিখিল-সৌভাগ্য-নিধে।) ত্বা (ত্বাং) বিরহয্য (ত্যক্ত্বা) নাকপৃষ্ঠং (ধ্রুবপদং) ন কাঙ্ক্ষে (নেচ্ছামি; এবং) পারমেষ্ঠ্যং (পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা তৎস্থানং পারমেষ্ঠ্যং) সার্ব্বভৌমং (সর্ব্বভূমেঃ অধীশ্বরত্বং) রসাধিপত্যং (পাতালেশ্বরত্বং) যোগসিদ্ধিঃ (অনিমাদিকাঃ, কিং বহুনা) অপুনর্ভবং (মোক্ষম্ অপি ন কাঙ্ক্ষে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য এবং অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি এমন কি মোক্ষ-প্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তুভ্যং স্বর্গাপবর্গাদীনি সর্ব্বাণ্যেব ফলানি দদামি গৃহাণেতি তত্র সশিরোধূননং ন ন নেত্যাহ—নেতি। নাকপৃষ্ঠং স্বর্গপদং ত্বা ত্বাং বিরহয্য ত্যক্ত্বা তদ্বিরহেণ মম প্রাণা জ্বলন্তি, স্বর্গাদয়ঃ কিং মে সুখয়িষ্যন্তীতি ধ্বনিঃ। ত্বৎসংযোগে মম পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তং বরত্রয়ং ভবেত্তদা তদেব মে স্বর্গাপবর্গাদি সর্ব্বসুখতমং কিমেতৈর্গৃহীতৈরিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমাকে আমি স্বর্গ, অপবর্গাদি সমস্ত ফলই প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, তাহাতে শিরঃকম্পনপূর্ব্বক না, না, না—এইরূপ বলিতেছেন। 'নাকপৃষ্ঠং'—স্বর্গপদ, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার বিরহে আমার প্রাণ প্রজ্বলিত হইতেছে, আর স্বর্গাদি আমাকে কি সুখদান করিবে? ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। তোমার সাহচর্য্যে আমার পূর্ব্বশ্লোকে কথিত তিনটি বর যদি (লভ্য) হয়, তাহা হইলেই আমার স্বর্গাপবর্গাদি সমস্ত কিছু সুখতম হইবে, নতুবা এই সকল গ্রহণ করিয়া কি ফল?—ইহা অনুধ্বনি ॥ ২৫ ॥

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরবিন্দাক্ষ! (পদ্মনেত্র!) যথা অজাতপক্ষাঃ খগাঃ (পক্ষিণঃ) ক্ষুধার্ত্তাঃ (ক্ষুধাদিভিঃ পীড়িতাঃ) মাতরং যথা বৎসতরাঃ (অতিবালকাঃ বৎসাঃ দাম্না বদ্ধাঃ ক্ষুধাপীড়িতাঃ কদা) স্তন্যং (প্রাপ্স্যামঃ ইতি তদিচ্ছন্তি) বিষণ্ণা (কামপীড়িতা) প্রিয়া (প্রেয়সী) ব্যুষিতং (প্রবাসিনং) প্রিয়ম্ ইব (পতিং যথা তথা মে) মনঃ (তাপত্রয়-পীড়িতং কর্ম্মভির্বদ্ধং চ) ত্বাং দিদৃক্ষতে (দ্রষ্টুমিচ্ছতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কমললোচন! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে,

রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসিপতির দর্শনে অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, অত্যুৎকণ্ঠাবতোঽপি মম ত্বৎ-প্রাপ্তিস্ত্বদধীনৈব ন চ তত্র মে ক্বাপি শক্তিরস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তত্রয়মাহ,—অজাতপক্ষাঃ খগাঃ খগবালকাঃ ঘূকাদিত্রস্তাঃ ক্ষুৎপীড়িতাশ্চ মাতরং কদা প্রাপ্স্যাম ইতি প্রতিক্ষণং দিদৃক্ষমাণাঃ পত্রেঽপি সঞ্চলতি আয়াতা মম মাতেতি বুদ্ধ্যা কোমলং কলং কূজন্তশ্চঞ্চূন্ প্রসারয়ন্তি। ননু তর্হি তন্মাতা যথা আগত্য ঘূকাদিভ্যো রক্ষন্তী স্বতঃ পৃথগ্ভূতৈরানীতৈঃ ক্ষুদ্র-কীটৈস্তচ্চঞ্চুমধ্যে নিহতৈস্তেষাং ক্ষুধামুপশময়তি তথৈবা-হমপি ত্রিবিধতাপেভ্যো ইন্দ্রাদিশত্রুভ্যশ্চ ত্বাং রক্ষন্ স্বর্গপারমেষ্ঠ্যাদিভোগৈর্দত্তৈস্ত্বদভীষ্টং পূরয়াণীতি তত্র ত্বন্মাধুর্য্যং বিনা মম নান্যৎ কিমপ্যভীষ্টমিতি তথা ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিকূলং বৃত্রাখ্য-স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়বন্ধনং বিনা মম নান্যৎ কিমপি তাপত্রয়মিত্যতো দৃষ্টান্তান্ত-রমাহ—স্তন্যং বাঞ্ছন্তীতি শেষঃ। বৎসতরা অত্যল্প-বয়স্কা বৎসা গৃহস্থগৃহে দামবদ্ধাঃ ক্ষুধয়া মাতুরেব দুগ্ধপানৈকতানমনাস্তদার্ত্তাঃ। অত্রাপি বৎসতরা মাতুর্দুগ্ধমেব স্বসুখমভিলষন্তোঽপি মাতুঃ কামপি সেবাং ন লিপ্সমানা ইত্যপরিতুষ্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ—প্রিয়ং প্রীতিমন্তং পতিং ব্যুষিতং সুদূরদেশস্থং প্রিয়া প্রেমবতী বিষণ্ণা তদ্বিরহ-জর্জ্জরিতা দিদৃক্ষতে সা যথা স্বীয়সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈঃ সেবমানা প্রিয়ং সুখয়িতুং প্রিয়স্যৈব সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদিভির্গুণলীলা-বৈদগ্ধ্যা-দিভিশ্চ স্বসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সুখয়িতুমিচ্ছতি তথৈবাহমপি ত্বাং সেবেয়েত্যত এব মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায় ইতি বরত্রয়মবাঞ্ছ-মিতি ভাবঃ। কিন্তু সা দাস্যসখ্যশৃঙ্গারৈঃ প্রিয়ং সুখয়েদহন্তু কেবলেনৈব দাস্যেন ত্বাং সুখয়েয়মিত্যে-তাবানেব ভেদঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমি অতি উৎ-কণ্ঠিত হইলেও আমার পক্ষে তোমার প্রাপ্তি, তোমা-রই অধীন, তদ্বিষয়ে আমার কোন শক্তিই নাই, ইহাতে তিনটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অজাতপক্ষাঃ' ইত্যাদি। যাহাদের পক্ষ উদ্‌গত হয় নাই, এরূপ পক্ষিশাবকগুলি যেমন ঘূকাদি (পেঁচা প্রভৃতি) হইতে ভীত এবং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মাতাকে কখন পাইব—এইরূপ প্রতিক্ষণে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, পত্র সঞ্চালিত হইলেও এই আমার মা আসিতেছে, এরূপ মনে করিয়া কোমল কল কল ধ্বনিতে চঞ্চু প্রসারিত করে। যদি বলেন—তাহা হইলে তাহার মাতা আসিয়া যেমন ঘূকাদি হইতে রক্ষা করে এবং অন্য স্থান হইতে আনীত নিহত ক্ষুদ্র কীটাদি চঞ্চু-মধ্যে স্থাপন করতঃ তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, সেইরূপ আমিও ত্রিবিধ তাপ ও ইন্দ্রাদি শত্রু হইতে তোমাকে রক্ষা করতঃ স্বর্গ, পারমেষ্ঠ্যাদির ভোগ-সকল প্রদানপূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট পূরণ করি-তেছি। তাহার উত্তরে—তোমার মাধুর্য্য বিনা আমার অন্য কোন অভীষ্ট নাই, তোমার প্রাপ্তির প্রতিকূল এই বৃত্রনামক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের বন্ধন ব্যতীত আমার অন্য কোন তাপত্রয়ও নাই, এইজন্য অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'স্তন্যং যথা'। অত্যল্প বয়স্ক গো-বৎস গৃহস্থের গৃহে রজ্জুবদ্ধ থাকিয়া ক্ষুধায় মাতৃ-দুগ্ধ পানের জন্য উন্মুখ হইয়া যেমন পীড়িত হয়। এই দৃষ্টান্তেও গো-বৎস মাতৃদুগ্ধই স্বসুখ বলিয়া অভিলাষ করিলেও, মাতাকে কোনরূপ সেবা করিতে আকাঙ্ক্ষা করে না, ইহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'প্রিয়ং প্রিয়েব'। দূরদেশস্থিত প্রীতিমান্ পতিকে প্রেমবতী পত্নী তদ্বিরহে জর্জ্জরিত হইয়া যেমন দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে। সেই পত্নী যেমন নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারের দ্বারা প্রিয়তমকে সুখদানের জন্য সেবা করে এবং প্রিয়তমেরই সৌন্দর্য্য, সৌস্বর্য্যাদি (সুমধুর কণ্ঠস্বরাদি) গুণ, লীলা, বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির দ্বারা নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখী করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ আমিও তোমাকে সেবা করিব। এই নিমিত্তই 'মনঃ প্রাণপতির স্মরণ করুক, বাক্য তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করুক এবং দেহ তাঁহারই কর্ম্ম করুক'—এইরূপ তিনটি বর প্রার্থনা করিয়াছি, এই ভাব। কিন্তু সেই পত্নী দাস্য, সখ্য ও শৃঙ্গারের দ্বারা প্রিয়তমকে সুখী করুন, আর আমি কেবলমাত্র দাস্যের দ্বারাই তোমাকে সুখী করিব—এইমাত্র প্রভেদ ॥ ২৬ ॥

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবাক্যনামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ ! (স্বামিন্) ; স্বকর্ম্মভিঃ সংসার-চক্রে ভ্রমতঃ মম উত্তমঃশ্লোকজনেষু (উত্তমঃশ্লোকস্য তব জনেষু ভক্তেষু) সখ্যং ভূয়াৎ ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষু (তব মায়য়া আত্মা আত্মজঃ পুত্রঃ দ্বারা স্ত্রী গেহং ভবনং চ তেষু) আসক্তচিত্তস্য (আসক্ত চিত্তং যস্য তস্য মম, তেষু আত্মাত্মজাদিষু) সখ্যম্ (আসক্তিঃ) ন ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে নাথ ! নিজ কর্ম্মবশে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। অতঃপর আমার যেন ত্বদীয় পুণ্যকীর্ত্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ হয় এবং তোমারই মায়ায় আমার চিত্ত যে, দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহপ্রভৃতিতে বর্ত্তমানে আসক্ত হইয়াছে, তাহাতে যেন আর আসক্তি না থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তৎক্ষণ এবাতিদৈন্যভাবোদয়েন হন্ত হন্ত মমাধমস্য কথমেতাবৎ সৌভাগ্যং সম্ভবেদত এতদস্ত্বিতি প্রার্থয়তে,—মম উত্তমঃশ্লোকজনেষু তদ্ভক্তেষু সখ্যং ভূয়াৎ, কিন্তু তন্মায়য়া আত্মাত্মজাদিষ্বাসক্তস্য জনস্য কস্যাপি ময়ি সখ্যং ন ভূয়াৎ। যথৈতজ্জন্মনি অসুরাণাং ময়ি সখ্যমভূৎ মম চ ত্বদ্ভক্তেষু সখ্যং নাভূদিত্যপারং দুঃখমন্বভূবমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠে একাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেইক্ষণেই অতিশয় দৈন্যভাবের উদয়ে, হায় ! হায় ! অধম আমার কি-প্রকারে এরূপ সৌভাগ্য সম্ভব হইবে, অতএব ইহাই হউক, ইহা প্রার্থনা করিতেছেন—'মম উত্তমঃশ্লোক-জনেষু', উদারকীর্ত্তি তোমার ভক্তগণের প্রতিই যেন আমার সখ্য (অনুরাগ) জন্মে, কিন্তু তোমার মায়া-বশতঃ দেহ, পুত্রাদিতে আসক্ত কোনও জনের প্রতি যেন আমার আসক্তি না হয়। যেরূপ এই জন্মে অসুরগণের প্রতি আমার সখ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমার ভক্তজনে সখ্য হয় নাই, ইহাতে আমি অপার দুঃখই অনুভব করিতেছি—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঋষিরুবাচ—

এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ
মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং
যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽপ্সু॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক উৎসাহিত, অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয় ইন্দ্রের দ্বারা বৃত্রবধপ্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

বৃত্রাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া কঠোর শূল ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্র শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা ঐ অসুরের একটি ভুজের সহিত তাহা ছিন্ন করেন, ছিন্নবাহু বৃত্রাসুর পুনরায় লৌহদণ্ড দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করিলে তাঁহার হস্ত হইতে বজ্রচ্যুত হইল। ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া পুনরায় বজ্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে পুনরায় উত্তেজিত করিয়া বজ্র উত্তোলন-পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলেন।

বৃত্রাসুর কহিলেন,—"যুদ্ধে জয়পরাজয়ের হেতু সর্ব্ব-কারণকারণ একমাত্র ভগবান্। মূঢ়ব্যক্তিগণ তাহা না জানিয়া নিজেকেই জয়পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ সমস্তই ভগবদধীন, তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্রতা আর কাহারও নাই। পুরুষ, প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি সমস্তই ভগবানের অনুগ্রহেই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহাকে জানিতে না পারিয়াই অনীশ্বর জীব আপনাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মনে করে, তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সুখ, দুঃখ ভয়াদিতে অভিভূত হয় না।" উভয়ে এই প্রকার ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার যুদ্ধে মহাবলশালী বৃত্রাসুরের অন্য বাহু ইন্দ্রকর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে ঐ অসুর ভয়ঙ্কর মুখ্য-ব্যাদন করিয়া ইন্দ্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক সবাহন-ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইন্দ্র নারায়ন-কবচ-বলে অসুরের উদরস্থ হইয়াও নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহার (বৃত্রাসুরের) উদর হইতে নির্গত হইয়া অতিশয় বেগবান্ বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করিতে ইন্দ্রের একবৎসর সময় অতি-বাহিত হইয়াছিল॥ ১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—(হে) নৃপ! আজৌ (যুদ্ধে) এবং দেহং জিহাসুঃ (ত্যক্তুমিচ্ছুঃ অতঃ) বিজয়াৎ (অপি) মৃত্যুম্ (এব) বরং মন্যমানঃ (বৃত্রঃ) শূলং প্রগৃহ্য অপ্সু (প্রলয়োদকে) কৈটভঃ (তদাখ্যঃ দৈত্যঃ) মহাপুরুষং (বিষ্ণুং) যথা (অভ্যপতৎ তদ্বৎ) সুরেন্দ্রং (দেবরাজম্) অভ্যপতৎ॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ, যুদ্ধে বিজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এইরূপে নিজকলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক বৃত্রাসুর শূল গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রলয়োদকে কৈটভ-দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি যেরূপভাবে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ দেবরাজের প্রতি ধাবিত হইল॥ ১।

বিশ্বনাথ—

যৎ শৌর্য্যেণ গতোৎসাহঃ শক্রোঽভূদ্দেঘন বোধিতঃ।
তং সংস্তূয়মহাযুদ্ধেঽহনিতি দ্বাদশে কথা॥

মাময়মিতি কর্ত্তব্যমূঢ়ো ন হন্তি তদহমেব স্বসৌন্দর্য্যং দর্শয়ন্নিমমুৎসাহয়ানি কোপয়ানি চ যতো মাময়ং শীঘ্রং নিহন্যাদিত্যাশয়েনাহ পুনর্য্যোদ্ধুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ,—শূলমিতি। অপ্সু প্রলয়োদকে॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে বৃত্রাসুরের পরাক্রমে উৎসাহহীন ইন্দ্র তাহার দ্বারা বোধিত (জ্ঞানপ্রাপ্ত) হইয়া তাহার প্রশংসা করতঃ মহাযুদ্ধে তাহাকে বধ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

কর্ত্তব্যবিমূঢ় এই ইন্দ্র আমাকে আঘাত করিবে না, অতএব আমিই ইহাকে নিজের রূপ দেখাইয়া ইহার উৎসাহ ও কোপ উৎপাদন করি, যাহাতে এই ব্যক্তি শীঘ্র আমাকে বধ করে, এই আশয়ে বৃত্রাসুর পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইহা বলিতেছেন—'শূলং' ইত্যাদি। 'অপ্সু'—প্রলয় সমুদ্রজলে, (কৈটভ দৈত্য যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হইয়া-ছিল, তদ্রূপ বৃত্রাসুরও ত্রিশূল উদ্যত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল।)॥ ১॥

—-·—

ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্ব-
মাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ।
ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো
হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ বীরঃ অসুরেন্দ্রঃ (বৃত্রঃ) যুগান্তাগ্নি-কঠোরজিহ্বং (যুগান্তাগ্নিবৎ কঠোরা জিহ্বা শিখা যস্য তৎ) শূলম্ আবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) মহেন্দ্রায় রুষা (ক্রোধেন) তরসা (বেগেন) ক্ষিপ্ত্বা বিনদ্য (নাদং কৃত্বা) (হে) পাপ! (ত্বং ময়া) হতঃ (অসি) ইতি জগাদ (উক্তবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর বৃত্র যুগান্ত-কালীন অগ্নিশিখার ন্যায় কঠোরাগ্র শূল ঘূর্ণন করিয়া অতিবেগে ক্রোধের সহিত ইন্দ্রের উপরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক উচ্চনাদে বলিয়াছিল,—রে পাপ! এই আমি তোকে হত্যা করিলাম ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—জিহ্বা শিখা আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জিহ্বা'—শিখা, অগ্রভাগ। 'আবিধ্য'—ভ্রমণ করাইয়া (অর্থাৎ মহাবীর বৃত্র প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড অগ্রভাগযুক্ত ত্রিশূল-টিকে বেগে ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল।) ॥ ২ ॥

———

খ আপতৎ তদ্বিচলদ্গ্রহোল্কব-
ন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্ব্বণাচ্ছিন-
দ্ভুজঞ্চ তস্যোরগরাজভোগম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—খে (আকাশে) আপতৎ (আগচ্ছৎ) বিচলৎ (পরিভ্রমৎ) গ্রহোল্কবৎ (গ্রহশ্চ উল্কা চ গ্রহোল্কং তদ্বৎ) দুষ্প্রেক্ষ্যম্ (অপি) তৎ (শূলং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অজাতবিক্লবঃ (ভয়শূন্য এব) বজ্রী (ইন্দ্রঃ) শতপর্ব্বণা (শতং পর্ব্বাণি যস্য তেন) বজ্রেণ আচ্ছিনৎ, (তথা উরগরাজভোগম্) উরগ-রাজঃ বাসুকিঃ তস্য ভোগঃ দেহঃ তদাকারং) ভুজং (চ) আচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—গ্রহ ও উল্কার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য সেই শূল আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আসিতেছে দেখিয়া দেবরাজ নির্ভীকচিত্তে শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্র-দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্পরাজ বাসুকীর শরীরের ন্যায় বিশালাকৃতি একটী ভুজও ছেদন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আপতৎ আগচ্ছৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপতৎ'—যাহা আসিতেছে (অর্থাৎ আকাশমার্গে সেই ত্রিশূলটিকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরের একটি ভুজের সহিত তাহা ছেদন করিলেন।) ॥ ৩ ॥

———

ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ
সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং
বজ্রঞ্চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ছিন্নৈকবাহুঃ (ছিন্নঃ একঃ বাহুর্যস্য সঃ) (তথাভূতঃ অপি) বৃত্রঃ সংরব্ধঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) গৃহীতবজ্রং (গৃহীতঃ বজ্রঃ যেন সঃ তম্) ইন্দ্রম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) পরিঘেণ (লৌহদণ্ডবিশেষেণ) হনৌ (কপোলপ্রান্তে) ততাড়। অথ (অনন্তরম্ এব) অমরেভম্ (ঐরাবতং চ) ততাড়, মঘোনঃ (ইন্দ্রস্য) হস্তাৎ বজ্রং চ ন্যপতৎ (পপাত) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এক বাহু ছিন্ন হইলে বৃত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া লৌহদণ্ড (পরিঘ)-দ্বারা তাঁহার গণ্ডদেশের প্রান্তে এক ভয়ানক আঘাত করিল এবং তাহা দ্বারা ঐরাবতকে তাড়না করিল, তাহাতে আহত ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হনৌ কপোলপ্রান্তে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হনৌ'—গণ্ডস্থলের প্রান্ত-ভাগে ॥ ৪ ॥

———

বৃত্রস্য কর্ম্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ
সুরাসুরাশ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ।
অপূজয়ংস্তৎ পুরুহূতসঙ্কটং
নিরীক্ষ্য হাহেতি বিচুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সুরাসুরাঃ (দেবদৈত্যাঃ) চারণসিদ্ধ-সংঘাঃ (চারণাদিসিদ্ধপুরুষগণাঃ সর্ব্বে) অতিমহা-

ভুতং বৃত্রস্য তৎ কর্ম্ম অপূজয়ন্ (সৎকৃতবন্তঃ) পুরুহূতসঙ্কটং (পুরুহূতস্য ইন্দ্রস্য সঙ্কটং) নিরীক্ষ্য (অবলোক্য) (সুরাদয়ঃ) হা হা ইতি ভৃশম্ (অত্যন্তং বিচুক্রুশুঃ (বিলপন্তি স্ম) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুরের এই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে সুরাসুর চারণ ও সিদ্ধগণ সকলে তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রের বিপদ দর্শনে দেবগণ হাহারবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুহূত ইন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুহূতঃ'—ইন্দ্র ॥ ৫ ॥

———

ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিত-
শ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ ।
তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো
জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অরিসন্নিধৌ (শত্রুসমীপে) স্ব-হস্তাৎ চ্যুতং বজ্রং বিলজ্জিতঃ ইন্দ্রঃ পুনঃ ন জগৃহে (ন জগ্রাহ ন ধৃতবান্, তদা চ) বৃত্রঃ তম্ (ইন্দ্রম্) আহ,— (হে) হরে, (ইন্দ্র,) আত্তবজ্রঃ (গৃহীতবজ্রঃ সন্ ত্বং) স্ব-শত্রুং (মাং) জহি (মারয়) ;— (অয়ং) বিষাদকালঃ (বিষাদস্য কালঃ) ন (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শত্রু-সমীপে হস্ত হইতে বজ্র পতিত হওয়ায় লজ্জিত হইয়া ইন্দ্র ঐ বজ্র পুনরায় গ্রহণ করেন নাই, তখন বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে ইন্দ্র ! বজ্র গ্রহণ করিয়া স্ব-শত্রুকে বিনাশ কর, ইহা বিষাদের সময় নহে ॥ ৬ ॥

———

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং
সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—উৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরম্ (উৎপত্তিলয়স্থিতীনাম্ ঈশ্বরং) সর্ব্বজ্ঞম্ আদ্যম্ (অনাদিং) সনাতনং (নিত্যং) পুরুষম্ একং (ভগবন্তং) বিনা পরাত্মনাং (পরঃ দেহঃ এব আত্মা যেষাং পরাধীনানাং বা) যুযুৎসতাং (যোদ্ধুম্ ইচ্ছতাম্) আততায়িনাং (শত্রূণাম্) একত্র সদা জয়ঃ (ইতি নিয়ম) ন (ভবতি) (কিন্তু) কুত্রচিৎ জয়ঃ কুত্রচিৎ নৈব ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(হে ইন্দ্র,) উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি সনাতন পুরুষ এক ভগবান্ ভিন্ন দেহধারী বা পরতন্ত্র জীবাত্মা যুদ্ধেচ্ছু শত্রুগণের সর্ব্বদা জয় হইবে,—এরূপ নিয়ম নাই, কোন স্থলে জয় ও কোন স্থলে বা পরাজয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—আততায়িনাং শস্ত্রবতাং কুত্রচিৎ শত্রুষু সদা জয়ঃ একত্র শত্রৌ ন জয়শ্চ । যথা যুষ্মাকম্ অসুরেষু সদা জয়ঃ, ময়ি তু ন জয় ইত্যর্থঃ, যতঃ, পরঃ অনাত্মীয়ঃ অস্বাধীন আত্মা পরমেশ্বরো যেষাং পরমেশ্বরস্য তু সদৈব জয় ইত্যাহ,—বিনৈকমিতি । তেন, স্বাধীনীকৃত-পরমেশ্বরাণামর্জ্জুনাদীনামিব ন যুষ্মাকং সদা জয় ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আততায়িনাং'—যুদ্ধাভিলাষী শস্ত্রধারী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা জয়লাভ হয় না, কখনও জয়, কখনও বা পরাজয় ঘটিয়া থাকে । যেমন তোমাদের অসুরের প্রতি সর্ব্বদা জয়, কিন্তু আমাতে জয় নাই—এই অর্থ । যেহেতু 'পরাত্মনাম্' —পর বলিতে অনাত্মা, অর্থাৎ দেহই যাহাদের পরাধীন, অথবা পরমেশ্বরের অধীন যাহাদের দেহ, তাহাদের সর্ব্বদা জয় হয় না, কিন্তু পরমেশ্বরের সর্ব্বদাই জয় হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন— 'বিনৈকং' ইত্যাদি (অর্থাৎ একমাত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, অনাদি পুরুষ ব্যতীত) । ইহাতে যাঁহারা পরমেশ্বরকে নিজের অধীন করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায়, তোমাদের সর্ব্বদা জয়লাভ সম্ভব নহে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

———

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শিচা (জালেন) বদ্ধাঃ দ্বিজাঃ ইব (পক্ষিণঃ ইব পক্ষিণঃ যথা চেষ্টন্তে তদ্বৎ) ইমে সপালাঃ (লোকপালৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) লোকাঃ যস্য

বশে (স্থিতাঃ স্বয়ং) বিবশাঃ (সন্তঃ) শ্বসন্তি (চেষ্টন্তে, অতঃ) সঃ কালঃ (কালয়তীতি কালঃ ভগবান্ এব) ইহ (জয়পরাজয়াদৌ) কারণং (মূলং নিদানম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—লোকপালের সহিত এই লোক-সমূহ যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় অবশ-ভাবে চেষ্টা করিতেছে, সেই কাল অর্থাৎ ভগবান্‌ই জয়-পরাজয়ের একমাত্র কারণ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্‌যুষ্মাকং কর্ম্মাধীনানাং তু শুভা-শুভাদৃষ্টানুকূলঃ কালএব জয়পরাজয়য়োঃ কারণ-মিত্যাহ,—লোকা ইতি। যস্য বশে স্থিতাঃ শ্বসন্তি চেষ্টন্তে, দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ শিচা জালেন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কর্ম্মাধীন তোমাদের কিন্তু শুভাশুভ অদৃষ্টের অনুকূল কালই (অর্থাৎ ভগবান্‌ই) জয় ও পরাজয়ের কারণ, ইহা বলিতে-ছেন—'লোকাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ লোকপালগণের সহিত এই লোকসমুদয়, 'যস্য বশে'—যাঁহার ইচ্ছার বশীভূত থাকিয়া, জালে আবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় স্বয়ং অবশভাবেই নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, (সেই কালরূপী ভগবান্‌ই সর্ব্বত্র জয়-পরাজয়ের কারণ।) ॥ ৮ ॥

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ওজঃ সহঃ বলং (ওজো মনোবল-স্বরূপং) প্রাণম্ অমৃতং মৃত্যুং চ তম্ এব (ভগবন্তম্) অজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) জনঃ (মূঢ়ঃ জনঃ) জড়ম্ আত্মা-নং (দেহং) হেতুঃ (কারণং) মন্যতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি), সহঃ (মনঃশক্তি), বল (শরীরের শক্তি) এবং প্রাণ, অমৃত ও মৃত্যুস্বরূপ সেই ভগবানকে না জানিয়া মূঢ়জন এই জড়-দেহকেই জয়পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ওজ আদিরূপং তং কালং হেতুমজ্ঞায় অবিজ্ঞায় জড়ং সন্তমাত্মানং দেহং হেতুং মন্যতে।৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি) প্রভৃতি রূপ সেই কালকে 'হেতুম্ অজ্ঞায়'—কারণরূপে না জানিয়া, 'জড়ম্ আত্মানম্'—এই জড় দেহকেই জীব কারণ মনে করে ॥ ৯ ॥

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ মঘবন্, (ইন্দ্র) দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ঃ মৃগঃ যথা (নর্ত্তকেচ্ছয়া নৃত্যাদিকং করোতি) ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি বিশ্বানি) এবং ঈশতন্ত্রাণি (ভগবন্নিয়ন্ত্রিতানি) বিদ্ধি (জানীহি) ॥১০॥

অনুবাদ—হে মঘবন্, (ইন্দ্র), দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ সর্ব্ববস্তুই ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তস্য কালস্যাপি বশয়িতা যঃ পুরুষঃ সোঽপি যস্য বশে স স্বয়ং ভগবানেব সর্ব্ব-কারণকারণমিতি সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। ঈশতন্ত্রাণি তস্যেশ্বরস্যাধীনানি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই কালেরও বশ-য়িতা যে পুরুষ, তিনিও যাঁহার বশে, সেই স্বয়ং ভগ-বান্‌ই সর্ব্বকারণ-কারণ, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যথা ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ঈশ-তন্ত্রাণি'—সেই ঈশ্বরের অধীন ॥ ১০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ প্রকৃতিঃ (প্রধানং) ব্যক্তং (মহৎতত্ত্বম্) আত্মা (অহঙ্কারঃ) ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ (ভূতানি আকাশাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি আশয়া মনোবুদ্ধিশ্চিত্তং চ) (এতে) যদনুগ্রহাৎ (যস্য ভগ-বতঃ অনুগ্রহাৎ) বিনা অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদৌ ন শক্নুবন্তি (সমর্থাঃ ন ভবন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি চিত্ত এইসকল বস্তু ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষো মহৎস্রষ্টা স্বাংশোঽপি কিমুত

প্রকৃত্যাদয় ইত্যর্থঃ। ব্যক্তং মহত্তত্ত্বমাত্মা অহঙ্কারঃ। এতে যস্যানুগ্রহাদ্বিনা সর্গাদৌ ন শক্নুবন্তি। ন চ পুরুষশ্চ, স এব কথং তদনুগ্রাহ্য ইতি বাচ্যম্। পরব্রহ্মণোঽপি তদনুগ্রাহ্যত্বশ্রবণাৎ যথা "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥" ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষঃ'—যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তিনি নিজ অংশ হইয়াও শ্রীভগবানের অধীন, আর প্রকৃতি প্রভৃতির কথা অধিক কি?—এই অর্থ। 'ব্যক্ত'—বলিতে মহত্তত্ত্ব, 'আত্মা'—অহঙ্কার। এই সকল যাঁহার অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রেরণা ব্যতীত জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সমর্থ হন না। যদি বলেন—দেখুন, যিনি পুরুষ, তিনি কিরূপে তাঁহার অধীন হইবেন? এরূপ বলিতে পারেন না, সেই পুরুষও পরব্রহ্মের অধীন। যেমন উক্ত হইয়াছে—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ" (৮।২৪।৩৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীমৎস্যদেব বলিলেন—হে রাজন্! তৎকালে তোমার প্রশ্নানুসারে, 'পরব্রহ্ম' শব্দ-বাচ্য আমার যে মহিমা (স্বরূপ), তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিব। তুমি আমার অনুগ্রহরূপে লব্ধ সেই মহিমা প্রত্যক্ষভাবে নিজের হৃদয়ে অনুভব করিবে ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
অনীশজীবরূপেণ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
যে মন্যন্তে তান্ সমীক্ষ্য স্নেহান্নিরয়ভাগ্ভবেৎ ॥
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষ আত্মা বায়ুরুদাহৃতঃ।
শেষো ব্যক্তস্তথৈবেন্দ্র আশয়ঃ সমুদাহৃতঃ ॥
ইতি চঃ ॥ ১১ ॥

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ—এবম্ ঈশ্বরং (স্বতন্ত্রং সর্ব্বনিয়ন্তারম্) অবিদ্বান্ (অজানন্) অনীশং (পরাধীনতয়া অসমর্থম্) আত্মানং (জীবং) ঈশ্বরং (স্বতন্ত্রং) মন্যতে (ননু পিত্রাদয়ঃ স্রষ্টারঃ ব্যাঘ্রাদয়ঃ হন্তারঃ? তত্রাহ,—বস্তুতঃ) স্বয়ং (ভগবান্ এব) ভূতৈঃ ভূতানি সৃজতি; তৈঃ (এব) তানি গ্রসতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে জীব জানিতে না পারিয়া অনীশ্বর (পরাধীন) স্বকীয় আত্মাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। কর্ম্ম-সহযোগে পিত্রাদিই স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদিই হন্তা,—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের বিনাশ করেন, অতএব তাহাতে ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই;—ঈশ্বরই স্বতন্ত্র ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স্বকর্ম্মদ্বারা জীব এব সৃষ্ট্যাদি-হেতুরিতি মীমাংসকা মন্যন্তে তত্রাহ,—এবমবিদ্বান্। অনীশমেবাত্মানং জীবং ঈশং মন্যতে। ননু পিত্রাদয়ঃ স্রষ্টারো দৃশ্যন্তে ব্যাঘ্রাদয়স্তু হন্তারস্তত্রাহ,—ভূতৈরিতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—স্বকর্ম্মদ্বারা জীবই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের হেতু—এইরূপ মীমাংসকগণ মনে করেন। তাহাতে বলিতেছেন—'এবম্ অবিদ্বান্', স্বতন্ত্র সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে না জানিয়া, 'অনীশম্ এব আত্মানং'—পরাধীন জীবকেই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের স্বতন্ত্র কর্ত্তা মনে করে। দেখুন—এই জগতে পিত্রাদি স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদি হন্তা, এইরূপ দেখা যায়। তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতৈঃ' ইত্যাদি, ভগবান্ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের বিনাশ করেন, (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ই পিতা প্রভৃতির দ্বারা পুত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই ব্যাঘ্রাদির দ্বারা সেই সেই প্রাণিগণের সংহার করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই।) ॥ ১২ ॥

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্য্যয়াঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং যাঃ আশিষঃ (চ) (কাম্যমানাঃ সন্তি তাঃ অপি) তৎকালে (আয়ুরাদ্যুচিতে কালে জয়াদি-কালে চ ভগবতঃ) এব ভবন্তি হি; অনিচ্ছোঃ (অপি) বিপর্য্যয়াঃ; অকীর্ত্ত্যাদয়ঃ) যথা (প্রযত্নং বিনৈব ভবন্তি তথা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বিনাশকালে যেমন পুরুষের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও আয়ু শ্রী ও যশ প্রভৃতির হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ জয়কালেও পুরুষের প্রযত্ন ব্যতিরেকেই আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রভৃতির লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বয়া পরাজিতস্য মম জয়াদিশঙ্কৈব নাস্তি কিমিতি বলান্মাং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়সীতি তত্রাহ,—আয়ুরিতি। তৎকালে আয়ুরাদ্যনুকূলে কালে অতস্তবায়ং জয়কালস্ত্বং জেষ্যসীতি ভাবঃ। বিপর্য্যয়া মৃত্যুদারিদ্র্যাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আমার জয়াদির কোন সম্ভাবনা নাই, কিজন্য বলপূর্ব্বক আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'আয়ুঃ' ইত্যাদি। 'তৎকালে' —বলিতে আয়ুঃ প্রভৃতির অনুকূল কালে, অতএব তোমার এখন জয়কাল, তুমি জয়লাভ করিবে—এই ভাব। 'বিপর্য্যয়াঃ'—পুরুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃত্যু, দারিদ্র্য প্রভৃতি আসিয়া উপনীত হয় ॥ ১৩ ॥

———

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সর্ব্বেষামীশ্বরাধীনত্বাৎ) অকীর্ত্তিযশসোঃ জয়াপজয়য়োঃ অপি তথা মৃত্যুজীবিতয়োঃ (চ ইতি এতেষাং কার্য্যভূতাভ্যাং) সুখদুঃখাভ্যাং সমঃ স্যাৎ (হর্ষবিষাদরহিতো ভবেৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব সমস্তই ঈশ্বরাধীন বলিয়া অকীর্ত্তি ও যশঃ, জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও জীবন এবং ইহাদের কার্য্য, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই সমভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমঃ সমভাবনাবান্ স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সমঃ'— সুখ-দুঃখাদিতে সমান ভাবনাযুক্ত হইবে ॥ ১৪ ॥

———

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতেঃ গুণাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ (গুণাঃ) ন (ভবন্তি) তত্র (কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকে দেহে স্থিতম্) আত্মানং যঃ সাক্ষিণং (সাক্ষিমাত্রং) বেদ (জানাতি), সঃ (হর্ষবিষাদাদিভিঃ) ন বধ্যতে (ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে ; এই সত্ত্বাদির পরিণামভূত দেহে অবস্থিত আত্মাকে যিনি একমাত্র সাক্ষী বলিয়া জানেন, তিনি হর্ষ-বিষাদাদিতে লিপ্ত হন না। ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—জয়পরাজয়াদ্যা গুণকার্য্যা এব ; আত্মা তু গুণব্যতিরিক্ত এবেতি বিবেকেন হর্ষবিষাদৌ ন কার্য্যাবিত্যাহ,—সত্ত্বমিতি। ন বধ্যতে সংসারবন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জয়, পরাজয় প্রভৃতি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য, আত্মার নহে, আত্মা কিন্তু গুণ-ব্যতিরিক্ত-ই—এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক হর্ষ বা বিষাদ করা উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বম্' ইত্যাদি। 'ন বধ্যতে'—আত্মাকে যিনি সাক্ষিমাত্র জানেন, তিনি সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ১৫ ॥

———

পশ্য মাং নির্জ্জিতং শক্র বৃক্ণায়ুধভুজং মৃধে।
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শক্র ! বৃক্ণায়ুধভুজং (বৃক্ণং ছিন্নম্ আয়ুধং ভুজশ্চ যস্য তম্ অতএব ত্বয়া) নির্জ্জিতং (তথাপি) তব প্রাণজিহীর্ষয়া (তব প্রাণান্ হর্ত্তুম্ ইচ্ছয়া) যথাশক্তি মৃধে (যুদ্ধে) ঘটমানং (চেষ্টমানং) মাং পশ্য (অতস্ত্বম্ অপি অহম্ ইব বিষাদ-রহিতঃ ভব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে শক্র ! দেখ, যুদ্ধে আমার আয়ুধ (অস্ত্র) ও ভুজ ছিন্ন হইয়াছে, তুমি আমাকে একান্ত অভিভূত করিয়াছ, তথাপি আমি তোমার প্রাণ হরণ করিবার বাসনায় সংগ্রামে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি, বিন্দুমাত্রও বিষণ্ণ হই নাই, তুমিও এইরূপ বিষাদ-রহিত হও ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রার্থে অহমেব তে গুরুরিত্যাহ,—পশ্যেতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে আমিই তোমার

(আদর্শস্থানীয়) গুরু, ইহা বলিতেছেন—'পশ্য' ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

———

প্রাণগ্লহোহয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ।
অত্র ন জ্ঞায়তেহমুষ্য জয়োহমুষ্য পরাজয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং সমরঃ (এব) প্রাণগ্লহঃ (প্রাণাঃ এব গ্লহঃ পণঃ যস্মিন্ সঃ) ইষ্বক্ষঃ (ইষবঃ বাণাঃ এব অক্ষাঃ পাশকাঃ যস্মিন্ সঃ) বাহনাসনঃ (বাহনানি হস্ত্যশ্বাদীনি এব আসনানি ফলকাঃ যস্মিন্ সঃ তাদৃশো ভবতি। যথা দ্যূতে জয়পরাজয়ৌ পূর্ব্বম্। জ্ঞাতুমশক্যৌ, তথা) অত্র (সমরে) অমুষ্য জয়ঃ অমুষ্য পরাজয়ঃ (ইতি) ন জ্ঞায়তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—(হে শক্র,) এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়াতুল্য মনে করিবে, ইহাতে প্রাণই পণ, বাণই অক্ষ (পাশক), বাহন হস্তী-অশ্ব প্রভৃতিই চাল্যমান ফলক, অক্ষক্রীড়ার ন্যায় ইহাতে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে, তাহা জানা যায় না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যুদ্ধমিদং দ্যূতক্রীড়নমেব। দোষবুদ্ধ্যাপি রাগিভিস্ত্যক্তুমশক্যমিত্যাহ,—প্রাণ এব গ্লহঃ পণো যত্র। ইষব এবাক্ষাঃ পাশকা যস্মিন্। বাহনানি হস্ত্যশ্বাদীন্যেব আসনানি ফলকা যস্মিন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যুদ্ধ একটি দ্যূতক্রীড়াই, দোষবুদ্ধিতেও অনুরাগিগণ উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—'প্রাণগ্লহঃ' ইত্যাদি। এই যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় জীবনই পণ, বাণাদি অস্ত্রসমূহই ইহার পাশা, এবং হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনসমূহই ইতস্ততঃ চালিত ফলক-স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ।
গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইন্দ্রঃ গতালীকং (নিষ্কপটং) বৃত্রবচঃ (বৃত্রস্য বাক্যং) শ্রুত্বা গৃহীতবজ্রঃ (সন্) (তম্) অপূজয়ৎ (বচসা সৎকৃতবান্ ; ততশ্চ ভগবদ্ভক্তস্য বৃত্রস্য ধৈর্য্যবত্ত্বে) গতবিস্ময়ঃ প্রহসন্ (সন্) তং (বৃত্রম্) আহ (স্ম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের এইপ্রকার নিষ্কপট বাক্যশ্রবণ করিয়া বজ্র ধারণপূর্ব্বক তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃত্রকে বলিলেন।

বিশ্বনাথ—গতবিস্ময় ইতি হন্ত হন্ত কথমসুরস্যাপ্যেতাবন্তি ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাণীতি প্রথমং বিস্মিতো হাস্যরহিত এবাসীৎ। ততঃ প্রহলাদ-বলিপ্রভৃতিস্মৃত্যা ভক্তিরস্মাদৃশেভ্যোহপি কোটিগুনিতা খল্বসুরেষ্বপি সম্ভবেদেব ইতি বিস্ময়াপায়ে তস্য প্রহর্ষহেতুকো হাসশ্চাভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতবিস্ময়ঃ'—বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া, হায় ! হায় ! কেমন করিয়া অসুরেরও এইরূপ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, ইহাতে প্রথম বিস্ময় হাস্যরহিতই ছিল। তারপর প্রহলাদ, বলি প্রভৃতির কথা স্মরণে, আমাদিগের অপেক্ষা কোটিগুণ বর্দ্ধিত ভক্তি অসুরগণেও সম্ভবপর—ইহাতে বিস্ময় অপগত হইলে, ইন্দ্রের প্রহর্ষহেতুক হাস্যেরই উদয় হইয়াছিল—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

———

অহো দানব সিদ্ধোহসি যস্য তে মতিরীদৃশী।
ভক্তঃ সর্ব্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ উবাচ,—অহো দানব ! যস্য তে (তব) (অস্মিন্ সঙ্কটস্থানেহপি) ঈদৃশী (বিবেকধৈর্য্যভক্ত্যাদি-যুক্তাত্যলৌকিকী) মতিঃ (অস্তি, অতস্ত্বং) সিদ্ধঃ (কৃতার্থঃ) অসি (সর্ব্বেষাম্) আত্মানং সুহৃদং (মিত্রং চ) জগদীশ্বরং (ভগবন্তং) সর্ব্বাত্মনা (অনন্যভাবেন মনসা) (ত্বং) ভক্তঃ (সেবিতবান্ অসি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ – ইন্দ্র বলিলেন,—হে দানব ! যেহেতু এই সঙ্কট-স্থানে উপস্থিত হইয়াও তোমার বিবেকধৈর্য্যাদি ও ভক্তিযুক্ত অলৌকিক মতি বর্ত্তমান আছে, অতএব তুমি কৃতার্থ হইয়াছ ; তুমি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বসুহৃৎ জগদীশ্বরকে অনন্যভাবে সেবা করিয়াছ ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—ভক্তঃ সেবিতবানসি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্তঃ'—তুমিই ভগবান্‌কে সেবা করিয়াছ ॥ ১৯ ॥

———

ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্ ।
যদ্বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ জনমোহিনীং বৈষ্ণবীং মায়াম্ অতার্ষীৎ বৈ (জিতবান্) যৎ (যস্মাৎ) আসুরং ভাবং (ক্রৌর্য্যাদিকং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) মহাপুরুষতাং (জ্ঞানবৈরাগ্য-ভক্ত্যাদি-ভক্তলক্ষণং) গতং (প্রাপ্তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—(অহো) আপনি জন-মোহিনী বৈষ্ণবী মায়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু আসুর ভাব দূর করিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিযুক্ত মহাপুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃপ্রকৃতেস্তব ।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—রজঃ প্রকৃতেঃ তব সত্ত্বাত্মনি (বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানে) ভগবতি বাসুদেবে দৃঢ়া (নিশ্চলা) মতিঃ (ভক্তিঃ ইতি) যৎ (তৎ) ইদং খলু মহৎ আশ্চর্য্যম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন তোমার সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেবে যে দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে, ইহা বস্তুতঃই মহৎ আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মহদাশ্চর্য্যমিতি । পুনরপি বিস্ময়োদয়ঃ । রজঃস্বভাবস্য তব কথং দৃঢ়া ভক্তিঃ প্রহলাদাদৌ তু নারদাদি-মহদনুগ্রহেণৈব রজঃ-স্বভাবাপগমাত্তত্রোচিতৈব ভক্তিরিতি ভাবঃ । সত্ত্বাত্মনি শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তৌ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহদাশ্চর্য্যং'—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে পুনরায় ইন্দ্রের বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে। 'রজঃ-প্রকৃতেঃ'—রাজস-স্বভাব-সম্পন্ন তোমার কি প্রকারে বাসুদেবে এইরূপ দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে ? প্রহলাদ প্রভৃতিতে নারদাদি মহতের অনুগ্রহেই রজঃস্বভাব অপগত হওয়ায়, সেখানে ভক্তি সমুচিতাই—এই ভাব। সত্ত্বাত্মনি—শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ॥ ২১ ॥

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে ।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ ॥

অন্বয়ঃ—নিঃশ্রেয়সেশ্বরে (নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ তস্য ঈশ্বরে) ভগবতি হরৌ যস্য ভক্তিঃ (অস্তি) অমৃতাম্ভোধৌ (সুধাসাগরে) বিক্রীড়িতঃ (তস্য তব) ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ গর্ত্তাদি-জলোপমৈঃ) কিং (ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ অস্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পরম-মঙ্গলাধিপতি ভগবান্ হরিতে যাঁহার ভক্তি রহিয়াছে, তিনি অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্রখাতোদকতুল্য স্বর্গাদিতে তাঁহার কি প্রয়োজন ? ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তব স্বর্গাদিভোগোপেক্ষা যুক্তৈবেত্যাহ—যস্যেতি। খাতোদকৈঃ গর্ত্তাদিজলোপমৈঃ স্বর্গাদিভিঃ কিং অস্মাকন্তু তদ্ভক্ত্যভাবাদেতৈরেব নির্ব্বৃতিরিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার স্বর্গাদি ভোগের উপেক্ষা যুক্তিযুক্তই, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। 'খাতোদকৈঃ'—গর্ত্তাদিতে জলতুল্য স্বর্গাদির তোমার কি প্রয়োজন ? কিন্তু ভক্তির অভাবহেতু আমাদিগের উহাতেই আনন্দ—এই ভাব ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ব্রুবাণাবন্যোঽন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ ।
যুযুধাতে মহাবীর্য্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাং পতী ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ ! অন্যোঽন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া (ধর্ম্মং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া) ইতি (ইত্যেবং ধর্ম্মং) ব্রুবাণৌ যুধাং পতী (যুধাং সংগ্রামাণাং পতী মুখ্যৌ) মহাবীর্য্যৌ ইন্দ্রবৃত্রৌ যুযুধাতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—হে নৃপ ! বৃত্র ও ইন্দ্র পরস্পর ধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছু হইয়া এইরূপ বলিতে বলিতে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহারা উভয়েই প্রকৃষ্ট যোদ্ধা এবং উভয়েই মহাবীর্য্য ছিলেন ॥ ২৩॥

আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ ।
ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ঘোরং বামহস্তেন মারিষ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মারিষ, (মান্য,) অরিন্দমঃ বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সং (লোহরচিতং) ঘোরং পরিঘং বাম-

হস্তেন আবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) ইন্দ্রায় প্রাহিণোৎ (প্রক্ষিপ্তবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে মারিষ, (শ্রেষ্ঠ, রাজন্,)—অরিন্দম বৃত্র লৌহ-রচিত পরিঘ বামহস্তে ঘূর্ণন-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা, মারিষ, হে মান্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আবিধ্য'—ভ্রমণ করাইয়া (অর্থাৎ বৃত্রাসুর বামহস্তে লৌহময় একটি ভয়ঙ্কর পরিঘ অস্ত্র ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল)। 'মারিষ'—হে মহামান্য মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ২৪ ॥

———

স তু বৃত্রস্য পরিঘং করঞ্চ পরিঘোপমম্।
চিচ্ছেদ যুগপদ্দেবো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—স তু দেবঃ (ইন্দ্রঃ) বৃত্রস্য পরিঘং পরিঘোপমম্ (হস্তিশাবকশুণ্ডাকারং) করং চ শত-পর্ব্বণা বজ্রেণ যুগপৎ চিচ্ছেদ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রও বজ্রদ্বারা এককালে বৃত্র-নিক্ষিপ্ত পরিঘ এবং বৃত্রের বাম কর ছেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

———

দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ।
ছিন্নপক্ষো যথা গোত্রঃ খাদ্‌ভ্রষ্টো বজ্রিণা হতঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ—উৎকৃত্তমূলাভ্যাম্ (উৎকৃত্তং মূলং যয়োঃ তাভ্যাং) দোর্ভ্যাং (ভুজাভ্যাং) রক্তস্রবঃ (রক্তং স্রবতীতি তথাভূতঃ) অসুরঃ (বৃত্রঃ) বজ্রিণা হতঃ (ইন্দ্রেণ হতঃ) ছিন্নপক্ষঃ খাদ্‌ভ্রষ্টঃ (খাৎ আকাশাৎ ভ্রষ্টঃ পতিতঃ) গোত্রঃ যথা (পর্ব্বতঃ ইব) বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই উচ্ছিন্নমূল বাহযুগল হইতে রক্ত-স্রাব হইতে থাকিলে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাশ হইতে পতিত অবস্থায় ছিন্ন-পক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গোত্রঃ পর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোত্রঃ'—বলিতে পর্ব্বত ॥২৬

———

কৃত্বাধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যো দিব্যুত্তরাং হনুম্।
নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া ॥ ২৭ ॥
দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগত্রয়ম্।
অতিমাত্রমহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরীন্ ॥ ২৮ ॥
গিরিরাট্ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জ্জরয়ন্মহীম্
জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহাপ্রাণঃ (মহাবলঃ) মহাবীর্য্যঃ (মহা-প্রভাবঃ) সঃ দৈত্যঃ (বৃত্রঃ) অধরাং হনুং ভূমৌ কৃত্বা উত্তরাং হনুং দিবি (স্বর্গে) কৃত্বা নভোগম্ভীর-বক্ত্রেণ (আকাশবৎ গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ) লেলিহোল্বণ-জিহ্বয়া (লেলিহঃ সর্পঃ তদ্‌বৎ উল্বণয়া ভয়ঙ্কর্য্যা জিহ্বয়া) কালকল্পাভিঃ (মৃত্যুতুল্যাভিঃ) দংষ্ট্রাভিঃ জগত্রয়ং গ্রসন্ ইব (গ্রসমানঃ ইব) অতিমাত্রমহাকায়ঃ (অতিমাত্রঃ অত্যুচ্ছ্রিতঃ মহান্ কায়ঃ যস্য সঃ) তরসা (বেগেন) গিরীন্ (পর্ব্বতান্) আক্ষিপন্ (চালয়ন্) তাদৃশঃ সন্ পদ্ভ্যাং মহীং নির্জ্জরয়ন্ (চূর্ণয়ন্) পাদচারী গিরিরাট্ ইব (হিমালয় ইব) সহবাহনম্ (ঐরাবত-সহিতম্) বজ্রিণম্ (ইন্দ্রং) সমাসাদ্য (প্রাপ্য) মহাসর্পঃ (অজগরঃ) দ্বিপং (হস্তিনম্) ইব জগ্রাস ॥ ২৭-২৯ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রভাবসম্পন্ন অত্যন্ত বলশালী দৈত্য বৃত্র নিম্ন-হনু (গণ্ড-প্রান্তভাগ) ভূমিতে রাখিয়া অপরহনু স্বর্গপর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া, আকাশ-তুল্য সুগভীর বদন, সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর জিহ্বা ও মৃত্যুতুল্য করাল দংষ্ট্রা-সমূহ দ্বারা যেন ত্রিজগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অত্যুচ্চ মহাকায় সেই অসুর বেগে পর্ব্বত-সমূহকে বিচালিত করিতে করিতে এবং পদদ্বয় দ্বারা পৃথিবীকে বিচূর্ণ করিতে করিতে পাদ-চারী গিরিরাজের ন্যায় ইন্দ্র-সমীপে আগত হইয়া মহাকায় মহাবলশালী অজগর সর্প যেমন হস্তীকে গ্রাস করে, সেই প্রকার বাহন সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস করিল ॥ ২৭-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—নভোবদ্‌গম্ভীরেণ বক্ত্রেণ লেলিহঃ সর্প-স্তদ্বদুল্বণয়া জিহ্বয়া নির্জ্জরয়ন্ জীর্ণীকুর্ব্বন্ তরসা জগ্রাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নভোগম্ভীর-বক্ত্রেণ'—বিশাল-দেহ বৃত্রাসুর আকাশের ন্যায় গভীর মুখমণ্ডল, সর্পের ন্যায় উগ্রজিহ্বা এবং পদযুগল দ্বারা যেন বেগভরে

ভূমণ্ডল চূর্ণ করিতে করিতে পদচারী পর্ব্বতের ন্যায় নিকটে আসিয়া ঐরাবতসহ ইন্দ্রকে, 'জগ্রাস'—গ্রাস করিয়াছিল—এই অন্বয় ॥ ২৭-২৯ ॥

———

মহাপ্রাণো মহাবীর্য্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্ ।
বৃত্রগ্রস্তং তমালোক্য সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ ।
হা কষ্টমিতি নির্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—বৃত্রগ্রস্তং (বৃত্রেণ গ্রস্তং) তম্ (ইন্দ্রম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) সপ্রজাপতয়ঃ সমহর্ষয়ঃ (মহর্ষিভিঃ সহিতাঃ চ) সুরাঃ (দেবাঃ) নির্ব্বিণ্ণাঃ (দুঃখিতাঃ সন্তঃ) হা কষ্টম্ ইতি চুক্রুশুঃ (ব্যলপন্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রকে অসুর কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া প্রজাপতি ও মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ দুঃখিতান্তঃকরণে 'হা কষ্ট' 'হা কষ্ট' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

———

নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ ।
মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—মহাপুরুষসন্নদ্ধঃ (মহাপুরুষেণ শ্রীনারায়ণ-কবচরূপেণ সন্নদ্ধঃ সম্বদ্ধ আবৃত ইত্যর্থঃ) যোগমায়াবলেন চ (যোগবলেন স্বমায়াবলেন চ) ইন্দ্রঃ অসুরেন্দ্রেণ নিগীর্ণঃ (অতঃ) উদরং গতঃ অপি ন মমার ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—নারায়ণাভিন্ন নারায়ণকবচদ্বারা আবৃত থাকায় এবং যোগমায়া-বলে ইন্দ্র অসুরের উদরে গিয়াও মৃত হয় নাই ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাপুরুষেণ শ্রীনারায়ণকবচেন সংনদ্ধো দংশিতঃ যোগবলেন স্বমায়াবলেন চ তত্র যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। মায়া অন্তর্দ্ধায়-পবনাদিরূপেণ স্থিতিঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাপুরুষ-সন্নদ্ধঃ'—শ্রীনারায়ণ কবচের দ্বারা সন্নদ্ধ থাকায় এবং 'যোগমায়াবলেন চ'—যোগবল ও নিজ মায়াবলের প্রভাবে (ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদরস্থ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই)। 'যোগ'—অষ্টাঙ্গ যোগ, 'মায়া'—গুপ্তভাবে বায়ু প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি ॥ ৩১ ॥

———

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ ।
উচ্চকর্ত্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—বলভিৎ বিভুঃ (ভগবদনুগ্রহেণ সমর্থঃ) বজ্রেণ তস্য কুক্ষিং ভিত্ত্বা (বহিঃ) নিষ্ক্রম্য ওজসা (বলেন) শত্রোঃ (বৃত্রস্য) শিরঃ গিরিশৃঙ্গম্ ইব বজ্রেণ উচ্চকর্ত্তা (চিচ্ছেদ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রভাবশালী ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা তাহার কুক্ষি ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেগে গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—উচ্চকর্ত্ত চিচ্ছেদ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উচ্চকর্ত্ত'—ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

———

বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—আশুবেগঃ (অতিবেগবান্ অপি) বজ্রঃ তু তৎকন্ধরং (তস্য বৃত্রস্য কন্ধরং কন্ধরাং গ্রীবাং) কৃন্তন্ (ছিন্দন্) (তস্য) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিক্ষু) পরিবর্ত্তমানঃ (অপি) জ্যোতিষাং (সূর্য্যাদীনাম্) অয়নে (দক্ষিণোত্তর-গতিরূপে সংবৎসরে) অহর্গণেন (যঃ অহর্গণঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়াত্মকঃ তাবতাহর্গণেনৈব) বার্ত্রহত্যে (বৃত্রহত্যাযোগ্যে কালে) তাবৎ (শিরঃ) ন্যপাতয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বজ্র অতিশয় বেগবান্ হইলেও বৃত্রাসুরের গ্রীবার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া ছেদন করিতে করিতে উহার এক বৎসর সময় অতীত হইয়াছিল। অর্থাৎ সূর্য্যাদির দক্ষিণ উত্তর অয়নে তিন শত ষাট দিন অতীত হইলে বৃত্রহত্যার যোগ্যকাল উপস্থিত হয়। তৎকালে বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ভূমিতে নিপতিত হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—আশুবেগোঽপি সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ কন্ধরায়াঃ সর্ব্বতো দিক্ষু ভ্রমন্নেব কৃন্তন্ নত্বেকতো দিশঃ। কন্ধরায়া মহাসারত্বাদিতি ভাবঃ। তাবতা অহর্গণেন কর্ত্তিত্বা ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ যোঽহর্গণঃ জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং সম্বন্ধিনী অয়নে দ্বে দক্ষি-

ণোত্তরে অতিব্যাপ্য ভবেদিত্যর্থঃ। অয়নে কীদৃশে বার্ত্রহত্যে বৃত্রহত্যাযোগ্যে, দণ্ডাদি য প্রত্যয়ান্তাৎ স্বার্থিকে নানা তত্র ভাবার্থে নানা বা রূপম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশুঃবগঃ'—ইন্দ্রের বজ্র দ্রুতবেগযুক্ত হইলেও, 'সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ'—বৃত্রাসুরের গ্রীবাদেশের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া উহা ছেদন করিতে, কিন্তু এক দিক হইতে নহে, যেহেতু বৃত্রাসুরের কন্ধর মহাসারযুক্ত ছিল। ততদিন সময়ে উহা কর্ত্তন করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করা হইয়াছিল, যতদিনে সূর্য্যাদির দুইটি অয়ন হয়, (সূর্য্য প্রভৃতির উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে যত দিন হয়, ততদিনে অর্থাৎ তিনশত যাট্ দিনে কর্ত্তিত হইয়া উহার মস্তক ভূমিতে নিপতিত হইয়াছিল)। কিপ্রকার অয়নদ্বয়ে? তাহাতে বলিতেছেন—'বার্ত্রহত্যে', বৃত্রহত্যার যোগ্যকালে, এখানে স্বার্থে তদ্ধিত য প্রত্যয় হইয়াছে॥৩৩॥

মধ্ব—

সন্ধিতঃ সময়েনেন্দ্রো বৃত্রেণাথো করগ্রহঃ।
সমুদ্রতীরে বিচরন্ ফেনেন বধমস্য তু ॥
নর্ম্মণা জহি ফেনেন বাচয়িত্বা সুরেশ্বরঃ।
পাদস্পর্শবিবাদং চ কৃত্বা যুদ্ধায় দংশিতঃ ॥
ফেনে বজ্রং সমাবেশ্য বিষ্ণুযুক্তং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
অপানুদচ্ছিরস্তস্য ধ্যায়তো বৎসরেণ সঃ ॥
ইতি আগ্নেয়ে ॥ ৩৩ ॥

———

তদা চ খে দুন্দুভয়ো বিনেদু-
র্গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসংঘাঃ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈস্তমভিষ্টুবানা
মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা চ খে (স্বর্গে) দুন্দুভয়ঃ বিনেদুঃ সমহর্ষি-সঙ্ঘাঃ গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ (চ) বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈঃ (বৃত্রহন্তবীর্য্য-প্রকাশকৈঃ) মন্ত্রৈঃ তম্ (ইন্দ্রম্) অভিষ্টুবানাঃ (অভিষ্টুবন্তঃ) মুদা (হর্ষেণ) কুসুমৈঃ অভ্যবর্ষন্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বৃত্রাসুর নিহত হইলে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বৃত্রহন্তার বীর্য্যপ্রকাশক মন্ত্রে ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে করিতে হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈর্বার্ত্রহত্যাযশসে পৃতনাসাহ্যায় চেত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈস্তমিন্দ্রমভিষ্টুবানাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বার্ত্রঘ্ন-লিঙ্গৈঃ'—বৃত্র-সংহারকারী ইন্দ্রের বীর্য্যপ্রকাশক 'পৃতনাসাহ্যায়' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্তুতি করিতে করিতে (মহর্ষিগণের সহিত গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ হর্ষভরে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন।) ॥ ৩৪ ॥

———

বৃত্রস্য দেহান্নিস্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামলোকং সমপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
বৃত্রবধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, বৃত্রস্য দেহাৎ নিষ্ক্রান্তম্ আত্মজ্যোতিঃ (জীবাখ্যং তেজঃ) সর্ব্বদেবানাং পশ্যতাং (সতাম্ সমক্ষম্ এব) অলোকং (লোকাতীতং ভগবন্তং) সমপদ্যত (সম্যক্ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জং যথা তথা প্রাপ) ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে বৃত্রের দেহ হইতে জীবরূপ আত্মজ্যোতিঃ নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ পার্ষদদেহ প্রকাশিত হইয়া সর্ব্ব-দেবগণের সম্মুখে লোকাতীত ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অত্র যদৈব বৃত্রঃ সবাহনমিন্দ্রং জগ্রাস তদৈব মম হন্তা অন্যঃ কোঽপি নাস্তীতি নিশ্চিত্য যোগবলেনৈব দেহং ত্যক্ত্বা কথং ন শীঘ্রং ভগবৎপার্শ্বং যামীতি বিভাব্য সমাধিং চকার তদৈবেন্দ্রোঽচেতনস্য বৃত্রদেহস্য কুক্ষিং বিদার্য্য নিঃসৃত্য শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত ইতি গিরিশৃঙ্গমিব চকর্ত্তেতি দৃষ্টান্তাৎ জ্ঞেয়ম্। আত্মজ্যোতিঃ পার্ষদদেহাত্মকঃ প্রকাশঃ বৃত্রদেহাৎ পৃথগ্‌ভূতঃ। অলোকং লোকাতীতং শ্রীসঙ্কর্ষণবৈকুণ্ঠম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে যৎকালে বৃত্রাসুর বাহনের সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া, 'আমার হন্তা অপর কেহ নাই, এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শীঘ্র ভগবৎপার্শ্বে গমন করিব'— এই বিবেচনা করিয়া সমাধি অবলম্বন করিয়াছিল, তৎকালেই ইন্দ্র অচেতন বৃত্রদেহের কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 'গিরিশৃঙ্গমিব চকর্ত্ত' (৩২শ্লোক), গিরিশৃঙ্গের ন্যায় কর্ত্তন করিলেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝিতে হইবে। 'আত্মজ্যোতিঃ'—বলিতে পার্ষদদেহাত্মক প্রকাশ বৃত্রের দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া, 'অলোকং'—লোকাতীত ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী-টীকার ষষ্ঠস্কন্ধে সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১২ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবৎ-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়
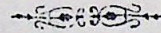
শ্রীশুক উবাচ—

বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ।
সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৃত্রাসুর-ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন ও ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

দেবতাগণ ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর বধ করিতে আদেশ করিলে ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্র প্রথমে অস্বীকার করেন; ইন্দ্র বৃত্রবধে অসম্মত হইলে দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন যে, বৃত্রাসুর-ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত ভয়ের কোন কারণ নাই, কেন না যে নারায়ণের নামাভাসমাত্রে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সেই নারায়ণকে অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিলে তুচ্ছ বৃত্রবধ কেন, সমগ্র জগৎ বিনাশ করিলেও তজ্জনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারা যায়।

দেবতাদিগের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রবধে প্রবৃত্ত হইলেন; ইন্দ্রযুদ্ধে বৃত্র নিহত হইলে দেবতাগণের সহিত সমগ্রজগৎ সুখী হইলেও ইন্দ্র তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই, কেন না, কোনরূপ নিন্দনীয় কাজ করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও লজ্জাশীল ব্যক্তি তাহাতে সুখী হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল; তিনি মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মহত্যারূপপাপিনীকে পশ্চাতে দেখিয়া ভয়ে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন, তদনন্তর মানসসরোবরে লক্ষ্মীদ্বারা সংরক্ষিত হইয়া তথায় সহস্র বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই সময়মধ্যে নহুষ স্বর্গে ইন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে করিতে ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর প্রতি ভোগবুদ্ধিজনিত অপরাধে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা

নারায়ণারাধনরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ হইতে মুক্ত হইলেন, এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভূরিদ, বৃত্রে হতে (সতি) শক্রেণ বিনা সপালাঃ ত্রয়ঃ লোকাঃ হি ভয়ঙ্করবৃত্রমরণাৎ) বিজ্বরাঃ (সন্তাপরহিতাঃ) সদ্যঃ নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ (আনন্দিতমনসঃ) অভবন্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—হে প্রভূতদানশীল রাজন্, বৃত্রাসুর হত হইলে একমাত্র ইন্দ্রভিন্ন লোকপালগণসহ ত্রিভুবনের সকলেই সদ্য সন্তাপরহিত ও আনন্দিত হইয়াছিল ॥১

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে ব্রহ্মহত্যাভয়াদিন্দ্রোঽবসচ্চিরম্।
মানসাম্ভোজনালেঽস্য ততো রক্ষাশ্বমেধতঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মহত্যাজনিত ভয়ে দীর্ঘকাল মানসসরোবরের পদ্মের নালমধ্যে ইন্দ্রের বাস, তারপর অশ্বমেধ-যজ্ঞদ্বারা তাঁহার রক্ষা—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০॥

———

দেবর্ষিপিতৃভূতানি দৈত্যা দেবানুগাঃ স্বয়ম্।
প্রতিজগ্মুঃ স্বধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়স্ততঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ— ততঃ (স্থানাৎ) ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়ঃ (ব্রহ্ম-মহেশ্বর-শক্রপ্রভৃতয়ঃ অন্যে) দেবানুগাঃ (সেনাগতয়ঃ গন্ধর্ব্বাদয়শ্চ) দেবর্ষিপিতৃভূতানি দৈত্যাঃ (চ) স্বয়ম্ (ইন্দ্রম্ অপৃষ্ট্বা এব) স্বধিষ্ণ্যানি (স্ব-স্থানানি) প্রতিজগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য ও দেবানুচরগণ এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র ও অন্যান্য সকলে স্বস্বস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। গমনকালে তাঁহারা কেহই ইন্দ্রকে কোনরূপ সম্ভাষণ করিয়া যান নাই ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয় ইতি। ইন্দ্রস্য স্বধিষ্ণ্যগমনং নোপপদ্যতে বৃত্রবধক্ষণ এব ব্রহ্মহত্যোপদ্রবপ্রাপ্তেঃ। তস্মাত্তত ইত্যনেন মানসসরোবরাদাগত্য প্রবর্ত্তিতাদশ্বমেধাৎ পরত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়ঃ'—ব্রহ্মা, মহাদেব ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। এই স্থলে তৎকালে ইন্দ্রের স্বস্থানে গমন সম্ভব হয় নাই, কারণ বৃত্রবধের ক্ষণেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পীড়া তিনি অনুভব করিতেছিলেন। অতএব 'ততঃ'- তাহার পর, এই পদের দ্বারা মানসসরোবর হইতে আসিয়া প্রবর্ত্তিত অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ইন্দ্র নিজস্থানে গমন করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ২ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

ইন্দ্রস্যানির্বৃতের্হেতুং শ্রোতুমিচ্ছামি ভো মুনে।
যেনাসন্ সুখিনো দেবা হরের্দুঃখং কুতোঽভবৎ ॥৩

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—ভো মুনে, ইন্দ্রস্য অনির্বৃতেঃ (দুঃখস্য) হেতুং (কারণং) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি যেন (বৃত্রবধেন) দেবাঃ সুখিনঃ আসন্ (বভূবুঃ তস্মাৎ) হরেঃ (ইন্দ্রস্য) কুতঃ দুঃখম্ অভবৎ ? ৩ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মুনে, ইন্দ্রের দুঃখের কারণ কি ? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। যে বৃত্র-বধে সকল দেবগণ আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইন্দ্রের তাহাতে দুঃখ হইল কেন ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরেরিন্দ্রস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ'—ইন্দ্রের (তাহাতে কেন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল ?) ॥ ৩ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ।
তদ্বধায়ার্থয়ন্নিন্দ্রং নৈচ্ছদ্ভীতো বৃহদ্বধাৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ (বৃত্রস্য বিক্রমেণ সংবিগ্নাঃ ভীতাঃ) সহর্ষিভিঃ (ঋষিভিঃ সহ) সর্ব্বে দেবাঃ তদ্বধায় (তস্য বৃত্রস্য বধায়) ইন্দ্রম্ আর্থয়ন্ (প্রার্থয়ন্তি স্ম) (ইন্দ্রশ্চ) বৃহদ্বধাৎ (ব্রাহ্মণবধাৎ) ভীতঃ (সন্) বৃত্রবধং ন ঐচ্ছৎ (ন ইয়েষ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সকল ঋষিগণ ও দেবগণ বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার বধের জন্য ইন্দ্র-সমীপে প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে ভীত হইয়া তাহাতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য বৃত্রস্য বধায় আর্থয়ন্ প্রার্থয়ন্তঃ,

স চেন্দ্রো হন্তুং নৈচ্ছৎ। বৃহদ্বধাৎ ব্রাহ্মণবধাদ্ভীতঃ সন্॥ ৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্বধায় আর্থয়ন্'—পূর্ব্বে ঋষিগণের সহিত দেবগণ বৃত্রাসুরের বধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, ইন্দ্র প্রথমতঃ তাহা ইচ্ছা করেন নাই। 'বৃহদ্বধাৎ'—ব্রাহ্মণ-বধ হইতে ভীত হইয়া॥ ৪॥

ইন্দ্র উবাচ—

স্ত্রীভূদ্রুমজলৈরেনো বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্।
বিভক্তমনুগৃহ্ণদ্ভির্বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্ম্যহম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ উবাচ—অনুগৃহ্ণদ্ভিঃ (ময়ি অনুগ্রহং কুর্ব্বদ্ভিঃ) স্ত্রীভূদ্রুমজলৈঃ বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্ এনঃ (পাপং) বিভক্তং (বিভজ্য গৃহীতম্) (অতঃ অহং ততঃ বিমুক্তঃ) বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্মি (কস্মৈ দত্ত্বা আত্মানং শোধয়িষ্যামি)? ৫॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—বিশ্বরূপকে বধ করিয়া আমার যে পাপ হইয়াছিল, তাহা স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ, জল ইঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখন বৃত্রকে বধ করিয়া সেই ব্রহ্ম-হত্যারূপ পাপ কাহাকে দিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইব? ৫॥

বিশ্বনাথ—এনঃ পাপং মার্জ্মি শোধয়ামি॥ ৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এনঃ ক্ব মার্জ্মি'—সেই ব্রহ্ম-হত্যার পাপ কোথায় প্রক্ষালন করিব?॥ ৫॥

শ্রীশুক উবাচ—

ঋষয়স্তদুপাকর্ণ্য মহেন্দ্রমিদমব্রুবন্।
যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মাস্ম ভৈঃ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) তৎ উপাকর্ণ্য (ইন্দ্রবাক্যং শ্রুত্বা) মহেন্দ্রম্ ইদম্ (বক্ষ্যমাণপ্রকারম্) অব্রুবন্ (কথয়ামাসুঃ) (ভো ইন্দ্র!) তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবিষ্যতি) মাস্ম ভৈঃ (ভয়ং মা কার্ষীঃ) হয়মেধেন (অশ্বমেধেন বয়ং) (ত্বাং) যাজয়িষ্যামঃ॥ ৬॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ঋষিগণ দেবরাজের সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে দেবরাজ, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি সেইজন্য কোন ভয় করিও না। আমরা তোমাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব, তাহাতে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে॥৬॥

বিশ্বনাথ—মাস্ম ভৈঃ মা ভৈষীঃ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাস্ম ভৈঃ'—কোন ভয় করিও না॥ ৬॥

হয়মেধেন পুরুষং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
ইষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মোক্ষ্যসেঽপি জগদ্বধাৎ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—হয়মেধেন (অশ্বমেধেন) পুরুষং পরমাত্মানম্ ঈশ্বরং দেবং নারায়ণম্ ইষ্ট্বা (পূজয়িত্বা) (তৎপ্রসাদাৎ) জগদ্বধাৎ (জগদ্বধজনিতাৎ পাপাৎ) অপি মোক্ষ্যসে (মুক্তঃ ভবিষ্যসি, কিং পুনর্বৃত্রহত-জনিতপাপাদিতি ভাবঃ)॥ ৭॥

অনুবাদ—তুমি অশ্বমেধ-যজ্ঞদ্বারা পরমপুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে তুচ্ছ বৃত্র-বধ-পাপ কেন, সমস্ত জগদ্-বধ জনিত পাপ হইলেও মুক্ত হইতে পারিবে॥ ৭॥

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৮॥
তমশ্বমেধেন মহামখেন
শ্রদ্ধান্বিতোঽস্মাভিরনুষ্ঠিতেন।
হত্বাপি সব্রহ্মচরাচরং ত্বং
ন লিপ্যসে কিং খলনিগ্রহেণ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নঃ মাতৃহা আচার্য্যহা অঘবান্ (ঈদৃক্পাপযুক্তঃ) শ্বাদঃ (কুক্কুরভোজী) পুক্কশকঃ (চণ্ডালঃ) বা অপি যস্য (নারায়ণস্য) কীর্ত্তনাৎ (কীর্ত্তনমাত্রাৎ) শুধ্যেরন্ (নিষ্পাপাঃ ভবন্তি) শ্রদ্ধান্বিতঃ ত্বম্ অস্মাভিঃ অনুষ্ঠিতেন মহামখেন (মহাযজ্ঞেন) অশ্বমেধেন তং (ভগবন্তম্ ইষ্ট্বা) সব্রহ্ম-চরাচরং (ব্রাহ্মণসহিতং চরাচরং সর্ব্বং জগৎ) হত্বাপি (তৎপাপেন যর্হি) ন লিপ্যসে (তর্হি) খলনিগ্রহেণ (খলস্য বৃত্রস্য নিগ্রহেণ নিগ্রহজনিতেন পাপেন) কিং (পাপং ন কিমপি ইত্যর্থঃ)॥ ৮-৯॥

অনুবাদ—ব্রহ্মঘ্ন, গোঘ্ন, পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা, আচার্য্যহন্তা, অথবা এইরূপ পাপী কুক্কুরভোজী চণ্ডাল পর্য্যন্তও যে নারায়ণের নাম করিয়া পাপমুক্ত হয়, ভক্তিমান্ তুমি আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ দ্বারা সেই ভগবানের অর্চ্চনা করিলে ব্রাহ্মণসহ চরাচর সকল প্রাণী হত্যা করিয়াও পাপলিপ্ত হইবে না। খলবৃত্র-নিগ্রহজনিত পাপের কথা কি? ৮-৯ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবং সঞ্চোদিতো বিপ্রৈর্মরুত্বানহনদ্রিপুম্।
ব্রহ্মহত্যা হতে তস্মিন্নাসসাদ বৃষাকপিম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—এবং বিপ্রৈঃ সঞ্চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) মরুত্বান্ (ইন্দ্রঃ) রিপুং (শত্রুং বৃত্রম্) অহনৎ (হতবান্) তস্মিন্ (বৃত্রে) হতে (সতি) ব্রহ্মহত্যা বৃষাকপিম্ (ইন্দ্রং) আসসাদ (আশ্রয়ামাস) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ইন্দ্র ঋষিদিগের এইরূপ অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়াই শত্রু বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হইলে সেই ব্রহ্মহত্যাপাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ বৃত্রে হতে সতি বৃষাকপিমিন্দ্রম্। অত্র প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণাৎ পূর্ব্বতোঽপীয়মতিপ্রবলা দুঃখভোগেন বিনা কেবলেন প্রায়শ্চিত্তেন ন শাম্যেদিত্যত এব তে তদানীমশ্বমেধেন তং নৈব যাজয়ামাসুরিতি জ্ঞেয়ম্। তে ঋষ্যাদয়োঽপি প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপপ্রবর্ত্তনাজ্জনস্যাপরাধস্য ফলং চিরকালব্যাপিনীং দুরবস্থামিন্দ্রপদারূঢ়েন নহুষেণ তদানীমেব প্রাপিতা ইতি চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্ হতে'—বৃত্র নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ, 'বৃষাকপিম্'—ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল। এখানে প্রায়শ্চিত্তবলে পাপ আচরণ করায় পূর্ব্বাপেক্ষা এই ব্রহ্মহত্যা পাপ প্রবল হইয়াছিল। (ভক্তিশাস্ত্রে 'নামবলে পাপে প্রবৃত্তি'—একটি মহৎ নামাপরাধ)। ইহা দুঃখভোগ ব্যতিরেকে কেবল প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিবারিত হইবে না, এইজন্য তৎকালে ঋষিগণ তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করান নাই—ইহা জানিতে হইবে। অপরদিকে ঋষিগণও প্রায়শ্চিত্তবলে অপরকে পাপে প্রবর্ত্তনরূপ অপরাধের ফল দীর্ঘকালব্যাপী দুরবস্থা নহুষের ইন্দ্রপদে অবস্থানকালে ভোগ করিয়াছিলেন—ইহাও বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

———

তয়েন্দ্রঃ স্মাসহৎ তাপং নির্বৃতির্নামুমাবিশৎ।
হ্রীমন্তং বাচ্যতাং প্রাপ্তং সুখয়ন্ত্যপি নো গুণাঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—তয়া (দেবাদিভিঃ কারিতয়া হত্যয়া) ইন্দ্রঃ তাপম্ (এব) অসহৎ স্ম (অতঃ) অমুম্ (ইন্দ্রং) নির্বৃতিঃ (সুখং) ন আবিশৎ (যতঃ) (ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ) গুণাঃ হ্রীমন্তং (লজ্জাযুক্তং) বাচ্যতাং (নিন্দ্যতাং) প্রাপ্তং নো সুখয়ন্তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দেবতাদিগের পরামর্শে ব্রহ্ম-হত্যা করিয়া ইন্দ্র তাহাতে অনুতাপই ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব বৃত্রাসুর-বধের সুখ, উঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। যেহেতু কোনরূপ নিন্দনীয় কাজ করিয়া ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিলেও লজ্জাশীল ব্যক্তি তাহাতে সুখী হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অসহৎ অসহত। নির্বৃতিরানন্দঃ। অমুং ইন্দ্রং। ননু ধৈর্য্যাদিগুণযুক্তস্য তস্য কুতোঽনির্বৃতিস্তত্রাহ। হ্রীমন্তং জনং, বাচ্যতাম্ ব্রহ্মঘাতীতি প্রবাদম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসহৎ' — 'সহ্' ধাতু আত্মনেপদী বলিয়া 'অসহত'—এই পদ হইবে, ইন্দ্র সেই পাপের সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। 'নির্বৃতিঃ'—বলিতে আনন্দ। 'অমুং'—ইন্দ্রকে, আনন্দ ইন্দ্রে প্রবেশ করে নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রের মনে কোনরূপেই শান্তি আসিতেছিল না। যদি বলেন—দেখুন, ধৈর্য্যাদি গুণযুক্ত ইন্দ্রের কিজন্য নিরানন্দ? তাহাতে বলিতেছেন—'হ্রীমন্তং'—ইত্যাদি, লজ্জাশীল ব্যক্তি যদি 'এই লোকটা ব্রহ্মঘাতী'—এইরূপ নিন্দাভাগী হয়, তবে ধৈর্য্যাদি গুণসমূহও তাহাকে সুখদান করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

প্রারব্ধকর্ম্মণৈবৈষাং কপ্তদুঃখস্য সূচকম্।
ইদানীন্তনকর্ম্মস্যাত্রণ হেতুর্যথারণঃ ॥

দেবাদীনাং স্থিতপ্রজ্ঞভাবান্নৈবান্যথা ভবেৎ ।
প্রারব্ধমপি তু ক্বাপি কিঞ্চিদ্বিঘটিতং ভবেৎ ॥
ইতি চ ॥ ১১ ॥

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চাণ্ডালীমিবরূপিণীম্ ।
জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্ ॥ ১২ ॥
বিকীর্য্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ভাষিণীম্ ।
মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্ব্বতীং মার্গদূষণম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ইন্দ্রঃ) চাণ্ডালীম্ ইব রূপিণীং জরয়া (মূর্ত্তিমতীং) (বার্দ্ধক্যেন) বেপমানাঙ্গীং (বেপমানানি কম্পমানানি অঙ্গানি করশিরঃপাদাদীনি যস্যাঃ তাং) যক্ষ্মগ্রস্তাম্ (ক্ষয়রোগব্যাপ্তাম্) অসৃক্‌পটাম্ (অসৃক্ রুধিরম্ তদ্‌ব্যাপ্তঃ পটঃ যস্যাস্তাং) পলিতান্ (লম্ব-মানান্ শ্বেতান্) কেশান্ বিকীর্য্য (স্থিতাম্ ইন্দ্রং প্রতি) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি ভাষিণীং মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন (মীনস্যেব গন্ধঃ যস্য সঃ মীনগন্ধিঃ স চাসৌ অসুশ্চ প্রাণঃ শ্বাস-বায়ুঃ তস্য গন্ধেন) মার্গদূষণং কুর্ব্বতীং তাং (হত্যাম্) অনুধাবন্তীম্ (স্বমনুসরন্তীং) দদর্শ ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র দেখিলেন, চণ্ডালীর ন্যায় মূর্ত্তি-মতী ব্রহ্মহত্যা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, জরায় তাহার অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে স্বয়ং যক্ষ্মারোগগ্রস্তা, সুতরাং তাহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। পলিতকেশ বিক্ষিপ্ত করিয়া সে ইন্দ্রকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" এই কথা বলিতেছে। তাহার শ্বাস-বায়ু মৎস্যের গন্ধের মত দুর্গন্ধ ত্যাগ করিতেছে, তাহাতে পথ পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া গিয়াছে ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যক্ষ্মা মহারোগঃ। মীনস্যেব গন্ধো যস্য স মীনগন্ধিঃ সচাসাবসুঃ শ্বাসবায়ুস্তস্য গন্ধেন ॥১২-১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যক্ষ্মা'—ক্ষয়রূপ মহারোগ। 'মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন'—মীনের ন্যায় গন্ধ যাহার, তাহা মীনগন্ধি, তাহাই 'অসুঃ' বলিতে শ্বাসবায়ু, তাহার গন্ধে (অর্থাৎ মৎস্যের ন্যায় গন্ধযুক্ত নিজ নিঃশ্বাস-বায়ুর গন্ধদ্বারা পথকে পর্য্যন্ত দূষিত করিতেছে মূর্ত্তি-মতী চণ্ডালীর ন্যায় সেই ব্রহ্মহত্যা) ॥ ১২-১৩ ॥

নভো গতো দিশঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে ।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ—(হে) বিশাম্পতে ! হে নৃপ ! সহস্রাক্ষঃ (ইন্দ্রঃ) (প্রথমং) নভঃ (আকাশং) গতঃ (তত্রাপি) (তাং দৃষ্ট্বা) সর্ব্বাঃ দিশঃ (গতঃ) (ততঃ সর্ব্বত্র তাং দৃষ্ট্বা) প্রাক্ উদীচীং দিশং (গতঃ সন্) তূর্ণং মানসং (সরঃ) প্রবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, ইন্দ্র প্রথমতঃ আকাশে গমন করিলেন, সেখানে তাহাকে দেখিয়া পরে সকল দিকেই ধাবমান হইলেন এবং সর্ব্বত্রই তাহাকে দেখিলেন। পরে সত্বর উত্তরপূর্ব্বকোণে যাইয়া শীঘ্র মানস-সরোবরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং নভ আকাশং গতঃ, তত্রাপি তামনুধাবন্তীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বা দিশো গতঃ। তত্র তথাপি তথা দৃষ্ট্বা প্রাগুদীচীং ঐশানীং গতঃ সন্ তত্র তূর্ণং মানসং সরঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নভঃ গতঃ'—ইন্দ্র প্রথমতঃ আকাশে গমন করিলেন, সেখানেও তাহাকে (চণ্ডালী-রূপিণী ব্রহ্মহত্যাকে) অনুসরণ করিতে দেখিয়া সকল দিকে ধাবমান হইলেন। 'তত্র'—তথাপি সেখানেও তাহাকে আসিতে দেখিয়া, 'প্রাগুদীচীং'—পূর্ব্ব-উত্তর দিকে যাইয়া সত্বর মানসসরোবরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

স আবসৎ পুষ্করনালতন্তূ-
নলব্ধভোগো যদিহাগ্নিদূতঃ ।
বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ
সঞ্চিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্বিমোক্ষম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ইন্দ্রঃ) যৎ (যস্মাৎ) (অবসৎ) (স্বয়ঞ্চ) অগ্নিদূতঃ (অগ্নিঃ দূতঃ ভাগানেতা যস্য সঃ) অলব্ধভোগঃ (অগ্নেঃজলপ্রবেশাসম্ভবাৎ ন লব্ধঃ ভোগঃ যেন সঃ) অন্তঃ (মনসি) ব্রহ্মবধাৎ ব্রহ্ম-হত্যাতঃ) বিমোক্ষং সঞ্চিন্তয়ন্ অলক্ষিতঃ (ন লক্ষিতঃ) (সর্ব্বৈঃ অজ্ঞাতঃ) সাহস্রং (সহস্রং) বর্ষাণি পুষ্করনাল-তন্তূন্ পুষ্করনালস্য (পদ্মনালস্য) তন্তূন্ (অত্যন্তসূক্ষ্মত্বাৎ অলক্ষ্যান্) আবসৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র সেই মানস-সরোবরে অন্যের

অলক্ষিতভাবে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে পদ্মনাল তন্তুতে সহস্র-বৎসর কাল বাস করিলেন। অগ্নি তাঁহার যজ্ঞভাগ আনয়ন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার জলে প্রবেশ অসম্ভব, সুতরাং এই দীর্ঘকাল দেবরাজ ভোগশূন্য হইয়াই অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুষ্করস্য কমলস্য নালে যে তন্তবঃ তত্র অত্যলক্ষিতমিত্যর্থঃ। অলব্ধভোগঃ যদ্‌যতোঽগ্নিদূতঃ। অগ্নেঃ স্বদূতস্য হবির্ভাগানেতুর্জলে প্রবেশাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যগ্নিনা জলং ন দুষ্প্রবেশং তদন্তঃস্থিতায় বরুণায়াপি হবির্বহনাৎ, তদপি তদীয়ং জলং দুষ্প্রবেশমেব রুদ্রানুচরৈ রক্ষ্যমাণত্বাৎ। অতএব সর্ব্বত্রাভিগামিনী ব্রহ্মহত্যাপি তত্র গন্তুং ন শশাকেতি জ্ঞেয়ম্। সাহস্রং সহস্রবর্ষাণি ব্যাপ্য অলক্ষিতঃ সর্ব্বৈরদৃষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুষ্করনালতন্তূন্'—কমলের নালে যে তন্তুসকল, সেখানে, অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল-সূত্রসমূহের মধ্যে অত্যন্ত অলক্ষিতভাবে, এই অর্থ। 'অলব্ধভোগঃ'—ভোগহীন অবস্থায় সেখানে ইন্দ্র কাল যাপন করিতেছিলেন। 'যদ্'—যেহেতু তিনি অগ্নিদূত, একমাত্র অগ্নিই তাঁহার দূত, অর্থাৎ যজ্ঞ-ভাগ বহনকারী। নিজ দূত অগ্নির পক্ষে জলমধ্যে হবির্ভাগ লইয়া প্রবেশ অসম্ভবহেতু তিনি ভোগশূন্য হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন—এই ভাব। যদিও অগ্নির পক্ষে জল দুষ্প্রবেশনীয় নহে, কারণ জলমধ্যে অবস্থিত বরুণদেবকেও তিনিই হবির্ভাগ বহন করিয়া থাকেন, তথাপি সেই মানসসরোবরের জল শ্রীরুদ্র-দেবের অনুচরগণ কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ বলিয়া উহা তাহার পক্ষে দুষ্প্রবেশনীয় ছিল। অতএব সর্ব্বত্র অভিগামিনী ব্রহ্মহত্যাও সেখানে গমন করিতে সমর্থ হয় নাই—ইহা বুঝিতে হইবে। 'সাহস্রং'—সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সকলের অলক্ষিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তথায় বাস করিতেছিলেন ॥ ১৫ ॥

তাবৎ ত্রিনাকং নহুষঃ শশাস
বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ।
স সম্পদৈশ্বর্য্যমদান্ধবুদ্ধি-
র্নীতস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—নহুষঃ (তন্নামকো রাজা) তাবৎ ত্রিনাকং (ন অকং দুঃখং যস্মিন্ ইতি নাকঃ পুণ্য-লোকঃ তৃতীয়ঃ নাকঃ ত্রিনাকঃ স্বর্গঃ তং) বিদ্যাতপো-যোগবলানুভাবঃ (বিদ্যাতপো-যোগ-বলৈঃ অনুভাবঃ স্বর্গপালনসামর্থ্যং যস্য সঃ) শশাস সম্পদৈশ্বর্য্যমদান্ধ-বুদ্ধিঃ (সম্পদৈশ্বর্য্যাভ্যাং যঃ মদঃ তেন অন্ধা বুদ্ধিঃ বিবেকরহিতা বুদ্ধির্যস্য) সঃ (নহুষঃ) ইন্দ্রপত্ন্যা (শচ্যা) তিরশ্চাং গতিং (সর্পযোনিং) নীতঃ (উপায়েন প্রাপিতঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত ইন্দ্র জলে পদ্মনাল-তন্তুতে বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল বিদ্যা, তপস্যা ও যোগ-বলে স্বর্গপালনশক্তিসম্পন্ন নহুষই স্বর্গরাজ্য শাসন করিয়াছিল। কিন্তু সেই নহুষ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে হতবুদ্ধি হওয়ায় ইন্দ্রপত্নী শচী তাহাকে সর্পযোনি লাভ করাইয়াছিল, অর্থাৎ নহুষ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্র-পত্নী শচীকে ভোগ করিবার ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিনাকং তৃতীয়ং নাকং স্বর্গম্। ননু মনুষ্যস্য কুতঃ স্বর্গরাজ্যং? তত্রাহ বিদ্যাদিভিরনুভাবঃ সর্ব্বতেজোহরণসামর্থ্যং স্বর্গপালনসামর্থ্যঞ্চ যস্য সঃ। তস্মিন্ সতি পুনরিন্দ্রস্য কুতঃ স্বর্গপ্রাপ্তিস্তত্রাহ স নহুষঃ সম্পদৈশ্বর্য্যাভ্যাং যো মদস্তেনান্ধা বুদ্ধির্যস্য সঃ। ইন্দ্রপত্ন্যা তিরশ্চাং গতিং সর্পযোনিং নীতঃ উপায়েন প্রাপিতঃ। এবং হ্যাখ্যায়তে নহুষঃ কদাচিদিন্দ্রাণী-মুবাচ ইন্দ্রস্তাবদহমতস্ত্বং মাং ভজেতি। তয়া চাবেদিতবৃত্তান্তো বৃহস্পতিস্তামুবাচ। ব্রাহ্মণবাহ্য-শিবিকমারুহ্যাগতং ত্বামহং ভজিষ্যামীতি ব্রূহি। ততোঽসৌ ব্রহ্মশাপাৎ পতিষ্যতীতি। তয়া চ তথৈ-বোক্তো নহুষঃ অগস্ত্যাদীন্ শিবিকাং বাহয়ামাস, তদা চ শীঘ্রং সর্পসর্পেত্যগস্ত্যং পদা পস্পর্শ। তেন চ কুপিতেন শপ্তোঽজগরো বভূবেতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিনাকং'—অক বলিতে দুঃখ, যেখানে দুঃখ নাই, তাহা নাক অর্থাৎ পুণ্যলোক, তৃতীয় নাক বলিতে স্বর্গ। ইন্দ্রের অনুপস্থিত কালে রাজা নহুষ সহস্র বৎসর কাল স্বর্গরাজ্যের শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদি বলেন—দেখুন, মনুষ্যের

পক্ষে কিপ্রকারে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য করা সম্ভব ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ', বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা যে অনুভাব বলিতে প্রভাব, অর্থাৎ সকলের তেজোহরণ-সামর্থ্য ও স্বর্গপালনের সামর্থ্য, তাহা তাঁহার ছিল। তাহা হইলে পুনরায় ইন্দ্রের কিপ্রকারে স্বর্গ-প্রাপ্তি হইল ? তাহাতে বলিতেছেন—সেই নহুষ সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যে মদ (গর্ব্ব) তাহাতে অন্ধ অর্থাৎ বিবেকরহিত হইয়াছিল। 'ইন্দ্রপত্ন্যা'—ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবী উপায়যোগে তাঁহাকে সর্পযোনি লাভ করাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে—নহুষ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কোন সময়ে শচীদেবীকে বলিয়াছিলেন—যেহেতু আমি এখন ইন্দ্র (স্বর্গের রাজা), অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। সাধ্বী শচীদেবী এই বিষয় দেবগুরু বৃহস্পতিকে জানাইলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ-বাহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া আপনি আমার নিকট আসিলে, আমি আপনাকে ভজনা করিব, তুমি (শচী) তাঁহাকে এরূপ বল। তাহাতে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপেই সেই পাপ (নহুষ) পতিত হইবে।" পরে শচীদেবীও তাঁহাকে সেইরূপ বলিলে, নহুষ অগস্ত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে শিবিকার বাহন করিয়া শচীদেবীর নিকট যাইতে যাইতে, সত্বর পথ অতিক্রম করিবার জন্য, 'শীঘ্রং সর্প সর্প'—শীঘ্র চল চল, এইরূপ বলিয়া পদদ্বারা অগস্ত্যের মস্তক স্পর্শ করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ অগস্ত্য তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন—'তুমি সর্প হও'। উহারই ফলে নহুষ অজগর সর্প হইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ততো গতো ব্রহ্মগিরোপহূত
ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ।
পাপস্তু দিগ্দেবতয়া হতৌজা-
স্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (নহুষভ্রংশানন্তরম্) ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ (ঋতম্ভরঃ সত্যপালকঃ হরিঃ তস্য ধ্যানেন নিবারিতম্ অঘং প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণরূপঃ অপরাধঃ যেন সঃ) ব্রহ্মগিরা উপহূতঃ (ব্রহ্মগিরা ব্রাহ্মণবাক্যেন উপহূতঃ সন্) (ইন্দ্রঃ স্বর্গং গতঃ (প্রাপ্তঃ) দিগ্দেবতয়া (প্রাগুদীচ্যাং দিশি স্থিতয়া শ্রীরুদ্রেণ) হতৌজাঃ (হতম্ ওজঃ যস্য সঃ হত্যাজনিতঃ) পাপস্তু (পুংস্ত্বম্ আর্য্যং) বিষ্ণুপত্ন্যা (মানসসরঃ কমলবনস্থিতয়া লক্ষ্ম্যা) অবিতং (রক্ষিতম্) ইন্দ্রং নাভ্যভূৎ (তস্যাভিভবং ন অকরোৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দেবরাজ সত্যপালক হরির আরাধনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-বাক্যে আমন্ত্রিত হইয়া পুনরায় স্বর্গ-পুরী প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দিগ্দেবতা ও শ্রীরুদ্রের প্রভাবে হতপ্রভ হইয়াছিল বলিয়া মানসসরোবরের কমলবনস্থিত-শ্রীলক্ষ্মীদেবীদ্বারা শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সংরক্ষিত দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করিতে পারে নাই ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গিরা ত্বামশ্বমেধেন যাজয়িষ্যাম ইতি বাক্যেনোপহূতঃ সন্ ততো মানসাৎ সরসঃ সকাশাৎ স্বর্গং গতঃ। ঋতম্ভরঃ সত্যপালকো বিষ্ণুঃ। অঘং প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণলক্ষণোঽপরাধঃ। পাপঃ ব্রহ্মহত্যালক্ষণং পাপং পুংস্ত্বমার্ষম্। ঈশানদিগ্দেবতয়া শ্রীরুদ্রেণ, বিষ্ণুপত্ন্যা মানসসরসঃ কমলবনস্থিতয়া লক্ষ্ম্যা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মগিরোপহূতঃ'—ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণের 'তোমাকে আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব'—এইরূপ বাক্যে আমন্ত্রিত হইয়া, 'ততঃ'—সেই মানস সরোবর হইতে ইন্দ্র স্বর্গ-পুরীতে গমন করিলেন। 'ঋতম্ভরঃ'—সত্যপালক বিষ্ণু, 'অঘ'—বলিতে প্রায়শ্চিত্তবলে পাপ আচরণরূপ অপরাধ, উহা বিষ্ণুর ধ্যান-প্রভাবেই নিবারিত হইয়াছিল। 'পাপঃ'—ব্রহ্মহত্যারূপ যে পাপ, এখানে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ, 'পাপং'—হইবে। উহা ঈশানকোণের অধিদেবতা শ্রীরুদ্রদেব কর্ত্তৃক হতবীর্য্য হইয়া, 'বিষ্ণুপত্ন্যা'—মানসসরোবরে কমলবনে অবস্থিত বিষ্ণুপত্নী মহালক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক রক্ষিত ইন্দ্রকে অভিভূত করিতে পারে নাই ॥ ১৭ ॥

তঞ্চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত।
যথাবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, ব্রহ্মর্ষয়ঃ তং চ (ইন্দ্রম্) অভ্যেত্য পুরুষারাধনেন হ (পুরুষস্য ভগবতঃ আরাধনং যস্মিন্ তেন) হয়মেধেন (অশ্বমেধেন) যথাবৎ (নিয়মানুসারেণ) দীক্ষয়াং চক্রুঃ (দীক্ষিতং কৃতবন্তঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দেবরাজ স্বর্গে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণ তৎসমীপে গমন করিয়া নারায়ণারাধনপ্রধান অশ্বমেধ-যজ্ঞে তাঁহাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

অথেজ্যমানে পুরুষে সর্ব্বদেবময়াত্মনি।
অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ বিততে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥
স বৈ ত্বাষ্ট্রবধো ভূয়ানপি পাপচয়ো নৃপ।
নীতস্তেনৈব শূন্যায় নীহার ইব ভানুনা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মবাদিভিঃ (বেদবাদিভিঃ ঋষিভিঃ) বিততে (অনুষ্ঠিতে) অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ সর্ব্বদেবময়াত্মনি (সর্ব্বদেবময়ঃ আত্মা যস্য তস্মিন্) পুরুষে (সর্ব্বান্তর্য্যামিনি ভগবতি) ইজ্যমানে (সতি) (অথ অনন্তরম্ এব) (হে) নৃপ, সঃ বৈ (পূর্ব্বোক্তঃ) ত্বাষ্ট্রবধঃ (বৃত্রবধাজ্জাতং পাপং) (স্বতঃ) ভূয়ান্ (তত্রাপি জ্ঞানপূর্ব্বককৃতত্বাৎ তস্য ভক্তত্বাৎ চ) পাপচয়ঃ (জাতঃ) (সোঽপি) তেন (পূজিতেন) (ভগবতা) এব ভানুনা (সূর্য্যেণ) নীহারঃ ইব শূন্যায় নীতঃ (নিরবশেষং বিনাশিতঃ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞে, দেবরাজ ইন্দ্র, সর্ব্বদেবময় পরমপুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর হে নৃপ! তাহাতে তদীয় সেই বধজনিত পাপসমূহ অতি প্রবল হইলেও সূর্য্যতেজে নীহার রাশির মত একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৯-২০ ॥

স বাজিমেধেন যথোদিতেন
বিতায়মানেন মরীচিমিশ্রৈঃ।
ইষ্ট্বাধিযজ্ঞং পুরুষং পুরাণ-
মিন্দ্রো মহানাস বিধূতপাপঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ইন্দ্রঃ) মরীচিমিশ্রৈঃ (মরীচিমুখ্যৈঃ মুনিভিঃ) বিতায়মানেন যথোদিতেন (যথাবিধ্যনুষ্ঠিতেন তেন) বাজিমেধেন (অশ্বমেধেন) অধিযজ্ঞম্ (অধিকৃতা যজ্ঞা যেন তম্ অধিযজ্ঞং) পুরুষং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনং) পুরাণং (সর্ব্বকারণকারণম্) ইষ্ট্বা বিধূতপাপঃ (বিগতকল্মষঃ) মহান্ (সর্ব্বপূজ্যঃ) আস (দিদীপে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র মরীচি-প্রধান ঋষিগণের দ্বারা যথাবিধি অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞে, যজ্ঞেশ্বর পুরাণ-পুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া পাপমুক্ত হওয়াতে (পূর্ব্ববৎ) সকললোকপূজ্য হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

ইদং মহাখ্যানমশেষপাপ্মনাং
প্রক্ষালনং তীর্থপদানুকীর্ত্তনম্।
ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্তজনানুবর্ণনং
মহেন্দ্রমোক্ষং বিজয়ং মরুত্বতঃ ॥ ২২ ॥
পঠেয়ুরাখ্যানমিদং সদা বুধাঃ
শৃণ্বন্ত্যথো পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দ্রিয়ম্।
ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং
রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথায়ুষম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রবিজয়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ইদং (স্বরূপতঃ গুণতশ্চ) মহাখ্যানম্ অশেষাণাং নিরবশেষাণাং পাপ্মনাং প্রক্ষালনং (প্রক্ষাল্যতে অনেন ইতি প্রক্ষালনং নিবর্ত্তকম্ ইত্যর্থঃ) তীর্থপদানুকীর্ত্তনং (তীর্থানি পদয়োঃ যস্য সঃ তীর্থপদঃ ভগবান্ তস্যানুকীর্ত্তনং মাহাত্ম্যবর্ণনং যস্মিন্ তৎ) ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং (ভক্তেঃ উচ্ছ্রয়ঃ উৎকর্ষঃ যস্মিন্ তৎ) ভক্তজনানুবর্ণনং (ভক্তজনানাং বৃত্রেন্দ্রাদীনাম্ অনুবর্ণনং যস্মিন্ তৎ) মহেন্দ্রমোক্ষং (মহেন্দ্রস্য পাপাৎ মোক্ষঃ যস্মিন্ তৎ) মরুত্বতঃ (ইন্দ্রস্য) বিজয়ং (বিশেষেণ জয়ঃ যস্মিন্ তৎ) ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়পাটবকরম্ ইন্দ্রজুষ্টং বা (ধন্যং ধনপ্রদং) যশস্যং (যশোবর্দ্ধকং) নিখিলাঘমোচনং (সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকং) রিপুঞ্জয়ং (শত্রুজয়প্রদং) স্বস্ত্যয়নং (পুত্রপৌত্রাদিমঙ্গলকারণং) তথা আয়ুষম্ (আয়ুর্বর্দ্ধকম্) ভবতি। অথ ইদম্ আখ্যানং বুধাঃ সদা পঠেয়ুঃ

(সাবকাশভাবে তু) পর্ব্বণি পর্ব্বণি (একাদশ্যাদি-বিহিত-পবিত্রকালে অবশ্যং) শৃণ্বতি (শৃণুয়ঃ) ॥২২-২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এই আখ্যানটী অতিশয় মহৎ, ইহাতে তীর্থপদ নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণন, ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদন, ভক্তজনগণের বর্ণনা, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপমুক্তি, এবং অসুরযুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ বর্ণনা আছে, সুতরাং ইহা সর্ব্ববিধ পাপনাশ করে। বুধগণ এই আখ্যানটী সর্ব্বদা পাঠ করিবেন এবং ইন্দ্রিয়ের পটুতা, ধনবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, সর্ব্ববিধ পাপ-ক্ষয়, শত্রুজয়, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং শ্রেয়ঃ লাভজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রতি পর্ব্বদিনে ইহা শ্রবণ করিয়া থাকেন॥ ॥ ২২-২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্ত্যুৎকর্ষযুক্তম্। মরুত্বত ইন্দ্রস্য বিশেষেণ জয়ো যত্র তৎ, ইন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়-পাটবকরম্। আয়ুষমায়ুষ্করম্ ॥ ২২-২৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং'—ভক্তির উৎ-কর্ষযুক্ত। 'মরুত্বতঃ বিজয়ং'—ইন্দ্রের বিশেষ জয় যেখানে, তাদৃশ আখ্যান। 'ইন্দ্রিয়ং'—ইন্দ্রিয়ের পটুতাবর্দ্ধক। 'আয়ুষম্'—আয়ুর বৃদ্ধিকারক। (অর্থাৎ ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদক এই আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়-বল, ধন, কীর্ত্তি, শত্রুজয়, আয়ুঃ ও মঙ্গললাভ হয়) ॥ ২২-২৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠস্কন্ধের সজ্জনসম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের বিশ্বনাথ, মধ্ব ও তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ
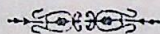
শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—
রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপমনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যুদ্ধস্থলে বৃত্রের জ্ঞানভক্ত্যাদির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট মহারাজ পরীক্ষিতের তদ্বিষয়ক প্রশ্ন, শ্রীশুকদেব গোস্বামীর তদুত্তর প্রদানোদ্দেশে বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মচরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে অগ্রে চিত্রকেতুর পুত্রশোকবর্ণন বিস্তৃত হই-য়াছে।

অসংখ্য জীবমধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তাহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই মুমুক্ষুগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ অসৎসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, কোটি মুক্ত মধ্যেও নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। এতাদৃশ সুদুর্ল্লভা ভক্তি অসুরবৃত্রের কিরূপে হইল, মহারাজ পরীক্ষিতের তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রীল শুকদেব-গোস্বামী তাঁহার নিকট বৃত্রের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিবার উদ্দেশে প্রথমেই শূরসেনরাজ চিত্রকেতুর উপাখ্যান বর্ণন করি-তেছেন। এই অধ্যায়ে নিঃসন্তান চিত্রকেতুর গৃহে মহর্ষি অঙ্গিরার আগমনে তৎকর্ত্তৃক রাজার কুশল জিজ্ঞাসা, মহর্ষির নিকট রাজার মনোবেদনা জ্ঞাপন, মহর্ষির বরে রাজার জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃতদ্যুতির গর্ভে

হর্ষশোকপ্রদ পুত্রের জন্ম, পুত্রের জন্মে রাজা ও রাজপুরবাসীর আনন্দ, কৃতদ্যুতির সপত্নীগণের তাঁহার প্রতি দ্বেষ এবং পুত্রকে বিষপ্রদান, পুত্রের মৃত্যু ও তজ্জনিত রাজার ও রাজপুরবাসীর অত্যন্ত শোক, পুত্রশোককাতর চিত্রকেতুকে উপদেশ প্রদানার্থ মহর্ষি অঙ্গিরার সহিত নারদ ঋষির আগমন বর্ণিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ। (হে) ব্রহ্মন্! রজস্তমঃ-স্বভাবস্য (রজস্তমঃ চ স্বভাবঃ যস্য তস্য) পাপাত্মনঃ (পাপাচারস্য) বৃত্রস্য ভগবতি নারায়ণে কথং দৃঢ়া মতিঃ (নিশ্চলা ভক্তিঃ) আসীৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! রজস্তমঃ-স্বভাবাপন্ন পাপাত্মা বৃত্রের কি প্রকারে নারায়ণে দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্দ্দশে চিত্রকেতো র্বিবিক্তে কৃপয়া সতাম্।
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ সুতস্যোৎপত্ত্যা মৃত্যুনাভবৎ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন শুভাবসরে মহতের কৃপায় মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্রের জন্মের দ্বারা সুখ এবং মৃত্যুতে দুঃখভোগ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শুদ্ধসত্ত্বানাং (শুদ্ধসত্ত্ব-গুণোপাধীনাং) দেবানাং (তথা) অমলাত্মনাং (শুদ্ধান্তঃকরণানাম্) ঋষীণাং চ (অপি) প্রায়েণ মুকুন্দচরণে ভক্তিঃ ন উপজায়তে, অন্তঃ-করণশুদ্ধৌ যথা জ্ঞানং স্বতঃ স্যাৎ তথা ন ভক্তিঃ তস্যাঃ সাধুসঙ্গং বিনা অসম্ভবাৎ। তেষামপি দুর্ল্লভা ভক্তিঃ কথমস্য বৃত্রস্য সঞ্জাতেতি ভাবঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দের এবং ভোগমলরহিত নির্ম্মলাত্মা ঋষিগণেরও প্রায়ই মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না, (কিন্তু পাপাত্মা বৃত্রের কিরূপে ভক্তি জন্মিল ?) ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধসত্ত্বানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাম্। প্রায়েণেতি অন্তঃকরণশুদ্ধৌ জ্ঞানং যথা স্বতঃ স্যাত্তথা নভক্তিঃ। তস্যাঃ সাধুসঙ্গাদ্বিনাভাবিনাঽভাবিত্বাৎ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুদ্ধসত্ত্বানাং'—শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ ও শুদ্ধান্তঃকরণ ঋষিগণেরও শ্রীমুকুন্দচরণে প্রায়শঃ ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রায়েণ'—এখানে প্রায়ই, ইহা বলায়, অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে যেমন জ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভক্তির উদয় হয় না, কারণ সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিদেবীর উদয় অসম্ভব ॥২

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—ইহ (জগতি) পার্থিবৈঃ রজোভিঃ (পরমাণুভিঃ) সমসংখ্যাতাঃ (সমং সংখ্যাতং সংখ্যা যেষাং তে অনন্তাঃ ইত্যর্থঃ) জন্তবঃ (জীবাঃ) (সন্তি) তেষাং (মধ্যে) যে কেচন (কতিপয়াঃ এব) মনুজাদয় (ভবন্তি ন তু সর্ব্বে তেষামপি মধ্যে যে কেচনৈব) শ্রেয়ঃ (ধর্ম্মম্) বৈ ঈহন্তে (কুর্ব্বন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পার্থিব পরমাণুসমূহ যেমন অসংখ্য, জীবেরও সেইরূপ সংখ্যা করা যায় না। এই সকল জীবের মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পসংখ্যক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং মধ্যে যে কেচনৈব মনুজ-দেবগন্ধর্ব্বাদয়ো ভবন্তি ন তু সর্ব্বে। তেষামপি মধ্যে যে কেচনৈব শ্রেয়োধর্ম্মাদি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেষাং'—সেই অসংখ্য জীবসমূহের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্য, দেবতা ও গন্ধর্ব্বাদি জন্ম লাভ করে, কিন্তু সকলে নহে। তাহাদের মধ্যেও কতিপয় জীবই 'শ্রেয়ঃ'—ধর্ম্মাদির আচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজোত্তম! তেষাং (ধর্ম্মানুষ্ঠানতৃ্ণামপি মধ্যে) কেচন এব প্রায়ঃ মুমুক্ষবঃ (ভবন্তি)। মুমুক্ষূণাম্ (অপি) সহস্রেষু (মধ্যে) কশ্চিৎ (এব গৃহাদিসঙ্গাৎ) মুচ্যেত। (তেষু অপি কশ্চিদেব) সিধ্যতি (তত্ত্বং জানাতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজোত্তম. উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জনই মুমুক্ষু হইয়া থাকেন, সহস্র মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তিই গৃহাদি অসৎসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—মুচ্যেত জীবন্মুক্তো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুচ্যতে'—সহস্র মুক্তিকামিগণের মধ্যেও কেহ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহামুনে, মুক্তানাং (নিরস্তাধ্যাসানাম্) সিদ্ধানাং (জ্ঞানিনাম্) অপি কোটিষু অপি প্রশান্তাত্মা (ভোগবাসনারহিতান্তঃকরণঃ) নারায়ণপরায়ণঃ (জন্তুঃ) সুদুর্ল্লভঃ (ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে মহামুনে, ঐরূপ কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তানামপি মধ্যে কশ্চিদেব সিদ্ধ্যতীতি তত্রৈতদুক্তং ভবতি মোক্ষসাধনবন্তোঽপি বহবো মুক্তা ন ভবন্তি কিন্তু কেচিদেব, মুক্তা অপি সর্ব্বে সিদ্ধা ন ভবন্তি কিন্তু কেচিদেব। "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিন" ইত্যাদুক্তেঃ। তে চ সিদ্ধাঃ সন্নিহিতসাযুজ্যা এবোচ্যন্তে তেষাং মধ্যে নারায়ণপরায়ণ ইতি নির্দ্ধারণানুপপত্তেঃ ষষ্ঠীয়ং পঞ্চম্যর্থ এব। ততশ্চ মুক্তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যশ্চ সকাশাৎ নারায়ণপরায়ণঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুদুর্ল্লভঃ। যদ্বা অয়মত্র বিবেকঃ। জ্ঞানং হি দ্বিবিধং কেবলং ভক্তিসহিতঞ্চ। তত্র কেবলজ্ঞানেন 'স্থূলতুষাবঘাতিন' ইব মুমুক্ষবোঽপি ন মুচ্যন্তে। ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধং ভগবদাকারে মায়াবুদ্ধ্যা অনাদরেঽপি তদ্ভক্তিসহিতং, তয়া বিনৈব তদাদরে সতি তদ্ভক্তিসহিতঞ্চ। তত্রাদ্যে খলু মুক্তা ন ভবন্তি কিন্তু মুক্তাভিমানিন এব। তাদৃশ্যা ভক্ত্যা অবিদ্যাং সম্যঙ্‌নিরস্য বিদ্যোদয়ঞ্চ সম্যগসম্পাদ্য সদ্য এবান্তর্দ্ধানাৎ তয়া বিনা চ তৎপদার্থজ্ঞানাভাবান্ন ব্রহ্মনি লীয়ন্তে। তত্র "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষেত্যাদৌ অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়" ইতি প্রমাণং, ভগবদ্গীতা চ। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্। মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানবিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।" অনয়োরর্থঃ। মানুষীং তনুমাশ্রিতং মাং মূঢ়া অবজানন্তি, সার্ব্বত্রিক্যা মানুষ্যাস্তনোর্মায়িকত্বদর্শনাৎ মদীয়ায়া অপি মানুষ্যাস্তনোর্মায়িকত্বকল্পনমেব মমাবজ্ঞা। মম মানুষীং তনুং কীদৃশীং পরং ভাবং শ্রেষ্ঠং সত্ত্বং বিশুদ্ধং সত্ত্বমিত্যর্থঃ, কীদৃশং ভূতমহেশ্বরম্। ভূতানাং ব্রহ্মাদিতৃণান্তজীবানাং মহেশ্বরং পরমকারণং, মম মানুষীতনুরেব স্বীকৃতা প্রাকৃতসর্ব্ববস্তুকারণমিত্যর্থঃ। মোঘাশা ইতি যদি তে মদ্ভক্তাঃ স্যুস্তদা তে মোঘাশা মৎপ্রাপ্ত্যাশা তেষাং ব্যর্থা স্যাৎ, যদি তে কর্ম্মিণস্তদা তে মোঘকর্ম্মাণঃ স্যুস্তেষাং স্বর্গো ন স্যাৎ। যদি তে জ্ঞানিনস্তদা মোঘজ্ঞানাস্তেষাং মোক্ষো ন স্যাৎ তর্হি তেষাং কিং স্যাদিত্যত আহ রাক্ষসীমিতি রাক্ষস্যাদিযোনৌ জন্ম স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে তু অবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরামেঽপ্যনুপরতয়া জ্ঞানশাবল্যরহিতয়া ভক্ত্যা তৎপদার্থং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি। যদুক্তম্—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি"। কিঞ্চ তেষাং সিদ্ধানাং মধ্যে কোঽপি ভক্ত্যা তৎপদার্থানুভবারম্ভসময়ে যদি কস্যচিচ্ছুদ্ধভক্তস্য কৃপয়া পূর্ণাং শুদ্ধাং ভক্তিং প্রাপ্নোতি, তদা তন্মাধুর্য্যলাভাৎ সাযুজ্যমরোচয়িত্বা নারায়ণপরায়ণঃ স্যাদিতি নির্দ্ধারণ-ষষ্ঠ্যাপি ব্যাখ্যেয়া। তত্রানুগ্রাহকভক্তস্য শান্তত্বে শান্তভক্ত ইতি দাসাদিরিতি। অস্যাতিবৈরল্যেন দৌর্ল্লভ্যাৎ প্রক্রান্তসহস্রশব্দমপ্রযুজ্য কোটিষ্বপীত্যাহ স্ম ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্তানামপি'—মুক্তগণের মধ্যেও কেহ সিদ্ধ হন; এইস্থলে ইহাই বিবেচ্য—
—মোক্ষসাধন করিলেও বহুজন মুক্ত হন না, কেহ কেহ মুক্ত, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন, আবার সকল মুক্তগণই সিদ্ধ নহেন, কিন্তু কেহ কেহ সিদ্ধ হন। যেমন উক্ত হইয়াছে—"জীবন্মুক্তা অপি" ইত্যাদি (বাসনাভাষ্যধৃত পরিশিষ্ট বচনে), অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তি

বিশিষ্ট শ্রীভগবানে (এবং তদীয় ভক্ত, শ্রীনাম, ধাম ও প্রসাদাদিতে) যদি অপরাধী হন, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই সিদ্ধগণ বলিতে যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তির সন্নিকটে অবস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ, এইরূপ নির্দ্ধারণ যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া এই ষষ্ঠী পঞ্চমীর অর্থেই বুঝিতে হইবে। তাহাতে মুক্তগণ ও সিদ্ধগণ হইতে শ্রেষ্ঠতাবশতঃই নারায়ণ-পরায়ণ সুদুর্লভ—এই অর্থ।

অথবা, এখানে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে —জ্ঞান দুইপ্রকার, (১) কেবল জ্ঞান এবং (২) ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান। তন্মধ্যে কেবল জ্ঞানদ্বারা 'স্থূলতুষাব-ঘাতিনঃ' (১০।১৪।৪), অর্থাৎ অন্তঃকণহীন ধান্যের তুষের অবঘাতনকারীর ন্যায় মোক্ষকামিগণও মুক্ত হন না। আর, ভক্তিমিশ্র জ্ঞানও দুই প্রকার—(১) চিন্ময় শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে মায়িকবুদ্ধিতে অনাদর থাকি-লেও তাহাতে ভক্তিসহিত জ্ঞান, এবং (২) মায়িক বুদ্ধির অভাবে শ্রীবিগ্রহে সমাদর করিলে সেই ভক্তি-সহিত (ভক্তিমিশ্র) জ্ঞান। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ চিন্ময় শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে যাঁহারা মায়িক বুদ্ধি করেন, তাহারা কখনই মুক্ত হন না, কিন্তু তাঁহারা মুক্তাভিমানীই। তাদৃশ (জ্ঞানমিশ্র) ভক্তি অবিদ্যা সম্যক্‌রূপে নিরসন করতঃ বিদ্যার উদয় সম্যক্ সম্পন্ন না করিয়া অন্তর্হিত হওয়ায় এবং সেই ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থ জ্ঞানের অভাবে তাঁহারা (সেই মুমুক্ষুগণ) ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন না। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"যেহন্যে অরবিন্দাক্ষ" (১০।২।৩২) ইত্যাদি, অর্থাৎ দেবগণ বলিলেন—হে অরবিন্দাক্ষ ! যাহারা নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া অভি-মান করে, আপনাতে অনুরাগ না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ এবং তাহারা বহু তপস্যালব্ধ মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হইয়াও আপনাতে অনাদরবশতঃ (অর্থাৎ আপনার পাদপদ্ম সেবা না করায়) অধঃপতিত হয়। শ্রীগীতাতেও স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি (৯।১১-১২)। শ্লোকদ্বয়ের অর্থ —মানুষী তনু (মনুষ্যাকৃতি সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ) আশ্রিত আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করিয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র মনুষ্য আকারের মায়িকত্ব দর্শন করায়, আমারও মনুষ্যাকৃতি বিগ্রহকে মায়িকত্বরূপে কল্প-নাই আমার প্রতি অবজ্ঞা। আমার মানুষী তনু কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরং ভাবং', শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব (সচ্চিদানন্দময়)—এই অর্থ। কিরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূত-মহেশ্বরং', ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত জীবগণের মহে-শ্বর, অর্থাৎ পরম কারণ, আমার মানুষী তনুই প্রাকৃত সর্ব্ববস্তুর কারণ—এই অর্থ। 'মোঘাশাঃ' ইত্যাদি —যদি তাহারা আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে আমার প্রাপ্তির আশা তাহাদের বৃথা, যদি কর্ম্মী হয়, তবে তাহাদের কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং তাহাদের স্বর্গ-প্রাপ্তি হয় না। আর যদি তাহারা জ্ঞানী হয়, তবে জ্ঞান ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের মোক্ষলাভ হয় না। তবে তাহাদের কি হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —'রাক্ষসীম্' ইত্যাদি, রাক্ষসী প্রভৃতি যোনিতে জন্ম হয়, এই অর্থ।

দ্বিতীয় পক্ষে (অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহাদিতে গৌরববুদ্ধিতে ভক্তি-মিশ্র জ্ঞানে)—অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরম হইলেও, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি উপরত না হওয়ায়, সেই ভক্তির দ্বারা তৎপদার্থ জানিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যেমন শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি (১৮।৫৪-৫৫), অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হন না ও কোনপ্রকার আশঙ্কা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তৎপরে তিনি এই ভক্তির প্রভাবেই আমি যেরূপ ও যাহা, অর্থাৎ আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যথার্থরূপে বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। আরও, সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কোনও সাধক ভক্তির দ্বারা তৎপদার্থ অনুভবের আরম্ভ সময়ে যদি কোনও শুদ্ধভক্তের কৃপায় পূর্ণ শুদ্ধ ভক্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যলাভে সাযুজ্য মুক্তিতে অরুচিবশতঃ নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া থাকেন—এই-রূপে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী পক্ষেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে অনুগ্রাহক ভক্তের শান্তভাব হইলেও, তিনি শান্ত ভক্ত, দাস ভক্ত ইত্যাদি পদবাচ্য হন। ইহারও অত্যন্ত বিরলতাহেতু দৌর্ল্লভ্যবশতঃ প্রক্রান্ত সহস্রশব্দ প্রয়োগ না করিয়া, এখানে কোটি শব্দ

প্রয়োগ করিয়াছেন (অর্থাৎ কোটি জ্ঞানীর মধ্যে এক নারায়ণ-পরায়ণ শুদ্ধভক্ত সুদুর্ল্লভ)॥ ৫ ॥

মধ্ব—

নবকোট্যস্তু দেবানামৃষয়ঃ সপ্তকোটয়ঃ।
নারায়ণায়নাঃ সর্ব্বে যে কেচিত্তৎপরায়ণাঃ॥
ইতি চ।

নারায়ণায়না দেবা ঋষ্যাদ্যাস্তৎপরায়ণাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ কেচনৈব স্যুঃ সিদ্ধো যোগ্যসুখং লভন্॥
ইতি তন্ত্রভাগবতে।

সন্তাপক্রোধরাগাদিস্বনর্থকবচঃ ক্বচিৎ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে॥ ৫॥

বৃত্রস্তু স কথং পাপঃ সর্ব্বলোকোপতাপনঃ।
ইত্থং দৃঢ়মতিঃ কৃষ্ণ আসীৎ সংগ্রাম উল্বণে ॥৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ (প্রসিদ্ধঃ) পাপঃ (অসুরদেহঃ) সর্ব্বলোকোপতাপনঃ (সর্ব্বান্ লোকান্ উপতাপয়তীতি তথাভূতঃ বৃত্রঃ তু উল্বনে ভয়ঙ্করস্থানে সংগ্রামে (যুদ্ধে অপি) কৃষ্ণে ইত্থং (অনেন প্রকারেণ) দৃঢ়মতিঃ (দৃঢ়া নিশ্চলা মতিঃ ভক্তিঃ যস্যঃ সঃ তথাভূতঃ) কথম্ (কেন হেতুনা) আসীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াও সেই প্রসিদ্ধ পাপী সর্ব্বলোক তাপপ্রদানকারী বৃত্রাসুরের কৃষ্ণের প্রতি এইরূপ দৃঢ়া মতি কিরূপে হইল ? ৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং পরমদুর্ল্লভা ত্রিগুণাতীতা ভক্তি-স্ত্রিগুণাঢ্যে অসুরে বৃত্রে কথমবর্ত্ততেতি পৃচ্ছতি বৃত্রস্ত্বিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার পরমদুর্ল্লভ ত্রিগুণাতীত (অপ্রাকৃত নির্গুণ) ভক্তি, সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণে মত্ত অসুর বৃত্রে কিপ্রকারে থাকিতে পারে ? ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বৃত্রস্তু' ইত্যাদি (অর্থাৎ সর্ব্ব-লোকের তাপপ্রদানকারী বৃত্রাসুরের কিপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া মতি হইয়াছিল ?)॥ ৬ ॥

অত্র নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ শ্রোতুং কৌতূহলং প্রভো।
যঃ পৌরুষেণ সমরে সহস্রাক্ষমতোষয়ৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, যঃ (বৃত্রঃ) সমরে (যুদ্ধক্ষেত্রে) পৌরুষেণ (শৌর্য্যাদিনা) সহস্রাক্ষম্ (ইন্দ্রম্) অতোষয়ৎ (স ন তু ভয়েন কৃষ্ণং শরণং গতঃ ইতি নিশ্চিতম্ অতএব তস্য বৃত্রস্য) অত্র (ভক্ত্যাদিমত্ত্বে) নঃ (অস্মাকং শ্রোতৄণাং সর্ব্বেষাং) ভূয়ান্ সংশয়ঃ ভবতি। (অতঃ তৎকারণং) শ্রোতুং (মহৎ) কৌতূহলম্ (উৎসাহঃ বর্ত্ততে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যে বৃত্রাসুর সমরে শৌর্য্যাদি-প্রদর্শনে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকেও তুষ্ট করিয়াছিল, সেই পাপীর কিরূপে ভক্তি জন্মিল, এবিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তাহার কারণ শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ॥ ৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

পরীক্ষিতোঽথ সম্প্রশ্নং ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
নিশম্য শ্রদ্দধানস্য প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ। শ্রদ্দধানস্য (শ্রদ্ধাবতঃ) পরীক্ষিতঃ সংপ্রশ্নং (সম্যক্ প্রশ্নং) নিশম্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) অথ (অনন্তরম্ এব) প্রতিনন্দ্য বচঃ অব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন—অনন্তর শ্রদ্ধাবান্ পরীক্ষিতের এইরূপ যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীশুকদেব সাদরে বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নিতিহাসমিমং যথা।
শ্রুতং দ্বৈপায়নমুখান্নারদাদ্দেবলাদপি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্, অবহিতঃ (সাবধানঃ ত্বং) দ্বৈপায়ন-মুখাৎ নারদাৎ দেবলাৎ অপি যথা (যথাবৎ) শ্রুতম্ ইমম্ ইতিহাসং শৃণুষ্ব ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন হে রাজন্! দ্বৈপায়ন, নারদ ও দেবলের মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি, সেই ইতিহাস তোমাকে যথাযথ বলিতেছি। তুমি অবিহতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

আসীদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্‌মহী ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, শূরসেনেষু (দেশেষু) সার্ব্বভৌমঃ (সর্ব্বভূমেঃ ঈশ্বরঃ) চিত্রকেতুঃ ইতি খ্যাতঃ রাজা বৈ আসীৎ। মহী (পৃথিবী) যস্য (রাজ্ঞঃ সম্বন্ধে) কামধুক্ (কামনা-পূরণী) আসীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, শূরসেনদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাঁহার রাজত্ব-কালে পৃথিবী কামদুঘা ছিলেন ॥ ১০ ॥

———

তস্য ভার্য্যাসহস্রাণাং সহস্রাণি দশাভবন্।
সান্তানিকশ্চাপি নৃপো ন লেভে তাসু সন্ততিম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—তস্যা ভার্য্যা সহস্রাণাং দশ-সহস্রাণি (কোটিঃ ভার্য্যাঃ) অভবন্। সান্তানিকঃ চ অপি (স্বয়ং সন্তানার্হঃ অপি, পুত্রোৎপাদনসমর্থঃ অপি সঃ) নৃপঃ তাসু (ভার্য্যাসু) সন্ততিং (পুত্রং) ন লেভে। (দৈবযোগেন তাঃ সর্ব্বাঃ বন্ধ্যাঃ এব মিলিতাঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐ চিত্রকেতুর এককোটি ভার্য্যা ছিল, তিনি সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইলেও সেই সকল ভার্য্যা হইতে তাঁহার সন্তান লাভ হয় নাই, দৈবযোগে তাঁহার সকল ভার্য্যাই বন্ধ্যা ছিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভার্য্যা-সহস্রাণাং দশসহস্রাণি কোটি-রিত্যর্থঃ। সান্তানিকঃ সন্তানপ্রয়োজনকঃ ন কেবলং বিষয়ভোগার্থমেব তাবত্যো ভার্য্যা ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভার্য্যা-সহস্রাণাং দশ সহ-স্রাণি'--মহারাজ চিত্রকেতুর এক কোটি ভার্য্যা ছিলেন। 'সান্তানিকঃ'—তিনি সন্তানের প্রয়োজনেই এতগুলি ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল বিষয়ভোগের জন্য নহে—এই ভাব ॥ ১১ ॥

———

রূপৌদার্য্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্য্যশ্রিয়াদিভিঃ।
সম্পন্নস্য গুণৈঃ সর্ব্বৈশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—রূপৌদার্য্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্য্যশ্রিয়াদিভিঃ সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ সম্পন্নস্য (তস্য) বন্ধ্যাপতেঃ (চিত্র-কেতোঃ) চিন্তা অভূৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সেই বন্ধ্যাপতি চিত্রকেতু রূপ, উদারতা, বয়স, জন্ম, (সৎকুলে জন্ম) বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বগুণে ভূষিত হইলেও সন্তানাভাবে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বন্ধ্যাপতেরিতি সর্ব্বাস্তা বন্ধ্যা এব দৈব-যোগেন মিলিতা ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বন্ধ্যাপতেঃ'--সর্ব্বগুণে অল-ঙ্কৃত হইলেও বন্ধ্যাপতি বলিয়া চিত্রকেতু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল বন্ধ্যা রমণীই দৈবযোগে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন--এই ভাব ॥ ১২ ॥

———

ন তস্য সম্পদঃ সর্ব্বা মহিষ্যো বামলোচনাঃ।
সার্ব্বভৌমস্য ভূশ্চেয়মভবন্ প্রীতিহেতবঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সার্ব্বভৌমস্য (অপি) তস্য সর্ব্বাঃ সম্পদঃ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাণি) বামলোচনাঃ (মনোহর-নেত্রাঃ) মহিষ্যঃ ইয়ং ভূঃ চ প্রীতিহেতবঃ ন অভবন্ (প্রীতিং ন জনয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সকল সম্পদ, চারুলোচনা মহিষীগণ এবং ভূমি এই সব কিছুই সেই সার্ব্বভৌম নরপতির প্রীতিজনক হইল না ॥ ১৩ ॥

———

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—একদা তু যদৃচ্ছয়া (ভগবৎপ্রেরণয়া) এতান্ লোকান্ অনুচরন্ ভগবান্ অঙ্গিরাঃ ঋষিঃ তস্য (চিত্রকেতোঃ) ভবনম্ উপাগচ্ছৎ (আগতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ – একদা ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি স্বেচ্ছাক্রমে সকল লোক ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা চিত্রকেতুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

———

তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ প্রত্যুত্থানার্হণাদিভিঃ।
কৃতাতিথ্যমুপাসীদৎ সুখাসীনং সমাহিতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(স্বয়ং রাজা) সমাহিতঃ (সংযতঃ সন্) প্রত্যুত্থানার্হণাদিভিঃ বিধিবৎ পূজয়িত্বা কৃতাতিথ্যং (ভোজনাদিভিঃ সৎকৃত্যোত্যর্থঃ) সুখম্ আসীনং তম্ উপাসীদত (তস্য সমীপম্ উপবিবেশ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—চিত্রকেতু, মহর্ষি অঙ্গিরাকে প্রত্যুত্থান ও অর্ঘ্য-পাদ্যাদিদ্বারা যথোচিত পূজা করিয়া ভোজনাদিদ্বারা অতিথি-সৎকার করিলেন, অনন্তর মহর্ষি সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা স্বয়ং সংযতভাবে ঋষি-সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ১৫ ॥

———

মহর্ষিস্তমুপাসীনং প্রশ্রয়াবনতং ক্ষিতৌ ।
প্রতিপূজ্য মহারাজ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! মহর্ষিঃ প্রশ্রয়াবনতং ক্ষিতৌ উপাসীনং (স্বসমীপে ভূমৌ উপবিষ্টং তং প্রতিপূজ্য (সৎকৃত্য) সমাভাষ্য (সম্বোধ্য) ইদং (বক্ষ্যমাণম্ অব্রবীৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, বিনয়াবনতভাবে রাজাকে ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি তাঁহাকে প্রতিসৎকার পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

অঙ্গিরা উবাচ—

অপি তেঽনাময়ং স্বস্তি প্রকৃতীনাং তথাত্মনঃ ।
যথা প্রকৃতিভির্গুপ্তঃ পুমান্ রাজা চ সপ্তভিঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গিরাঃ উবাচ । অপি (কিং) তে (তব) আত্মনঃ (শরীরস্য) অনাময়ম্ (আরোগ্যম্ অস্তি ?) স্বস্তি (শুভমস্তি ?) তথা প্রকৃতীনাং (স্বাম্যামাত্যাদীনাং সপ্তানাম্ অপি অনাময়ং স্বস্তি অস্তি কিম্ ? যতঃ) যথা সপ্তভিঃ প্রকৃতিভিঃ (মহদহঙ্কারপঞ্চসূক্ষ্মভূতরূপৈঃ) গুপ্তঃ পুমান্ (জীবঃ নিত্যং গুপ্তঃ ভবতি ন তু তাঃ বিনা ক্ষণমপি তিষ্ঠতি তথা) রাজা চ (সপ্তভিঃ "স্বাম্যমাত্যৌ জনপদদুর্গদ্রবিণসঞ্চয়াঃ । দণ্ডো মিত্রং চ তস্যৈতাঃ সপ্তপ্রকৃতয়ো মতাঃ ॥ ইত্যুক্তলক্ষণাভিঃ নিত্যং গুপ্তঃ সন্ এব সুখম্ অনুভবতি নান্যথা) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অঙ্গিরা বলিলেন—মহারাজ, আপনার শারীরিক কুশল ত ? আপনার স্বাম্যাদি সপ্তপ্রকৃতি কুশলে আছে ত ? মহদহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি দ্বারা যেমন জীব সর্ব্বদা রক্ষিত, তদ্ব্যতিরেক জীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, সেইরূপ রাজাও, স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, ধনরাশি, (কোষ) দণ্ড ও মিত্র এই সপ্তপ্রকৃতি দ্বারা নিত্য রক্ষিত থাকিয়া সুখ অনুভব করেন, তদ্ব্যতিরেকে ক্ষণকালও রাজ্য থাকিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অপি কিমনাময়মারোগ্যং স্বস্তি শুভং প্রকৃতীনামমাত্যাদীনাম্ । রাজ্ঞঃ সুখমমাত্যাদিসুখাধীনমেব অমাত্যাদিসুখমপি রাজসুখাধীনমিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথা মহদাদিভিঃ প্রকৃতিভিঃ সপ্তভিঃ পুমান্ জীবো নিত্যং গুপ্তো ভবতি ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ ক্ষণমপি তিষ্ঠতি তথা রাজাপি সপ্তভিঃ স্বাম্যমাত্য-সুহৃৎ-কোষরাষ্ট্র-দুর্গবলৈঃ । স্বাম্যত্র গুরুঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপি তে অনাময়ং'—আপনার শারীরিক কুশল ত ? 'স্বস্তি'—অমাত্য প্রভৃতি প্রকৃতিসমুদয়ের মঙ্গল ত ? রাজার সুখ অমাত্য প্রভৃতির সুখের অধীন, তাহাদের সুখও রাজার সুখের অধীন—ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ ভূত এই) সপ্ত প্রকৃতি দ্বারা জীব যেরূপ দেহমধ্যে রক্ষিত হয়, কিন্তু উহাদের ব্যতীত ক্ষণকালও থাকে না, তদ্রূপ রাজাও স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, ধনরাশি (কোষ), দণ্ড ও মিত্র—এই সপ্ত প্রকৃতির দ্বারাই রক্ষিত হন। স্বামী—বলিতে এখানে গুরু ॥ ১৭ ॥

———

আত্মানং প্রকৃতিষ্বদ্ধা নিধায় শ্রেয় আপ্নুয়াৎ ।
রাজ্ঞা তথা প্রকৃতয়ো নরদেবাহিতাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব ! আত্মানং প্রকৃতিষু অদ্ধা (সাক্ষাৎ) নিধায় (তদনুবর্ত্তিনং কৃত্বা রাজা) শ্রেয়ঃ (রাজ্যসুখম্) আপ্নুয়াৎ । তথা প্রকৃতয়ঃ (অপি) রাজ্ঞা আহিতাধয়ঃ (নিহিতনিক্ষেপাঃ ধনৈঃ সমৃদ্ধাঃ ভবন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে নরদেব. রাজা নিজকে সাক্ষাদ্ভাবে সপ্তপ্রকৃতির অনুবর্ত্তী করিয়া চলিলে রাজ্য সুখ লাভ করিতে পারেন, আর তাঁহারাও ধন, তুরগ প্রভৃতি

রাজাকে অর্পণ করিয়া রাজার অনুকূলভাবে চলিলে সুখী হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—রাজা আত্মানং স্বপ্রকৃতিষু নিধায় আত্মসর্ব্বভারং নিক্ষিপ্য ইত্যর্থঃ। শ্রেয়ঃ রাজ্যসুখম্। নরদেবে রাজন্যেব আহিতঃ অর্পিতঃ আধির্দ্ধন-তুরগ-হস্ত্যাদি-তৃষ্ণামূলা মনঃপীড়া যৈস্তে। রাজ্ঞা গুপ্তা। আহতাধয় ইতি পাঠে নরদেবেন নাশিত-মনোদুঃখাঃ শ্রেয়ঃ আপ্নুয়ুঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং প্রকৃতিষু নিধায়'—রাজা যেরূপ সাক্ষাৎ প্রকৃতিবর্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই অর্থাৎ নিজের সর্ব্বভার তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া), 'শ্রেয়ঃ'—রাজ্যসুখ লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ প্রকৃতিবর্গও 'নরদেবাহিতাধয়ঃ'—রাজাতে তাহাদের আধি বলিতে ধন, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির তৃষ্ণামূলক যে মনঃপীড়া, তাহা অর্পণ করিয়া, অর্থাৎ রাজা কর্ত্তৃক ঐ সকল রক্ষিত হওয়ায়, সুখ লাভ করিতে পারে। এই স্থলে 'আহতাধয়ঃ'—এই পাঠান্তরে রাজা প্রজাগণের মনোদুঃখ বিনাশ করায়, তাহারা মঙ্গল লাভ করে—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

———

অপি দারাঃ প্রজামাত্যা ভৃত্যাঃ শ্রেণ্যোঽথ মন্ত্রিণঃ।
পৌরা জানপদা ভূপা আত্মজা বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দারাঃ প্রজামাত্যাঃ (প্রজাশ্চ অমাত্যাশ্চ) ভৃত্যাঃ শ্রেণ্যঃ (সময়বিশেষেণ সংঘশঃ বর্ত্তমানাঃ তৈলিকতাম্বূলিকাদয়ঃ বণিগ্‌বিশেষাঃ) অথ মন্ত্রিণঃ পৌরাঃ (পুরবাসিনঃ) জানপদাঃ (তত্তদ্দেশাধিকারিণঃ) ভূপাঃ (খণ্ডমণ্ডলপতয়ঃ) আত্মজাঃ (পুত্রাশ্চ) অপি (কিং তে) বশবর্ত্তিনঃ (সন্তি)? ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(হে মহারাজ) আপনার দ্বারা প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য সময়বিশেষে সংঘবদ্ধভাবে বর্ত্তমান তৈলিকতাম্বূলিকাদি বণিকবৃন্দ, এবং মন্ত্রিবৃন্দ, পুরবাসিজনসংঘ, দেশাধিপরাজগণ, নিজ পুত্রগণ, ইহারা তোমার বশবর্ত্তী আছে ত? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। রাজ্ঞোঽপি যদ্যাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বজনাঃ স্যুস্তদৈব সুখমিত্যাহ অপীতি শ্রেণ্যস্তৈলিকতাম্বূলিকাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সমস্ত জনই যদি রাজার আজ্ঞাকারী হয়, তাহা হইলে তাহারও সুখ, ইহা বলিতেছেন—'অপি' ইত্যাদি। 'শ্রেণ্যঃ'—তৈলিক, তাম্বূলিক প্রভৃতি সংঘবদ্ধ জনগণ (তোমার বশবর্ত্তী রহিয়াছে ত?) ॥ ১৯ ॥

———

যস্যাত্মানুবশশ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বে তদ্বশগা ইমে।
লোকাঃ সপালা যচ্ছন্তি সর্ব্বে বলিমতন্দ্রিতাঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—যস্য আত্মা (মনঃ) চেৎ অনুবশঃ (অনুবর্ত্তী অধীনঃ) স্যাৎ (তদা) ইমে সর্ব্বে (দারাপত্যাদয়ঃ) তদ্বশগাঃ (তদ্বশবর্ত্তিনো ভবন্তি কিং চ) সপালাঃ সর্ব্বে লোকাঃ অতন্দ্রিতাঃ (নিরলসাশ্চ সন্তঃ তস্য) বলিং (পূজাং) যচ্ছন্তি (ভৃত্যাদীনাং কা বার্ত্তা?) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যদি রাজার চিত্ত এই সকল দারাদির অধীন থাকে, তাহা হইলে এই সকল দারাদি সর্ব্বদাই রাজার বশবর্ত্তী হয়, অধিক কি, লোকপালসহিত লোকসকল নিরলসভাবে সেই রাজাকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকেন, (ভৃত্যেরা যে প্রদান করিবে তাহাতে আর বক্তব্য কি?) ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তব মনঃ স্ববশং ন বেত্যর্থাৎ পৃচ্ছতি—যস্যেতি। অনুবশঃ অনুবর্ত্তী অধীনঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার মন তোমার নিজের বশীভূত কিনা—ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। 'অনুবশঃ'—বলিতে অনুবর্ত্তী, অধীন (অর্থাৎ যাহার মন নিজের বশীভূত থাকে, পূর্ব্বোক্ত ভার্য্যা প্রভৃতি সকলেই তাহার অধীন হয়।) ॥ ২০ ॥

———

আত্মনঃ প্রীয়তে নাত্মা পরতঃ স্বত এব বা।
লক্ষয়েঽলব্ধকামং ত্বাং চিন্তয়া শবলং সুখম্ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—আত্মনঃ (তব) আত্মা (মনঃ) ন প্রীয়তে (ন তুষ্যতি তৎ কিমর্থমিতি) পরতঃ বা স্বতঃ বা অলব্ধকামং (ন লব্ধঃ কামঃ মনোরথঃ যেন তথাভূতম্ এব) ত্বাম্ (অহং) লক্ষয়ে (জানামি অতএব তব) মুখং চিন্তয়া শবলং (যুক্তং বিবর্ণং বা লক্ষয়ে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্) তোমার মানসিক প্রীতি বর্ত্তমান নাই দেখিতেছি, এবং তোমাকে অলব্ধ-মনোরথ বলিয়া মনে হইতেছে, এই ভাব কি তোমার অন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, না স্বতঃই হইয়াছে ? তোমার মুখ চিন্তায় বিবর্ণ দেখিতেছি ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—তদপ্যব্রুবাণং রাজানং পুনরাহ তব আত্মনো দেহস্যাত্মা স্বতএব বা পরত এব হেতোর্বা ন প্রীয়তে সুখমেবাস্মীতি চেন্ন হি ইত্যাহ লক্ষয় ইতি ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি রাজা কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'আত্মনঃ', তোমার দেহের বা চিত্তের নিজ হইতে অথবা অন্য হইতে এই অসন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছে কি ? যদি বলেন—আমি সুখেই আছি। তাহাতে বলিতেছেন—'ন', না। 'লক্ষয়ে'—তোমার মুখ চিন্তায় মলিন দেখিতেছি ।। ২১ ।।

———

এবং বিকল্পিতো রাজন্ বিদুষা মুনিনাপি সঃ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽভ্যাহ প্রজাকামস্ততো মুনিম্ ।।২২।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! বিদুষা অপি (সর্ব্বজ্ঞেনাপি) মুনিনা এবং বিজ্ঞাপিতঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) সঃ প্রজাকামঃ (পুত্রার্থী চিত্রকেতুঃ) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনীতঃ সন্) মুনিম্ (অঙ্গিরসম্) অভ্যাহ (কথয়ামাস)।।২২।।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সেই সর্ব্বজ্ঞ অঙ্গিরা সকল জানিয়াও উক্তরূপে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রার্থী রাজা চিত্রকেতু বিনীতভাবে অঙ্গিরাকে বলিয়াছিলেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—বিকল্পিতঃ বিবিধবিকল্পবিষয়ীকৃতঃ। বিদুষা সর্ব্বজ্ঞেনাপি তন্মুখাদেব তদ্দুঃখং শ্রোতুমিতি ভাবঃ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকল্পিতঃ'—বিবিধ বিকল্পের অর্থাৎ নানাপ্রকার প্রশ্নের বিষয়ীকৃত। 'বিদুষা'—সর্ব্বজ্ঞ হইলেও মহর্ষি অঙ্গিরা রাজার মুখ হইতেই তাঁহার দুঃখ শ্রবণ করিবার জন্য ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ভাব ।। ২২ ।।

———

চিত্রকেতুরুবাচ—
ভগবন্ কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।
যোগিনাং ধ্বস্তপাপানাং বহিরন্তঃ শরীরিষু ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—চিত্রকেতুঃ উবাচ। (হে) ভগবন্, (হে সর্ব্বজ্ঞ) তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ধ্বস্তপাপানাং (ধ্বস্তং নিরস্তং পাপম্ অন্তঃকরণাবরকং কালুষ্যং যেষাং তেষাং) যোগিনাং (ভবতাং) শরীরিষু (অস্মদাদিষু বিষয়েষু) বহিঃ অন্তঃ (যদবস্থিতং তৎ) কিং ন বিদিতং ? (সর্ব্বং বিদিতমেব) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—চিত্রকেতু বলিলেন—হে মহাত্মন্ ! তপোজ্ঞান ও সমাধিদ্বারা পাপধ্বংসকারী ভবাদৃশ যোগিগণের মাদৃশ শরীরীদিগের আন্তরিক ও বাহ্য কোন্ বিষয় অজ্ঞাত আছে ? ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—শরীরিষ্বস্মদ্বিধেষু ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শরীরিষু'—আমাদের ন্যায় দেহধারী জীবগণের (বাহিরের ও অন্তরের কোন্ বিষয় আপনাদের অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?) ।। ২৩ ।।

———

তথাপি পৃচ্ছতো ব্রূয়াৎ ব্রহ্মন্নাত্মনি চিন্তিতম্ ।
ভবতো বিদুষশ্চাপি চোদিতস্ত্বদনুজ্ঞয়া ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! তথাপি (যদ্যপি ভবদবিদিতং কিঞ্চিন্নাস্তি তথাত্বেঽপি) ত্বদনুজ্ঞয়া (তব পূর্ব্বোক্তাদেশেন্) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্ অহং) বিদুষঃ চ অপি পৃচ্ছতঃ (সর্ব্বজ্ঞস্যাপি প্রশ্নকারিণঃ) ভবতঃ (সমীপে) আত্মনি (মনসি যৎ) চিন্তিতং (সংকল্পিতং তৎ) ব্রূয়াৎ (কথয়ামি) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—হে মহাত্মন্, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে এসকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অতএব আমি আপনার আজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া আমার মানসিক চিন্তার বিষয় প্রকাশ করিতেছি ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—পৃচ্ছতো ভগবতোঽহমাজ্ঞাকারীত্যর্থঃ। আত্মনি মনসি চিন্তিতং চিন্তাম্ ।। ২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃচ্ছতঃ'—প্রশ্নকারী আপনার আমি আজ্ঞাকারী, এই অর্থ। 'আত্মনি'—আমার মনের চিন্তার বিষয় (নিবেদন করিতেছি।) ।। ২৪ ।।

———

লোকপালৈরপি প্রার্থ্যাঃ সাম্রাজ্যৈশ্বর্য্যসম্পদঃ।
ন নন্দয়ন্ত্যপ্রজং মাং ক্ষুত্তৃট্‌কামমিবাপরে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অপরের (স্রক্‌চন্দনাদয়োঽন্যে ভোগ্য-বিষয়াঃ) ক্ষুৎতৃট্‌কামম্ ইব (যথা স্রক্‌চন্দনাদয়ঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাতুরং ন নন্দয়ন্তি তথা) লোকপালৈঃ অপি প্রার্থ্যাঃ (প্রার্থনীয়াঃ উত্তমা ইত্যর্থঃ) সাম্রাজ্যৈশ্বর্য্য-সম্পদঃ অপ্রজাং (পুত্রহীনম্ অপি চ পুত্রকামং) মাং ন নন্দয়ন্তি (ন সুখয়ন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে যেমন স্রক্‌-চন্দনাদি সুখপ্রদ বিষয়ও সুখ দিতে পারে না, সেই-রূপ মাদৃশ অপুত্রক ব্যক্তিকেও লোকপালগণের অভি-লষিত সাম্রাজ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদও সুখ দিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামন্নজলয়োঃ কামো যস্য তং অপরে স্রক্‌চন্দনাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুত্তৃট্‌-কামং'—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যেমন অন্ন ও পানীয় লাভেরই আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মাল্য-চন্দনাদির নহে ॥ ২৫ ॥

———

ততঃ পাহি মহাভাগ পূর্ব্বৈঃ সহ গতং তমঃ।
যথা তরেম দুষ্পারং প্রজয়া তদ্বিধেহি নঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, ততঃ (তস্মাৎ পুত্রা-ভাবাৎ হেতোঃ) পূর্ব্বৈঃ (পিত্রাদিভিঃ সহ) তমঃগতং (নরকং প্রাপ্তং মাং) পাহি (রক্ষ)। যথা যেনো-পায়েন পুত্রং লব্ধ্বা) প্রজয়া (হেতুভূতয়া) দুষ্পারং (দুরন্তং নরকং বয়ং) তরেম (উত্তীর্ণাঃ ভবেম) নঃ (অস্মাকং) তৎ (উপায়ং ইত্যর্থঃ) বিধেহি (কুরু) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মহাভাগ, যাহাতে আমি পুত্রলাভ করিয়া পিতৃপিতামহের সহিত দুরন্ত নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারি, আমার সেই উপায় বিধান করুন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বৈঃ পিত্রাদিভিঃ সহ গতং প্রাপ্তং তমঃ নরকং প্রজয়া যথা তরেম তথা বিধেহি ॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূর্ব্বৈঃ'—পুত্রের অভাবে পরলোকগত পিত্রাদির সহিত প্রাপ্ত নরক হইতে, পুত্র-লাভে যাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেইরূপ বিধান করুন ॥ ২৬ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যর্থিতঃ স ভগবান্ কৃপালুর্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
শ্রপয়িত্বা চরুং ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টারমযজদ্বিভুঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি (ইত্যেবং প্রকারেণ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) কৃপালুঃ (দয়াবান্) ব্রহ্মণঃ সুতঃ (ব্রহ্মণো মানসপুত্রঃ) বিভুঃ (প্রভাব-বান্) সঃ (অঙ্গিরাঃ) অর্থিতঃ (রাজ্ঞা চিত্রকেতুনা প্রার্থিতঃ সন্) ত্বাষ্ট্রং (ত্বষ্টৃ-দেবতাকং) চরুং (হবির্বিশেষং) শ্রপয়িত্বা (সিদ্ধং কৃত্বা পুত্রলাভায়) ত্বষ্টারম্ অযজৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন—চিত্রকেতু এই প্রকারে পরম কৃপালু, বিভু, ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরাকে স্বকীয় অভীষ্ট জ্ঞাপন করিলে অঙ্গিরা ত্বষ্টৃযাগ সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টৃদেবতাকম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বাষ্ট্রং'—ত্বষ্টৃদেবতার উদ্দেশ্যে চরু পাক করিয়া (ত্বষ্টৃদেবতার যাগ করিয়া-ছিলেন।) ॥ ২৭ ॥

———

জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ যা রাজ্ঞো মহিষীণাঞ্চ ভারত।
নাম্না কৃতদ্যুতিস্তস্যৈ যজ্ঞোচ্ছিষ্টমদাদ্দ্বিজঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত ! রাজ্ঞঃ (চিত্রকেতোঃ) মহিষীণাং চ (কৃতাভিষেকানাং পত্নীনাং মধ্যে) যা জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ (প্রথমবিবাহিতত্বেন জ্যেষ্ঠা সৌশীল্যা-দিগুণবিশিষ্টতয়া শ্রেষ্ঠা চ) নাম্না কৃতদ্যুতিঃ (ইতি প্রসিদ্ধা আসীৎ) দ্বিজঃ (অঙ্গিরাঃ) তস্যৈ যজ্ঞো-চ্ছিষ্টং (যজ্ঞশেষং) অদাৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, চিত্রকেতুর রাণীগণের মধ্যে যিনি সৌশীল্যাদিগুণে শ্রেষ্ঠা এবং জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ প্রথম বিবাহিতা, তাঁহার নাম "কৃতদ্যুতি"। অঙ্গিরা ঋষি তাঁহাকেই যজ্ঞশেষ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথম-ব্যূঢ়ত্বেন জ্যেষ্ঠা সৌভাগ্যাতি-শয়েন চ শ্রেষ্ঠা যজ্ঞোচ্ছিষ্টং যজ্ঞশেষং চরুম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ'—পরিণয়-ক্রমে যিনি জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ মহারাজ চিত্রকেতু সর্ব্ব-প্রথম যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন) এবং সৌভাগ্যা-তিশয়ে যিনি শ্রেষ্ঠা, সেই রাজমহিষী কৃতদ্যুতিকে যজ্ঞ-শেষ প্রদান করিলেন ॥ ২৮ ॥

———

অথাহ নৃপতিং রাজন্ ভবিতৈকস্তবাত্মজঃ ।
হর্ষশোকপ্রদস্তুভ্যমিতি ব্রহ্মসুতো যযৌ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তদ্ধবিঃশেষদানান্তরং) হে রাজন্! তুভ্যং হর্ষশোকপ্রদঃ (জন্মনা হর্ষঃ মরণেন শোকঃ ইতি অপ্রিয়ত্বাৎ) স্পষ্টং নোবাচ। রাজা তু পুত্রঃ মে বহুগুণান্বিতঃ ভবিষ্যতি ইতি হর্ষদঃ। ঐশ্বর্য্যবশাৎ সগর্ব্বঃ ভবিষ্যতীতি শোকপ্রদঃ ইতি প্রকল্প্য প্রসন্নঃ অভূৎ) তব একঃ আত্মজঃ (পুত্রঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ইতি নৃপতিম্ আহ। (অথ) ব্রহ্মসুতঃ (অঙ্গিরাঃ) যযৌ (গতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞশেষ হবিঃ প্রদান করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা বলিলেন—হে রাজন্, তোমার হর্ষশোকপ্রদ একটি পুত্র জন্মিবে। (জন্মে হর্ষ, মরণে শোক, ইহাই মুনির অভিপ্রায়, রাজা বুঝিলেন বহুগুণান্বিত বলিয়া হর্ষদ, আর ঐশ্বর্য্য গর্ব্বান্বিত বলিয়া শোকদ) এইরূপ বাক্য বলিয়া অঙ্গিরা প্রস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—হর্ষশোকপ্রদ ইতি কেন প্রকারেণ হর্ষ-প্রদঃ কেন প্রকারেণ শোকদ ইতি সংপ্রত্যহং কিং ব্রবীমি জন্মমৃত্যুভ্যাং রাজৈবায়ত্যাং জ্ঞাস্যতি কিঞ্চেয়ম-প্রিয়োক্তিরপি সংপ্রত্যবশ্য-বাচ্যৈবাগ্রে রাজ্ঞা দাস্য-মানস্যোপালম্ভনস্য প্রত্যুত্তরার্থমিতি মনসি বিমৃশ্য তত্ত্বং স্পষ্টমনুক্ত্বা যযৌ। পুত্রো মে বহুগুণান্বিতো ভবিষ্য-তীতি হর্ষদস্তদপি ঐশ্বর্য্যাধিক্যান্ন মে বচস্করো ভবিষ্য-তীতি শোকদ ইতি ভবতু তদ্দুঃখং ময়া ষোঢ়ব্যমিতি মনসি বিচার্য্য রাজা ত্বাননন্দেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হর্ষ-শোকপ্রদঃ'—তোমার একটি মাত্র পুত্র হইবে, কিন্তু সে তোমাকে হর্ষ ও শোক প্রদান করিবে। কিপ্রকারে হর্ষপ্রদ এবং কি-প্রকারে শোকপ্রদ হইবে, ইহা সম্প্রতি আমি কি করিয়া বলি, জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা রাজাই পরে জানিতে পারিবেন, কিন্তু এই অপ্রিয় বাক্যও পরবর্ত্তী কালে রাজার অনুযোগের প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত এখন অবশ্য বলা উচিত এইরূপ মনে বিবেচনা করতঃ স্পষ্টরূপে না বলিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা চলিয়া গেলেন। কিন্তু মহারাজ 'আমার বহুগুণান্বিত পুত্র হইবে, ইহাতে হর্ষপ্রদ, তাহা হইলেও ঐশ্বর্য্যাধিক্যহেতু আমার বশী-ভূত হইবে না, ইহাতে শোকপ্রদ হইবে—এইরূপ অর্থ মনে করিয়া, তাহা যাহা হউক, সেরূপ দুঃখ আমাকে সহ্য করিতে হইবে'—ইহা মনে বিচার করতঃ আনন্দিতই হইয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৯॥

———

সাপি তৎপ্রাশনাদেব চিত্রকেতোরধারয়ৎ ।
গর্ভং কৃতদ্যুতির্দেবী কৃত্তিকাগ্নেরিবাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সা (বন্ধ্যা) অপি কৃতদ্যুতিঃ তৎপ্রাশ-নাৎ (তস্য হবিঃ শেষস্য প্রাশনাৎ ভক্ষণাদেব) কৃত্তিকা দেবী অগ্নেঃ (অগ্নেঃ সকাশাৎ) আত্মজম্ ইব (যথা স্কন্দম্ অধারয়ৎ তদ্বৎ) চিত্রকেতোঃ (সকাশাৎ) গর্ভম অধারয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অগ্নির নিকট হইতে মহাদেব-বীর্য্য গ্রহণ করিয়া কৃত্তিকা যেমন স্কন্দ (কার্ত্তিক) নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, কৃতদ্যুতিও সেইরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া চিত্রকেতু হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নেঃ সকাশাৎ কৃত্তিকা স্বাত্মজমিবে-ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্নেঃ ইব'—কৃত্তিকা যেরূপ অগ্নির নিকট হইতে নিজ গর্ভে পুত্রসন্তান ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ উক্ত চরু ভক্ষণ করিয়া কৃত-দ্যুতিও চিত্রকেতুর নিকট হইতে গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

———

তস্যা অনুদিনং গর্ভঃ শুক্লপক্ষ ইবোড়ুপঃ ।
ববৃধে শূরসেনেশতেজসা শনকৈর্নৃপ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ! শূরসেনেশতেজসা (শূর-সেনানাম্ ঈশস্য চিত্রকেতোঃ তেজসা (বীর্য্যেণ) তস্যাঃ (কৃতদ্যুত্যেঃ যঃ) গর্ভঃ (সঃ) তেজসা বীর্য্যেণ) শুক্লপক্ষে উড়ুপঃ ইব (যথা শুক্লপক্ষে চন্দ্রঃ) প্রতি-

দিনং শনৈর্বর্দ্ধতে তথা অনুদিনং (প্রতিদিনং) শনকৈঃ (অল্পমল্পং) ববৃধে (বর্দ্ধিতো বভূব) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ ! শূরসেন দেশের অধিপতি রাজা চিত্রকেতু হইতে রাজমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হইয়াছিল, তাহা শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অথ কাল উপাবৃত্তে কুমারঃ সমজায়তঃ।
জনয়ন্ শূরসেনানাং শৃণ্বতাং পরমাং মুদম্ ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—অথ কালে (প্রসবযোগ্য) উপাবৃত্তে (প্রাপ্তে সতি) শৃণ্বতাং (স্বজন্মবার্ত্তামাকর্ণয়তাং) শূরসেনানাং (শূরসেনদেশনিবাসিনাং জনানাং) পরমাং মুদং জনয়ন্ (সম্পাদয়ন্) কুমারঃ সমজায়ত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কালপূর্ণ হইলে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এই সংবাদ শ্রবণে শূরসেন-দেশবাসিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

হৃষ্টো রাজা কুমারস্য স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ।
বাচয়িত্বাশিষো বিপ্রৈঃ কারয়ামাস জাতকম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তচ্ছ্রুত্বা) হৃষ্টঃ রাজা (চিত্রকেতুঃ) স্নাতঃ শুচিঃ অলঙ্কৃতঃ চ (সন্) বিপ্রৈঃ কুমারস্য আশিষঃ বাচয়িত্বা জাতকং (জাতকর্ম্ম) কারয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—রাজা চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং স্নানানন্তর শুচি হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ পূর্ব্বক বিপ্রগণদ্বারা কুমারের আশীর্ব্বাদবাণী পাঠ ও জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন ॥ ৩৩ ॥

তেভ্যো হিরণ্যং রজতং বাসাংস্যাভরণানি চ।
গ্রামান্ হয়ান্ গজান্ প্রাদাদ্ধেনূনামর্ব্বুদানি ষট্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—তেভ্যঃ (বিপ্রেভ্যঃ) হিরণ্যং রজতং বাসাংসি আভরণানি গ্রামান্ হয়ান্ গজান্ (তথা) ধেনূনাং ষট্ অর্ব্বুদানি চ (ষষ্টি কোটয়ঃ চ) প্রাদাৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ঐ সব বিপ্রগণকে স্বর্ণ, রজত, বসন, ভূষণ, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি এবং ছয় অর্ব্বুদ অর্থাৎ ষাট কোটি ধেনু দান করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ববর্ষ কামানন্যেষাং পর্জ্জন্য ইব দেহিনাম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কুমারস্য মহামনাঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ (সঃ নৃপঃ) কুমারস্য ধন্যং (ধনকরং) যশস্যং (যশস্করম্) আয়ুষ্যম্ (আয়ুস্করং যথা তথা) অন্যেষাম্ (অপি) দেহিনাং কামান্ (কাম্য-বিষয়ান্) পর্জ্জন্যঃ ইব (মেঘবৎ অকাতরমজস্রঞ্চ) ববর্ষ (যথোচিতং পূরয়ামাস) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—মেঘ যেরূপ অকাতরে জল বর্ষণ করে, মহামতি রাজাও সেইরূপ কুমারের যশঃ, ধন ও আয়ুবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য জনগণকেও তাঁহাদের অভি-লষিত বস্তু দান করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ধন্যমুত্তমং কামং ববর্ষ। ন ত্বধন্যং মহামনা অত্যুদারঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধন্যং'—বলিতে উত্তম কাম্য বস্তুসমূহ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অধন্য নহে, যেহেতু 'মহামনাঃ'—মহারাজ চিত্রকেতু অতিশয় উদারচিত্ত ছিলেন ॥ ৩৫ ॥

কৃচ্ছ্রলব্ধেঽথ রাজর্ষেস্তনয়েঽনুদিনং পিতুঃ।
যথা নিঃস্বস্য কৃচ্ছ্রাপ্তে ধনে স্নেহোঽন্ববর্দ্ধত ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—যথা নিঃস্বস্য (দরিদ্রস্য) কৃচ্ছ্রাপ্তে (কষ্টপ্রাপ্তে) ধনে অনুদিনং স্নেহঃ অনুবর্দ্ধতে, (তথা) পিতুঃ (কুমারপিতুঃ) রাজর্ষেঃ (চিত্রকেতোঃ) অথ (অপি) কৃচ্ছ্রলব্ধে তনয়ে অনুদিনং স্নেহঃ অন্ববর্দ্ধত ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দরিদ্রব্যক্তির যেরূপ কষ্টলব্ধ ধনে নিত্য নিত্য স্নেহ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পিতা রাজর্ষি চিত্রকেতুর কষ্টলব্ধ তনয়ে দিন দিন স্নেহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

মাতুস্ত্বতিতরাং পুত্রে স্নেহো মোহসমুদ্ভবঃ।
কৃতদ্যুতেঃ সপত্নীনাং প্রজাকামজ্বরোঽভবৎ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ---মাতুঃ (কৃতদ্যুতে) তু মোহসমুদ্ভবঃ (মোহাৎ অজ্ঞানাৎ সমুদ্ভবঃ যস্য সঃ) পুত্রে স্নেহঃ (পুত্রবিষয়কানুরাগঃ) অতিতরাম্ (অত্যর্থম্ অন্ববর্দ্ধত, তেন) কৃতদ্যুতেঃ সপত্নীনাং (তু) প্রজাকামজ্বরঃ (প্রজাকামরূপঃ জ্বরস্তাপঃ) অভবৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পিতার ন্যায় মাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি মোহজনিত আত্যন্তিক স্নেহ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কৃতদ্যুতির সন্তান দর্শনে তৎসপত্নীগণেরও পুত্রকামনায় পরিতাপ উপস্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাকামরূপো জ্বরস্তাপঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'প্রজাকাম-জ্বর'--সপত্নীগণের পুত্রকামনারূপ জ্বর বলিতে মনস্তাপ জন্মিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

———

চিত্রকেতোরতিপ্রীতির্যথা দারে প্রজাবতি।
ন তথান্যেষু সঞ্জজ্ঞে বালং লালয়তোঽন্বহম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—বালম্ অন্বহং (নিরন্তরং) লালয়তঃ চিত্রকেতোঃ প্রজাবতি দারে (কৃতদ্যুতৌ) যথা অতিপ্রীতিঃ সংজজ্ঞে তথা অন্যেষু (প্রজারহিতেষু দারেষু) ন সংজজ্ঞে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—নিরন্তর বালকের লালন-পালনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকেতুর পুত্রবতী ভার্য্যা কৃতদ্যুতির প্রতি যাদৃশ আত্যন্তিক প্রীতি জন্মিয়াছিল, অন্যান্য ভার্য্যাগণের প্রতি রাজার তাদৃশ প্রীতি জন্মে নাই ॥ ৩৮ ॥

———

তাঃ পর্য্যতপ্যন্নাত্মানং গর্হয়ন্ত্যোঽভ্যসূয়য়া।
আনপত্যেন দুঃখেন রাজ্ঞশ্চানাদরেণ চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তাঃ (পুত্ররহিতাঃ সপত্ন্যঃ) আনপত্যেন (অপুত্রকত্বনিমিত্তেন) দুঃখেন রাজ্ঞঃ অনাদরেণ অভ্যসূয়য়া চ (ঈর্ষ্যয়া) আত্মানং গর্হয়ন্ত্যঃ (নিন্দন্ত্যঃ) পর্য্যতপ্যন্ (অনুতাপং চক্রুঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—পুত্র-রহিত রাজপত্নীগণ অনপত্যতা-প্রযুক্ত দুঃখে ও রাজার অনাদরহেতু ঈর্ষ্যায় নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে এইরূপ অনুতাপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

———

ধিগপ্রজাং স্ত্রিয়ং পাপাং পত্যুশ্চাগৃহসম্মতাম্।
সুপ্রজাভিঃ সপত্নীভির্দাসীমিব তিরস্কৃতাম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সুপ্রজাভিঃ সপত্নীভিঃ (পুত্রবতীভিঃ) দাসীম্ ইব তিরস্কৃতাম্ (অবজ্ঞাতাম্) অপ্রজাং পত্যুঃ চ অগৃহসম্মতাং (ন গৃহে সম্মতাং ন বহুমতাং, যদ্বা, গৃহিণ্যেব গৃহম্ ইতি নিয়মাৎ ন ভার্য্যেতি সম্মতাং) পাপং (পাপরূপাং) স্ত্রিয়ং ধিক্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যে যে স্ত্রী—অপ্রজা অর্থাৎ সন্তানহীনা, অথচ, পতি যাহাকে গৃহিণী বলিয়া সম্মান করেন না, পরন্তু সুসন্তানপত্নী সপত্নীগণের দ্বারা যে দাসীর ন্যায় তিরস্কৃত হয়, এইরূপ পাপিনী স্ত্রীকে ধিক্ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অগৃহং গৃহভিন্নং বনং তত্রৈব সম্মতাং পত্যুরিতি বনবাসদানার্হামিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অগৃহ-সম্মতাং'-- অগৃহ বলিতে গৃহভিন্ন, অর্থাৎ বন, সেখানেই সম্মতা, 'পত্যুঃ' --পতির বনবাস দানেরও অযোগ্যা আমরা--এই অর্থ ॥ ৪০ ॥

———

দাসীনাং কো নু সন্তাপঃ স্বামিনঃ পরিচর্য্যয়া।
অভীক্ষ্ণং লব্ধমানানাং দাস্যা দাসীব দুর্ভগাঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—স্বামিনঃ পরিচর্য্যয়া (সেবয়া) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) লব্ধমানানাং (লব্ধঃ মানঃ সম্মানঃ যাভিঃ তাসাং) দাসীনাং কঃ নু সন্তাপঃ ? (নৈব দুঃখং সম্ভবতি ; বয়ং তু) দাস্যাঃ দাসী ইব (দাস্যাঃ দাসী যথা দুর্ভগা, তথা) দুর্ভগাঃ (মন্দভাগ্যাঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—নিরন্তর স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া দাসীগণ স্বামীর নিকট হইতে সম্মান পায়, অতএব সেই দাসীগণের কোনই সন্তাপ নাই, কিন্তু আমরা যে দাসীর দাসী ! অতএব আমরা—মন্দভাগ্যা ॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ—দাস্যা দাসীব কস্যাশ্চিদ্দুর্ভগায়া দাস্যা দাস্য ইব বয়ং দুর্ভগা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দাস্যাঃ দাসীব'—কোন দুর্ভাগ্যবতী দাসীরও দাসীর ন্যায় আমরা দুর্ভাগা—এই অর্থ ॥ ৪১ ॥

———

এবং সন্দহ্যমানানাং সপত্ন্যাঃ পুত্রসম্পদা।
রাজ্ঞোঽসম্মতবৃত্তীনাং বিদ্বেষো বলবানভূৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সপত্ন্যাঃ (কৃতদ্যুত্যাঃ) পুত্রসম্পদা (হেতুনা) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) সন্দহ্যমানানাম্ (অনুতপ্তানাং) রাজ্ঞঃ অসম্মতবৃত্তীনাং (ন সম্মতা বৃত্তিঃ জীবনং যাসাং তাসাং, নৃপতেঃ অনভিমতানাং স্ত্রীণাং) বলবান্ বিদ্বেষঃ অভূৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে একদিকে সপত্নী কৃতদ্যুতির পুত্র-সম্পদ্-লাভ-হেতু অন্তর দগ্ধ হইতেছিল, অপর-দিকে রাজার অনাদর-প্রযুক্ত সন্তানহীন সপত্নীগণের বলবান্ বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞোঽসম্মতা বৃত্তিশ্চরিত্রং যাসাম্ ॥৪২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজ্ঞঃ অসম্মতবৃত্তীনাং'—রাজার অসম্মত বৃত্তি বলিতে চরিত্র যাহাদের (অর্থাৎ রাজার অনাদর-প্রযুক্ত সন্তানহীন সপত্নীগণের চিত্তে প্রবল বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল।) ॥ ৪২ ॥

বিদ্বেষনষ্টমতয়ঃ স্ত্রিয়ো দারুণচেতসঃ।
গরং দদুঃ কুমারায় দুর্ম্মর্ষা নৃপতিং প্রতি ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(অথ) বিদ্বেষনষ্টমতয়ঃ (বিদ্বেষেণ নষ্টা মতিঃ যাসাং তাঃ, বিদ্বেষাৎ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ) দারুণ-চেতসঃ (নির্দ্দয়হৃদয়াঃ) নৃপতিং প্রতি দুর্ম্মর্ষাঃ (তদনাদরমসহমানাঃ) স্ত্রিয়ঃ কুমারায় গরং (বিষং) দদুঃ (ভক্ষয়ামাসুরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ক্রমশঃ সপত্নীগণের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের মতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহারা নিদারুণচিত্ত হইল, নৃপতির অনাদর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, অবশেষে ঐ স্ত্রীগণ কুমারকে বিষদান করিল ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ম্মর্ষা অসহমানাঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্ম্মর্ষাঃ'—রাজার অনাদর সহ্য করিতে না পারিয়া (সেই সপত্নীগণ একদিন কুমারকে বিষ প্রদান করিলেন।) ॥ ৪৩ ॥

কৃতদ্যুতিরজানন্তী সপত্নীনামঘং মহৎ।
সুপ্ত এবেতি সঞ্চিন্ত্য নিরীক্ষ্য ব্যচরদ্‌গৃহে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতদ্যুতিঃ সপত্নীনাং মহৎ অঘং (বিষদানরূপম্ অপরাধম্) অজানন্তী সুপ্ত এব (বালঃ নিদ্রিতঃ এব) ইতি সঞ্চিন্ত্য নিরীক্ষ্য (সুপ্তবৎ নিরীক্ষ্য চ) গৃহে ব্যচরৎ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—রাজমহিষী কৃতদ্যুতি সপত্নীগণের বিষদানরূপ মহাপাপকার্য্যটী জানিতে পারেন নাই, বালককে নিদ্রিত মনে করিয়া তিনি গৃহে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৪৪ ॥

শয়ানং সুচিরং বালমুপধার্য্য মনীষিণী।
পুত্রমানয় মে ভদ্রে ইতি ধাত্রীমচোদয়ৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ দীর্ঘকালানন্তরং) মনীষিণী (শ্রীমতী কৃতদ্যুতিঃ) বালং সুচিরং (বহুকালং যাবৎ) শয়ানম্ উপাধার্য্য (সঞ্চিন্ত্য) হে ভদ্রে। মে (মম সমীপে) পুত্রম্ আনয় ইতি ধাত্রীং (স্তনদাত্রীম্) অচোদয়ৎ (প্রেরয়ামাস) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমতী কৃতদ্যুতি, বালক অনেকক্ষণ নিদ্রিত আছে, চিন্তা করিয়া ধাত্রীকে বলিলেন—"হে ভদ্রে, আমার পুত্রটীকে এস্থানে লইয়া আইস" এই বলিয়া তাহাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সা শয়ানমুপব্রজ্য দৃষ্ট্বা চোত্তারলোচনম্।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিস্ত্যক্তং হতাস্মীত্যপতদ্ভুবি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—সা (ধাত্রী) শয়ানং (বালম্) উপব্রজ্য (অভ্যাগত্য) উত্তারলোচনং (উদ্‌গতে তারকে কনীনেকে যয়োস্তে লোচনে যস্য তম্ ঊর্দ্ধলোচনং) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ত্যক্তং চ (রহিতং মৃতং) দৃষ্ট্বা 'হতাস্মি' ইতি (উচ্চার্য্য) ভুবি অপতৎ (পপাত) ॥৪৬

অনুবাদ—শায়িত বালকের সমীপে যাইয়া ধাত্রী দেখিল,—বালকের চক্ষুর তারকা ঊর্দ্ধগত হইয়া আছে; দেহ, প্রাণেন্দ্রিয় এবং আত্মা শূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। এইরূপ, দেখিয়া, 'হায়, আমি হত হই-লাম' এই বলিয়া ধাত্রী ভূমিতে নিপতিত হইল ॥৪৬॥

তস্যাস্তদাকর্ণ্য ভৃশাতুরং স্বরং
ঘ্নন্ত্যাঃ করাভ্যামুর উচ্চকৈরপি।

প্রবিশ্য রাজ্ঞী ত্বরয়াত্মজান্তিকং
দদর্শ বালং সহসা মৃতং সুতম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—করাভ্যাম্ উরঃ ঘ্নন্ত্যাঃ তস্যাঃ (ধাত্র্যাঃ) তৎ ভৃশাতুরম্ (অতিব্যাকুলম্) উচ্চকৈঃ অপি স্বরম্ আকর্ণ্য রাজ্ঞী ত্বরয়া আত্মজান্তিকং প্রবিশ্য সহসা (আকস্মিকেন দৈবেন) মৃতং বালং (শিশুং) সুতং (পুত্রং) দদর্শ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ধাত্রী অতিব্যাকুলভাবে করযুগলদ্বারা বক্ষঃ তাড়ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিল, রাজ্ঞী ঐ স্বর শুনিয়া স্বয়ং পুত্রসমীপে সত্বর আগমন করিয়া পুত্রকে সহসা মৃত দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—বালমেব সুতং তং মৃতং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালং'--বালকই নিজ পুত্র, রাজমহিষী কৃতদ্যুতি তাহাকে মৃত দেখিতে পাইলেন --এই অন্বয় ॥ ৪৭ ॥

পপাত ভূমৌ পরিবৃদ্ধয়া শুচা
মুমোহ বিভ্রষ্টশিরোরুহাম্বরা ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(স্বতনয়ং মৃতং দৃষ্ট্বা চ) পরিবৃদ্ধয়া শুচা (অতীবশোকেন) বিভ্রষ্টশিরোরুহাম্বরা (বিভ্রষ্টাঃ বিকীর্ণাঃ শিরোরুহাঃ অম্বরে চ যস্যাঃ সা গলিতকেশ-বসনা সতী) ভূমৌ পপাত, (তথা) মুমোহ সংজ্ঞা-হীনা চ বভূব) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—রাণী স্বতনয়কে হঠাৎ মৃত দেখিয়া অতিশোকাবেগে গলিতবসনা, গলিতকেশা অবস্থায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ততো নৃপান্তঃপুরবর্ত্তিনো জনা
নরাশ্চ নার্য্যশ্চ নিশম্য রোদনম্ ।
আগত্য তুল্যব্যসনাঃ সুদুঃখিতাঃ
তাশ্চ ব্যলীকং রুরুদুঃ কৃতাগসঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং হে) নৃপ, অন্তঃপুর-বর্ত্তিনঃ নরাঃ নার্য্যঃ চ (সর্ব্বে) জনাঃ রোদনং নিশম্য তুল্যব্যসনাঃ (তুল্যং ব্যসনং যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তঃ তত্র) আগত্য রুরুদুঃ ; কৃতাগসঃ (কৃতম্ আগঃ বিষদানরূপঃ অপরাধঃ যাভিঃ তাঃ) তাঃ চ (কৃতা-পরাধাঃ সপত্ন্যঃ চ) ব্যলীকং রুরুদুঃ (মিথ্যা-দুঃখং কুর্ব্বন্ত্যঃ চক্রন্দুঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, তদনন্তর অন্তঃপুরবাসী নর-নারীগণ ঐ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে-স্থানে আগ-মনপূর্ব্বক তাঁহাদের ন্যায় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৃতাপরাধিনী সপত্নীগণও তথায় আগমন-পূর্ব্বক কপটভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তাশ্চ সপত্ন্যোঽপি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাশ্চ'--সেই সপত্নীগণও (তৎকালে কপটভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।) ॥ ৪৯ ॥

শ্রুত্বা মৃতং পুত্রমলক্ষিতান্তকং
বিনষ্টদৃষ্টিঃ প্রপতন্ স্খলন্ পথি ।
স্নেহানুবন্ধৈধিতয়া শুচা ভৃশং
বিমূর্চ্ছিতোঽনুপ্রকৃতির্দ্বিজৈর্বৃতঃ ॥ ৫০ ॥
পপাত বালস্য স পাদমূলে
মৃতস্য বিস্রস্তশিরোরুহাম্বরঃ ।
দীর্ঘং শ্বসন্ বাষ্পকলোপরোধতো
নিরুদ্ধকণ্ঠো ন শশাক ভাষিতুম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (চিত্রকেতুশ্চ) পুত্রম্ অলক্ষিতান্ত-কম্ (অলক্ষিতঃ অজ্ঞাতঃ অন্তকঃ মৃত্যু-হেতুর্যস্য তাদৃশং) মৃতং শ্রুত্বা বিনষ্টদৃষ্টিঃ (বিনষ্টা দৃষ্টিঃ দর্শনশক্তির্যস্য সঃ অতএব) পথি (গমনমার্গে) প্রপতন্ (ভূ-পতিতো ভূত্বা তথা) স্খলন্ (ভ্রষ্টপাদশ্চ সন্) স্নেহানুবন্ধৈধিতয়া (স্নেহস্য পুত্রানুরাগস্য যঃ অনুবন্ধঃ অনুবর্ত্তনং তেন এধিতয়া প্রজ্বলিতয়া বর্দ্ধমানয়া ইত্যর্থঃ) শুচা (শোকানলেন) ভৃশম্ (অত্যর্থং) বিমূর্চ্ছিতঃ (সন্তাপিতঃ) অনুপ্রকৃতিঃ (অনুগতাঃ প্রকৃ-তয়ঃ অমাত্যাদয়ঃ যস্য স তথা) দ্বিজৈঃ (ব্রাহ্মণৈশ্চ পুরোহিতাদিভিঃ) বৃতঃ (সমন্তাদ্ বেষ্টিতঃ তত্রাগত্য) বিস্রস্তশিরোরুহাম্বরঃ (বিকীর্ণকেশবসনঃ সন্) মৃতস্য বালস্য পাদমূলে পপাত ; (ততশ্চ) দীর্ঘং শ্বসন্ (ত্যজন্) বাষ্পকলোপরোধতঃ (বাষ্পকলাভিঃ অশ্রু-

বিন্দুভিঃ উপরোধতঃ সংবৃতত্বেন) নিরুদ্ধকণ্ঠঃ (বদ্ধ-কণ্ঠস্বরঃ সন্ কিঞ্চিদপি) ভাষিতুং (কথয়িতুং) ন শশাক (ন সমর্থো বভূব) ॥ ৫০-৫১ ॥

অনুবাদ—রাজা চিত্রকেতু পুত্রের এইরূপ আকস্মিক-মৃত্যু-শ্রবণে হতদৃষ্টি হইলেন। স্নেহানুবৃত্তি-বশতঃ বিবর্দ্ধমান শোকে পথে পুনঃ পুনঃ পতিত ও স্খলিত হইতে হইতে সে-স্থানে আগমন করিয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিকীর্ণকেশ ও বিগলিত-বসন হইয়া এবং দ্বিজগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মৃত-বালকের পাদমূলে পতিত হইলেন। অনন্তর মূর্চ্ছাপগমে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পকণায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া রাজা কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫০-৫১ ॥

বিশ্বনাথ—ন লক্ষিতোঽন্তকো মৃত্যুর্যস্য তম্। অনুপ্রকৃতিঃ অনুগতামাত্য-সুহৃদাদিকঃ। দ্বিজৈর্বৃতঃ পপাতেতি অমাত্যাদয়ো ব্রাহ্মণাদয়শ্চ পেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫০-৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অলক্ষিতান্তকং'—লক্ষিত হয় নাই (জানা যায় নাই) মৃত্যুর কারণ যাহার, সেই পুত্রকে। 'অনুপ্রকৃতিঃ'—অমাত্য, সুহৃদ্ প্রভৃতি যাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন, সেই রাজা চিত্রকেতু। 'দ্বিজৈঃ বৃতঃ পপাত'—ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিবৃত হইয়া বালকের পাদমূলে রাজা পতিত হইলেন, ইহা বলায় অমাত্যগণ ও ব্রাহ্মণগণও পতিত হইলেন, এই অর্থ ॥ ৫০-৫১ ॥

———

পতিং নিরীক্ষ্যোরুশুচার্পিতং তদা
মৃতঞ্চ বালং সুতমেকসন্ততিম্।
জনস্য রাজ্ঞী প্রকৃতেশ্চ হৃদ্রুজং
সতী দধানা বিললাপ চিত্রধা ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা রাজ্ঞী পতিম্ উরুশুচার্পিতং (বহু-শোকেন ব্যাপ্তং) পতিং নিরীক্ষ্য একসন্ততিম্ (একম্ এব সন্ততিরূপং) বালং চ মৃতং (নিরীক্ষ্য) জনস্য (অন্তঃপুর-জনস্য) প্রকৃতেঃ চ (অমাত্যাদেঃ চ) হৃদ্রুজং (বক্ষঃপীড়াং) দধানা (পুষ্ণন্তী) সতী চিত্রধা (বহুবিধং) বিললাপ (বিলাপম্ অকরোৎ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—পতিকে নিদারুণ শোকসন্তপ্ত এবং একমাত্র বংশাঙ্কুর বালককে মৃত দেখিয়া রাজ্ঞী অন্তঃ-পুরবাসীদের, তথা অমাত্যবর্গের মনোবেদনা বর্দ্ধন করিয়া বহুবিধ বিলাপ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—একশ্চাসৌ সন্ততির্বংশরূপশ্চ তং হৃদ্রুজং দধানা পুষ্যন্তী সতী ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একসন্ততিম্'—একমাত্র সন্ততি বলিতে বংশধর পুত্রকে মৃত দেখিয়া, 'হৃদ্রুজং'—অপর সকলের মনস্তাপ সৃষ্টি করিয়া রাজ্ঞী নানা-রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

———

স্তনদ্বয়ং কুঙ্কুমপঙ্কমণ্ডিতং
নিষিঞ্চতী সাঞ্জনবাষ্পবিন্দুভিঃ।
বিকীর্য্য কেশান্ বিগলৎস্রজঃ সুতং
শুশোচ চিত্রং কুররীব সুস্বরম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সা চ) বিগলৎস্রজঃ (বিগলন্ত্যঃ স্রজঃ যেভ্যঃ তান্ উন্মুক্তমাল্যাভরণান্) কেশান্ বিকীর্য্য সাঞ্জনবাষ্পবিন্দুভিঃ (অঞ্জনরাগযুক্তনেত্রজলকণৈঃ) কুঙ্কুমপঙ্কমণ্ডিতং (সুরঞ্জিতং সুবাসিতং চ) স্তনদ্বয়ং নিষিঞ্চতী (সতী) কুররী (তন্নাম্নী পক্ষিণী) ইব সুস্বরং চিত্রং (চ যথা ভবতি, তথা) সুতং শুশোচ (পুত্রমুদ্দিশ্য বিললাপ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—রাজমহিষীর উন্মুক্ত কেশপাশ হইতে মাল্যসমূহ বিস্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল, অঞ্জনরাগযুক্ত নেত্র হইতে বাষ্পবিন্দুসমূহ বিগলিত হইয়া কুঙ্কুম-রঞ্জিত (সুতরাং সুরঞ্জিত ও সুবাসিত) কুচদ্বয়কে সিক্ত করিতেছিল। এইভাবে রাজমহিষী উচ্চৈঃস্বরে কুররী-নাম্নী পক্ষিণীর ন্যায় পুত্রের নিমিত্ত বিলাপ করিতেছিলেন ॥ ৫৩ ॥

———

অহো বিধাতস্ত্বমতীব বালিশো
যস্ত্বাত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপমীহসে।
পরে নু জীবত্যপরস্য যা মৃতি-
বিপর্য্যয়শ্চেৎ ত্বমসি ধ্রুবঃ পরঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (খেদে) বিধাতঃ! যঃ তু (ত্বং) পরে (বৃদ্ধে পিতরি) জীবতি (সত্যেব) অপরস্য

(বালস্য) যা মৃতিঃ (মরণং তাদৃশম্) আত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপম্ (আত্মসৃষ্টেঃ নিজরচিতসংসারস্য অপ্রতি-রূপং প্রতিকূলং যথা স্যাৎ, তথা) ঈহসে (চেষ্টসে, অতঃ সর্ব্ববৃদ্ধঃ অপি ত্বং) অতীব বালিশঃ (মহামূর্খঃ এব অসি, তথাহি বৃদ্ধস্য সৃষ্টিসামর্থ্যাভাবে কালে চ মৃতে সতি, তব সৃষ্টিঃ নষ্টা স্যাৎ) ; চেৎ (যদি) বিপর্য্যয়ঃ (সম্প্রতি স্বসৃষ্টেঃ বিপরীতঃ অস্মি চেৎ তর্হি ত্বং প্রাণিনাম্ অতিদুঃখকারিত্বাৎ স্ববিরুদ্ধং কৃত্বা অস্মাকং কষ্টদানাৎ চ ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) পরঃ (শত্রুরসি), ন তু কৃপালুঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হা বিধাতঃ! তুমি সৃষ্টি-বিষয়ে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, কেন না, তুমি পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রের মরণ-রূপ নিজসৃষ্টিবিরুদ্ধচেষ্টা করিতেছ! এইরূপ বিপরীত আচরণই যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে তুমি প্রাণিগণের শত্রু, কৃপালু নহ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকমেতাদৃশস্য দুঃখস্য কারণং বিধাতৈব ; তস্য চ কারণত্বং তদীয়মূর্খত্বাদেবেতি নিশ্চিত্য স ন পুনরেবং ক্বাপি করোত্বিতি হিতৈষিত্বেন তমেব প্রবোধয়ন্ত্যাহ,—অহো ইতি। বালিশত্বমেবাহ, যস্ত্বং আত্মনঃ সৃষ্টেঃ অপ্রতিরূপং অসদৃশমনুচিতং যথা স্যাত্তথা ইত্যর্থঃ। ননু কিমনৌচিত্যং? তত্রাহ,—পরে বৃদ্ধে জীবতি অপরস্য বালস্য যা মৃতিস্তৎ। তদাহ,—বৃদ্ধস্য সৃষ্টিসামার্থ্যাভাবে বালে চ মৃতে সতি তব সৃষ্টিলোপ এব স্যাদিত্যর্থঃ। বিপর্য্যয়শ্চেৎ সম্প্রতি স্বসৃষ্টের্বিপরীতোহস্মীতি মন্যসে চেদিত্যর্থঃ। তর্হি ত্বমেবাস্মাকং পরঃ শত্রুর্ধ্রুবো নিশ্চিত এব। স্বস্যাপকারমপি কৃত্বা অস্মান্ দুঃখয়ন্ শত্রুত্বমেব ব্যক্তীকরোষীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অকস্মাৎ এইপ্রকার দুঃখের কারণ বিধাতাই, এবং তাঁহার মূর্খতাই এই বিষয়ে কারণ, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক সেই বিধাতা যেন পুনরায় এইরূপ কোথায়ও না করেন, ইহার জন্য হিতৈষিরূপে তাঁহাকেই প্রবোধ প্রদান করিতে করিতে প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতি বলিতেছেন—'অহো বিধাতঃ' ইত্যাদি। তাঁহার মূর্খত্বই প্রকাশ করিতেছেন—যে তুমি নিজের সৃষ্টিরই 'অপ্রতিরূপং'—অসদৃশ অর্থাৎ অনুচিতরূপে আচরণ করিতেছ? যদি বলেন—কি প্রকার অনৌচিত্য? তাহাতে বলিতেছেন—'পরে জীবতি', বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে বালকের যে মৃত্যু, তাহাই অযৌক্তিক। যেহেতু বৃদ্ধের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, আর বালক যদি মৃত হয়, তবে তোমার সৃষ্টিই লোপ পাইবে, এই অর্থ। 'বিপর্য্যয়শ্চেৎ'—সম্প্রতি আমি নিজসৃষ্টির বিপরীত আচরণকারী হইয়াছি, ইহা যদি মনে কর, তাহা হইলে তুমিই আমাদের 'পরঃ'—শত্রু, ইহা নিশ্চিতই। নিজের অপকার করিয়াও আমাদিগকে দুঃখ দিয়া শত্রুত্বই প্রকট করিতেছ—এই অর্থ ॥ ৫৪ ॥

ন হি ক্রমশ্চেদিহ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণামস্তু তদাত্মকর্ম্মভিঃ।
যঃ স্নেহপাশো নিজসর্গবৃদ্ধয়ে
স্বয়ং কৃতস্তে তমিমং বিবৃশ্চসি ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (সংসারে) মৃত্যু-জন্মনোঃ (পুত্রে জীবত্যেব পিতা ম্রিয়তে, পিতরি জীবত্যেব পুত্র জায়তে ইতি ক্রমঃ ন হি (নাস্তি কর্ম্মাধীনত্বাৎ, এবং) চেৎ (যদি) আত্মকর্ম্মভিঃ (এব) শরীরিণাং তৎ (জন্মাদিকম্) অস্তু (ত্বয়া কিং কৃতম্? ননু ময়া ঈশ্বরেণ বিনা জড়ৈঃ কর্ম্মভিঃ কিং সিধ্যেৎ ইতি চেৎ? সত্যং ত্বয়ৈব সিধ্যেৎ, তথাপি) নিজসর্গবৃদ্ধয়ে (ত্বয়া) যঃ স্নেহপাশঃ কৃতঃ তম্ ইমং স্বয়ম্ (এব) বিবৃশ্চসি পুত্রাদি-মারণেন ছিনৎসি ; স্নেহে এতাদৃশং দুঃখং দৃষ্ট্বা পুত্রাদিষু কঃ অপি স্নেহং ন করিষ্যতি? অতঃ স্নেহাকরণে পুত্রাদয়ঃ কথং জীবিষ্যন্তি ইতি সৃষ্টি-লোপাৎ ত্বং মূর্খঃ এব ভবসি) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—যদি বল, "পুত্র জীবিত থাকিতেই পিতা মরিবে, কিংবা পিতা জীবিত থাকিতেই পুত্র জন্মিবে, জন্মমরণ-সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই, আত্মকর্ম্মানু-সারেই প্রাণিগণের জন্ম-মরণ ঘটিয়া থাকে" এরূপ হইলে ঈশ্বর-স্বীকারের কি প্রয়োজন? জড়কর্ম্মদ্বারাই ত' জন্ম-মরণাদি হইতে পারে? সুতরাং জড়ের স্বতঃক্রিয়াশক্তি না থাকায় কর্ম্মের নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়, আর নিজসৃষ্টির বৃদ্ধির জন্য তুমি যে স্নেহপাশ নির্ম্মাণ করিয়াছ, পুত্রাদির মরণদ্বারা তুমি তাহা স্বয়ংই ছিন্ন করিতেছ, স্নেহে এতাদৃশ দুঃখ

দর্শন করিয়া কেহই আর পুত্রাদির প্রতি স্নেহ করিবে না, সুতরাং স্নেহাভাবে পুত্রাদি জীবিত থাকিবে না, ক্রমে সৃষ্টি লোপ হইবে, অতএব তুমি—মূর্খ ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জীবস্য কর্ম্মানুসারেণ জন্মাদি কুর্ব্বতো মম কোঽপরাধস্তত্রাহ,—ন হীতি। পুত্রে জীবত্যেব পিতা ম্রিয়তে, পিতরি মৃতে এব পুত্রো ম্রিয়তে ইতি ক্রমো নাস্তি কর্ম্মাধীনত্বাদিতি চেৎ? তর্হি আত্মকর্ম্মভিরেব তজ্জন্মাদিকমস্তু কিং ত্বয়া কৃতম্। ননু ময়েশ্বরেণ বিনা জড়ৈঃ কর্ম্মভিরিদং কথং সিদ্ধেৎ? সত্যং, ত্বয়ৈব সিদ্ধ্যতু, তদপি নিজসর্গ-বৃদ্ধয়ে যঃ স্নেহপাশস্তে ত্বয়া স্বয়মেব কৃতস্তমিমং বিবৃশ্চসি ছিনৎসি স্নেহে এতাদৃশং দুঃখং দৃষ্ট্বা পুত্রাদিষু কোঽপি স্নেহং ন করিষ্যতি স্নেহাকরণে পুত্রাদয়ঃ কথং জীবিষ্যন্তীতি সৃষ্টিলোপাৎ ত্বং মূর্খ এবেতি ভাবঃ; যদ্বা, লোড়র্থে লট্ ছিন্ধীত্যর্থঃ। স্নেহ এব সুখ-দুঃখয়োর্হেতুঃ, স্নেহাভাবে পুত্রো জায়তাং ম্রিয়তাং বা নৈব স্যাতাং সুখদুঃখে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কর্ম্মানুসারেই জীবের জন্ম-মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহাতে আমার (বিধাতার) অপরাধ কি? তাহাতে বলিতেছেন—'ন হি' ইত্যাদি। পুত্র জীবিত থাকিতেই পিতার মৃত্যু হইবে, এবং পিতা মৃত হইলে পুত্র মারা যাইবে—এইরূপ কোন ক্রম (নিয়ম) নাই, যেহেতু সকলেই কর্ম্মের অধীনে জন্ম-মৃত্যু পরিগ্রহ করে। তাহা হইলে নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারাই তাহাদের জন্মাদি হউক্, তোমার কি প্রয়োজন? তাহাতে যদি বলেন—ঈশ্বর আমা ব্যতীত জড় কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে এই জন্ম-মরণ সিদ্ধ হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, তোমার দ্বারাই উহা সিদ্ধ হউক, তাহা হইলেও নিজ সৃষ্টি-বৃদ্ধির জন্য যে স্নেহপাশ তুমি নিজেই রচনা করিয়াছ, এক্ষণে তাহা ছেদন করিতেছ। স্নেহে এইপ্রকার দুঃখ, ইহা জানিলে কেহই পুত্রাদিতে স্নেহ করিবে না, আর স্নেহ না করিলে কি প্রকারে পুত্রাদি জীবিত থাকিবে? ইহাতে সৃষ্টিলোপে তুমি মূর্খই—এই ভাব। অথবা—'বিবৃশ্চসি'—ছেদন করিতেছ, ইহা লোড়র্থে লট্ (বর্ত্তমান কালের) প্রয়োগ হইয়াছে, 'ছিন্ধি'—সেই স্নেহপাশ ছেদন কর, এই অর্থ। স্নেহই জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ, স্নেহ না থাকিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করুক বা মৃত হউক, তাহাতে কোন সুখ বা দুঃখ হইবে না—এই ভাব ॥ ৫৫ ॥

ত্বং তাত নার্হসি চ মাং কৃপণামনাথাং
ত্যক্তুং বিচক্ষ্ব পিতরং তব শোকতপ্তম্।
অঞ্জস্তরেম ভবতাপ্রজদুস্তরং যদ্-
ধ্বান্তং ন যাহ্যকরুণেন যমেন দূরম্ ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত! (হে বৎস, মৃতবাল,) ত্বং চ কৃপণাং (কাতরাম্) অনাথাং মাং ত্যক্তুং ন অর্হসি; তব শোকতপ্তং পিতরং বিচক্ষ্ব (অবলোকয়); ভবতা (নিমিত্তেন) অপ্রজদুস্তরম্ (অপ্রজানাং দুস্তরং যৎ) ধ্বান্তং (নরকদুঃখং তৎ) অঞ্জঃ (অনায়াসেন এব বয়ং) তরেম; (অতঃ) অকরুণেন নির্দ্দয়েন যমেন (সহ) দূরং ন যাহি (মা গচ্ছ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! আমি যে অতি কাতরা ও অনাথা হইয়াছি, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না, আর একবার তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতাকে অবলোকন কর। অপুত্রজনিত যে নরক-দুঃখ, তাহা আমরা তোমার দ্বারাই ত্রাণ পাইব, অতএব এই নির্দ্দয় যমের সহিত আর অধিক দূর যাইও না ॥৫৬॥

বিশ্বনাথ—বালিশেন বিধাত্রা সহ কিমিত্যহং সংলপামি স্বপুত্রমেব হিতকৃত্যে কিমিতি নাবধাপয়ামীতি বিমৃশ্যাহ,—ত্বমিতি। হে তাত! ভবতা পুত্রেণ অপ্রজানামপুত্রাণাং দুস্তরং যৎ ধ্বান্তং নরকং তত্তরেম। ননু যমো মাং স্বপুরং নয়তি অহং কিং করোমি তত্রাহ—ন যাহি অকরুণেন সহ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্ব্বোধ বিধাতার সহিত কিজন্য সংলাপ করিতেছি, বরং নিজপুত্রকেই হিত-কার্য্যে অবহিত করি না কেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিতেছেন—'ত্বং তাত' ইত্যাদি। হে বৎস! আমরা তোমার সাহায্যেই অপুত্রক জনগণের পক্ষে যাহা দুস্তর, সেই নরক অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। যদি বল—যম আমাকে নিজ পুরীতে লইয়া যাইতেছে, আমি কি করি? তাহাতে বলিতেছেন—'ন যাহি', অকরুণ (নিষ্ঠুর) যমের সহিত দূরে চলিয়া যাইও না ॥ ৫৬ ॥

উত্তিষ্ঠ তাত ত ইমে শিশবো বয়স্যা-
স্ত্বামাহ্বয়ন্তি নৃপনন্দন সংবিহর্ত্তুম্।
সুপ্তশ্চিরং হ্যশনয়া চ ভবান্ পরীতো
ভুঙ্ক্ষ্ব স্তনং পিব শুচো হর নঃ স্বকানাম্ ॥৫৭

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (হে) নৃপনন্দন, (ত্বং) চিরং (বহুকালং) সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ অসি ! ইদানীম্) উত্তিষ্ঠ, তে (তব) ইমে বয়স্যাঃ শিশবঃ (বালাঃ) ত্বাং সংবিহর্ত্তুং (ক্রীড়িতুম্) আহ্বয়ন্তি ! ভবান্ (অপি) অশনয়া (ক্ষুধয়া) পরীতঃ (ব্যাপ্তঃ অতঃ) ভুঙ্ক্ষ্ব (অন্নং) স্তনং (চ) পিব ! স্বকানাং (তৎ-সম্বন্ধিনাং) নঃ অস্মাকং) শুচঃ (শোকান্) হর (অপনয়) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে তাত নৃপনন্দন, তুমি অনেক কাল ঘুমাইয়াছ, এখন উঠ, তোমার এই বয়স্য বালকগণ ক্রীড়ার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে, তুমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, উঠিয়া স্তন পান কর এবং আমাদিগের শোক অপনোদন কর ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রং সুপ্তং মত্বাহ,—উত্তিষ্ঠেতি। অশনয়া ক্ষুধয়া ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুত্রকে সুপ্ত মনে করিয়া বলিতেছেন—'উত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি, তুমি উঠ। 'অশনয়া' —ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, (অতএব আহার ও স্তন পান কর।) ॥ ৫৭ ॥

———

নাহং তনূজ দদৃশে হতমঙ্গলা তে
মুগ্ধস্মিতং মুদিতবীক্ষণমাননাব্জম্।
কিং বা গতোঽস্যপুনরন্বয়মন্যলোকং
নীতোঽঘৃণেন ন শৃণোমি কলা গিরস্তে ॥৫৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) তনূজ, (হে পুত্র,) হতমঙ্গলা (মন্দভাগ্যা অহম্ ; অতএব তদা আগত্য) অহং তে (তব) মুগ্ধ-স্মিতং (মুগ্ধং অল্পং স্মিতং যস্মিন্ তৎ) মুদিতবীক্ষণং (মুদিতে বীক্ষণে যস্মিন্ তৎ) আননাব্জং (মুখারবিন্দং) ন দদৃশে (ন দৃষ্টবতী অস্মি) ; কিং বা অঘৃণেন (নির্দ্দয়েন যমেন) নীতঃ ? অপুনরন্বয়ং (পুনরাগমনং যস্মাৎ ন ভবতি, তম্) অন্যলোকং (যমলোকং) গত অসি ? (অতঃ) তে (তব) কলাঃ (অব্যক্তমধুরাঃ) গিরঃ (বাচঃ) ন শৃণোমি ? ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে পুত্র, আমার ভাগ্য—মন্দ, সেই জন্যই আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়া তোমার মুখকমলে মৃদুহাস্য ও মুদিতদৃষ্টি আর দেখিতে পাইলাম না ! তবে কি যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসা যায় না, নির্দ্দয় যম কর্ত্তৃক কি তুমি সেই লোকে নীত হইয়াছ ? সেই জন্যই কি তোমার অস্ফুট মধুর বাক্য শুনিতে পাই না ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে তনূজ, তব মুগ্ধস্মিতং মুখপদ্মং ন চাহং দদৃশে ন দৃষ্টবত্যস্মি যত্ত্বং ন জাগর্ষি তেন, কিংবা অন্যলোকং পরলোকং গতোঽসি ? অপুনরন্বয়ং পুনরাগমনশূন্যং তব কো দোষঃ ? যতোঽঘৃণেন নিষ্করুণেন যমেন নীতঃ ? অতএব কলা মধুরাস্ফুটা গিরস্তে ন শৃণোমি ? ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তনূজ'—হে পুত্র ! তোমার মনোহর মৃদুহাস্য ও মুখপদ্ম আমি দেখিতে পাইতেছি না, যেহেতু তুমি জাগ্রত হইতেছ না (জাগিতেছ না)। কিম্বা—'অন্যলোকং', পরলোকে গমন করিয়াছ ? 'অপুনরন্বয়ং'—যেখানে গমন করিলে লোকের আর ইহলোকে প্রত্যাগমন হয় না। তোমার কি দোষ ? যেহেতু নিষ্করুণ (নিষ্ঠুর) যম কর্ত্তৃক তুমি নীত হইয়াছ। অতএব তোমার মধুর অস্ফুট বাক্য আর শুনিতে পাইতেছি না ॥ ৫৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
বিলপন্ত্যা মৃতং পুত্রমিতি চিত্রবিলাপনৈঃ।
চিত্রকেতুর্ভৃশং তপ্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইত্যেবং) চিত্রবিলাপনৈঃ মৃতং পুত্রম্ (উদ্দিশ্য) বিলপন্ত্যা (স্ত্রিয়া সহ) চিত্রকেতুঃ ভৃশং তপ্তঃ (শোকসন্তপ্তঃ সন্) মুক্তকণ্ঠঃ রুরোদ হ (উচ্চৈঃ রোদনং চকার) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—এইরূপে মৃত-পুত্রের জন্য বিচিত্রবিলাপকারিণী স্ত্রীর সহিত রাজা চিত্রকেতু অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিলপন্ত্যা সহ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিলপন্ত্যা'—বিলাপকারিণী রাজমহিষী কৃতদ্যুতির সহিত (রাজা চিত্রকেতু মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়াছিলেন ।) ॥ ৫৯ ॥

তয়োর্বিলপতোঃ সর্ব্বে দম্পত্যোস্তদনুব্রতাঃ ।
রুরুদুঃ স্ম নরা নার্য্যঃ সর্ব্বমাসীদচেতনম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) তয়োঃ দম্পত্যোঃ বিলপতোঃ (সতোঃ) তদনুব্রতাঃ সর্ব্বে নরাঃ নার্য্যঃ (চ) রুরুদুঃ স্ম । (তদা চিত্রকেতোর্মৃততুল্যত্বাৎ) সর্ব্বম্ (এব নগরম্) অচেতনং (নষ্টসংজ্ঞম্ আসীৎ) ॥৬০॥

অনুবাদ—এইরূপে রাজা ও রাণী রোদন করিতে থাকিলে তাঁহাদের অনুগত নরনারীগণ সকলেই রোদন করিয়াছিল এবং এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোকে সকল নগরবাসীই অচেতনপ্রায় হইয়াছিল ॥ ৬০ ॥

এবং কশ্মলমাপন্নং নষ্টসংজ্ঞমনায়কম্ ।
জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম ঋষিরাজগাম স-নারদঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে চিত্রকেতূপাখ্যানে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—এবং কশ্মলং (দুঃখম্) আপন্নং (প্রাপ্তং) নষ্টসংজ্ঞং (হতচেতনম্) অনায়কম্ (অনাথং চিত্রকেতুং) জ্ঞাত্বা স-নারদঃ (নারদসহিতঃ) অঙ্গিরাঃ নাম ঋষিঃ আজগাম ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—রাজাকে এইরূপ দুঃখসন্তপ্ত হতচেতন ও অনাথ জানিতে পারিয়া নারদের সহিত অঙ্গিরা-নামক ঋষি সে-স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—এবং সর্ব্বনগরমেব নষ্টসংজ্ঞং জ্ঞাত্বা চিত্রকেতোশ্চ মৃততুল্যত্বাদনায়কম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এই প্রকার সমস্ত নগরই সংজ্ঞাহীন এবং চিত্রকেতু মৃততুল্য বলিয়া 'অনায়কং'—রক্ষকশূন্য জানিতে পারিয়া (অঙ্গিরা ঋষি শ্রীনারদের সহিত তথায় আগমন করিলেন ।) ॥ ৬১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

উচতুর্ম্মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ।
শোকাভিভূতং রাজানং বোধয়ন্তৌ সদুক্তিভিঃ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অঙ্গিরা ও মহর্ষি নারদের চিত্রকেতুর গৃহে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনোদন বর্ণিত হইয়াছে।

মহর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা পুত্রশোকাতুর রাজা চিত্রকেতুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ করিয়া তাঁহার শোক দূরীভূত করিলেন।

পিতাপুত্রাদিসম্বন্ধ—ভগবানের মায়া-দ্বারা কল্পিত, বাস্তব-সত্য নহে; কেননা এরূপ সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল না, বা পরেও থাকিবে না। বর্ত্তমানে কালবশে এই-রূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, অতএব অনিত্যসম্বন্ধী বস্তুর জন্য শোক করা উচিত নহে। এই চরাচর সমগ্র জগৎ একেবারে অস্তিত্বশূন্য না হইলেও বাস্তব অস্তিত্ব-রহিত। বিশ্বস্রষ্টা ভগবানই মূল-কারণরূপে পরতন্ত্রভূত অর্থাৎ পিত্রাদিরূপে সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, এই সকল কার্য্যে ভগবান্ ব্যতীত অন্যের কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। তবে জীবের যে পিত্রাদিরূপ অভিমান, তাহা মায়া বশতঃই হইয়া থাকে। ঋষিদ্বয়ের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিগতশোক হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষিদ্বয় নিজ-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে "দেহাভিমানই যে যাবতীয় ক্লেশের মূল; কারণ, আত্মতত্ত্ববিচারপূর্ব্বক ভগবানে প্রপন্ন হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ের সংযোগ-বিয়োগ-জনিত সুখদুঃখাদি দূরীভূত হইয়া পরমপদ লাভ হয়" ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিলেন।

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ, মৃতকোপান্তে (মৃতকস্য শবস্য উপান্তে সমীপে) পতিতং মৃতকোপমং (মৃতকেন শবেন উপমা যস্য তং মৃতপ্রায়ং) শোকাভিভূতং (শোকেন অভিভূতম্ অচেতনীকৃতং) রাজানং সদুক্তিভিঃ (বিবেক-বাক্যৈঃ) বোধয়ন্তৌ (প্রবোধয়ন্তৌ সন্তৌ) উচতুঃ (নারদাঙ্গিরসৌ কথয়ামাসতুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—পুত্র-শোকাতুর রাজা চিত্রকেতুকে শবসমীপে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া মহর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা নানাবিধ সদুপদেশ-দ্বারা তাহাকে প্রবোধ দানপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অথ পঞ্চদশে ভূপমুদ্দধার মুনিদ্বয়ম্ ।
শোকান্মন্ত্রং তুপদেষ্টুং নারদঃ কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে মুনিদ্বয় চিত্রকেতু মহারাজকে শোক হইতে উদ্ধার করেন এবং দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে মন্ত্রোপদেশের নিমিত্ত কিছু বলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

কোঽয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র ভবান্ যমনুশোচতি ।
ত্বঞ্চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥২॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, ভবান্ যং (পুত্রম্) অনুশোচতি, (সঃ) অয়ং সৃষ্টৌ পুরা (পূর্ব্বজন্মনি) ইদানীম্ (অত্র জন্মনি) অতঃপরং (ভবিষ্যজ্জন্মনি চ) তব কঃ (কিং-সম্বন্ধবান্) স্যাৎ (আসীৎ ? এবং পূর্ব্বজন্মাদিষু) ত্বং (চ) অস্য কতমঃ (কিং-সম্বন্ধবান্ অসি অয়ং ভাবঃ। যে পূর্ব্বজন্মনি পিত্রাদিরূপেণ সংযুক্তাঃ আসন্, তে এব মরণেন ততঃ বিযুক্তাঃ সন্তঃ বর্ত্তমান-জন্মনি কদাচিৎ তস্যৈব অন্যস্য বা পুত্রাদয়ঃ ভবন্তি; তে জন্মান্তরে তস্যৈব অন্যস্য বা কলত্রাদয়ঃ শত্রুমিত্রাদয়ঃ বা ভবন্তি, ততো নায়ং নিয়মঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, তুমি যাহার জন্য এরূপ শোক করিতেছ, সে তোমার কে ? তুমিই বা ইহার বন্ধুদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ? যদি বল, সৃষ্টিতে সে আমার পুত্র ও আমি—তাহার পিতা ? (আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি) তোমাদের এই সম্বন্ধ পূর্ব্বে কি ছিল ? এখনও কি আছে ? না, ভবিষ্যতে থাকিবে ? ২ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং তব কো ভবেৎ ? পুত্র ইতি

চেৎ ? সত্যং, ত্বমপ্যস্য কতমঃ ? পিতেতি চেৎ ? তত্রাহ,—পুরা সৃষ্টৌ পূর্ব্বজন্মনি কিংবা ইদানীং কঃ বা অতঃপরং ভাবিনি জন্মনীত্যর্থঃ। যে পূর্ব্বজন্মনি পুত্রাদিরূপেণ সংযুক্তা আসন্ ত এব মরণে ততো বিযুক্তাঃ সন্তো বর্ত্তমান-জন্মনি কদাচিৎ তস্যৈবান্যস্য বা পুত্রাদয়ো ভবন্তি। তে জন্মান্তরে তস্যৈবান্যস্য বা কলত্রাদয়ঃ শত্রুমিত্রাদয়ো বা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কোঽয়ং'—যাহার জন্য শোক করিতেছ, এই বালক তোমার কে হয় ? যদি বলেন—আমার পুত্র। সত্য, তুমিও ইহার কে ? যদি বলেন—আমি পিতা। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'পুরা সৃষ্টৌ'—পূর্ব্বজন্মে, বর্ত্তমান জন্মে, কিম্বা ভবিষ্যৎ জন্মে সে তোমার কে ? যাহারা পূর্ব্বজন্মে পুত্রাদিরূপে মিলিত হইয়াছিল, তাহারাই মরণের পর তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে কখনও তাহারই, অথবা অন্যের পুত্রাদি হইয়া থাকে। আবার অন্য জন্মে তাহারাই তাহার বা অপরের কলত্র প্রভৃতি, কিম্বা শত্রু, মিত্রাদি হইয়া থাকে—এই ভাব ॥ ২ ॥

———

যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা স্রোতোবেগেন (স্রোতসঃ প্রবাহস্য বেগেন) বালুকাঃ প্রযান্তি (বিযুজ্যন্তে), সংযান্তি (সংযুজ্যন্তে চ), তথা (এব) কালেন দেহিনঃ (জীবাঃ অপি) সংযুজ্যন্তে ; বিযুজ্যন্তে (চ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ স্রোতোবেগে বালুকারাশি যেমন একবার বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, আবার আসিয়া মিলিত হয়, তেমন প্রাণিবর্গও কালের নিয়মানুসারে একবার আসিয়া মিলিত হয়, আবার সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তমেবার্থং প্রকটয়তি—যথেতি। স্রোতসঃ প্রবাহস্য বেগেন বালুকাঃ যথা প্রযান্তি বিযুজ্যন্তে, সংযান্তি সংযুজ্যন্তে, তথা কালবেগেন দেহিনো জীবা অপি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কথাই বিশদভাবে বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। 'স্রোতোবেগেন'—স্রোতের বেগে বালুকারাশি যেমন বিযুক্ত হয়, আবার পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, সেরূপ জীবগণও কালের প্রভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং পৃথক্ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

———

যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ধানাসু (যবাদিবীজেষু) ধানাঃ (যবাদি-বীজান্তরাণি কুচিৎ কদাচিৎ) ভবন্তি বৈ (কুচিৎ কদাচিৎ চ) ন ভবন্তি চ (নোৎপদ্যন্তে, নশ্যন্তি, বা ন তু ভবন্ত্যেব ইতি নিয়মঃ) ; এবম্ ঈশমায়য়া (ঈশস্য মায়য়া ইচ্ছয়া) চোদিতানি (প্রেরিতানি) ভূতানি (পুত্ররূপাণি) ভূতেষু (পিত্রাদিষু ভবন্তি, ন ভবন্তি চ, অতঃ ধানানাং জন্যজনকত্বে অপি যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো নাস্তি, এবমত্রাপি ন শোকঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ধান্যাদিবীজ বপন করিলে তাহাতে কখনও বীজান্তের উৎপন্ন হয়, কখনও হয় না (কখনও বা তাহার অঙ্কুরোৎপাদনশক্তিই নষ্ট হইয়া যায়), সেইরূপ ভগবন্মায়া প্রেরিত প্রাণীসকল কখনও পুত্রাদিরূপে পিত্রাদিতে জন্ম লাভ করে ; কখনও করে না ; কখনও বা তাহাদের জন্মই নিবৃত্তি হইয়া যায়, সুতরাং এই বিনশ্বর সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নহে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহমস্য পিতা বা পুত্রো বা এতস্মিন্ জন্মনি অন্যস্মিন্ জন্মনি ভবামি, ন ভবামি বেত্যাদি-জিজ্ঞাসয়া সম্প্রত্যলমেব কিন্ত্বস্য পরমপ্রেমাস্পদস্য বিচ্ছেদদুঃখমহং কেনাপরাধেনানুভবামি তদ্ ব্রূতমিতি চেন্নাত্র কোঽপ্যপরাধঃ কিন্ত্বত্র কালএব কারণমিত্যা-হতুঃ—যথেতি। তদপ্যেতাবন্তং কালং মম পুত্রো নাভূদ্‌বার্দ্ধক্যে জাতো মৃত ইতি মহদ্দুঃখমিতি চেত্তত্রা-হতুঃ,—ধানাসু যবেষু ধানা যবান্তরাণি ভবন্তি কদাচিন্ন ভবন্তি নশ্যন্তি চ। এবম্ভূতানি পুত্রাদীনি ভূতেষু পিত্রাদিষু। অতো যবানাং জন্যজনকত্বেঽপি যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো নাস্তি এবমত্রাপি ন শোকঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ। ধানা ভৃষ্টযবে স্ত্রিয় ইত্যভিধানাৎ শ্লেষেণ যথা ধানাসু ভৃষ্টযবেষু ধানা ন ভবন্তি, এবম্ভূতেষু ঈদৃশেষু ভবদ্বিধেষু অপত্যজনকাদৃষ্টরহিতেষু ভূতানি অপত্যানি ন ভবন্তি, কিন্তু হে ঈশ, রাজন্,

মায়য়া প্রেরিতানি ভবন্তি চেত্যহমঙ্গিরা এব ত্বৎপ্রবোধার্থং মায়য়া ত্বৎপুত্রোঽভূবমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আমি ইহার পিতা বা পুত্র এই জন্মে বা অন্যজন্মে হই বা না হই, ইত্যাদি জিজ্ঞাসার এখন কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু পরমপ্রেমাস্পদ ইহার বিচ্ছেদ-দুঃখ কোন্ অপরাধে অনুভব করিতেছি, তাহা বলুন—ইহা যদি বলেন, তাহার উত্তরে—কোনও অপরাধ নহে, কিন্তু এই বিষয়ে কালই একমাত্র কারণ, ইহা বলিতেছেন—'যথা ধানাসু' ইত্যাদি। এতকাল আমার পুত্র ছিল না, বার্দ্ধক্যে জন্ম লাভ করিয়া মৃত হইল—ইহাই মহৎ দুঃখ। তাহাতে বলিতেছেন—যবাদি বীজসমূহের মধ্যে যেরূপ কোন বীজ হইতে (যবাদি) বীজান্তর উৎপন্ন হয়, কোন বীজ হইতে হয় না, আবার কোন বীজ হইতে তাহা হইয়াও নষ্ট হইয়া যায়, 'এবম্ ভূতানি ভূতেষু'—সেইরূপ পিত্রাদিরূপে পরিচিত কোন জীব হইতে পুত্রাদিরূপে কদাচিৎ অন্য জীবের উৎপত্তি হয়, কখনও বা হয় না, আবার কখনও বা উৎপত্তি হইলেও পশ্চাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব যবসমূহের জন্য-জনকত্ব থাকিলেও যেমন পিতা বা পুত্রাদি ভাব নাই, সেরূপ এখানেও শোক করা উচিত নহে—এই ভাব। অভিধানে উক্ত আছে—ভৃষ্ট (ভর্জ্জিত) যব অর্থে ধানা শব্দ ব্যবহৃত হয়, ইহাতে শ্লেষার্থে, এই প্রকার অপত্যজনক অদৃষ্টরহিত তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিতে পুত্রসকলের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু 'ঈশ-মায়য়া'—হে ঈশ অর্থাৎ রাজন্! মায়ার দ্বারা প্রেরিত পুত্র হয়, অর্থাৎ আমি অঙ্গিরাই তোমার প্রবোধের নিমিত্ত মায়ার দ্বারা তোমার পুত্র হইয়াছিলাম—এই ভাব ॥ ৪ ॥

বয়ঞ্চ ত্বঞ্চ যে চেমে তুল্যকালাশ্চরাচরাঃ।
জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥ ৫॥

অনুবাদ—ভোঃ (রাজন্,) তুল্যকালাঃ (বর্ত্তমানকালীনাঃ) বয়ং চ ত্বং চ যে চ ইমে (অন্যে চরাচরঃ তে) জন্মমৃত্যোঃ প্রাক্ পশ্চাৎ যথা (জন্মনঃ প্রাক্ মৃত্যোঃ পশ্চাচ্চ যথা ন সন্তি) এবং (তথা) অধুনা অপি (বর্ত্তমানকালে অপি ন সন্তি, আদ্যন্তয়োঃ অসত্ত্বাৎ স্বপ্নবৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! তোমরা, আমি ও চরাচর সমস্ত জগৎ এই যে এক বর্ত্তমান-কালে রহিয়াছি, তাহা জন্মের পূর্ব্বেও একসঙ্গে ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও থাকিবে না। সুতরাং (মনে কর), এখনও নাই; (তবে যে দেখিতেছ, তাহা—আদ্যন্তবিহীন-স্বপ্নের ন্যায় অলীক) অর্থাৎ অবাস্তব বস্তু, মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে একবারে অস্তিত্বশূন্য না হইলেও নিত্য-সত্য নহে, সুতরাং উহা স্বাপ্নিক পদার্থের ন্যায় বাস্তব-অস্তিত্ব-রহিত ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—শোচনীয়শ্চেৎ ন কেবলং মৃতঃ পুত্র এব অপি তু দারামাত্যস্বজনাদয়ঃ সর্ব্বে বর্ত্তমানা অপি শোচ্যা এবেত্যাহতুঃ—বয়ঞ্চেতি। তুল্যকালা এককালস্থিতাঃ জন্মনঃ প্রাক্ মৃত্যোঃ পশ্চাচ্চ যথা ন সন্তি এবমধুনাপি ন সন্তি, ন হ্যত্রৈকালিকং বস্তু বাস্তবমুচ্যতে, ন হ্যবাস্তবং বস্তু ভব্যৈর্গণনায়ামুপাদীয়তে ইত্যতস্তৎ সত্যমপ্যসত্যায়মানমেবেতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শোচনীয় হয়, তবে, একমাত্র তোমার মৃত পুত্রই নহে, কিন্তু স্ত্রী, অমাত্য, স্বজনাদি সমস্ত বর্ত্তমানকালীন পদার্থই শোচনীয়—ইহা বলিতেছেন, 'বয়ং চ' ইত্যাদি। 'তুল্যকালাঃ'—সমকালীন এই স্থাবর জঙ্গম পদার্থসমূহ—ইহাদের কেহই যেরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকিবে না, সেরূপ বর্ত্তমানেও ইহাদের কাহারও বাস্তব সত্তা নাই। কারণ যাহা ত্রৈকালীন নহে, তাহা বাস্তব সত্য নহে, (উহা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়), আর অবাস্তব বস্তু ভব্যগণের গণনার বিষয় হইতে পারে না, অতএব ঐ জাতীয় সত্যও অসত্যের (অলীকের) ন্যায়ই ॥ ৫ ॥

ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতেশঃ (অজঃ অনাদিঃ জগদীশ্বরঃ) অনপেক্ষঃ অপি (প্রয়োজনরহিতঃ অপি) বালবৎ (লীলয়া) আত্মসৃষ্টৈঃ (নিজরচিতৈঃ) অস্বতন্ত্রৈঃ (স্বস্যৈব বশীভূতৈঃ) ভূতৈঃ (পিত্রাদিভিঃ রূপৈঃ)

ভূতানি (পুত্রাদীনি) সৃজতি (রাজাদ্যৈঃ রূপৈঃ) অবতি (রক্ষতি, সর্পাদ্যৈঃ রূপৈঃ) হন্তি চ (ঈশ্বরেণ মায়য়া সৃষ্টত্বাৎ প্রতীতিনিমিত্তমাত্রত্বেনৈব ভূতানামভিমানঃ ঈশ্বরশ্চ সৃষ্টাদেঃ প্রয়োজনাভাবে অপি স্বভাবাৎ বালবৎ লীলয়া তৎ করোতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভূতপতি জগদীশ্বর জগৎসৃষ্টিবিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াও বালকের মত অনভিপ্রেতভাবে নিজ-সৃষ্ট-পরতন্ত্র বা স্ববশীভূত ভূতগণদ্বারা পিতৃরূপে ভূতসকলকে সৃজন, রাজরূপে পালন, সর্পাদিরূপে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সুতরাং সৃষ্টাদিকার্য্যে ঐ সকল পরতন্ত্রভূতাদির কর্ত্তৃত্ব নাই। মায়াবশতঃ কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমানই করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মমায়ং পুত্রো জনিতঃ কেনাপ্যলক্ষিতেন দারুণেনায়ং নাশিত ইতি স্বস্মিন্ জনকত্বলক্ষণো গুণঃ পরস্মিংস্তু নাশকত্বলক্ষণো দোষঃ প্রসঞ্জনীয় ইত্যাহতুঃ,—ভূতৈঃ পিত্রাদিভিঃ সৃজতি। রাজাদিভিরবতি, সর্পাদিভির্হন্তি, আত্মসৃষ্টৈরিতি পিত্রাদীনামীশ্বরসৃষ্টত্বাদীশ্বরাধীনত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ননু পূর্ণকামস্যেশ্বরস্য কিং সৃষ্ট্যাদিভিস্তত্রাহ,—অনপেক্ষোঽপি বালবল্লীলয়া করোতীতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, কোনও অদৃশ্য নিষ্ঠুরের দ্বারা ইহা বিনষ্ট হইল, এইরূপ নিজেতে জনকত্ব-(পিতৃত্ব)-রূপ গুণ এবং অপরের প্রতি নাশকত্বরূপ দোষ দেওয়া সমীচীন নহে—ইহা বলিতেছেন, 'ভূতৈঃ ভূতানি' ইত্যাদি, যিনি পিত্রাদির দ্বারা সৃষ্টি করিতেছেন, রাজা প্রভৃতির দ্বারা পালন করিতেছেন এবং সর্পাদির দ্বারা সংহার করিতেছেন, তিনিই ভূতগণের ঈশ্বর। 'আত্মসৃষ্টৈঃ'—পিত্রাদিও ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া ঈশ্বরের অধীনই—এই অর্থ। (অর্থাৎ ঈশ্বর নিজ মায়ারচিত পরতন্ত্র ভূতসমূহদ্বারাই ভূতসমূহের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ঐ সকল পরতন্ত্র ভূতাদির কোন স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহারা মায়াবশতঃ কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমানই করিয়া থাকে)। যদি বলেন—পূর্ণকাম ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের প্রয়োজন কি? তাহাতে বলিতেছেন—'অনপেক্ষোঽপি'—তিনি প্রয়োজন-রহিত হইলেও বালকের ন্যায় লীলাচ্ছলেই এইরূপ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন ॥ ৬ ॥

দেহেন দেহিনো রাজন্ দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে।
বীজাদেব যথা বীজং দেহ্যর্থ ইব শাশ্বতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! যথা (যদ্বৎ) বীজাৎ এব বীজম্ অভিজায়তে নিয়মেন প্রাদুর্ভবতি, তথা) দেহিনঃ (দেহধারিণঃ পিতুঃ) দেহেন দেহাৎ (মাতৃশরীরাৎ) দেহঃ (পুত্রাদিশরীরম্ অভিজায়তে); দেহী (তু) অর্থঃ (ভূম্যাদিঃ) ইব শাশ্বত (নিত্যঃ অবিনাশী ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বীজ হইতেই যেরূপ বীজের উৎপত্তি হয়, হে রাজন্! দেহীর অর্থাৎ পিতার দেহদ্বারা মাতৃদেহ হইতে সেইরূপ পুত্র দেহেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ জীব—ভূম্যাদির ন্যায় নিত্য ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যমুক্তমীশ্বরসৃষ্টেন পিত্রা ময়া জনিতঃ পুত্রোঽয়ং মৃত ইত্যতঃ শোচামীতি তত্রাহতুঃ,—দেহেন পিতুর্দেহেন দেহিনঃ পুত্রস্য দেহো মাতুর্দেহাদভিজায়তে যথা বীজাদেব বীজং জায়তে, অতস্ত্বয়া জনিতস্য পুত্রদেহস্য তবাগ্রএব বর্ত্তমানত্বাৎ ত্বং কথমধুনা শোচসীতি ভাবঃ। নন্বত্র সম্প্রতি দেহী জীবাত্মা নাস্তীতি শোচামীতি তত্রাহতুঃ,—দেহী জীবো নাম অর্থস্তু শাশ্বত এব, ন স ত্বয়া জনিত ইতি তেন সহ ন কোঽপি তে সম্বন্ধোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্যই বলিয়াছেন—ঈশ্বরসৃষ্ট পিতা আমা কর্ত্তৃক এই পুত্র জনিত (উৎপন্ন) এবং মৃত হইয়াছে বলিয়া শোক করিতেছি, ইহাতে বলিতেছেন—'দেহেন' ইত্যাদি, পিতা প্রভৃতি দেহধারী ব্যক্তির দেহদ্বারা মাতৃ প্রভৃতি দেহধারী অপর ব্যক্তির দেহ হইতে পুত্রাদি দেহধারীর দেহই উৎপন্ন হয়, যেরূপ বীজ হইতে অপর বীজই উৎপন্ন হয়। অতএব তোমা কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রদেহ তোমার সমক্ষেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিজন্য তুমি এখন শোক করিতেছ?—এই ভাব। দেখুন—ইহাতে সম্প্রতি দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা নাই, এইজন্য শোক করিতেছি, তাহাতে বলিতেছেন—'দেহী' অর্থাৎ জীবাত্মা কিন্তু 'অর্থঃ ইব'—ভূম্যাদির ন্যায় নিত্যই, (অর্থাৎ বীজের উৎপত্তি-

স্থলে ভূমির যেরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, এস্থলেও তদ্রূপ দেহ-সৃষ্টিব্যাপারে দেহী আত্মা কোনরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না)। আর, সেই আত্মা তুমি সৃষ্টি কর নাই, তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই—এই ভাব। (অর্থাৎ দেহেরই জন্মাদি ব্যবহার-প্রসিদ্ধ, কিন্তু দেহী আত্মার নহে, উহা শাশ্বতই, অতএব কিজন্য শোক করিতেছ ?) ॥ ৭ ॥

———

দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা।
জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যদ্বৎ) অয়ং জাতিব্যক্তিবিভাগঃ (জাতিঃ গোত্বাদিসামান্যং, ব্যক্তিঃ গবাদিপিণ্ডবিশেষঃ, তয়োঃ বিভাগঃ) বস্তুনি (সন্মাত্রে) কল্পিতঃ (পরস্পরাপেক্ষ সিদ্ধিত্বেনানিরূপ্যত্বাৎ, তথা) অয়ং দেহদেহি-বিভাগঃ (দেহদেহিনোঃ বিভাগঃ ভেদঃ) পুরা (অনাদিকালাৎ) অবিবেককৃত (অজ্ঞান-কল্পিতঃ এব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(যদি বল, দেহ নশ্বর অতএব দেহীও অনিত্য, তদুত্তরে বলিতেছেন,—) জাতি ও ব্যক্তি অর্থাৎ সামান্য ও ব্যক্তি অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ—এই দুই প্রকার ভেদ যেমন বস্তুমাত্রে পরিকল্পিত, সেইরূপ অনাদি অজ্ঞান জন্য (জীবাত্মার) দেহদেহীর বিভাগও কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নশ্বরদেহপ্রতিযোগিত্বাৎ দেহ্যপি ন শাশ্বতঃ স্যাৎ, তত্রাহতুঃ—দেহদেহিনোরয়ং পরস্পর-প্রতিযোগিবিভাগঃ। পুরা অনাদি-অবিবেককৃতঃ অজ্ঞানকল্পিতঃ। জাতিসামান্যং ব্যক্তিবিশেষঃ তয়োবিভাগো যথা বস্তুনি সন্মাত্রে কল্পিতঃ পরস্পরাপেক্ষ-সিদ্ধিত্বেনানিরূপ্যত্বাৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—নশ্বর দেহের প্রতিযোগী বলিয়া দেহীও (আত্মাও) নিত্য নহে, (অর্থাৎ দেহ আছে বলিয়াই জীবকে দেহী বলা হয়, এ অবস্থায় দেহ যদি নশ্বর হয়, তাহা হইলে দেহী আত্মাও অর্থাধীন নশ্বরই হইয়া পড়ে, উহাকে কিরূপে শাশ্বত বলা যায় ?) ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'দেহ-দেহি-বিভাগঃ', দেহ ও দেহীর এই যে পরস্পর প্রতিযোগী বিভাগ, উহা অনাদি অজ্ঞান-কল্পিত, যেমন জাতি বলিতে (গোত্ব প্রভৃতি) সামান্য এবং ব্যক্তি (গবাদি পিণ্ড) বিশেষ, তাহাদের যে বিভাগ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুতে কল্পিত হইয়াছে। (অর্থাৎ সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে—মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং মনুষ্যাদি-রূপ ব্যক্তির ভেদ যেরূপ অজ্ঞান বা মায়ারই কল্পনামাত্র, সেরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তুতেই দেহ ও দেহী—এরূপ ভেদ অজ্ঞান কর্ত্তৃকই অনাদি কাল হইতে রহিয়াছে)। উহা পরস্পর আক্ষেপসিদ্ধ বলিয়া অনিরূপণীয়ই (অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ বস্তুসম্বন্ধে কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হইতে পারে না।) ॥ ৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবমাশ্বাসিতো রাজা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ।
বিমৃজ্য পাণিনা বক্ত্রমাধিম্লানমভাষত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—রাজা চিত্রকেতুঃ দ্বিজোক্তিভিঃ এবম্ আশ্বাসিতঃ (সন্) আধিম্লানম্ (আধিনা ম্লানং) বক্ত্রং (শোকমলিনং মুখং) পাণিনা বিমৃজ্য (মার্জ্জয়িত্বা) অভাষত (উবাচ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—রাজা চিত্রকেতু নারদ ও অঙ্গিরার বাক্যে এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া হস্তের দ্বারা শোকম্লানমুখ পরিমার্জ্জন করিয়া বলিলেন ॥ ৯ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

কৌ যুবাং জ্ঞানসম্পন্নৌ মহিষ্ঠৌ চ মহীয়সাম্।
অবধূতেন বেশেন গূঢ়াবিহ সমাগতৌ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(পরমজ্ঞানযুক্তৌ) জ্ঞানসম্পন্নৌ মহীয়সাং (মহতাম্ অপি) মহিষ্ঠৌ চ (মহত্তমৌ চ) অবধূতেন বেশেন (অবজ্ঞাতস্বরূপেণ বেশেন) গূঢ়ৌ (স্বরূপমাচ্ছাদ্য) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) সমাগতৌ যুবাং কৌ ? ১০ ॥

অনুবাদ—রাজা চিত্রকেতু বলিলেন,—হে মহাপুরুষদ্বয় ! অবধূত অর্থাৎ পরমহংসবেশে আত্মগোপন-পূর্ব্বক অত্র সমাগত আপনারা দুই জন কে ? দেখিতেছি, আপনারা অতিজ্ঞান-সম্পন্ন এবং মহৎ হইতে অতিশয় মহৎ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অবধূতেন বেষেণেতি স্বগোপনার্থং তাভ্যাং তথা কৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবধূতেন বেশেন'—অবধূত অর্থাৎ পরমহংসবেশে নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া, আপনারা দুইজন কে এখানে আগমন করিয়াছেন ? ॥ ১০ ॥

চরন্তি হ্যবনৌ কামং ব্রাহ্মণা ভগবৎপ্রিয়াঃ।
মাদৃশাং গ্রাম্যবুদ্ধীনাং বোধায়োন্মত্তলিঙ্গিনঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—গ্রাম্যবুদ্ধীনাং (গ্রাম্যে বিষয়সুখে বুদ্ধিঃ ইষ্টবুদ্ধিঃ যেষাং তেষাং) মাদৃশাং (মূর্খানাং) বোধায় (অজ্ঞানান্ধ্যদূরীকরণায়) উন্মত্তলিঙ্গিনঃ (উন্মত্তস্যেব লিঙ্গম্ এষাম্ অস্তি ইতি) ভগবৎপ্রিয়াঃ (মহাভাগবতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ অবনৌ (পৃথিব্যাং) কামং (যথেষ্টং) চরন্তি হি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—(হায় !) ভগবৎপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ উন্মত্তের মত বেশ গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদের ন্যায় মূর্খলোকেরও অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ।
অপান্তরতমা ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ ॥ ১২ ॥
বশিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ।
দুর্ব্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণস্তথারুণিঃ ॥ ১৩ ॥
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ স-পতঞ্জলিঃ।
ঋষির্ব্বেদশিরা ধৌম্যো মুনিঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ১৪ ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ।
এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কুমারঃ (সনৎকুমারঃ) নারদঃ ঋভুঃ অঙ্গিরাঃ দেবলঃ অসিতঃ অপান্তরতমাঃ (নির্গত-হৃদয়ান্ধকারঃ তন্নামকঃ) ব্যাসঃ মার্কণ্ডেয়ঃ অথ গৌতমঃ বশিষ্ঠঃ ভগবান্ রামঃ (জামদগ্নিঃ) কপিলঃ বাদরায়ণিঃ (শুকঃ) দুর্ব্বাসাঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ জাতু-কর্ণঃ তথা আরুণিঃ রোমশঃ চ্যবনঃ দত্তঃ (আত্রেয়ঃ) সপতঞ্জলিঃ (পতঞ্জলি-মুনিসহিতঃ) আসুরিঃ (সাংখ্য-

কৃৎ) বেদশিরাঃ ঋষিঃ ধৌম্যঃ তথা মুনিঃ পঞ্চশিখঃ হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেবঃ ঋতধ্বজঃ,—এতে পরে চ (অন্যে অপি) জ্ঞানহেতবঃ (উপদেষ্টারঃ গুরবঃ) সিদ্ধেশাঃ চরন্তি (পৃথিব্যাং যদৃচ্ছয়া বিচরন্তি যুবাং তেষাং মধ্যে কতমৌ কথ্যতাম্) ? ১২-১৫ ॥

অনুবাদ—(মহাশয়, শুনিয়াছ,) সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতমা ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, ভগবান্ পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, পতঞ্জলি এবং কপিল, বেদশিরা ঋষি ধৌম্য, এবং মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব, ঋতধ্বজ,—ইহারা এবং অন্য সিদ্ধ শ্রেষ্ঠগণ (অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণকে) জ্ঞানোপদেশ করিতে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, (আপনারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে কেহ বটেন ॥ ১২-১৫ ॥

তথ্য—পঞ্চশিখ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়,—এই পঞ্চকোশ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া যিনি আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, তিনি—পঞ্চশিখ। এই পঞ্চশিখ-আচার্য্যের বিষয় মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২১৮-২১৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যগণ ইহাকে সাংখ্যাচার্য্য কপিলের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই পঞ্চশিখাচার্য্য মিথিলাধিপতি জনকের বংশে উৎপন্ন রাজা জনদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক চার্ব্বাকের মত ও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতমত নিরসনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার মতে,—দেহ ইন্দ্রিয়, মন হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব গুণময়-ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে কভু সুখী বা দুঃখী মনে করে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে স্বীয় নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তদ্রূপ জীবের স্থূল উপাধিসকল সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধি-সমূহ শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মতত্ত্ববিদ্ বা ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই পঞ্চশিখাচার্য্যের মত ॥ ১২-১৫ ॥

তথ্য—অপান্তরতমা—ইঁহার বিষয় মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছ ;—

ভগবান্ নারায়ণ 'ভো'—এই শব্দটি উচ্চারণ করিলে ঐ শব্দ হইতে ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল অপান্তরতমা নামে মহর্ষি সমুদ্ভূত হন। ভগবান্ তাঁহাকে প্রতি মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া বেদ বিভাগ করিতে আদেশ করিলেন; কলিযুগে ভরত-বংশে কৌরব-নামে বিখ্যাত নরপতিগণ মহর্ষি অপান্তরতমা হইতে সমুদ্ভূত হন। স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে উদ্ভূত অপান্তরতমাই কলিযুগে বশিষ্ঠকুলে আবির্ভূত হইয়া 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব ব্যাসদেবের পূর্ব্বযুগীয় নামান্তরই 'অপান্তরতমা'।

পরমাত্ম-সন্দর্ভ ৬৯ সংখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু বাক্য —"অত্র অপান্তরতম ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যৈব জন্মান্তরনামবিশেষ ইতি তত্রৈব জ্ঞেয়ম্" ॥ ১২ ॥

তস্মাদ্‌যুবাং গ্রাম্যপশোর্মম মূঢ়ধিয়ঃ প্রভু।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য জ্ঞানদীপ উদীর্য্যতাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ যুবাং প্রভু (প্রবোধদানে সমর্থৌ স্তঃ অতঃ) গ্রাম্যপশোঃ (ইব) মূঢ়ধিয়ঃ অন্ধে তমসি (মহামোহে) মগ্নস্য মম জ্ঞানদীপঃ (ততঃ মহামোহাৎ উদ্ধারার্থং জ্ঞানরূপঃ প্রদীপঃ) উদীর্য্যতাং (যুবাভ্যাং প্রবর্ত্ত্যতাম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অতএব আপনারা আমাকে জ্ঞানদানে সমর্থ; আমি—গ্রাম্যপশুসদৃশ মূঢ়বুদ্ধি ও অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। আপনারা আমার জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিউন ॥ ১৬ ॥

শ্রীঅঙ্গিরা উবাচ—
অহং তে পুত্রকামস্য পুত্রদোঽস্ম্যঙ্গিরা নৃপ।
এষ ব্রহ্মসুতঃ সাক্ষান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গিরাঃ উবাচ,—(হে) নৃপ! অহং পুত্রকামস্য তে পুত্রদঃ অঙ্গিরাঃ অস্মি; সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষীভূতঃ এষঃ ভগবান্ (শক্তিমান্) ব্রহ্মসুতঃ ঋষিঃ নারদঃ (ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অঙ্গিরা বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি পুত্র কামনা করিলে তোমাকে যে পুত্র প্রদান করিয়াছিল আমিই সেই অঙ্গিরা; ইনি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মসুত পরমপূজ্য নারদঋষি ॥ ১৭ ॥

ইত্থং ত্বাং পুত্রশোকেন মগ্নং তমসি দুস্তরে।
অতদর্হমনুস্মৃত্য মহাপুরুষগোচরম্ ॥ ১৮ ॥
অনুগ্রহায় ভবতঃ প্রাপ্তাবাবামিহ প্রভো।
ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবাসাদিতুমর্হসি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং পুত্রশোকেন (মৃতপুত্রস্য দুঃখেন) দুস্তরে (ভয়ানকে) তমসি (মোহান্ধকারে) মগ্নম্ (অতীব বিমুগ্ধং) মহাপুরুষগোচরম্ (হরিপরায়ণম্) ত্বাম্ অতদর্হং (শোকমোহাদি-ভোগাযোগ্যং) অনুস্মৃত্য (বিচার্য্য) ভবতঃ অনুগ্রহায় (তব জ্ঞানদানার্থম্) আবাং ইহ প্রাপ্তৌ (সমাগতৌ) হে প্রভো! (হে রাজন্!) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণভক্তঃ) ভগবদ্ভক্তঃ (ত্বম্) অবসাদিতুং (শোকার্ত্তঃ ভবিতুং) ন অর্হসি ॥১৮-১৯॥

অনুবাদ—তুমি ভগবদ্ভক্ত, শোকমোহাদিদ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য নহ, এইরূপ বিচার করিয়া আমরা দুইজন এবম্ভূত পুত্রশোকে ঘোরতর মোহান্ধকারে নিমগ্ন তোমাকে কৃপা করিবার জন্য তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞগণের সেবারত ভগবদ্ভক্ত তোমার শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মহাপুরুষাঃ পরমর্ষয়ো ভগবদ্ভক্তাশ্চ গোচরা মনো-নেত্রাদিবিষয়া যস্য তম্, অতএব ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসেবিত্বাদ্‌ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তশ্চোক্তঃ, ন তু বস্তুতস্তদা ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাপুরুষ-গোচরং'—পরম ঋষি এবং ভগবদ্ভক্তগণ যাহার মন ও নেত্রাদির বিষয়ীভূত হইয়াছেন, সেই রাজাকে। অতএব ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সেবী বলিয়া ব্রহ্মণ্য (ব্রাহ্মণগণের হিতকারী) এবং ভগবদ্ভক্ত—এইরূপ এখানে উক্ত হইল, বস্তুতঃ নহে, কিন্তু তখন তিনি ভক্ত—এই অর্থ ॥ ১৮-১৯ ॥

তদৈব তে পরং জ্ঞানং দদামি গৃহমাগতঃ।
জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং তে পুত্রমেব দদাম্যহম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা অহং পূর্ব্বং তব) গৃহম্ আগতঃ তদা এব তে (তুভ্যং) পরম্ (উৎকৃষ্টং বন্ধবিমোচকং) জ্ঞানং দদামি (অদাস্যং, পরন্তু তদা) তে (তব) অন্যাভিনিবেশং (পুত্রাগ্রহং) জ্ঞাত্বা অহং পুত্রম্ এব দদামি (অদদাম্)॥ ২০॥

অনুবাদ—আমি যখন পূর্ব্বে তোমার গৃহে গমন করিয়াছিলাম, তখনই তোমাকে পরম-জ্ঞান দান করিতাম, কিন্তু তোমার অন্য বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রলাভে আসক্তি আছে জানিয়া তখন তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছি॥ ২০॥

বিশ্বনাথ—দদামি অদাস্যং ; পুনশ্চ দদামীত্যস্য অদদামিত্যর্থঃ। তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি লক্ষণেন॥২০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দদামি'—অদাস্যম্ (ইহা লৃঙ্ এর রূপ), দান কারিতাম এইরূপ অর্থ, (অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সময়ে আমি তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, তখনই পরম জ্ঞান প্রদান করিতাম।) পরবর্ত্তী 'দদামি'—'অদদাম্' (ইহা লঙ্ এর রূপ), দিয়াছিলাম (অর্থাৎ তৎকালে তোমার পুত্রাভিলাষ জানিতে পারিয়া পুত্রদানই করিয়াছিলাম।) এখানে 'তিঙাং তিঙো ভবন্তি'—ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে অন্য কালের স্থলে 'দদামি'—ইহা বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ হইয়াছে॥ ২০॥

———

অধুনা পুত্রিণাং তাপো ভবতৈবানুভূয়তে।
এবং দারা গৃহা রায়ো বিবিধৈশ্বর্য্যসম্পদঃ॥ ২১॥
শব্দাদয়শ্চ বিষয়াশ্চলা রাজ্যবিভূতয়ঃ।
মহী রাজ্যং বলং কোষো ভৃত্যামাত্যসুহৃজ্জনাঃ॥২২॥
সর্ব্বেঽপি শূরসেনেমে শোকমোহভয়ার্ত্তিদাঃ।
গন্ধর্ব্বনগরপ্রখ্যাঃ স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—অধুনা ভবতা এব পুত্রিণাং তাপঃ অনুভূয়তে ; (হে) শূরসেন, দারাঃ গৃহাঃ রায়ঃ (ধনানি) বিবিধৈশ্বর্য্যসম্পদঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ রাজ্যবিভূতয়ঃ চ, এবং চলাঃ (সর্ব্বে সর্ব্বথা অনিত্যাঃ) মহীরাজ্যং বলং কোষঃ ভৃত্যামাত্যসুহৃজ্জনাঃ সর্ব্বেঃ অপি ইমে শোকমোহভয়ার্ত্তিদাঃ (শোকাদিপ্রদায়কাঃ ভবন্তি, অপি চ) গন্ধর্বনগরপ্রখ্যাঃ (অপি চ গন্ধর্ব্বনগরং হি আকাশে অকস্মাৎ এব কুচিৎ আয়াতি অপযাতি চ, ইতি প্রসিদ্ধং তদ্বৎ ইমে অপি গন্ধর্ব্বলোকতুল্যাঃ অস্থিরাঃ, তথা) স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ (স্বপ্নশ্চ মায়া চ মনোরথশ্চ তে যথা অনিত্যাঃ তদ্বৎ ইমে অপি অনিত্যাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ)॥ ২১-২৩॥

অনুবাদ—এখন আপনি নিজেই পুত্রবানগণের দুঃখ অনুভব করিতেছেন ; হে শূরসেন! স্ত্রী, গৃহ, ধন ও বিবিধ ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয় ও রাজ্যৈশ্বর্য্য—এইসকলই অনিত্য। মহীরাজ্য, সৈন্য, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য ও সুসজ্জন,—ইহারা সকলেই ভয়, মোহ, শোক, পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় ইহারা ক্ষণে আসে ও ক্ষণে চলিয়া যায়। স্বপ্ন, মায়া এবং সঙ্কল্পের ন্যায় ইহারা ক্ষণস্থায়ী॥ ২১-২৩॥

বিশ্বনাথ—তদেবং দারাদীনামনিত্যত্বাদবাস্তববস্তুত্বং শোকাদিহেতুত্বমাগমাপায়িত্বঞ্চোক্তম্। যে তু দারাদিভ্যোঽন্যেঽপি শোকমোহভয়ার্ত্তিদা অর্থাঃ স্বপ্নাদুথাস্তে তু মিথ্যাভূতা এবেত্যাহ—গন্ধর্ব্বেতি স্বপ্নশ্চ মায়া ইন্দ্রজালঞ্চ মনোরথশ্চ তে তদুত্থাঃ পদার্থাঃ॥ ২১-২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্ত্রী, ধন, বিবিধ ঐশ্বর্য্যাদির অনিত্যত্বহেতু অবাস্তব-বস্তুত্ব (নশ্বরত্ব), শোকাদির কারণ এবং আগমাপায়িত্ব (উৎপত্তি ও বিনাশশীল) উক্ত হইয়াছে। যে সকল দারাদি হইতে অন্য শোক, মোহ, ভয় ও আর্ত্তিপ্রদ বিষয়সমূহ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়, তাহারা কিন্তু মিথ্যাভূতই—ইহা বলিতেছেন 'গন্ধর্ব্বনগরপ্রখ্যাঃ', গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, অর্থাৎ গন্ধর্ব্বনগর যেমন সময়বিশেষে আবির্ভূত হইয়া কিছুকাল পরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। 'স্বপ্ন-মায়া-মনোরথাঃ'—স্বপ্ন, মায়া বলিতে ইন্দ্রজাল এবং মনোরথ হইতে উত্থিত এই সকল পদার্থ ক্ষণস্থায়ী এবং মিথ্যা বস্তু॥ ২১-২৩॥

———

দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ।
কর্ম্মভির্ধ্যায়তো নানা কর্ম্মাণি মনসোঽভবন্॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—(অতএব) মনোভবাঃ (মনঃকল্পিতাঃ মনোমাত্র বিজৃম্ভিতাঃ) অর্থেন (তাত্ত্বিকস্বরূপেণৈব) বিনা দৃশ্যমানাঃ (এতে পদার্থাঃ ক্ষণান্তরে) ন দৃশ্যন্তে

(অতঃ মিথ্যাভূতাঃ) ; কর্ম্মভিঃ (প্রাচীনকর্ম্মবাসনাভিঃ বিষয়ান্) ধ্যায়তঃ পুংসঃ মনসঃ (এব নিমিত্তাৎ) নানা-কর্ম্মাণি (নানাবিধানি কর্ম্মাণি) অভবন্ (ন তু তানি নিত্যানি ইতি ভাবঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! দৃশ্যমান (এই স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় বৈভব)—মনঃকল্পিত ; এই সকল বিষয়ের বাস্তব-সত্তা না থাকায় কালান্তরে দৃষ্ট হয় না, (সুতরাং অনিত্য) ; প্রাক্তনকর্ম্মবাসনা-বশতঃ বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই পুরুষের মন হইতে নানাবিধ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থেন ব্যাঘ্রসর্পাদিনা বিনৈব দৃশ্যমানাঃ স্বপ্নাদিভঙ্গে সতি ন দৃশ্যন্তে তদেবং দারাদয়োঽবাস্তববস্তুভূতাঃ স্বপ্নাদয়োঽবস্তুভূতাশ্চ সর্ব্বে মনোভবাঃ মনো-বাসনা-জন্যত্বান্মনোভবাঃ, মনোভবত্বমেবাহ,—কর্ম্মভিঃ কর্ম্মবাসনাভিরর্থান্ ধ্যায়তঃ পুংসো মনসএব নিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মাণ্যভবন্ ; কর্ম্মাভিধ্যায়তঃ ইতি পাঠে কর্ম্ম ঈপ্সিততমমনভিধ্যায়ত ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽপি মনোভবত্বাৎ তৎসাধ্যা অর্থা তদপি মনোভবা এবেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থেন বিনা'—অর্থ বলিতে তাত্ত্বিকস্বরূপ, তাহা ব্যতীতই, যেমন স্বপ্নে ব্যাঘ্র, সর্পাদি বস্তু না থাকিলেও উহা দৃষ্ট হয় এবং স্বপ্নভঙ্গ হইলে উহা থাকে না, সেইপ্রকার দারাদি অবাস্তব-বস্তু, স্বপ্নাদি কিন্তু অবস্তুভূত (মিথ্যাভূত), (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহ অল্পকাল থাকিয়াই অদৃশ্য হয় বলিয়া ইহাদের সাময়িক প্রতীতিও বাস্তব সত্তা ব্যতীতই হইয়া থাকে। বাস্তব সত্ত্বা থাকিলে সর্ব্বদাই ইহাদের প্রতীতি হইত)। অতএব এই সকল পদার্থ 'মনোভবাঃ'—মানসজাত অর্থাৎ মনের কল্পনাপ্রসূত, মনের বাসনা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। মনোভবত্বই বলিতেছেন—'কর্ম্মভিঃ', কর্ম্মের বাসনার দ্বারাই বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের মন হইতেই, অর্থাৎ মনকে নিমিত্ত করিয়াই নানাবিধ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'কর্ম্মাভিধ্যায়তঃ'—এইরূপ পাঠে ঈপ্সিততম (অর্থাৎ হরিতোষণরূপ) কর্ম্ম চিন্তা না করাতেই, জীবের মনে কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি বাসনার উৎপত্তি হয়। কর্ম্মগুলি মানসজাত বলিয়া উহাদের সাধ্য যে বিষয়সমূহ, তাহাও মনঃকল্পিতই —এই ভাব ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—

মনসো দ্বেষরাগাভ্যাং পুণ্যপাপসমুদ্ভবঃ।
পুত্রাদিপুণ্যপাপাভ্যাং তস্মাৎ সর্ব্বং মনোভবম্ ॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ২৪ ॥

অয়ং হি দেহিনো দেহো দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।
দেহিনো বিবিধক্লেশ-সন্তাপকৃদুদাহৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেহিনঃ (দেহে অহমিত্যভিমানবশতঃ) দেহিনঃ (জীবস্য) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ দ্রব্যাণি মহাভূতানি জ্ঞানানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদাত্মকঃ অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মরূপঃ) অয়ং দেহঃ হি (নিশ্চিতং) বিবিধক্লেশসন্তাপকৃৎ (বিবিধান্ ক্লেশান্ সন্তাপাংশ্চ করোতি ইতি তথা) উদাহৃতঃ (তত্ত্বদর্শিভিঃ নিরূপিতঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—দেহাভিমানি-জীবের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্মরূপ,—এই দেহই বিবিধ ক্লেশ অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ ও সন্তাপ-প্রদানকারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং মমতাস্পদানাং দুঃখহেতুত্বমুক্ত্বা অহন্তাস্পদস্যাপি দেহস্যাহ,—অয়মিতি। দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মাত্মকঃ দেহিনঃ দেহোঽহমিতি মন্যমানস্য জীবস্য ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে মমতাস্পদ স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতির দুঃখহেতুত্ব বলিয়া অহন্তাস্পদ দেহেরও সন্তাপপ্রদত্ব বলিতেছেন—'অয়ং' ইত্যাদি। দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, অর্থাৎ অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মস্বরূপ দেহীর, অর্থাৎ এই দেহটাই আমি, এইরূপ অভিমানকারী জীবের সেই দেহই ক্লেশদায়ক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

মধ্ব—

দ্রব্যাত্মকঃ স্থূলদেহঃ ক্রিয়া-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনোজ্ঞানাত্মকমুদাহৃতম্ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

কার্য্যকারণয়োরেকশব্দব্যবহৃতির্ভবেৎ
ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ স্বস্থেন (অব্যগ্রেণ সাবধানেন) মনসা আত্মনঃ গতিং (তত্ত্বং) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) দ্বৈতে (গৃহাদিপ্রপঞ্চে) ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং (ধ্রুবঃ অয়মর্থঃ ইতি বিশ্রম্ভং বিশ্বাসং প্রণয়ং বা) ত্যজ ; (ততশ্চ) উপশমম্ (উপরতিম্) আবিশ (আশ্রয়) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব তুমি শান্ত-চিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া, অর্থাৎ তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? পরিণামেই বা কোথায় যাইবে ? শোকমোহাদি-দ্বারা তুমি অভিভবনীয় কিনা, ইত্যাদি বিচার করিয়া, অনিত্য এই গৃহাদি প্রপঞ্চাদি দ্বৈতে অর্থাৎ কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়বস্তুতে নিত্যত্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ কর এবং উপশম লাভ কর ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্থেনাব্যগ্রেণ গতিং তত্ত্বম্। দ্বৈতে অহন্তাস্পদ-মমতাস্পদ-বহুলে ইদন্তাস্পদে জগতি ধ্রুবো বাস্তববস্তুভূতোঽয়মর্থ ইতি বিশ্রম্ভং বিশ্বাসং প্রণয়ং বা ত্যজ তস্য বস্তুবস্তুময়ত্বাৎ শাশ্বতস্তু ধ্রুবো "নিত্যসদাতনসনাতনা" ইত্যমরঃ। ততশ্চোপশমমাবিশ আশ্রয় ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বস্থেন'—অব্যগ্র হইয়া, অর্থাৎ স্থিরচিত্তে, 'গতিং'—আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ; 'দ্বৈতে'—দ্বৈতপদার্থসম্বন্ধে, অর্থাৎ অহন্তাস্পদ ও মমতাস্পদ বহুল ইদন্তাস্পদ এই জগতে, 'ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং'—ইহা সত্য বস্তু, এইরূপ বিশ্বাস বা প্রীতি পরিত্যাগ কর, যেহেতু উহা অবস্তুময় বস্তু (নশ্বর, অস্থায়ী বস্তু)। ধ্রুব শব্দের অর্থ নিত্য, অমরকোষে উক্ত আছে—"শাশ্বতস্তু ধ্রুবো" ইত্যাদি, অর্থাৎ শাশ্বত হইতে সনাতন পর্য্যন্ত পাঁচটি শব্দে নিত্য (স্থায়ী) বুঝায়। তারপর 'উপশমম্ আবিশ'—উপশম আশ্রয় কর অর্থাৎ শান্তিমার্গে প্রবেশ কর ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—অনন্যাপেক্ষতস্ত্বেকো হরিরন্যদ্দ্বয়ং স্মৃতম্।
অন্যাপেক্ষত্বতস্তেন প্রাপ্তত্বাদ্দ্বৈতমুচ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ২৬ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—
এতাং মন্ত্রোপনিষদং প্রতীচ্ছ প্রয়তো মম।
যাং ধারয়ন্ সপ্তরাত্রাদ্দ্রষ্টা সঙ্কর্ষণং বিভুম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—প্রযতঃ (মৃতকক্রিয়াং সমাপ্য সংযতঃ সন্) এতাং মন্ত্রোপনিষদং (মন্ত্ররূপাম্ উপনিষদম্ উপনিষীদতি পরং শ্রেয়ঃ অস্যাম্ ইতি উপনিষৎ তাং) মম (মত্তঃ) প্রতীচ্ছ (গৃহাণ) যাং (বিদ্যাং) ধারয়ন্ (ভবান্) সপ্তরাত্রাৎ (সপ্তরাত্রাভ্যন্তরে) বিভুং সঙ্কর্ষণং দ্রষ্টা (দ্রক্ষ্যতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ-ঋষি বলিলেন,—হে রাজন্ ! তুমি সংযত হইয়া মৎপ্রদত্ত এই পরম শ্রেয়াস্পদ মন্ত্র গ্রহণ কর, যাহা গ্রহণ করিলে সপ্তরাত্রাভ্যন্তরে প্রভু-সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করিবে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ধ্রুবোঽর্থ এব কস্তমেব মহ্যং কৃপয়া কথয়েত্যপেক্ষায়ামঙ্গিরসা প্রেরিতো মহাভাগবতত্বান্নারদ এবাহ,—এতামিতি। মন্ত্ররূপাম্ উপনিষদং প্রতীচ্ছ গৃহাণ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে নিত্য বস্তু কি ? তাহা আপনিই কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন, ইহার অপেক্ষায় মহর্ষি অঙ্গিরার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহাভাগবতহেতু দেবর্ষি নারদই বলিতেছেন— 'এতাম্', এই মন্ত্ররূপ উপনিষদ্ (পরম শ্রেয়ঃ বস্তু যেখানে নিহিত রহিয়াছে, তাহা) গ্রহণ কর ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—
রুদ্রাদ্যাঃ শেষদেহস্থং বিষ্ণুং সঙ্কর্ষণাভিধম্ ;
শেষান্তর্য্যামিনং জ্ঞাত্বা স্বপদং প্রাপুরঞ্জসা ॥
ইতি তন্ত্রভাগবতে ॥ ২৭ ॥

যৎপাদমূলমুপসৃত্য নরেন্দ্র পূর্ব্বে
শর্ব্বাদয়ো ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং বিসৃজ্য।
সদ্যস্তদীয়মতুলানধিকং মহিত্বং
প্রাপুর্ভবানপি পরং ন চিরাদুপৈতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
চিত্রকেতূপাখ্যানে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র, যৎপাদমূলং (যস্য ভগবতঃ সঙ্কর্ষণস্য পাদমূলম্) উপসৃত্য (প্রাপ্য) শর্ব্বাদয়ঃ পূর্ব্বে (মহাদেবাদয়ঃ পূর্ব্বমহাপুরুষাঃ) ইমং দ্বিতয়ং (দ্বৈতাত্মকং) ভ্রমং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সদ্যঃ অতুলানধিকম্ (অতুলঞ্চ তৎ অনধিকঞ্চ) তদীয়ং মহিত্বং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং মহত্বং মহিমানং) প্রাপুঃ ; ভবান্ অপি পরং (তৎফলং) ন চিরাৎ (শীঘ্রমেব) উপৈতি (উপৈষ্যতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র ! প্রাচীন মহাদেবাদি দেবগণ যাঁহার পাদমূলে শরণাপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বৈতভ্রম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অতুলনীয় এবং সর্ব্বাতিশায়ী তদীয় মহিমা লাভ করিয়াছিলেন, আপনিও শীঘ্রই সেই পরম পদ লাভ করিবেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রময়তি ভবন্তমিতি ভ্রমস্তং, দ্বিতীয়ং দ্বৈতম্ উপৈতি উপৈষ্যতি ॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভ্রমম্ ইমং'—যাহা তোমাকে ভ্রমণ করাইতেছে, তাহা ভ্রম, অর্থাৎ দ্বৈত বোধ (অহন্তা-মমতাত্মক দ্বৈতভ্রম) ত্যাগ করিয়া, 'উপৈতি' —তুমিও অচিরেই সেই পরম মহিমা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১৫ ॥

মধ্ব—

দ্বৈতেন বন্ধসন্ত্যাগাৎ দ্বৈতত্যাগী ভবত্যুত ইতি শব্দনির্ণয়ে । দেহাদ্যহং মমাভিমানো ভ্রমঃ ।

তেষাং তেষাং পদান্যেব বৈষ্ণবানি পদানি তু ।
তেষাং মহিত্বঞ্চ তথা হরেস্তদ্বশগং যতঃ ॥
অতুল্যানধিকং চৈব তস্য তস্যৈব মুক্তিগম্ ।
স্বস্যৈব পূর্ব্বমাহাত্ম্যমপেক্ষ্য ন হরেঃ ক্বচিৎ ।
মাহাত্ম্যমন্যপ্রাপ্যং স্যান্ন তে বিষ্ণাবিতি শ্রুতেঃ ॥

ইতি তন্ত্র-ভাগবতে ।

ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্যৎ প্রাপ্তং নৈব শক্যতে ।
তদ্‌যৎ স্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরিঃ ॥

ইতি স্কান্দে ॥

তৎপ্রসাদলভ্যত্বাত্তদীয়মপি তেনাতুল্যমনধিকং চান্য মাহাত্ম্যম্ ॥ ২৮ ॥

———

নিম্নলিখিত শ্লোকচতুষ্টয় শ্রীমধ্বাচার্য্যানুগ শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজতীর্থ স্ব-টীকায় অতিরিক্ত রূপে স্বীকার করিয়াছেন—

নানাত্বং জন্মনাশশ্চ ক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ ক্রিয়াফলম্ ।
দ্রষ্টুশ্চ ভান্ত্যতদ্ধর্ম্মা যথাগ্নের্দাহ্যবিক্রিয়াঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা দাহ্যবিক্রিয়াঃ (বৃদ্ধিক্ষয়াদিবি-কারাঃ) অগ্নেঃ (ইতি ভান্তি, তথা) নানাত্বং, (সুরোঽহম্, নরোঽহম্ ইত্যাদি নানাত্বাদয়ঃ) জন্মনাশঃ চ (উৎপত্তিবিনাশশ্চ) ক্ষয়ঃ বৃদ্ধিঃ (হ্রাসঃ বৃদ্ধিশ্চ) ক্রিয়া-ফলম্ (ইত্যেতে) অতদ্ধর্ম্মাঃ (দেহস্য ধর্ম্মাঃ) দ্রষ্টুঃ (জীবস্য) ভান্তি (জীব-ধর্ম্মত্বেন প্রকাশন্তে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যেরূপ অগ্নির দাহ্যকাষ্ঠাদি পদার্থের বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি বিকার ভাব অগ্নির বলিয়াই লোকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, সেইরূপ "আমি দেবতা, আমি মনুষ্য" এতাদৃশ নানা ভাব, জন্ম, নাশ, ক্ষয়, বৃদ্ধি, কর্ম্মফল প্রভৃতি দেহধর্ম্ম-সকলও সাক্ষী আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া লোকের নিকট প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১ ॥

———

ত ইমে দেহসংযোগাদাত্মন্যাভান্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ ।
স্বপ্নে যথা তথা নান্যদ্ধ্যায়েৎ সর্ব্বং ভয়ঞ্চ যৎ ॥২॥

অন্বয়ঃ—তে ইমে (জন্মনাশাদয়ঃ জীবস্য) দেহ-সংযোগাৎ অসদ্‌গ্রহাৎ (দেহোঽহমিত্যভিমানাৎ) আত্মনি (জীবে মনসি বা) আভান্তি । যথা স্বপ্নে জাগ্রদ্‌দৃষ্টসর্পব্যাঘ্রাদিসংস্কারবশাৎ স্বপ্নেঽপি যথা তদ্দর্শনাৎ) যৎ সর্ব্বং ভয়ং (যস্মাৎ ভয়াদ্যনর্থজাতং ভবতি) তথা (অনাদিকালীনমিথ্যাভিমানাদনর্থকরঃ

সংসারঃ স্যাৎ তস্মান্নিবৃত্ত্যুপায়মাহ) অন্যৎ (অনর্থ-করণং) ন ধ্যায়েৎ (ন চিন্তয়েৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থায় অনুভূত সর্প-ব্যাঘ্রাদি ভয়ের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নেও যেরূপ ঐ সমস্ত পদার্থ-দর্শনে ভয় জন্মে, সেইরূপ অনাদিকাল-প্রচলিত "দেহই আমি" এতাদৃশ অভিমান এবং দেহের সহিত সংযোগবশতঃ জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি দেহধর্ম্মসকলও আত্মার বলিয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব ঐরূপ অনর্থের হেতু চিন্তা করিবে না ॥ ২ ॥

প্রসুপ্তস্যানহংমানান্ন ঘোরা ভাতি সংসৃতিঃ।
জীবতোঽপি যথা তদ্বদ্‌বিমুক্তস্যানহংমতেঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা জীবতঃ অপি (ধৃত-প্রাণস্য অপি) প্রসুপ্তস্য (প্রকর্ষেণ সুপ্তস্য) অনহংমানাৎ (দেহাত্ম-ত্বাদিভ্রান্তিজ্ঞান-রাহিত্যাৎ) ঘোরা সংসৃতিঃ ন ভাতি, তদ্বৎ অনহংমতেঃ বিমুক্তস্য (অহংভাব বুদ্ধেঃ মুক্তস্য জনস্য সা সংসৃতিঃ ন ভাতীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সুষুপ্তি-অবস্থায় অভিমানের অভাব-বশতঃ জীবের হৃদয়ে যেরূপ ঘোর সংসার-ভাবের উপস্থিতি হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারশূন্য মুক্ত ব্যক্তিরও জীবদ্দশাতেই সংসারভার দূর হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

তস্মাদন্যন্মনোমাত্রং জহ্যহংমমতা-তমঃ।
বাসুদেবে ভগবতি মনো ধেহ্যাত্মনীশ্বরে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ অন্যৎ (পুত্রাদিকং) মনোমাত্রং (মনোগত-রাগদ্বেষজনিত-পুণ্যপাপনিমিত্তং ত্বং) আত্মনি ঈশ্বরে ভগবতি বাসুদেবে মনঃ ধেহি (নিযুঙ্ক্ষ্ব ধ্যানং কুরু ইত্যর্থঃ); অহং-মমতা-তমঃ জহি (ত্যজ) ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—পুত্রাদি পদার্থসকল কেবলমাত্র মান-সিক রাগদ্বেষজনিত পুণ্য-পাপেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব "ইহা আমি" "ইহা আমার" এই-রূপ অহঙ্কার ও মমতারূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ বাসুদেবে মন সমর্পণ কর ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
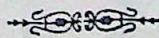
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

অথ দেবঋষী রাজন্ সম্পরেতং নৃপাত্মজম্ ।
দর্শয়িত্বেতি হোবাচ জ্ঞাতীনামনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে চিত্রকেতু নিজ মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া বিগতশোক হইলে তাঁহার প্রতি দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণের সন্তোষোৎপাদিকা মহাবিদ্যার উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

জীবাত্মা—নিত্য, সুতরাং তাঁহার জন্মমৃত্যুপ্রভৃতি নাই। কর্ম্মফলবশে জীব দেবতির্য্যক্ প্রভৃতি নানা-যোনিতে পরিভ্রমণ করে, এবং অনিত্যকালের জন্য পিত্রাদির সহিত সম্বন্ধস্থাপনপূর্ব্বক বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া কভু আপনাকে সুখী, কভু বা দুঃখী মনে করে; বস্তুতঃ নিত্যজীব-স্বরূপে ঐ সকল অনিত্য সম্বন্ধ না থাকায়, তাহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। চিত্রকেতু স্বীয় ভার্য্যাগণের সহিত মৃতপুত্রমুখে এইরূপ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক পুত্রাদিকে দুঃখের হেতু জানিয়া শোক-মোহাদির আকর গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে নির্গত হইলেন। যাঁহারা পুত্রকে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন, কৃতদ্যুতির সেই স্বপত্নীগণও তাঁহাদের দুষ্কর্ম্মস্মরণে লজ্জিত হইয়া পুত্রকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনার উপকূলে যথাবিধি বালহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। পরে নারদমুনি চতুর্ব্ব্যূহাত্মক নারায়ণের স্তব করিয়া পরম-ভাগবত জিতেন্দ্রিয় চিত্রকেতুকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র হেতু, প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা ভগবানের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এই ভগবৎতত্ত্বোপদেশেরই নামান্তর মহাবিদ্যা; মহারাজ চিত্রকেতু এই মহাবিদ্যার প্রভাবে সপ্তদিবস পরে সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরগণের দ্বারা পরিবৃত, নীলাম্বর-পরিহিত, সমুজ্জ্বল-কিরীট-কেয়ূর-কঙ্কণাদি-অলঙ্কারযুক্ত প্রসন্নবদন সঙ্কর্ষণের সমীপে উপনীত এবং তদ্দর্শনে প্রেমে পুলকিত রোমাঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে (সঙ্কর্ষণকে) প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রকেতু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড—পরমাণুর ন্যায় যাঁহার লোমকূপে বিরাজিত, সেই আদ্যন্তরহিত ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ও তদুপাসকগণের নিত্যত্ব এবং অন্যদেবতা ও তদুপাসকগণের অনিত্যত্ব, পরমহংস মুনিগণেরও উপাস্য ভাগবত-ধর্ম্মের মহিমা, ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অন্তর্য্যামিত্ব ও কুযোগিগণের দূর-ধিগম্যত্ব প্রভৃতি বর্ণন করিলে শ্রীভগবান্ অনন্তদেব তাঁহার নিকটে নিজ-তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! অথ (তদা তৎপুত্রমুখেন এব তৎপুত্রাদি-সম্বন্ধঃ মিথ্যা ইতি দর্শয়িতুং) দেবঋষিঃ (শ্রীনারদঃ) সম্পরেতং (মৃতমপি) নৃপাত্মজম্ (জীবাত্মস্বরূপং তম্) অনু-শোচতাং জ্ঞাতীনাং দর্শয়িত্বা যোগবলেন তেষাং প্রত্যক্ষগোচরং কৃত্বা) ইতি উবাচ (বক্ষ্যমাণবাক্যং কথয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল বন্ধুবর্গের প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষোড়শে মৃতপুত্রোক্ত্যা প্রবুদ্ধো নারদান্মনুম্।
প্রাপ্য সংস্তুয় শেষং তন্মুখাজ্‌জ্ঞানং নৃপোঽধাগাৎ ॥০
জ্ঞাতীনামিতি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে মহারাজ চিত্রকেতু মৃতপুত্রের উক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করতঃ সঙ্কর্ষণদেবের স্তুতি করিয়া তাঁহার মুখ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'জ্ঞাতীনাম্'—ইহা দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি (দৃশ্ ধাতু দ্বিকর্ম্মক বলিয়া দ্বিতীয়া হওয়া উচিত ছিল।), অর্থাৎ অনুশোচনাকারী জ্ঞাতিগণকে, (দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রের আত্মাকে দৃষ্টিগোচর করাইয়া সেই আত্মাকেই সম্বোধনপূর্ব্বক এইরূপ বলিয়াছিলেন।) ॥ ১ ॥

———

শ্রীনারদ উবাচ—

জীবাত্মন্ পশ্য ভদ্রং তে মাতরং পিতরঞ্চ তে।
সুহৃদো বান্ধবাস্তপ্তাঃ শুচা ত্বৎকৃতয়া ভৃশম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) জীবাত্মন্! ত্বৎকৃতয়া (ত্বন্নিমিত্তেন) শুচা (শোকেন) ভৃশং তপ্তান্ (ব্যাপ্তান্) তে (তব) মাতরং পিতরং সুহৃদঃ বান্ধবান্ চ পশ্য; তে (তব) ভদ্রম্ (শুভম্ অস্তু) ॥২॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার শোকে অতিশয় পরিতপ্ত তোমার মাতা-পিতা, সুহৃদ্ ও বন্ধুগণকে দর্শন কর ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি শোকমোহয়োঃ শেষং দুর্ব্বারমভিলক্ষ্য মৃতপুত্রমুখেনৈব তং প্রবোধয়িতুমাহ—জীবেতি। শুচা শোকেন ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি শোক ও মোহ সহজে অনতিক্রমণীয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া মৃতপুত্রের মুখেই রাজাকে প্রবোধদানের জন্য বলিতেছেন—'হে জীবাত্মন্' ইত্যাদি। 'শুচা'—শোকের দ্বারা, (তোমার শোকে তোমার আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছে।) ॥ ২ ॥

কলেবরং স্বমাবিশ্য শেষমায়ুঃ সুহৃদ্বৃতঃ।
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ পিতৃপ্রত্তানধিতিষ্ঠ নৃপাসনম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বং কলেবরম্ আবিশ্য (আশ্রিত্য) সুহৃদ্বৃতঃ (সন্) শেষম্ আয়ুঃ (অপমৃত্যুনামৃতত্বাৎ অবশিষ্টং জীবিতকালং) পিতৃপ্রত্তান্ (পিত্রা প্রত্তান্ দত্তান্) (ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব? নৃপাসনং (জীবতা এব পিত্রাদত্তং সিংহাসনম্) অধিতিষ্ঠ (স্বীকুরু)? ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(তুমি অপমৃত্যুতে মৃত হইয়াছ বলিয়া তোমার আয়ুষ্কাল এখনও অবশিষ্ট আছে; অতএব) তুমি পুনরায় নিজ কলেবরে প্রবেশপূর্ব্বক সুহৃদ্গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ কর এবং রাজাসনে অধিষ্ঠিত হও ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শেষমবশিষ্টমায়ুর্ব্যাপ্যেত্যপমৃত্যুনা মরণং রাজানমূহয়তি; বস্তুতস্তু তস্য নাস্ত্যেবায়ুর্মায়িকত্বাৎ, পিতৃপ্রত্তান্ পিত্রা দত্তান্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শেষমায়ুঃ'—অবশিষ্ট আয়ু পর্য্যন্ত (তোমার নিজদেহে প্রবেশপূর্ব্বক পিতৃদত্ত বিষয় ভোগ কর)। অর্থাৎ অপমৃত্যুবশতঃ আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হইতেই তোমার দেহত্যাগ হইয়াছে—ইহা রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বস্তুতঃ মায়িক দেহ বলিয়া তাহার আয়ুই নাই। 'পিতৃ-প্রত্তান্'—পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত (বিষয়সমূহ) ॥ ৩ ॥

জীব উবাচ—

কস্মিন্ জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্য্যঙ্নৃযোনিষু ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—জীবঃ উবাচ (তদেব কলেবরং যোগবলেন প্রবিশ্য জীবন্নিব জীবঃ কর্ম্মভিঃ কথয়ামাস), —কর্ম্মভিঃ (স্বীয়কর্ম্মভিঃ) দেবতির্য্যগ্নৃযোনিষু ভ্রাম্যমাণস্য মহ্যং (মম) কস্মিন্ জন্মনি অমী পিতরঃ মাতরঃ অভবন্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—জীবাত্মা বলিলেন,—আমি কর্ম্মবশে দেবতা, তির্য্যক্ ও নরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি, অতএব ইহারা আবার কোন্ জন্মে আমার মাতা-পিতা ছিল? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—জীব উবাচেতি। তদেব কলেবরং প্রবিষ্টো ঋষিজীবন্নিব জীব ইত্যর্থঃ। মহ্যং মম ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীব উবাচ'—জীব বলিল, সেই মৃত রাজপুত্রের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষি জীবিত হইয়াই যেন জীব—এই অর্থ। 'মহ্যং'—মম, এখানে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে চতুর্থীর প্রয়োগ হইয়াছে, ইঁহারা কোন্ জন্মে আমার পিতামাতা হইয়াছিলেন? ॥ ৪ ॥

বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ।
সর্ব্ব এব হি সর্ব্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ময়ি মৃতে পুত্রদৃষ্ট্যা শোকঃ চেৎ শত্রুবুদ্ধ্যা হর্ষ্যং কিং ন ক্রিয়তে), হি (যতঃ) সর্ব্বে এব প্রাণিনঃ) সর্ব্বেষাম্ এব মিথঃ (পরস্পরং) ক্রমশঃ (ক্রমেণ) বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীন-

বিদ্বিষঃ (বন্ধবঃ বিবাহাদিভিঃ সম্বন্ধিনঃ জ্ঞাতয়ঃ, সপিণ্ডাঃ, অরয়ঃ ঘাতকাঃ, মিত্রাণি রক্ষকাঃ উপকারকাশ্চ, মধ্যস্থাঃ উভয়ব্যতিরিক্তাঃ, ব্যবহারসম্বন্ধিনঃ অপি পক্ষপাতরহিতাঃ, বিদ্বিষঃ দ্রব্যাদিনিমিত্তেন দ্বেষিণঃ অথবা উৎকর্ষাসহনেন বা বিকৃতচিত্তাঃ উদাসীনাঃ উপেক্ষকাঃ) ভবন্তি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই অনাদি-সংসারপ্রবাহের মধ্যে ক্রমশঃ সকলেই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু (বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধীভূত) জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র, (রক্ষক) মধ্যস্থ (শত্রু এবং মিত্র ব্যতিরিক্ত সাধারণ) কিম্বা দ্রব্যাদি-ক্রয়বিক্রয়ের নিমিত্ত শত্রু এবং উপেক্ষক হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ময়ি মৃতে পুত্রদৃষ্ট্যা শোকশ্চেৎ ক্রিয়তে, শত্রুদৃষ্ট্যা হর্ষঃ কিং ন ক্রিয়তে, ইত্যাশয়েন সম্বন্ধস্যানিয়তত্বমাহ,—বন্ধবো বিবাহাদিসম্বন্ধিনঃ। জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ, অরয়ো ঘাতকাঃ, মিত্রাণি হিতৈষিণঃ, মধ্যস্থাঃ বহিরন্তর্মৈত্রীবৈরবন্তঃ, উদাসীনা মৈত্রীবৈরশূন্যাঃ, বিদ্বিষ উৎকর্ষাসহিনঃ। ক্রমশ ইতি জন্মান্তরে শত্রুরপ্যস্মিন্ জন্মনি পুত্রো ভবতীত্যর্থঃ। বস্তুতঃ পুত্রঃ সদ্গুণো ভূত্বা ম্রিয়তে ; স তু দুঃখাধিক্যপ্রদত্বাচ্ছত্রুরেবেতি লোকোক্তিঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি মারা গেলে পুত্রদৃষ্টিতে যদি শোক করা হয়, তাহা হইলে শত্রুদৃষ্টিতে আনন্দ কিজন্য করা হয় না ? এই আশয়ে সম্বন্ধের অনিয়ত্ব বলিতেছেন—'বন্ধু-জ্ঞাতি' ইত্যাদি। বন্ধু-বিবাহাদিমূলক সম্বন্ধযুক্ত, জ্ঞাতি—সপিণ্ড, শত্রু-ঘাতক, মিত্র—হিতৈষিগণ, মধ্যস্থ—বাহিরে ও অন্তঃকরণে মৈত্রী ও শত্রুভাবাপন্ন, উদাসীন—মিত্রতা ও শত্রুতাশূন্য, বিদ্বেষী—উৎকর্ষ অসহিষ্ণু। 'ক্রমশঃ' —ইহা বলায় পূর্ব্ব জন্মের শত্রুও এই জন্মে পুত্র হয় —এই অর্থ। বস্তুতঃ যে পুত্র সদ্গুণান্বিত হইয়া মারা যায়, সেইরূপ পুত্র অতিশয় দুঃখপ্রদ বলিয়া সে শত্রুই—এইরূপ লোকোক্তি ॥ ৫ ॥

যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ।
পর্য্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্ত্তৃষু ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পণ্যানি (ক্রয়বিক্রয়াদ্যর্হাণি) হেমাদীনি বস্তূনি যথা ততঃ ততঃ (একসমীপাদন্যসমীপং ততোঽপ্যন্যসমীপম্ এবং) নরেষু (ব্যবহর্ত্তৃষু নরেষু সর্ব্বত্র) পর্য্যটন্তি, এবং জীবঃ (অপি) কর্ত্তৃষু) (পিতৃষু) যোনিষু (মাতৃষু ভ্রমতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যেরূপ ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদিবস্তুসমূহ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনকজননীতে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি শত্রুরপি পুত্রঃ স্যাত্তর্হি তত্রাত্মীয়ত্বেন স্নেহঃ কথং স্যাত্তত্র দৃষ্টান্তেন সমাদধাতি,—যথেতি। পণ্যানি ক্রয়বিক্রয়াদ্যর্হাণি হেমাদীনি হেমমুদ্রিকাদীনি, যৈব হেমমুদ্রা শত্রুগৃহস্থিতা স্ববধপ্রযোজিকা সৈব দৈবাদাত্মগৃহমাগতা প্রেমাস্পদীভূতা ভোগপ্রযোজিকা চ ভবতি। এবমেব জীবযোনিষু মনুষ্য-গো-গর্দ্দভাদিষু যে কর্ত্তার উৎপাদকাঃ পিতরো মাতরশ্চ তেষু প্রবিশতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি শত্রুও পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাতে আত্মীয়ত্বরূপে স্নেহ কিপ্রকারে সম্ভব ? তাহাতে দৃষ্টান্তের সহিত সমাধান করিতেছেন—'যথা পণ্যানি হেমাদীনি'—যেমন ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণমুদ্রাদি দ্রব্যসমূহ (একের হাত হইতে অপরের হাতে ঘুরিতে থাকে, জীবও সেরূপ ক্রমশঃ মানবগণের মধ্যে একের নিকট হইতে অপরের নিকট পুত্রাদি নানারূপে ভ্রমণ করে)। যে স্বর্ণমুদ্রা শত্রুর গৃহে থাকিয়া নিজের বধের প্রয়োজিকা হয়, তাহাই যদি দৈবক্রমে নিজগৃহে আসে, তাহা হইলে উহাই প্রেমাস্পদী ও ভোগ-প্রয়োজিকা হয়। এইপ্রকারই 'জীবযোনিষু'—মনুষ্য, গাভী, গর্দ্দভাদি যোনিতে, 'যে কর্ত্তারঃ'—যাহারা উৎপাদক, অর্থাৎ পিতা, মাতা, তন্মধ্যে (জীব) প্রবেশ করে ॥ ৬ ॥

নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।
যাবদ্‌যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—নৃষু নিত্যস্য (অবিনষ্টস্য অপি) অর্থস্য (বস্তুনঃ পশ্বাদেঃ) সম্বন্ধঃ অনিত্যঃ দৃশ্যতে বিক্রয়াদিনা সম্বন্ধনাশাদিত্যর্থঃ) যাবৎ (যাবৎকালং)

যস্য (বস্তুনঃ যস্মিন্ পুরুষে) সম্বন্ধঃ (ভবতি), তাবৎ (তাবৎ কালমেব তস্য পুরুষস্য তত্র বস্তুনি) মমত্বং হি (ভবতি ; বিক্রয়াদ্যানন্তরং তত্র মমত্বাভাবাৎ সম্বন্ধঃ অপি নিবৃত্তঃ ইতি নিশ্চয়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(জন্মান্তরের কথা দূরে থাকুক, ইহ জন্মেই জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ অনিত্য, তাহা সদৃষ্টান্ত এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে)—পশ্বাদি-জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ নিত্য দেখা যায় না। যেকাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের মমতা থাকে, সম্বন্ধ তিরোহিত হই'লে আর মমতা থাকে না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—মম জীবস্য চিত্রকেতুপুত্রত্বমেতাবন্তং কালমাসীত্তাবদসৌ স্নেহমকরোদেব ; অতঃ পরমন্য-পুত্রত্বং প্রাপ্স্যামি স এব স্নেহং করিষ্যতীত্যর্থান্তরন্যা-সেনাহ—নিত্যস্যার্থস্য স্বর্ণমুদ্রায়া একস্যা অপি ক্রয়-বিক্রয়াদিব্যবহারেণৈকস্মিন্নপি দিনে অন্যজনহস্ত-গতায়া মমেয়ং নান্যস্যেতি সম্বন্ধো হ্যনিত্যঃ তত্র চ যাবদিতি স্পষ্টম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মদাত্মক যে জীব এতকাল চিত্রকেতুর পুত্ররূপে ছিল, ততকাল তিনি স্নেহ করিয়া-ছিলেন, তারপর অন্যের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন তিনিই স্নেহ করিবেন, ইহা অর্থান্তরন্যাসের দ্বারা বলিতেছেন—'নিত্যস্য অর্থস্য', নিত্য বস্তুর, যেমন একটি স্বর্ণমুদ্রারই ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারের দ্বারা একই দিনে অন্য জনের হস্তগত হইয়া, 'ইহা আমারই, অন্যের নহে'—এইরূপ যে সম্বন্ধ, উহা অনিত্য। তদ্বিষয়ে অর্থান্তরন্যাসের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন —'যাবদ্ যস্য হি সম্বন্ধঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ যাহার সহিত যাহার যতকাল সম্বন্ধ, তাহার প্রতি তাহার ততকালই 'ইহা আমার', এরূপ মমতা থাকে) ॥ ৭ ॥

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ ।
যাবদ্‌যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—এবং যোনিগতঃ (পিত্রাদিসম্বন্ধং প্রাপ্তঃ অপি) জীবঃ নিত্যঃ (দেহজন্মাদিনা তস্য জন্মাদ্যভাবাৎ শাশ্বতঃ) নিরহঙ্কৃতঃ (অহমস্য পুত্রঃ ইত্যভি-মানশূন্যঃ সন্) সঃ যাবৎ (কালং) যত্র (পিত্রাদৌ সম্বন্ধিনি) উপলভ্যেত (কর্ম্মবশেন বর্ত্তেত) তাবৎ (কালমেব) তস্য (পিত্রাদেঃ) তৎ (তস্মিন্ পুত্রাদৌ) স্বত্বং (ন তু মরণাদুত্তরকালমপি তথা চ ইদানীং পুত্রসম্বন্ধস্য নিবৃত্তত্বাৎ অনুচিত এব, তদর্থোঽয়ং শোকঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পিত্রাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জীব নিত্য, যেহেতু বস্তুতঃ দেহাদিই জন্মিয়া থাকে, জীবের জন্ম স্বীকার্য্য নহে। জীব নিরহঙ্কৃত অর্থাৎ 'আমি—ইহার পুত্র' এইরূপ অভিমানশূন্য ; জীব কর্ম্মবশে যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে পিতার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই সেই পিতার সেই পুত্রে স্বত্ব বর্ত্তমান থাকে. মরণের পর পিতার পুত্রসম্বন্ধ বিলুপ্ত হওয়ায়, তজ্জন্য শোক নিরর্থক ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুতো নিরহঙ্কৃত এব যত্র পিত্রাদৌ তস্য পিত্রাদেঃ ; যদ্বা, নিরহঙ্কৃত এব জীবো যাবদ্‌যত্র দেহে উপলভ্যেত তাবদেব তস্য তস্মিন্ জীবস্য দেহে স্বত্বং নান্যদা। অতোঽস্মিন্ দেহে সম্প্রতি মম স্বত্বা-ভাবাৎ কথমত্রাহঙ্কারং করোমীতি তস্মাৎ কলেবরং সমাবিশ্যেতি তৎ প্রার্থিতং ন ঘটত এবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বস্তুতঃ জীব 'নিরহঙ্কৃতঃ'—অভিমানশূন্য, 'যত্র'—যে পিত্রাদিতে, অর্থাৎ কর্ম্ম-বশতঃ জীব যতকাল যে পিতৃ-প্রভৃতি সম্বন্ধিগণের নিকট অবস্থান করে, 'তস্য'—সেই পিতৃ-প্রভৃতিরও ততকালই তাহার উপর স্বত্ব থাকে। অথবা—'নিরহঙ্কৃতঃ', স্বরূপতঃ মমতাশূন্য জীব যত-কাল যে দেহ লাভ করে, ততকালই সেই জীবের দেহে স্বত্ব, অন্য সময়ে নহে। অতএব এই রাজ-পুত্রের দেহে সম্প্রতি আমার স্বত্বাভাবে কিপ্রকারে অহঙ্কার করিব ? অতএব 'কলেবরং সমাবিশ্য' (৩য় শ্লোক)—তুমি এই নিজদেহে প্রবেশপূর্ব্বক ইত্যাদি প্রার্থনাও সঙ্গত নহে—এই ভাব ॥ ৮ ॥

এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্ ।
আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (আত্মা) নিত্যঃ ; তত্র হেতুঃ—অব্যয়ঃ (অপক্ষয়শূন্যঃ) সূক্ষ্মঃ (জন্মাদিশূন্যঃ) এষঃ সর্ব্বাশ্রয়ঃ (সর্ব্বস্য দেহাদেঃ আশ্রয়ঃ) স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশঃ) প্রভুঃ (সমর্থঃ সন্ অপি) আত্মমায়াগুণৈঃ (আত্মনঃ মায়য়াঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ) আত্মানম্ (এব বিশ্বাত্মকং) সৃজতে (সৃজতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এই আত্মা নিত্যবস্তু, কেননা, ইঁহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। তিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ জন্মাদি-শূন্য, সর্ব্বাশ্রয় অর্থাৎ উৎপত্তি বা জন্মশীল দেহাদির আশ্রয় (স্বয়ংই দেহাদি নহেন) ও স্বতঃপ্রকাশ স্বরূপ এবং প্রভু বা সমর্থবান্ হইয়াও নিজ-মায়াগুণে আপনাকে নানারূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবং জীবস্য পারতন্ত্র্যাদনৈশ্বর্য্যাচ্চ ততোহন্যঃ কশ্চিৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরোঽস্তীতি প্রতীয়তে, স এষ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—এষ ইতি। জীবস্য মায়য়া আবরণাদপরোক্ষস্যাপি পরোক্ষায়মাণত্বাৎ তচ্ছব্দবাচ্যত্বমুক্তম্। ঈশ্বরস্য মায়য়া অনাবরণাৎ প্রযোক্তুরঙ্গিরসোঽপি জীবন্মুক্তত্বেনাবিদ্যাবরণরাহিত্যাদপরোক্ষত্বেনৈতচ্ছব্দবাচ্যত্বমুচ্যতে,—এষ ইতি। তত্র নিত্যত্বমব্যয়ত্বং সূক্ষ্মত্বমিতি সাধারণধর্ম্মত্রয়-মীশ্বরস্য পারতন্ত্র্য-মনৈশ্বর্য্যমিতি ত্বসাধারণধর্ম্মদ্বয়ং জীবস্য পূর্ব্বমেব ব্যঞ্জিতম্। ঈশ্বরস্যাপ্যসাধারণান্ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদীন্ ধর্ম্মান্ বক্তুং পুনরপ্যেতচ্ছব্দমুপন্যস্যেতি এষ ইতি। আত্মশক্তিময়ত্বাদাত্মানম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জীবের পারতন্ত্র্য ও অনৈশ্বর্য্যহেতু তাহা অপেক্ষা অন্য কোনও স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন, ইহা প্রতীত হয়, এবং সেই তিনি কেমন ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'এষ নিত্যঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ এই আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া দেহাদির আশ্রয়, অতএব জন্মাদিরহিত এবং অপক্ষয়শূন্য বলিয়া নিত্যপদার্থ, অথচ ইনিই নিজের মায়াশ্রিত গুণসমূহ-দ্বারা নিজেকে বিশ্বরূপে অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপে প্রকাশ করেন)। জীবের মায়ার দ্বারা আবরণহেতু অপ-রোক্ষ (প্রত্যক্ষ) হইলেও অপ্রত্যক্ষের ন্যায় তৎ-শব্দের বাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। এখানে ঈশ্বরের মায়ার আব-রণ না থাকায় এবং প্রয়োগকর্ত্তা অঙ্গিরা ঋষিরও জীবন্মুক্তত্বহেতু অবিদ্যার আবরণরাহিত্য বলিয়া প্রত্যক্ষভাবেই এতৎ-শব্দের বাচ্যত্ব বলিতেছেন—'এষ', এই (পরিদৃশ্যমান) আত্মা ইত্যাদি। তন্মধ্যে নিত্যত্ব, অব্যয়ত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব (জন্মাদি-শূন্যত্ব,দুর্জ্ঞেয়ত্ব)—এই তিনটি সাধারণ ধর্ম্ম ঈশ্বরের, এবং পারতন্ত্র্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই দুইটি অসাধারণ ধর্ম্ম জীবের, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরেরও অসাধারণ ধর্ম্ম সর্ব্বাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি বলিবার জন্য পুনরায় এতৎ-শব্দ উপন্যাসপূর্ব্বক বলিতেছেন—'এষ' ইতি। 'আত্মানং বিশ্বং'—আত্মশক্তিময়ত্বহেতু আত্মাকে নানা-রূপে সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ এই প্রভু ঈশ্বরই নিজের মায়াশ্রিত গুণসমূহদ্বারা নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকাশ করিতেছেন।) ॥ ৯ ॥

তথ্য—এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকার তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতে,—চিদংশে জীবব্রহ্মের ঐক্য স্থাপিত হইলেও কেবলাদ্বৈতবাদীর ন্যায় জীবের অনিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম স্বীয় অংশ জীবাত্মাদ্বারা স্থূল উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেবমনুষ্যাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন ; এই বাক্যে চিদংশে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়। জীবকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলায় কোন দোষ লক্ষিত হয় না, বরং তাহা যুক্তি-যুক্তই হইয়াছে। তাৎপর্য্যান্তর গ্রহণ করিলে অন্যত্র শ্রীধরস্বামীর নিজবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভের টীকায় বলিয়া-ছেন,—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে জীবের পারতন্ত্র্য বর্ণন করিয়া এই শ্লোকে তাহা হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র ঈশ্বরের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। পরমাত্ম-পক্ষে সূক্ষ্মশব্দের অর্থ দুর্জ্ঞেয় ॥ ৯ ॥

মধ্ব—এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ। অনিত্যসম্বন্ধযুতাঃ পিত্রাদ্যানিত্যযুগ্‌হরিঃ ইতি চ। আত্মানং চ অবতার-রূপেণ সৃজতে ॥ ৯ ॥

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
একঃ সর্ব্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্ত্তৄণাং গুণদোষয়োঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অস্য আত্মনঃ কশ্চিৎ (অপি) প্রিয়ঃ ন (ভবতি) ; অপ্রিয়ঃ, স্বঃ পরঃ অপি বা (ন কোঽপি অস্তি) একঃ (অয়ম্ এক এব সুহৃদাদি-

সঙ্গরহিতঃ সন্) গুণদোষয়োঃ (ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ হিতাহিতয়োঃ বা) কর্ত্তৄণাং (মিত্রাদীনাং) সর্ব্বধিয়াং (যাঃ সর্ব্বাঃ ধিয়ঃ বিচিত্রাঃ বুদ্ধয়ঃ তাসাং) দ্রষ্টা (সাক্ষী) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই আত্মার কোন প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, স্ব কিম্বা পর কেহ নাই। তিনি এক অর্থাৎ সুহৃদাদিতে আসক্তি-রহিত এবং হিতাহিতকারী মিত্র ও শত্রুবর্গের বিচিত্রবুদ্ধির দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্য বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থাদয়ো অজ্ঞাননিবন্ধনা নত্বীশ্বরস্যেত্যাহ—ন হ্যস্যেতি। যত্তু ভক্তোঽতিপ্রিয়ঃ স্বশ্চ ভক্তদ্বেষী অপ্রিয়ঃ পরঃ শত্রুশ্চ ইতি তচ্চ "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥" ইতি, "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্" ইতি গীতোক্তের্ভক্তবৎসলস্য তস্য ভূষণমেব, ন তু দূষণম্। কিঞ্চ জীবা বহব এব ঈশ্বরস্ত্বেক এব, গুণদোষয়োর্হিতাহিতয়োঃ কর্তৄণাং মিত্রাদীনাং যাঃ সর্ব্বধিয়ঃ বিচিত্রা বুদ্ধয়স্তাসাং দ্রষ্টা সাক্ষী ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মধ্যস্থ প্রভৃতি অজ্ঞান-নিবন্ধন সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ঈশ্বরের তাহা নাই, ইহা বলিতেছেন—'ন হ্যস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ এই আত্মার প্রিয় বা অপ্রিয়, আত্মীয় বা পর কেহই নাই)। কিন্তু 'ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি ভক্তদ্বেষী, তিনি অপ্রিয় এবং শত্রু' ইত্যাদি যাহা শোনা যায়, তাহা ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ভূষণই, কিন্তু দূষণ নহে। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদি (৯।২৯) এবং "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্" ইত্যাদি (১৬।১৯), অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে তুল্য, আমার কোন অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজন করেন, তাঁহারা যেরূপ আমাতে আসক্ত, আমিও সেরূপ তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকি। এবং আমি সাধুবিদ্বেষী নিষ্ঠুর সেই নরাধমদিগকে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি ইত্যাদি। আরও, জীব বহু, কিন্তু ঈশ্বর একই, তিনি 'গুণদোষয়োঃ কর্তৄণাং'—হিত ও অহিতকারী মিত্র শত্রু প্রভৃতি সর্ব্বলোকের সর্ব্বপ্রকার বিচিত্রবুদ্ধির দ্রষ্টা, অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র। (এইজন্য ঈশ্বর সুহৃদাদির সঙ্গরহিত, অতএব তাহার প্রিয় বা অপ্রিয়, আত্মীয় বা পর কেহই নাই।) ॥ ১০ ॥

নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্।
উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মা গুণং (সুখম্) দোষং (দুঃখম্) ন আদত্তে (গৃহ্ণাতি) ন চ ক্রিয়াফলং (রাজ্যাদিকং সুখ-দুঃখাদিকং চ) আদত্তে ; পরাবরদৃক্ (পরাবরে কারণকার্য্যে পশ্যতি ইতি তথাবিধঃ) ঈশ্বরঃ (স্বতন্ত্রঃ দেহাদি-পারতন্ত্র্যশূন্যম্ অয়ম্) উদাসীনবৎ আসীনঃ (এবম্ভূতস্য মম যুষ্মাকং চ সম্বন্ধাভাবাৎ শোকঃ ন কার্য্যঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আত্মা সুখ বা দুঃখ অথবা কর্ম্ম ফলজনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না,—কারণ ও কার্য্যের স্রষ্টা এবং দেহাদি পারতন্ত্র্যশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। আমার ও আপনাদের এতাদৃশ ভাব না থাকায় শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—জীবো হি মিত্রামিত্রয়োর্গুণদোষৌ গৃহ্ণাতি ; যতঃ ক্রিয়াফলং সুখং দুঃখঞ্চ ভুঙ্ক্তে ঈশ্বরস্তু নৈবেত্যাহ,—নাদত্ত ইতি,—অতএব উদাসীনবৎ সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বেনাসীনঃ পরাবরে ভদ্রাভদ্রে সাক্ষিত্বেন পশ্যতীতি সঃ। উদাসীন ইবেত্যরিমিত্রাদিপ্রতিযোগ্যুদাসীনস্তু নৈবেত্যর্থঃ। অত ঈশ্বরমায়ানিবন্ধানামেষাং চিত্রকেত্বাদীনাং মহদনুগ্রহমূলামীশ্বরপ্রপত্তিং বিনা শোকমোহাদিময়োঽয়ং সংসারো দুস্তর এবেতি কিং বহুবক্তব্যমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবই মিত্র ও শত্রুর গুণদোষ গ্রহণ করে এবং কর্ম্মফল সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু ঈশ্বর ইহার কিছুই গ্রহণ করেন না, ইহা বলিতেছেন—'নাদত্তে' ইত্যাদি। 'উদাসীনবৎ'—তিনি অন্তর্য্যামী বলিয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করতঃ, 'পরাবরদৃক্'—পর ও অবর অর্থাৎ ভদ্র ও অভদ্র সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। এখানে উদাসীনের ন্যায়—ইহা বলায় শত্রু ও মিত্রাদির প্রতিযোগী উদাসীন তিনি কখনই নহেন—এই অর্থ। (কারণ

ভক্তবৎসল ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তের পোষণ ও দুর্জ্জনের বিনাশ করিয়া থাকেন)। অতএব ঈশ্বরের মায়ায় বদ্ধ এই সকল চিত্রকেতু প্রভৃতির পক্ষে মহদনুগ্রহমূলা ঈশ্বরপ্রপত্তি ব্যতিরেকে শোকমোহাদিময় এই সংসার দুস্তরণীয়ই—এই বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে?—ইহা প্রকরণার্থ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

ভোক্তাসদ্‌গুণভোক্তৃত্বান্ন ভোক্তা তদরঞ্জিতঃ।
অচিন্ত্যশক্তিতস্তচ্চ যুজ্যতে পরমেশিতুম্ ॥
ইতি চ ॥ ১১ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

ইত্যুদীর্য্য গতো জীবো জ্ঞাতয়স্তস্য তে তদা।
বিস্মিতা মুমুচুঃ শোকং ছিত্ত্বাত্মস্নেহশৃঙ্খলাম্ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—ইতি (ইত্যেবম্) উদীর্য্য (উক্ত্বা) জীবঃ (যদা) গতঃ তদা তস্য (বালস্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ চিত্রকেত্বাদয়ঃ) জ্ঞাতয়ঃ বিস্মিতাঃ (তদ্বচনেন চমৎকৃতাঃ সন্তঃ) আত্মস্নেহ-শৃঙ্খলাম্ (আত্মনঃ স্বস্য স্নেহরূপাং শৃঙ্খলাং) ছিত্ত্বা শোকং মুমুচুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া জীবাত্মা চলিয়া গেলে চিত্রকেতু প্রভৃতি বালকের পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতিগণ তাহার বাক্যে বিস্মিত হইয়া স্বকীয় স্নেহরূপ-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১২ ॥

———

নির্হৃত্য জ্ঞাতয়ো জ্ঞাতের্দেহং কৃত্বোচিতাঃ ক্রিয়াঃ।
তত্যজুর্দুস্ত্যজং স্নেহং শোকমোহভয়ার্ত্তিদম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞাতয়ঃ (সপিণ্ডাঃ চিত্রকেত্বাদয়ঃ) জ্ঞাতেঃ (সপিণ্ডস্য মৃতস্য বালস্য) দেহং নির্হৃত্য (দগ্ধ্বা) উচিতাঃ (মৃতোচিতাঃ) ক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধতর্পণাদিরূপাঃ) কৃত্বা (চ) শোকমোহভয়ার্ত্তিদং (শোকাদিজনকং) দুস্ত্যজম্ (অপি) স্নেহং তত্যজুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সপিণ্ডাদি-জ্ঞাতিবর্গ সপিণ্ড মৃতের দেহ দাহনপূর্ব্বক মৃতোচিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া করিয়া শোক, মোহ, ভয় ও আর্ত্তিপ্রদ দুস্ত্যজ-স্নেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

———

বালঘ্ন্যো ব্রীড়িতাস্তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ।
বালহত্যাব্রতং চেরুর্ব্রাহ্মণৈর্যন্নিরূপিতম্।
যমুনায়াং মহারাজ স্মরন্ত্যো দ্বিজভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ (বালহত্যয়া হতপ্রভাঃ বালকহননপাপেন ভ্রষ্টশ্রিয়ঃ) ব্রীড়িতাঃ (স্বদুষ্টকর্ম্মণা চ লজ্জিতাঃ) দ্বিজভাষিতং স্মরন্ত্যঃ (দ্বিজেন অঙ্গিরসা যৎ ভাষিতং পুত্রাদীনাং দুঃখহেতুত্বং তৎ স্মরন্ত্যঃ) বালঘ্ন্যঃ (কৃতদ্যুতেঃ বিষদাত্র্যঃ সপত্ন্যঃ অপি) ব্রাহ্মণৈঃ (অঙ্গিরাদিভিঃ) যৎ নিরূপিতং (নির্ণীয় উক্তং তৎ) বালহত্যাব্রতং (বালহত্যায়াঃ ব্রতং প্রায়শ্চিত্তং) যমুনায়াং চেরুঃ (কৃতবত্যঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—(হে মহারাজ,) রাণী কৃতদ্যুতির বালঘ্নী বিষদাত্রী সপত্নীবৃন্দ বালহত্যাপাপে হতপ্রভ এবং স্বকীয় দুষ্টকর্ম্মে অতিশয় লজ্জিত হইয়া "পুত্রাদি—দুঃখের হেতু" অঙ্গিরার এই বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্রকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপ্রগণের নিরূপিত বিধি অনুসারে যমুনার কূলে গিয়া বালহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বালহত্যাহতপ্রভা ইতি। হতপ্রভত্বেনৈব লক্ষণেন বালঘ্ন্য এতা এবেতি যদা সর্ব্বে বিদিতত্ত্বাস্তদা ব্রীড়িতাস্তাঃ সত্যং বয়মেব পাপীয়স্যো বালমহন্মেতি বচসা নিষ্কপটীভূয়াঙ্গিরঃ-প্রভৃতি-ব্রাহ্মণোপদিষ্টং প্রায়শ্চিত্তমাচেরুঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালহত্যা-হতপ্রভা'—বালকের হত্যাকারিণী বলিয়াই সেই সপত্নীবৃন্দের কান্তি মলিন হইয়াছিল; সেই ম্লান চিহ্নের দ্বারাই ইহারাই বালঘাতী, এইরূপ সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে লজ্জিতা হইয়া তাহারা 'সত্যই পাপীয়সী আমরাই বালককে হত্যা করিয়াছি' এইরূপ নিষ্কপট উক্তির দ্বারা অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের উপদিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

———

স ইত্থং প্রতিবুদ্ধাত্মা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ।
গৃহান্ধকূপান্নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং দ্বিজোক্তিভিঃ (নারদাঙ্গিরোবাক্যৈঃ) প্রতিবুদ্ধাত্মা (প্রতিবুদ্ধঃ জ্ঞাতঃ আত্মা যেন) সঃ (অতিধীরঃ) চিত্রকেতুঃ গৃহান্ধকূপাৎ (গৃহরূপনরকাৎ) দ্বিপঃ (হস্তী) সরঃপঙ্কাদিব (যথা নিবিড়তমাৎ সরসঃ পঙ্কাৎ নিঃসরেৎ, তদ্বৎ) নিষ্ক্রান্তঃ (নির্গতঃ বভুব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—নারদ ও অঙ্গিরার উক্তবাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া সুধী চিত্রকেতু সরোবরস্থিত নিবিড় পঙ্ক হইতে হস্তী যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫ ॥

———

কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ।
মৌনেন সংযতপ্রাণো ব্রহ্মপুত্রাববন্দত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিধিবৎ কালিন্দ্যাং (যমুনায়াং) স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ (কৃতাঃ পুণ্যাঃ দুরিতনিবর্ত্তিকাঃ জলক্রিয়াঃ দেবর্ষিপিতৃতর্পণাদ্যাঃ যেন সঃ) মৌনেন (সহ) সংযত প্রাণঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ চিত্রকেতুঃ) ব্রহ্মপুত্রৌ (নারদাঙ্গিরসৌ) অবন্দত (বিদ্যাগ্রহণায় প্রণনাম) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাজা যমুনায় বিধিমত অবগাহন করিয়া দেবর্ষি ও পিতৃতর্পণাদি সমাপনপূর্ব্বক মৌন ও সংযতচিত্ত হইয়া নারদ ও অঙ্গিরাকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৬ ॥

———

অথ তস্মৈ প্রপন্নায় ভক্তায় প্রযতাত্মনে।
ভগবান্ নারদঃ প্রীতো বিদ্যামেতামুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ প্রীতঃ ভগবান্ নারদঃ প্রপন্নায় (শরণাগতায়) ভক্তায় প্রযতাত্মনে (বশীকৃতচিত্তায়) তস্মৈ এতাং (বক্ষ্যমাণাং) বিদ্যাম্ উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—পরে ভগবান্ নারদ সন্তুষ্ট হইয়া শরণাগত, জিতেন্দ্রিয় সেই ভক্ত চিত্রকেতুকে বক্ষ্যমাণ বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—এতাম্ ওঁ নমস্তুভ্যমিত্যাদিপরমপরমেষ্ঠিন্নমস্ত ইত্যন্তাম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতাম্'—এই, অর্থাৎ 'ওঁ নমস্তুভ্যং' (১৮নং শ্লোক) এখান হইতে 'পরম পরমেষ্ঠিন্ নমস্তে' (২৫ নং শ্লোক)—এই পর্য্যন্ত বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

———

ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ১৮ ॥
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ ভগবতে তুভ্যং নমঃ (নমস্কুর্ম্মঃ) বাসুদেবায় (ধীমহি, ধ্যায়েম মনসা নমস্যামঃ ইত্যর্থ) প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ। বিজ্ঞানমাত্রায় (বিশিষ্টজ্ঞান-স্বরূপায়) পরমানন্দমূর্ত্তয়ে (পরমানন্দরূপিণে) আত্মারামায় (আত্মন্যেব সন্তুষ্টায়) শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে (নিবৃত্তাদ্বৈতদৃষ্টিঃ যস্মাৎ তস্মৈ দ্বৈতভাব-রহিতায় অদ্বিতীয়ায় তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—(নারদোপদিষ্ট বিদ্যাটী এই—) হে প্রণবাত্মক ভগবান্, তোমাকে নমস্কার, হে বাসুদেব, আমি তোমাকে মনে মনে চিন্তা করি। হে প্রদ্যুম্ন, হে অনিরুদ্ধ, হে সঙ্কর্ষণ, তোমাদিগকে নমস্কার। হে চিচ্ছক্তিমন্, তোমাকে নমস্কার। হে পরমানন্দমূর্ত্তে, হে আত্মারাম, হে শান্ত ! হে দ্বৈত অর্থাৎ ব্রহ্ম ; পরমাত্মা ও ভগবান্,—এই ত্রিবিধ তত্ত্বে ভেদজ্ঞাননিবর্ত্তক অদ্বয়জ্ঞান তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যং নমঃ, তুভ্যং ধীমহি, ত্বাং প্রসাদয়িতুং ধ্যায়েমঃ, পরমাত্মত্বেন জীববৈলক্ষণ্যমাহ নবভির্বিশেষণৈঃ। বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিরেব মাত্রা পরিচ্ছেদো যস্য তস্মৈ জীবস্তুবিদ্যাপরিচ্ছদ ইত্যর্থঃ। মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে ইতি মেদিনী। পরমানন্দময়ী মূর্ত্তির্যস্য জীবস্তু পাঞ্চভৌতিকমূর্ত্তিঃ। আত্মানন্দ এব রমমাণায়। জীবস্তু বিষয়ানন্দে রমতে। নিবৃত্তা দ্বৈতে মায়িকপ্রপঞ্চে দৃষ্টিরাসক্তিময়ী যস্য। জীবস্তু মায়িকপ্রপঞ্চে আসজ্জতে ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং নমঃ'—তোমাকে নমস্কার। 'তুভ্যং ধীমহি'—তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ধ্যান করিতেছি। এখানে পরমাত্মারূপে জীব হইতে পার্থক্য বলিতেছেন নয়টি বিশেষণের দ্বারা। 'বিজ্ঞান-মাত্রায়'—বিজ্ঞান অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই মাত্রা বলিতে পরিচ্ছেদ যাঁহার, সেই বিজ্ঞানস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। জীব কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। মেদিনী কোষে উক্ত হইয়াছে—'মাত্রা শব্দে কর্ণবিভূষণ, বিত্ত, মান ও পরিচ্ছেদ বুঝায়'। 'পরমানন্দ-মূর্ত্তয়ে'—পরম আনন্দই যাঁহার শ্রীবিগ্রহ, জীবের কিন্তু পাঞ্চভৌতিক শরীর। 'আত্মারামায়'—আত্মানন্দেই যিনি রমমাণ, সেই আত্মারাম তোমাকে নমস্কার। জীব কিন্তু বিষয়ানন্দে সুখ অনুভব করে। 'নিবৃত্ত-দ্বৈতদৃষ্টয়ে'—নিবৃত্ত হইয়াছে দ্বৈত বলিতে মায়িকপ্রপঞ্চে আসক্তিময়ী দৃষ্টি যাঁহার, তাঁহাকে নমস্কার। জীব কিন্তু মায়িক প্রপঞ্চেই আসক্ত হয় – এইরূপ পার্থক্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৮-১৯ ॥

আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ম্ময়ে নমঃ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্ত্তয়ে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মানন্দানুভূত্যা এব (আত্মনঃ স্বস্য স্বরূপ-ভূতানন্দস্য অনুভবেন এব) ন্যস্তশক্ত্যূর্ম্ময়ে (ন্যস্তাঃ নিরস্তাঃ শক্ত্যুর্ম্ময়ঃ মায়ানিমিত্তা রাগদ্বেষাদয়ঃ যেন তস্মৈ) হৃষীকেশায় (সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রে) মহতে অনন্ত-মূর্ত্তয়ে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তুমি স্বস্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতিদ্বারা মায়াজনিত রাগ-দ্বেষাদিরূপ তরঙ্গ তিরোহিত কর, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি হৃষীকেশ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, তুমি অনন্তমূর্ত্তি ও মহান্, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যস্তাঃ নিতরামস্তাঃ শক্ত্যূর্ম্ময়ো মায়ানিমিত্তা রাগদ্বেষাদয়ো যত্র, জীবস্তু প্রাপ্তরাগদ্বেষাদিতরঙ্গঃ। হৃষীকেশায় সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রে জীবস্তু ইন্দ্রিয়নিয়ম্যঃ। মহতে জীবস্তু ক্ষুদ্রঃ। অনন্তা অবিনাশ্যা মূর্ত্তয়োর্যস্য, জীবস্তু বিনাশ্যশরীরঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যস্ত-শক্ত্যূর্ম্ময়ে'—ন্যস্ত বলিতে নিঃশেষরূপে অস্ত অর্থাৎ অপগত হইয়াছে শক্তির উর্ম্মিসমূহ (তরঙ্গসকল) অর্থাৎ মায়ানিমিত্তক রাগদ্বেষাদি যেখানে, অর্থাৎ যিনি নিজ স্বরূপসুখের অনুভূতিদ্বারাই মায়িক রাগদ্বেষাদি পরিহার করিয়াছেন, সেই তোমাকে নমস্কার। জীব কিন্তু রাগদ্বেষাদির তরঙ্গই প্রাপ্ত হয়। 'হৃষীকেশায়'—সকল ইন্দ্রিয়ের যিনি নিয়ন্তা (প্রবর্ত্তক), সেই তোমাকে। জীব কিন্তু ইন্দ্রিয়ের নিয়ম্য (অধীন)। 'মহতে'—তুমি অতি মহান্, জীব কিন্তু ক্ষুদ্র। 'অনন্ত-মূর্ত্তয়ে'—অনন্ত বলিতে যাহার বিনাশ নাই, অবিনাশ্য মূর্ত্তিসমূহ যাঁহার, সেই তোমাকে নমস্কার করি। জীবের শরীর কিন্তু বিনাশ্য ॥ ২০ ॥

বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—মনসা সহ বচসি অপ্রাপ্য উপরতে তত্ত্বমলব্ধ্বা নিবৃত্তে সতি) যঃ অনামরূপঃ চিন্মাত্রঃ সদসৎপরঃ (সদসতোঃ কার্য্যকারণয়োঃ পরঃ কারণম্) একঃ (প্রকাশতে) সঃ নঃ (অস্মান্) অব্যাৎ (সংসারাৎ রক্ষতু) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মনের সহিত বাক্য যাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া বিরত হয়, যিনি—নামরূপ-বিবর্জ্জিত ও চিন্মাত্র অর্থাৎ কেবল জ্ঞানময় অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত এবং এক অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই শ্লোকে ভগবানের অসম্যগাবির্ভাব ব্রহ্মস্বরূপের স্তব বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মত্বেন প্রণমতি—বচসীতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মত্বরূপে প্রণাম করিতেছেন —'বচসি' ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

মধ্ব—বাহ্যমনসা সহ বচস্যুপরতে চিন্মাত্রমনসা সহ প্রাপ্যঃ ॥ ২১ ॥

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।
মৃণ্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—ইদং (কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং) যতঃ জায়তে (জাতং চ) যস্মিন্ তিষ্ঠতি অপ্যেতি (লীয়তে

চ) মৃণ্ময়েষু (ঘটাদৌ) মৃজ্জাতিঃ (মৃন্মাত্রম্) ইব (যৎ সর্ব্বানুস্যূতং) তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মৃণ্ময়-ঘটাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকায় (উপাদান-কারণ) অবস্থিত ও মৃত্তিকাতেই লীন হয়, সেইরূপ এই কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন, তোমাতেই অবস্থিত ও তোমাতেই লীন হয়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—জগৎকারণত্বেন প্রণমতি,—যস্মিন্নিদং জগত্তিষ্ঠতি যতো জায়তে যস্মিন্নপ্যেতি লীয়তে। মৃণ্ময়েষু ঘটাদিষু মৃজ্জাতিঃ যথা কারণমিত্যর্থঃ ॥২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জগতের কারণত্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপের প্রণাম করিতেছেন—'যস্মিন্ ইদং', যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত আছে, যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। মৃণ্ময় ঘটাদির প্রতি যেমন মৃত্তিকা কারণ—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

মধ্ব—

মৃণ্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিঃ।
পৃথিবীপর্ব্বতাশ্চৈব মৃণ্ময়াঃ সমুদীরিতাঃ।
তেষু মৃজ্জাতয়ঃ সর্ব্বে জায়ন্তে স্থাবরাদয়ঃ ॥
ইতি চ ॥ ২২ ॥

———

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্ম্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ (মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণাঃ এতে সর্ব্বে) অন্তঃ বহিঃ চ ব্যোমবৎ বিততম্ (আকাশবৎ নির্লেপতয়া ব্যাপ্তমপি) যৎ (ব্রহ্ম) ন স্পৃশন্তি, ন বিদুঃ, (প্রাণাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ক্রিয়াশক্ত্যা ন ব্যাপ্নুবন্তি, মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ন স্ববিষয়তামাসাদয়িতুমর্হন্তি) অহং তৎ (বস্তু লক্ষ্মীকৃত্য) নতঃ অস্মি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(সাংখ্যগণ দৃশ্য প্রধান বা তৎপরিণাম দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতিকে, কেহ বা জীবকে, দ্রষ্টৃ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। তাদৃশ অশুদ্ধ-মত নিরসনকল্পে এই শ্লোক দুইটীর অবতারণা।) যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে যাবতীয় বস্তুর অন্তর ও বাহ্যদেশে বর্ত্তমান এবং মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণসকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা জানিতে সমর্থ হয় না, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়াদ্যগম্যত্বেন প্রণমতি,—যদিতি। ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশন্তি জ্ঞানশক্ত্যা ন বিদুঃ। তস্য বিদূরবর্ত্তিত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—অন্তর্দ্দেহাদীনামন্তরপি বহিরপি চ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়াদির অগম্যত্বরূপে প্রণাম করিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রাণ ক্রিয়াশক্তিদ্বারা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে, কিম্বা মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানশক্তিদ্বারা যাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না, আমি সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি। যদি বলেন—তিনি বিদূরবর্ত্তী, এই-জন্য জানা যায় না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অন্তর্বহিশ্চ', তিনি দেহাদির অন্তরে ও বাহিরে (আকাশের ন্যায় নিরন্তর ব্যাপকভাবে বিরাজমান।) ॥ ২৩ ॥

———

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং
স্থানেষু তদ্দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অমী (স্থূলতয়া লক্ষিতাঃ) দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোধিয়ঃ পদার্থাঃ) যদংশবিদ্ধাঃ যস্য চৈতন্যাংশেন আবিষ্টাঃ সন্তঃ) কর্ম্মসু (জাগ্রৎস্বপ্নদশয়োঃ স্ব-স্ববিষয়েষু) প্রচরন্তি, (চেষ্টন্তে তথা চ) অন্যদা (সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ) অপ্রতপ্তং লৌহম্ ইব (যথা অগ্নিনা) অপ্রতপ্তং লৌহং ন বস্ত্বন্তরং দগ্ধুং সমর্থং ভবতি, তথা তদানীমপি তদীয়চৈতন্যাংশবোধাভাবাৎ) ন এব (স্ব-স্ববিষয়েষু ন প্রচরন্তি) তৎ (ব্রহ্মৈব) স্থানেষু (জাগ্রদাদ্যবস্থাসু) দ্রষ্ট্রপদেশম্ এতি (দ্রষ্টৃ-সংজ্ঞাং লভতে ; ন তু জীবঃ ইত্যর্থঃ। অত্রায়মপি ভাবঃ—যথা অগ্নিতপ্তং লৌহং বস্ত্বন্তরদাহসমর্থমপি দগ্ধুং সমর্থো ভবতি, তথা ব্রহ্মচৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ দেহাদয়ঃ স্ব-স্ববিষয়-প্রকাশসমর্থা অপি ন ব্রহ্ম স্পৃশন্তীতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—লৌহ যেমন অগ্নিশক্তিদ্বারা দহন

সামর্থ্য লাভ করে, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এই সকল (দৃশ্যজড়) পদার্থ চৈতন্য-অংশ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নি ব্যতীত লৌহ যেমন অন্য বস্তুকে দহন করিতে অসমর্থ, সেইরূপ দেহাদি জড়েন্দ্রিয়সমূহ অচৈতন্যাবস্থায় নিজ নিজ কর্ম্মে বিচরণ করিতে পারে না, অতএব সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মই একমাত্র দ্রষ্টৃসংজ্ঞা লাভ করে। (লৌহ অগ্নিশক্তি দ্বারা দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়া যেরূপ অগ্নিকে দহন করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তিদ্বারাই নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান দেহাদি বহু দ্রষ্টৃস্বরূপে ব্রহ্মকে দেখিতে সমর্থ হয় না, আবার, দেহাতিরিক্ত জীব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাকেও স্বতন্ত্র দ্রষ্টা বলা যায় না, অতএব ব্রহ্মই একমাত্র দ্রষ্টা—ইহাই ভাবার্থ) ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ—দেহেন্দ্রিয়েতি। যদংশবিদ্ধাঃ যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্তঃ কর্ম্মসু স্ব-স্ব-বিষয়েষু চরন্তি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অন্যদা সুষুপ্তিঃ মূর্চ্ছাদৌ নৈব প্রচরন্তি; যদ্বা, অপ্রতপ্তং লৌহং ন দহতি। অতো যথা লৌহমগ্নিশক্ত্যৈব দাহকং সদগ্নিং ন দহতি, এবমেব ব্রহ্মশক্ত্যৈব স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানা দেহাদয়ো ব্রহ্ম ন স্পৃশন্তি, নাপি জানন্তীতি ভাবঃ। জীবস্তর্হি দ্রষ্টৃত্বাজ্জানাতু? তত্রাহ—স্থানেষু জাগ্রদাদিষু দ্রষ্ট্রপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞং জীবমপি কর্ম্মভূতং তদ্ব্রহ্মৈব কর্ত্তৃ এতি জীবস্য দ্রষ্টৃত্বসিদ্ধ্যর্থং স্বীয়-কিঞ্চিচ্চৈতন্যপ্রাপণেন স্বয়মেব তং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মন আদায় ইব জীবা অপি জড়া ইতি চ কেহপ্যাচক্ষতে; যদ্বা, তদ্ব্রহ্মৈব তং এতি জানাতি, ন তু জীবো ব্রহ্ম জানাতীত্যর্থঃ। যদুক্তং হংসগুহ্যস্তবে,—"দেহোহসবোহক্ষা" ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহেন্দ্রিয়াদির তদ্বিষয়ে অজ্ঞানের কারণ বলিতেছেন—'দেহেন্দ্রিয়' ইত্যাদি, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, ইহারা 'যদংশবিদ্ধাঃ'—যে ব্রহ্মবস্তুর চৈতন্যাংশের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া জাগ্রৎকালে বা স্বপ্নকালে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, 'নৈব অন্যদা'—কিন্তু অন্য সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাদিকালে প্রবৃত্ত হয় না। যেমন লৌহ অগ্নিদ্বারা তপ্ত হইয়াই অপর বস্তুকে দগ্ধ করে, অগ্নিদ্বারা তপ্ত না হইলে লৌহ দগ্ধ করে না। আবার যেমন লৌহ অগ্নির শক্তিতে দাহক হইয়াও অগ্নিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেরূপ ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াও দেহাদি ব্রহ্ম বস্তুকে স্পর্শ করিতে বা অবগত হইতে সমর্থ হয় না—এই ভাব। যদি বলেন—জীব দ্রষ্টা বলিয়া তাঁহাকে জানুক, তাহাতে বলিতেছেন—'স্থানেষু'—জাগ্রদাদি কালে 'দ্রষ্ট্রপদেশং'—দ্রষ্টা এই অপদেশ (নাম) অর্থাৎ দ্রষ্টৃসংজ্ঞা-প্রাপ্ত জীবকেও (কর্ম্ম), সেই ব্রহ্মই (কর্ত্তা) 'এতি'—জীবের দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত নিজের কিঞ্চিৎ চৈতন্য প্রদান করিয়া নিজেই তাহাকে প্রাপ্ত হন—এই অর্থ। (অর্থাৎ যদিও জীব দ্রষ্টা, তথাপি জীবও সেই ব্রহ্মবস্তুকে অবগত হয় না। কারণ জাগ্রদাদিকালে ব্রহ্মই দ্রষ্টা এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন বলিয়া জীবও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। এ অবস্থায় একের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব উভয়ভাব অসম্ভব বলিয়া, ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের পক্ষে ব্রহ্মাবগতি বা ব্রহ্মকে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না)। কেহ কেহ বলেন—মন প্রভৃতির ন্যায় জীবও জড়। অথবা—ব্রহ্মই সেই জীবকে জানেন, কিন্তু জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারে না—এই অর্থ। যেমন হংসগুহ্যস্তবে উক্ত হইয়াছে—"দেহোহসবোহক্ষা" (৬।৪।২৫), অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি নিজের স্বরূপ বা দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না। জীব তৎসমুদয় অবগত হইলেও, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে জানিতে পারে না, ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

তথ্য—যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও প্রাণসকল যাঁহাকে ক্রিয়াশক্তিদ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, মন প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল জ্ঞানশক্তিদ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারে না, সেই ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি। মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মকে যে জানিতে পারে না, তাহার কারণ, এই সকল দেহ ও ইন্দ্রিয় চৈতন্যের অংশদ্বারা আবিষ্ট হইয়া জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় নিজ নিজ কর্ম্মে বিচরণ করে, কিন্তু সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাদিতে তদ্রূপ বিচরণ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা—অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যেরূপ দাহিকা-শক্তি ধারণ করে, কিন্তু অপ্রতপ্ত লৌহ যেরূপ দাহন করিতে পারে না, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ; অর্থাৎ তাহারাও চৈতন্যাংশরহিত হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় কোন কর্ম্ম করিতে

পারে না, অতএব লৌহ যেরূপ অগ্নিশক্তি-দ্বারা দহনে সমর্থ লাভ করিলেও অগ্নিকে দহন করিতে পারে না, তদ্রূপ এই ব্রহ্মগত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তমান দেহাদি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে এবং জানিতে সমর্থ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। এই স্থলে সাংখ্য-মতকে লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈত-শারীরকভাষ্যে কথিত হইয়াছে—সাক্ষী নিমিত্ত ঈক্ষণকর্ত্তৃত্বপ্রদানের উপর কল্পিত হয় ; অগ্নিনিমিত্ত যেরূপ লৌহখণ্ডে দাহকর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়, তদ্রূপ। অতএব যে কারণে প্রদানের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বজ্ঞ চেতনময় পুরুষই জগতের মুখ্য কারণ। এতদ্বিষয়ে কঠ ৫।১৫, তৈঃ ২।৭।১ ও বৃহদাঃ ৪।৪।১৮ প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যই প্রমাণ। শ্রীধরস্বামীপাদের অবশিষ্ট টীকা-টির ব্যাখ্যা এইরূপ,—যদি প্রদানের স্বতন্ত্রভাবে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে জীব স্বয়ং দ্রষ্টৃস্বরূপে সর্ব্ববিষয় জানিতে সমর্থ হউক ? এরূপও বলা যায় না, কারণ, জাগ্রদাদি অবস্থাতেই জীব দ্রষ্টৃসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মশক্তি হইতে পৃথক্ 'জীব' বলিয়া কেহ নাই, অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মাত্মক ; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব বৃহদাঃ ৩।৭।২৩ মন্ত্র বলেন যে, "ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা অন্য কেহ নাই" অথবা মূল-শ্লোকে কথিত 'দ্রষ্টৃপদেশ'-শব্দের অন্য প্রকার অর্থ করিলে দ্রষ্টৃসংজ্ঞক জীবকে ব্রহ্ম জানেন, কিন্তু জীব তাঁহাকে জানেন না, এইরূপ অর্থের দ্বারাও ব্রহ্মবস্তুর সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব ও তাঁহার দ্রষ্টা কেহ নাই,—এইরূপ অর্থই সিদ্ধ হইতেছে (ভগবৎসন্দর্ভ ১৯)

———

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকরকমল কুটমলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল পরমপরমেষ্ঠিন্-নমস্তে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকর-কমলকুটমলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল, (সকলাঃ যে সাত্বতপরিবৃঢ়াঃ ভক্তশ্রেষ্ঠাঃ তেষাং নিকরঃ সমূহঃ তস্য করকমলানাং কুটমলৈঃ মুকুলৈঃ উপলালিতং সেবিতং চরণারবিন্দযুগলং যস্য তস্য সম্বোধনম্,) হে পরম, (হে গুণাতীত,) পরমেষ্ঠিন্, (হে সর্ব্বেশ্বর,) ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভবায় মহাবিভূতিপতয়ে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে গুণাতীত, হে পরমেষ্ঠিন্, (সর্ব্বেশ্বর,) তোমার চরণারবিন্দযুগল সকল সাত্বতভক্ত-শ্রেষ্ঠগণের করকমলকুটমলদ্বারা সেবিত হয়, তুমিই ভগবান্, মহাপুরুষ, মহানুভব, মহাবিভূতির অধিপতি, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহামন্ত্রস্য জ্ঞানপ্রকাশকত্বমুক্ত্বা ভক্তি-রসপরিপূর্ণত্বমাহ,—ওমিতি। সকলসাত্বতপরিবৃঢ়াঃ সর্ব্বভক্ত-শ্রেষ্ঠাস্তেষাং নিকরস্য করকমলানাং কুটম-লেন উপলালিতং লঘু লঘু সম্বাহনবৈদগ্ধ্যা প্রীণিতং চরণারবিন্দযুগলং যস্য, হে তথাভূতেতি মামপি স্বপাদসম্বাহনসেবায়াং স্থাপয়েত্যভিলাষো ধ্বনিতঃ। ননু ত্বামতিনিকৃষ্টং তস্যামত্যুৎকৃষ্টসেবায়াং কথং নিযুঞ্জে ইত্যত আহ,—হে পরম পরমেষ্ঠিন্, পরম পরমেশ্বর কর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুঞ্চ সমর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহামন্ত্রের জ্ঞানপ্রকাশকত্ব বলিয়া ভক্তিরস পরিপূর্ণত্ব বলিতেছেন—'ওঁম্' ইত্যাদি। 'সকলসাত্বত-পরিবৃঢ়'—ইত্যাদি, সকল-সাত্বতগণের পরিবৃঢ় বলিতে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বভক্ত-শ্রেষ্ঠ, তাহাদের নিকর অর্থ সমূহ, অর্থাৎ নিখিল ভক্তপ্রবরগণের নিজ নিজ করকমল-কলিকার দ্বারা উপলালিত হইতেছে. অর্থাৎ মৃদু মৃদু সম্বাহনবৈদগ্ধির দ্বারা সেবিত হইতেছে পাদপদ্মযুগল যাঁহার, হে তথা-ভূত ! আমাকেও তোমার নিজ পাদসম্বাহনসেবাতে নিযুক্ত কর—এই অভিলাষ ধ্বনিত হইতেছে। যদি বলেন—তুমি অতি নিকৃষ্ট, সেইরূপ উৎকৃষ্ট সেবাতে তোমাকে কিজন্য নিযুক্ত করিব ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—হে পরম পরমেষ্ঠিন্ ! তুমি ব্রহ্মা-দিরও নিয়ন্তা পরম পরমেশ্বর, করিতে এবং অন্যথা করিতেও তুমি সমর্থ ॥ ২৫ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ভক্তায়ৈতাং প্রপন্নায় বিদ্যামাদিশ্য নারদঃ।
যযাবঙ্গিরসা সাকং ধাম স্বায়ম্ভুবং প্রভো ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) প্রভো, (হে রাজন্,) ভক্তায় (ভগবদ্ভক্তায়) প্রপন্নায় (শরণাগতায় চিত্রকেতবে) এতাং (পূর্ব্বদর্শিতাং) বিদ্যাম্ আদিশ্য নারদঃ অঙ্গিরসা সাকং (সহ) স্বায়ম্ভুব ধাম (ব্রহ্মলোকং) যযৌ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—হে রাজন্, শরণাগত ভগবদ্ভক্ত চিত্রকেতুকে নারদ এই বিদ্যার উপদেশ করিয়া অঙ্গিরার সহিত ব্রহ্মার লোকে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—এতামিত্যনেকবাক্যগর্ভামেকামেব বিদ্যাং মহতীম্। অত্র চিত্রকেতবে পুত্রপ্রদত্বেনাঙ্গিরসঃ প্রাধান্যং, মন্ত্রপ্রদত্বেন তু নারদস্য। অতএব পূর্ব্বমঙ্গিরাঃ সনারদ আজগামেত্যুক্তং সম্প্রতি যযাবঙ্গিরসা নারদ ইত্যুচ্যতে। হে প্রভো, এতদাদ্যভিপ্রায়জ্ঞানে পরম-সমর্থ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতাম্'—এইরূপ অনেক বাক্যগর্ভ একটিমাত্র মহতী বিদ্যার উপদেশ করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরার সহিত শ্রীনারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থলে চিত্রকেতুর পুত্রপ্রদত্বরূপে অঙ্গিরার প্রাধান্য, কিন্তু মন্ত্রপ্রদত্বরূপে দেবর্ষি শ্রীনারদের প্রাধান্য। অতএব পূর্ব্বে 'অঙ্গিরাঃ সনারদ আজগাম' (৬।১৪।৬১), অর্থাৎ অঙ্গিরা নারদের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ বলিলেন, আর এখন শ্রীনারদ অঙ্গিরার সহিত গমন করিলেন—এইরূপ বলিতেছেন। হে প্রভো! (ইহা মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি সম্বোধন), ইহার অভিপ্রায় জানিতে তুমি সমর্থ—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

চিত্রকেতুস্তু তাং বিদ্যাং যথা নারদভাষিতাম্।
ধারয়ামাস সপ্তাহমব্ভক্ষঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্রকেতুঃ তু অব্ভক্ষঃ (জলপাত্রপায়ী) সুসমাহিতঃ (সাবধানচিত্তঃ চ সন্) তাং নারদভাষিতাং বিদ্যাং যথা (যথাবৎ স্বরবর্ণাদি বিপর্য্যয় রাহিত্যেন) সপ্তাহং ধারয়ামাস (জজাপ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—চিত্রকেতুও কেবল জল পান করিয়া অতি সাবধান-চিত্তে নারদ কথিত সেই বিদ্যা যথোচিতরূপে সপ্তাহ-কাল জপ করিলেন ॥ ২৭ ॥

ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্য্যমাণয়া।
বিদ্যাধরাধিপত্যঞ্চ লেভেঽপ্রতিহতং নৃপ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ততঃ (চ) সঃ (চিত্রকেতুঃ) ধার্য্যমাণয়া (অভ্যস্যমানয়া) বিদ্যয়া (এব হেতুভূতয়া) সপ্তরাত্রান্তে অপ্রতিহতম্ (অনুল্লঙ্ঘিতশাসনং) বিদ্যাধরাধিপত্যং চ (বিদ্যাধরাণাম্ আধিপত্যম্ অবান্তরফলং) লেভে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! অনন্তর চিত্রকেতু ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তৎপ্রভাবে সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ অস্খলিত অবান্তর (গৌণ) ফল লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমমবান্তরফলমাহ,—বিদ্যাধরাধিপত্যমিতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ অবান্তর (গৌণ) ফল বলিতেছেন—'বিদ্যাধরাধিপত্যম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ চিত্রকেতু উক্ত বিদ্যাধারণের প্রভাবে বিদ্যাধরগণের আধিপত্যরূপ ফললাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

ততঃ কতিপয়াহোভির্বিদ্যয়েদ্ধমনোগতিঃ।
জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কতিপয়াহোভিঃ (কিয়দ্দিবসৈঃ) বিদ্যয়া ইদ্ধমনোগতিঃ (বিদ্যয়া ইদ্ধেন দীপ্তেন মনসা গতিঃ যস্য সঃ চিত্রকেতুঃ) দেবদেবস্য শেষস্য (অনন্তস্য) চরণান্তিকং জগাম ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কিছু দিনের মধ্যেই ঐ বিদ্যাপ্রভাবে প্রদীপ্ত মনোগতি লাভ করিয়া দেবদেব অনন্তদেবের চরণান্তিকে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুখ্যং ফলমাহ, জগামেতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুখ্য ফল বলিতেছেন—'জগাম' ইতি, কয়েকদিনের মধ্যেই দেবদেব ভগবান্ অনন্তের চরণপ্রান্তে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—

অন্যান্তর্য্যামিনং বিষ্ণুমুপাস্যান্যসমীপগঃ।
ভবেদ্‌যোগ্যতয়া তস্য পদং বা প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥

ইতি নারদীয়ে ॥ অনেন প্রকারেণ মুহুস্তৎসকাশমভ্যাগাৎ।

শেষান্তর্য্যামিনং বিষ্ণুং চিত্রকেতুরুপাস্যতু।
শেষাবিষ্টহরেশ্চাপি বরান্ প্রাপ্যাপতদ্গতিম্ ॥
ইতি তন্ত্রমালায়াম্ ॥ ২৯ ॥

মৃণালগৌরং সিতিবাসসং স্ফুরৎ-
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্।
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং
দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈঃ প্রভুম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—মৃণালগৌরং (মৃণালং কমলকন্দঃ তদ্বদ্-গৌরং) সিতিবাসসং (নীলাম্বরং) স্ফুরৎ কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণং (কিরীটং শিরোভূষণং কেয়ূরং বাহুভূষণং কটিত্রং কটিসূত্রং কঙ্কণং হস্তভূষণং স্ফুরন্তি তানি যস্য তং) প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং (প্রসন্নানি বক্ত্রাণি অরুণানি চ লোচনানি যস্য তং) সিদ্ধেশ্বর-মণ্ডলৈঃ (সিদ্ধেশ্বরাঃ সনৎকুমারাদয়ঃ তেষাং মণ্ডলৈঃ) বৃতং প্রভুং (সঙ্কর্ষণং) দদর্শ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সেখানে তিনি মৃণাল গৌরকান্তি নীলাম্বরপরিহিত, সমুজ্জ্বল বিরাট কেয়ূর-কটীসূত্র ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত, প্রসন্নবদন, অরুণ-লোচন এবং সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলে পরিবৃত প্রভু-সঙ্কর্ষণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—সিতিবাসসং নীলাম্বরং ; কটিত্রং কটি-সূত্রম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সিতিবাসসং'— নীলাম্বর পরিহিত, 'কটিত্রং'—কটিসূত্র ও বলয়দ্বারা সুশোভিত অনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥

তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ
স্বস্থামলান্তঃকরণোঽভ্যয়ান্মুনিঃ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা প্রণয়াশ্রুলোচনঃ
প্রহৃষ্টরোমানমদাদিপুরুষম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ (তস্য দর্শনেন ধ্বস্তং নিরস্তং সমস্তং কিল্বিষং পাপং যস্য সঃ) স্বস্থামলান্তঃকরণঃ (স্বস্থম্ অমলং নির্ম্মলম্ অন্তঃ-করণং যস্য সঃ) মুনিঃ (মননশীলঃ গৃহীতমৌনঃ বা সন্) প্রণয়াশ্রুলোচনঃ (প্রণয়েন প্রেম্না অশ্রুযুক্তে লোচনে যস্য সঃ) প্রহৃষ্টরোমা (প্রহৃষ্টানি রোমানি যস্য সঃ) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা (প্রবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা) আদিপুরুষং (সঙ্কর্ষণম্) অভ্যয়াৎ (অভিমুখম্ আগচ্ছৎ, অভ্যেত্য চ) অনমৎ (ননাম) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তাঁহাকে দর্শন করিবা-মাত্র চিত্রকেতুর অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল ; অন্তঃকরণ স্বরূপস্থ ও নির্ম্মল হইল, তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া আত্যন্তিক ভক্তিসহকারে আদিপুরুষ সঙ্কর্ষণের প্রণাম করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্দর্শনেতি। কিল্বিষমাত্রং ভগবৎ-প্রাপ্ত্যসংভাবনাময়ং দুঃখং জ্ঞেয়ম্। দৃষ্ট্বা চ অভ্যয়াৎ অভিমুখমগচ্ছৎ। অভ্যেত্য চানমৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্দর্শন-ধ্বস্ত-সমস্তকিল্বিষঃ' —তাঁহার দর্শনে চিত্রকেতুর সমস্ত কিল্বিষ বিনষ্ট হইয়াছিল। এখানে 'কিল্বিষ' বলিতে ভগবৎপ্রাপ্তির অসম্ভাবনাময় দুঃখ বুঝিতে হইবে। দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন এবং গমন করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৩১ ॥

স উত্তমঃশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং
প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্মুহুঃ।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো
নৈবাশকৎ তং প্রসমীড়িতুং চিরম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (চিত্রকেতুঃ) প্রেমাশ্রুলেশৈঃ (প্রেমাশ্রুভিঃ) উত্তমঃশ্লোকপদাব্জবিষ্টরম্ (উত্তমঃ-শ্লোকস্য পদাব্জয়োঃ বিষ্টরম্ আসনং) মুহুঃ (বারং বারম্) উপমেহয়ন্ (অভিষিঞ্চন্) প্রেমোপরুদ্ধাখিল-বর্ণনির্গমঃ (প্রেম্না উপরুদ্ধঃ অখিলানাং বর্ণানাং নির্গমঃ উচ্চারণং যস্য তাদৃশঃ সন্) চিরং (বহুকালং যাবৎ) তং সঙ্কর্ষণং প্রসমীড়িতুং (স্তোতুং) ন এব অশকৎ (ন শশাক) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—চিত্রকেতু প্রেমাশ্রু-ধারায় উত্তমঃশ্লোক সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মতলস্থ আসন বারম্বার অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন এবং প্রেমগদ্গদ-কণ্ঠে বর্ণসমূহ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অনেক কাল তাঁহার স্তব করিতে পারিলেন না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—নত্বা তুষ্টাবেত্যাহ,—স ইতি। বিষ্টর-মানসম্ ; উপমেহয়ন্ অভিষিঞ্চন্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নমস্কার করিয়া স্তব করিয়াছিলেন—ইহা বলিতেছেন—'সঃ' ইত্যাদি। 'বিষ্টরম্'—আসন। 'উপমেহয়ন্'—অভিষিক্ত করিতে করিতে (অর্থাৎ তৎকালে চিত্রকেতু প্রেম-বিগলিত অশ্রুবিন্দুসমূহ দ্বারা উদারকীর্ত্তি ভগবান্ অনন্তদেবের পাদপদ্মযুগলের আসনটিকে বারম্বার অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রেমবশতঃ কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্তুতি করিতে সমর্থ হইলেন না।) ॥ ৩২ ॥

———

ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া
বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ।
নিয়ম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্ত্তনং
জগদ্‌গুরুং সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ মনীষয়া (বুদ্ধ্যা) মনঃ সমাধায় (বশীকৃত্য) সর্ব্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্ত্তনং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবর্ত্তনং বিষয়াভিমুখধাবনং) নিয়ম্য (নিরুধ্য) প্রতিলব্ধবাক্ (প্রতিলব্ধা বাক্ যেন সঃ) অসৌ (চিত্রকেতুঃ) সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহং (সাত্বতশাস্ত্রং ভক্তি-প্রতিপাদকং পঞ্চরাত্রাদি তদুক্তঃ সচ্চিদানন্দাত্মকঃ বিগ্রহঃ যস্য তং) জগদগুরুং (সর্ব্বপূজ্যং প্রতি) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) বভাষে (তং তুষ্টাব ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বুদ্ধিদ্বারা মনকে বশীভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক পুনরায় বাক্-শক্তি লাভ করিয়া সেই চিত্রকেতু নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জগদ্‌গুরু ভগবানকে এই প্রকারে স্তুতি করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিলব্ধবাক্ তৎকৃপয়ৈবেত্যর্থঃ। সাত্বত-শাস্ত্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দময়ো বিগ্রহো দেহো যস্যেত্যনেন জ্ঞানশাস্ত্রোক্তস্য মায়াময়বিগ্রহত্বস্য প্রামাণ্যং বারিতম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিলব্ধবাক্'—শ্রীসঙ্কর্ষণ-দেবের কৃপাতেই পুনরায় বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই অর্থ। 'সাত্বত-শাস্ত্র-বিগ্রহম্'—সাত্বত-শাস্ত্র বলিতে ভক্তিপ্রতিপাদক পঞ্চরাত্রাদি, তদুক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বর্ণিত সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ যাঁহার, তাঁহাকে—ইহা বলায় জ্ঞান-শাস্ত্রোক্ত মায়াময় বিগ্রহের প্রামাণ্য নিবারিত হইল ॥ ৩৩ ॥

———

চিত্রকেতুরুবাচ—
অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ
সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতাম-
কামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্রকেতুঃ উবাচ,—(হে) অজিত, ভবান্ (শূরৈঃ দেবাদিভিঃ অজিতঃ অপি) সমমতিভিঃ (জিতচিত্তৈঃ) জিতাত্মভিঃ (জিতেন্দ্রিয়ৈঃ) সাধুভিঃ (ভক্তৈঃ তু) জিতঃ (স্বাধীনঃ কৃতঃ এব যতঃ) যঃ (ভবান্) অতিকরুণঃ (দয়াবান্ ইতি) ; ভজতাম্ অকামাত্মনাম্ আত্মদঃ (আত্মপ্রদঃ তেন) ভবতা চ তে অপি (সাধবঃ) বিজিতাঃ (বশীকৃতাঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—চিত্রকেতু বলিলেন,—হে অজিত! আপনি অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও সমচিত্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক জিত অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের নিজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন ; তাহার কারণ এই যে, আপনি—অতীব কারুণিক, নিষ্কাম-ভজন-কারিগণকে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন, সেই-জন্য আপনিও তাহাদিগকে বশীকৃত করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরস্পর-বশীভাব-লভ্যানন্দরসাম্বুধৌ, মজ্জেতাং ভগবদ্ভক্তৌ ভক্ত্যৈবেত্যাহ সংস্তবন্,—হে অজিত, জ্ঞানিযোগিপ্রভৃতিভিস্ত্বমজিত এব সাধুভি-র্ভক্তৈস্তু ভবান্ জিতঃ অধীনীকৃতঃ সমমতিভিঃ স্বকীয়-সুখদুঃখসমবুদ্ধিভির্জিতাত্মভির্জিতমনস্কত্বেন মনো-ধর্ম্মস্য কামস্যাপি জিতত্বাৎ নিষ্কামৈঃ তেষাং তদু-পাসনে নিষ্কামত্বমেব ত্বজ্জয়ে কারণমিতি ভাবঃ। তে সাধবোঽপি ভবতা বিজিতাঃ ; যতো ভজতামকামা-ত্মনাং ভজদ্ভ্যো নিষ্কামেভ্যঃ যো ভবানাত্মদঃ আত্মান-মেব দদাতি। যদি যূয়ং মাং পরিচর্য্য কিমপ্যপ-বর্গাদিকমপি মত্তো নৈব বৃণুধ্বে, তর্হি যথেষ্টং রাত্রি-ন্দিনং মামেব পরিচরথ মাং ঋণীকুরুথেত্যাত্মানং

তেভ্যো দদদেব বলাদাত্মনঃ সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সৌরভ্যাদীনি তন্নয়নশ্রবণাদীন্দ্রিয়ভোগার্থমর্পয়তীত্যর্থঃ। তেন তদ্বিজয়ে ভবতোঽপ্যাত্মদত্বমেব কারণমিতি ভাবঃ। অত্র সাধুভিরিতি জ্ঞানিভিরপীতি ন ব্যাখ্যেয়ম্। উত্তরার্দ্ধে ভজতামকামাত্মনামিতি বিশেষণদ্বয়স্য তদ্ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ, জ্ঞানিনাং ভজনন্তু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং সাধনদশায়ামেব। অত্র তু ভজতামিতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশঃ। নিষ্কামত্বং ত্বাত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিকামত্বাত্তেষাং নাস্ত্যেব ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(এখানে চিত্রকেতুর স্তবের ব্যাখ্যানারম্ভে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ পৃথক্ বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'পরস্পর' ইত্যাদি শ্লোকে)। ভক্তির দ্বারাই পরস্পর বশীভাব হইতে প্রাপ্ত আনন্দ-রস-সমুদ্রে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই নিমজ্জিত হন —ইহাই স্তুতিপূর্ব্বক বলিতেছেন—'হে অজিত' ইত্যাদি, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির দ্বারা তুমি অজিতই (অপরাজেয়ই), কিন্তু সাধুভক্তগণের দ্বারা তুমি 'জিতঃ', তাঁহারা তোমাকে অধীন (বশীভূত) করিয়াছেন। 'সম-মতিভিঃ'—সেই ভক্তজন স্বকীয় সুখ ও দুঃখে সমান বুদ্ধিসম্পন্ন এবং 'জিতাত্মভিঃ'—জিতাত্মা, অর্থাৎ জিতমনস্ক বলিয়াই মনোধর্ম্ম কামকেও জয় করায় তাহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের সেই-প্রকার উপাসনে নিষ্কামত্বই তোমাকে জয় করিবার কারণ—এই ভাব। সেই সাধুগণও তোমার দ্বারা 'বিজিতাঃ'—পরাজিত হইয়াছেন, যেহেতু 'ভজতাম্ অকামাত্মনাং'—নিষ্কামভাবে ভজনশীল ভক্তগণকে 'যঃ আত্মদঃ'—যে তুমি আত্মপ্রদ, অর্থাৎ নিজেকেই দান করিয়াছ। যদি তোমরা আমাকে পরিচর্য্যা করিয়া কিছুই, এমনকি মোক্ষও আমার নিকট হইতে বরণ না কর, তাহা হইলে যথেষ্ট দিবারাত্র আমারই পরিচর্য্যাপূর্ব্বক আমাকে ঋণী করিতেছ, এইভাবে নিজেকে তাঁহাদিগকে প্রদানের নিমিত্তই বলপূর্ব্বক স্বকীয় সৌন্দর্য্য, সৌস্বর্য্য (সুমধুর কণ্ঠস্বর), সৌরভ্য প্রভৃতি তাঁহাদের নয়ন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের ভোগের নিমিত্ত অর্পণ করিতেছ—এই অর্থ। ইহার দ্বারা তাঁহাদের পরাজয়-বিষয়ে তোমারও আত্মপ্রদত্বই কারণ—এই ভাব। এই স্থলে 'সাধুভিঃ'—ভক্তগণের দ্বারা, এইরূপ নির্দ্দেশ করায়, জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃকও তুমি জিত—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না, যেহেতু উত্তরার্দ্ধে 'ভজতাম্ অকামাত্মনাম্'—সদা ভজনপরায়ণ এবং নিষ্কাম, এই দুইটি বিশেষণই তাহার ব্যাবর্ত্তক। জ্ঞানিগণের ভজন কিন্তু মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত, তাহাও আবার সাধনদশাতেই। এখানে কিন্তু 'ভজতাম্'—এই বর্ত্তমান নির্দ্দেশের দ্বারা, ভক্তজন কি সাধনকালে কিম্বা সাধ্যদশায়—সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের নিষ্কামভাবেই ভজন করিয়া থাকেন। আর আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিকামত্ব-হেতুই জ্ঞানিগণের নিষ্কামত্বও হইতেই পারে না ॥ ৩৪

**তব বিভবঃ খলু ভগবান্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশাস্তত্র মৃষা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥৩৫**

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, জগদুদয়স্থিতি-লয়াদীনি (জগতঃ উদয়স্থিতিলয়প্রবেশনিয়মাদীনি) খলু (নিশ্চিতং) তব (এব) বিভবঃ (লীলা); তে (দেবাঃ) বিশ্বসৃজঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ তু) অংশাংশাঃ (তব অংশঃ যঃ পুরুষঃ তস্য অংশাঃ এব) তত্র (সৃষ্ট্যাদিষু) পৃথক্ (বয়ং পৃথগীশ্বরাঃ ইতি) অভিমত্যা (অভিমানেন তে) মৃষা (মিথ্যা এব) স্পর্দ্ধন্তি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি যাহা কিছু, তাহা বস্তুতঃ আপনারই লীলা, সেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ—আপনারই অংশাংশ অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুষাবতার, তাঁহার অংশ, সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা বৃথা ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং প্রভুভক্তয়োঃ পরস্পরবশীভাবমাখ্যায় প্রভোঃ প্রভাবমাহ,—তবেতি ত্রিভিঃ। বিভবো মহিমা; ননু ব্রহ্মাদয়ো জগদুদয়াদি-হেতবো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ,—বিশ্বেতি। ননু ব্রহ্মরুদ্রাদিভক্তাঃ স্ব-স্ব-সেব্যানামেব জগদীশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তো মিথঃ স্পর্দ্ধন্তে ইত্যত আহ,—তত্র মৃষেতি। পৃথগভিমত্যা বয়ং হৈরণ্যগর্ভাঃ শৈবাঃ সৌরা ইত্যাদ্যভিমানবন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার প্রভু ও ভক্তের পরস্পর বশীভাব বর্ণনাপূর্ব্বক প্রভুর প্রভাব বলিতেছেন—'তব' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'বিভব'—

মহিমা (লীলা), অর্থাৎ এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য তোমারই লীলা। যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ জগতের উদয়াদির কারণ বলিয়া দেখা যায়। তাহাতে বলিতেছেন—'বিশ্বসৃজঃ'—সেই বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ তোমারই অংশস্বরূপ পুরুষের অংশমাত্র। দেখুন—ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতির ভক্তগণ স্বকীয় সেব্য প্রভুরই জগদীশ্বরত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাহাতে বলিতেছেন—'তত্র মৃষা'—সেই বিষয়ে মিথ্যাই তাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাহারা পৃথক্ অভিমানবশতঃ আমরা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উপাসক, আমরা শৈব, সৌর—ইত্যাদি অভিমানহেতু নিরর্থক স্পর্দ্ধা করে ॥ ৩৫ ॥

পরমাণু-পরম-মহতোস্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্ত্তী ত্রয়বিধুরঃ।
আদাবন্তে চ সত্ত্বানাং যদ্ ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি॥৩৬

অন্বয়ঃ—পরমাণু-পরম-মহতোঃ (পরমাণুঃ সূক্ষ্মং মূলং কারণং পরম-মহৎ অন্তিমং কার্য্যং তয়োঃ) ত্বম্ (এব) আদ্যন্তান্তরবর্ত্তী (আদাবন্তে চ অন্তরে মধ্যে চ বর্ত্তিতুং শীলং যস্য সঃ) ত্রয়বিধুরঃ (আদ্যন্তমধ্যশূন্যঃ) সত্ত্বানাং (সত্ত্বেন প্রতীয়মানানাং কার্য্যাণাম্) আদৌ অন্তে চ যৎ ধ্রুবং (স্থিরম্) অন্তরালে অপি, তদেব (সুবর্ণাদিবৎ ধ্রুবং ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—জগৎসৃষ্টির মূলীভূত সূক্ষ্ম কারণ পরমাণু এবং অতিমহৎ যে অন্তিম কার্য্য, এই উভয়ের আদিতে অন্তে ও মধ্যে আপনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আপনি স্বয়ং আদি, অন্ত ও মধ্য-রহিত। সত্ত্বদ্বারা প্রতীয়মান কার্য্যসমূহের আদিতে ও অন্তে ধ্রুব ও অবিনশ্বররূপে যে আপনি বর্ত্তমান আছেন, অন্তরালেও সেই আপনিই বর্ত্তমান। সুতরাং আপনিই ধ্রুব (নিত্য, আর অন্যসকলকে আপনিই সৃষ্টি করেন বলিয়া, তাহারা ধ্রুব নহে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বমেব সৃষ্টাদিকর্ত্তা বাস্তব-বস্তুরূপ ইত্যুপপাদয়তি—পরমাণুঃ সূক্ষ্মং মূলকারণং পরম-মহৎ অন্তিমং কার্য্যং তয়োস্ত্বমেবাদ্যন্তান্তরবর্ত্তী আদাবন্তে অন্তরে মধ্যে চ বর্ত্তিতুং শীলং যস্য সঃ। অত এব ত্রয়বিধুরঃ আদ্যন্তমধ্যশূন্যো নিত্যং যতঃ সত্ত্বানাং কার্য্যবস্তূনাং আদৌ অন্তে চ যৎ ধ্রুবং কারণত্বেন স্থিরং তদেব অন্তরালেঽপি সুবর্ণাদিবৎ। অতস্ত্বমেব সর্ব্বকারণং বাস্তবং বস্তু অন্যৎ সর্ব্বং কার্য্যজাতম-বাস্তবং বস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমিই সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা বাস্তব (পরমার্থভূত) বস্তুরূপ, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'পরমাণু-পরমমহতোঃ' ইত্যাদি, তুমিই জগতের মূল কারণ সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে পরম মহৎ-পরিমাণ স্থূল অন্তিম কার্য্য পদার্থ পর্য্যন্ত সকল পদার্থের 'আদ্যন্তান্তরবর্ত্তী'—আদি, অন্ত ও মধ্যবর্ত্তী কালে অবস্থান করিতেছ। অতএব 'ত্রয়বিধুরঃ'—তুমি স্বয়ং আদি, অন্ত, ও মধ্যহীন বলিয়া একমাত্র নিত্য বস্তু. যেহেতু 'সত্ত্বানাং'—সত্ত্ব বলিয়া প্রতীয়মান কার্য্যবস্তুসমূহের আদিতে ও অন্তে 'যৎ ধ্রুবং'—যাহা কারণত্বরূপে স্থির থাকে, তাহাই অন্তরালেও থাকে, যেমন সুবর্ণ প্রভৃতি। (অর্থাৎ বলয়, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং ঐসকল অলঙ্কারের নাশের পরেও যেরূপ সুবর্ণের স্থায়িত্ব দেখা যায় বলিয়া বলয়াদি অবস্থাতেও একমাত্র সুবর্ণই নিত্য বস্তুরূপে স্বীকৃত হয়, সেরূপ জগতে সত্তাবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান কার্য্যপদার্থসমূহের আদি এবং অন্তে যাঁহাকে স্থিরভাবে বিদ্যমান দেখা যায়, মধ্যভাগে অর্থাৎ কার্য্যসমূহের বর্ত্তমান দশায়ও একমাত্র সেই বস্তুরই পারমার্থিক সত্তা স্বীকার্য্য।) অতএব তুমিই সর্ব্ব-কারণ বাস্তব বস্তু, অন্য সমস্ত কার্য্যজাত অবাস্তব বস্তু—এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

ক্ষিত্যাদিভিরেষকিলাবৃতঃ
সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোষঃ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ সহাণ্ড-
কোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—দশগুণোত্তরৈঃ (পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ দশগুণম্ উত্তরৈঃ অধিকৈঃ) ক্ষিত্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ আবৃতঃ (বহিরাবৃতঃ) এবঃ অণ্ডকোষঃ (ব্রহ্মাণ্ডঃ) অণ্ডকোটিকোটিভিঃ (অন্যৈঃ ব্রহ্মাণ্ডকোটিভিঃ) সহ যত্র (ত্বয়ি) অনুকল্পঃ (অনুতুল্যঃ) পততি (পরি-

ভ্রমতি), তৎ (তস্মাৎ) কিল (ভবান্) অনন্তঃ ইতি (প্রসিদ্ধঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশ দশ গুণ অধিক যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং মহৎ ও অহঙ্কার, এই সপ্ত প্রকৃতি,—ইহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড আবৃত। এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে আপনাতে পরমাণুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই আপনিই 'অনন্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—এবং কালতঃ পরিচ্ছেদাভাবমুক্ত্বা দেশতোঽপ্যপরিচ্ছেদমাহ,—ক্ষিত্যাদিভিঃ ক্ষিতি-জল-তেজ-আকাশাহঙ্কার-মহত্তত্ত্ব-প্রকৃতিভিঃ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ দশগুণাধিকৈরাবৃতঃ। যত্র ত্বয়ি অনুকল্পঃ পততি পরিভ্রমতি তত্তস্মাদনন্তস্ত্বম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে, অর্থাৎ তুমি ধ্রুব বলিয়া তোমার যেরূপ কালকৃত পরিচ্ছেদ নাই, সেরূপ দেশকৃত পরিচ্ছেদও তোমার নাই, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষিত্যাদিভিঃ', পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবরণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট ক্ষিতি, জল, তেজ, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি —এই সাতটি আবরণে আবৃত এই ব্রহ্মাণ্ডের সম-পরিমাণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড 'যত্র অনুকল্প পততি' —যে তোমার মধ্যে অবস্থান করিয়া ক্ষুদ্র পরমাণুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, তদ্ অনন্তঃ'—সেইহেতু তুমি 'অনন্ত' (অপরিমেয়) ॥ ৩৭ ॥

বিষয়তৃষো নরপশবো য
উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্।
তেষামাশিষ ঈশ তদনু
বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, বিষয়তৃষঃ (বিষয়েষু তৃট যেষাং তে) নরপশবঃ (অবিবেকত্বাৎ নরাকারাঃ পশবঃ) বিভূতীঃ (তব বিভূতিরূপানীন্দ্রাদীন্) উপাসতে, ন (তু) পরং (সর্ব্বোত্তমং) ত্বাম্ (উপাসতে। তেষাম্ (উপাসকানাম্) আশিষঃ (তদ্দত্তভোগাঃ) তদনু (উপাস্যদেবতানাশানন্তরম্ এব) রাজকুলং যথা (রাজকুলনাশান্তরমেব তদ্দত্তাস্তৎসেবকানাং ভোগাঃ যথা বিনশ্যন্তি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ! যে সকল বিষয়লিপ্সু নরপশু সর্ব্বোত্তম আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিভূতি ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, রাজদত্ত সেবকের ভোগ্যসমূহ যেমন রাজকুল-নাশের পর বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তাহাদের ঐ সকল দেবপ্রদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহও তত্তদ্দেবতার নাশান্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং প্রভোঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাখ্যায় ভক্তস্যাপি তমভক্তনিন্দয়া প্রথমং ব্যতিরেকেণাহ,—বিষয়েতি। বিভূতিরিন্দ্রাদ্যাঃ, ন তু ত্বাং, তদনু উপাস্যনাশানন্তরম্। যথা রাজকুলনাশানন্তরং তৎসেবকানামাশিষো নশ্যন্তি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে প্রভুর সর্ব্বোৎকর্ষ বলিয়া, তাঁহার ভক্তেরও উৎকর্ষ অভক্তের নিন্দার দ্বারা প্রথমতঃ ব্যতিরেকমুখে বলিতেছেন—'বিষয়তৃষঃ', বিষয়েই যাহাদের তৃষ্ণা, সেই নরাকার পশুগণ 'বিভূতীঃ'—তোমার বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসনা করে, কিন্তু পরমপুরুষ তোমাকে নহে। 'তদনু'—সেই উপাস্য দেবতাগণের বিনাশের পর, তাহাদের উপাসকগণেরও তাহাদের প্রদত্ত বিষয়-ভোগ নষ্ট হইয়া থাকে, 'যথা রাজকুলম্'—যেরূপ রাজকুল নষ্ট হইলে রাজার আশ্রয়ে বিষয়ভোগরত ভৃত্যগণের বিষয় ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটে, তদ্রূপ ॥৩৮

কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা ন পরম
রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়েগুণ-
গণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরম, কামধিয়ঃ (কামাঃ রাজ্যাদ্যাঃ বিষয়াঃ তদর্থং মতয়ঃ কামবাসনাঃ অপি) জ্ঞানাত্মনি অগুণময়ে (নির্গুণে) ত্বয়ি রচিতাঃ (কৃতাঃ চেৎ, চেৎ তর্হি) যথা করম্ভবীজানি (ভর্জিতবীজানি অঙ্কুরোৎপত্তয়ে ন ভবন্তি, তদ্বৎ) ন রোহন্তি (দেহান্তরোৎপত্তয়ে ন ভবন্তি, যতঃ) অস্য (জীবস্য) গুণগণতঃ (এব) দ্বন্দ্বজালানি (সংসারকারণানি অহন্তা-মমতাদীনি, ভবন্তি ; অতঃ কামেনাপি নির্গুণস্য তব ভজনাৎ শনৈঃ নৈর্গুণ্যং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে পরম, যাহারা রাজ্যলাভাদি কামনা-বশেও জ্ঞানাত্মা নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, ভর্জিত বীজ হইতে যেরূপ আর অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ তাহাদেরও পুনরায় দেহোৎপত্তি হয় না ; যেহেতু গুণসমূহ হইতেই জীবের সংসার এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব ঘটিয়া থাকে। আপনি নির্গুণ বলিয়া আপনার ভজনে উহা ঘটিতে পারে না, পরন্তু নির্গুণত্বই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তস্যোৎকর্ষং কৈমুতিকন্যায়েনান্বয়েনাহ, —কামা রাজ্যাদ্যাস্তদর্থধিয়ো মতয়স্ত্বয়ি রচিতাঃ কৃতাশ্চেৎ ন রোহন্তি দেহান্তরোৎপত্তয়ে ন ভবন্তি যথা করম্ভবীজানি ভৃষ্টযববীজানি তথৈব। যদ্যপি কামধিয়োঽন্যত্র রোহন্ত্যো দৃষ্টাঃ ভৃষ্টবীজ-তুল্যা ন ভবন্তি, তদপি বিষয়সাদ্গুণ্যাদ্ভবন্তীত্যাহ,—জ্ঞানাত্মনি চিন্ময়ে অগুণময়ে গুণময়াৎ পদার্থাদ্ভিন্নে। অতো রসকূপপতিতং বস্তু যথা রসএব ভবেদেবং ত্বয়ি প্রবিষ্টাঃ কামধিয়োঽপি চিন্ময্যো ভবতীতি কথং তাসাং সংসারহেতুত্বং স্যাদিত্যর্থঃ ; যতো গুণগণত-এব দ্বন্দ্বজালানি সংসারকারণানি ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তের উৎকর্ষ কৈমুত্যিক ন্যায়ে অন্বয়মুখে বলিতেছেন—'কামধিয়ঃ' ইত্যাদি, কাম বলিতে রাজ্যাদি বিষয়, তাহার নিমিত্তই যে মতি, অর্থাৎ সেই সকল কামনা-বাসনাও 'ত্বয়ি রচিতাঃ'—যদি আপনার বিষয়ে বিহিত হয়, 'ন রোহন্তি'—তাহা হইলে উহা আর পুনর্জন্মের নিমিত্ত হয় না ; 'যথা করম্ভবীজানি'—যেমন ভর্জিত যব-বীজসমূহ (অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় না)। যদিও কামনা-বাসনাসকল অন্যত্র প্ররূঢ় হইতে দেখা যায়, উহা ভর্জিত বীজতুল্য হয় না, তথাপি বিষয়ের সাদ্-গুণ্যে ঐরূপ হয়, ইহা বলিতেছেন—'জ্ঞানাত্মনি' চিন্ময়ে, 'অগুণময়ে' গুণময় পদার্থ ভিন্ন নির্গুণ তোমাতে। অতএব রসকূপে পতিত বস্তু যেরূপ রসই হয়, সেরূপ তোমাতে প্রবিষ্ট কামনাদি বাসনা-সকলও চিন্ময় হয়, সুতরাং তাহাদের কিপ্রকারে সংসারের হেতুত্ব হইতে পারে ?—এই অর্থ। যেহেতু 'গুণ-গণতঃ দ্বন্দ্ব-জালানি'—গুণসমূহের সঙ্গ হইতেই জীবের সংসার-কারণ, অর্থাৎ অহন্তা মমতা, সুখ-দুঃখাদির উদয় হইয়া থাকে। (অতএব কামনা সহকারেও নির্গুণ-স্বরূপ তোমার উপাসনা করিলে, উপাসকের ক্রমশঃ নৈর্গুণ্য হইতে পারে।) ॥ ৩৯ ॥

———

জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয় আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥৪০

অন্বয়ঃ—(হে) অজিত, যদা (ভবান্) ভাগবতং (স্বপ্রাপ্তিসাধনভূতমনবদ্যং ধর্ম্মম্) আহ, তদা (এব) ভবতা জিতং (সর্ব্বোৎকর্ষেণ স্থিতং) নিষ্কিঞ্চনাঃ (লোকৈষণা-বিত্তৈষণা-সুখৈষণা-রহিতাঃ) যে মুনয়ঃ (মননশীলাঃ সনৎকুমারাদয়ঃ) আত্মারামাঃ (আত্মক্ততয়া তন্নিষ্ঠাঃ যে, তে অপি) অপবর্গায় (সংসারপরিত্যাগেন ত্বৎপ্রাপ্তয়ে) যং (ভবন্তম্) উপাসতে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে অজিত, যখন আপনি স্বপ্রাপ্তির উপায়ভূত অনবদ্য ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তখন আপনারই জয় হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন সনৎকুমারাদি আত্মারাম মুনিগণও অপবর্গ লাভের জন্য আপনারই উপাসনা করেন, (অথবা ; ভাগবত ধর্ম্মেরই উপাসনা করেন) ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যেবং স্বমহিম্না সকামায়া অপি ভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং, তদা কিমুত নিষ্কামায়াঃ। কিঞ্চ, ভক্তেনিষ্কামত্বঞ্চ ত্বৎপ্রবর্ত্তিতমতো নিষ্কামভক্তের্যত্তব জয়ঃ পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-স্তত্রাপি পরমকৃপালুঃ স্বভক্তবশী-ভাবেঽসুস্তমেব কারণমিত্যতো বস্তুতস্তবৈব বিশে-ষতো জয় ইত্যাহ,—জিতমিতি। হে অজিত, ভাগ-বতং ধর্ম্মম্ অনবদ্যং নিষ্কামং যদেব ভবানাহ, তদেব জিতং ভবতৈব ভক্তা ঋণীকৃতাঃ। যেনৈব নিষ্কামভক্তিযোগেন ভক্তৈর্ভবান্ জীয়তে তস্য ত্বয়ৈ-বোক্তত্বাত্ত্বদ্গুণং, ত্বমেব স্বভক্তাধীনত্বাভিলাষসাধকং কৃপাবিশেষমাস্বাদয়ন্তঃ প্রত্যুত এব ভক্তা স্বয়মেব ঋণীভূয় স্থিতা ভবন্তীতি ভাবঃ। যে নিষ্কিঞ্চনাঃ প্রথমত এব শুদ্ধাঃ তথা তৎসঙ্গতস্ত্যক্তস্বনিষ্ঠা মুনয়-স্তাপসা আত্মারামা জীবন্মুক্তাশ্চ কেচন যমেব ধর্ম্ম-মুপাসতে ; যদ্বা, নিষ্কিঞ্চনা ইত্যস্যৈব বিশেষণদ্বয়ম্। মুনয়স্তন্মননশীলা আত্মারামাস্ত্বয্যেব রমমাণা ইত্যর্থঃ। অপবর্গায় অপকৃষ্টা বর্গাশ্চত্বারোঽপি যতস্তস্মৈ

প্রেম্নে অপবর্গশ্চ ভবতি। যোঽসাবিত্যাদি পঞ্চম-স্কন্ধীয়-গদ্যোক্তলক্ষণায় ভক্তিযোগায়েতি বা ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি এইরূপ তোমার প্রভাবে সকাম ভক্তিরও শ্রেষ্ঠতা হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম ভক্তির কথা অধিক কি ? আরও, ভক্তির নিষ্কামত্বও তোমার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব নিষ্কাম ভক্তি হইতে তোমার যে জয় পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই স্থলেও পরম কৃপালু স্বভক্তের বশীভূত হইবার অভিলাষী তুমিই কারণ, ইহার দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে তোমারই বিশেষরূপে জয় হইয়াছে. ইহা বলিতেছেন—'জিতম্' ইত্যাদি। হে অজিত! যে সময়ে আপনি 'ভাগবতং ধর্ম্মম্ অনবদ্যং'—অনিন্দনীয় নিষ্কাম ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, তখনই আপনি সর্ব্বপ্রকারে জয়লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ আপনি তখনই ভক্তগণকে ঋণী করিয়াছেন। যে নিষ্কাম ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্তগণ আপনাকে জয় করিয়াছেন, তাহা (সেই ভক্তিযোগ) আপনার দ্বারাই কথিত বলিয়া উহা আপনারই গুণ। স্বভক্তের অধীনত্বরূপ অভিলাষ-সাধক কৃপাবিশেষ আস্বাদন করতঃ প্রকারান্তরে ভক্তগণ নিজেই ঋণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন—এই ভাব। 'যে নিষ্কিঞ্চনাঃ'—যাঁহারা সর্ব্বকামনারহিত প্রথমতঃই শুদ্ধ, এবং ভক্তির সাহচর্য্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগী 'মুনয়ঃ'—তপস্বিগণ এবং 'আত্মারামাঃ'—কোন কোন জীবন্মুক্তগণ যে (ভাগবত) ধর্ম্মেরই উপাসনা করেন। অথবা—নিষ্কিঞ্চন শব্দেরই দুইটি বিশেষণ—'মুনয়ঃ' বলিতে তোমাতে মননশীল এবং 'আত্মারাম'—আত্মস্বরূপ তোমাতেই যাঁহারা রমমাণ, এই অর্থ। 'অপবর্গায়'—অপবর্গ বলিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ যাহার নিকট নিকৃষ্ট হইয়াছে, সেই ভগবৎপ্রেম লাভের নিমিত্ত তাঁহারাও এই ধর্ম্মের উপাসনা করেন। কিম্বা—'অপবর্গ' বলিতে ভক্তিযোগই, যেমন পঞ্চম স্কন্ধীয় গদ্যে উক্ত হইয়াছে—'যোঽসৌ' (৫।১৯।১৯), অর্থাৎ যে সময়ে মহাপুরুষ শ্রীহরির ভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়, তখনই ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিযোগের উদয় হয়, ইহাই সেই অপবর্গের (মুক্তির) স্বরূপ ॥ ৪০ ॥

বিষম-মতির্ন যত্র নৃণাং
ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র।
বিষমধিয়া রচিতো যঃ
স হ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্ম্মবহুলঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ অন্যত্র (যদ্ যথা অন্যত্র কামধর্ম্মে বিষমমতিঃ ভবতি) যত্র (ভাগবতে ধর্ম্মে) নৃণাম্ (উপাসকানাং) (তাদৃশী ত্বম্ অহমিতি মম তব ইতি) বিষমমতিঃ ন (অস্তি) বিষমধিয়া (শত্রুমারণাদিকামনয়া) রচিতঃ (বিহিতঃ) যঃ (ধর্ম্মঃ), স হি অবিশুদ্ধঃ (রাগদ্বেষাদিমত্ত্বাৎসমলঃ), ক্ষয়িষ্ণুঃ (নশ্বরফলত্বাৎ নশ্বরঃ), অধর্ম্মবহুলঃ (হিংসাদিবাহুল্যাৎ অধর্ম্মযুক্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য কাম্যকর্ম্মরূপে ধর্ম্মে যেমন "তুমি" "আমি" "আমার" "তোমার" এইরূপ বিষম বুদ্ধি আছে, সেইরূপ এই ভাগবতধর্ম্মে মানবের কোন বিষম বুদ্ধি নাই। শত্রুমারণাদি কামনায় বিষমবুদ্ধি কর্ত্তৃক রচিত যে ধর্ম্ম, তাহা রাগদ্বেষাদিযুক্ত বলিয়া অবিশুদ্ধ ও নশ্বর এবং হিংসাদিবাহুল্যপ্রযুক্ত, তাহা অধর্ম্মবহুল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র ভাগবতে ধর্ম্মে ত্বমহমিতি মম তব ইত্যহন্তাস্পদ-মমতাস্পদয়োর্বিষমমতিরুত্তর-শ্লোকার্থদৃষ্ট্যা দ্বেষ-নিবন্ধন-বৈষম্যবতী মম তব ত্বমহং শত্রুরিতি মতির্নাস্তি যৎ, যা অন্যত্র কাম্যধর্ম্মে ইত্যর্থঃ। কাম্যধর্ম্মমেব নিন্দতি,--বিষমধিয়া শত্রু-মরণাদিকামনয়া রচিতো যঃ স হ্যবিশুদ্ধঃ রাগদ্বেষা-দিময়ত্বাৎ, ক্ষয়িষ্ণুশ্চ নশ্বরফলত্বাৎ, অধর্ম্মবহুলশ্চ হিংসাদিবাহুল্যাৎ। তদুক্তং শবরস্বামিনা,—"উভয়-মিহ চোদনায়াং লক্ষ্যতে অর্থোঽনর্থশ্চ" ইত্যাদিনা ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ভাগবত ধর্ম্মে 'ত্বম্ অহম্ ইতি'—'আমার', 'তোমার' এইরূপ অহন্তাস্পদ ও মমতাস্পদ বিষয়ে 'বিষম-মতিঃ'—ভেদবুদ্ধি, অর্থাৎ পরবর্ত্তী শ্লোকার্থের দৃষ্টিতে দ্বেষ-নিবন্ধন 'আমার, তোমার, তুমি, আমি, শত্রু' ইত্যাদি বিষম মতি নাই, 'যদন্যত্র'—যাহা অন্যত্র কাম্যধর্ম্মে রহিয়াছে, এই অর্থ। কাম্য ধর্ম্মেরই নিন্দা করিতেছেন—'বিষম-ধিয়া'—শত্রুমারণাদির জন্য যে বৈদিক সকাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাগ-দ্বেষাদিমূলক বলিয়া অবি-

শুদ্ধ, 'ক্ষয়িষ্ণুঃ'—নশ্বর ফলদায়ক বলিয়া ক্ষয়শীল, এবং পশু হিংসাদির বাহুল্যহেতু অধর্ম্মবহুল। যেমন শবরস্বামী (মীমাংসক পণ্ডিত) কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে "উভয়মিহ" অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক কাম্য কর্ম্মে অর্থ ও অনর্থ উভয়ই পরিলক্ষিত হয় ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ
কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্ম্মেণ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ
পরসম্পীড়য়া চ তথাঽধর্ম্মঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপরদ্রুহা (স্বস্মৈ পরস্মৈ চ দ্রুহ্যতীতি স্বপরধ্রুক্ তেন) ধর্ম্মেণ নিজপরয়োঃ (স্বস্য অহন্তাস্পদস্য আত্মনঃ পরস্য মমতাস্পদস্য পুত্রাদেঃ চ) কঃ ক্ষেমঃ (কিং কুশলং) কিয়ান্ বা অর্থঃ (লাভশ্চ, ন কশ্চিদপি ইত্যর্থঃ)। স্বদ্রোহাৎ (অত্যন্ত-কায়ক্লেশাৎ) তব কোপঃ ("কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থমিত্যাদি-গীতা-বচনাৎ) তথা পরসম্পীড়য়া (পরস্য পশ্বাদেঃ সম্পীড়য়া) অধর্ম্মঃ (চকারাৎ তব কোপশ্চ, অতস্ত্বয়া রাগান্ধমপি কথঞ্চিৎ বেদমার্গে প্রবর্ত্তয়িতুং কাম্যধর্ম্মঃ অভিহিতঃ ন তত্ত্বদৃষ্ট্যা) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—স্বীয় এবং পরদ্রোহজনক যে ধর্ম্ম অর্থাৎ কায়ক্লেশদ্বারা স্বদ্রোহ, আর পরহিংসা হেতু পরদ্রোহজনক যে ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা নিজের বা পরের কি কুশল সাধিত হইতে পারে? আর কোন্ বস্তুই বা লাভ হইতে পারে? নিজদ্রোহহেতু আপনার পীড়া এবং পরপীড়ন হইতে অধর্ম্ম ও আপনার ক্লেশমাত্রই লভ্য হয়। (অতএব আপনি কেবলমাত্র রাগান্ধ-ব্যক্তিকে কোনরূপে বেদমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই কাম্যধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তত্ত্বদৃষ্টিতে উপদেশ করেন নাই) ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি,—কঃ ক্ষেমঃ কিং কুশলং নিজপরয়োর্নিজস্যাহন্তাস্পদস্যাত্মনঃ পরস্য মমতাস্পদস্য পুত্রকলত্রাদের্ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। স্বস্মৈ পরস্মৈ চ দ্রুহ্যতীতি স্বপরধ্রুক্ তেন, যতঃ স্বদ্রোহাৎ পরহিংসার্থকাত্যন্ত-স্বকায়-ক্লেশকর-তপোব্রতাদেঃ, অধর্ম্মঃ পাপং ত্বৎ-কোপশ্চ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত বিষয়ই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'কঃ ক্ষেমঃ', কি কুশল? 'নিজ-পরয়োঃ'—নিজের বলিতে অহন্তাস্পদ আত্মার এবং পরের অর্থাৎ মমতাস্পদ পুত্র কলত্রাদির কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না। 'স্ব-পরদ্রুহা ধর্ম্মেণ'—যাহা নিজের ও অপরের পীড়া উৎপাদন করে, সেই ধর্ম্মের দ্বারা কি লাভ হইতে পারে? যেহেতু 'স্বদ্রোহাৎ'—স্বদ্রোহ বলিতে পরের হিংসা (ক্ষতি) করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কায়ক্লেশকর তপোব্রতাদি সম্পাদনের দ্বারা নিজের পীড়া, অধর্ম্ম (পাপ) এবং 'তব কোপঃ'—অন্তঃশরী-রস্থ আপনারও কোপ উৎপাদন করা হয় ॥ ৪২ ॥

ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা
যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্ম্মঃ।
স্থিরচরসত্ত্বকদম্বে-
ষ্বপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্য্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষু (স্থাবরজঙ্গম প্রাণি-সমূহেষু) অপৃথগ্ধিয়ঃ (একং ত্বামেব পশ্যন্তঃ) আর্য্যাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) যং (ধর্ম্মম্) উপাসতে যয়া (ঈক্ষয়া ভবতা সঃ) ভাগবতঃ ধর্ম্মঃ অভিহিতঃ (নিরূপিতঃ, সা) তব ঈক্ষা (দৃষ্টিঃ) ন ব্যভিচরতি হি (ন পরমার্থং জহাতি কাম্যধর্ম্মবদ্বৈগুণ্যাসম্ভবাৎ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আপনি যে দৃষ্টিতে ভাগবতধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, (কাম্য-কর্ম্মের ন্যায়) আপনার সেই দৃষ্টি কখনও পরমার্থ ব্যভিচারিণী নহে, অতএব স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, আর্য্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই আপনার এই ভাগবতধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ক্ষয়িষ্ণুত্বাদি-দোষবাহুল্যেঽপি কাম্য-ধর্ম্মে ফলদর্শনাৎ প্রবর্ত্ততে, নির্দোষেঽপি নিষ্কামধর্ম্মে ফলাদর্শনাৎ প্রবৃত্তৌ সংশেরতে জনাস্তত্রাহ,—নেতি। তবেক্ষা মত্তক্ত্যা জীবঃ কৃতার্থীভবতীতি পরামর্শো ন ব্যভিচরতীতি কাম্যধর্ম্মে কদাচিৎ ফলস্যাপি ব্যভিচারঃ স্যান্নতু ত্বদীয়েক্ষায়াঃ। অতএব আর্য্যা ইত্যনার্য্যাস্ত সংশেরতাং নামেতি ভাবঃ। অপৃথগ্ধিয়ঃ স্বস্য পরস্য চ সুখদুঃখেষু পৃথগ্বুদ্ধিরহিতা আর্য্যা ইতি আর্য্যাখ্যং ছন্দশ্চেদমিতি দর্শিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ক্ষয়শীল প্রভৃতি

দোষবাহুল্য থাকিলেও কাম্যধর্ম্মে ফলদর্শনহেতু লোকে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু নির্দ্দোষ হইলেও নিষ্কামধর্ম্মে ফল দৃষ্ট না হওয়ায় উহাতে প্রবৃত্ত হইতে জনগণ সংশয়পোষণ করে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তবেক্ষা' ইত্যাদি, তোমার যে সত্যদৃষ্টি, অর্থাৎ আমার ভক্তিতে জীব কৃতার্থ হইবে, এইরূপ পরামর্শ, তাহা কখনও ব্যভিচার হয় না, কাম্যধর্ম্মে কখনও ফলেরও ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) হইতে পারে, কিন্তু তোমার ঈক্ষায় (পর্য্যালোচনায়) কোনরূপ ব্যভিচার নাই। অতএব 'আর্য্যাঃ'—স্থাবর-জঙ্গম সকল-প্রাণীর প্রতি সমবুদ্ধি-সম্পন্ন মহাজনগণ যে ভাগবত ধর্ম্মের সেবা করেন। এখানে 'আর্য্যাঃ'—ইহা বলায়, অনার্য্যগণ সংশয় করে, করুন—এই ভাব। 'অপৃথগ্ধিয়ঃ'—যাঁহারা নিজের ও পরের সুখ-দুঃখে পৃথক্‌বুদ্ধিরহিত, অর্থাৎ সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারাই আর্য্যগণ। এখানে প্রকারান্তরে 'আর্য্যা' নামক এই ছন্দ, ইহারও উল্লেখ করা হইল ॥ ৪৩॥

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, ত্বদ্দর্শনাৎ নৃণাম্ অখিল-পাপক্ষয়ঃ (ভবতি ইতি) ইদম্ অঘটিতম্ (অসম্ভাবিতং ন ভবতি), হি (যস্মাৎ) যন্নাম (যস্য তব নাম্নঃ একস্যাপি) সকৃৎ শ্রবণাৎ (এব) পুক্কশঃ (অত্যন্তনিকৃষ্টঃ চণ্ডালঃ অপি) সংসারাৎ বিমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার দর্শনে যে মানবগণের অখিল পাপ নাশ হয়, ইহা অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশ অর্থাৎ অধাম্মিক চণ্ডাল পর্য্যন্তও সংসার হইতে মুক্ত হয় (অতএব আপনার দর্শনে যে পাপ নষ্ট হইবে, ইহাতে আর কথা কি ?) ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্কামধর্ম্মস্য ময়ৈব সাক্ষাৎ ফলং লব্ধমিত্যাহ,—ন হীতি। নৃণামিতি মমৈবেতি ভাবঃ। পাপক্ষয়স্য কা বার্ত্তা মোক্ষোঽপি ভবতীত্যাহ,—যন্নাম একস্যৈব, কিমুত বহূনাং ? সকৃদেব, কিং পুনরসকৃৎ ? শ্রবণাদেব, কিমুত কীর্ত্তনাদেঃ ? পুকৃশোঽপি, কিমুতান্যঃ ? সংসারাদেব, কিমুত পাপাদিতি সাধনারম্ভ এব ফলদর্শনমিতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমিই নিষ্কাম ধর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল লাভ করিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'ন হি' ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমার দর্শনে মনুষ্যগণের অখিল পাপ ক্ষয়, ইহা অসম্ভাবিত নহে। 'নৃণাম্'—মানবগণের, অর্থাৎ আমারই, এই ভাব। পাপক্ষয়ের কথা অধিক কি, ইহাতে মোক্ষও হয়, ইহা বলিতেছেন—'যন্নাম' ইত্যাদি, যে তোমার একটিমাত্র নাম শ্রবণ করিলেই, আর বহু নাম গ্রহণের কথা অধিক কি ? তাহাতে 'সকৃদেব'—একবারমাত্রই, তাহাতে অনেকবার শ্রবণের কি কথা ? শ্রবণেরই এই ফল, আর কীর্ত্তনাদির কি বক্তব্য ? 'পুকৃশোঽপি'—নীচজাতি চণ্ডালও সংসারমুক্ত হয়, তাহাতে অপরের সম্বন্ধে কি কথা থাকিতে পারে ? সংসার হইতেই মুক্ত হয়, তাহাতে পাপ হইতে যে মুক্ত হইবে, ইহা অধিক কি বক্তব্য। সাধনের আরম্ভেই এইরূপ ফল দৃষ্ট হয়—ইহা ভাবার্থ ॥ ৪৪ ॥

অথ ভগবান্ বয়মধুনা ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥৪৫

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাদ্ধেতোঃ) হে ভগবন্ অধুনা বয়ং ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ (ত্বদবলোকনেন পরিমৃষ্টাঃ নিরস্তাঃ আশয়মলাঃ অন্তঃকরণদোষাঃ পাপানি তৎ কার্য্যভূতাঃ রাগলোভাদয়শ্চ যেষাং তে তথাভূতাঃ জাতাঃ ইত্যর্থঃ ; যতঃ) তাবকেন (ত্বদ্ভক্তেন) সুরঋষিণা (নারদেন) যৎ কথিতং, (তৎ) অন্যথা কথং ভবতি ? ৪৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ভগবন্, আপনাকে অবলোকন করিয়াই এখন আমার অন্তঃকরণের পাপ ও তৎকার্য্যভূত রাগ-লোভাদি অপসারিত হইয়াছে, আপনার ভক্ত নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কখনও অন্যথা হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার উপদেশেই আপনার দর্শন পাইলাম ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতোঽহং কৃতার্থোঽস্মীত্যাহ,—অথেতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমি কৃতার্থ

হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'অথ ভগবন্' ইত্যাদি (অর্থাৎ হে ভগবন্! সম্প্রতি আপনার দর্শনেই আমার চিত্তের মালিন্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। আপনার পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না) ॥৪৫॥

বিদিতমনন্ত সমস্তং তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনন্ত, ইহ (সংসারে) জনৈঃ (যৎ) আচরিতং, (তৎ) সমস্তং জগদাত্মনঃ তব বিদিতম্ (এব অতঃ) পরমগুরোঃ (সর্ব্বপ্রকাশকস্য তবাগ্রে) সবিতুঃ (অগ্রে) খদ্যোতৈঃ (যথা ন কিঞ্চিৎ প্রকাশনীয়মস্তি তৎ) ইব বিজ্ঞাপ্যম্ (অন্যেন বিশেষতঃ জ্ঞাপ্যং প্রকাশনীয়ং) কিয়ৎ ইব (ন কিমপি ইত্যর্থঃ, কিমপি জ্ঞাতব্যং নাস্তি ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে অনন্ত, এই সংসারে জনগণ যাহা আচরণ করে, তাহার কোনটীই অন্তর্য্যামিরূপী আপনার অবিদিত নহে; যেমন সূর্য্যসমীপে খদ্যোতের প্রকাশনীয় বস্তু কিছুই নাই, তদ্রূপ পরমগুরু (সর্ব্বপ্রকাশক) আপনার সমীপেও মাদৃশজনগণের বিজ্ঞাপ্য কিছুই নাই,—আপনি সকলই জানেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়ান্ধোঽপ্যহং স্বভক্তং প্রেষ্য সংসারকূপাদুদ্ধৃত্য স্বচরণান্তিকমানীত ইত্যাদি কিং বিজ্ঞাপয়ামীত্যাহ—বিদিতমিতি। সবিতুঃ সবিতরীব ত্বয়ি খদ্যোতৈরিবাস্মাভিঃ কিং প্রকাশনীয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি বিষয়ে অন্ধ হইলেও, নিজ ভক্তকে প্রেরণ করিয়া সংসারকূপ হইতে আমাকে উদ্ধারপূর্ব্বক স্বীয় চরণপ্রান্তে আনয়ন করিয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় কি নিবেদন করিব ? ইহা বলিতেছেন—'বিদিতম্' ইতি (অর্থাৎ অন্তর্য্যামী আপনার কিছুই অবিদিত নাই)। 'সবিতুঃ'—সূর্য্যের ন্যায় আপনার নিকট, 'খদ্যোতৈঃ'—খদ্যোততুল্য আমাদের কি প্রকাশনীয় থাকিতে পারে ? ৪৬ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায়।
দুরবসিতাত্মগতয়ে কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায়॥৪৭

অন্বয়ঃ—সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায় (সকলস্য জগতঃ স্থিত্যাদীনাম্ ঈশায় সমর্থায়) কুযোগিনাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) ভিদা (ভেদদৃষ্ট্যা) দুরবসিতাত্মগতয়ে (দুরবসিতা অবিজ্ঞাতা আত্মগতিঃ নিজতত্ত্বং যস্য তস্মৈ) পরমহংসায় ভগবতে তুভ্যং নমঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আপনি জগতের স্থিতি, লয় ও উৎপত্তির কর্ত্তা, ভেদদৃষ্টি-হেতু বিষয়াবিষ্টচিত্ত কুযোগিগণের পক্ষে আপনার তত্ত্ব অধিগম্য নহে, আপনি পরমহংস অর্থাৎ অতিবিশুদ্ধ ; আপনি ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভিদা ভেদদৃষ্ট্যা হেতুনা যে কুযোগিনস্তেষাং পরমহংসস্বরূপেণোদ্ধারকায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভিদা'—ভেদদৃষ্টিহেতু যাহারা কুযোগী, তাহাদের পরমহংসস্বরূপের দ্বারা উদ্ধারক আপনাকে নমস্কার—এই অর্থ ॥ ৪৭ ॥

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি।
ভূমণ্ডলং সরষপায়তি যস্য মূর্দ্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্দ্ধ্নে ॥ ৪৮॥

অন্বয়ঃ—যং বৈ শ্বসন্তং (চেষ্টমানম্) অনু বিশ্বসৃজঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ) শ্বসন্তি (চেষ্টন্তে), যং চেকিতানং (পশ্যন্তম্) অনু (পশ্চাৎ) চিত্তয়ঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি) উচ্চকন্তি (স্বরূপং পশ্যন্তি) যস্য মূর্দ্ধ্নি ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি (সর্ষপবদতিলঘুত্বেন অনুসন্ধেয়তয়া বর্ত্ততে) তস্মৈ সহস্রমূর্দ্ধ্নে (সহস্রমস্তকশালিনে) ভগবতে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যে আপনি চেষ্টাযুক্ত হইলে পশ্চাৎ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ চেষ্টাযুক্ত হন ; যে আপনি দর্শন করিলে পশ্চাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল চেষ্টাকরী হয়, আর যে, আপনার শিরোদেশে এই ভূমণ্ডল—সর্ষপের ন্যায় বিরাজমান, সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বসন্তং চেষ্টমানং বিশ্বসৃজঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি শ্বসন্তি চেষ্টন্তে, যং চেকিতানং পশ্যন্তং চিত্তয়ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি উচ্চকন্তি স্বস্ববিষয়ং পশ্যন্তি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্বসন্তং'—যিনি চেষ্টাযুক্ত হইলে 'বিশ্বসৃজঃ'—(বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণের) কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল চেষ্টাযুক্ত হয়, 'যং চেকিতানং'—যিনি দর্শন করিলে (অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ দ্বারা জাগতিক বস্তুসমূহের প্রকাশ করিলে), 'চিত্তয়ঃ'—জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয় দর্শন করে (অর্থাৎ তাহারা ঐ সকল বিষয়ের প্রকাশে সমর্থ হয়, অর্থাৎ যাঁহার ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির আনুকূল্যেই অপর সকলের মধ্যে ক্রিয়া ও জ্ঞানের সঞ্চার হয়, সেই সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তদেবকে নমস্কার করি।) ॥ ৪৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

সংস্তুতো ভগবানেবমনন্তস্তমভাষত।
বিদ্যাধরপতিং প্রীতশ্চিত্রকেতুং কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) কুরূদ্বহ, ভগবান্ অনন্তঃ (সঙ্কর্ষণঃ) এবং সংস্তুতঃ প্রীতঃ (সন্) তং বিদ্যাধরপতিং চিত্রকেতুম্ অভাষত ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—হে কুরূদ্বহ (পরীক্ষিৎ), ভগবান্ অনন্তদেব এইরূপে স্তবে প্রীত হইয়া বিদ্যাধরাধিপতি চিত্রকেতুকে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

যন্নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেঽনুশাসনম্।
সংসিদ্ধোঽসি তয়া রাজন্ বিদ্যয়া দর্শনাচ্চ মে॥৫০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) রাজন্ নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে (তুভ্যং) মে (মম) যৎ অনুশাসনং (আরাধনং) ব্যাহৃতম্ (উক্তং) তয়া বিদ্যয়া মে (মম) দর্শনাৎ চ (ত্বং) সংসিদ্ধঃ অসি (কৃতকৃত্যঃ ভবসি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ (অনন্তদেব) বলিলেন,—হে রাজন্, নারদ ও অঙ্গিরা তোমাকে মৎসম্বন্ধীয় যে বিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন, সেই বিদ্যাবলে এবং আমার দর্শনপ্রভাবে তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—মেঽনুশাসনং শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনং তেন তয়া, বিদ্যয়া নারদোপদিষ্ট-মহামন্ত্রেণ চ তৎসাধ্যান্মম দর্শনাচ্চ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মেঽনুশাসনং'— আমার অনুশাসন বলিতে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিরূপ ভজন, তাহার দ্বারা এবং 'তয়া বিদ্যয়া'—সেই নারদোপদিষ্ট মহামন্ত্রের দ্বারা, এবং তৎসাধ্য আমার যে দর্শন—ইহাতে তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভও করিয়াছ ॥৫০॥

———

অহং বৈ সর্ব্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—অহং বৈ সর্ব্বভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) ভূতাত্মা (ভূত-ভোক্তৃস্বরূপঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতানাং প্রকাশকঃ চ (ভবামি) ; শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম,—(এতে) উভে মম শাশ্বতী (নিত্যে) তনূ (স্তঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আমিই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ, আমিই সকলের আত্মা এবং আমিই ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতগণের প্রকাশক ; শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম,—এই উভয়ই আমার নিত্য তনুদ্বয় ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ভক্তিতত্ত্বং ত্বয়া জ্ঞাতমেব তত্রাজিত জিতেত্যাদি-স্তুতিরেব প্রমাণম্। জিজ্ঞাসানৈরপেক্ষ্যার্থং জ্ঞানতত্ত্বমহমেবোপদিশামি, শৃণ্বিত্যাহ, —অহং বৈ ইতি। অত্রেদং বিবেচনীয়ম্ ;—বস্তু তাবৎ দ্বিবিধং বাস্তবমবাস্তবঞ্চ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ সপরিকর ইত্যেতৎ ত্রিতয়মেব বাস্তবং বস্তু, মায়িকপ্রপঞ্চজাতমিদমবাস্তবং বস্তু। অবস্তু চ দ্বিবিধং, কার্য্যমকার্য্যঞ্চ। কার্য্যং স্বপ্নেন্দ্রজালাদিগতম্ ; অকার্য্যং খপুষ্প-শশশৃঙ্গাদি। এষাং মধ্যে বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত্বিতি প্রথমোক্তের্বাস্তব-বস্তুন এবোপাদেয়ত্বং বক্তুং প্রথমমবাস্তবং বস্ত্বাহ,—সর্ব্বভূতানি ভোক্তৃভোগ্যাত্মকানি জগন্তি অহমেব, মদীয়জীবশক্তি-মায়াশক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র জীবানামবাস্তব-বস্তুত্বমবিদ্যাবৃতত্বাদেবোক্তম্। বাস্তবং বস্ত্বাহ,—ভূতানাং সমষ্টিব্যষ্টীনামাত্মা অন্তর্য্যামীতি দ্বিতীয়ঃ ; তৃতীয়শ্চ পুরুষোঽহম্ ; তথা ভূতানি তানি ভাবয়তীত্যুৎপাদয়তীতি প্রথমঃ পুরুষশ্চাহম্। তথা ভূতানি দাস্যসখ্যাদি-ভাববন্তি করোতীতি ভূতভাবনঃ কৃষ্ণো

রামশ্চ সম্প্রতি ত্বয়া দৃশ্যশ্চাহম্। কিঞ্চ, মন্নিশ্বাসরূপং যৎ শব্দব্রহ্ম বেদঃ তথা মন্নির্ব্বিশেষাকারত্বেন জ্ঞানিষু প্রতিপদ্যমানং যৎ পরং ব্রহ্ম, তে উভে মমৈব তনুরূপে। বেদস্য শব্দরূপত্বাদাকাশগুণত্বেনানিত্যশঙ্কায়াস্তথা পরব্রহ্মণশ্চানির্দ্দেশ্যত্বেনাবস্তুত্বশঙ্কায়া বারণায়াহ,--শাশ্বতী শাশ্বত্যৌ নিত্যসত্যে এব ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ--আরও, ভক্তিতত্ত্ব তোমার বিদিতই আছে, সেই বিষয়ে 'জিত অজিত' ইত্যাদি স্তুতিই প্রমাণ। জিজ্ঞাসা-নিরসনের জন্য জ্ঞানতত্ত্ব আমিই উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'অহং বৈ' ইত্যাদি। এই স্থলে ইহা বিবেচ্য —বস্তু দুই প্রকার, বাস্তব এবং অবাস্তব। তন্মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সপরিকর শ্রীভগবান্—এই ত্রিতয়ই (তিনটির সমষ্টিই) বাস্তব (নিত্য) বস্তু, আর এই সকল মায়িক প্রপঞ্চজাত অবাস্তব (অলীক, অমূলক, নশ্বর) বস্তু। অবস্তু (মিথ্যাবস্তু) আবার দুই প্রকার--কার্য্য ও অকার্য্য। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালাদিগত কার্য্য এবং আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অকার্য্য। ইহাদের মধ্যে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" (১।১।২) ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধোক্ত বাস্তব (পরমার্থভূত) বস্তুরই উপাদেয়ত্ব বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ অবাস্তব বস্তু বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতানি', ভোক্তৃ ও ভোগ্যাত্মক এই যে জগৎ, তাহা আমিই, যেহেতু উহা মদীয় জীবশক্তি ও মায়াশক্তিময়—এই ভাব, (অর্থাৎ ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য এই প্রপঞ্চ, উভয়ই কারণরূপী আমা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে)। এখানে অবিদ্যার দ্বারা আবৃত বলিয়া জীবসকলের অবাস্তব বস্তুত্ব উক্ত হইল। বাস্তব (পরমার্থভূত) বস্তু বলিতেছেন—'ভূতাত্মা', আমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভূতসমূহের আত্মা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী—ইহা দ্বিতীয় পুরুষ। তৃতীয় পুরুষও আমি, এবং 'ভূতভাবনঃ'—সেই ভূতসমূহকে আমিই উৎপন্ন করি, এইজন্য প্রথম পুরুষও আমি। আর, ভূতসকলকে দাস্য, সখ্যাদি ভাবযুক্ত যিনি করেন—এই অর্থে কৃষ্ণ, রাম, এবং সম্প্রতি তোমার দৃশ্যমান এই আমিও 'ভূতভাবন'। অধিকন্তু আমার নিঃশ্বাসরূপ যে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, এবং আমার নির্ব্বিশেষ আকাররূপে জ্ঞানিগণে প্রতিপাদ্যমান যে পরব্রহ্ম— এই উভয়ই আমারই তনু (শরীর)। বেদ্য বস্তুর শব্দরূপত্বহেতু উহা আকাশের গুণ বলিয়া অনিত্যত্ব শঙ্কার, সেইরূপ পরব্রহ্মেরও অনির্দ্দেশত্বহেতু অবস্তুত্ব (মিথ্যাত্ব) শঙ্কার বারণের নিমিত্ত বলিতেছেন— 'শাশ্বতী', ঐ দুইটি আমার নিত্যসত্য স্বরূপই। ('শাশ্বতী'—স্থলে 'শাশ্বত্যৌ'—এই প্রথমার দ্বিবচন হওয়া উচিত, যেহেতু উহা দ্বিবচনান্ত 'তনূ' শব্দের বিশেষণ।)॥ ৫১ ॥

মধ্ব—

হরিস্তু সর্ব্বভূতানি তদন্তর্য্যাম্যপেক্ষয়া।
তিঙ্পদান্যপি সর্ব্বাণি সুপ্পদানি তথৈব চ।
তস্মিন্নেব প্রবর্ত্তন্তে মুখ্যাবৃত্ত্যা বিশেষতঃ ॥
ইতি চ ॥ ৫১ ॥

লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি সন্ততম্।
উভয়ঞ্চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে (ভোগ্যাত্মকে প্রপঞ্চে) বিততং (ভোক্তৃত্বেন অনুগতম্) আত্মানং (জীবং) লোকং চ আত্মনি (জীবে) সন্ততং (ভোগ্যত্বেন ব্যাপ্তং তৎ) উভয়ং (চ) ময়া (কারণাত্মনা) ব্যাপ্তং, (তৎ) উভয়ম্ (অপি) ময়ি (এব অধিষ্ঠানে) কৃতং (রচিতমিতি পশ্যেঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ভোগ্যাত্মক প্রপঞ্চে আত্মা ভোক্তৃত্বরূপে ব্যাপ্ত এবং আত্মাতে ঐ প্রপঞ্চ ভোগ্যত্বরূপে ব্যাপ্ত, আর এই উভয়ই কারণাত্মক আমা-দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ আমাতেই এতদুভয় কল্পিত হয়, জানিবে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বমেব চেৎ সর্ব্বং ভবসি, তর্হি কিং সর্ব্বভূতান্যেবোপাস্যত্বেন ধ্যেয়ানি ভক্তানামুতান্তর্যাম্যাদিরূপাণীতি তত্রাহ,—লোকে ভোগ্য-প্রপঞ্চে ভোক্তৃত্বেন বিততমনুগতমাত্মানং জীবং তথা লোকঞ্চাত্মনি ভোগ্যত্বেন সন্ততং সবিস্তারমুপস্থিতম্। তদুভয়ং ময়া কারণাত্মনা ব্যাপ্তং ময়ি চাধিষ্ঠানকারণে উভয়ং কৃতং কার্য্যরূপং স্মরেদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। তেন সর্ব্বভূতানি মচ্ছক্তিকার্য্যাণ্যনিত্যান্যস্বরূপভূতানি নোপাস্যত্বেন ধ্যেয়ানীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনিই যদি সমস্ত কিছু হন, তাহা হইলে ভক্তগণের

পক্ষে স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতসমূহই কি উপাস্যরূপে ধ্যেয় ? অথবা আপনার অন্তর্য্যামী প্রভৃতি রূপ ধ্যেয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'লোকে', অর্থাৎ এই ভোগ্য প্রপঞ্চমধ্যে আত্মাকে (জীবাত্মাকে) ভোক্তৃত্বরূপে 'বিততং' অর্থাৎ অনুগত, এবং লোককে আত্মাতে ভোগ্যত্বরূপে 'সন্ততং'—ব্যাপ্ত জানিবে। 'উভয়ঞ্চ'—ঐ উভয়কে কারণাত্মা যে আমি, আমার দ্বারা ব্যাপ্ত, এবং অধিষ্ঠান কারণ আমাতে ঐ উভয় 'কৃতং'—কার্য্যরূপে কল্পিত 'স্মরেৎ'—স্মরণ করিবে, এই তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। অতএব ভূতসমূহ আমার শক্তির কার্য্য বলিয়া অনিত্য এবং উহা আমার স্বরূপভূত নহে, এইজন্য উপাস্যত্বরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতসমূহ ধ্যেয় নহে—এই ভাব ॥ ৫২ ॥

মধ্ব—

লোকং চাত্মনি সন্ততং বাসনারূপেণ ॥ ৫২ ॥

———

যথা সুষুপ্তঃ পুরুষোঃ বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্‌দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—যথা সুষুপ্তঃ পুরুষঃ স্বপ্নে বিশ্বং (গিরিবনাদিরূপং দেশান্তরস্থমপি) আত্মনি (এব) পশ্যতি, (স্বপ্নাৎ) উত্থিতঃ (সন) আত্মানম্ একদেশস্থং (মনুষ্যরূপেণ শয়নদেশে স্থিতং মন্যতে, জাগ্রদবস্থামনুভবতি) ; এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি (জীবোপাধের্বুদ্ধেরবস্থাভূতানি) আত্মনঃ মায়ামাত্রাণি (মায়য়া কল্পিতানি ইতি) বিজ্ঞায়তদ্‌দ্রষ্টারং (তেষাং দ্রষ্টারং) পরং (তদবস্থা-রহিতম্ আত্মানং) স্মরেৎ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

অনুবাদ—যেমন নিদ্রিতাবস্থায় সুষুপ্ত কোন পুরুষ পুনরায় স্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে ভ্রমবশে গিরিনদী-বনাত্মক বিশ্ব দূরস্থ হইলেও ঐসকল নিজ-আত্মায় দর্শন করে, আবার স্বপ্নেই উত্থিত হইয়া যেরূপ নিজকে মনুষ্যরূপে শয়নের একদেশে স্থিত বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জাগরণাদি জীবোপাধিবিশিষ্ট বুদ্ধির অবস্থাসমূহ পরমাত্মার মায়ামাত্র অর্থাৎ মায়াকল্পিত জানিয়া উক্ত অবস্থা-রহিত এবং এই সকলের দ্রষ্টারূপে পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুত তান্যবাস্তব-বস্তূনি খল্ববস্তূনীব ত্যক্ত্বা মমান্তর্য্যাম্যাদিরূপমেবোপাসীতেত্যাহ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। স্বপ্নে স্বপ্নমধ্যে এব সুষুপ্তঃ সুষ্ঠু সুপ্তঃ পুরুষঃ স্বপ্নং পশ্যন্ ভ্রমবিশেষেণ বিশ্বং গিরিবনাদিকমাত্মনি পশ্যতি স্বস্মিন্ এবারোপয়তি ; পুনস্তস্মিন্নেব স্বপ্নে উত্থিতো লব্ধজাগরঃ সন্নাত্মানমেকদেশস্থং তত্র শয়নপ্রদেশস্থং মন্যতে জাগ্রদবস্থ-মনুভবন্ তদ্‌গিরিবনাদিকং ভিন্নমেব মন্যতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবস্তুভূতঃ স্বাপ্নিকো জাগরো যথা তথৈব প্রসিদ্ধো বস্তুভূতোঽপি জাগরো জ্ঞেয়ো নশ্বরত্বাদিত্যাহ,—এবমিতি। জীবস্থানানি জীবোপাধের্বুদ্ধেরেবাবস্থাশ্চ আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য মায়াশক্তিকার্য্যত্বান্মায়ামাত্রাণি জ্ঞাত্বা তেষাং দ্রষ্টারং পরং শ্রেষ্ঠমন্তর্য্যামিণমিতি জীবাত্মা ব্যাবৃত্তঃ। অত্র স্বাপ্নিক্যো জাগরস্বপ্নসুষুপ্ত্যাবস্থা অবিদ্যয়া জীবেন সৃজ্যত্বাদবিদ্যামাত্র্যো হ্যবস্তুভূতা এবং প্রসিদ্ধা জাগরাদ্যবস্থাস্তু মায়াশক্ত্যা ভগবতা সৃষ্টা মায়ামাত্র্যঃ খল্ববস্তুভূতা এব, তথাপি স্বাপ্নিকং গিরিবনসর্পব্যাঘ্রহস্ত্যশ্বাদিকন্ত্ববিদ্যয়া জীবেন সৃজ্যমবস্ত্বেবেতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাস্তবিকপক্ষে ঐ সকল অবাস্তব (অপরমার্থভূত) বস্তুকে অবস্তুর (মিথ্যাবস্তুর) ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, আমার অন্তর্য্যামী প্রভৃতি রূপেরই উপাসনা করিবে, ইহা বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'স্বপ্নে'—নিদ্রিত অবস্থাতেই 'সুষুপ্তঃ'—সুষ্ঠু সুপ্ত পুরুষ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভ্রমবিশেষে 'বিশ্বং'—দেশান্তরবর্ত্তী পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি পদার্থকে কখনও 'আত্মনি পশ্যতি'—নিজের মধ্যেই দর্শন করে, অর্থাৎ নিজেতেই আরোপিত করে। আবার সেই স্বপ্নদশাতেই 'উত্থিতঃ'—নিজেকে জাগ্রত এবং শয্যারই একপ্রদেশে অবস্থিত মনে করে, অর্থাৎ নিজেকে জাগ্রত অনুভব করিয়া সেই পর্ব্বত বন প্রভৃতিকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে—এই অর্থ। অতএব স্বাপ্নিক (স্বপ্নকালীন) জাগরণ যেরূপ অবস্তুভূত (মিথ্যারূপ), তদ্রূপ নশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ বস্তুভূত জাগরণকেও বুঝিতে হইবে ; ইহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'জীবস্থানানি'—জীবের উপাধিস্বরূপ বুদ্ধির

জাগরণাদি অবস্থাসমূহকেও 'আত্মনঃ'—পরমেশ্বরের মায়াশক্তির কার্য্যহেতু মায়ামাত্র জানিয়া, 'তদ্দ্রষ্টারং'—ঐ সকল অবস্থার দ্রষ্টা 'পরং'—শ্রেষ্ঠ অন্তর্য্যামীকে ধ্যান করিবে, ইহা বলায় জীবাত্মা ব্যাবৃত্ত হইল। এইস্থলে স্বপ্নদশার জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা-সকল অবিদ্যাবশতঃ জীব কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া অবিদ্যামাত্র অবস্তুভূতই. এইরূপ প্রসিদ্ধ জাগরণাদি অবস্থা কিন্তু মায়াশক্তির দ্বারা ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট, উহাও মায়ামাত্র বলিয়া অবস্তুভূতই, তথাপি স্বাপ্নিক (স্বপ্নকালীন) পর্ব্বত, বন, সর্প, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অবিদ্যাহেতু জীব কর্তৃক সৃষ্ট, উহা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যাভূতই—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

মধ্ব—

মায়ামাত্রাণি প্রকৃতিনির্ম্মিতানি ॥ ৫৪ ॥

———

যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা।
সুখঞ্চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ (জীবঃ) যেন (ব্রহ্মণা একীভূতেন রূপেণ) তদা (প্রস্বাপকালে) আত্মনঃ স্বাপং নির্গুণং ব্রহ্ম-সুখং চ (বিষয়সম্বন্ধাজন্যম্ অতীন্দ্রিয় সুখং চ) বেদ; মাং তম্ আত্মানং (ব্যাপকম্) অবেহি (অবধারয়) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—প্রসুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ জীব যাহা দ্বারা নিদ্রাবস্থায় স্বকীয়-নিদ্রা এবং অতীন্দ্রিয় সুখ জানিতে পারে, আমাকেই সেই ব্যাপক আত্মা বলিয়া অবগত হও ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তং দ্রষ্টারমন্তর্য্যামিণং কথমহং জানামীত্যত আহ,—যেনেতি, প্রসুপ্তঃ পুরুষো জীবো যদা স্বাপং বেদ তদেব সুষুপ্তাবাত্মনঃ স্বস্য নির্গুণং নির্ব্বিষয়ং সুখঞ্চ যেনৈব হেতুনা বেদ, তমাত্মানমন্তর্য্যামিণমবেহি,—যএব গুণৈর্দৃঢ়বদ্ধমাবৃত-জ্ঞানানন্দমপি জীবং কৃপয়া সুষুপ্তৌ নিত্যমেব গুণান্ প্রবিলাপ্য নির্গুণং তদীয়ং সুখং তমনুভাবয়তি, স এবান্তর্য্যামী স্পষ্টমেবাবগম্যতাং, ন হি তং বিনা হ্যস্বতন্ত্রো জীবঃ স্বয়মেব স্ববন্ধনং বিমোচ্য স্বীয়সুখং দ্রষ্টুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ। তমন্তর্য্যামিণমেব নির্ব্বিশেষত্বেন প্রতীতং ব্রহ্ম অবেহি, ব্রহ্মৈব সবিশেষং মাং ভগবন্তমবেহি। এক এবাহং ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিরূপো ভবামি, ন তু মৎস্বরূপস্য দ্বিত্বং ত্রিত্বং বা; যদুক্তং দেবৈঃ—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" ইতি ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সেই দ্রষ্টা অন্তর্য্যামীকে কিরূপে জানিব? তাহাতে বলিতেছেন—'যেন' ইত্যাদি, যাহার দ্বারা প্রসুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ জীব যখন 'স্বাপং'—নিজের গাঢ় নিদ্রা জানে, সেইরূপ সুষুপ্তিদশাতে নিজের 'নির্গুণং সুখং'—নির্গুণ বলিতে নির্ব্বিষয় (অতীন্দ্রিয়) সুখ যাহার কারণে অনুভব করে, তাহাকেই 'আত্মানং'—আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী বলিয়া জানিবে। যিনি মায়াগুণের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ জীবকে, তাহার জ্ঞানানন্দ আবৃত থাকিলেও, কৃপাপূর্ব্বক সুষুপ্তিকালে নিত্যই গুণসমূহ বিলীন করিয়া তদীয় নির্গুণ (অতীন্দ্রিয়) সুখ তাহাকে অনুভব করান, তিনিই অন্তর্য্যামী—ইহা তুমি স্পষ্টতঃই জান, কারণ তাঁহাকে ব্যতীত অস্বতন্ত্র জীব নিজেই নিজের বন্ধন বিমোচন করিয়া স্বীয় সুখ দেখিতে সমর্থ হয় না—এই ভাব। সেই অন্তর্য্যামীকেই নির্ব্বিশেষরূপে প্রতীত ব্রহ্ম বলিয়া জান, এবং সবিশেষ ব্রহ্মই আমি ভগবান্—ইহা অবগত হও। আমি একজনই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—ত্রিরূপ হইয়া থাকি, কিন্তু আমার স্বরূপের দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব নাই। (অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান্ জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মরূপে, যোগীর নিকট পরমাত্মারূপে এবং ভক্তের নিকট ভগবান্‌রূপে প্রকটিত হন।) যেমন দেবগণ বলিয়াছেন—"স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" (৬।৯।৩৫), অর্থাৎ আপনার বাস্তব রূপ এক, দুই নহে। একই ভগবান্ আপনার নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বই ব্রহ্মত্ব এবং অলৌকিক বিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বই ভগবত্ত্ব, ইত্যাদি ॥ ৫৫ ॥

তথ্য—মায়িক অহঙ্কারাদি বিনষ্ট হইলে জীবাদিগত মহাচিচ্ছক্তির অংশরূপ তত্ত্ববিশেষ অর্থাৎ জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর ক্রিয়া বলিয়া সুপ্তাবস্থায় নির্গুণ আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে এবং আমাকে পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া জানিবে (ক্রমসন্দর্ভ) ॥ ৫৫ ॥

———

উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ।
অন্বেতি ব্যতিরিচ্যেত তজ্জ্ঞানং ব্রহ্ম তৎপরম্॥৫৬

অন্বয়ঃ—উভয়ং (প্রস্বাপং প্রতিবোধং চ) স্মরতঃ (অনুসংদধতঃ) পুংসঃ (তয়োঃ) প্রস্বাপ-প্রতিবোধয়োঃ (প্রকাশকত্বেন যৎ) অন্বেতি (তাভ্যাং যচ্চ) ব্যতিরিচ্যেত। (একৈক্যপায়ে অপি অনপায়াৎ) তজ্জ্ঞানং পরং তৎ ব্রহ্ম (এব ন ততঃ ভিন্নম্ অতঃ বাল্যে দৃষ্টস্য যৌবনে স্মৃতিবৎ অবস্থান্তরত্বে অপি স্বাপানন্দয়োঃ স্মরণং ঘটত ইতি ভাবঃ তদেবস্তূতং ব্রহ্মাত্মানম্ অবেহি ইত্যর্থঃ)। ॥ ৫৬॥

অনুবাদ—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নসাক্ষী পরমাত্মার দৃষ্ট-বিষয় জাগ্রদবস্থায় জীব কিরূপে স্মরণ করিতে পারে? কেন না, একের অনুভব-সিদ্ধ বিষয় কখনও অন্যের স্মৃতিগোচর হইতে পারে না, ইহাতেই বলি-তেছেন যে নিদ্রা এবং জাগরণ, এই উভয় অবস্থার অনুসন্ধানকারী পুরুষের নিদ্রা, নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থা-দ্বয়ের প্রকাশকরূপে বর্ত্তমান এবং তদুভয়াবস্থা হইতে পৃথক্ ব্রহ্মপদবাচ্য যে জ্ঞান, উহা চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। পদার্থ যেমন যৌবনেও স্মৃতিগোচর হয়, সেইরূপ নিদ্রাবস্থায় অনুভূত বিষয়ও জাগ্রদা-বস্থায় অনুভবের বিষয় হইতে পারে, তাহার কারণ জ্ঞাতা আত্মা সর্ব্বাবস্থায় অবিকৃতরূপে বিরাজ করি-তেছেন॥ ৫৬॥

বিশ্বনাথ—ননু স্বাপসাক্ষিণা দৃষ্টং জাগ্রদবস্থঃ কথং সুখমহমস্বাপ্সমিতি স্মরেৎ, নহ্যন্যেন দৃষ্টমন্যঃ স্মরতি? তত্রাহ, উভয়ং প্রস্বাপং প্রতিবোধং চ স্মরতঃ অনুসন্দধতঃ পুংসস্তয়োঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়ো-র্যদন্বেতি তাভ্যাং ব্যতিরিচ্যতে, একৈকাপায়েঽপ্য-নপায়াৎ তদেব জ্ঞানং জীব ইত্যর্থঃ। অতো বাল্যে দৃষ্টস্য যৌবনে স্মৃতিবদবস্থান্তরবত্তেঽপি স্বাপা-নন্দয়োঃ স্মরণং ঘটত ইতি ভাবঃ। তৎপরং ততো জীবাৎ পরং ব্রহ্ম, ন তু স এব ব্রহ্মেত্যর্থঃ। জীবস্য তটস্থশক্তিত্বেন তদ্রূপত্বেঽপি তস্য স্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ, অতো ভিন্নমেব ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নিদ্রা-বস্থার সাক্ষী যে বস্তু দর্শন করে, জাগ্রদবস্থার সাক্ষী 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম'—এইরূপ কি প্রকারে স্মরণ করিবে? কারণ একের দৃষ্ট বস্তু কখন অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন—'উভয়ং', সুষুপ্তি ও জাগরণ এই উভয় অবস্থার 'স্মরতঃ পুংসঃ'—স্মরণকারী অর্থাৎ অনুসন্ধানকারী পুরুষের সেই সুষুপ্তি ও জাগরণ অবস্থার প্রকাশকত্ব-রূপে যাহা অন্বিত, অর্থাৎ যাহা নিয়তভাবে বিদ্যমান, অথচ যাহা উক্ত উভয় অবস্থা হইতে পৃথক্ পদার্থ; অর্থাৎ একৈকের অপায়ে অপায় না হওয়ায় যাহা ঐ দুই হইতে বিভিন্ন, সেই জ্ঞানই জীব—এই অর্থ। অতএব বাল্যাবস্থার দৃষ্ট বিষয় যদ্রূপ যৌবনে স্মৃতি-গোচর হয়, সেইরূপ জাগরণে অবস্থান্তর হইলেও নিদ্রা ও আনন্দের স্মরণ হইতে পারে—এই ভাব। 'তৎপরং'—সেই জীব হইতে পৃথক্ ব্রহ্ম, কিন্তু জীবই ব্রহ্ম নহে—এই অর্থ। ভগবানের তটস্থশক্তি-রূপে জীবের তদ্রূপত্ব হইলেও, তাঁহার স্বরূপশক্তিত্বের অভাবহেতুই জীব হইতে পৃথকই ব্রহ্ম—এই অর্থ ॥ ৫৬॥

মধ্ব—প্রতিবোধেনেতি স্বয়মপি প্রতিবুদ্ধঃ। সুপ্তাব-স্বপন্ ব্যতিরিচ্যেত ॥ ৫৬॥

———

যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ।
ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতের্মৃতিঃ॥ ৫৭॥

অন্বয়ঃ—যৎ এতৎ (যৎ যদি এতৎ পূর্ব্বোক্তং) মদ্ভাবং (মৎস্বরূপং ব্রহ্ম) পুংস বিস্মৃতং (ভবতি) আত্মনঃ (সকাশাৎ) ভিন্নং (চ ভবতি) ততঃ (চ ভেদ-দর্শনাৎ) এতস্য (জীবস্য) সংসারঃ (ভবতি, ভেদদর্শনেন দেহপুত্রাদৌ অহংমমধ্যাসপূর্ব্বক কৃত-কর্ম্মানুসারেণ) দেহাৎ দেহঃ (দেব-মনুষ্যাদি-জন্মা-ন্তরং পুনর্জন্ম) মৃতেঃ (অনন্তরং পুনঃ) মৃতিঃ (মরণঞ্চ ভবতি)॥ ৫৭॥

অনুবাদ—যখন পুরুষ আমার ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন (একটি স্বতন্ত্র পুরুষ বা ঈশ্বর) মনে করে, তখনই ভেদদর্শন-হেতু জীবের সংসার হইয়া থাকে অর্থাৎ ভেদদর্শন-হেতু দেহপুত্রাদিতে "আমি ও মম" এইরূপ অধ্যাত্মজনিত কর্ম্মদ্বারা দেহ হইতে দেহান্তর অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি জন্মপরম্পরা এবং ক্রমশঃ মৃত্যুর পর মরণ ঘটিয়া থাকে॥ ৫৭॥

বিশ্বনাথ—অতো ব্রহ্মজীবয়োঃ স্বরূপৈক্যভাবনমেবাপরাধোহনর্থহেতুরিত্যাহ,—যদেতদিতি। আত্মনো জীবাৎ সকাশাৎ মদ্ভাবং মৎস্বরূপং ভিন্নমেব ক্লীবত্বমার্ষম্। যদ্‌যদি বিস্মৃতং স্যাদভিন্নমেব স্যাৎ, ততো হেতোরেতস্যাভিন্নদর্শিনঃ পুংসঃ সংসারঃ স্যাৎ; সংসারমেবাহ,—দেহাদিতি। অতএব তত্ত্বমসীত্যাদৌ জীবস্য তদীয়-তটস্থ-শক্তিত্বেন তাদ্রূপ্যাদেব সূর্য্যতৎকিরণয়োরিবৈক্যং ভাবনীয়মিতি ভাবঃ। তদেবমবাস্তব-বস্তুনো বিশ্বস্য তচ্ছক্তিকার্য্যত্বেনাভিন্নত্বাত্তাদ্রূপ্যম্। তাদ্রূপ্যেতি তাৎস্বরূপ্যাভাবাদ্ভিন্নমেব নশ্বরত্ব-প্রযোজকম্। শুদ্ধজীবস্য ত্বনশ্বরত্বাদ্‌বাস্তববস্ত্বন্তঃপাতিত্বেহপি তটস্থশক্তিত্বাত্তাদ্রূপ্যমেব, ন তু তাৎস্বরূপ্যং, ব্রহ্মপরমাত্মভগবতাং তু বাস্তববস্তুত্বং স্বরূপৈক্যাদ্যৈক্যঞ্চ। ভগবন্নিত্যপ্রেয়সী-পার্ষদ-ধাম্নাং চিচ্ছক্তিবিলাসত্বাৎ। কেষাঞ্চিন্নিত্যসিদ্ধত্বাদপি বাস্তববস্তুত্বং তাৎস্বরূপ্যঞ্চ। কেষাঞ্চিন্নিত্যমুক্তভক্তত্বেন, কেষাঞ্চিল্লব্ধভক্তিকৈবল্যত্বেন সিদ্ধানাং দাস্যাদিবাসনাবতাং জীবানাং তু নিত্যদাসাদ্যন্তঃপাতিত্বেন স্বরূপশক্ত্যাবিষ্টত্বাদেব তাৎস্বরূপ্যম্। লব্ধভক্তিপ্রাধান্যেন সিদ্ধানাং জীবানাং শান্তভক্তত্বাৎ দাসাদিগণান্তঃপাতিত্বাভাবেন স্বরূপশক্ত্যানাবিষ্টত্বাত্তাদ্রূপ্যং বাস্তববস্তুত্বঞ্চেতি ভগবতোহনেকশক্তিমত্ত্বেনাদ্বৈতং ফলিতমিতি প্রসঙ্গাৎ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তো দর্শিতঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপৈক্য (ব্রহ্ম ও জীব এক—এইরূপ) ভাবনাই অপরাধ এবং অনর্থের হেতু, ইহা বলিতেছেন—'যদ্ এতৎ' ইত্যাদি। 'আত্মনঃ'—জীব হইতে 'মদ্ভাবং' —আমার স্বরূপ 'ভিন্নং'—পৃথকই, 'মদ্ভাবং'—এই স্থলে ক্লীবত্ব আর্ষপ্রয়োগ। 'যদ্'—যদি বিস্মৃত হয়, অর্থাৎ অভিন্নই মনে করে, 'ততঃ'—সেইহেতু 'এতস্য' —এই অভিন্নদর্শী (একাত্মদ্রষ্টা) পুরুষের সংসার জানিবে। সেই সংসারের স্বরূপ বলিতেছেন—'দেহাৎ' ইত্যাদি, দেহ হইতে দেহান্তর অর্থাৎ পুনর্জন্ম এবং স্মৃতি অর্থাৎ মরণের পর পুনরায় মরণ। অতএব 'তত্ত্বমসি'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবের তদীয় তটস্থ শক্তিত্বহেতু তাদ্রূপ্যবশতঃ সূর্য্য ও তাহার কিরণের ন্যায় ঐক্য ভাবনা করিতে পারা যায়—এই ভাব। (অর্থাৎ সূর্য্য এবং তাহার কিরণ (রশ্মি)—এই দুই এর মধ্যে যেমন অংশ ও অংশী ভেদ ও অভেদ রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অংশ ও অংশী, এইরূপ ভেদাভেদ রহিয়াছে)। এইরূপে অবাস্তব বস্তু এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের তাঁহার শক্তির (মায়াশক্তির) কার্য্যত্বরূপে অভিন্নত্ব বলিয়া তাদ্রূপ্য। তাদ্রূপ্য বলিতে তাঁহার স্বারূপ্যাভাবহেতু ভিন্নই এবং নশ্বরত্ব-প্রযোজক (অর্থাৎ পরমার্থভূত ব্রহ্মের মায়াশক্তির কার্য্যভূত নশ্বর এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, উহাই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ নহে)। কিন্তু শুদ্ধজীবের অনশ্বরত্বহেতু বাস্তব-বস্তুর অন্তঃপাতী হইলেও তটস্থশক্তি বলিয়া তাদ্রূপ্যই, কিন্তু তাৎস্বরূপ্য নহে। আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বাস্তব (পরমার্থভূত) বস্তুত্ব এবং স্বরূপের ঐক্যাদি ও ঐক্যই। শ্রীভগবানের নিত্যপ্রেয়সী, পার্ষদবৃন্দ ও ধামসমূহের চিচ্ছক্তির বিলাসত্ব। কাহার কাহার নিত্যসিদ্ধত্ব হইলেও বাস্তব বস্তুত্ব এবং তাৎস্বরূপ্য। কোন কোন নিত্যমুক্ত ভক্তত্বহেতু, কোন কোন ভক্তিকৈবল্য-প্রাপ্ত বলিয়া সিদ্ধ দাস্যাদি বাসনাযুক্ত জীবসমূহের নিত্য দাসাদির অন্তঃপাতিত্বহেতু স্বরূপশক্তির দ্বারা আবিষ্টত্ব বলিয়া তাৎস্বরূপ্য। ভক্তির প্রাধান্য লাভ করায় সিদ্ধ জীবগণের শান্তভক্তত্বহেতু দাসাদিগণের অন্তঃপাতিত্বের অভাব বলিয়া স্বরূপশক্তির দ্বারা আবিষ্টত্ব না হওয়ায় তাদ্রূপ্য এবং বাস্তববস্তুত্ব। এইপ্রকারে অনেক শক্তিমত্বা-হেতু শ্রীভগবানের অদ্বৈত নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও প্রদর্শিত হইল ॥ ৫৭ ॥

মধ্ব—

সর্ব্বভিন্নং পরাত্মানং বিস্মরন্ সংসরেদিহ।
অভিন্নং সংস্মরন্ যাতি তমো নাস্ত্যত্র সংশয়
ইতি চ ॥ ৫৭ ॥

লব্ধেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্।
আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন কচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥৫৮

অন্বয়ঃ—ইহ (পুণ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষে) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাং (জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষং তয়োঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ সম্ভাবনা যস্যাং তাং) মানুষীং যোনিং লব্ধ্বা যঃ (জনঃ) আত্মানং ন বুধ্যেত (সঃ)

কৃচিৎ (দেবাদিযোনিং গত্বাপি) ক্ষেমং ন আপ্নুয়াৎ (লভেত) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—যে মানুষ-শরীরে আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুভব-জন্য-জ্ঞান, উভয়ই সম্ভব হইতে পারে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সেই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারে না, সে কদাচিৎ দেবাদি যোনি প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তলক্ষণজ্ঞানার্থমবশ্যমেব যতিতব্যমিত্যাহ,—লব্ধ্বেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং, বিজ্ঞানমপরোক্ষং, তয়োঃ সম্ভবো যস্যাং তাম্। আত্মানং জীবং পরমেশ্বরঞ্চ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ প্রকার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অবশ্যই যত্ন করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'লব্ধ্বা' ইত্যাদি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তির অনুকূল মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া আত্মাকে অবগত হয় না, সে কখন ক্ষেম অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ লাভ করিতে পারিবে না)। 'জ্ঞান' —বলিতে শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞান—অপরোক্ষ (অনুভব-জন্য) জ্ঞান, তাহাদের সম্ভব বলিতে উৎপত্তি যাহা হইতে, তাদৃশী (মানুষী যোনি লাভ করিয়া)। 'আত্মানং'—বলিতে জীব ও পরমেশ্বরকে ॥ ৫৮ ॥

স্মৃত্বেহায়াং পরিক্লেশং ততঃ ফলবিপর্য্যয়ম্।
অভয়ঞ্চাপ্যনীহায়াং সঙ্কল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—ঈহায়াং (লৌকিকে বৈদিকে চ দ্বিবিধে অপি প্রবৃত্তিমার্গে) পরিক্লেশং ততঃ (ঈহাতঃ এব) ফলবিপর্য্যয়ং স্মৃত্বা অনীহায়াং (নিবৃত্তিমার্গে তু) অভয়ং (মোক্ষং চ স্মৃত্বা) কবিঃ (বিবেকী) সঙ্কল্পাৎ (নানাফল সঙ্কল্পাৎ) বিরমেৎ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—ঈহা অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম্ম হইতে ক্লেশ, ফলবিপর্য্যয় অর্থাৎ নিরতিশয় সুখের অপ্রাপ্তি, দুঃখের অপরিহার এবং অনীহা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে অভয় অর্থাৎ নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহার স্মরণ করিয়া বিবেকী জন সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ — এতজ্জ্ঞানেচ্ছুর্জ্ঞাতদৃষ্টাদৃষ্টকর্ম্মফলকঃ কর্ম্মনিষ্ঠাং ত্যজেদিত্যাহ,—ঈহায়াং সকামত্বে তত ঈহাতঃ ; অনীহায়াং নিষ্কামত্বে অভয়ং সর্ব্বত এব ভয়াভাবঃ। নোভয়মিতি পাঠে ক্লেশবিপর্য্যয়ৌ ন স্যাতামিতি স্মৃত্বা ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক ব্যক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মের ফল বিবেচনা করিয়া (সকাম) কর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে, ইহা বলিতেছেন—'ঈহায়াং'—প্রবৃত্তিমার্গে কামনামূলক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যেরূপ ক্লেশ ও ফলবিপর্য্যয় হয়, 'ততঃ'—সেই কামনামূলক ফলসঙ্কল্প হইতে বিরত হইবে। 'অনীহায়াং'—নিষ্কাম কর্ম্মে (নিবৃত্তিমার্গে) 'অভয়ং' —সর্ব্বতোভাবে ভয়ের অভাব। এই স্থলে 'নোভয়ং' —এই পাঠে, নিবৃত্তিমার্গে ক্লেশ ও বিপর্য্যয় হয় না— ইহা স্মরণ করিয়া (বিবেকী জন সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবে), এই অর্থ ॥ ৫৯ ॥

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্ব্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—দম্পতী (স্ত্রীপুংসৌ) সুখায় দুঃখমোক্ষায় (দুঃখ-নিবৃত্তয়ে) ক্রিয়াঃ (নানাবিধকর্ম্মাণি) কুর্ব্বাতে। ততঃ (তাভ্যঃ ক্রিয়াভ্যঃ) দুঃখস্য অনিবৃত্তিঃ সুখস্য চ অপ্রাপ্তিঃ (ভবতি ; চকারাৎ প্রত্যুতঃ ততঃ কর্ম্মণঃ এবং ভূয়ঃ দুঃখপ্রাপ্তিশ্চ ভবতীতি জ্ঞেয়ম্) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই সুখ লাভ ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কর্ম্ম সকাম বলিয়া সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত দুঃখপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—এতদ্বিবৃণোতি,—সুখায়েতি ত্রিভিঃ। দুঃখস্যানিবৃত্তিঃ সুখস্যাপ্রাপ্তিঃ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিবৃত করিতেছেন— 'সুখায়' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া নানারূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তাহাতে দুঃখের অনিবৃত্তি ও সুখের অপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

এবং বিপর্য্যয়ং বুদ্ধ্বা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাম্।
আত্মনশ্চ গতিং সূক্ষ্মাং স্থানত্রয়বিলক্ষণাম্ ॥ ৬১ ॥
দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্ম্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—বিজ্ঞাভিমানিনাং (বিজ্ঞাঃ উদ্যমে প্রবীণাঃ বয়স্কা ইত্যভিমানবতাং) নৃণাম্ এবং বিপর্য্যয়ং (ফলবিপর্য্যয়ং) বুদ্ধ্বা আত্মনঃ চ সূক্ষ্মাম্ (অতিদুর্জ্ঞেয়াং) স্থানত্রয়লক্ষণাং (জাগরণাদ্যবস্থাত্রয়রহিতাং) গতিং (তত্ত্বং) (বুদ্ধ্বা) স্বেন তেজসা (বিবেকবলেন) দৃষ্টশ্রুতাভিঃ মাত্রাভিঃ (ঐহিকামুষ্মিকৈঃ বিষয়ৈঃ) নির্ম্মুক্তঃ (তদভিলাষ-রহিতঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তঃ (জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সংতৃপ্তঃ সন্তুষ্টঃ সন্) পুরুষঃ মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনপরঃ) ভবেৎ (অন্যথা পুনঃ প্রমাদেন ভ্রশ্যেৎ) ॥ ৬১-৬২ ॥

অনুবাদ—যাহারা নিজকে কর্ম্মমার্গে প্রবীণ বলিয়া অভিমান করে, তাদৃশ মানবগণের পূর্ব্বোক্তরূপ বিপর্য্যয়, তথা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ত্রয়ের অতীত আত্মাকে দুর্ব্বিজ্ঞেয় জানিয়া স্বকীয় বিবেক-বলে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়পিপাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট পুরুষ আমার ভজনপরায়ণ হইবেন ॥ ৬১-৬২ ॥

বিশ্বনাথ—স্থানত্রয়বিলক্ষণাং তুরীয়াং, মাত্রাভির্বিষয়ৈঃ। স্বতেজসা স্বীয়সাধনপ্রভাবেন ॥ ৬১-৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থানত্রয়বিলক্ষণাং'—আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের অতীত বিলক্ষণ সূক্ষ্মগতি চিন্তা করিয়া। 'মাত্রাভিঃ'—ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয় হইতে নির্ম্মুক্ত পুরুষ। 'স্বতেজসা'—স্বীয় সাধনপ্রভাবের দ্বারা (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া আমার ভজনপরায়ণ হইবে) ॥৬১-৬২

এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণবুদ্ধিভিঃ।
স্বার্থঃ সর্ব্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্ ॥৬৩॥

অন্বয়ঃ—যৎ পরাত্মৈকদর্শনং (যৎ পরস্য আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ জীবতত্ত্বস্য তস্য একং কেবলম্ ঐক্যেন দর্শনম্) এতাবান্ এব যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ (যোগেন নৈপুণ্যং যস্যাঃ সা বুদ্ধিঃ যেষাং তৈঃ) মনুজৈঃ সর্ব্বাত্মনা স্বার্থঃ (সর্ব্বপ্রযত্নসাধ্যঃ পুরুষার্থঃ) জ্ঞেয়ঃ (নাতঃ পরং কৃত্যমস্তি) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—জীবাত্মা বা পরমাত্মার (চিদংশগত) অপৃথক্ সিদ্ধসম্বন্ধ-দর্শন অথবা ব্রহ্মজীবের অংশাংশিভাবের ঐক্যদর্শন অথবা পরমাত্মার যে একত্ব-দর্শন,—ইহাই যোগকুশল ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রযত্ন-সাধ্য পুরুষার্থ, তদতিরিক্ত আর কোন পুরুষার্থ নাই ॥৬৩॥

বিশ্বনাথ—পরস্য শ্রেষ্ঠস্যাত্মনঃ পরমাত্মন এব একং দর্শনং, ন তু বিষয়স্য ॥ ৬৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাত্মৈকদর্শনং'—পর বলিতে শ্রেষ্ঠ যে আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মারই একমাত্র দর্শন, কিন্তু বিষয়ের নহে, (উহাকেই স্বার্থ বলিয়া অবগত হইবে) ॥ ৬৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১৬ ॥

ত্বমেতচ্ছ্রদ্ধয়া রাজন্নপ্রমত্তো বচো মম।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ধারয়ন্নাশু সিধ্যসি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! ত্বম্ অপ্রমত্তঃ (বিষয়ানাসক্তঃ) শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাসেন) এতৎ মম বচঃ ধারয়ন জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ (সন্) আশু সিধ্যসি (মাং প্রাপ্স্যসি) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! তুমি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার এই বাক্য ধারণাপূর্ব্বক জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সত্বরই আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্‌গুরুঃ।
পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতূপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবান্ জগদ্‌গুরুঃ বিশ্বাত্মা হরিঃ ইত্থং চিত্রকেতুম্ আশ্বাস্য (আশ্বাসপূর্ব্বকং তত্ত্বম্ উপদিশ্য) তস্য পশ্যতঃ (এব) ততঃ চ (তত্রৈব) অন্তর্দধে (অদর্শনং গতঃ)॥ ৬৫॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, ভগবান্ জগদ্‌গুরু বিশ্বাত্মা সঙ্কর্ষণ এইরূপে চিত্রকেতুকে আশ্বাস দান করিয়া চিত্রকেতুর সাক্ষাতেই সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন॥ ৬৫॥

ইতি ষোড়শোধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
যতশ্চান্তর্হিতোঽনন্তস্তস্যৈ কৃত্বা দিশে নমঃ।
বিদ্যাধরশ্চিত্রকেতুশ্চচার গগনেচরঃ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শিবকে উপহাস করায় চিত্রকেতুর বৃত্রাসুররূপে আবির্ভাব-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ চিত্রকেতু ভগবদ্দত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া বিদ্যাধর-স্ত্রীগণের সহিত হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সুমেরুগহ্বর প্রভৃতি বিবিধ স্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি (চিত্রকেতু), একদিন সিদ্ধচারগণদ্বারা পরিবেষ্টিত মহাদেব বাহু দ্বারা পার্ব্বতীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুনিগণের সভায় অবস্থান করিতেছেন, দেখিতে পাইয়া পরিহাসব্যঞ্জক উচ্চহাস্য করিলেন। পার্ব্বতী তাহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার (চিত্রকেতুর) প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন। এই অভিশাপফলেই চিত্রকেতু বৃত্রাসুররূপে আবির্ভূত হন।

পার্ব্বতীর অভিশাপে ভক্তবর চিত্রকেতু কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, 'মানবগণ প্রাক্তনকর্ম্মফলেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ভবাটবীতে ভ্রমণ করিতে থাকে, সুতরাং কেহ কাহারও সুখ-দুঃখের হেতু নহে; কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ আপনাকে 'কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। এই মায়াময় সংসারে শাপ, অনুগ্রহ ও তজ্জনিত স্বর্গ ও নরক, সকলই সমান; কেননা, ইহাদের কোনটীরই বাস্তব সত্তা নাই। ভগবান্ স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, যেহেতু তিনি স্বয়ং-রূপে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে উদাসীন ও সর্ব্বত্র সমভাববিশিষ্ট। তাঁহার মায়া-নাম্নী শক্তিই প্রাকৃত-জগৎসম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিযুক্তা থাকিয়া জীবের অনিত্য কর্ম্মসমূহ রচনা করিয়া সুখদুঃখাদির হেতু হয়।'

চিত্রকেতুর এইপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী ও তত্রস্থ সভাসদ্‌বর্গ, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলে মহাদেব তাঁহাদের নিকট ভগবদ্ভক্তের স্বর্গ, নরক, মুক্তি, বন্ধ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মায়িক দ্বন্দ্ব-বিষয়ে সমবুদ্ধি, অবিবেকবশতঃ জীবের স্থূল-লিঙ্গ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ 'বিবর্ত্ত' ও তজ্জনিত ক্লেশ, ভগবদংশাংস হইয়াও দেবতাগণের ঈশ্বরাভিমান-ফলে ভগবৎস্বরূপের অনুপলব্ধি এবং ভক্ত ও ভগবানের মাহাত্ম্য প্রভৃতি কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অনন্তঃ (ভগবান্) যতঃ চ (যস্যাং দিশি) অন্তর্হিতঃ তস্যৈ দিশে নমঃ কৃত্বা গগনেচরঃ বিদ্যাধরঃ চিত্রকেতুঃ চচার॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ অনন্ত যে দিকে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

চিত্রকেতুঃ সপ্তদশে বিদ্যাধরপতির্ভবন্ ।

বিহস্য শঙ্করং দেব্যাঃ শাপতো বৃত্রতামগাৎ ॥

যতঃ যস্যাং দিশি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে চিত্রকেতু বিদ্যাধরগণের অধিপতি হইয়া কৈলাসে শঙ্করকে উপহাস করায় দেবীর অভিশাপে বৃত্রাসুর জন্ম প্রাপ্ত হন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'যতঃ'—যে দিকে, (ভগবান্ অনন্তদেব অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিকের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।) ॥ ১ ॥

স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ ।
স্তূয়মানো মহাযোগী মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ২ ॥
কুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষু নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষু ।
রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ স্তূয়মানঃ (সংস্তুতঃ সন্) স মহাযোগী বর্ষলক্ষাণাং (লক্ষবর্ষাণাং) লক্ষং (ব্যাপ্য) অব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ (অব্যাহতং বলং শরীরমিন্দ্রিয়পাটবং চ যস্যঃ সঃ চিত্রকেতুঃ) বিদ্যাধরস্ত্রীভিঃ ঈশ্বরং হরিং গাপয়ন্ (হরিনামকীর্ত্তনং কারয়ন্) নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষু (নানাবিধ-সংকল্পানাং সিদ্ধয়ঃ যাসু তাসু) কুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষু (কুলাচলেন্দ্রঃ পর্ব্বতরাজঃ সুমেরুঃ তস্য দ্রোণীষু পর্ব্বতদ্বয়মধ্যবর্ত্তি-সমপ্রদেশেষু) রেমে ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—মহাযোগী চিত্রকেতু, মুনি ও সিদ্ধচারণগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষ ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার বল ও ইন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ ছিল । তিনি বিবিধ সঙ্কল্পিত বিষয়-সমূহের সিদ্ধিস্থল সুমেরুর গহ্বরে বিদ্যাধরস্ত্রীগণ-দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষ্বপি সঙ্কল্পান্ বিহায় হরিং গাপয়ন্নেব রেমে হরেগুর্ণশ্রবণকীর্ত্তনয়োরেব রতোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানাসঙ্কল্প-সিদ্ধিষু'—মহাযোগী চিত্রকেতু বিবিধ সঙ্কল্পসমূহের সিদ্ধিক্ষেত্র সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থান করিয়াও, সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিদ্যাধর-রমণীগণের দ্বারা শ্রীহরির গুণগান কীর্ত্তন করাইয়া বিহার করিতেছিলেন, অর্থাৎ শ্রীহরির গুণাবলি শ্রবণ-কীর্ত্তনেই তিনি রত ছিলেন—এই অর্থ ॥ ২-৩ ॥

একদা স বিমানেন বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা ।
গিরিশং দদৃশে গচ্ছন্ পরীতং সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৪ ॥
আলিঙ্গ্যাঙ্কীকৃতাং দেবীং বাহুনা মুনিসংসদি ।
উবাচ দেব্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা জহাসোচ্চৈস্তদন্তিকে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—একদা বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা বিমানেন গচ্ছন্ (বিহরন্) সঃ (চিত্রকেতুঃ) সিদ্ধচারণৈঃ পরীতং মুনিসংসদি (মুনিসভায়াং) অঙ্কীকৃতাং (উৎসঙ্গস্থাপিতাং) দেবীং (পার্ব্বতীং) বাহুনা আলিঙ্গ্য (স্থিতং) গিরীশং (শিবং) দদৃশে ; (তৎ দৃষ্ট্বা) দেব্যাঃ শৃণ্বন্ত্যাঃ (সত্যাঃ) তদন্তিকে (স্থিতঃ সন্ চিত্রকেতুঃ) উচ্চৈঃ জহাস (উবাচ চ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—একদিন চিত্রকেতু বিষ্ণুপ্রদত্ত দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে মুনিগণের সভায় সিদ্ধচারণগণ-পরিবেষ্টিত মহাদেব পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন, এবং পার্ব্বতীর শ্রুতিগোচর হয়, এইরূপভাবে তাঁহার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—"ভক্তিং ভূতিং হরির্দত্ত্বা স্ববিচ্ছেদানুভূতয়ে । দেব্যাঃ শাপেন বৃত্রত্বং নীত্বা তং স্বান্তিকেঽনয়ৎ ॥" অঙ্গীকৃতাং স্বদেহার্দ্ধীকৃতাম্ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(এখানে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ পরবর্ত্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কারিকা উপনিবদ্ধ করিতেছেন)। শ্রীহরি চিত্রকেতুকে স্ববিচ্ছেদ অনুভব করাইবার নিমিত্ত ভক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য প্রদান-পূর্ব্বক দেবীর অভিশাপের দ্বারা বৃত্রত্ব-প্রাপ্তি করাইয়া নিজ পদপ্রান্তে আনয়ন করিলেন। 'অঙ্গীকৃতাং'—স্বদেহার্দ্ধীকৃতা দেবী পার্ব্বতীকে (বাহুদ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্কর তৎকালে বিরাজমান ছিলেন।) ॥ ৪-৫ ॥

চিত্রকেতুরুবাচ—

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মং বক্তা শরীরিণাম্।
আস্তে মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্য্যয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্রকেতুঃ উবাচ,—এষঃ সাক্ষাৎ লোকগুরুঃ (বেদপ্রবর্ত্তকঃ) শরীরিণাং (মধ্যে ধর্ম্মং বক্তা (বদতি সঃ) মুখ্যঃ (শিবঃ) সভায়াম্ (এতস্যাং মুনিসিদ্ধাদিসভায়াং) ভার্য্যয়া (সহ) বৈ মিথুনীভূয় (এব) আস্তে (অবতিষ্ঠতে ; অহো আশ্চর্য্যম্) ! ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—চিত্রকেতু বলিলেন,—ইনি সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের বক্তা ; কি আশ্চর্য্য, তিনি এই মুনি-সভাতে ভার্য্যার সঙ্গে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

———

জটাধরস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদী সভাপতিঃ।
অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ঞ্চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—জটাধরঃ তীব্রতপাঃ ব্রহ্মবাদী সভাপতিঃ (এষঃ শিবঃ) স্ত্রিয়ম্ অঙ্কীকৃত্য (আলিঙ্গ্য) প্রাকৃতঃ যথা (গ্রাম্যঃ অতিনিকৃষ্টঃ জনঃ ইব) গতহ্রীঃ (নির্লজ্জঃ) আস্তেঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—জটাধারী, মহাতপস্বী, ব্রহ্মবাদী সভাপতি শিব, নির্লজ্জ প্রাকৃত-লোকের মত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া সভা-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকৃতো যথেতি, ন তু প্রাকৃতঃ সাক্ষাদীশ্বরত্বাদিতি দক্ষবন্নায়ং শিবনিন্দকোঽপরাধী জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাকৃতঃ যথা'—প্রাকৃত জনের ন্যায়, কিন্তু প্রাকৃত নহেন, যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ইহার দ্বারা এই চিত্রকেতু দক্ষের ন্যায় শিবনিন্দাকারী নহেন, ইহা বুঝিতে হইবে—এই ভাবার্থ ॥ ৭ ॥

———

প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়ং রহসি বিভ্রতি।
অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্ত্তি সদসি স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাকৃতাঃ চ অপি (গ্রাম্যাঃ জনাঃ অপি) প্রায়শঃ স্ত্রিয়ং রহসি (একান্তে) বিভ্রতি ; অয়ং মহাব্রতধরঃ (তপস্বী সন্ অপি) সদসি (সভামধ্যে এব) স্ত্রিয়ং বিভর্ত্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সাধারণ গ্রাম্য নীচজনগণও প্রায় গোপনেই পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে ; কিন্তু এই মহাদেব তপস্বী হইয়াইও সভা-মধ্যেই পত্নীকে অঙ্কে ধারণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মহাব্রতধরো নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী যোগীন্দ্রঃ স্ত্রিয়ং বিভর্ত্তীত্যচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাব্রতধরঃ'—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যোগিগণের ঈশ্বর হইয়া সভার মধ্যেই স্ত্রীকে ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন—ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য—এই ভাব ॥ ৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহস্যাগাধধীর্নৃপ।
তূষ্ণীং বভুব সদসি সভ্যাশ্চ তদনুব্রতাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, অগাধধীঃ (চিত্রকেতোঃ অভিপ্রায়জ্ঞানাৎ অগাধা গম্ভীরা ধীঃ যস্য সঃ) ভগবান্ (শঙ্করঃ) অপিতচ্ছ্রুত্বা (তস্য চিত্রকেতোঃ বচনং শ্রুত্বা) প্রহস্য তূষ্ণীং বভূব (ন তু কোপং চকার ন বা কিঞ্চিদুবাচ) সদসি (সভায়াং) তদনুব্রতাঃ (তস্য শিবস্য অনুব্রতাঃ) সভ্যাঃ চ (তূষ্ণীং বভূবুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অসীম জ্ঞানশালী মহেশ্বর চিত্রকেতুর বাক্য শ্রবণ করিয়াও ঈষৎ হাসিয়া নীরবেই রহিলেন এবং তদীয় অনুচর সভ্যগণও তাঁহারই অনুসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেতি—মামপি সদাচারে স্থাপয়িতুমিচ্ছতীতি ভাবঃ। সহসৈব চিত্রকেতোরভিপ্রায়জ্ঞানাদগাধা সর্ব্বৈর্দুষ্প্রবেশা ধীর্য্যস্য সঃ। চিত্রকেতোরভিপ্রায়শ্চায়ম্—অয়ং খল্বীশ্বরএব নাস্য দুরাচারত্বেঽপি ক্ষতিঃ। যঃ খল্বনভিজ্ঞঃ ইমং নিন্দিষ্যতি তস্যাপরাধাৎ সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতি যথা দক্ষস্যেত্যত ইমমদ্যারভ্যাপি যদি সদাচারে স্থাপয়িতুমহং শক্নুয়াং তদা লোকানাং ভদ্রং স্যাৎ। তথা বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরো ভদ্রএব সুচরিতত্বাৎ ; রুদ্রস্তুভদ্রো দুরাচারত্বাদিত্য-

প্রতিষ্ঠাপ্যস্য ন ভবেদিতি। তদস্মৈ হিতৈষিণে কঠোরভাষিণেহপি হরিভক্তায় নাহং কুপ্যামীতি ভগবতঃ শম্ভোরভিপ্রায়ানুসারিণঃ সভ্যাশ্চ তূষ্ণীং বভুবুরেব ন তু চুক্রুধুঃ। শ্রীশিবনিন্দনস্য তদভিপ্রেতত্বে তে সভ্যা সদ্যএব কর্ণৌ পিধায় ততো নিরযাস্যন্নিতি জ্ঞেয়ম্ ; যদুক্তং,—"ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা তৎপরস্য জনস্য বা" ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—ইত্যাদি, শ্রীমহাদেব বিশেষভাবে হাস্য প্রকাশ করিয়াই মৌনভাবে অবস্থান করিলেন, অর্থাৎ আমাকেও এই ব্যক্তি সদাচারে স্থাপন করাইতে ইচ্ছা করিতেছে—এই ভাব। অগাধধীঃ—তৎক্ষণাৎ চিত্রকেতুর অভিপ্রায় অবগত থাকায়, অগাধ অর্থাৎ সকলের দুষ্প্রবেশনীয়া বুদ্ধি যাঁহার, তিনি। এইস্থলে চিত্রকেতুর অভিপ্রায় এই-রূপ—এই শ্রীমহাদেব ঈশ্বরই, অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষ। (বাহ্যে) দুরাচারত্ব সত্ত্বেও ইহার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহারা অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ ইহাঁর তত্ত্ব জানে না, তাহারা নিন্দা করিবে, তাহাতে অপ-রাধের ফলে তাহাদের সর্ব্বনাশই হইবে, যেমন দক্ষের হইয়াছিল। অতএব আজ হইতেও যদি ইঁহাকে সদাচারে স্থাপন করিতে পারি, তবে লোকদের মঙ্গলই হইবে। আবার চরিত্রবান্ বলিয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুই ভদ্র, কিন্তু দুরাচার-সম্পন্ন বলিয়া রুদ্র অভদ্র—এই-রূপ অপ্রতিষ্ঠাও (নিন্দাও) ইঁহার হইবে না। অত-এব হিতৈষী কঠোরভাষী হইলেও হরিভক্ত এই চিত্র-কেতুর প্রতি আমি কোপ করিতে পারি না—ভগবান্ শম্ভুর এইরূপ অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সভ্যগণও নীর-বই ছিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হন নাই। যদি চিত্রকেতুর শিবনিন্দা করাই অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে সেই সভ্যগণ তৎক্ষণাৎ কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হই-য়াছে—"ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা, তৎপরস্য জনস্য বা" (১০।৭৪।৩৯-৪০) অর্থাৎ তখন সভাসদ্গণ সেই দুঃসহ ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করতঃ ক্রোধে চেদিরাজ শিশুপালকে তিরস্কার করিতে করিতে তথা হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি ভগবানের কিম্বা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া না যায়, সেই ব্যক্তিও পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

তথ্য—চিত্রকেতুর অভিপ্রায় সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, বৈষ্ণবপ্রবর শিব ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষ। (বাহ্যে) সুদুরাচারসত্ত্বেও ইঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু অনভিজ্ঞ জন (বুঝিতে না পারিয়া ইঁহার নিন্দা করিবে এবং দক্ষ-প্রজাপতির ন্যায় নিন্দা-জনিত অপরাধে তাঁহা-দেরও সর্ব্বনাশ হইবে ; অতএব অদ্য হইতে যদি ইঁহাকে সদাচারে স্থাপন করিতে পারি (অর্থাৎ আমার বাক্যে যদি-ইনি বাহ্যে সদাচার প্রদর্শন করেন), তাহা হইলে লোকের মঙ্গল হইবে। আবার, বিষ্ণুই একমাত্র পরমেশ্বর, সুতরাং তিনিই ভদ্র ও চরিত্রবান্ এবং রুদ্রই দুরাচারবিশিষ্ট—এইরূপ শিবনিন্দাও ইঁহার (চিত্রকেতুর) উদ্দেশ্য নহে, অতএব সর্ব্ব-লোকের মঙ্গলেচ্ছু কঠোরভাষী হইলেও চিত্রকেতু—হরিভক্ত, অতএব তাঁহার প্রতি আমি ক্রোধ করিতে পারি না,—পরমপূজ্য শিবের এইপ্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সভাসদ্বর্গ তাঁহার প্রতি (চিত্রকেতুর প্রতি) ক্রুদ্ধ হন নাই, কিন্তু তাঁহারাও শিবের ন্যায় মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন। চিত্রকেতুর শিবনিন্দা করাই যদি অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে সভাসদ্বর্গ কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতেন, জানিতে হইবে (বিশ্বনাথ) ॥ ৯ ॥

ইত্যতদ্বীর্য্যবিদুষি ব্রুবাণে বহ্বশোভনম্।
রুষাহ দেবী ধৃষ্টায় নির্জিতাত্মাভিমানিনে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অতদ্বীর্য্যবিদুষি (ন তস্য বীর্য্যং প্রভাবং বেত্তি ইতি অতদ্বীর্য্যবিদ্বান্ তস্মিন্) ইতি (পূর্ব্বোক্ত-রূপং) বহু অশোভনম্ (ঈশ্বরশিক্ষালক্ষণম্ অনুচিতং) ব্রুবাণে সতি নির্জ্জিতাত্মাভিমানিনে (জিতেন্দ্রিয়ঃ অহম্ ইতি অভিমানবতে) ধৃষ্টায় (নিঃশঙ্কায়, তস্মৈ চিত্র-কেতবে) দেবী (পার্ব্বতী) রুষা (ক্রোধেন) আহ ॥১০॥

অনুবাদ—চিত্রকেতু তাঁহাদের প্রভাব না জানিয়া শিবের প্রতি শাসনব্যঞ্জক এইরূপ বহু অনুচিত বাক্য বলিলে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই জিতাত্মাভিমানী ধৃষ্টকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন তস্য বীর্য্যং প্রভাবং বেত্তীতি তস্মিন্ ন হি স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ কস্যাচিদপি শিক্ষয়া কিমপি করোতীতি ভাবঃ। অশোভনং ব্রুবাণে ইতি জগদীশ্বরে-নীতি শিক্ষণানৌচিত্যাৎ ধৃষ্টায় নিঃশঙ্কভাষিত্বাদতিপ্রগল্ভায় নিঃশেষেণ জিতো ময়া প্রেমবশীকৃতঃ আত্মা পরমাত্মা সঙ্কর্ষণোঽপীত্যভিমানবতে। রুষেতি তু মহাদেব-সভ্যয়োরভিপ্রায়স্যাজ্ঞানাদেব রুড়িয়মিতি ন ব্যাখ্যেয়া ; কিন্তু বহ্বব্রুবাণ ইতি হিতমপ্যেতদস্মদনুপাদিৎসিতময়ং নৈকদ্বান্ বারান্ নাপি ত্রিচতুরান্ কিন্তু বহূনেব বারান্ ব্রুতে ইতি ক্রোধে কারণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতদ্বীর্য্য-বিদুষি'—যে মহাদেবের প্রভাব জানে না, সেই চিত্রকেতুর প্রতি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর কাহারও শিক্ষার দ্বারা কিছুই করেন না—এই ভাব। 'অশোভনং ব্রুবাণে'—অশোভন বাক্য বলিতে থাকিলে, যেহেতু জগদীশ্বরকে নীতি শিক্ষাদান অনৌচিত। 'ধৃষ্টায়'—অসংযতভাষী বলিয়া অতিশয় প্রগল্ভ। 'নির্জ্জিতাত্মাভিমানিনে'—নিঃশেষে আমি পরমাত্মা সঙ্কর্ষণকেও প্রেমে বশীভূত করিয়াছি, এইরূপ অভিমানী সেই ধৃষ্ট চিত্রকেতুকে (ক্রোধভরে দেবী এইরূপ বলিয়াছিলেন)। 'রুষা'—মহাদেব এবং সভ্যগণের অভিপ্রায় না জানায় দেবীর এই ক্রোধ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না, কিন্তু 'বহ্বব্রুবাণে'—হিতকর হইলেও আমাদের পক্ষে অগ্রহণীয় (তিরস্কার-সদৃশ) অনেক অসঙ্গত বাক্য, একবার দুইবার নয়, তিনবার চারিবার নয়, কিন্তু বারম্বার এই প্রকার বলিতেছে—ইহা ক্রোধের কারণ বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

———

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

অয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
অস্মদ্বিধানাং দুষ্টানাং নির্ল্লজ্জানাঞ্চ বিপ্রকৃৎ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপার্ব্বতী উবাচ,—অধুনা লোকে (অস্মিন্ লোকে) অয়ং বিপ্রকৃৎ (বিরুদ্ধং প্রকর্ষেণ করোতি যঃ সঃ) অস্মদ্বিধানাম্ (অস্মদ্দৃশজনানাং) নির্ল্লজ্জানাং দুষ্টানাং চ শাস্তা (শিক্ষকঃ) দণ্ডধরঃ প্রভুঃ (সমর্থঃ এব) কিম্ ? ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—(অহো), সম্প্রতি এই বিরুদ্ধকারী ব্যক্তিই ইহ-জগতে আমাদের মত নির্ল্লজ্জ দুষ্টলোকের শাসনকর্ত্তা, দণ্ডধারী ও একমাত্র প্রভু নাকি ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বিশেষেণ প্রকর্ষং করোতীতি বিপ্রকৃৎ শাসনেন হিতকৃদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রকৃৎ'—বিশেষভাবে প্রকর্ষ করিতেছে, অর্থাৎ শাসনের দ্বারা (আমাদের) হিতকর্ত্তা—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

———

ন বেদ ধর্ম্মং কিল পদ্মযোনি-
র্ন ব্রহ্মপুত্রা ভৃগুনারদাদ্যাঃ।
ন বৈ কুমারঃ কপিলো মনুশ্চ
যে নো নিষেধন্ত্যতিবর্ত্তিনং হরম ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—পদ্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) ধর্ম্মং ন বেদ (জানাতি) ; কিল ন চ ব্রহ্মপুত্রাঃ ভৃগুনারদাদ্যাঃ, ন বৈ কুমারঃ (সনৎকুমারঃ) কপিলঃ মনুঃ (এতে ধর্ম্মং ন বিদুঃ) ; (যতঃ) যে (ব্রহ্মাদ্যাঃ) অতিবর্ত্তিনং (শাস্ত্রমতিক্রম্য বর্ত্তনশীলং) হরং (মহাদেবং) নো নিষেধন্তি (ন নিবারয়ন্তি, অয়ং তু অধুনা নিষেধয়তি ইত্যুপালম্ভঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—(অহো) পদ্মযোনি ব্রহ্মা কি ধর্ম্ম বুঝেন না ? এবং ব্রহ্মপুত্র ভৃগুনারদাদি ঋষিগণেরও কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই ? সনৎকুমার, মনু, কপিল প্রভৃতির কি ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না ? তন্নিমিত্তই তাহারা (বোধ হয়) এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্মকারী শঙ্করকে এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবারিত করিতেছেন না ! (বর্ত্তমানে এই ব্যক্তিই যেন আমাদিগকে এইরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারিত করিবার জন্য আগমন করিয়াছে) ! ১২ ॥

———

এষামনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মং
জগদ্‌গুরুং মঙ্গলমঙ্গলং স্বয়ম্।
যঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ পরিভূয় সূরীন্
প্রশাস্তি ধৃষ্টস্তদয়ং হি দণ্ড্যঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ (ক্ষত্রিয়াধমশ্চিত্রকেতুঃ) সূরীন্ (ব্রহ্মাদীন্) পরিভূয় (তিরস্কৃত্য অজ্ঞান্ মত্বা)

এষাং (ব্রহ্মাদীনাম্) অনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মম্ (অনু নিরন্তরং ধ্যেয়ং পদাব্জযুগ্মং যস্য তং) জগদ্‌গুরুং (সর্ব্বপূজ্যং) মঙ্গলমঙ্গলং (পরমধর্ম্মমূর্ত্তিং শিবং) স্বয়ং ধৃষ্টঃ (সন্) প্রশাস্তি ; তৎ (তস্মাৎ) অয়ং দণ্ড্যঃ (এব ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে ক্ষত্রিয়াধম চিত্রকেতু ব্রহ্মাদি দেবগণকে অজ্ঞান মনে করিয়া, তাঁহারা যাঁহার চরণকমলযুগল ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই জগৎপূজ্য পরমধর্ম্মমূর্ত্তি শিবকে ধৃষ্টভাবে শাসন করিতেছে, অতএব ইহাকে অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—গরিভূয় মুহুরপি কঠোরোক্ত্যা তিরস্কৃত্য সূরীন্ এতৎ সভাসদোঽপ্যনভিজ্ঞান্ জ্ঞাত্বা পরিভূয় জগদ্‌গুরুং প্রশাস্তি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিভূয়'—বারম্বার কঠোর বাক্যের দ্বারা তিরস্কারপূর্ব্বক 'সূরীন্'—এই সভাসদ্‌গণকে অজ্ঞ মনে করিয়া জগদ্‌গুরুকে শাসন করিতেছে ॥ ১৩ ॥

———

নায়মর্হতি বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণম্ ।
সম্ভাবিতমতিঃ স্তব্ধঃ সাধুভিঃ পর্য্যুপাসিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং সম্ভাবিতমতিঃ (সম্ভাবিতা অহমধিকং ইতি কৃতা মতিঃ যেন সঃ) স্তব্ধঃ (অনম্রঃ) সাধুভিঃ পর্য্যুপাসিতং (পরিসেবিতং) বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণম্ (অস্মিন্ জন্মনি) ন অর্হতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ আত্মাভিমানী দুর্ব্বিনীত এই ব্যক্তি ইহজন্মে সাধু-পরিসেবিত ভগবান্ নারায়ণের পাদমূলে অবস্থান করিবার অযোগ্য ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সম্ভাবিতা অহং মহাভক্ত ইত্যভিমানবতী মতির্যস্য সঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সম্ভাবিতমতিঃ'—আমি একজন মহাভক্ত, এইরূপ অভিমানবতী মতি যাহার, সেই চিত্রকেতু ॥ ১৪ ॥

———

অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্ম্মতে ।
যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্ত্তা পুত্র কিল্বিষম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (হে) দুর্ম্মতে, (হে) পুত্র, যথা ইহ (সংসারে) ভূয়ঃ (ইতঃ পরং পুনরপি) মহতাং (বিষয়ে) কিল্বিষম্ (অপরাধং) ন কর্ত্তা (ন করিষ্যসি তথা) পাপীয়সীম্ অসুরীং যোনিং যাহি ॥১৫॥

অনুবাদ—ওহে দুর্ম্মতি, অতএব তুমি সেইরূপ পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর। হে পুত্র, যাহাতে পুনর্ব্বার আর সাধুদিগের প্রতি ইহলোকে অপরাধ করিতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অভিশাপান্তরমেব অহো কিং নিরপরাধো হরিভক্তঃ শপ্ত ইতি পশ্চাত্তাপবতী প্রাহ,—হে পুত্রেতি। মাতা যথা দুর্নয়ং পুত্রং স্বহস্তেন প্রহরতি প্রকৃত্যৈব পুনঃ স্নিহ্যতি তথৈব ত্বামহমদণ্ডয়মিতি ভাবঃ। অতএব মাতৃ-সমুচিতমেবাহ,—ভূয় ইতি। বাল্যক্রীড়া-চাপল্যেন পরগৃহ-বিপ্রিয়কারিণং শিশুং প্রহৃত্য মাতা যথা ব্রূতে,—হে অদান্ত, পুনরেবং ন করিষ্যসীতি তদ্বদেবেত্যর্থঃ। অতএব ভবান্যাঃ সোঽভিশাপশ্চিত্রকেতুং নাপচকার, প্রত্যুত বৃত্রজন্মনি প্রেমা বৃদ্ধিমেব প্রাপ। সত্যাং প্রেমসম্পত্তৌ ভক্তানাং পার্ষদতনুত্বদৈত্যতনুত্বয়োরবিশেষ-মননাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভিশাপ প্রদানের পরই, অহো! কিজন্য একজন নিরপরাধ হরিভক্তকে অভিশাপ দিলাম—এইরূপ অনুতপ্তা হইয়া দেবী বলিতেছেন—'হে পুত্র!' ইত্যাদি। মাতা যেরূপ দুর্ব্বিনীত পুত্রকে স্বহস্তে প্রহার করিয়া স্বভাবতঃই আবার স্নেহ করেন, তদ্রূপই তোমাকে আমি দণ্ড দিলাম—এই ভাব। অতএব মাতার মতই বলিতেছেন—'ভূয়ঃ' ইত্যাদি। বাল্যক্রীড়ার চাপল্যহেতু পরগৃহে অনিষ্টকারী শিশুকে প্রহার করিয়া মাতা যেমন বলেন—হে দুর্দ্দান্ত! পুনরায় এই প্রকার করিবে না, তাহার ন্যায়ই দেবী বলিলেন—এই অর্থ। অতএব ভবানীর সেই অভিশাপ চিত্রকেতুর কোন অপকার করে নাই, প্রকারান্তরে বৃত্রজন্মে প্রেম বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। প্রেমসম্পত্তি থাকিলে ভক্তগণের পার্ষদদেহ ও দৈত্যদেহের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যবোধ থাকে না ॥১৫

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবং শপ্তশ্চিত্রকেতুর্বিমানাদবরুহ্য সঃ ।
প্রসাদয়ামাস সতীং মূর্দ্ধ্না নম্রেণ ভারত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভারত ! সঃ চিত্রকেতুঃ এবং (প্রকারেণ) শপ্তঃ (অভিশপ্তঃ সন্) বিমানাৎ অবরুহ্য সতীং (পার্ব্বতীং) নম্রেণ মূর্দ্ধা (নম্রীভূতেণ শিরসা) প্রসাদয়ামাস ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক অবনত-মস্তকে সতীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

শ্রীচিত্রকেতুরুবাচ—

প্রতিগৃহ্ণামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে।
দেবৈর্মর্ত্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্ব্বদিষ্টং হি তস্য তৎ ॥১৭

অন্বয়ঃ—চিত্রকেতুঃ উবাচ,—(হে) অম্বিকে ! তে (তব) শাপম্ (অহম্) আত্মনঃ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্ণামি ; হি (যস্মাৎ) দেবৈঃ মর্ত্ত্যায় যৎ (সুখং দুঃখং বা) প্রোক্তং, তৎ তস্য পূর্ব্বাদিষ্টং (প্রাচীনকর্ম্ম প্রাপ্তমেব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—চিত্রকেতু বলিলেন,—হে অম্বিকে, আপনি যে আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, তাহা আমি স্বীয় অঞ্জলি-দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, যেহেতু দেবগণ মানুষকে তাহাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুসারেই সুখ বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিগৃহ্ণামীতি মমানেন শাপেন কাপি ক্ষতির্ন ভবিষ্যতি মহাদেবে ত্বয্যপ্যকৃতাগরাধত্বাদিতি ভাবঃ। নিরাগস্কায় মহ্যং শপ্তবত্যাস্তবাপি নাত্র কোঽপি দোষ ইত্যাহ,—দেবৈরিতি। পূর্ব্বদিষ্টং প্রাচীনকর্ম্মপ্রাপ্তমিতি, ভক্তস্য তস্য স্বস্মিংস্তথা ভাবনা দৈন্যেন সমুচিতৈব, বস্তুতস্তু জাতপ্রেম্নস্তস্য কুতঃ কর্ম্মগন্ধোঽপি প্রেমপূর্ব্বদশায়ামেব "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি" ইত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়োক্তেঃ। হরের্ভক্তবশ্যত্বপ্রসিদ্ধির্ভক্তানাং কর্ম্মাধীনত্বে সতি ন সিদ্ধ্যেৎ, ন হি স্বয়ং কর্ম্মাধীনো ভগবন্তমধীনমায়ং বশীকুর্য্যাদিতি। ততশ্চ তস্য শাপানুগ্রহস্বর্গাপবর্গনরকাদিসমদর্শিত্ব-মহাবলখ্যাপনার্থং বিদ্যাধরাধিপত্যকুপথ্যদূরীকরণার্থং স্ববিরহোষ্মণা প্রেমক্ষুদ্বিবর্দ্ধনার্থং স্বীয়বৈকুণ্ঠাগত-স্বচরণ-সাক্ষাৎসেবা-মহামাধুর্য্য-ভোগপ্রদানার্থং চ স্নেহেনৈবান্তঃ-প্রেরিতয়া দেব্যাভিশাপঃ শ্রীসঙ্কর্ষণদেবেনৈব ভগবতা স্নেহবতা পিত্রেব কারিত ইতি তত্ত্বং তত্তৎফলদর্শনাদবগতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিগৃহ্ণামি'—আপনার প্রদত্ত অভিশাপ আমি নিজেই অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিতেছি। এই অভিশাপের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হইবে না, যেহেতু মহাদেবে কিম্বা আপনাতে কোন অপরাধ করা হয় নাই—এই ভাব। নিরপরাধ আমাকে যে শাপ প্রদান করিলেন, তাহাতে আপনারও কোন দোষ নাই, ইহা বলিতেছেন—'দেবৈঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ দেবতাগণ মনুষ্যের সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপরূপে যাহা উচ্চারণ করেন, 'পূর্ব্বদিষ্টং'—উহা তাহার প্রাচীন কর্ম্মদ্বারাই প্রাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্ত চিত্রকেতুর নিজেতে দৈন্যবশতঃ ঐরূপ ভাবনা যুক্তিযুক্তই। বস্তুতঃ জাতপ্রেমী তাহার কর্ম্মগন্ধ কোথায় ? শ্রীমদ্ভাগবতে প্রেমের পূর্ব্বদশাতেই ভক্তের সর্ব্ব কর্ম্মক্ষয় উক্ত হইয়াছে। যেমন শ্রীএকাদশে—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি" (১১। ২০।৩০) অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব ! অখিলাত্মা আমাকে দর্শন করিলে ভক্তের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার), তৎপূর্ব্বক সকল সংশয় এবং সংসারের হেতুভূত কর্ম্মফলসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। আর শ্রীহরির ভক্তবশ্যত্ব প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, ভক্তগণের কর্ম্মাধীনত্ব হইলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু নিজে কর্ম্মের অধীন হইয়া মায়াধীশ শ্রীভগবান্‌কে কখনও বশীভূত করিতে পারা যায় না। অতএব তাহার শাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকাদিতে সমদর্শিত্বরূপ মহাবল-প্রখ্যাপনের নিমিত্ত, বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ কুপথ্য দূরীকরণার্থ, স্বীয় বিরহানলের দ্বারা প্রেমক্ষুধা বর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং বৈকুণ্ঠে স্বীয় চরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবারূপ মহামাধুর্য্যভোগ প্রদানের জন্য, স্নেহশীল পিতার ন্যায় ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব নিজেই দেবীর হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা অভিশাপ ঘটাইয়াছিলেন—এইরূপ তত্ত্ব সেই সেই ফলদর্শনের দ্বারাই অবগত হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

তথ্য—(চিত্রকেতু বলিলেন,—) অভিশাপের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা, আমি মহাদেবের প্রতি এবং আপনার প্রতিও কোন অপরাধ করি নাই। নিরপরাধ আমাকে যে আপনি শাপ

প্রদান করিলেন, তাহাতেও আপনার কোন দোষ নাই ; যেহেতু পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে দেবতাগণের দ্বারাই আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভক্তের পক্ষে দৈন্যবশতঃ আপনাতে এরূপ ভাবনাই যুক্তিযুক্ত ; বস্তুতঃ জাতপ্রেম ভক্তের কর্ম্মগন্ধ কোথায় ? শ্রীমদ্ভাগবতের ১১২।২১ শ্লোকানুসারে প্রেমলাভের পূর্ব্বেই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীহরির ভক্তবশ্যতা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ; ভক্তের কর্ম্মাধীনত্ব কখনই হইতে পারে না ; তাঁহার পাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকাদি তুল্যদর্শিত্বরূপ মহাবল-প্রদর্শনার্থ. বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ কুপথ্য-দূরীকরণার্থ স্বীয় বিরহরূপ অনলের দ্বারা প্রেমক্ষুধা-বর্দ্ধনার্থ এবং বৈকুণ্ঠে স্বীয় শ্রীচরণযুগলের সেবারূপ মহামাধুর্য্যভোগ-প্রদানার্থই ভগবান্ সঙ্কর্ষণ স্বয়ংই দেবীর হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা শাপ প্রদান করিয়া ভক্ত চিত্রকেতুর প্রতি স্নেহশীল পিতার তুল্যই আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন (বিশ্বনাথ)।। ১৭ ।।

———

সংসারচক্র এতস্মিন্ জন্তুরজ্ঞানমোহিতঃ।
ভ্রাম্যন্ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—অজ্ঞানমোহিতঃ (অজ্ঞানাবদ্ধঃ) জন্তুঃ (জীবঃ) এতস্মিন্ সংসারচক্রে ভ্রাম্যন্ সর্ব্বদা (সর্ব্বকালে) সর্ব্বত্র (দেশে চ) সুখং দুঃখং চ ভুঙ্‌ক্তে (অতঃ অত্র মম তব চ দোষঃ নাস্তি) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—অবিদ্যাছন্ন জীব এই সংসার-বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সকল দেশে সকল সময়ে (প্রাক্তন কর্ম্মফল) সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। (অতএব হে দেবি, এই শাপপ্রদান সম্বন্ধে আমার বা আপনার কোন দোষ লক্ষিত হইতেছে না) ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—অয়ঞ্চ সংসারচক্রঃ স্বভাব এব ন চিত্র ইত্যাহ,—সংসারেতি ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর এই যে সংসারচক্র (জীবের জন্ম-মরণরূপ প্রবাহ), তাহা স্বাভাবিকই, উহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই, ইহা বলিতেছেন—'সংসারচক্রে' ইত্যাদি (অর্থাৎ অজ্ঞানমোহিত জীব এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বদাই সকল যোনিতেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।)।। ১৮ ।।

———

নৈবাত্মা ন পরশ্চাপি কর্ত্তা স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ।
কর্ত্তারং মন্যতেঽত্রাজ্ঞ আত্মানং পরমেব চ ।। ১৯ ।।

অন্বয়ঃ—অত্র (সংসারে) সুখদুঃখয়োঃ কর্ত্তা আত্মা (স্বয়ং) ন স্যাৎ ; (তথা) পরঃ (মিত্রশত্রুপ্রভৃতিঃ) অপি নৈব (স্যাৎ) ; অজ্ঞঃ (অতিমূর্খঃ এব জনঃ) আত্মানং পরং (বা) (সুখদুঃখয়োঃ) কর্ত্তারং মন্যতে ।। ১৯ ।।

অনুবাদ—এই সংসারে স্বয়ং শত্রুমিত্র প্রভৃতি অন্য কেহ সুখদুঃখের কর্ত্তা নহে, কিন্তু অজ্ঞজন নিজকে অথবা অন্যকে এ বিষয়ে সুখদুঃখের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে ।। ১৯ ।।

বিশ্বনাথ—অপ্রাজ্ঞোঽবিবেকী ।। ১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজ্ঞঃ'—অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিই নিজেকে বা অপরকে সুখ-দুঃখের কর্ত্তা মনে করে (অতএব আপনি যে আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন—এ বিষয়ে আমার বা আপনার কোন দোষ নাই—এই ভাব।)।। ১৯ ।।

মধ্ব—

যত্তদ্ভগবতা ক্লিপ্তং তদেব নিয়তং ভবেৎ ।। ১৯ ।।

———

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো ন্বনুগ্রহঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা ।।২০

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ গুণপ্রবাহে (গুণানাং মায়াময়ানাং প্রবাহে সংসারে) কঃ শাপঃ ? কঃ নু অনুগ্রহঃ ? কঃ স্বর্গঃ ? কঃ বা নরকঃ ? সুখং দুঃখম্ এব বা কিম্ ? (ন কিম্ অপি ইত্যর্থঃ) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—এই সংসারটীই মায়াময় গুণপ্রবাহস্বরূপ। সুতরাং ইহাতে শাপই কি ? তাহার অনুগ্রহই বা কি ? স্বর্গই কি ? স্বর্গচ্যুতিতে নরকই বা কি ? আর সুখদুঃখই বা কি ? অর্থাৎ ইহাদের কাহারও বাস্তবিক সত্তা নাই ।। ২০ ।।

বিশ্বনাথ—এবং তাবৎ সুখদুঃখাদিকমঙ্গীকৃত্যোক্তম্। ইদানীন্তু লবণাকরে পতিতঃ সর্ব্বো লবণরস

ইব সংসারে সর্ব্ব এব পদার্থঃ সংসার ইতি সুখদুঃখাদিভেদাবগমো নোপপদ্যতে ইত্যাহ,—গুণপ্রবাহ ইতি। নহ্যতলস্পর্শপ্রবাহমধ্যে পতিতস্য যাবত্তটানবাপ্তিঃ তাবৎ কিমপি বস্তুতঃ সুখায়েত্যতঃ শাপানুগ্রহাদিকং সর্ব্বমপি দুঃখমেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে সুখ-দুঃখাদি অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন। সম্প্রতি কিন্তু লবণ-সমুদ্রে পতিত সমস্ত বস্তুই যেরূপ লবণ-রসময় হয়, তদ্রূপ এই সংসারে সর্ব্বপদার্থই সংসার (অর্থাৎ সম্যক্ ভ্রাম্যমাণ, মায়াময় গুণপ্রবাহরূপ), ইহাতে সুখ-দুঃখাদি ভেদবুদ্ধি যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা বলিতেছেন—'গুণপ্রবাহ' ইত্যাদি। অতলস্পর্শী প্রবাহমধ্যে পতিত ব্যক্তির যতক্ষণ তটপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ বাস্তবিক পক্ষে কোন বস্তুই তাহার নিকট সুখকর হয় না, অতএব শাপ বা অনুগ্রহাদি সমস্ত কিছুই দুঃখময়ই—এই ভাব ॥ ২০ ॥

———

একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবানাত্মমায়য়া।
এষাং বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ সুখং দুঃখঞ্চ নিষ্কলঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—নিষ্কলঃ (শুদ্ধঃ) একঃ (অসহায়ঃ এব) ভগবান্ আত্মমায়য়া (নিজশক্তিরূপয়া) ভূতানি (প্রাণিনঃ) সৃজতি; এষাং (প্রাণিনাং মায়াংশভূতয়া অবিদ্যয়া) বন্ধং, (বিদ্যয়া) মোক্ষং চ (সত্ত্বেন) সুখং (তমসা) দুঃখং চ (সৃজতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বন্ধমোক্ষশূন্য একমাত্র ভগবানই তদীয় মায়াদ্বারা প্রাণিবর্গকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়াংশভূত অবিদ্যাদ্বারা তাহাদের বন্ধ ও বিদ্যাদ্বারা মুক্তিবিধান এবং সত্ত্বগুণে সুখ ও রজোগুণে দুঃখ প্রদান করেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হ্যত্র গুণপ্রবাহে কো বা পাতয়িতা কোবাস্মাদুদ্ধর্ত্তেতি চেদ্ভগবানেবেত্যাহ,—এক ইতি। আত্মমায়য়া রজসা সৃজতি সত্ত্বেন পালয়তি তমসা সংহরতি। এষাং বন্ধঞ্চাবিদ্যয়া সৃজতি বিদ্যয়া মোক্ষঞ্চ সত্ত্বেন সুখং তমসা দুঃখঞ্চ। নিষ্কলঃ কলা মায়া তদ্রহিতঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে জীবগণকে এই গুণপ্রবাহে কে পাতিত করেন, কে বা উদ্ধারকর্ত্তা? তাহার উত্তরে—ভগবানই, ইহা বলিতেছেন—'একঃ' ইত্যাদি, একমাত্র নিরঞ্জন শ্রীভগবান্‌ই নিজ মায়াদ্বারা রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন এবং তমোগুণে সংহার করিয়া থাকেন। 'এষাং বন্ধঞ্চ'—তাহাদের বন্ধন, অর্থাৎ মায়াংশভূত অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন সৃষ্টি করেন, এইরূপ বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ, সত্ত্বের দ্বারা সুখ এবং তমোগুণের দ্বারা দুঃখ (সৃষ্টি করেন)। 'নিষ্কলঃ'—কলা বলিতে মায়া, তদ্‌রহিত, অর্থাৎ ভগবান্ মায়ার বন্ধনাদি শূন্য ॥ ২১ ॥

———

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো
ন জ্ঞাতিবন্ধু ন পরো ন চ স্বঃ।
সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জনস্য
সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বত্র সমস্য নিরঞ্জনস্য (অবিদ্যারহিতস্য) তস্য (ভগবতঃ) ন কশ্চিৎ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ অস্তি); প্রতীপঃ (অপ্রিয়ঃ শত্রুঃ) ন (নাস্তি); জ্ঞাতিঃ (সপিণ্ডঃ তস্য ভগবতঃ) ন (নাস্তি); বন্ধুঃ চ (বিবাহাদিনা সম্বন্ধী অপি) ন (নাস্তি); ন চ পরঃ (পরকীয়ঃ অস্তি); ন চ স্বঃ (স্বকীয়ঃ অস্তি অতএব তন্নিমিত্তে) সুখে রাগঃ ন (অস্তি অতঃ) কুতঃ এব রোষঃ (রোষস্য তু রাগপূর্ব্বকত্ব নিয়মাৎ তদভাবে স কুতঃ স্যাৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ সর্ব্বভূতে সম, সুতরাং তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় জ্ঞাতি বা বন্ধু, এবং পর বা আত্মীয় কেহ নাই। অতএব সেই নিঃসঙ্গ পুরুষের সুখে অনুরাগ নাই। সুতরাং রোষ কোথা হইতে আসিবে, (যেহেতু পূর্ব্বে অনুরাগ না থাকিলে রোষ হয় না) ॥ ২২।

বিশ্বনাথ—ননু তস্য কশ্চিৎ প্রিয়োঽপ্রিয়শ্চ জীবোঽবশ্যং বর্ত্ততএব যতঃ কমপি বধ্নাতি কমপি মোচয়তি কমপি সুখয়তীত্যত আহ,—নেতি। ন জ্ঞাতির্ন বন্ধুঃ তত্র হেতুঃ সর্ব্বত্র সমস্য সমত্বে হেতুঃ নিরঞ্জনস্য অঞ্জনং মায়া তদ্রহিতস্য। অতএব সুখে বিষয়সুখে রাগ আসক্তির্নাস্তি বিষয়সুখপ্রাতিকূল্যে রোষো দ্বেষঃ কুতঃ স্যাৎ যদুক্তং—ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবিতি ততএব রাগদ্বেষ-

মূলকৌ দয়িতপ্রতীপৌ তস্য ন স্ত ইতি ভাবঃ ॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—সেই ভগবানের কোন প্রিয় ও অপ্রিয় জীব অবশ্যই আছে, যেহেতু কাহাকেও বন্ধন করিতেছেন, কাহাকেও মুক্ত করিতেছেন, আবার কাহাকেও সুখী করিতেছেন ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ন তস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়, অপ্রিয়, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয় বা পর বলিয়া কেহ নাই)। 'ন জ্ঞাতিঃ, ন বন্ধুঃ'—তাঁহার কোন জ্ঞাতি বা বন্ধু নাই, তাহার কারণ 'সর্ব্বত্র সমস্য'—তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। তাহার হেতু—'নিরঞ্জনস্য', অঞ্জন বলিতে মায়া, তদ্রহিত, অর্থাৎ তিনি মায়া-সম্বন্ধ-শূন্য। অতএব 'সুখে'—সুখ বলিতে বিষয়সুখে তাঁহার কোন আসক্তি নাই, আর যাহা বিষয়ের প্রতিকূল, তাহাতে কিপ্রকারে বিদ্বেষ হইতে পারে ? যেমন শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" (৩।৩৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে আসক্তি ও দ্বেষ বিশেষভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই রাগদ্বেষের বশীভূত হইবে না, উহা সাধকের পরিপন্থী (বিরোধী)। অতএব রাগ-দ্বেষমূলক প্রিয় বা অপ্রিয় তাঁহার নাই এই ভাব ॥ ২২ ॥

মধ্ব—

সেবাযোগ্যাতিরেকেণ স্বনামপি ন দাস্যতি।
অপরাধাতিরেকেণ নান্যস্যাতঃ সমো হরিঃ॥
ইতি মাহাত্ম্যে ॥ ২২ ॥

তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ এষাং
সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায়।
বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণাং সংসৃতয়েঽবকল্পতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদ্যপ্যেবং) তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গঃ (তস্য শক্ত্যা মায়য়া বিসর্গঃ পুণ্যপাপাদিলক্ষণং কর্ম্ম) এষাং শরীরিণাং সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায় বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ (মৃত্যবে জন্মনে চ) সংসৃতয়ে (সংসারার্থং চ) অবকল্পতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যদিও তিনি নিঃসঙ্গ, তাঁহার কেহ প্রিয় ও অপ্রিয় নাই, তথাপি তিনি তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা পুণ্য-পাপ প্রভৃতি কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া এই সকল জীবের সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, বন্ধ, মোক্ষ ও জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারের হেতু হন। (তাৎপর্য্য এই যে, —ভগবান্ মূল কর্ত্তা হইলেও স্বয়ংরূপে তিনি জীবের সুখ, দুঃখ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতির হেতু হন না ; জীবের কর্ম্মফলানুসারে গুণমায়াই পুণ্যপাপাদি কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া জীবের জন্ম মৃত্যুর হেতু হয়) ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তস্য সাম্যঞ্চেত্তর্হি কথং কমপি স সুখয়তি কমপি দুঃখয়তীত্যত্রাহ,—তথাপীতি। যদ্যপি স সর্ব্বত্র সমস্তদপি তস্য শক্ত্যা মায়য়া যো বিসর্গঃ অনাদিপুণ্যপাপাদিলক্ষণ-কর্ম্মপরম্পরা স এব সুখাদ্যর্থমবকল্পতে। অয়মর্থঃ—যদ্যপি মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বাৎ স এব সুখদুঃখাদিকং সৃজতীতি তস্য বৈষম্যমেব, তদপি মায়ায়াঃ স্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ স ন সুখদুঃখাদি সৃজতীতি বস্তুতস্তস্য সাম্যমেব যথা মায়িকবিশ্বস্য ভগবদ্রূপত্বেঽপি ন ভগবৎস্বরূপভূতত্বমিতি যথা সূর্য্যসম্বন্ধিন আতপস্য ঘূককুমুদাদীনাং দুঃখদত্বেন চক্রবাককমলাদীনাং সুখদত্বেন বৈষম্যেঽপি সূর্য্যস্য তেষু বৈষম্যং কোঽপি ন বর্ণয়তি তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই প্রকার যদি ভগবানের সাম্যই হয়, কিজন্য তবে কাহাকেও তিনি সুখী করিতেছেন, আবার কাহাকেও দুঃখ দিতেছেন ? ইহাতে বলিতেছেন—'তথাপি' ইত্যাদি। যদিও তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, তথাপি তাঁহার মায়াশক্তির যে বিসর্গ, অর্থাৎ পাপাদিরূপ যে কর্ম্মপরম্পরা, তাহাই সুখ-দুঃখাদির নিমিত্ত সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থ—যদিও মায়া তাঁহার শক্তি হেতু তিনিই সুখ-দুঃখাদি সৃষ্টি করেন, ইহাতে তাঁহার বৈষম্যই, তথাপি মায়া তাঁহার স্বরূপ শক্তি নহে বলিয়া তিনি সুখ-দুঃখাদি সৃষ্টি করেন না, ইহাতে বস্তুতঃ তাঁহার সাম্যই, যেমন মায়িক বিশ্ব ভগবদ্রূপ হইলেও শ্রীভগবানের স্বরূপভূত নহে। যেমন সূর্য্যকিরণের ঘূক (পেঁচা), কুমুদ প্রভৃতির দুঃখদত্বরূপে এবং চক্রবাক, কমল প্রভৃতির সুখপ্রদত্বরূপে বৈষম্য থাকিলেও, তাহাদের প্রতি সূর্য্যের বৈষম্য রহিয়াছে—এইরূপ কেহ বলে না, তদ্রূপ

(শ্রীভগবানেরও বৈষম্য বলা যায় না)—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি ।
যন্মন্যসে হ্যসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভামিনি, (হে কোপনে), (হে) সতি ! অথ (তস্মাৎ) ত্বাং শাপমোক্ষায় ন প্রসাদয়ে (ন অনুনয়ামি, সুখদুঃখয়োঃ স্বকর্ম্মাধীনত্বাৎ) মম উক্তম্ (উক্তিং) হি যৎ (সাধ্বপি) অসাধু মন্যসে, তৎ ক্ষম্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে ভামিনি, (অকারণ ক্রোধ-স্বভাব-বিশিষ্টে) ! অতএব আমার শাপমুক্তির জন্য আপনাকে অনুনয় করিতেছি না। (যেহেতু সুখদুঃখ মানুষের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হয়) আমার বাক্য সঙ্গত হইলেও যে আপনি তাহা অসঙ্গত মনে করিতেছেন তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতএব ত্বাং কেবলং প্রসাদয়ামি ন তু শাপমোক্ষায়। হে ভামিনি, অবিচারেণ কোপনে! ননু তর্হি কিং প্রসাদনেন ? তত্রাহ—ময়োক্তং সাধ্বপি যদসাধু মন্যসে, তদসাধ্বেবাস্তু ত্বয়া ক্ষম্যতাং মম তু শাপে শাপান্তে বা দুঃখসুখয়োরভাবস্ততঃ প্রসন্নাপি শাপান্তং মা কার্ষীরিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অতএব আপনাকে কেবল প্রসন্ন করিতেছি, কিন্তু উহা শাপমোচনের জন্য নহে। 'হে ভামিনি !'—অবিচারে কোপনশীলে ! যদি বলেন—তাহা হইলে কিজন্য আমাকে অনুনয় করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—আমার সাধু (সঙ্গত) বাক্যও যে আপনি অনুচিত মনে করিতেছেন, তাহা অসাধুই হউক, উহা আপনি ক্ষমা করিবেন। আমার কিন্তু শাপ বা শাপমোচনে দুঃখ বা সুখের অভাবই, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়াও যেন শাপমোচন না করেন—এই ভাব ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি প্রসাদ্য গিরিশৌ চিত্রকেতুররিন্দম ।
জগাম স্ববিমানেন পশ্যতোঃ স্ময়তোস্তয়োঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) অরিন্দম, চিত্রকেতুঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) গিরিশৌ (ভবানী-শঙ্করৌ) প্রসাদ্য পশ্যতোঃ স্ময়তোঃ (শাপশ্রবণেনাপি দুঃখং ন করোতি ইতি বিচিন্ত্য বিস্ময়ং কুর্ব্বতোঃ) তয়োঃ (সমীপে এব) স্ববিমানেন জগাম ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে শত্রুদমন রাজন্, চিত্রকেতু এইরূপে শঙ্কর ও ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের সমক্ষেই স্বকীয়-বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শাপশ্রবণেও চিত্রকেতু ভীত হইলেন না দেখিয়া ভবানী ও শঙ্কর উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্ময়তো বিস্ময়বতোঃ সতোঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ময়তোঃ'—বিস্ময়াপন্ন ভবানী ও শঙ্করের (সমক্ষেই চিত্রকেতু নিজ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।) ॥ ২৫ ॥

ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ ।
দেবর্ষিদৈত্যসিদ্ধানাং পার্ষদানাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তু ভগবান্ রুদ্রঃ শৃণ্বতাং দেবর্ষিদৈত্য-সিদ্ধানাং পার্ষদানাং চ (সমক্ষে) রুদ্রাণীম্ ইদম্ অব্রবীৎ (এবং কথয়ামাস) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ রুদ্র, দেবর্ষি, দৈত্য, সিদ্ধপারিষদ্‌বর্গের সমক্ষে রুদ্রাণীকে এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ—

দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
মাহাত্ম্যং ভৃত্যভৃত্যানাং নিস্পৃহাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুদ্রঃ উবাচ,—(হে) সুশ্রোণি), (সুন্দরি), অদ্ভুতকর্ম্মণঃ হরেঃ নিঃস্পৃহাণাং মহাত্মনাং ভৃত্যভৃত্যানাং (ভৃত্যানাং নারদাদীনাং যে ভৃত্যাঃ সেবকাঃ চিত্রকেতু-প্রভৃতয়ঃ তেষাং) মাহাত্ম্যং (ত্বং) দৃষ্টবতী অসি (অবলোকয়সি কিম্) ? ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে সুন্দরি, যাঁহারা অলৌকিক কর্ম্ম-সম্পাদক শ্রীহরির ভৃত্যের ভৃত্য,

বিষয়সুখে নিস্পৃহ চিত্রকেতু প্রভৃতি মহাত্মার মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহা দেখিলে ত' ? ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে সুশ্রোণি, ইতি ত্বং সৌন্দর্য্যগুণৈরেবাধিক্যমাহাত্ম্যাসি ন তু ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিরিতি পরিহাসো ধ্বনিতঃ। অদ্ভুতকর্ম্মণ ইতি হরেরিদমদ্ভুতং কর্ম্ম ময়া দৃষ্টং যত্ত্বয়া শাপং দাপয়িত্বা তবাপকর্ষএব তেন কৃতঃ স্বভক্তস্য প্রেমসম্পত্তিরীষদপি ন্যূনতামপ্রাপ্তস্যাগণিতদেবী-শাপত্বরূপপ্রভাবখ্যাপনয়া পরমোৎকর্ষএব কৃতঃ। মহাত্মনামিতি তয়া কোপভরিতয়াপি দত্তোঽভিশাপস্তস্মৈ যদি খল্বীষদপি দুঃখং দাতুমপারয়িষ্যত্তদাপি তে শাপঃ সফলোঽভবিষ্যৎ, হন্ত হন্ত ব্যর্থ এবায়মভূদিত্যতো মহাত্মসু প্রেমিভক্তেষু ত্বয়াদ্যারভ্য নৈবং ব্যবহর্ত্তব্যমিতি শিক্ষা ধ্বনিতা ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—হে সুশ্রোণি ! হে সুন্দরি ! অর্থাৎ তুমি সৌন্দর্য্য-গুণেই অধিক মাহাত্ম্যবতী, কিন্তু ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরগ্যাদির দ্বারা নহে—এইরূপ পরিহাস ধ্বনিত হইয়াছে। 'অদ্ভুতকর্ম্মণঃ'—শ্রীহরির এই অদ্ভুত কর্ম্ম আমি দেখিলাম, যেমন তোমার দ্বারা অভিশাপ প্রদান করাইয়া তোমার অপকর্ষই তিনি সম্পাদন করিলেন, অপর দিকে প্রেমসম্পদের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা প্রাপ্ত না হওয়ায়, দেবীর অভিশাপেও অবিচলতা-প্রভাব খ্যাপনের দ্বারা নিজভক্তের পরমোৎকর্ষই স্থাপন করিলেন। 'মহাত্মনাম্'—কোপবশতঃ তোমার প্রদত্ত অভিশাপ যদি ঈষন্মাত্রও তাহাকে দুঃখ দিতে পারিত, তাহা হইলেও তোমার শাপ সফল হইত। হায় ! হায় ! তোমার অভিশাপ ব্যর্থই হইল ! অতএব প্রেমিভক্ত মহাত্মাগণের প্রতি আজ হইতে আর কখনই এইরূপ ব্যবহার করিবে না—এইরূপ শিক্ষা ধ্বনিত হইল ॥ ২৭ ॥

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে কুতশ্চন ন বিভ্যতি (ভীতাঃ ন ভবন্তি); স্বর্গাপবর্গনরকেষু অপি তুল্যার্থদর্শিনঃ (স্বর্গাদিষ্বেব তুল্যঃ অর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা ভবন্তি) ॥ ২৮ ।

অনুবাদ—নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং মাহাত্ম্যবত্ত্বে ভক্তানাং কো হেতুস্তত্র নারায়ণৈকনিষ্ঠত্বমেব নান্য ইত্যাহ,—নারায়ণেতি। ন কেবলমেতে চিত্রকেতুপ্রভৃতয় এব অপি তু সর্ব্ব এব। স্বর্গেতি ত্রয়াণামেব ভক্তিসুখরাহিত্যোনারোচকত্বাবিশেষাদিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ভক্তজনের এরূপ মাহাত্মবিষয়ে কি হেতু ? তদ্বিষয়ে শ্রীনারায়ণে এক-নিষ্ঠত্বই একমাত্র কারণ, ইহা বলিতেছেন—'নারায়ণ-পরাঃ' ইত্যাদি। কেবলমাত্র এই চিত্রকেতু প্রভৃতি নহে, কিন্তু সকল নারায়ণপরায়ণ ভক্তগণই এইরূপ। 'স্বর্গ' ইত্যাদি, স্বর্গ, অপবর্গ এবং নরক এই তিনটি-তেই ভক্তিসুখরাহিত্যহেতু অরুচিপ্রদ বলিয়া তাঁহারা তুল্য প্রয়োজন দর্শন করেন—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরলীলয়া (ঈশ্বরস্য ভগবতঃ লীলয়া মায়য়া) দেহিনাং দেহসংযোগাৎ সুখং, দুঃখং, মৃতিঃ, জন্ম, শাপঃ, অনুগ্রহঃ এব চ দ্বন্দ্বানি (ভবন্তি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ভগবানের মায়া হইতেই জীবের দেহ-সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, শাপ এবং অনুগ্রহ—এই সকল দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—নারায়ণনিষ্ঠত্বাভাবে ত্বেবং ভবেদিত্যাহ,—দেহিনামিতি। ঈশ্বরলীলয়েতি তদীক্ষণলীলালব্ধ-বলয়া মায়য়েত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নারায়ণ-নিষ্ঠত্বের অভাবে এইরূপই হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'দেহিনাম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ ঈশ্বরের লীলাবশতঃই জীবগণের দেহসম্বন্ধ ঘটিলে উহা হইতে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু এবং পাপ ও অনুগ্রহরূপ দ্বন্দ্ব-ভাবসমূহের উদয় হয়)। 'ঈশ্বরলীলয়া'—ঈশ্বরের লীলা বলিতে তাঁহার

ঈক্ষণরূপ লীলা, তাহাতে লব্ধ অবিদ্যাদি শক্তি-বিশিষ্ট মায়ার দ্বারা—এই অর্থ ॥ ২৯ ॥

অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি।
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—স্রজিবৎ ভিদেব কৃতঃ (সর্পাদিভিদা যথা তথৈব কৃতঃ রজ্জৌ সর্পবুদ্ধিঃ ইব) পুংসঃ আত্মনি অর্থভেদঃ (সুখাদিভেদঃ যথা স্বপ্নে অজ্ঞান-কৃতঃ ভবতি, তথা তেষু সুখদুঃখাদিষু যঃ) গুণদোষ-বিকল্পঃ (সুখাদৌ গুণদৃষ্টিঃ দুঃখাদৌ চ দোষদৃষ্টিঃ সঃ) অবিবেককৃতঃ এব (অবিবেকেন কৃতঃ, মিথ্যা এব ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভ্রান্তিবশতঃ মালাতে যেরূপ সর্পবুদ্ধি হয়, এবং (স্বপ্নে) পুরুষের (জীবের) যেরূপ আপনাতে সুখদুঃখাদি-জ্ঞান অবিবেকবশতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখদুঃখাদিতেও যে গুণদোষ-বিচার (অর্থাৎ সুখে গুণবিচার ও দুঃখে দোষবিচার) তাহাও অবিবেকবশতঃ হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মায়িকমবাস্তবং বস্তু সুখ-দুঃখাদিকমস্থিরত্বাদবস্ত্বিব জানীয়াদিত্যাহ,—অবিবেকেতি। পুংসঃ স্বপ্নে আত্মনি অর্থভেদঃ ক্ষীরভোজন-পুত্রমরণাদিরিব জাগরেঽপি গুণদোষ-বিকল্পঃ সুখ-দুঃখাদিভেদকৃতো জ্ঞেয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্রজি মালায়াং ভিৎ রজ্জুরিয়মিতি সর্পোঽয়মিতি ভেদএব, বৎ যথেত্যর্থঃ। ইব বদ্বেতি সাদৃশ্য ইত্যভিধানাৎ, স্রজি তদিতি পাঠে স্রজি মালায়াং তত্ত্বতো হেতোর্ভিদা ভেদ ইব। প্রথমে পাঠে ভিৎ ক্বিবন্তঃ দ্বিতীয়ে ভিদা টাবন্তঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব মায়িক অবাস্তব বস্তু সুখ-দুঃখাদি অস্থিরত্ব-হেতু মিথ্যাবস্তুর ন্যায় জানিবে, ইহা বলিতেছেন—'অবিবেক-কৃতঃ' ইত্যাদি। অজ্ঞান-কর্তৃক পুরুষের স্বপ্নে আত্মাতে 'অর্থভেদঃ'—ক্ষীর ভোজন, পুত্র মরণাদির ন্যায় জাগরণেও 'গুণ-দোষ-বিকল্প'—সুখ-দুঃখাদি বিভিন্নভাব রচিত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্রজিবৎ ভিৎ এব', মালাতে যেরূপ ইহা রজ্জু, ইহা সর্প, এই ভেদই কল্পিত হয়। এখানে 'বৎ' শব্দ যথা অর্থে, যেমন অভিধানে উক্ত আছে—'ইব, বৎ, বা ইত্যাদি সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়'। 'স্রজি তৎ'—এই পাঠে মালাতে তত্ত্বতঃ হেতুর 'ভিদা' বলিতে ভেদের ন্যায়। 'ভিৎ'—ইহা প্রথম পাঠে ক্বিবন্ত, দ্বিতীয় পাঠে 'ভিদা'—ইহা টাবন্ত প্রয়োগ। (অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞানদ্বারাই মালায় সর্পাদি ভিন্ন বস্তুর কল্পনা হইয়া থাকে, সেইরূপ জগতে মায়িক বস্তুসমূহের মধ্যেও—ইহা গুণ, ইহা দোষ—এরূপ ভেদবিচার অবিবেক-জনিতই হইয়া থাকে) ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

অতোঽন্যোষাং বরঃ শাপো গুণদোষপ্রকর্তৃতা।
স্বতঃ প্রাপ্তাভেদকৃতির্বাসনারূপিণো যথা ॥
বিদ্যমানস্য মনসি পুনঃ স্বপ্নেষু দর্শনম্।
ভগবদ্বশতা যস্মাৎ সর্ব্বেষাং জ্ঞেয়মেব তৎ ॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ২৯-৩০ ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং ন হি কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিম্ উদ্বহতাং (ভক্তিমতাং) জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং (জ্ঞানং বৈরাগ্যং চ বীর্য্যং যেষাং তেষাং) নৃণাম্ (ইহসংসারে) কশ্চিৎ ব্যপাশ্রয়ঃ ন হি কশ্চিদপ্যর্থঃ বিশেষেণ অহং-মমতয়া আশ্রয়ঃ আশ্রয়নীয়ঃ নাস্তি, জ্ঞানেন তন্মূলা-বিদ্যায়াঃ নিবৃত্তত্বাদিতি ভাবঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিমান্ এবং জ্ঞানবৈরাগ্য-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ইহ সংসারে কোনবস্তুই বিশেষভাবে (অর্থাৎ 'ইহা আমার'—এইরূপ বুদ্ধিতে) আশ্রয়ণীয় নাই ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং জ্ঞানিনাং দ্বন্দ্বেষু জ্ঞানাভ্যাসে-নাপ্যবস্তু-বুদ্ধির্দুষ্করা। ভক্তানান্তু জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্ত্যনুভাবরূপত্বাৎ বিনাপি জ্ঞানাভ্যাসেন তেম্বনুসন্ধানমপি ন ভবতীত্যাহ,—বাসুদেব ইতি। ইহ সংসারে কশ্চিদপ্যর্থো বিশেষস্যাকর্ষস্য চাশ্রয়ো নাস্তি, ভক্ত্যনুসন্ধানাদেব মায়িকবস্তূনামুৎকর্ষাপকর্ষানুসন্ধানং নৈব জায়তে ইতি ভক্তানাং তত্ত্বমবধারয়েতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জ্ঞানিগণের সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিষয়ে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারাও অবস্তু-বুদ্ধি

(মিথ্যাত্ব বুদ্ধি) দুষ্কর। ভক্তজনের কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুভাবরূপ বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানাভ্যাস ব্যতিরেকেই সেই সকলে অনুসন্ধানও হয় না, ইহা বলিতেছেন—বাসুদেবে ইত্যাদি। যাঁহারা বাসুদেব-পরায়ণ তাঁহাদের ইহ সংসারে 'কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ'—'এই বস্তু অতি উৎকৃষ্ট' এরূপ বুদ্ধিতে আশ্রয়ণীয় অন্য অর্থ নাই। ভক্তির অনুসন্ধানবশতঃই মায়িক বস্তুসমূহের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসন্ধান (তাঁহাদের চিত্তে) কখনই উৎপন্ন হয় না, এইরূপ ভক্তগণের তত্ত্ব তুমি অবধারণ কর—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ
ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা
ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (রুদ্রঃ) ন বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) ন কুমারনারদৌ ন ব্রহ্মপুত্রাঃ মুনয়ঃ সুরেশাঃ,—এতে বয়ং যস্য (হরেঃ) ঈহিতম্ (অভিপ্রায়ং লীলাং বা) ন বিদামঃ : (তস্য হরেঃ) অংকাংশকাঃ পৃথগীশ-মানিনঃ (ঈশ্বরাভিমানবন্তঃ বয়ং) তৎস্বরূপং (তস্য স্বরূপং ন বিদুরেব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—আমি (শিব), ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, ব্রহ্মপুত্র নারদাদি ঋষিগণ, দেবেন্দ্র প্রভৃতি,—আমরা শ্রীহরির লীলা যেরূপ বুঝিতে পারি না, সেই-রূপ শ্রীহরির অংশের অংশ হইয়াও নিজকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তাভিমানী পুরুষগণও নিশ্চয়ই তাঁহার স্বরূপ উপ-লব্ধি করিতে পারেন না; অথবা আমি (শিব), ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ব্রহ্মপুত্র নারদাদি ঋষিগণ, দেবেন্দ্র প্রভৃতি,—আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমান করি, তাহা হইলে আমরা অংশের অংশ হইয়াও তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইব না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মদাদীনামপি তত্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ,—নাহমিতি। ঈহিতমভিপ্রায়ং লীলাং বা ন বিদাম যতঃ পৃথগীশমানিনঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদেরও তত্ত্ব শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'নাহম্' ইত্যাদি। 'ঈহিতং'—আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বা লীলা কোনরূপেই অব-গত হইতে পারি না, যেহেতু 'পৃথগীশমানিনঃ'—আমরা নিজদিগকে পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করি ॥ ৩২ ॥

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য কশ্চিৎ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ স্বঃ পরঃ অপি বা ন হি অস্তি; সর্ব্বভূতানাম্ আত্মত্বাৎ হরিঃ সর্ব্বভূতপ্রিয়ঃ (সর্ব্বেষাং প্রীতিপ্রদঃ মঙ্গলপ্রদাতা চ ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয়, আত্মীয় বা পর নাই। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী বলিয়া সর্ব্বভূতের প্রিয় ও মঙ্গলদাতা ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরেশ্চ তত্ত্বং শৃণু, ন হীতি। স তু হরিঃ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় এব, তদপি যৎ স কেষাঞ্চিৎ প্রিয়ো ন ভবতি কেষাঞ্চিদ্দ্বেষ্যশ্চ ন ভবতি, তত্র তার-তম্যেন মায়ৈব কারণমিতি তস্মান্মায়ায়াশ্চ তত্ত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরিরও তত্ত্ব শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'ন হি' ইত্যাদি। সেই শ্রীহরি কিন্তু 'সর্ব্বভূতানাং'—সমস্ত প্রাণীর প্রিয়ই, তথাপি যে তিনি কাহারও প্রিয় হন না এবং কাহারও দ্বেষ্যও হন না, তদ্বিষয়ে তারতম্যের মায়াই কারণ, ইহার নিমিত্ত মায়ারও তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ।
সর্ব্বত্র সমদৃক্ শান্তো হ্যহঞ্চৈবাচ্যুতপ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু।
মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য চ অয়ং মহাভাগঃ চিত্রকেতুঃ প্রিয়ঃ অনুগঃ (অনুচরঃ সেবকঃ) সর্ব্বত্র সমদৃক্ শান্তঃ (রাগাদিরহিতঃ) অহং চ অচ্যুতপ্রিয়ঃ এব (অচ্যুতস্য প্রিয়ঃ এব ভবামি); তস্মাৎ মহাত্মসু পুরুষেষু মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু বিস্ময়ঃ (শাপহেতুঃ গর্ব্বঃ তন্মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা) ন কার্য্যঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

অনুবাদ—এই উদারচেতা চিত্রকেতুও তাঁহার প্রিয় সেবক, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং রাগদ্বেষাদি শূন্য। আমিও সেই ভগবান্ নারায়ণের প্রিয়। অতএব এইসকল মহাত্মা মহাপুরুষ, ভক্ত, রাগদ্বেষ-রহিত সর্ব্বভূত-সমদর্শী পুরুষের প্রতি (তাঁহার কার্য্য দেখিয়া) বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তুস্য চিত্রকেতোর্মম চ তত্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ,—তস্য সর্ব্বত্র সমস্যাপি। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" ইতি তদ্বাক্যাদেবায়মনুগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়ঃ। মমাপি ভক্তত্বাদহঞ্চ প্রিয়ঃ, তস্মাদাবয়োঃ সঙ্কর্ষণভক্তয়োঃ পরস্পরসখ্যেনান্তঃ-স্নেহবত্ত্বাৎ কঠোরোক্ত্যাদিকমপি সখ্যসুখ-পোষকমেব ত্বন্তু বৃথৈব কোপিন্যভূঃ। কিঞ্চ, সত্যমহমীদৃশী এব ত্বন্ত্বাত্মানং নিষ্কিঞ্চনমৈকান্তিকভক্তত্বেন সর্ব্বত্র দর্শয়সি অথ চ রহসি বিদ্যাধরীসহস্রেণ সহ রমসে তস্মাত্ত্বং কপটী, অহন্ত্বাত্মানং স্ত্রীলাম্পট্যময়ং দর্শয়ন্নিষ্কপট এবাস্মি। কিঞ্চ ত্বং ভক্তিং দর্শয়সি, বিষয়ভোগং গোপয়সি, অহন্তু তদ্বিপরীত এব বর্ত্তে ইত্যাবয়োরন্তরমেতে সভ্যা এব সাক্ষিত্বেনাচক্ষতামিত্যাদিনর্ম্মগোষ্ঠী-রসাস্বাদোঽপ্যদ্যাভবিষ্যদেব। যদি ত্বমন্তরা অন্তরায়ং নাকরিষ্য ইতি ত্বৎকোপবৈরস্যাদেব স নাভূদিত্যুপালম্ভো ধ্বনিতঃ। হন্ত! হন্ত! ক্ষত্রবন্ধুষ্বর্বাচীনেষ্বধুনৈব ভক্তিমার্গমারূঢ়েষু তবেশ্বরস্যানাদি-মহাভক্তস্যাপ্যেতাদৃশেষ্বপ্যেতাবান্ ভাবো নমস্তভ্যং তদিতি বিস্ময়বত্যাং তস্যাং সত্যমেতাবানেব ভাব ইত্যাহ,—তস্মাদিতি ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু এই চিত্রকেতু ও আমার তত্ত্ব শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি। শ্রীহরি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেও, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (শ্রীগীতা-৯।২৯), অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে তুল্য, আমার কেহ অপ্রিয় ও প্রিয় নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে যেরূপ আসক্ত, আমিও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ আসক্ত থাকি—শ্রীভগবানের এই বাক্য অনুসারে তদনুগত এই চিত্রকেতু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। আর এই ব্যক্তি আমারও ভক্ত বলিয়া আমিও শ্রীভগবানের প্রিয়। অতএব সঙ্কর্ষণভক্ত আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর সখ্যহেতু আন্তরিক স্নেহবশতঃ কঠোরোক্ত্যাদিও সখ্যসুখের পোষকই, কিন্তু তুমি বৃথাই ক্রোধান্বিতা হইয়াছ। (আমাদের উভয়ের রহস্যালাপ এই প্রকার—শিব বলিতেছেন, ওহে চিত্রকেতো!) তুমি নিজেকে নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভক্তরূপে সর্ব্বত্র দেখাইতেছ, অথচ নির্জ্জনে সহস্র বিদ্যাধরীর সহিত বিহার করিতেছ, ইহাতে তুমি কপটী, আর আমি নিজেকে স্ত্রী-লাম্পট্যময় দেখাইয়া নিষ্কপটই রহিয়াছি। আরও, তুমি বাহিরে ভক্তি দেখাইয়া বিষয়ভোগ গোপন করিতেছ, আমি কিন্তু তাহার বিপরীতভাবেই অবস্থান করি—এইরূপ আমাদের উভয়ের হার্দ্দ্য এই সভ্যগণ সাক্ষী-হিসাবেই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃই) পর্য্যালোচনা করুন। (হে পার্ব্বতি!) এই প্রকার আমাদের নর্ম্মগোষ্ঠী রসাস্বাদ আজও হইত, যদি তুমি মাঝপথে অন্তরায় (বাধাসৃষ্টি) না করিতে, অতএব তোমার কোপ পূর্ব্বক বৈরস্যবশতঃ উহা হইল না—এইরূপ উপালম্ভও ধ্বনি হইতেছে। "হায়! হায়! যে অর্ব্বাচীন ক্ষত্রিয়াধম এখনই ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির প্রতিও, যিনি ঈশ্বর ও অনাদিকাল হইতে মহাভক্ত, সেই তোমারও এতদূর ভাব (প্রীতি), অতএব তোমাকে নমস্কার" —এই প্রকারে দেবী পার্ব্বতী বিস্ময়াপন্না হইলে, সত্য, এই প্রকারই আমাদের ভাব, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি (অতএব মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কোনরূপ বিস্ময়বোধ করিও না।) ॥৩৪-৩৫॥

তথ্য—(শিব পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে দেবি,) চিত্রকেতু ও আমার তত্ত্ব শ্রবণ কর। ভগবান্ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইলেও ভক্তই তাঁহার একান্ত প্রিয়, অতএব চিত্রকেতু ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ভক্ত বলিয়া আমিও ভগবানের প্রিয়, অতএব চিত্রকেতু এবং আমি—আমরা উভয়েই সঙ্কর্ষণের সেবক বলিয়া পরস্পর সখ্যভাবে অবস্থান করি। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক স্নেহ বর্ত্তমান থাকায় কঠোরোক্ত্যাদি হইয়া থাকে, তাহাতে সখ্য-জনিত আনন্দই পুষ্টি হইয়া থাকে, অতএব তুমি তাঁহার প্রতি অযথা ক্রোধান্বিতা হইয়াছ।

(আমাদের উভয়ের রহস্যালাপ এইপ্রকার;—

শিব বলিতেছেন,—অহে চিত্রকেতো,) তুমি সকলের নিকট আপনাকে নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছ, আর নির্জ্জনে সহস্র বিদ্যাধরীর সহিত রমণ করিতেছ, তাহাতে তুমি কপটী হইতেছ ; আমি কিন্তু বাহ্যে আপনাকে স্ত্রীলাম্পট্যরূপে (সাধারণের নিকট) প্রকাশিত করিয়া নিজের নিষ্কপটতার পরিচয় দিতেছি। তুমি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ, আর বিষয়ভোগ গোপন করিতেছ ; আমি কিন্তু তাহার বিপরীত,—এই প্রকার আমাদের উভয়ের মধ্যে রহস্যালাপ সভ্যগণের বিচার্য্য। (হে পার্ব্বতি,) যদি তুমি আমাদের অন্তরায় না হও, তাহা হইলে অদ্য এইরূপ নর্ম্মগোষ্ঠী (বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত অপর বন্ধুর রহস্যালাপ) রসাস্বাদ হইতে পারিবে (বিশ্বনাথ) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা ভগবতঃ শিবস্যোমাভিভাষিতম্ ।
বভূব শান্তধী রাজন্ দেবী বিগতবিস্ময়া ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! দেবী উমা (শঙ্করী) ভগবতঃ শিবস্য ইতি ভাষিতম্ (উক্তিং) শ্রুত্বা বিগতবিস্ময়া (সতী) শান্তধীঃ (স্থিরবুদ্ধিঃ) বভূব ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, দেবী শঙ্করী পরমপূজ্য শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধি স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—শান্তধীরিতি স্বীয়পূর্ব্বস্বভাবস্মৃত্যা লজ্জয়া পটাঞ্চলেন মুখমাচ্ছাদয়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শান্তধীঃ'—(দেবী পার্ব্বতী শঙ্করের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করিলেন, অর্থাৎ) নিজের পূর্ব্বস্বভাবের (আচরণের) স্মরণে লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিলেন—এই ভাব ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ ।
মূর্দ্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুম্ অলন্তমঃ (সর্ব্বথা সমর্থতমঃ অপি) ভাগবতঃ (পরমভক্তঃ) সঃ (চিত্রকেতুঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) শাপং মূর্দ্ধ্না জগৃহে (স্বীকৃতবান্) এতাবৎ (এব হি) সাধুলক্ষণং (ভক্তলক্ষণম্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পরম ভক্ত সেই চিত্রকেতু দেবীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইয়াও তাহা দেন নাই ; বরং দেবী-প্রদত্ত শাপই অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়াছিলেন, সাধুদিগের লক্ষণই এইরূপ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রকেতুরর্ব্বাচীনত্বাদল্পপ্রভাব ইতি মা মংস্থা ইত্যাহ,—ইতীতি। দেব্যাঃ দেব্যৈ অলংতমঃ অতিসমর্থোঽপি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিত্রকেতু অর্ব্বাচীন বলিয়া অল্প প্রভাবসম্পন্ন, এরূপ মনে করিও না, ইহা বলিতেছেন—'ইতি ভাগবতঃ' ইত্যাদি। 'দেব্যাঃ'—ভগবদ্ভক্ত চিত্রকেতু দেবীকে প্রতিশাপ দিতে অতিশয় সমর্থ হইয়াও (তাহা না করিয়া যে তাঁহার শাপ স্বমস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সাধুদিগের লক্ষণ।) ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—

দেবা এব তদন্যেভ্যঃ শক্তা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
অশক্তা অপি শক্তানাং শক্তাঃ শাপাদিষু স্ফুটম্ ॥
তথাপ্যশক্তৈর্বিহিতাঃ শাপাদ্যাশক্তিমৎসু বৈ ।
অত্যল্পাশ্চাল্পকালাশ্চ ন সম্যক্ প্রভবন্তি চ ॥
যত্নেনাপোহিতং শক্ত্যা উত্তমৈস্তু ন সংশয়ঃ ।
উত্তমেষু কৃতাঃ শাপাঃ কর্ত্তৄণাং জ্ঞানপুণ্যয়োঃ ॥
নিঃশেষেণ নিহন্তারস্তদনুগ্রহমন্তরা ।
সদারয়োর্ব্রহ্মবিষ্ণোঃ বরশাপাদয়োঽখিলাঃ ॥
তদন্যেন কৃতাঃ সর্ব্বে নিষ্ফলা এব নিশ্চয়াৎ ।
ন চাপ্যবান্তরাঃ শাপাভবন্ত্যেষাং তু কুত্রচিৎ ॥
বরবিষ্ণোঃ শ্রিয়শ্চ সুব্রহ্মণশ্চ যথাক্রমম্ ।
উত্তমৈরধমানাম্ভ বরাঃ শাপা যথোদিতম্ ॥
সম্পূর্ণফলদা এব নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ৩৭ ॥

জজ্ঞে ত্বষ্টুর্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনিমাশ্রিতঃ ।
বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ এব ভবানী শাপবশাৎ) দানবীং যোনিম্ আশ্রিতঃ বৃত্রঃ ইতি অভিবিখ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ সন্ ত্বষ্টুঃ দক্ষিণাগ্নৌ জজ্ঞে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সেই চিত্রকেতুই ভবানীশাপে অসুর-যোনি আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ত্বষ্টার দক্ষিণাগ্নি যজ্ঞে উৎপন্ন হন এবং বৃত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—যোনিং জাতিম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্য সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দানবীং যোনিং'—এখানে দানবী যোনি বলিতে অসুর জাতিতে বুঝিতে হইবে (যেহেতু চিত্রকেতু ত্বষ্টার যজ্ঞকালে দক্ষিণাগ্নিতে আবির্ভূত হন।) ॥ ৩৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬। ১৭ ॥

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বৃত্রস্যাসুরজাতেশ্চ কারণং ভগবন্মতেঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্!) ত্বং যৎ মাং বৃত্রস্য অসুরজাতেঃ চ ভগবন্মতেঃ (ভগবদ্ভক্তি-ভাবস্য চ) কারণং পরিপৃচ্ছসি এতৎ সর্ব্বং তে (তুভ্যম্) আখ্যাতং (কথিতং ময়া ইতি শেষঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যে রাজন্, তুমি যে ভগবদ্ভক্ত বৃত্রের অসুরযোনিতে জন্মলাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলে, তাহা সম্পূর্ণ তোমাকে বলা হইল ॥ ৩৯ ॥

ইতিহাসমিমং পুণ্যং চিত্রকেতোর্মহাত্মনঃ।
মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ইমং পুণ্যং (পুণ্যজনকং) মহাত্মনঃ চিত্রকেতোঃ মাহাত্ম্যং (মহিমাযুক্তম্) ইতিহাসং বিষ্ণুভক্তানাং (কৃষ্ণভক্তসংসদি) শ্রুত্বা বন্ধাৎ (সংসারাৎ) বিমুচ্যতে (বিমুক্তঃ ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র মহিমা-যুক্ত ইতিহাস বিষ্ণুভক্তগণের নিকট শ্রবণ করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৪০ ॥

য এতৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধয়া বাগ্যতঃ পঠেৎ।
ইতিহাসং হরিং স্মৃত্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতূপাখ্যানে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ বাগ্যতঃ (সংযতবাক্য সন্) প্রাতঃ উত্থায় হরিং স্মৃত্বা এতৎ ইতিহাসং পঠেৎ সঃ পরমাং গতিং যাতি (পরমাং গতিং লভতে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বাক্‌সংযত হইয়া শ্রীহরিস্মরণপূর্ব্বক এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪১ ॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ-স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
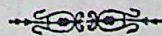
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

পৃশ্নিস্তু পত্নী সবিতুঃ সাবিত্রীং ব্যাহৃতিং ত্রয়ীম্।
অগ্নিহোত্রং পশুং সোমং চাতুর্ম্মাস্যং মহামখান্ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইন্দ্রহন্তা পুত্রের কামনায় কশ্যপপত্নী দিতির ব্রতধারণ, ব্রতছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রের দ্বারা দিতির গর্ভস্থ সন্তানগণকে ঊনপঞ্চাশবিভাগে ছেদন, তথা ত্বষ্টৃবংশ বর্ণন-প্রসঙ্গে আদিত্য ও অন্যান্য দেবগণের বংশবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

অদিতিপুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী—এই তিনটী কন্যা এবং অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্যযাগ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞনামক সন্তান-সকল প্রসব করেন। ভগপত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিভু, প্রভু,—এই তিনটী পুত্রের ও আশীর্নাম্নী একটি কন্যার জন্ম হয়। ধাতার কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি—এই চারি ভার্য্যা হইতে যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ, পূর্ণমাস-নামক চারিটী পুত্রের এবং বিধাতার ক্রিয়া-নাম্নী ভার্য্যা হইতে পুরীষ্যনামক পঞ্চঅগ্নির উৎপত্তি হয়। বরুণপত্নী চর্ষণীর গর্ভে ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগুর পুনরাবির্ভাব ও বরুণবীর্য্যে বল্মীক হইতে বাল্মীকির আবির্ভাব হয়। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ,—এই দুই জন মিত্র ও বরুণের সাধারণ পুত্র। উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলিত হইলে উহা কুম্ভমধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাহা হইতে অগস্ত্য ও বরুণের উৎপত্তি হয়। মিত্রের রেবতী-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়।

অদিতির একাদশ পুত্র, তন্মধ্যে ইন্দ্র তদীয় পৌলমী-নাম্নী সহধর্ম্মিণীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়ুষ—এই তিনটী পুত্র উৎপাদন করেন। স্বশক্তি-প্রভাবে স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবদবতার বামনদেবের কীর্ত্তিনাম্নী ঈশ্বরীর গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন; এই বৃহৎশ্লোকের পুত্রই সৌভগ।

অদিতিপুত্র আদিত্যগণের কথা বর্ণিত হইল। আদিত্যরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ উরুক্রমের বিষয় অষ্টমস্কন্ধে বর্ণিত হইবে। এখন দিতির গর্ভজাত দৈতেয়গণের কথা বর্ণিত হইতেছে। এই দিতির বংশে পরমভাগবত প্রহলাদ ও বলির আবির্ভাব হয়।

দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যকশিপুর কয়াধুনাম্নী পত্নীগর্ভজাত সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ,—এই চারিটী পুত্র ও সিংহিকা-নাম্নী একটি কন্যা। সিংহিকা বিপ্রচিৎ দানব হইতে রাহুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ শ্রীহরি এই রাহুর মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন। সংহ্লাদের কৃতি-নাম্নী ভার্য্যা পঞ্চজন-নামক পুত্র এবং হ্লাদের ধমনী-নাম্নী ভার্য্যা বাতাপি ও ইল্বল-নামক দুইটী পুত্র প্রসব করে। এই ইল্বল অতিথি অগস্ত্যকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া দিয়াছিল। অনুহ্লাদের পত্নী সূর্ম্যা; তাহার গর্ভে বাস্কল ও মহিষ,—এই দুই পুত্র জন্মে। প্রহলাদের পুত্র বিরোচন ও পৌত্র বলি। বলির সাতপুত্রের মধ্যে শিবপার্ষদাগ্রগণ্য বাণই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

আদিত্য ও অন্যান্য দেবতাগণের বিষয় বর্ণন করিয়া এখন দিতির গর্ভে মরুদ্গণের উৎপত্তি এবং তাঁহাদের দেবত্বলাভের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ বিষ্ণু, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে, দিতি ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ইন্দ্রবধকামনায় পুত্রার্থিনী হইয়া স্বভর্ত্তা কশ্যপকে সেবাদ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট ইন্দ্রহা পুত্রের প্রার্থনা করিলে পরম বিদ্বান্ মহর্ষি কশ্যপ "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি"—এই বাক্যের যাথার্থ্য ও আপাতমনোরম স্ত্রীসঙ্গের বিষময় ফল অনুভব করিতে করিতে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরে দিতিকে জীবচিত্তশোধক বৈষ্ণবব্রতের যথাযথ উপদেশ করেন। কশ্যপের উপদেশে দিতি ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হইলে ইন্দ্র দিতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার (দিতির) সেবা করিবার ছলে ব্রতছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন ছিদ্র পাইয়া ইন্দ্র যোগসিদ্ধিপ্রভাবে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশখণ্ডে খণ্ডিত করেন; তাহাতেই

ঊনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের উৎপত্তি হয়, বৈষ্ণবব্রতানুষ্ঠানের ফলে দিতিপুত্র মরুদ্‌গণ অদেববান্ধব না হইয়া দেববান্ধব ইন্দ্রের সহচর হইয়াছিল ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সবিতুঃ (অদিতেঃ পঞ্চমপুত্রস্য) পত্নী পৃশ্নিঃ তু সাবিত্রীং ব্যাহৃতিং ত্রয়ীম্ (এতৎকন্যাত্রয়ং) অগ্নিহোত্রং পশুং সোমং চাতুর্ম্মাস্যং মহামখান্ (পঞ্চযজ্ঞান্ প্রাসূত) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নি, সাবিত্রী ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী, এই তিন কন্যা এবং অগ্নিহোত্রাভিমানী, পশুযাগাভিমানী, সোমযাগাভিমানী, চাতুর্ম্মাস্যযাগাভিমানী ও পঞ্চ মহাযজ্ঞাভিমানী পুত্রসকল প্রসব করেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে হতসুতা দিতিঃ কৃত্বা ব্রতং দধৌ।
যং তস্মাচ্ছক্রসংছিন্নাদ্‌গর্ব্ভাজ্জজ্ঞে মরুদ্‌গণঃ ॥
তুর্য্যস্যাদিতি-পুত্রাণাং ত্বষ্টুরন্বয়কীর্ত্তনৈঃ।
প্রসঙ্গতঃ সমায়াতাঃ বিশ্বরূপবধাদিকম্ ॥
চিত্রকেত্বভিশাপান্তাং সমাপ্যৈব কথাসুধাম্।
অদিতেঃ পঞ্চমাদীনাং সুতানাং বংশ উচ্যতে ॥০॥
পশুং পশুযাগং মহামখান্ পঞ্চযজ্ঞান্
প্রাসূতেত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে হতপুত্রা দিতি ব্রতপালনপূর্ব্বক যে গর্ভ ধারণ করেন, ইন্দ্র কর্ত্তৃক সংছিন্ন সেই গর্ভ হইতে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি, অদিতির পুত্রগণের মধ্যে চতুর্থ ত্বষ্টার বংশ বর্ণনপ্রসঙ্গে বিশ্বরূপের বধাদি এবং চিত্রকেতুর অভিশাপান্ত কথামৃত সমাপন করিয়াই অদিতির পঞ্চমাদি পুত্রগণের বংশ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'পশুং'—পশুযাগ, মহামখান্—পঞ্চ মহাযজ্ঞ, প্রাসূত—প্রসব করিয়াছিলেন, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে ॥ ১ ॥

সিদ্ধির্ভগস্য ভার্য্যাঙ্গমহিমানং বিভুং প্রভুম্।
আশিষঞ্চ বরারোহাং কন্যাং প্রাসূত সুব্রতাম্ ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (রাজন্), ভগস্য (অদিতের্ভগাখ্যষষ্ঠপুত্রস্য) ভার্য্যা সিদ্ধিঃ (তন্নাম্নী) মহিমানং বিভুং প্রভুং (মহিমাদীন্ পুত্রান্) আশিষং (তন্নাম্নীং) বরারোহাং সুব্রতাং কন্যাং চ প্রাসূত ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অদিতির ষষ্ঠ পুত্র ভগনামক আদিত্যের ভার্য্যা 'সিদ্ধি'। তিনি মহিমা, বিভু, প্রভুনামক তিন পুত্র এবং অতিসুশীলা পরমাসুন্দরী "আশী"-নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন ॥ ২ ॥

ধাতুঃ কুহূঃ সিনীবালী রাকা চানুমতিস্তথা
সায়ং দর্শমথ প্রাতঃ পূর্ণমাসমনুক্রমাৎ ॥ ৩ ॥
অগ্নীন্ পুরীষ্যানাধত্ত ক্রিয়ায়াং সমনন্তরঃ।
চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্ যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—ধাতুঃ (অদিতেঃ সপ্তমপুত্রস্য) কুহূঃ সিনীবালী রাকা তথা অনুমতিঃ চ (চতস্রঃ ভার্য্যাঃ) অনুক্রমাৎ (যথাক্রমং) সায়ং দর্শম্ অথ প্রাতঃ পূর্ণমাসং (সায়মাদীন্ চতুরঃ পুত্রান্ (প্রসূতবত্য) । সমনন্তরঃ (বিধাতা অদিতেরষ্টমপুত্রঃ) ক্রিয়ায়াং (স্বভার্য্যায়াং) পুরীষ্যান্ অগ্নীং (পুরীষ্যসংজ্ঞান্ পঞ্চচিত্তান্) আধত্ত, চর্ষণী বরুণস্য (ভার্য্যা) আসীৎ যস্যাং (পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ) ভৃগুঃ পুনঃ জাতঃ ॥৩-৪

অনুবাদ—অদিতির সপ্তম পুত্র ধাতা-নামক আদিত্যের কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি-নাম্নী চারি ভার্য্যা ছিল। ইঁহারা ক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাস-নামক চারি পুত্র প্রসব করিলেন। অদিতির অষ্টমপুত্র বিধাতা-নামক আদিত্য 'ক্রিয়া'-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে পুরীষ্যনামক পঞ্চ অগ্নি উৎপাদন করেন। অদিতির নবম পুত্র বরুণ-নামক আদিত্যের চর্ষণী-নাম্নী ভার্য্যা ছিল ; ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু ইহার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমনন্তরো বিধাতা ক্রিয়ায়াং ভার্য্যায়াং পুরীষ্যান্ পুরীষ্যসংজ্ঞান্ অগ্নীন্ 'পঞ্চচিতীঃ পুরীষ্যাসোহগ্নয়' ইতি শ্রুতেঃ। চর্ষণী বরুণস্য ভার্য্যা আসীৎ। পুনরিতি প্রাগ্‌ব্রহ্মপুত্রোঽপি পুনর্বরুণপুত্রোঽভূৎ। ভৃগুবাল্মীকী বরুণস্যাসাধারণৌ পুত্রৌ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমনন্তরঃ'—অদিতির অষ্টম

পুত্র বিধাতা, 'ক্রিয়া' নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে 'পুরীষ্যান্'—পুরীষ্য নামক পাঁচটি অগ্নি উৎপাদন করেন। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'পঞ্চচিতীঃ পুরীষ্যাসোঽগ্নয়ঃ' ইত্যাদি। 'চর্ষণী'—চর্ষণী বরুণের ভার্য্যা ছিলেন। 'পুনঃ'—ভৃগু পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইলেও পুনরায় (চর্ষণীর গর্ভে) বরুণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৃগু ও বাল্মীকি বরুণের অসাধারণ পুত্র ॥ ৩-৪ ॥

———

বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল।
অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহাযোগী বাল্মীকিঃ (চ) বল্মীকাৎ অভবৎ কিল (এতৌ চ ভৃগুবল্মীকী, বরুণস্য, সাধারণৌ পুত্রৌ) অগস্ত্যঃ চ বশিষ্ঠঃ চ (এতৌ) ঋষী মিত্রাবরুণয়োঃ (এব সাধারণ পুত্রৌ অভবতাম্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—বরুণবীর্য্যে বল্মীক হইতে মহাযোগী বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেন ; ভৃগু ও বাল্মীকি—বরুণের অসাধারণ পুত্র এবং অগস্ত্য ও বশিষ্ঠঋষি মিত্র ও বরুণের সাধারণ পুত্র ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তথোৎসর্গাদয়ো মিত্রস্যাসাধারণাঃ পুত্রা বক্ষ্যন্তে। তয়োর্মিত্রাবরুণয়োঃ সাধারণৌ দ্বৌ পুত্রৌ চাহ,—অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চৈতৌ ঋষী মিত্রাবরুণয়োরভবতাম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ উৎসর্গ প্রভৃতি মিত্রের অসাধারণ পুত্রগণের কথা পরে বলিবেন। মিত্র ও বরুণের সাধারণ পুত্রদ্বয়ের কথা বলিতেছেন—অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই ঋষিযুগল মিত্র ও বরুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

———

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতং (ক্ষরিতং) রেতঃ (মিত্রাবরুণৌ উভৌ অপি) কুম্ভে সিষিচতুঃ (অতঃ কুম্ভাৎ জাতৌ অগস্ত্যবশিষ্ঠৌ উভয়োঃ সাধারণপুত্রৌ ইত্যর্থঃ) মিত্রঃ রেবত্যাং (ভার্য্যায়াম্) উৎসর্গম্ অরিষ্টং পিপ্পলম্ (উৎসর্গাদীন্ ত্রীন্ অসাধারণপুত্রান্) ব্যধাৎ (জনয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে মিত্র (অদিতির দশম পুত্র) ও বরুণের রেতঃ স্খলিত হইলে উভয়েই ঐ রেতঃ কুম্ভমধ্যে স্থাপন করিলেন, কুম্ভ হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ—এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; ইহারা উভয়ের সাধারণ পুত্র। মিত্র-নামক আদিত্য স্বভার্য্যা রেবতীর গর্ভেও উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল-নামে পুত্রত্রয় উৎপাদন করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যতো রেত ইত্যাদি কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানমিতি শ্রুতেঃ। দ্রুতং স্কন্নম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু 'রেতঃ' ইত্যাদি—উর্ব্বশী-দর্শনে মিত্র ও বরুণের রেতঃ স্খলিত হওয়ায় উভয়েই উর্ব্বশীর সমক্ষে কুম্ভের মধ্যে বীর্য্যাধান করেন, উহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছিল। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।" 'দ্রুতং'—ক্ষরিত ॥ ৬ ॥

———

পৌলোম্যামিন্দ্র আধত্ত ত্রীন্ পুত্রানিতি নঃ শ্রুতম্।
জয়ন্তমৃষভং তাত তৃতীয়ং মীঢ়ুষং প্রভুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, প্রভুঃ (স্বর্গরাজঃ) ইন্দ্রঃ পৌলোম্যাং (ভার্য্যায়াং শচীদেব্যাং) জয়ন্তম্ ঋষভং তৃতীয়ং মীঢ়ুষম্ ইতি (জয়ন্তাদীন্) ত্রীন্ পুত্রান্ আধত্ত (উৎপাদয়ামাস) ইতি নঃ (অস্মাভি) শ্রুতম্ ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অদিতির একাদশ পুত্র স্বর্গের প্রভু ইন্দ্র-নামক আদিত্যের পৌলোমী-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়ুষ—এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৭ ॥

———

উরুক্রমস্য দেবস্য মায়া-বামনরূপিণঃ।
কীর্ত্তৌ পত্ন্যাং বৃহচ্ছ্লোকস্তস্যাসন্ সৌভগাদয়ঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—মায়া-বামনরূপিণঃ (স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা বামনরূপবতঃ) উরুক্রমস্য দেবস্য (ভগবদবতারস্য) কীর্ত্তৌ পত্ন্যাং (কীর্ত্তিসংজ্ঞায়াং পত্ন্যাং) বৃহৎশ্লোকঃ (তৎসংজ্ঞকঃ পুত্রঃ জাতঃ) তস্য (চ) সৌভগাদয়ঃ (পুত্রাঃ) আসন্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বস্বরূপভূত নিত্যশক্তিপ্রভাবে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভগবদবতার উরুক্রমের কীর্ত্তিনাম্নী পত্নীতে বৃহৎশ্লোক-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ঐ বৃহৎশ্লোকের 'সৌভগ' প্রভৃতি পুত্র জন্মে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মায়য়া স্বরূপশক্ত্যা বামনরূপবতঃ স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ; 'অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ' ইতি মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিতশ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়া-বামনরূপিণঃ'—মায়া অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির দ্বারা বামনরূপধারী, অর্থাৎ ভগবান্ উরুক্রম মায়া নামক স্বস্বরূপভূতা নিত্যশক্তির সহিত যুক্ত। মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'অতো মায়াময়ং' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই নিমিত্তই মনীষিগণ বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

তৎকর্ম্মগুণবীর্য্যাণি কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চাদ্বক্ষ্যামহেঽদিত্যাং যথৈবাবততার হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মনঃ কশ্যপস্য তৎকর্ম্মগুণবীর্য্যাণি (তৎপ্রসিদ্ধং কর্ম্ম তথা গুণবীর্য্যাণি চ) যথা এব (চ) অদিত্যাম্ অবততার হ (তৎসর্ব্বং) পশ্চাৎ (অষ্টমস্কন্ধে) বক্ষ্যামহে (কথয়িষ্যামঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা কশ্যপের পুত্র উরুক্রমের ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কর্ম্ম স্বভক্তানুগ্রহাদিগুণ আর সর্ব্বশক্ত্যাদি বীর্য্য এবং তাঁহার অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি বিষয় পশ্চাৎ (অষ্টম স্কন্ধে) বর্ণন করিব ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পশ্চাদষ্টমস্কন্ধে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পশ্চাৎ'—পরে অষ্টমস্কন্ধে (বামনদেবের জন্মবৃত্তান্ত বলা হইবে।) ॥ ৯ ॥

অথ কশ্যপদায়াদান্ দৈতেয়ান্ কীর্ত্তয়ামি তে।
যত্র ভাগবতঃ শ্রীমান্ প্রহ্লাদো বলিরেব চ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দৈতেয়ান্ (দিত্যাং ভার্য্যাং জাতান্) কশ্যপদায়াদান্ (কশ্যপস্য দায়াদান্ পুত্রান্) তে (তুভ্যং) কীর্ত্তয়ামি যত্র ভাগবতঃ শ্রীমান্ বলিঃ প্রহ্লাদঃ চ (জাতঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে কশ্যপের দিতিগর্ভজাত দৈতেয় পুত্রগণের সম্বন্ধে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, যাঁহার বংশে পরম ভাগবত শ্রীমান্ বলি ও প্রহলাদ আবির্ভূত হন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অথেতি কথান্তরারম্ভে দায়াদান্ পুত্রান্ দৈতেয়ান্ দিত্যাং জাতান্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অনন্তর, ইহা অন্য কথার আরম্ভে উক্ত হইয়াছে। 'দায়াদান্'—পুত্রগণ। 'দৈতেয়ান্'—দিতির গর্ভজাত সন্তানগণ ॥ ১০ ॥

দিতের্দ্বাবেব দায়াদৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম হিরণ্যাক্ষশ্চ কীর্ত্তিতৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—দিতেঃ দৈত্যদানববন্দিতৌ হিরণ্যকশিপুঃ হিরণ্যাক্ষঃ চ নাম দ্বৌ এব দায়াদৌ (পুত্রৌ প্রথমং জাতৌ তৌ চ তৃতীয় স্কন্ধে) কীর্ত্তিতৌ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ দিতির গর্ভে দৈত্যদানববন্দিত হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ-নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে (এ বিষয় তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে) ॥ ১১ ॥

হিরণ্যকশিপোর্ভার্য্যা কয়াধুর্নাম দানবী।
জম্ভস্য তনয়া সা তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্ ॥ ১২ ॥
সংহ্লাদং প্রাগনুহ্লাদং হ্লাদং প্রহ্লাদমেব চ।
তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ ॥১৩

অন্বয়ঃ—জম্ভস্য তনয়া কয়াধুঃ নাম দানবী হিরণ্যকশিপোঃ ভার্য্যা (আসীৎ) সা তু প্রাক্ সংহ্লাদং অনুহ্লাদং হ্লাদং প্রহ্লাদম্ এব চ চতুরঃ সুতান্ (পুত্রান্) সুষুবে (জনয়ামাস) সিংহিকা নাম তৎস্বসা (প্রহলাদভগিনী) বিপ্রচিতঃ (দানবাৎ স্বভর্ত্তুঃ সকাশাৎ) রাহুং (পুত্রম্) অগ্রহীৎ (প্রাপ) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—জম্ভাসুরতনয়া কয়াধুনাম্নী দানবী হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিলেন। তিনি ক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদনামক চারিপুত্র প্রসব করেন; এই পুত্রচতুষ্টয়ের ভগিনীর নাম সিংহিকা। সিংহিকা স্বভর্ত্তা বিপ্রচিৎ দানব হইতে রাহুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রচিতো দানবাৎ পত্যুঃ সকাশাৎ রাহুং পুত্রমগ্রহীৎ প্রাপ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রচিতঃ'—নিজ পতি 'বিপ্রচিৎ' নামক দানব হইতে সিংহিকা রাহুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩ ॥

———

শিরোঽহরদ্ যস্য হরিশ্চক্রেণ পিবতোঽমৃতম্ ।
সংহ্লাদস্য মতির্ভার্য্যাসূত পঞ্চজনং ততঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ চক্রেণ অমৃতং পিবতঃ যস্য (রাহোঃ) শিরঃ অহরৎ ; সংহ্লাদস্য ভার্য্যা মতিঃ (নাম্নী) ততঃ (সংহ্লাদাৎ) পঞ্চজনং (তৎসংজ্ঞকং পুত্রম্) অসূত (জনয়ামাস) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অমৃত পান করিতেছিল বলিয়া শ্রীহরি চক্রদ্বারা এই রাহুর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। সংহ্লাদের ভার্য্যার নাম মতি। সে সংহ্লাদের সংসর্গে পঞ্চজন-নামক পুত্রকে প্রসব করে ॥ ১৪ ॥

———

হ্রাদস্য ধমনির্ভার্য্যাসূত বাতাপিমিল্বলম্ ।
যোঽগস্ত্যায় ত্বতিথয়ে পেচে বাতাপিমিল্বলঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—হ্রাদস্য ভার্য্যা ধমনিঃ বাতাপিম্ ইল্বলং (চ) অসূত ; যঃ তু (ইল্বলঃ) অতিথয়ে অগস্ত্যায় (অগস্ত্যং ভোজয়িতুং মেষরূপধরং) বাতাপিং পেচে (পাকং কৃত্বা দদৌ তম্ ইল্বলং, যং চ পেচে তং বাতাপিং চ অসূতে ইতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হ্রাদের ধমনী-নাম্নী ভার্য্যা বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই পুত্র প্রসব করে, যে ইল্বল অতিথি অগস্ত্যকে ভোজন করাইবার জন্য মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—য ইল্বলঃ অগস্ত্যায় অগস্ত্যং ভোজয়িতুং বাতাপিং মেষরূপং পেচে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ ইল্বলঃ'—এই ইল্বলই অতিথি অগস্ত্যের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য মেষরূপধারী বাতাপির মাংস পাক করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

———

অনুহ্রাদস্য সূর্য্যায়াং বাষ্কলো মহিষস্তথা ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্দেব্যাং তস্যাভবদ্বলিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্যায়াং (ভার্য্যায়াং) অনুহ্রাদস্য বাষ্কলঃ তথা মহিষঃ (চ দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ)। বিরোচনঃ (তন্নামকঃ) তু প্রাহ্লাদি (প্রহলাদস্য পুত্রঃ) অভবৎ তস্য (বিরোচনস্য) দেব্যাং (ভার্য্যায়াং) বলিঃ (পুত্রঃ অভবৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনুহ্রাদের সূর্য্যা-নাম্নী ভার্য্যা হইতে বাষ্কল ও মহিষ এই দুই পুত্র জন্মে। প্রহলাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের দেব-নাম্নী ভার্য্যা হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৬ ॥

———

বাণজ্যেষ্ঠং পুত্রশতমশনায়াং ততোঽভবৎ ।
তস্যানুভাবং সুশ্লোক্যং পশ্চাদেবাভিধাস্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বলেঃ সকাশাৎ) অশনায়াং (ভার্য্যায়াং) বাণজ্যেষ্ঠং (বাণঃ জ্যেষ্ঠঃ যস্মিন্ তৎ) পুত্রশতম্ অভবৎ ; তস্য (বলেঃ) অনুভাবং সুশ্লোক্যং (যশঃ) পশ্চাৎ এব (অষ্টমস্কন্ধে) অভিধাস্যতে (কথয়িষ্যতে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলির ঔরসে অশনার গর্ভে সাতপুত্রের জন্ম হয় ; তাহাদের মধ্যে বাণই জ্যেষ্ঠ। বলির প্রভাব অতিশয় প্রশংসনীয় ; পশ্চাৎ অষ্টমস্কন্ধে উহা বলা হইবে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য বলেঃ অনুভাবমিত্যার্ষং ; বাহ্যকর্ম্ম সম্বন্ধেন বা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য অনুভাবং'—সেই মহারাজ বলির প্রশংসনীয় প্রভাব পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বলা হইবে। এখানে 'অনুভাবং'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ, (উক্ত কর্ম্মে প্রথমা—'অনুভাবঃ সুশ্লোকঃ' হওয়া উচিত ছিল) ॥ ১৭ ॥

———

বাণ আরাধ্য গিরিশং লেভে তদ্গণমুখ্যতাম্ ।
যৎপার্শ্বে ভগবানাস্তে হ্যদ্যাপি পুরপালকঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বাণঃ গিরিশং (শিবম্) আরাধ্য তদ্গণমুখ্যতাং (তস্য গণেষু পার্ষদাদিষু মুখ্যতাং প্রাধান্যং) লেভে (তস্মিন্ তৎকৃপাধিক্যং কি বক্তব্যং) ;

হি (যস্মাৎ) পুরপালকঃ (সন্) ভগবান্ (শিবঃ) যৎপার্শ্বে (যস্য বাণস্য পার্শ্বে) অদ্য অপি আস্তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বাণ শিব আরাধনা করিয়া শিবপার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ভগবান্ শিব পুরপালকরূপে অদ্যাপি বাণের পার্শ্বে বর্ত্তমান আছেন ॥ ১৮ ॥

———

মরুতশ্চ দিতেঃ পুত্রাশ্চত্বারিংশন্নবাধিকাঃ।
ত আসন্নপ্রজাঃ সর্ব্বে নীতা ইন্দ্রেণ সাত্মতাম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—নবাধিকাঃ চত্বারিংশৎ মরুতঃ দিতেঃ পুত্রাঃ (আসন্) তে সর্ব্বে (মরুতঃ) অপ্রজাঃ (অপ্রজসঃ পুত্রহীনাঃ) আসন্ ; ইন্দ্রেণ (সর্ব্বে) সাত্মতাং (সমানরূপতাং) নীতাঃ (প্রাপিতা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণও দিতির পুত্র। তাহারা অপুত্রক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে দেবত্ব দান করেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সাত্মতাং সমান-স্বভাবতাং দেবত্বং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাত্মতাং'—সাত্মতা বলিতে সমান স্বভাবতা, অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

কথং ত আসুরং ভাবমপোহ্যৌৎপত্তিকং গুরো।
ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্ম্যং কিং তৎ সাধু কৃতং হি তৈঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(ওহে) গুরোঃ, তে (মরুতঃ) ঔৎপত্তিকং (জন্মানুরূপম্) আসুরং ভাবং (ক্রৌর্য্যাদিকং) অপোহ্য (সন্ত্যজ্য) কথং (কেন হেতুনা) ইন্দ্রেণ সাত্ম্যং (দেবত্বং) প্রাপিতাঃ ; তৈঃ (অসুরৈরপি) তৎ (তাদৃশং) কিং সাধু (সৎকর্ম্ম দেবত্বলাভজননং) কৃতং (পূর্ব্বজন্মনি অনুষ্ঠিতং তৎ সর্ব্বং বদ ইতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে গুরো, সেই উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ জন্মাবধি অসুরভাবাপন্ন। ইন্দ্র তাহাদিগকে অসুরভাব পরিত্যাগ করাইয়া দেবত্ব প্রদান করিলেন কেন ? তাহারা কি কোন সৎকর্ম্ম করিয়াছিল ? ২০ ॥

———

ইমে শ্রদ্দধেত ব্রহ্মন্নৃষয়ো হি ময়া সহ।
পরিজ্ঞানায় ভগবংস্তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, ময়া সহ ইমে (সমস্তাঃ) ঋষয়ঃ হি (অপি এতস্য পৃষ্টস্য) পরিজ্ঞানায় শ্রদ্দধতে (ইচ্ছন্তি) হে ভগবন্, তৎ (তস্মাৎ) নঃ (অস্মাকম্ এতদ্) ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আমার সহিত এই ঋষিগণ এই জিজ্ঞাসিত বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, অতএব হে মহাত্মন্, এ বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ইমে মুনয়ঃ শ্রদ্দধতে ইতি স্বস্যৈব শ্রদ্ধাং মুনিস্বারোপয়তি। রহস্যমর্থং তান্ জ্ঞাপয়িতুম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইমে শ্রদ্দধতে'—এই মুনিগণ আমার সহিত এবিষয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, এখানে নিজের শ্রদ্ধা মুনিগণে আরোপ করিতেছেন। সেই রহস্য বিষয় তাহাদিগকে জানাইবার জন্য আমাদিগের নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করুন ॥ ২১ ॥

———

শ্রীসূত উবাচ—

তদ্বিষ্ণুরাতস্য স বাদরায়ণি-
র্বচো নিশম্যাদৃতমল্পমর্থবৎ।
সভাজয়ন্ সন্নিভৃতেন চেতসা
জগাদ সত্রায়ণ সর্ব্বদর্শনঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ,—উবাচ (হে) সত্রায়ণ, (সত্রম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য ইতি তথা তৎসম্বোধনে হে সত্রায়ণ, শৌনক,) আদৃতং (সাদরম্) অল্পং (মিতাক্ষরম্) অর্থবৎ (বহ্বর্থযুক্তং) বিষ্ণুরাতস্য তৎ বচঃ নিশম্য (শ্রুত্বা) সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) সঃ বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকঃ) নিভৃতেন (আনন্দপূর্ণেন) চেতসা (তং) সভাজয়ন্ সন্ (সৎকুর্ব্বন্ সন্) জগাদ (উত্তরং দত্তবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—হে শৌনক, পরীক্ষিতের আদরযুক্ত পরিমিতাক্ষর সারগর্ভবচন শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বাদরায়ণি (শ্রীশুক) সানন্দে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে উত্তর দিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থবৎ অনেকার্থযুক্তম্ ; তত্রৈকো জিজ্ঞাসিতোঽর্থোঽস্মাদুপাখ্যানাল্লভ্যতে। যথা পরহিংসামভিসন্ধায়াপি তামসীং ভগবদ্ভক্তিং কুর্ব্বন্নশুদ্ধচিত্তোঽপি নিশ্চলা-মতামসীং ভক্তিমানুষঙ্গিকীং সংসারান্মুক্তিং চিত্তশুদ্ধিং প্রাপ্ত্যা পরজিঘাংসানিবৃত্তিঞ্চ লভত ইত্যত্র দিতিরেব প্রমাণম্, তথা কুটিলচিত্তা বিবেকিনোঽপি যান্ দোষান্ পরেষাং পশ্যন্তি, তানেব দোষান্ স্বস্মিন্ স্থিতানপি ন পশ্যন্তি ইত্যত্র কৃমিবিড়্ত্যাদিকবচনাৎ দিতিরেব প্রমাণমিতি দ্বিতীয়ঃ। স্ত্রীমায়য়া 'মহাবিজ্ঞোঽপি প্রতার্য্যো ভবতীত্যত্র কশ্যপ এব প্রমাণমিতি তৃতীয়ঃ। অল্পং মিতাক্ষরং সন্নিভৃতেন সম্পূর্ণেন একাগ্রীকৃতেনেত্যর্থঃ। হে সত্রায়ণ, শৌনক ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থবৎ'—অনেক অর্থযুক্ত। তন্মধ্যে একটি জিজ্ঞাসিত অর্থ এই উপাখ্যান হইতে পাওয়া যাইবে। যেমন অপরের প্রতি হিংসার উদ্দেশ্যেও তামসিক ভগবদ্ভক্তি করিতে করিতে অশুদ্ধ চিত্তও নিশ্চলা অতামসী ভক্তি এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারে মুক্তি ও চিত্তের শুদ্ধতা প্রাপ্তির দ্বারা পরজিঘাংসার নিবৃত্তি লাভ করে, এই বিষয়ে দিতিই প্রমাণ। সেইরূপ কুটিলচিত্ত বিবেকিগণও অপরের যে দোষগুলি দেখেন, সেই সকল দোষ নিজেতে থাকিলেও দেখিতে পান না, এই বিষয়ে 'কৃমি বিট্ ভস্মসংজ্ঞিত' (২৫ শ্লোক) দেহের রক্ষার জন্য যে পরদ্রোহ করে, ইত্যাদি বাক্যে দিতিই প্রমাণ—ইহা দ্বিতীয়। স্ত্রীলোকের মায়ায় মহাবিজ্ঞ জনও প্রতারিত হইয়া থাকেন—এই বিষয়ে কশ্যপই প্রমাণ—ইহা তৃতীয়। 'অল্পম্'—বলিতে পরিমিত অক্ষরযুক্ত। 'সন্নিভৃতেন'—সম্পূর্ণভাবে, একাগ্রচিত্তে—এই অর্থ। 'হে সত্রায়ণ'—হে শৌনক ! ইহা সম্বোধনে ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

হতপুত্রা দিতি শক্রপাষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা।
মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্য্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—শক্রপাষ্ণিগ্রাহেণ (শক্রস্য পৃষ্ঠতঃ সহায়েন পরোক্ষসাহায্যকর্ত্তা ইত্যর্থঃ) বিষ্ণুনা হতপুত্রা (হতৌ পুত্রৌ হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষৌ যস্যাঃ সা) দিতিঃ শোকদীপ্তেন শোকেন হেতুনা দীপ্তেন প্রজ্বলিতেন) মন্যুনা (ক্রোধেন) জ্বলন্তী (সতী) পর্য্যচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবতী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক বলিলেন,—ইন্দ্রের সহায়তা অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে হতপুত্রা দিতি শোক প্রদীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শক্রস্য পাষ্ণিগ্রাহেণ পৃষ্ঠতঃ সহায়েন পরোক্ষসাহায্যকর্ত্রে ত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শক্র-পাষ্ণিগ্রাহেণ'—ইন্দ্রের পরোক্ষ সাহায্যকর্ত্তা বিষ্ণু কর্ত্তৃক—এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়ারামমুল্বণম্।
অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়ারামং (পাপাচারং) ভ্রাতৃহন্তারং (ভ্রাতরৌ হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষৌ তয়োর্বিষ্ণুদ্বারা হন্তারম্ অতএব) উল্বণং (ক্রূরম্) অক্লিন্নহৃদয়ং (কঠিনচিত্তম্) পাপম্ (ইন্দ্রং) ঘাতয়িত্বা (মারয়িত্বা) কদানু (অহং) সুখং শয়ে (সুখেন নিদ্রাং কুর্য্যাম্ ইতি অচিন্তয়ৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ বিষ্ণুদ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশক (কেননা, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু-ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) ক্রূর, কঠিনচিত্ত, পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে মারিয়া কবে আমি সুখে নিদ্রা যাইব ? ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উল্বণং ক্রূরম্ ; সুখং শয়ে সুখেন নিদ্রামীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উল্বণং'—ক্রূর ইন্দ্রকে বিনাশ করাইয়া, 'সুখং শয়ে'—সুখে নিদ্রা যাইব—এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞাসীদ্‌যস্যেশাভিহিতস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ—ঈশাভিহিতস্য চ (জীবিতকালে ঈশঃ প্রভুঃ ইতি অভিহিতস্য অপি) যস্য (পূর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং দেহস্য) কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞা (মরণানন্তরং দ্বিত্রিদিনাবস্থিতস্য কৃময়ঃ ইতি, শ্বাদিভির্ভক্ষিতস্য বিষ্ঠা ইতি, দগ্ধস্য তু ভস্ম ইতি সংজ্ঞা নাম) আসীৎ ; তৎকৃতে) তস্য দেহস্য অর্থে যঃ) ভূতধ্রুক্ (ভূতেভ্যঃ দ্রুহ্যতি সঃ) কিং স্বার্থং বেদ (জানাতি ন জানাত্যেব) যতঃ (ভূতদ্রোহাৎ) নিরয়ঃ (নরকপাতঃ ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অধীশ্বর বা রাজা নামে খ্যাত যে সকল ব্যক্তিগণের দেহ কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছে (মরণান্তর দেহ রাখিলে পচিয়া কৃমি হয়, কুক্কুরাদি দ্বারা ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা, অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ভস্ম হয়), সেই দেহরক্ষার জন্য যে ব্যক্তি প্রাণি হিংসা করে, সে কি নিজ-স্বার্থ কিছু অবগত আছে ? অর্থাৎ কিছুই অবগত নহে। ভূতদ্রোহ হইতে নরকই হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশাভিহিতস্য ঈশো রাজেত্যভিহিতস্যাপি দেহস্য মরণানন্তরং দ্বিত্রিদিনাবস্থিতত্বে কৃময় ইতি শ্বাদিভির্ভক্ষিতত্বে বিষ্ঠেতি পুত্রাদিভির্দগ্ধত্বে ভস্মেতি সংজ্ঞা আসীৎ। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নৃপাণামপি তথা দৃষ্টত্বাদিতি ভূতনির্দ্দেশঃ, তস্য দেহস্য কৃতে যো ভূতেভ্যো দ্রুহ্যতি স কিং স্বার্থং বেদ, নৈব, যতঃ স্বস্যৈব নিরয়ো ভবতি, তস্মাদিন্দ্র এব বিবেকশূন্য ইতি ব্যঞ্জয়তি। অথ চ স্বয়মেব বিবেকশূন্যা, যত ইন্দ্রং জিঘাংসুঃ স্বয়মপীন্দ্রমেব ভূতদ্রুহং স্বয়মক্লিন্নহৃদয়াপীন্দ্রমেবাক্লিন্নহৃদয়ং স্বয়ং স্বার্থানাভিজ্ঞাপি ইন্দ্রমেব স্বার্থানভিজ্ঞং মন্যত ইত্যতো বিবেকোহপ্যবিবেকিনামবিবেকমেব দৃঢ়য়তীতি দর্শিতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশাভিহিতস্য'—ঈশ, অর্থাৎ রাজা, এই নামে খ্যাত দেহেরও মরণের পর দুই তিন দিন ব্যবধানেই (পচনের ফলে) কৃমি, কুক্কুরাদির দ্বারা ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা, পুত্রাদির দ্বারা দাহ করা হইলে ভস্ম—এই সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিগণেরও সেইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া এখানে 'আসীৎ'—এই অতীতকালের নির্দ্দেশ। সেই দেহের নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি হিংসা করে, সে কি নিজ স্বার্থ জানে ? কখনই না ; যেহেতু সেই প্রাণিহিংসার ফলে নিজেরই নরক হইয়া থাকে, অতএব ইন্দ্রই বিবেকশূন্য—এরূপ ব্যক্ত করিতেছেন। অথচ দিতি নিজেই বিবেকশূন্যা, যেহেতু ইন্দ্রের বিনাশেচ্ছু হইয়া নিজেও ইন্দ্রকে বধ করিতে চাহিতেছেন, ইহা প্রাণিহিংসা (ভূতদ্রোহ)। নিজে 'অক্লিন্নহৃদয়া' অর্থাৎ কঠিনচিত্তা হইয়া ইন্দ্রকে কঠিনচিত্ত এবং নিজে স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞা হইয়া ইন্দ্রকেও স্বার্থানভিজ্ঞ মনে করিতেছেন—ইহার দ্বারা অবিবেকিগণের বিবেকও অবিবেচনা-প্রসূতই হয়—ইহা দর্শিত হইল ॥ ২৫ ॥

আশাসানস্য তস্যেদং ধ্রুবমুন্নদ্ধচেতসঃ।
মদশোষক ইন্দ্রস্য ভূয়াদ্‌যেন সুতো হি মে ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—ইদং (দেহাদিকং) ধ্রুবং (নিত্যম্) আশাসানস্য (মন্যমানস্য অতঃ) উন্নদ্ধচেতসঃ (উন্নদ্ধম্ উচ্ছৃঙ্খলং চেতঃ যস্য) তস্য ইন্দ্রস্য মদশোষকঃ হি (যঃ মদঃ ত্রিলোকেশত্বাভিমানঃ তস্য শোধকঃ) সুতঃ (পুত্রঃ) যেন (হেতুনা) মে (মম) ভূয়াৎ (ভবেৎ, সঃ হেতুঃ কঃ ইতি অচিন্তয়ৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র এই দেহাদিকে নিত্যজ্ঞান করিয়া উচ্ছৃঙ্খল-চিত্ত হইয়াছে, অতএব সেই ইন্দ্রের মদশোষণকারী পুত্র যাহাতে লাভ করিতে পারি তাহার উপায় করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যেনৈব তেন দুশ্চেষ্টিতেন হেতুনৈব তস্য মদশোষকঃ সুতো মে ভূয়াদিতি মে প্রার্থনেত্যর্থঃ। তস্য কথম্ভূতস্য ইদং দেহাদিকং ধ্রুবং নিত্যং আশাসানস্য মন্যমানস্য উচ্ছৃঙ্খলচেতসঃ॥২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—সেইরূপ দুশ্চেষ্টিতহেতু সেই ইন্দ্রের 'মদশোষকঃ'—গর্ব্বনাশক পুত্র আমার হউক—ইহা আমার প্রার্থনা—এই অর্থ। কিরূপ ইন্দ্রের ? যে ইন্দ্র এই দেহাদিকে 'ধ্রুবং আশাসানস্য'—নিত্য মনে করিয়া উচ্ছৃঙ্খল-চিত্ত হইয়াছে, তাহার ॥ ২৬ ॥

ইতি ভাবেন সা ভর্ত্তুরাচচারাসকৃৎ প্রিয়ম্।
শুশ্রূষয়ানুরাগেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ২৭ ॥

ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ মনোজ্ঞৈর্বল্গুভাষিতৈঃ ।
মনো জগ্রাহ ভাবজ্ঞা সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ— ইতি ভাবেন (ইন্দ্রমারকপুত্রলাভাভিপ্রায়েণ) সা (দিতিঃ) ভর্ত্তুঃ (কশ্যপস্য) প্রিয়ম্ অসকৃৎ (নিরন্তরম্) আচচার (আচরিতবতী ; হে) রাজন্, ভাবজ্ঞা (অভিপ্রায়জ্ঞা সা) শুশ্রূষয়া (সেবয়া) অনুরাগেণ (প্রেম্ণা) প্রশ্রয়েণ (নম্রীভাবেন) দমেন চ (স্বেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ চ) পরময়া ভক্ত্যা (আরাধ্যত্ববুদ্ধ্যা) মনোজ্ঞৈঃ (মনোহরৈঃ) বল্গুভাষিতৈঃ (মধুরবচনৈশ্চ) সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ (স্মিতেন মৃদুহাস্যেন সহিতৈঃ অপাঙ্গবীক্ষণৈঃ কটাক্ষনিরীক্ষণৈশ্চ) (ভর্ত্তুঃ) মনঃ জগ্রাহ (বশীচকার) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—এই ভাবিয়া ইন্দ্রমারক-পুত্রলাভাভিপ্রায়ে দিতি নিরন্তর কশ্যপের প্রিয় আচরণ করিতে লাগিলেন, হে রাজন্, সেই দিতি ভর্ত্তার অভিপ্রায়ানুযায়ী শুশ্রূষা, অনুরাগ, নম্রতা, দম ও পরমভক্তিপূর্ব্বক মনোরম মধুরবাক্যে ও স্মিতহাস্যযুক্ত অপাঙ্গবীক্ষণ দ্বারা ভর্ত্তার মন বশীভূত করিলেন ॥২৭-২৮॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তরি তুষ্যতি স্ত্রীণাং মনোরথঃ সিদ্ধ্যতি, তস্মাদহং পরিচর্য্যয়া পতিং তোষয়ামীতি ভাবেন ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বামী তুষ্ট হইলে স্ত্রীগণের মনোরথ সিদ্ধ হয়, অতএব আমি পরিচর্য্যার দ্বারা পতিকে তুষ্ট করিব—'ইতি ভাবেন'—এইরূপ স্থির করিয়া দিতি স্বামীর প্রিয় আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

এবং স্ত্রিয়া জড়ীভূতো বিদ্বানপি মনোজ্ঞয়া ।
বাঢ়মিত্যাহ বিবশো ন তচ্চিত্রং হি যোষিতি ॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ—বিদ্বান্ অপি (কশ্যপঃ) মনোজ্ঞয়া (বিদগ্ধয়া কপটাচার নিপুণয়া) স্ত্রিয়া এবং (শুশ্রূষাদিভিঃ) জড়ীভূতঃ (মোহিতঃ, অতএব) বিবশঃ (স্ত্রীপরতন্ত্রশ্চ সন্) বাঢ়ং (তব মনোরথং পুরয়িষ্যামি) ইতি (যৎ) আহ, যোষিতি (স্ত্রিয়াং তদ্‌বিষয়ে ইত্যর্থঃ) তৎ চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) হি ন (ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ বিদ্বান্ হইলেও কপটাচারনিপুণা স্ত্রীর শুশ্রূষায় মোহিত হইয়া স্ত্রী-পরতন্ত্র হইলেন। অতএব "তোমার মনোরথ পূরণ করিব",—দিতির প্রতি তাঁহার এই উক্তি কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বাঢ়ং তব মনোরথং পূরয়িষ্যামীতি যদাহ, তন্ন চিত্রম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হ্যাঁ, তোমার মনোরথ পূরণ করিব'—প্রজাপতি কশ্যপের এইরূপ উক্তি আশ্চর্য্যজনক নহে ॥ ২৯ ॥

বিলোক্যৈকান্তভূতানি ভূতান্যাদৌ প্রজাপতিঃ ।
স্ত্রিয়ং চক্রে স্বদেহার্দ্ধং যয়া পুংসাং মতিহৃতা ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—আদৌ (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) ভূতানি (প্রাণিনঃ) একান্তভূতানি (নিঃসঙ্গানি) বিলোক্য (তেষাং মোহার্থং) প্রজাপতিঃ (মৈথুনেন সৃষ্টিবৃদ্ধ্যর্থং) স্বদেহার্দ্ধং স্ত্রিয়ং চক্রে, যয়া (স্ত্রীয়া) পুংসাং মতিঃ হৃতা (স্নেহপাশেন সৃষ্ট্যুন্মুখীকৃতা) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) প্রাণিগণকে নিঃসঙ্গ দর্শন করিয়া মৈথুন-ধর্ম্মদ্বারা সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য নিজ অর্দ্ধাঙ্গরূপ যে স্ত্রীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্ত্রীগণের দ্বারাই পুরুষের চিত্ত অপহৃত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—একান্তভূতানি নিঃসঙ্গানি মতির্হৃতা, অতএব সংসারপ্রবাহোঽবিচ্ছিন্নোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একান্তভূতানি'—প্রাণিগণকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য নিজ দেহের অর্দ্ধাংশকে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীগণের দ্বারাই পুরুষের মন অপহৃত হইয়া থাকে, অতএব সংসার-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন হইয়াছে—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

এবং শুশ্রূষিতস্তাত ভগবান্ কশ্যপঃ স্ত্রিয়া ।
প্রহস্য পরমপ্রীতো দিতিমাহাভিনন্দ্য চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, ভগবান্ কশ্যপঃ স্ত্রিয়া

এবং শুশ্রূষিতঃ (সন্) পরমপ্রীতঃ (জাতঃ) অভিনন্দ্য (সংশ্লাঘ্য) প্রহস্য চ দিতিম্ (প্রতি ইদং বক্ষ্যমাণম্) আহ (স্ম) (উবাচ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে তাত, ভগবান্ কশ্যপ স্ত্রীর (দিতির) এই প্রকার শুশ্রূষায় পরমপ্রীত হইয়া হাস্য ও প্রশংসাপূর্ব্বক দিতিকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

———

শ্রীকশ্যপ উবাচ—

বরং বরয় বামোরু প্রীতস্তেহহমনিন্দিতে।
স্ত্রিয়া ভর্ত্তরি সুপ্রীতে কঃ কাম ইহ চাগমঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ,—(হে) বামোরু, (হে) অনিন্দিতে, অহং তে (তব) প্রীতঃ, (অতস্তুং) বরং বরয় ; ভর্ত্তরি সুপ্রীতে (সতি) ইহ চ (চকারাৎ পরত্র চ) স্ত্রিয়াঃ কঃ কামঃ অগমঃ (দুর্ল্লভঃ ভবতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকশ্যপ বলিলেন,—হে বামোরু, হে অনিন্দিতে ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর। ভর্ত্তা সন্তুষ্ট হইলে স্ত্রীর ইহকালে কিম্বা পরকালে কোন্ কামনা দুর্ল্লভ হয় ? ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অগমঃ অপ্রাপ্যঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগমঃ'—অপ্রাপ্য (অর্থাৎ স্বামী সন্তুষ্ট হইলে ইহলোকে বা পরলোকে স্ত্রীলোকের কোন্ অভীষ্ট অপ্রাপ্য থাকে ?) ॥ ৩২ ॥

———

পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥৩৩॥
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—নারীণাং পতিঃ এব পরমদৈবতং স্মৃতং (পরমদেবতা পতিঃ খল্বত্র জীব এব ; স কথং পরং দৈবতং স্যাত্তত্রাহ,—) সর্ব্বভূতানাং মানসঃ (মনসি স্থিতঃ) শ্রিয়ঃ পতিঃ (লক্ষ্মীপতিঃ) বাসুদেবঃ পুংভিঃ (কর্ম্মিলোকৈঃ) নামরূপবিকল্পিতৈঃ (বিবিধনামরূপকল্পনৈঃ) দেবতা-লিঙ্গৈঃ (দেবতানাং মূর্ত্তিভিঃ যথা) ইজ্যতে (পূজ্যতে, তথা) সঃ এব ভগবান্ (বাসুদেবঃ) পতিরূপধৃক্ (পতিরূপধারী) স্ত্রীভিঃ (ইজ্যতে) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—নারীগণের পতিই পরম দেবতা ; যিনি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছেন, সেই লক্ষ্মীপতি বাসুদেব যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্ত্তিতে কর্ম্মিগণের পূজার পাত্র হন, সেইরূপ সেই ভগবান্ই পতিরূপে স্ত্রীগণের পূজার বিষয় হইয়া থাকেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পতিঃ খল্বত্র জীব এব স কথং পরং দৈবতমীশ্বরঃ স্যাত্তত্রাহ,—মানসঃ মনসশ্চিত্তস্যাধিষ্ঠাতা যো বাসুদেবঃ, স এব ভগবান্ দেবতানাং লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈরিজ্যতে কীদৃশৈর্নাম ইন্দ্রাদিরূপং বজ্রহস্তত্বাদি, তাভ্যাং বিবিধং কল্পিতৈঃ 'ইন্দ্রায় স্বাহা' 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদিভির্নামরূপভেদেন পুংভিঃ কর্ম্মিলোকৈর্ভগবানেব ইজ্যতে যথা, তথা স্ত্রীভিঃ পতিরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবদ—দেখুন—পতি এখানে জীবই, সে কিপ্রকারে পরম দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'মানসঃ' ইত্যাদি, মনের বলিতে চিত্তের অধিষ্ঠাতা যে বাসুদেব, তিনিই ভগবান্, 'দেবতালিঙ্গৈঃ'—দেবতাগণের চিহ্নের দ্বারা পূজিত হন। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'নামরূপ-বিকল্পিতৈঃ'—ইন্দ্রাদি নাম ও বজ্রহস্ত প্রভৃতি রূপ, তাহাদের দ্বারা বিভিন্নরূপে কল্পিত, অর্থাৎ 'ইন্দ্রায় স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা'—ইত্যাদি নাম ও রূপভেদে কর্ম্মিলোকের দ্বারা ভগবান্ই যেরূপ পূজিত হন, তদ্রূপ স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পতিরূপে সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান্ শ্রীহরিই পূজিত হন—এই অর্থ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

———

তস্মাৎ পতিব্রতা নার্য্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে।
যজন্তেহনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুমধ্যমে, (যস্মাৎ পতিরূপেণ ভগবান্ এব বর্ত্ততে) তস্মাৎ শ্রেয়স্কামাঃ (বিবেকবত্যঃ) নার্য্যঃ পতিব্রতাঃ (তদেকপ্রবণচিত্তাঃ সত্যঃ) অনন্যভাবেন (পরময়া ভক্ত্যা) আত্মানং (আত্মস্বরূপম্) ঈশ্বরং পতিং (পতিরূপং) যজন্তে (পূজয়ন্তি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমে, যেহেতু পতিরূপে ভগবান্‌ই বিরাজ করিতেছেন, সেই হেতু বিবেকবতী পতিব্রতা নারীগণ তদেকচিত্ত হইয়া পরমভক্তির সহিত আত্মরূপ পতি ঈশ্বরকেই পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সোঽহং ত্বয়াৰ্চ্চিতো ভদ্রে ঈদৃগ্ভাবেন ভক্তিতঃ।
তং তে সম্পাদয়ে কামমসতীনাং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্রে, (শুভাচারে, যস্মাৎ) ত্বয়া ঈদৃগ্ভাবেন (অলৌকিকপ্রকারেণ) ভক্তিতঃ (প্রেম্ণা) সঃ অহং (পতিরূপঃ) অৰ্চ্চিতঃ (তস্মাৎ) অসতীনাং (পতিভক্তিরহিতানাং) সুদুর্ল্লভং তে (তব) তং কামং (মনোরথং সম্পাদয়ে (পূরয়ামি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে, যেহেতু এইরূপভাবে তুমি ভক্তিপুরঃসর পতিরূপী ভগবান্ আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছ, অতএব যাহা অসতী নারীগণের দুর্ল্লভ, আমি তোমার সেইরূপ কামনা পূর্ণ করিব ॥ ৩৬ ॥

দিতিরুবাচ—

বরদো যদি মে ব্রহ্মন্ পুত্রমিন্দ্রহণং বৃণে।
অমৃত্যুং মৃতপুত্রাহং যেন মে ঘাতিতৌ সুতৌ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—দিতিঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্, যদি (ত্বং) মে বরদঃ (অসি, বরং দদাসি, তদা) মৃতপুত্রা অহম্ ইন্দ্রহণম্ (ইন্দ্রহন্তারম্) অমৃত্যুং (স্বয়ং মৃত্যুশূন্যং) পুত্রং বৃণে (প্রার্থয়ামি) যেন (ইন্দ্রেণ বিষ্ণুনা সহায়ভূতেন) মে সুতৌ ঘাতিতৌ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দিতি বলিলেন,—হে মহাত্মন্, আমি মৃতপুত্রা, যদি আপনি আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি ইন্দ্রহন্তা অমরপুত্র প্রার্থনা করি ; কারণ, এই ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তায় আমার পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রহণং ইন্দ্রহন্তারং হন্তের্গত্যর্থত্বাৎ, পক্ষে ইন্দ্রানুগম্। অমৃত্যুং সর্ব্বৈরবধ্যং, পক্ষে দেবত্বাদমরম্। ঊনপঞ্চাশত্ত্বিরেক এব দেবো মারুত ইত্যেকবচনম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রহণং'—ইন্দ্রের বিনাশকারী (একটি অমর পুত্র প্রার্থনা করি)। পক্ষে—হন্ ধাতু গত্যর্থক বলিয়া ইন্দ্রের অনুগত (পুত্র)। 'অমৃত্যুং'—সকলের অবধ্য, পক্ষে—দেবত্ব লাভে অমর। ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত একই দেবতা মারুত—ইহাতে একবচন ॥ ৩৭ ॥

নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো বিমনাঃ পর্য্যতপ্যত।
অহো অধর্ম্মঃ সুমহানদ্য মে সমুপস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রঃ (কশ্যপঃ) তদ্বচঃ (তস্যাঃ দিতেঃ বচঃ) নিশম্য (শ্রুত্বা) বিমনাঃ (বিষণ্ণমনাঃ সন্) পর্য্যতপ্যত (অনুতাপং চকার),—অহো অদ্য মে সুমহান্ অধর্ম্মঃ (ইন্দ্রহত্যারূপঃ) সমুপস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্যপ বিষণ্ণমনাঃ হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন,—আহা ! আজ আমার ইন্দ্রহত্যারূপ সুমহান্ অধর্ম্ম উপস্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিমনা ইতি দিতেরীপ্সিতোঽর্থস্তু ইন্দ্রমরণং বিনা ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিমনাঃ'—দিতির ঈপ্সিত অর্থ কিন্তু ইন্দ্রের মরণ ব্যতীত সম্ভব নহে—এইজন্য কশ্যপ বিষন্নমনাঃ হইলেন—এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

অহো অর্থেন্দ্রিয়ারামো যোষিন্ময্যেহ মায়য়া।
গৃহীতচেতাঃ কৃপণঃ পতিষ্যে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (খেদে) অর্থেন্দ্রিয়ারামঃ (বিষয়েন্দ্রিয়-জন্যভোগপরঃ) যোষিন্ময্যা মায়য়া (স্ত্রীরূপিণ্যা মায়য়া) ইহ (অস্মিন্ অবসরে) গৃহীতচেতাঃ (বশীকৃতচিত্তঃ) কৃপণঃ (ধৈর্য্যাদিরহিতঃ অহং) ধ্রুবং (নিশ্চিতমেব) নরকে পতিষ্যে পতিষ্যামি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অহো ! আমি অত্যন্ত বিষয়-ভোগে মগ্ন ছিলাম, এই অবসরে যোষিন্ময়ী ভগবন্মায়াদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ধৈর্য্যাদিরহিত হইয়াছি ; আমি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইব ॥ ৩৯ ॥

কোঽতিক্রমোঽনুবর্ত্তন্ত্যাঃ স্বভাবমিহ যোষিতঃ।
ধিঙ্মাং বতাবুধং স্বার্থে যদহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—স্বভাবঃ (মোহকত্বম্) অনুবর্ত্তন্ত্যাঃ (অনুবর্ত্তমানায়াঃ) যোষিতঃ ইহ (মদ্‌বিষয়ে) কঃ অতিক্রমঃ (কঃ অপরাধঃ) বত (নিশ্চিতং) স্বার্থে (নিজহিতে) অবুধম্ (অনভিজ্ঞং) মাং ধিক্! যৎ (যস্মাৎ) অহং তু (অহম্ এব) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়াসক্তঃ অস্মি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পত্নী নিজ-স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার অপরাধ কি? স্বার্থে অনভিজ্ঞ আমাকেই ধিক্, যেহেতু আমিই অজিতেন্দ্রিয়! ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অতিক্রমোঽপরাধঃ, ক্রৌর্য্যং হি স্ত্রীজাতেঃ স্বভাব এব তং অনুবর্ত্তন্ত্যা অনুবর্ত্তমানায়াঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিক্রমঃ'—দিতির কি অপরাধ? যেহেতু ক্রূরতাই স্ত্রীজাতির স্বভাব, সে তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

———

শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—(যাসাং) বক্ত্রং (মুখং) শরৎপদ্মোৎসবঃ (শরৎপদ্মস্যেব উৎসবঃ বিকাশঃ যস্মিন্ তথাভূতং) বচঃ চ শ্রবণামৃতং (শ্রবণয়োঃ অমৃতম্ ইব হর্ষজনকং) হৃদয়ং (চিত্তং তু) ক্ষুরধারাভং (ক্ষুরধারোপমম্ অতিতীক্ষ্নম্ অতঃ তাসাং) স্ত্রীণাং চেষ্টিতং কঃ বেদ (কো জানাতি, ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৪১॥

অনুবাদ—স্ত্রীলোকের বদন—শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল, বাক্য—শ্রবণের প্রীতিদায়ক, কিন্তু হৃদয়—ক্ষুরধারাতুল্য অতীব তীক্ষ্নতর। অতএব তাহাদের কার্য্যকলাপ কে বুঝিতে সমর্থ হয়? ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভাবমেবাহ,—শরদিতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ত্রীজাতির স্বভাব বলিতেছেন—শরৎ ইত্যাদি (অর্থাৎ রমণীগণের মুখ শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় সুন্দর, বাক্য অমৃতের ন্যায় শ্রুতিসুখকর, অথচ হৃদয় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্নধার।) ॥ ৪১ ॥

———

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বাশিষা আত্মনাম্ (স্বার্থকামনয়া আত্মবৎ প্রেষ্ঠত্বেন প্রতীয়মানানাং (তাসাং) স্ত্রীণাম্ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ-স্বপ্রয়োজনরূপম্ উপাধিং বিনা) কশ্চিৎ (অপি) প্রিয়ঃ ন হি (ন ভবতি অতএব) অর্থে (নিমিত্তে সতি স্বার্থসিদ্ধ্যর্থং নার্য্যঃ) পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্তি (স্বয়ং) ঘাতয়ন্তি চ (অন্যৈবিনাশয়ন্তি চ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—নিজের অভীষ্টলাভের উদ্দেশে স্ত্রীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তমারূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রিয় কেহ নাই; স্বার্থের জন্য তাহারা পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতার প্রাণ নাশ করে এবং অপরের দ্বারা করাইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্য আশিষা কামনয়ৈব আত্মা যত্নো যাসাং, ন তু পত্যাদিসুখাপেক্ষয়েতি ভাবঃ। অলুক্ সমাস আশিষা শব্দষ্টাবন্তো বা ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বাশিষাত্মনাম্'—নিজের কামনার দ্বারাই আত্মা বলিতে যত্ন (যাবতীয় চেষ্টা) যাহাদের, কিন্তু পতি, পুত্রাদির সুখের অপেক্ষায় নহে—এই ভাব। এখানে অলুক্‌সমাস, অথবা—'আশিষা' শব্দ টাবন্ত ॥ ৪২ ॥

———

প্রতিশ্রুতং দদামীতি বচস্তন্ন মৃষা ভবেৎ।
বধং নার্হতি চেন্দ্রোঽপি তত্রেদমুপকল্পতে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—বরং দদামি (যৎ ময়া) প্রতিশ্রুতং (অঙ্গীকৃতং) তৎ (মম) বচঃ মৃষা (মিথ্যা) ন ভবেৎ ইন্দ্রঃ চ অপি বধং অর্হতি (তদ্‌বধশ্চ ন ভবেৎ ইতি) তত্র ইদম্ উপকল্পতে (যোগ্যং ভবতি) (অয়ং ভাবঃ—বৈষ্ণবং ব্রতং ভাবদুপদেক্ষ্যামি তেনৈবাস্যাঃ শুদ্ধচিত্তায়া ইন্দ্রক্রোধো নিবর্ত্তিষ্যতে পুত্রোঽপি অমরো ভবিষ্যতি, দীর্ঘকালত্বেন ব্রতস্য কথঞ্চিৎ বৈগুণ্যে সতি ইন্দ্রস্য বধোঽপি ন ভবিষ্যতীতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আমি বরদান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ইহাও মিথ্যা না হয় এবং ইন্দ্রও বিনষ্ট না হয়, এইরূপ করাই এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য। (ইহার

তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রার্থ ইহাকে (দিতিকে) আমি বৈষ্ণবব্রত উপদেশ করিব। বৈষ্ণবব্রত পালনের দ্বারা ইহার চিত্তশুদ্ধ হইলে ইন্দ্রের প্রতি ইহার যে ক্রোধ তাহারও নিবৃত্ত হইবে। ইন্দ্রবধকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিহিতবৈষ্ণবব্রতের ফলে কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ হইলে ইন্দ্রও বিনষ্ট হইবে না এবং আমার বাক্যও মিথ্যা হইবে না। আবার দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রতানুষ্ঠানের ফলে কথঞ্চিৎ বৈগুণ্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবব্রতের বৈগুণ্য ঘটিলেও উহা উৎকৃষ্ট ফলই প্রসব করিয়া থাকে; (সুতরাং তাহা অজ্ঞাতসারে দিতির চিত্ত পরিশুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রবধরূপ মাৎসর্য্য বিদূরিত করিবে) ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রেদমুপকল্পতে যোগ্যং ভবতি। অয়ং ভাবঃ—বৈষ্ণবং ব্রতং তাবদুপদেক্ষ্যামি তেনৈবাস্যাশ্চিত্তশুদ্ধৌ সত্যামিন্দ্রে ক্রোধো নিবর্ত্তিষ্যতে ততশ্চেন্দ্রবধমনাকাঙ্ক্ষত্যানয়া বিহিতস্য বৈষ্ণবব্রতস্য কামিতদুষ্ফলদানানর্হত্বান্নেন্দ্রঘাতী ভবিষ্যতি, কিন্তু বরপ্রার্থনাপ্রদানবাক্যয়ো-র্হন্তি-ধাতু-প্রয়োগাদ্ধন্তেশ্চ গত্যর্থত্বাৎ ইন্দ্রানুগোঽমরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি। ব্রতস্য দীর্ঘকালত্বে সত্যবশ্যং বৈগুণ্যং চ কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতীতি তেনৈবাস্যা অবিজ্ঞায় মনঃ সমাধানঞ্চ ভবিষ্যতি, বস্তুতস্তু বৈষ্ণবব্রতস্য বৈগুণ্যেঽপি ফলসিদ্ধিরবশ্যং ভাবিনীত্যস্যাঃ শ্রমশ্চ সফল এব ভবিষ্যতীতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র ইদম্ উপকল্পতে'—এইস্থলে এইরূপ উপায়ই যুক্তিযুক্ত। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—আমি ইহাকে বৈষ্ণব ব্রত উপদেশ করিব, তাহার ফলেই ইহার চিত্তশুদ্ধি হইলে, ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধও নিবৃত্ত হইবে। তারপর ইন্দ্রবধ আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, ইহার দ্বারা অনুষ্ঠিত বৈষ্ণবব্রতের সঙ্কল্পিত দুষ্ফল দান অযোগ্য হেতু, ইন্দ্রবধও হইবে না। কিন্তু দিতির বর-প্রার্থনা (ইন্দ্রহণং পুত্রং, ৩৭ শ্লোক) এবং কশ্যপের বরদান (ইন্দ্রহাদেববান্ধব, ৪৫ শ্লোক)—এই দুইটি বাক্যে 'হন্'-ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং হন্ ধাতু গত্যর্থক বলিয়া ইন্দ্রের অনুগত অমর পুত্র হইবে। আবার দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠানে অবশ্যই কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য হইতে পারে। তাহাতে দিতির অজ্ঞাতসারে চিত্তশুদ্ধিও হইবে। বস্তুতঃ বৈষ্ণবব্রতের বৈগুণ্য হইলেও ফলসিদ্ধি অবশ্যই হইবে, ইহাতে ইহার পরিশ্রমও সফলই হইবে ॥৪৩॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মারীচঃ কুরুনন্দন।
উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানঞ্চ বিগর্হয়ন ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুনন্দন, ভগবান্ মারীচঃ (কশ্যপঃ) ইতি (ইত্যেবং) সঞ্চিন্ত্য কিঞ্চিৎ কুপিতঃ (সন্) আত্মানং চ বিগর্হয়ন্ (নিন্দয়ন্ তাম্) উবাচ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ কশ্যপ কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া নিজকে নিন্দা করিয়া দিতিকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ—
পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ।
সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ,—(হে) ভদ্রে, সংবৎসরং (সংবৎসরপর্য্যন্তম্) ইদং ব্রতং যদি অঞ্জঃ (যথাবৎ) ধারয়িষ্যসি, (তর্হি) তে (তব) ইন্দ্রহা (ইন্দ্রস্য হন্তা) অদেববান্ধবঃ (অদেবানাং অসুরানাং বান্ধবঃ চ) পুত্রঃ ভবিতা (বৈগুণ্যে সতি দেববান্ধবঃ দেবানাং বান্ধবঃ ইন্দ্রপক্ষপাতী ভবিষ্যতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকশ্যপ বলিলেন,—হে ভদ্রে, এই ব্রত যদি সম্বৎসর পর্য্যন্ত যথা-বিহিতরূপে ধারণ কর তবে তোমার ইন্দ্রহন্তা এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, আর যদি ব্রতবৈগুণ্য ঘটে, তবে দেববান্ধব অর্থাৎ ইন্দ্রপক্ষপাতী পুত্রের জন্ম হইবে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রহা ইন্দ্রঘাতী অদেবানামসুরাণাং বান্ধব ইতি দিতিং বোধয়িতুমিষ্টোঽর্থঃ। ইন্দ্রহা ইন্দ্রানুগো দেবানাং বান্ধব ইতি স্বাভীষ্টোঽর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ'—ইন্দ্রহা অর্থাৎ ইন্দ্রঘাতী এবং অদেব বলিতে অসুরগণের বান্ধব—এইরূপ অর্থ দিতিকে বুঝাইবার জন্য। পক্ষে—ইন্দ্রহা বলিতে ইন্দ্রের অনুগামী এবং দেবগণের বান্ধব—এইরূপ কশ্যপের অভীষ্ট অর্থ ॥৪৫॥

দিতিরুবাচ—

ধারয়িষ্যে ব্রতং ব্রহ্মন্ ব্রূহি কার্য্যাণি যানি মে।
যানি চেহ নিষিদ্ধানি ন ব্রতং ঘ্নন্তি যান্যুত ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—দিতিঃ উবাচ, (হে) ব্রহ্মন্, (অহং) ব্রতং ধারয়িষ্যে ; (তত্র) যানি কার্য্যাণি (আবশ্যকানি), যানি চ ইহ (ব্রতে) নিষিদ্ধানি, উত (অপি) যানি ব্রতং ন ঘ্নন্তি (নাবশ্যকানি, ন চ নিষিদ্ধানি, কিন্তু অভ্যনুজ্ঞাতানি, তানি সর্ব্বাণি অপি) মে ব্রূহি (বদ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—দিতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, আমি ব্রত গ্রহণ করিব ; ইহাতে যে যে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যাহা এই ব্রতে নিষিদ্ধ, আর যে কার্য্য এই ব্রত নাশ করে না, সেই সমস্তই আমাকে বলুন ॥ ৪৬ ॥

———

শ্রীকশ্যপ উবাচ—

ন হিংস্যাদ্ভূতজাতানি ন শপেন্নানৃতং বদেৎ।
ন ছিন্দ্যান্নখরোমাণি ন স্পৃশেদ্‌যদমঙ্গলম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ,—ভূতজাতানি (প্রাণি-সমূহান্ কঞ্চিদপি প্রাণিনামিত্যর্থঃ) ন হিংস্যাৎ (ইতি প্রথমে এব ইন্দ্রবধাশঙ্কা নিষিদ্ধা) ন শপেৎ (ন আক্রোশেৎ), অনৃতং (মিথ্যা) ন বদেৎ, নখরোমাণি চ ন ছিন্দ্যাৎ,—যৎ অমঙ্গলং (কপালাস্থ্যাদি, তৎ) ন স্পৃশেৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ বলিলেন,—এই ব্রত ধারণ করিয়া প্রাণিহিংসা করিবে না, কাহারও প্রতি আক্রোশ করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, নখরোমাদি ছেদন করিবে না, অশুভ কপালাস্থি প্রভৃতি স্পর্শ করিবে না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন হিংস্যাদিতি প্রথমত এবেন্দ্রবধাশঙ্কা নিষিদ্ধা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন হিংস্যাৎ'—(এই ব্রতে একত্রিশটি কার্য্য নিষিদ্ধ তন্মধ্যে) প্রাণিমাত্রে হিংসা করিবে না—ইহার দ্বারা প্রথমতঃই ইন্দ্রবধের আশঙ্কা নিষিদ্ধ হইল ॥ ৪৭ ॥

———

নাপ্সু স্নায়ান্ন কুপ্যেত ন সম্ভাষেত দুর্জ্জনৈঃ।
ন বসীতাধৌতবাসঃ স্রজঞ্চ বিধৃতাং ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অপ্সু (প্রবিশ্য) ন স্নায়াৎ, ন কুপ্যেত দুর্জ্জনৈঃ (সহ) ন সম্ভাষেত (নালপেৎ), অধৌত-বাসঃ ন বসীত (ন পরিদধ্যাৎ) বিধৃতাং (পূর্ব্বধৃতাং) স্রজং চ ক্বচিৎ (কদাপি পুনঃ) ন (ধারয়েৎ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নান করিবে না, ক্রোধ করিবে না, দুর্জ্জনের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে না, পূর্ব্বধৃত-মাল্য কদাচ পুনরায় ধারণ করিবে না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্সু প্রবিশ্য ন স্নায়াৎ ; অধৌতং বাসঃ ন বসীত—ন পরিদধ্যাৎ ; বিধৃতাং পূর্ব্ববিধৃতাং স্রজং পুনর্ন ধারয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাপ্সু'—জলে নামিয়া স্নান করিবে না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে না, 'বিধৃতাং'—পূর্ব্ব ব্যবহৃত মাল্য পুনরায় ধারণ করিবে না ॥ ৪৮ ॥

———

নোচ্ছিষ্টং চণ্ডিকান্নঞ্চ সামিষং বৃষলাহৃতম্।
ভুঞ্জীতোদক্যয়া দৃষ্টং পিবেন্নাঞ্জলিনা ত্বপঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—উচ্ছিষ্টম্ (অন্নং) চণ্ডিকান্নম্ চ (ভদ্রকাল্যাদিনিবেদিতম্ অন্নং পিপীলিকাদি-দূষিতম্ অন্নং বা) সামিষং (মাংস-সহিতম্ অন্নং) বৃষলা-হৃতং (শূদ্রানীতম্ অন্নং চ) উদক্যয়া (রজস্বলয়া) দৃষ্টম্ (অন্নং চ) ন ভুঞ্জীত ; অঞ্জলিনা তু অপঃ (জলানি) ন পিবেৎ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, ভদ্র-কালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিতান্ন, কিম্বা আমিষযুক্ত অন্ন, কিম্বা শূদ্রানীত অন্ন অথবা রজস্বলা-দৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না, এবং অঞ্জলিদ্বারা জল পান করিবে না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভোজনে পঞ্চ নিষেধানাহ,—নোচ্ছিষ্ট-মিতি চণ্ডিকান্নং—দুর্গা-নিবেদিতং, পিপীলিকা-স্পৃষ্টঞ্চ—চণ্ডিকা স্যাৎ পিপীলিকেত্যভিধানাৎ ; উদ-ক্যয়া রজস্বলয়া ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোজনবিষয়ে পাঁচটি নিষেধ বলিতেছেন—উচ্ছিষ্ট অন্ন ইত্যাদি। 'চণ্ডিকান্নং'—চণ্ডিকা বলিতে দুর্গার নিবেদিত অন্ন, অথবা 'চণ্ডিকা' শব্দে পিপীলিকার দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন, অভিধানে উক্ত

হইয়াছে—'চণ্ডিকা স্যাৎ পিপীলিকা', অর্থাৎ পিপীলিকা বুঝাইতে চণ্ডিকা শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'উদক্যায়া'—রজস্বলার দৃষ্টিগোচর অন্ন ভোজন করিবে না, ইত্যাদি ॥ ৪৯ ॥

———

নোচ্ছিষ্টাস্পৃষ্টসলিলা সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্দ্ধজা।
অনর্চ্চিতাসংযতবাক্ নাসংবীতা বহিশ্চরেৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—উচ্ছিষ্টা (উচ্ছিষ্টমুখী চেৎ) অস্পৃষ্টসলিলা (অধৌত-হস্তপাদা) ন (ভবেৎ) সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্দ্ধজা (আলুলায়িতকেশা) অনর্চ্চিতা (মণ্ডনহীনা) অসংযতবাক্ (বহুভাষিণী চ) অসংবীতা (অনাবৃতা) বহিঃ ন চরেৎ (ন ভ্রমেৎ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—উচ্ছিষ্টমুখী হইলে জল স্পর্শ না করিয়া, সন্ধ্যাকালে কেশমুক্ত করিয়া, অলঙ্কার-রহিত হইয়া, বাক্‌সংযতা এবং সর্ব্বাঙ্গে আবৃত না হইয়া কদাচ বাহিরে ভ্রমণ করিবে না ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহাদ্বহির্নির্গমে সপ্ত নিষেধানাহ,—নোচ্ছিষ্টেতি। অস্পৃষ্টসলিলা অনাচান্তা; অনর্চ্চিতা নির্ভূষণা অসম্বীতা অনাবৃতসর্ব্বাঙ্গা ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহ হইতে বহির্গমনে সাতটি নিষেধ বলিতেছেন—'নোচ্ছিষ্টা অস্পৃষ্টসলিলা'—উচ্ছিষ্টমুখী হইলে আচমন অর্থাৎ হস্তপাদাদি ধৌত না করিয়া, 'অনর্চ্চিতা'—অলঙ্কারশূন্যা, 'অসম্বীতা'—অনাবৃতদেহা হইয়া বাহিরে গমন করিবে না ॥ ৫০ ॥

———

নাধৌতপাদাপ্রযতা নার্দ্রপাদা উদক্‌শিরাঃ।
শয়ীত নাপরাঙ্‌নান্যৈর্ন নগ্না ন চ সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—অধৌতপাদা ন, অপ্রযতা (অসংযতা) ন, আর্দ্রপাদা ন, উদক্‌শিরাঃ (উত্তরদিশি শিরো যস্যাঃ সা) অপরাক্ ন (পশ্চিমশিরাঃ চ ন) অন্যৈঃ (স্ত্রীজনৈঃ অপি সহ) ন, নগ্না ন (উলঙ্গিনী ন), সন্ধ্যায়াঃ চ (প্রাতঃ সায়ং চ) ন শয়ীত ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—পাদদ্বয় ধৌত না করিয়া, অথবা অসংযতাবস্থায় কিম্বা আর্দ্রপাদ হইয়া, উত্তরশিরাঃ বা পশ্চিমশিরাঃ হইয়া, অথবা অন্য স্ত্রীলোকের সহিত, কিম্বা নগ্নাবস্থায় প্রাতঃ বা সন্ধ্যায় কদাচ শয়ন করিবে না ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—শয়নে অষ্টৌ নিষেধানাহ,—নাধৌতপাদেতি। অপ্রযতা অপবিত্রা, 'পবিত্রঃ প্রযতঃ পূতঃ' ইত্যমরঃ। ন অপরাক্ পশ্চিমশিরাঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শয়ন বিষয়ে আটটি নিষেধ বলিতেছেন—'নাধৌতপাদা' ইত্যাদি। পাদ প্রক্ষালন না করিয়া, 'অপ্রযতা'—অপবিত্র হইয়া, অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—প্রযত শব্দের অর্থ পবিত্র, পূত। 'ন অপরাক্'—পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না ॥ ৫১ ॥

———

ধৌতবাসা শুচির্নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলসংযুতা।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্‌গোবিপ্রান্ শ্রিয়মচ্যুতম্ ॥৫২

অন্বয়ঃ—ধৌতবাসা নিত্যং (সদা) শুচিঃ সর্ব্বমঙ্গলসংযুতা (সর্ব্বৈর্মঙ্গলৈর্হরিদ্রাচন্দনাদিভির্মঙ্গলদ্রব্যৈঃ সংযুতা) প্রাতরাশাৎ (প্রথম-ভোজনাৎ) প্রাক্ গোবিপ্রান্ শ্রিয়ম্ অচ্যুতং পূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্র ও (পূজোপকরণ) হরিদ্রা-চন্দনাদি মঙ্গলদ্রব্যযুক্ত হইয়া প্রথম-ভোজনের পূর্ব্বে গো, বিপ্র, লক্ষ্মী ও অচ্যুতের পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ত্তব্যানাহ,—প্রাতরাশাৎ ভোজনাৎ প্রাক্ প্রাতঃ পূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ত্তব্যসমূহ বলিতেছেন—'প্রাতরাশাৎ'—প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্ব্বে পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥

———

স্ত্রিয়ো বীরবতীশ্চার্চ্চেৎ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ।
পতিঞ্চার্চ্চ্যোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতঞ্চ তম্ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—বীরবতীঃ (পুত্রবতীঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকাঃ) স্ত্রিয়ঃ চ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ অর্চ্চেৎ ; পতিং চ আর্চ্চ্য (আ—সর্ব্বপ্রকারৈঃ সংপূজ্য) উপতিষ্ঠেত (স্তুবীত); কোষ্ঠগতং চ (কুক্ষ্যন্তরগতং চ তং পতিং) ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—পতি-পুত্রবতী স্ত্রীগণকে মাল্য, চন্দন,

উপায়ন ও অলঙ্কার দ্বারা পূজা করিবে, আর পতিকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিয়া তাহার স্তব করিবে এবং পতিকে কুক্ষ্যন্তর্বর্ত্তী মনে করিয়া ধ্যান করিবে ॥৫৩॥

বিশ্বনাথ—বীরবতীঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকাঃ ; কোষ্ঠগতং কুক্ষ্যন্তরগতম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীরবতীঃ'—পুত্রবতী সধবা রমণীগণের পূজা করিবে। 'কোষ্ঠগতং'—পতিকে নিজ উদরমধ্যে অবস্থিতরূপে ধ্যান করিবে ॥ ৫৩॥

সংবৎসরং পুংসবনং ব্রতমেতদবিপ্লুতম্।
ধারয়িষ্যসি চেৎ তুভ্যং শক্রহা ভবিতা সুতঃ ॥ ৫৪॥

অন্বয়ঃ—সংবৎসরং (সংবৎসরপর্য্যন্তং অনুষ্ঠেয়ং) পুংসবনং (পুত্রোৎপত্তিকরম্) এতৎ ব্রতম্ অবিপ্লুতং (নির্ব্বিঘ্নং) চেৎ (যদি) ধারয়িষ্যসি, (তদা) তুভ্যং (তব) শক্রহা (ইন্দ্রঘাতী) সুতঃ (পুত্রঃ) ভবিতা (অন্যথা ইন্দ্রবান্ধবঃ ভবিষ্যতীতি) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—একবৎসর পর্য্যন্ত পুত্রোৎপত্তিকর এই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে যদি ধারণ করিতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রঘাতী একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে আর ব্রতে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে ঐ পুত্র ইন্দ্রবান্ধব হইবে ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসবনং পুত্রোৎপত্তিকরম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুংসবনং'—পুত্রের উৎপত্তিকারক এই ব্রত ॥ ৫৪ ॥

বাঢ়মিত্যভ্যুপেত্যাথ দিতী রাজন্ মহামনাঃ।
কশ্যপাদ্‌গর্ভমাধত্ত ব্রতঞ্চাঞ্জো দধার সা ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অথ (অনন্তরং) সা দিতিঃ বাঢ়ম্ (এবম্ ধারয়িষ্যামি) ইতি অভ্যুপেত্য (অঙ্গীকৃত্য) মহামনাঃ (ব্রতাসক্তমনাঃ সতী) কশ্যপাৎ গর্ভং (বীর্য্যম্) আধত্ত (প্রাপ্তবতী) ; অঞ্জঃ (তত্ত্বুদ্ধ্যা) ব্রতং চ দধার (ধৃতবতী ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই দিতি "আমি এইরূপই আচরণ করিব"—এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কশ্যপ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যত্নসহকারে ব্রত পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

মাতৃষ্বসুরভিপ্রায়মিন্দ্র আজ্ঞায় মানদ।
শুশ্রূষণেনাশ্রমস্থাং দিতিং পর্য্যচরৎ কবিঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানদ, (রাজন্), কবিঃ (স্বার্থদর্শী) ইন্দ্রঃ মাতৃষ্বসুঃ (দিত্যাঃ) অভিপ্রায়ম্ আজ্ঞায় (বিদিত্বা ব্রতবিঘ্নেন স্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং তাম্) আশ্রমাস্থাং দিতিং শুশ্রূষণেন (সেবয়া সহ নিত্যং) পর্য্যচরৎ (তদপেক্ষয়া সর্ব্বং সম্পাদিতবান্) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে মানদ, (রাজন্) স্বার্থদর্শী ইন্দ্র মাতৃষ্বসা দিতির অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ-প্রাজ্ঞঃ"—এই নীতি অনুসারে ব্রতবিঘ্নদ্বারা নিজকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আশ্রমবাসিনী দিতির নিত্যসেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—মাতৃষ্বসুদিতেঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাতৃষ্বসুঃ'—মাতৃস্বসা দিতির (অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ইন্দ্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৬ ॥

নিত্যং বনাৎ সুমনসঃ ফলমূলসমিৎকুশান্।
পত্রাঙ্কুরমৃদোঽপশ্চ কালে কাল উপাহরৎ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যং (প্রতিদিনং) বনাৎ সুমনসঃ (পুষ্পাণি) ফলমূলসমিৎকুশান্ পত্রাঙ্কুরমৃদঃ অপঃ চ কালে কাল উপাহরৎ (যথাকালম্ আনীয় দত্তবান্) ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র প্রতিদিন বন হইতে পুষ্পফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিতিকে আনিয়া দিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

এবং তস্যা ব্রতস্থায়া ব্রতচ্ছিদ্রং হরির্নৃপ।
প্রেপ্সুঃ পর্য্যচরজ্জিহ্মো মৃগহেব মৃগাকৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ; হরিঃ (ইন্দ্রঃ) ব্রতস্থায়াঃ তস্যাঃ ব্রতচ্ছিদ্রং (ব্রতবিঘ্নস্যাবসরং প্রেপ্সুঃ (প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ) জিহ্মঃ (অন্তঃকুটিলোঽপি বহিঃ সাধুবেষশ্চ সন্) মৃগহা (ব্যাধঃ) ইব মৃগাকৃতিঃ (মৃগবঞ্চনার্থং মৃগরূপধারী) পর্য্যচরৎ (সেবিতবান্) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, মৃগহন্তা ব্যাধ যেমন মৃগবঞ্চনার জন্য মৃগের আকার ধারণ করিয়া মৃগের

সেবা করে, ইন্দ্রও সেইরূপ অন্তরে কুটিলভাব পোষণ করিলেও বাহিরে সাধুভাব প্রদর্শন করিয়া ব্রতধারিণী দিতির ব্রতে বিঘ্নঘটাইবার আশায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—হরিরিন্দ্রো ব্রতস্য ছিদ্রং প্রাপ্তুমিচ্ছু-রিতীন্দ্রস্যাপ্যবিজ্ঞত্বমেব যতো বিষ্ণোঃ স্মরণেন কীর্ত্তনেন বা সচ্ছিদ্রমপি নিশ্ছিদ্রং স্যাৎ তস্য বিষ্ণোরিদং ব্রতং ছিদ্রেঽপ্যচ্ছিদ্রমেব ভবেৎ ; যদুক্তং—'যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা' ইতি, 'মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্, ইত্যাদি চ। কিঞ্চোপরিষ্টাদিন্দ্রেণাপি ব্রতস্য নিশ্ছিদ্রতামনুভবিষ্যতা বক্ষ্যতে—মহাপুরুষসেবায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যানুষঙ্গিকীতি। জিহ্মঃ কুটিলঃ। মৃগহা লুব্ধকো মৃগবঞ্চনায় যথা মৃগাকৃতির্ভবতি তদ্বৎ তৎপরিচারকলোকাকৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিঃ'—এখানে ইন্দ্র। 'ব্রতচ্ছিদ্রং প্রেপ্সুঃ'—ব্রতের ছিদ্র, অর্থাৎ ব্রতবিঘ্নের অবসর পাইবার ইচ্ছা করিয়া। ইহা বিজ্ঞ ইন্দ্রেরও অবিজ্ঞত্বই, কারণ—যে বিষ্ণুর স্মরণ বা কীর্ত্তন-মাত্রে সচ্ছিদ্র (বৈগুণ্য) হইলেও উহা নিশ্ছিদ্র (নির্বৈগুণ্য) হইয়া থাকে, সেই বিষ্ণুর এই ব্রত, ইহাতে দোষ থাকিলেও নির্দ্দোষই হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে —"যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা", অর্থাৎ যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্তনের দ্বারা সর্ব্বদোষ বিনষ্ট হয়, এবং "মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্" (৮।২৩।২৬), অর্থাৎ মহারাজ বলির যজ্ঞে শ্রীবামনদেব যজ্ঞের ন্যূনতা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বলিলে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আপনি যজ্ঞেশ্বররূপে যেখানে সর্ব্বভাবে পূজিত হইয়াছেন, সেখানে কর্ম্মবৈষম্য কিরূপে ঘটিতে পারে? পূজার কথা দূরে থাকুক, 'মন্ত্রতঃ' বলিতে স্বরাদির ভ্রংশ, 'তন্ত্রতঃ'-ব্যুৎক্রমাদির দ্বারা, অথবা দেশ, কাল, পাত্র, বস্তু, দক্ষিণাদির দ্বারা যে ন্যূনতা, তাহা আপনার নাম কীর্ত্তনমাত্রেই নিশ্ছিদ্র (পূর্ণতাপ্রাপ্তি) করায়, ইত্যাদি। আরও, পরে ইন্দ্রও ব্রতের নিশ্ছিদ্রতা অনুভব করিয়া বলিবেন—"মহাপুরুষসেবায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যনুষঙ্গিকী" (৭৩ শ্লোক), অর্থাৎ ইহা মহাপুরুষ শ্রীহরির পূজারই কোন আনুষঙ্গিক ফল। 'জিহ্মঃ'—বলিতে কুটিল। 'মৃগহা'—ব্যাধ যেমন মৃগকে বঞ্চনা করিবার জন্য মৃগাকৃতি হয় (মৃগবেশ ধারণ করে), সেইরূপ এখানে ইন্দ্রও পরিচারক জনের ন্যায় (দিতির ব্রতের ছিদ্র পাইবার ইচ্ছায় কপট সাধুবেশে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন।) ॥ ৫৮ ॥

———

নাধ্যগচ্ছদ্ ব্রতচ্ছিদ্রং তৎপরোঽথ মহীপতে।
চিন্তাং তীব্রাং গতঃ শক্রঃ কেন মে স্যাচ্ছিবন্ত্বিহ ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, (রাজন্) অথ (অনন্তরম্ এবং) তৎপরঃ (ছিদ্রান্বেষণপরঃ অপি) শক্রঃ (ইন্দ্রঃ যদা) ব্রতচ্ছিদ্রং ন অধ্যগচ্ছৎ (ন প্রাপ, তদা) ইহ তু (অস্মিন্ বিষয়ে) কেন (উপায়েন) মে শিবং (মঙ্গলং) স্যাৎ (ভবেৎ ইতি) তীব্রাং চিন্তাং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে মহীপতে, এইরূপে ইন্দ্র দিতির ব্রতছিদ্রান্বেষণ-তৎপর হইয়াও যখন ব্রতচ্ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না, তখন "কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে" এইরূপ তীব্র চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ৫৯ ॥

———

একদা সা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা।
অস্পৃষ্টবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা ॥৬০॥

অন্বয়ঃ—একদা তু ব্রতকর্শিতা (ব্রতেন কর্শিতা কাতরা) বিধিমোহিতা (বিধিনা ভাগ্যদোষেণ মোহিতা জ্ঞানাচ্চালিতা) সা (দিতিঃ) উচ্ছিষ্টা (সতী) অস্পৃষ্টাবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ (অস্পৃষ্টবারিশ্চাসৌ অধৌতাঙ্ঘ্রিশ্চ অস্পৃষ্টসলিলা অপ্রক্ষালিতচরণা চ) সন্ধ্যায়াং সুষ্বাপ (নিদ্রাং গতবতী) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—একদা ব্রতকাতরা দিতি দুর্দ্দৈবকর্ত্তৃক চালিত হইয়া উচ্ছিষ্টাবস্থায় বারি স্পর্শ না করিয়া এবং চরণ ধৌত না করিয়া সায়ংকালে নিদ্রা গেলেন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্পৃষ্টবারিশ্চাসাবধৌতাঙ্ঘ্রিশ্চ ॥৬০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্পৃষ্ট' ইত্যাদি—একদিন সন্ধ্যাকালে ব্রতক্লিষ্টা দিতি দৈববশতঃ মোহিতা হইয়া, উচ্ছিষ্টাবস্থায় বারিস্পর্শ না করিয়া এবং পাদ প্রক্ষালন না করিয়াই নিদ্রামগ্না হইলেন ॥ ৬০ ॥

———

লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃতচেতসঃ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—যোগেশঃ (অণিমাদি-সিদ্ধঃ) শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) তদন্তরং (তদবসরং) লব্ধা (প্রাপ্য) নিদ্রাপহৃতচেতসঃ (নিদ্রয়া অপহৃতং চেতঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) দিতেঃ উদরং যোগমায়য়া (পরকায়প্রদেশাখ্যসিদ্ধ্যা) প্রবিষ্টঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—এই ছিদ্র পাইয়া অণিমাদি-সিদ্ধিশালী যোগেশ্বর ইন্দ্র যোগবলে নিদ্রাবশে চেতনশূন্যা দিতির উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—যোগস্য পরকায়প্রবেশাখ্যস্য সিদ্ধ্যর্থা যা মায়া তয়া ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগমায়য়া'—এখানে যোগমায়া বলিতে পরকায়-প্রবেশ নামক সিদ্ধিরূপ যে মায়া, তাহার দ্বারা (ইন্দ্র দিতির উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।) ॥ ৬১ ॥

———

চকর্ত্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্।
রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মা রোদীরিতি তান্ পুনঃ ॥৬২॥

অন্বয়ঃ—(উদরং প্রবিষ্টঃ ইন্দ্রঃ) বজ্রেণ কনকপ্রভং (কনকবৎ প্রভা কান্তির্যস্য তং) গর্ভং সপ্তধা চকর্ত্ত (চিচ্ছেদ, এবং ছেদনে কৃতে অপি) রুদন্তং (গর্ভং) একৈকং মা রোদীঃ ইতি (উপলালয়ন্ ইব) পুনঃ তান্ (সর্ব্বান্) সপ্তধা (চকর্ত্ত) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র গর্ভে প্রবেশ করিয়া কনকতুল্য প্রভাবশালী সেই গর্ভকে বজ্রদ্বারা সাত খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলেন; কর্ত্তিতখণ্ডসমূহ রোদন করিতে থাকিলে "রোদন করিও না" এইরূপ আশ্বাস দিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে সাতভাগে কর্ত্তন করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—মা রোদীরিত্যুপলালয়ন্ ইব তান্ পুনঃ সপ্তধা চকর্ত্ত চিচ্ছেদ; অত্রাল্পকাল এব বহু পুণ্যপাপভোজিনো জীবস্য যোগিনো বা কায়ব্যূহ ইবৈকস্যৈব জীবস্যোনপঞ্চাশৎ কায়ব্যাপকত্বমিতি কেচিৎ। ভাবিদৃষ্ট্যা প্রথমমেবৈকস্মিন্ দেহে প্রবিষ্টানামেকোনপঞ্চাশজ্জীবানামিন্দ্রকৃতবিভাগেনৈকৈকদেহপ্রাপ্তিরিত্যপরে। ইন্দ্রকৃতখণ্ডেষ্বন্যেষামপ্যষ্টচত্বারিংশজ্জীবানাং তৎক্ষণ এব প্রবেশো যথা লতাগুল্মানাং কেষাঞ্চিৎ খণ্ডখণ্ডীকৃত্যৈব ভূমাবারোপিতানাং পৃথক্ পৃথক্ প্ররোহোদ্গমাৎ পৃথক্ পৃথগ্ জীবস্য প্রবেশোঽনুমীয়তে ইত্যন্যে চ প্রাহুঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মা রোদীঃ'—'রোদন করিও না'—এইরূপ আদর করিয়াই যেন পুনরায় পূর্ব্ব সাত খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে সাত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। এখানে অল্পকালেই বহু পুণ্য ও পাপভোজী জীবের, অথবা যোগিগণের কায়ব্যূহের ন্যায় একটি জীবেরই ঊনপঞ্চাশটি দেহের ব্যাপকতা—ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—পরবর্ত্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমতঃই একটি দেহে প্রবিষ্ট একোনপঞ্চাশ জীবসমূহের ইন্দ্রকৃত বিভাগের দ্বারা এক একটি দেহপ্রাপ্তি। অন্যে বলেন—ইন্দ্রকৃত খণ্ডের মধ্যে অপর অষ্টচত্বারিংশ জীবের তৎক্ষণাৎ প্রবেশ হইয়াছিল, যেমন কোন কোন লতাগুল্মের খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিতে আরোপণ করিলে (পুঁতিয়া দিলে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহাদের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ জীবের প্রবেশ অনুমান করা যায় ॥৬২॥

———

তমূচুঃ পাট্যমানাস্তে সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো নৃপ।
কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, পাট্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ) তে সর্ব্বে (গর্ভাঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (সন্তঃ) তম্ (ইন্দ্রম্) উচুঃ (কথয়ামাসুঃ, হে) ইন্দ্র, (বয়ং তু) মরুতঃ তব ভ্রাতরঃ (অতঃ) নঃ (অস্মান্ ত্বং) কিং (কথং) জিঘাংসসি (হন্তুম্ ইচ্ছসি) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, অতঃপর খণ্ড খণ্ড কৃত সেই ভ্রূণসমূহ ইন্দ্রকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ইন্দ্রকে বলিল,—যে ইন্দ্র, আমরা মরুদ্গণ, তোমারই ভ্রাতা, অতএব আমাদিগকে কেন হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৬৩ ॥

———

মা ভৈষ্ট ভ্রাতরো মহ্যং যূয়মিত্যাহ কৌশিকঃ।
অনন্যভাবান্ পার্ষদানাত্মনো মরুতাং গণান্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং তৈঃ উক্তঃ) কৌশিকঃ (ইন্দ্রঃ)

(তান্) মরুতাং গণান্ অনন্যভাবান্ (অতিস্নেহবতঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) পার্ষদান্ (আজ্ঞাকারিণঃ নিশ্চিত্য যদি) যূয়ং মহ্যং (মম) ভ্রাতরঃ (তদা) মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা কুরুত) ইতি আহ (স্ম) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ উক্ত হইয়া ইন্দ্র মরুদ্গণের অনন্যভাব দর্শন করিয়া এবং নিজের আজ্ঞাকারী মনে করিয়া ইন্দ্র বলিলেন,—"যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তবে আর তোমাদের কোন ভয় নাই॥"৬৪

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম, কৌশিক ইন্দ্রঃ ; গণান্ সপ্তগণা বৈ মরুত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—মম (এখানে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর স্থলে চতুর্থীর প্রয়োগ হইয়াছে) অর্থাৎ তোমরা যদি আমার ভ্রাতা হও, তবে তোমাদের কোন ভয় নাই। 'কৌশিকঃ'—বলিতে ইন্দ্র, 'গণান্' —মরুদ্গণকে বলিলেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে —"মরুদ্গণ উনপঞ্চাশৎ" ॥ ৬৪ ॥

ন মমার দিতের্গর্ভঃ শ্রীনিবাসানুকম্পয়া।
বহুধা কুলিশক্ষুণ্ণো দ্রৌণ্যস্ত্রেণ যথা ভবান্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—বহুধা কুলিশক্ষুণ্ণঃ (কুলিশেন বজ্রেণ ক্ষুণ্ণঃ ছিন্নঃ অপি) দ্রৌণ্যস্ত্রেণ ভবান্ যথা (ন মমার তথা) দিতেঃ গর্ভঃ শ্রীনিবাসানুকম্পয়া (শ্রীনিবাস্য বিষ্ণোঃ অনুকম্পয়া কৃপয়া) ন মমার ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—(হে পরীক্ষিৎ), তুমি যেমন শ্রীনিবাসের কৃপায় অশ্বত্থামার বজ্রদ্বারা দগ্ধ হইয়াও গর্ভ-মধ্যে মৃত হও নাই, সেইরূপ এই দিতির গর্ভও বজ্রদ্বারা বহুভাগে (৪৯ ভাগে) খণ্ড-বিখণ্ড হইলেও শ্রীনিবাসের কৃপায় তাহা বিনষ্ট হয় নাই ॥ ৬৫ ॥

সকৃদিষ্ট্বাদিপুরুষং পুরুষো যাতি সাম্যতাম্।
সংবৎসরং কিঞ্চিদূনং দিত্যা যদ্ধরিরর্চ্চিতঃ ॥৬৬॥
সজূরিন্দ্রেণ পঞ্চাশদ্ দেবাস্তে মরুতোঽভবন্।
ব্যপোহ্য মাতৃদোষং তে হরিণা সোমপাঃ কৃতা ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—(যম) আদিপুরুষং (ভগবন্তং) সকৃৎ (একবারম্ অপি) ইষ্ট্বা (পূজয়িত্বা) পুরুষঃ সাম্যতাং (সমতাং) যাতি, স হরিঃ (যস্মাৎ) দিত্যা কিঞ্চিৎ ঊনং সংবৎসরং (সংবৎসরপর্য্যন্তম্) অর্চ্চিতঃ (তস্মাৎ) তে মরুতঃ ইন্দ্রেণ সজূঃ (সহ) পঞ্চাশৎ দেবাঃ অভবন্ ; হরিণা (কৃপয়া) তে মাতৃদোষং (মাতৃ-প্রযুক্তং দোষং দৈত্যত্বং) ব্যপোহ্য (দূরীকৃত্য) সোমপাঃ (অমৃতপাতারঃ) কৃতাঃ (ইতি ন চিত্রম্) ॥ ৬৬-৬৭ ॥

অনুবাদ—যে আদিপুরুষ ভগবানকে জীব এক-বার মাত্র পূজা করিলে ভগবানের সমানরূপতা (সারূপ্যমুক্তি) লাভ করে, সেই ভগবানকে দিতি প্রায় সংবৎসর পর্য্যন্ত পূজা করিয়াছেন। তাহার ফলে ইন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ মরুদ্গণের জন্ম হইয়াছে। ভগবান্ হরি যে তাহাদের দোষ দৈত্যভাব অপনোদিত করিয়া তাহাদিগকে সোমপায়ী মাতৃদেবতা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

বিশ্বনাথ—সাত্মতাং পুরুষসমানাকারত্বং, সজূঃ সহঃ ॥ ৬৬-৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাত্বতাং'—পুরুষের সমান আকার প্রাপ্ত হয়। 'সজূঃ'—সহিত, অর্থাৎ সেই উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া সাকল্যে পঞ্চাশৎ দেবতা হইলেন ॥ ৬৬-৬৭ ॥

দিতিরুত্থায় দদৃশে কুমারাননলপ্রভান্।
ইন্দ্রেণ সহিতান্ দেবী পর্য্যতুষ্যদনিন্দিতা ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনিন্দিতা (ভগবদ্ব্রতধারণেন শুদ্ধান্তঃ-করণা) দেবী দিতিঃ উত্থায় অনলপ্রভান্ (অতিতেজ-স্বিনঃ) ইন্দ্রেণ সহিতান্ (ইন্দ্রেণ সহ কৃতমৈত্রান্) কুমারান্ দদৃশে (দদর্শ ততঃ) পর্য্যতুষ্যৎ (প্রীতা বভূব) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ— ভগবদ্ব্রতধারণহেতু শুদ্ধান্তঃকরণা দেবী দিতি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্নিতুল্য অতিতেজস্বী ইন্দ্রের সহিত মৈত্রভাবাপন্ন কুমারগণকে দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ॥ ৬৮ ॥

অথেন্দ্রমাহ তাতাহমাদিত্যানাং ভয়াবহম্।
অপত্যমিচ্ছন্ত্যচরং ব্রতমেতৎ সুদুষ্করম্ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (দিতিঃ) ইন্দ্রম্ আহ (স্ম,—হে) তাত, অহম্ আদিত্যানাং (যুষ্মাকং) ভয়াবহং

(ভয়ঙ্করম্) অপত্যম্ ইচ্ছন্তী এতৎ সুদুষ্করং ব্রতম্ অচরম্ (কৃতবতী) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দিতি ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে বৎস, তোমাদের দ্বাদশ আদিত্যের ভয়জনক পুত্র ইচ্ছা করিয়া আমি এই সুদুষ্কর ব্রত আচরণ করিয়াছি ॥ ৬৯ ॥

একঃ সঙ্কল্পিতঃ পুত্রঃ সপ্তসপ্তাভবন্ কথম্ ।
যদি তে বিদিতং পুত্র সত্যং কথয় মা মৃষা ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র চ) একঃ পুত্রঃ সঙ্কল্পিতঃ (প্রার্থিতঃ) কথং সপ্ত সপ্ত (পুত্রাঃ) অভবন্ (হে) পুত্র, যদি তে (ত্বয়া) বিদিতং (জ্ঞাতং, তর্হি) সত্যং কথয় মৃষা (মিথ্যা) মা (বদ) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—আমি একপুত্র প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু ঊনপঞ্চাশৎ পুত্র কিরূপে হইল ? হে পুত্র, যদি তুমি ইহা বিদিত থাক, তবে সত্য বল, মিথ্যা বলিও না ॥ ৭০ ॥

ইন্দ্র উবাচ—

অম্ব তেঽহং ব্যবসিতমুপধার্য্য গতোঽন্তিকম্ ।
লব্ধান্তরোঽচ্ছিদং গর্ভমর্থবুদ্ধির্ন ধর্ম্মদৃক্ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ উবাচ,—(হে) অম্ব, (মাতঃ), অহম্ অর্থবুদ্ধিঃ (স্বার্থান্ধঃ) ন ধর্ম্মদৃক্ (অধর্ম্মদৃষ্টিঃ, অতঃ) তে (তব) ব্যবসিতং (ব্রতকারণম্) উপধার্য্য (জ্ঞাত্বা) অন্তিকং (সমীপং) গতঃ লব্ধান্তরঃ (লব্ধম্ অন্তরং ছিদ্রং যেন সঃ) গর্ভম্ অচ্ছিদম্ (ছিন্নবানস্মি) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বলিলেন,—হে মাতঃ, আমি স্বার্থান্ধব্যক্তি, আমার ধর্ম্মদৃষ্টি নাই, আমি তোমার ব্রতচেষ্টা জানিতে পারিয়া তোমার সমীপে আগত হইয়াছিলাম এবং ছিদ্র পাইয়া গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক ছেদন করিয়াছি ॥ ৭১ ॥

বিশ্বনাথ—দিত্যা নিষ্কপটমুক্তে সতি ইন্দ্রোঽপি নিষ্কপটমেবাহ,—অম্বেতি । লব্ধান্তরঃ প্রাপ্তচ্ছিদ্রঃ ॥ ৭১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দিতি নিষ্কপটভাবে বলিলে ইন্দ্রও নিষ্কপটেই বলিতেছেন—'অম্ব' ইত্যাদি । 'লব্ধান্তরঃ'—ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া ॥ ৭১ ॥

কৃত্তো মে সপ্তধা গর্ভ আসন্ সপ্ত কুমারকাঃ ।
তেঽপি চৈকৈকশো বৃক্ণাঃ সপ্তধা নাপি মম্রিরে ॥৭২॥

অন্বয়ঃ—মে (ময়া) সপ্তধা কৃত্তঃ (ছিন্নঃ) গর্ভঃ সপ্তকুমারকাঃ আসন্, তে অপি চ একৈকশঃ সপ্তধা বৃক্ণাঃ (ছিন্নাঃ) অপি ন মম্রিরে (ন মৃতাঃ) ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—প্রথম আমি গর্ভটীকে সপ্ত খণ্ড করিয়া ছেদন করি, তাহাতে সপ্তসংখ্যক কুমার হয় এবং তাহার প্রত্যেকটীকে সপ্ত সপ্ত করিয়া ছিন্ন করি, কিন্তু কোনটীই মৃত হয় নাই ; ইহাতেই ঊনপঞ্চাশৎ কুমারের জন্ম হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

ততস্তৎ পরমাশ্চর্য্যং বীক্ষ্য ব্যবসিতং ময়া ।
মহাপুরুষ-পূজায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যানুষঙ্গিণী ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তৎ পরমাশ্চর্য্যং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ময়া ব্যবসিতং (নির্ণীতং যৎ এতৎ) মহাপুরুষপূজায়াঃ (বিষ্ণোঃ অর্চ্চায়াঃ) কাপি আনুষঙ্গিণী সিদ্ধিং (অহো অলৌকিকী সিদ্ধিঃ) ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—ছিন্নখণ্ডগুলি মৃত হয় নাই দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্থির করিলাম যে, ইহা মহাপুরুষ বিষ্ণু-আরাধনার কোনও আনুষঙ্গিক-সিদ্ধি ॥ ৭৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যবসিতং নিশ্চিতং তদেবাহ মহেতি সার্দ্ধদ্বয়েন । কাপি সিদ্ধির্মুক্তিরপি আনুষঙ্গিণী ॥৭৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিশ্চিতরূপে ইহাই স্থির করিয়াছি, তাহাই বলিতেছেন—'মহাপুরুষ' ইত্যাদি সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকে । 'কাপি সিদ্ধিঃ'—কোনও সিদ্ধি বলিতে মুক্তিও মহাপুরুষ শ্রীহরির পূজারই আনুষঙ্গিক ফল ॥ ৭৩ ॥

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥৭৪॥

অন্বয়ঃ—যে তু ভগবতঃ আরাধনম্ ঈহমানাঃ

(অভিলষন্তঃ সন্তঃ) নিরাশিষঃ (নিষ্কামাঃ) পরং (মোক্ষম্ অপি) ন ইচ্ছন্তি, তে স্বার্থকুশলাঃ (স্বার্থ-নিপুণাঃ) স্মৃতাঃ ।। ৭৪ ।।

অনুবাদ—যাঁহারা ভগবানের আরাধনাভিলাষী হইয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, এমন কি, মোক্ষকে ইচ্ছা করেন না তাঁহারাই স্বার্থ-নিপুণ বলিয়া কথিত হন ।। ৭৪ ।।

বিশ্বনাথ—পরং মোক্ষমপি স্বার্থকুশলা ইতি তেন যে ত্বারাধনেন মোক্ষমিচ্ছন্তি, তে বর্ত্তমানমহানিধে-বিনিময়েন তৃণাথিনঃ স্বার্থানভিজ্ঞাঃ কিন্তু বিষয়সাদ্‌-গুণ্যাত্তেঽপি কৃতার্থা এবেত্যর্থঃ ; যদুক্তং—'সত্যং দিশত্যথিতমথিতো নৃণাম্' ইতি ।। ৭৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরং ন ইচ্ছন্তি'—যাঁহারা নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের আরাধনায় রত, তাহারা মোক্ষও লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, বস্তুতঃ তাঁহা-রাই স্বার্থ-কুশল। ইহা বলায়, যাঁহারা শ্রীহরির আরাধনার দ্বারা মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তাহারা মহা-নিধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিনিময়ে তৃণাভিলাষী হইয়া স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞই। কিন্তু বিষয়ের সাদ্গুণ্যহেতু তাঁহারাও কৃতার্থই হইয়া থাকেন—এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে—"সত্যং দিশত্যথিতমথিতো নৃণাম্" (৫।১৯।২৬), অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন ইহা সত্য, কিন্তু পরমার্থ দান করেন না, আর সেইজন্যই বাঞ্ছিত বস্তু লাভের পরও লোক বারম্বার প্রার্থনা করে। আর যাঁহারা তাঁহার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেন না, তিনি তাঁহাদিগকে স্বয়ং সর্ব্বকাম-নার পরিপূরক স্বীয় পাদপল্লব দান করিয়া থাকেন ।। ৭৪ ।।

আরাধ্যাত্মপ্রদং দেবং স্বাত্মানং জগদীশ্বরম।
কো বৃণীত গুণস্পর্শং বুধঃ স্যান্নরকেঽপি যৎ ।।৭৫।।

অন্বয়ঃ—আত্মপ্রদং স্বাত্মানম্ (আত্মস্বরূপং) জগদীশ্বরং দেবম্ আরাধ্য কঃ বুধঃ (বিবেকী) গুণ-স্পর্শং (শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়াদি) বৃণীত, যৎ (গুণস্পর্শা-দিকং) নরকে অপি স্যাৎ (ভবেৎ) ।। ৭৫ ।।

অনুবাদ—নিরতিশয় পুরুষার্থরূপ ও নিরতিশয় প্রিয় দেব জগদীশ্বরকে আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী বিষয়সুখ বাঞ্ছা করে,—যে বিষয়ভোগ নরকেও বর্ত্তমান ? ৭৫ ।।

বিশ্বনাথ—দেবং ক্রীড়াপরং, স্বাত্মানং সুন্দর-বিগ্রহম্ ।। ৭৫ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্যাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবং'—ক্রীড়াপর, 'স্বাত্মা-নং'—সুন্দরবিগ্রহ (শ্রীহরির আরাধনা করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়ভোগরূপ তুচ্ছ ফল প্রার্থনা করিতে পারে ?) ।। ৭৫ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১৮ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৬।১৮ ।।

তদিদং মম দৌর্জ্জন্যং বালিশস্য মহীয়সি।
ক্ষন্তুমর্হসি মাতস্ত্বং দিষ্ট্যা গর্ভো মৃতোত্থিতঃ ।। ৭৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহীয়সি, (মহত্তমে,) মাতঃ, তৎ ইদং বালিশস্য (মূর্খস্য) মম দৌর্জন্যং ত্বং ক্ষন্তুম্ অর্হসি, দিষ্ট্যা গর্ভঃ মৃতোত্থিতঃ (তব পুণ্যবলেন মৃতঃ সন্ পশ্চাৎ জীবিতঃ) ।। ৭৬ ।।

অনুবাদ—হে মহত্তমে, মাতঃ, আমি মূর্খ আমার দৌর্জ্জন্য অবশ্য ক্ষন্তব্য ; তোমার ভাগ্যবলেই গর্ভ মরিয়া পুনরায় জীবিত হইয়াছে ।। ৭৬ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইন্দ্রস্তয়াভ্যনুজ্ঞাতঃ শুদ্ধভাবেন তুষ্টয়া।
মরুদ্ভিঃ সহ তাং নত্বা জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ ।। ৭৭।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—শুদ্ধভাবেন (ইন্দ্রস্য সৌজন্যেন) তুষ্টয়া তয়া (দিত্যা) অভ্যনুজ্ঞাতঃ (অনুমোদিতঃ) প্রভুঃ ইন্দ্রঃ তাং (দিতিং) নত্বা (প্রণম্য) মরুদ্ভিঃ সহ ত্রিদিবং (স্বর্গং) জগাম (গতবান্) ।।৭৭।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ইন্দ্রের শুদ্ধ-

ভাবে দিতি তুষ্ট হইলেন, প্রভু ইন্দ্র দিতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে মরুদ্‌গণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
মঙ্গলং মরুতাং জন্ম কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে ॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে মরুদুৎপত্তিরষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—ত্বং মাং যৎ পরিপৃচ্ছসি, এবং মঙ্গলং (পুণ্যজনকং) মরুতাং জন্ম সর্ব্বং তে আখ্যাতং (ময়া বর্ণিতং) ভূয়ঃ (পুনরপি) তে কিং কথয়ামি (তৎ বদ ইতি শেষঃ) ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—(হে পরীক্ষিৎ,) তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই মঙ্গলজনক সকল মরুতের জন্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় তোমাকে কি বলিব, তাহা বল ? ৭৮ ॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ-স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
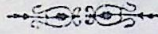
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রতং পুংসবনং ব্রহ্মন্ ভবতা যদুদীরিতম্ ।
তস্য বেদিতুমিচ্ছামি যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কশ্যপ দিতির প্রতি যে হরিতোষণপর ব্রত উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা-প্রতিপদে স্ত্রীগণ স্বামীর আজ্ঞায় এই পুংসবন-ব্রত আরম্ভ করিবে । দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নাত ও শুচি হইয়া অগ্রে মরুদ্‌গণের জন্মবিবরণ-শ্রবণ, পরে শুক্লবসন-পরিহিতা ও অলঙ্কৃতা হইয়া প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্ব্বে পরাশক্তিরূপিণী, শক্তিমান্ ভগবান্ হইতে অভিন্ন-বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর সহিত দয়া, ধৈর্য্য, তেজঃ, সামর্থ্য ও মহিমাদিগুণ-সমন্বিত, অণিমাদি সর্ব্বসিদ্ধির আকরস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে হইবে । তদনন্তর "মহানুভব ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার"—এই মন্ত্র দ্বারা ভগবানের আবাহন করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, বসনভূষণ, উপবীত, গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ প্রভৃতি বিবিধ উপহার প্রদান করিবে, পরে উপহারাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা "ভগবান মহাপুরুষ মহাভূতপতিকে নমস্কার"—এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটী আহুতি প্রদানপূর্ব্বক দশবার মন্ত্র জপ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের স্তব পাঠ করিবে । অনন্তর নিবেদিত উপচারসমূহ অপসারিত করিয়া আচমনীয় প্রদান-পূর্ব্বক পুনরায় লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চনা করিবে ।

এই পুংসবন-ব্রত স্বামী ও স্ত্রী, এই উভয়ের মধ্যে একজন করিলেও উভয়েই ফল লাভে সমর্থ হয় । এক বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ পূজাদি-দ্বারা ব্রতের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে উপবাস এবং তৎপর দিবস ভগবানের পূজা করিয়া পার্ব্বণস্থালী পাকবিধানানুসারে দুগ্ধপক্ব সঘৃত চরুদ্বারা দ্বাদশটী আহুতি-প্রদানানন্তর ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে স্বয়ং ভোজন করিবে । পরে পুংসবন-ব্রতের ফলশ্রুতিকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্, ভবতা যৎ পুংসবনং ব্রতম্ উদীরিতং (নিরূপিতং) তস্য (প্রকারবিশেষং) বেদিতুং (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি,—যেন (সাঙ্গেন ব্রতেন) বিষ্ণুঃ প্রসীদতি (প্রসন্নঃ ভবতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মহাত্মন্, আপনি যে পুংসবনং ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার প্রকারবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু ঐ ব্রতের অনুষ্ঠানে বিষ্ণু প্রসন্ন হন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিষ্ণুপ্রসাদনং চেতঃ ক্রৌর্য্যবিধ্বংসনং ব্রতম্ ।
নৃপেণ পৃষ্টো ব্যরণোদূনবিংশে মুনিঃ পুনঃ ॥০॥
তস্য বিধিমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঊনবিংশ অধ্যায়ে চিত্তের ক্রূরতাবিনাশক ও বিষ্ণুর প্রসন্নতাজনক (পুংসবন) ব্রতের কথা মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি (শ্রীশুকদেব) পুনরায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

'তস্য'—সেই পুংসবন ব্রতের বিধি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ।
আরভেত ব্রতমিদং সর্ব্বকামিকমাদিতঃ ॥ ২ ॥
নিশম্য মরুতাং জন্ম ব্রাহ্মণাননুমন্ত্র্য চ ।
স্নাত্বা শুক্লদতী শুক্লে বসীতালঙ্কৃতাম্বরে ।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্‌ভগবন্তং শ্রিয়া সহ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—ভর্ত্তুঃ অনুজ্ঞয়া (আজ্ঞয়া) যোষিৎ (স্ত্রী) মার্গশিরে (মার্গশীর্ষে মাসি) শুক্লে পক্ষে আদিতঃ (প্রতিপদি) সার্ব্বকামিকম্ (সর্ব্বকামপ্রদম্) ইদং ব্রতম্ আরভেত ; মরুতাং জন্ম (ব্রতারম্ভাৎ পূর্ব্বং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ব্রাহ্মণান্ অনুমন্ত্র্য চ (পৃষ্ট্বা চ) শুক্লদতী (শুক্লাঃ ধৌতাঃ দন্তাঃ যস্যাঃ সা শুক্লদতী) স্নাত্বা শুক্লে অম্বরে (বস্ত্রে) বসীত (পরিদধ্যাৎ ; ততঃ) অলঙ্কৃতা (সতী) প্রাতরাশাৎ (প্রথমভোজনাৎ) প্রাক্ শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) সহ ভগবন্তং (বিষ্ণুং) পূজয়েৎ ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, — অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাপ্রতিপদে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর আজ্ঞানুসারে সর্ব্বকামনাপ্রদ এই ব্রত আরম্ভ করিবে। ব্রতারম্ভের পূর্ব্বে মরুদ্‌গণের জন্মবিবরণ শ্রবণ করিবে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নানান্তে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে, পরে অলঙ্কৃতা হইয়া প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুকে পূজা করিবে ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—মার্গশিরে মার্গশীর্ষে মাসি । আদিতঃ প্রতিপদি ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মার্গশিরে'—অগ্রহায়ণ মাসে। 'আদিতঃ'—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে ॥ ২-৩ ॥

———

অলং তে নিরপেক্ষায় পূর্ণকাম নমোঽস্তু তে ।
মহাবিভূতিপতয়ে নমঃ সকলসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পূর্ণকাম, তে (তুভ্যম্) অলং (পর্য্যাপ্তং নান্যৈঃ তব কিঞ্চিৎ কার্য্যমস্তি অতঃ) নিরপেক্ষায় তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, মহাবিভূতিপতয়ে (মহাবিভূতিঃ লক্ষ্মীঃ তৎপতয়ে) সকলসিদ্ধয়ে (সকলাঃ সিদ্ধয়ঃ অণিমাদ্যাঃ যস্মিন্ তস্মৈঃ) নমঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে পূর্ণকাম, আপনাতে সমস্ত পর্য্যাপ্ত, সুতরাং অন্য কিছুতেই আপনার প্রয়োজন নাই, অতএব নিরপেক্ষস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাবিভূতিস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর পতি এবং অণিমাদি সর্ব্বসিদ্ধি আপনাতে বর্ত্তমান ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অলমতিশয়েন তুভ্যং নম এবাস্তু। দেবান্তরং যথা নিজৈশ্বর্য্যসিদ্ধ্যর্থং সেবকান্ অপেক্ষতে তথা ন ত্বমিত্যাহ,—নিরপেক্ষায় স্বাভাবিকমহৈশ্বর্য্যবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। এবং পূর্ণকামায় তে কেন নৈবেদ্যাদিনা প্রীণয়ামি। মহাবিভূতিপতয়ে তুভ্যং কৈর্গৃহোদ্যানগজদাসীনৃত্যগীতদুন্দুভিঘোষবাদ্যৈঃ। এবং সকলসিদ্ধয়ে স্বর্গাপবর্গপ্রেমাদিসিদ্ধিদাত্রে তুভ্যং কর্ম্মজ্ঞানযোগভক্ত্যাদিসাধনার্পণৈঃ কথং প্রীণয়ামীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অলম্'—অতিশয়রূপে (বর্ত্তমান) আপনাকে কেবলমাত্র প্রণামই করিতেছি। অন্যান্য দেবগণ যেরূপ নিজ ঐশ্বর্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সেবকগণের অপেক্ষা করেন, আপনি তদ্রূপ নহেন, ইহা বলিতেছেন—'নিরপেক্ষায়'—স্বাভাবিক মহান্

ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া আপনার অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই। এইরূপ পূর্ণকাম আপনাকে কিপ্রকারে নৈবেদ্যাদির দ্বারা প্রীত করিব ? 'মহাবিভূতি-পতয়ে' আপনি মহাবিভূতি-স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর পতি, আপনাকে কিরূপ গৃহ, উদ্যান, গজ, দাসী, নৃত্য, গীত ও দুন্দুভিঘোষবাদ্যের দ্বারা পরিতুষ্ট করিব ? এইরূপ 'সকলসিদ্ধয়ে'—স্বর্গ, অপবর্গ ও প্রেমাদি সিদ্ধির দাতা আপনাকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্ত্যাদি সাধনার্পণের দ্বারা কিপ্রকারে প্রীত করিতে পারি ?—এই ভাব ॥ ৪ ॥

———

যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিমৌজসা।
জুষ্ট ঈশ গুণৈঃ সর্ব্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (যতঃ) ত্বং যথা (যথাবৎ, সাকল্যেন) কৃপয়া ভূত্যা (ঐশ্বর্য্যেণ) তেজসা (পরাভিভবন-সামর্থ্যেন) মহিমৌজসা (মহিম্না বীর্য্যেণ চ) সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ জুষ্টঃ (সেবিতঃ) ততঃ (হেতোঃ) ভগবান্ প্রভুঃ (সর্ব্বথা সমর্থঃ সর্ব্বপূজ্যঃ চ) অসি (ভবসি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, যেহেতু আপনি কৃপা, ঐশ্বর্য্য, তেজ, মহিমা ও বল এবং অন্যান্য সকলগুণে ভূষিত, অতএব আপনি—ভগবান্ ও সকলের প্রভু ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি ত্বৎকৃপয়া সর্ব্বং ঘটত ইত্যাহ,—যথা ত্বং কৃপয়া জুষ্টস্তথৈব ভূত্যাদিভিশ্চ ততো হেতোস্ত্বমেব ভগবানসীত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—কৃপয়া শক্ত্যা জুষ্টঃ সেবিতঃ সন্ ভক্তদত্ততুলসীপত্রমাত্রমপ্যপেক্ষ্যমাণঃ অহমদ্য ক্ষুধার্ত্তোঽস্মি কিঞ্চিদ্দেহীতি ভক্তায় যাচমানোঽপূর্ণকামোঽপি ভবসি, মম গৃহোদ্যানাদিকং সম্প্রতি জীর্ণং ক্ব বিলসামীত্যাদিস্বপ্নান্তরে ব্রুবন্ বিভূতিশূন্যোঽপি ভবসি, অণিমাদিসিদ্ধিযুক্তোঽপি ভক্তপ্রেমরসনয়া বদ্ধঃ ক্বাপি গন্তুমপি ন শক্নোষি, তথৈব ভূত্যা মহালক্ষ্ম্যা শক্ত্যা তেজসা সর্ব্বানধীনতয়া শক্ত্যা মহিম্না বিভূত্যা চ ওজসা বলেন সর্ব্বৈরন্যৈশ্চ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিভিশ্চ সর্ব্বত্র জগতি নিরপেক্ষত্ব-পূর্ণকামত্বাদিমাংশ্চ ভবসীতি ত্বমেব ভগবান্ ত্বমেব প্রভুর্ভজনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি আপনার কৃপাতে সকলই সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—'যথা ত্বম্', যেরূপ আপনি কৃপার দ্বারা সেবিত, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ, এই হেতু আপনিই ভগবান্—এই অন্বয়। এইরূপ অর্থ—আপনি কৃপাশক্তির দ্বারা সেবিত হইয়া, ভক্তের প্রদত্ত তুলসীপত্রমাত্রের অপেক্ষা করতঃ, 'আজ আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে কিছু খাইতে দাও'—এইভাবে নিজ ভক্তের নিকট যাচঞা করিয়া অপূর্ণকামও হইয়া থাকেন। আবার, 'আমার গৃহ উদ্যানাদি সম্প্রতি জীর্ণ, কোথায় আমি বিহার করিব', ইত্যাদি স্বপ্নাদেশে ভক্তকে বলিয়া, বিভূতিশূন্যও হইতেছেন। অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত হইয়াও ভক্তের প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া কোথাও গমন করিতেও আপনি সমর্থ নহেন। তদ্রূপ 'ভূতি' বলিতে মহালক্ষ্মীরূপিণী শক্তির দ্বারা, 'তেজসা'—সকলকে অধীন করিবার শক্তির দ্বারা, 'মহিমা' অর্থাৎ বিভূতি, বল এবং সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সকল প্রকার গুণরাশির দ্বারা যথাযথ সমৃদ্ধ হইয়া, জগতে নিরপেক্ষত্ব, পূর্ণকামত্বাদিরূপে আপনি বিরাজমান, অতএব আপনিই ভগবান্, আপনিই প্রভু, অর্থাৎ ভজনীয়—এই ভাব ॥ ৫ ॥

———

বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে।
প্রীয়েথা মে মহাভাগে লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিষ্ণুপত্নি, (হে) মহামায়ে, (হে) মহাপুরুষলক্ষণে, (মহাপুরুষস্য পুরুষোত্তমস্য ভগবতঃ ইব লক্ষণানি নিরপেক্ষত্বাদীনি যস্যাঃ, তৎসম্বোধনে হে) মহাভাগে, মে (মম) প্রীয়েথাঃ (প্রসন্না ভব ; হে) লোকমাতাঃ, তে নমঃ অস্তু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উক্তরূপে বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া লক্ষ্মীকে নমস্কার করিবে—হে বিষ্ণুপত্নি, হে স্বরূপশক্তিরূপিণি, হে পুরুষোত্তমতুল্য নিরপেক্ষত্বাদিগুণশালিনি, হে মহাভাগে, আমার প্রতি প্রসন্না হউন, হে লোকমাতঃ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্থং ভগবন্তং প্রণম্য লক্ষ্মীং প্রণমেদিত্যাহ—বিষ্ণুপত্নীতি। মহামায়ে মায়াশব্দস্য শক্তিবাচিত্বাৎ পরাখ্যা-শক্তিরূপে। অতএব মহাপুরুষস্য বিষ্ণোরিব লক্ষণানি নিরপেক্ষত্বাদীনি যস্যাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবানের প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে, ইহা বলিতেছেন—'হে বিষ্ণুপত্নি!' ইত্যাদি। 'হে মহামায়ে'! —মায়া-শব্দের শক্তিবাচিত্বহেতু হে পরাখ্যা-শক্তিরূপে! অতএব 'মহাপুরুষলক্ষণে'!—মহাপুরুষ বিষ্ণুর ন্যায় নিরপেক্ষত্বাদি গুণসমূহ যাঁহার, সেই আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

———

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরামীতি। অনেনাহরহর্মন্ত্রেণ বিষ্ণোরাবাহনার্ঘ্য-পাদ্যোপস্পর্শন-স্নান-বাস-উপবীত-বিভূষণ-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপোপ-হারাদ্যুপচারান্ সুসমাহিতোপাহরেৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ ভগবতে (ঐশ্বর্য্যাদিগুণপূর্ণায়) (অতএব) মহাপুরুষায় (পুরুষোত্তমায়) মহানুভাবায় (মহান্ অনুভাবঃ প্রভাবঃ যস্য তস্মৈ) মহাবিভূতিপতয়ে (মহাবিভূতিঃ লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ পতয়ে) নমঃ; মহাবিভূতিঃ সহ (বিষ্বক্‌সেনাদিপার্ষদগণৈশ্চ তুভ্যং) বলিম্ উপহরামি ইতি (সমর্পয়ামীতি) সুসমাহিতা (একাগ্রচিত্তা সতী) অনেন মন্ত্রেণ বিষ্ণোঃ আবাহনার্ঘ্যপাদ্যোপস্পর্শনস্নানবাসউপবীতবিভূষণগন্ধ-পুষ্পধূপদীপোপহারাদ্যুপচারান্ অহরহঃ (প্রতিদিনম্) উপাহরেৎ (সমর্পয়েৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—"আপনি ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণপূর্ণ পুরুষোত্তম মহাপ্রভাবশালী, লক্ষ্মীপতি, আপনাকে নমস্কার। বিষ্বক্‌সেনাদি পার্ষদ ও বিভূতিগণের সহিত আপনাকে পূজোপহার সমর্পণ করিতেছি"—সমাহিতচিত্তে প্রতিদিন এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বাস, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও উপহারাদি উপাচারসমূহ সমর্পণ করিবে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—পূজামন্ত্রমাহ—ওঁ নম ইতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূজার মন্ত্র বলিতেছেন—'ওঁ নমো ভগবতে' ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

———

হবিঃশেষঞ্চ জুহুয়াদনলে দ্বাদশাহুতীঃ—
ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহেতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—হবিঃশেষং চ (উপহারাবশিষ্টম্) অনলে (অগ্নৌ) ওঁ নমঃ ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা ইতি (মন্ত্রেণ) দ্বাদশাহুতীঃ জুহুয়াৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপহারাবশিষ্ট হবির্দ্বারা "ওঁ নমো ভাগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটী আহুতি প্রদান করিবে ॥৮॥

বিশ্বনাথ—হবিঃশেষমুপহারাবশিষ্টম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হবিঃ শেষম্'—ঐ সকল উপাচারের অবশিষ্ট অংশদ্বারা অগ্নিতে দ্বাদশবার আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৮ ॥

———

শ্রিয়ং বিষ্ণুঞ্চ বরদাবাশিষাং প্রভবাবুভৌ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদি সর্ব্বসম্পদঃ ইচ্ছেৎ (তদা) ভক্ত্যা বরদৌ আশিষাং প্রভবৌ উভৌ শ্রিয়ং বিষ্ণুং চ নিত্য সম্পূজয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যদি কেহ সর্ব্বসম্পৎ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি লক্ষ্মী ও নারায়ণকে ভক্তির সহিত সর্ব্বদা পূজা করিবেন। তাঁহারা উভয়েই বরপ্রদত্ত সর্ব্বমঙ্গলের আকরস্বরূপ ॥ ৯ ॥

———

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা।
দশবারং জপেন্মন্ত্রং ততঃ স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভক্তিপ্রহ্বেণ (ভক্ত্যা নম্রেণ) চেতসা ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ, দশবারং মন্ত্রং জপেৎ, ততঃ স্তোত্রম্ উদীরয়েৎ (কীর্ত্তয়েৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভক্তিনম্রচিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ, প্রণাম (দশবার) উক্ত মন্ত্র জপ এবং অনন্তর স্তোত্র পাঠ করিবেন ॥ ১০ ॥

———

যুবাং তু বিশ্বস্য বিভূ জগতঃ কারণং পরম্।
ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যুবাং তু বিশ্বস্য (সর্ব্বস্য) জগতঃ বিভু (বিভুশ্চ বিভ্বী চ বিভু স্বামিনৌ) পরং (মুখ্যং) কারণং (চ) ইয়ং হি (লক্ষ্মীঃ এব) সূক্ষ্মা (দুর্জ্ঞেয়া) প্রকৃতিঃ (ইয়ম্ এব) দুরত্যয়া (অনুল্লঙ্ঘ্যা) মায়া-শক্তিঃ (পরাখ্যশক্তিরূপা ভবতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আপনারা উভয়েই বিশ্বের অধিপতি এবং এই জগতের মুখ্য কারণ ; তন্মধ্যে এই লক্ষ্মী-দেবী—দুর্জ্ঞেয়া ও দুরত্যয়া চিন্ময়াশক্তিরূপা প্রকৃতি ॥ ১১ ॥

তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ।
ত্বং সর্ব্বযজ্ঞ ইজ্যেয়ং ক্রিয়েয়ং ফলভুগ্‌ভবান্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—তস্যাঃ (প্রকৃতেঃ) অধীশ্বরঃ (নিয়ন্তা) পরঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ ত্বম্ এব ত্বং সর্ব্বযজ্ঞঃ (সর্ব্বযজ্ঞমূর্ত্তিঃ) ইয়ং লক্ষ্মীঃ ইজ্যা (যজ্ঞনিবর্ত্তকঃ পুরুষব্যাপারঃ ভাবনাখ্যঃ ইয়ং ক্রিয়া (লৌকিকী ভবান্ ফলভুক্ (ফলস্য ভোক্তা) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই প্রকৃতির অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, আপনি যজ্ঞ, এই লক্ষ্মী ইজ্যা (ভাবনাখ্য যজ্ঞাঙ্গবিশেষ) ও ক্রিয়া এবং আপনি ঐ যজ্ঞের ফল-ভোক্তা ॥ ১২ ॥

গুণব্যক্তিরিয়ং দেবী ব্যঞ্জকো গুণভুগ্‌ভবান্।
ত্বং হি সর্ব্বশরীর্য্যাত্মা শ্রীঃ শরীরেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
নামরূপে ভগবতী প্রত্যয়স্ত্বমপাশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইয়ং দেবী গুণব্যক্তিঃ (গুণানাং ব্যক্তিঃ প্রকাশরূপা) ভবান্ (চ) (গুণানাং) ব্যঞ্জকঃ (কালঃ) গুণভুক্ (বিরাট্) ত্বং হি সর্ব্বশরীরী (সর্ব্বজীবরূপঃ) আত্মা (ভগবান্ ইয়ং) শ্রীঃ (চ) শরীরেন্দ্রিয়াশয়াঃ (শরীরেন্দ্রিয়াশয়রূপা) ভগবতী (লক্ষ্মীঃ) নামরূপে, ত্বং প্রত্যয়ঃ (নামরূপয়োঃ প্রকাশকঃ) অপাশ্রয়ঃ (তয়োঃ আধারশ্চ ইতি শেষঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই লক্ষ্মীদেবী গুণসকলের প্রকাশ-স্বরূপা, আপনি গুণের প্রকাশক ও ভোক্তা আপনি শরীরধারি-জীবগণের আত্মা এবং এই শ্রী-শরীর, ইন্দ্রিয় আশয়রূপা, ইনি নাম ও রূপ-যুক্তা এবং আপনি নামরূপের প্রকাশক ও আধার ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইজ্যা যজ্ঞাতিনির্বর্ত্তকঃ পুরুষব্যাপারো ভাবনাখ্যঃ। ক্রিয়া লৌকিকী। প্রত্যয়ো নামরূপয়োঃ প্রকাশকঃ। অপাশ্রয়স্তয়োরাধারঃ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইজ্যা'—এই লক্ষ্মীদেবীই যজ্ঞনিষ্পাদক ভাবনারূপ পুরুষ-ব্যাপার-বিশেষ। 'ক্রিয়া'—বলিতে লৌকিক ক্রিয়া। 'প্রত্যয়ঃ'—নাম ও রূপের প্রকাশক। 'অপাশ্রয়ঃ'—উভয়ের আধার (অর্থাৎ ভগবতী লক্ষ্মীদেবীই জাগতিক নাম ও রূপ-সমষ্টি, আর আপনি ঐ সকল নাম-রূপের প্রকাশক ও আধার।) ॥ ১২-১৩ ॥

মধ্ব—

অন্তর্যামী তু যজ্ঞাদেবিষ্ণুরিজ্যাদিনা রমা।
তত্তদ্বৈদত্ততো বাচ্যৌ তু সর্ব্বস্বরূপতঃ ॥
অন্তর্যামী শ্রিয়শ্চাপি বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
নান্তর্যামী কশ্চিদস্তি বিষ্ণোঃ ক্বাপি কুতশ্চন ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১২-১৩ ॥

তথা—তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীমন্মধ্বমুনি ভাগবৎ-তাৎপর্য্যে এই শ্লোক দুইটীর অর্থ তাৎপর্য্য এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন,—বিষ্ণুকে সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ এবং লক্ষ্মীকে ক্রিয়া ও ইজ্যাস্বরূপিণী বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাঁহারা যজ্ঞস্বরূপ বা ক্রিয়া ইজ্যা-স্বরূপিণী নহেন, কিন্তু যজ্ঞ ও ক্রিয়া ইজ্যার অন্তর্য্যামী ও অন্তর্য্যামিনী। শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীরও অন্তর্য্যামী, কিন্তু বিষ্ণুর অন্তর্য্যামী কেহ নাই, তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী।

শ্রীমন্মধ্বাচার্যমতে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র-ভেদে দুইটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ; তন্মধ্যে প্রথমটী—ঈশ্বর বা বিষ্ণু ও দ্বিতীয়টী জীবতত্ত্ব। শ্রীদেবী বিষ্ণুপরতন্ত্র বলিয়া তিনিও তাঁহাদের মতে জীবকোটীর অন্তর্ভুক্তা হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত, যথা বিষ্ণুপুরাণে—

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥
বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা।
সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্ ॥

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভগবান্ বিষ্ণুর অনপায়িনী

অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধযুক্তা স্বরূপানুবন্ধিনী নিত্যশক্তি লক্ষ্মীদেবী জগতের মাতা। যেরূপ বিষ্ণু—সর্ব্বগত, সেইপ্রকার এই শক্তিদেবীও সর্ব্বব্যাপিনী। বিষ্ণুর তিনটী শক্তির মধ্যে যিনি 'পরা' বলিয়া কথিতা হইয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পরাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে শক্তিমান্ ভগবানের সহিত অভিন্নবস্তু, সুতরাং বিষ্ণুকোটীর অন্তর্গত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। প্রমেয়রত্নাবলীর কান্তিমালা, টীকায় এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। যথা—"ননু কুচিৎ নিত্যমুক্তজীবত্বং লক্ষ্ম্যাঃ স্বীকৃতং, তত্রাহ,—প্রাহেতি। নিত্যৈবেতি পদ্যে সর্ব্বব্যাপ্তিকথনেন কলাকাষ্ঠেত্যাদিপদ্যদ্বয়ে, শুদ্ধোঽপীত্যুক্ত্যা চ মহাপ্রভুনা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্ম্যা ভগবদদ্বৈতমুপদিষ্টম্। কুচিদ্যত্তস্যাস্ত দ্বৈতমুক্তং, তত্তু তদাবিষ্টনিত্যমুক্তজীবমাদায় সঙ্গতমস্ত।" অর্থাৎ যদি বল, কোন কোন সম্প্রদায়ে শ্রীদেবীর নিত্যমুক্তজীবকোটীত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার উত্তর এই যে, "নিত্যৈব সা জগন্মাতা" প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত-বাক্যানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অনুগত জনকে লক্ষ্মীদেবীর ভগবদভিন্নতা বা বিষ্ণুকোটীত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তবে যে, কোন কোন মতে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে লক্ষ্মীদেবীর পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্মীদেবীতে আবিষ্ট কোন নিত্যমুক্ত জীবকে লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥ ১২-১৩ ॥

যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ পরমেষ্ঠিনৌ।
তথা মে উত্তমঃশ্লোক সন্তু সত্যা মহাশিষঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ (বরপ্রদৌ) পরমেষ্ঠিনৌ (পরমেশ্বরৌ ইতি সত্যং) তথা (হে) উত্তমঃ-শ্লোকঃ, মে (মম) মহাশিষঃ (মহান্তঃ অপি মনোরথাঃ) সত্যাঃ সন্তু (সফলাঃ ভবন্তু) ॥১৪॥

অনুবাদ—আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের বরদাতা পরমেশ্বর, অতএব হে উত্তমঃশ্লোক, আমার মহান্ মনোরথসকল পূর্ণ হউক্ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরমেষ্ঠিনৌ পরমেশ্বরৌ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরমেষ্ঠিনৌ'—আপনারা উভয়েই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীরূপে এই ত্রিলোককে বরদান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

ইত্যভিষ্টূয় বরদং শ্রীনিবাসং শ্রিয়া সহ।
তন্নিঃসার্য্যোপহরণং দত্ত্বাচমনমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) সহ বরদং শ্রীনিবাসং (হরিম্) ইতি (অনেন প্রকারেণ) অভিষ্টূয় (স্তুত্বা) তৎ উপহরণং (নৈবেদ্যনির্ম্মাল্যাদি) নিঃসার্য্য (অপসারণং কৃত্বা) আচমনং দত্ত্বা (পুনঃ) অর্চ্চয়েৎ ॥১৫॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীকে স্তুতি করিয়া পূজোপহার-নৈবেদ্যাদি অপসারণপূর্ব্বক পুনরাচমন দান করিয়া পুনরায় পূজা করিবে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—তন্নিঃসার্য্য নির্ম্মাল্যাপসারণং কৃত্বা ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্নিঃসার্য্য,—নির্ম্মাল্য অপসারণ করিয়া, (পরে আচমনীয় জল নিবেদনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে।) ॥ ১৫ ॥

ততস্তুবীত স্তোত্রেণ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা।
যজ্ঞোচ্ছিষ্টমবঘ্রায় পুনরভ্যর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ভক্তিপ্রহ্বেণ (ভক্তিনম্রেণ) চেতসা স্তোত্রেণ (অভিমত স্তবাদিনা) স্তুবীত, যজ্ঞোচ্ছিষ্টম্ অবঘ্রায় (ঘ্রাত্বা) পুনঃ হরিম্ অভ্যর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভক্তিবিনম্রচিত্তে পুনরায় স্তব করিবে এবং যজ্ঞোচ্ছিষ্টের ঘ্রাণ লইয়া পুনরায় হরিকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৬ ॥

পতিঞ্চ পরয়া ভক্ত্যা মহাপুরুষচেতসা।
প্রিয়ৈস্তৈস্তৈরুপনমেৎ প্রেমশীলঃ স্বয়ং পতিঃ।
বিভৃয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি পত্ন্যা উচ্চাবচানি চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—পরয়া ভক্ত্যা (একান্তপ্রেম্ণা) মহাপুরুষচেতসা (ঈশ্বরবুদ্ধ্যা) তৈঃ তৈঃ প্রিয়ৈঃ (উপচারৈঃ) পতিং চ উপনমেৎ (সেবেত) ; পতিঃ (চ) স্বয়ং প্রেমশীলঃ (সন্) পত্ন্যাঃ উচ্চাবচানি চ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিভৃয়াৎ (তদনুকুলঃ ভবেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—একান্ত-ভক্তির সহিত ঈশ্বর-বুদ্ধিতে কথিত উপচারসমূহদ্বারা পতিকেও সেবা করিবে এবং পতিও প্রীত হইয়া পত্নীর বিবিধ কর্ম্মে অনুকূল হইবেন ॥ ১৭ ॥

———

কৃতমেকতরেণাপি দম্পত্যোরুভয়োরপি ।
পত্ন্যাং কুর্য্যাদনর্হায়াং পতিরেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) দম্পত্যোঃ (মধ্যে) একতরেণ অপি কৃতম্ উভয়োঃ অপি (ফলকারণং ভবতি ; তস্মাৎ) পত্ন্যাম্ অনর্হায়াং (অসমর্থায়াং সত্যাং) পতিঃ (স্বয়ং) সমাহিতঃ (সংযতঃ সন্) এতৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—পতি ও পত্নীর মধ্যে এক জনে এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই উভয়ে ফলভাগী হয়, সেইজন্য পত্নী ব্রতকরণে অসমর্থা হইলে পতি নিজেই সমাহিতচিত্তে এই ব্রত অনুষ্ঠান করিতে পারেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—দম্পত্যোর্মধ্যে একতরেণ কৃতমুভয়োরপি ভবতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দম্পত্যোঃ'—স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই উহা উভয়ের করা হয় ॥ ১৮ ॥

———

বিষ্ণোর্ব্রতমিদং বিভ্রন্ন বিহন্যাৎ কথঞ্চন ।
বিপ্রান্ স্ত্রিয়ো বীরবতীঃ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ ।
অর্চ্চেদহরহর্ভক্ত্যা দেবং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১৯ ॥
উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং বিষ্ণোঃ ব্রতং বিভ্রৎ কথঞ্চন (কাম-ক্রোধাদিবশাদপি) ন বিহন্যাৎ (বিচ্ছিন্দ্যাৎ) বিপ্রান্ বীরবতীঃ (পতিপুত্রবতীঃ) স্ত্রিয়ঃ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ (মাল্যগন্ধাদিভিঃ উপচারৈঃ অর্চ্চেৎ) অহরহঃ (প্রতিদিনং) নিয়মম্ আস্থিতা (সতী) ভক্ত্যা দেবং (শ্রীবিষ্ণুম্) অর্চ্চেৎ (পূজয়েৎ) দেবং (ভগবন্তং) স্বে ধাম্নি উদ্বাস্য তন্নিবেদিতম্ অগ্রতঃ (অগ্রভাগং যথোচিতং বিভজ্য ততঃ) আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং (ততঃ) সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে (সর্ব্বাভিলাষপূরণার্থঞ্চ স্বয়ম্) অদ্যাৎ (অশ্নীয়াৎ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—এই বিষ্ণুব্রত ধারণ করিয়া (ক্রোধাদিবশতঃ কোন কারণে) কদাচ ব্রতচ্ছেদ করিবে না। বিপ্রগণকে ও পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণকে মাল্য, গন্ধ, উপহার এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা প্রতিদিন অর্চ্চনা করিবে। প্রতিদিন নিয়ম পালন করিয়া ভক্তিপুরঃসর শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ভগবান্‌কে (বিশ্রামার্থ) স্বধামে স্থাপনপূর্ব্বক তৎনিবেদিত বস্তুর অগ্রভাগ যথাযথ বিভাগ করিয়া আত্মশুদ্ধি এবং সর্ব্বাভিলাষপূরণার্থ নিজে ভক্ষণ করিবে ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—ন বিহন্যাৎ ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ। অগ্রত ইতি "ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী"—অগ্রভাগং যথোচিতং বিভজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন বিহন্যাৎ'—ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রত গ্রহণ করিয়া কোনরূপেই ইহার বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। 'অগ্রতঃ'—ইহা ল্যপ্ প্রত্যয়ের লোপে পঞ্চমীর স্থানে তদ্ধিতে তসিল্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্রভাগ যথাযথ বিভাগ করিয়া দিয়া, পরে নিজে ভক্ষণ করিবে ॥ ১৯-২০ ॥

———

এতেন পূজা-বিধিনা মাসান্ দ্বাদশহায়নম্ ।
নীত্বাথোপরমেৎ সাধ্বী কার্ত্তিকে চরমেঽহনি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সাধ্বী এতেন পূজা বিধিনা দ্বাদশ মাসান্ হায়নং (দ্বাদশমাসাত্মকং হায়নং সংবৎসরং) নীত্বা অথ কার্ত্তিকে চরমে অহনি (পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ) উপরমেৎ (উপবসেৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সাধ্বী স্ত্রী এইরূপ পূজাবিধি অনুসারে দ্বাদশ-মাসাত্মক বৎসর অতিবাহিত করিয়া কার্ত্তিক-মাসের পৌর্ণমাসী-তিথিতে উপবাস করিবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—চরমেঽহনি পৌর্ণমাস্যাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চরমে দিনে'—শেষ দিনে বলিতে কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসী দিনে উপবাস করিবে ॥ ২১ ॥

———

শ্বো ভূতেঽপ উপস্পৃশ্য কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
পয়ঃশৃতেন জুহুয়াচ্চরুণা সহ সর্পিষা।
পাকযজ্ঞবিধানেন দ্বাদশৈবাহুতীঃ পতিঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্বো ভূতে (প্রভাতে সতি) অপঃ উপস্পৃশ্য (পূর্ব্ববৎ আচম্য) পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণম্ অভ্যর্চ্চ্য পাকযজ্ঞবিধানেন (গৃহ্যসূত্রোক্তেন পার্ব্বণস্থালীপাকবিধানেন) পয়ঃশৃতেন (ঘৃতপক্বেন) সর্পিষা সহ (ঘৃতেন সহ) চরুণা পতিঃ (এব) দ্বাদশাহুতীঃ জুহুয়াৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পরদিন প্রভাত হইলে পূর্ব্ববৎ আচমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনানন্তর গৃহ্যসূত্রোক্ত পার্ব্বণস্থালী পাকবিধান অনুসারে ঘৃতের সহিত ক্ষীরপক্ব চরুদ্বারা পতি দ্বাদশটী আহুতি দিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বো ভূতে প্রভাতে সতি। পয়সি শৃতেন পক্বেন পাকযজ্ঞবিধানেন পার্ব্বণস্থালীপাকবিধানেন ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্বো ভূতে'—পরদিন প্রভাত হইলে, অর্থাৎ প্রাতঃকালে। 'পয়ঃশৃতেন'—পার্ব্বণস্থালী পাকের বিধান অনুসারে দুগ্ধ দ্বারা পক্ব ঘৃতযুক্ত চরুদ্বারা পতি দ্বাদশবার আহুতি দান করিবে ॥ ২২ ॥

আশিষঃ শিরসাদায় দ্বিজৈঃ প্রীতৈঃ সমীরিতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদনুজ্ঞয়া ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রীতৈঃ দ্বিজৈঃ সমীরিতাঃ (উচ্চারিতাঃ) আশিষঃ শিরসা আদায় ভক্ত্যা শিরসা (চ) প্রণম্য তদনুজ্ঞয়া (তেষাম্ আজ্ঞানুসারেণ) ভুঞ্জীত ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলে তাহা মস্তকদ্বারা গ্রহণ এবং ভক্তিপূর্ব্বক অবনতমস্তকে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ২৩ ॥

আচার্য্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সহ বন্ধুভিঃ।
দদ্যাৎ পত্ন্যৈ চরোঃ শেষং সুপ্রজাস্ত্বং সুসৌভগম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—বাগ্‌যতঃ (ধৃতমৌনঃ সন্) বন্ধুভিঃ সহ আচার্য্যম্ অগ্রতঃ কৃত্বা সুপ্রজাস্ত্বং (সৎপুত্রত্বম্) সুসৌভগং (সৌভাগ্যজনকং) চরোঃ শেষং পত্ন্যৈ দদ্যাৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পরে বন্ধুগণের সহিত বাক্‌সংযমপূর্ব্বক আচার্য্যকে অগ্রে উপবেশন করাইয়া সৎপুত্রপ্রদ ও সৌভাগ্যজনক চরুর শেষভাগ স্বীয় পত্নীকে দান করিবে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—শেষং সুপ্রজাস্ত্বং সুপ্রজস্ত্বকরং সুসৌভগকরঞ্চ ; যদ্বা, ততস্তস্য সুপ্রজাস্ত্বং স্যাদিতি বাক্যান্তরম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শেষং সুপ্রজাস্ত্বং'—সৎপুত্রনিমিত্তক ও সৌভাগ্যদায়ক চরুর অবশেষ ভক্ষণার্থ পতি পত্নীকে দান করিবে। অথবা—তাহার সুসন্তান হউক, ইহা পৃথক্ বাক্য। [ইহা ক্রমসন্দর্ভের ব্যাখ্যা।] ॥ ২৪ ॥

এতচ্চরিত্বা বিধিবদ্‌ব্রতং বিভো-
রভীপ্সিতার্থং লভতে পুমানিহ।
স্ত্রী চৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং
শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতিং যশো গৃহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ বিধিবৎ (নিয়মানুসারেণ) এতৎ ব্রতং চরিত্বা (কৃত্বা) বিভোঃ (ভগবত সকাশাৎ) ইহ (এব জন্মনি) অভীপ্সিতার্থং লভতে (বাঞ্ছিতার্থং প্রাপ্নোতি) স্ত্রী চ এতৎ আস্থায় (কৃত্বা) সৌভগং (সৌভাগ্যং) শ্রিয়ং প্রজাং (সন্ততিং) জীবপতিং (জীবতীতি জীবঃ স চাসৌ তপশ্চি তং জীবপতিং দীর্ঘজীবিনং পতিং) যশঃ গৃহং (চ) লভেত (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই ব্রত বিধিবৎ আচরণ করিলে পুরুষ এই জন্মেই ভগবানের নিকট হইতে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিতে এবং স্ত্রী এই ব্রত বিধিবৎ আচরণ করিলে সৌভাগ্য, সম্পদ, সন্তান, দীর্ঘায়ুর্যুক্ত পতি, যশঃ, গৃহ ইত্যাদি লাভ করে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—জীবতীতি জীবঃ স চাসৌ পতিশ্চেতি তম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীবপতিম্'—যে জীবিত

থাকে, তাদৃশ পতি, অর্থাৎ দীর্ঘায়ুঃযুক্ত পতি (অর্থাৎ ইহার দ্বারা রমণী নিজের অবৈধব্য লাভ করিয়া থাকে।)॥ ২৫ ॥

কন্যা চ বিন্দেত সমগ্রলক্ষণং
পতিং ত্ববীরা হতকিল্বিষাং গতিম্।
মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরী
সুদুর্ভগা সুভগা রূপমগ্র্যম্ ॥ ২৬ ॥
বিন্দেদ্বিরূপা বিরুজা বিমুচ্যতে
য আময়াবীন্দ্রিয়কল্যদেহম্।
এতৎ পঠন্নভ্যুদয়ে চ কর্ম্ম-
ণ্যনন্ততৃপ্তিঃ পিতৃদেবতানাম্ ॥ ২৭ ॥
তুষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সমস্তকামান্
হোমাবসানে হুতভুক্ শ্রীর্হরিশ্চ।
রাজন্মহন্মরুতাং জন্ম পুণ্যম্
দিতের্ব্রতং চাভিহিতং মহৎ তে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রতকথনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(এতৎ চরিত্বা) কন্যা চ সমগ্রলক্ষণং (সমগ্রাণি লক্ষণানি সদ্‌গুণাঃ যস্মিন্ তথাভূতং) পতিং বিন্দেত (লভেত); অবীরা তু (পতিপুত্রহীনা) হতকিল্বিষাং (দোষবর্জ্জিতাং) গতিং (লভেত), মৃতপ্রজা (যা সা) জীবসুতা ধনেশ্বরী (চ ভবতি), সুদুর্ভগা সুভগা (ভবতি), বিরূপা অগ্র্যং (শ্রেষ্ঠং) রূপং বিন্দেৎ (লভেত)। যঃ আময়াবী (রোগী) বিরুজা (বিশিষ্টয়া রুজা) বিমুচ্যতে, ইন্দ্রিয়কল্যদেহম্ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং কল্যং শুভং দেহং চ বিন্দেৎ লভেত)। অভ্যুদয়ে (যজ্ঞদানাদিপিতৃদেবাদিকর্ম্মণি যঃ) এতৎ পঠন্ (পাঠাদিপরঃ ভবেৎ তস্য) পিতৃদেবতানাম্ অনন্ততৃপ্তিঃ (ভবতি); তুষ্টাঃ (পিতৃদেবাদয়ঃ) সমস্তকামান্ প্রযচ্ছন্তি (দদাতি), হোমাবসানে) হুতভুক্ শ্রীহরিঃ চ (যজ্ঞভোক্তা শ্রীবিষ্ণুশ্চ প্রীতঃ ভবতি)। (হে) রাজন্, মরুতাং মহৎ জন্মপুণ্যং (পুণ্যজনকং জন্মাদিবৃত্তং) দিতেঃ মহৎ ব্রতং চ তে (তুভ্যম্) অভিহিতং (ময়া বর্ণিতম্) ॥ ২৬-২৮ ॥

অনুবাদ—কন্যা এই ব্রত পালন করিলে সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত পতি লাভ করিতে পারে এবং অবীরা (পতিপুত্রহীনা রমণী এই ব্রত পালন করিলে দোষবর্জ্জিত বৈকুণ্ঠাদিতে গতি লাভ করিতে পারে, মৃতবৎসা স্ত্রী আয়ুষ্মান্ পুত্র লাভ করে ও ধনেশ্বরী হয়, দুর্ভগা সুভগা হয় এবং কুরূপা অতীবসুরূপা হয়। এই ব্রতাচরণে রোগী রোগমুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত কার্য্যসমর্থ দেহ লাভ করে। যিনি পিতৃদেবতাগণের আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্ম্মাদিতে এই আখ্যায়িকা পাঠ করেন, তাঁহার প্রতি দেবগণ ও পিতৃগণ অত্যন্ত-তৃপ্ত হইয়া থাকেন ও প্রীত হইয়া সমস্ত কামণা পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং যজ্ঞাবসানে যজ্ঞভোক্তা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। হে রাজন্ [পরীক্ষিৎ], মরুদ্‌গণের পুণ্য-জন্মবৃত্তান্ত এবং দিতির মহাব্রতবৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ২৬-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অবীরা পতিপুত্রশূন্যা, যা মৃতপ্রজা সা জীবসুতা ধনেশ্বরী চ ভবতি। য আময়াবী, স বিশিষ্টয়া রুজা বিমুচ্যতে ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ কল্যং সমর্থং দেহঞ্চ বিন্দেৎ, অভ্যুদয়ে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধাদৌ। তুষ্টা হুতভুক্ শ্রীর্হরিশ্চ ॥ ২৬-২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠ একোনবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

মম ত্রিদোষজ্বরজর্জ্জরস্য প্রলাপমাসন্নমতিং গতস্য।
সন্তঃ সহন্তাং কৃপয়া দ্রবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণনামান্যনুকীর্ত্তয়ন্তঃ ॥
বৃন্দাবনে কল্পতরোস্তলে লসৎকলিন্দজা-
বীচিপৃষন্তিরুন্দিতে।
ষষ্ঠস্য টীকা সমপূরি বাসরে বুধস্য শুক্লা
নবমীমুপেয়ুষি ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবীরা'—পতি-পুত্রহীনা রমণী পুণ্যগতি লাভ করে। 'মৃতপ্রজা'—মৃতবৎসা নারী জীবিত (আয়ুষ্মান্) সন্তান ও ধনৈশ্বর্য্য লাভ করে। 'যঃ আময়াবী'—চিররুগ্ন ব্যক্তিও ইহা দ্বারা কঠোর রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন সুস্থ দেহ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 'অভ্যুদয়ে'—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে যিনি এই আখ্যান পাঠ করেন। 'তুষ্টা হুতভুক্ শ্রীর্হরিশ্চ'—হুতভুক্ অগ্নি,

শ্রী লক্ষ্মী এবং হরি—তুষ্ট হইয়া (তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬-২৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ ১৯ ॥

ত্রিদোষ-জ্বরে জর্জ্জরিত মরণোন্মুখ আমার এই প্রলাপ বাক্য শ্রীকৃষ্ণনামাবলি কীর্ত্তনরত দ্রুতচিত্ত সাধু ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক সহ্য করুন (শ্রবণ করুন) ॥

শ্রীবৃন্দাবনে উচ্ছলিত কালিন্দী-তরঙ্গের বিন্দুর দ্বারা আর্দ্রীকৃত কল্পতরুর তলে বুধবারে শুক্লা নবমী তিথিতে এই ষষ্ঠ স্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগতে ষষ্ঠস্কন্ধে একোনবিংশধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।